শ্রীকৃষ্ণবিজয়

গুণরাজ খান
মালাধর বসু
বিরচিত

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

মালাধর বসু
বিরচিত

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯০

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ শিল্পী
সোমনাথ ঘোষ

মূল্য
১৮০·০০ (একশ আশি টাকা)

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৯

জে এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২২৪১-৬৪৭০/২২৪১-৭৫১৯

মুদ্রণ
কালার ইন্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কোলকাতা-৭০০ ০১২

দীনেশচন্দ্র সেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শশিভূষণ দাশগুপ্ত
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য আশুতোষ ভট্টাচার্য
পঞ্চানন মণ্ডল সুখময় মুখোপাধ্যায়
স্মরণে

নিবেদন

বিগত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় বঙ্গীয় পাঠকসমাজ গুণরাজ খান মালাধর বসুর সুবিখ্যাত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটির রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত থেকেছেন গ্রন্থটির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃক আস্বাদিত ও সবিশেষ প্রশংসিত এই মহামূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থখানির পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরেই অনুভূত হয়ে এসেছে। গবেষক শিক্ষার্থী শিক্ষক ও সাধারণ পাঠক সকলেই খুঁজেছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের পুথিভিত্তিক একটি যথার্থ সুসম্পাদিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-টীকা সংবলিত পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক সংস্করণ। পঞ্চাশ বছরের বিরাট শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আমরা গুণরাজখানের কাব্যের সম্পাদন ও পুনর্মুদ্রাঙ্কনের পরিকল্পনা গ্রহণ করি আজ থেকে ছয় বৎসর পূর্বে। বিশ্বভারতীর বাংলা পুথিশালার সংগ্রহ খুবই সমৃদ্ধ। সেই সংগ্রহ থেকে পাওয়া গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানির এক দুর্লভ প্রাচীন পুথি। এই পুথি ১৯৪৯ সালে বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত ; সংগ্রহ-সংখ্যা ৩৪৮৪। এই পুথিটির প্রাচীনত্ব বিচারের জন্য আমরা প্রাচীন পুথিবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তিনি পুথিশালায় বেশ কয়েকদিন এসে পুথিটি পরীক্ষা করে এর প্রাচীনত্ব বিষয়ে যে লিখিত অভিমত জানান তা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল : "বিশ্বভাবতী সংগ্রহের (রতন লাইব্রেরী সংগ্রহ), বিশ্বভারতীতে সংগ্রহের তারিখ ১৯-৮-১৯৪৯ (৩৪৮৪) গুণরাজ খাঁ মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুঁথিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। পুঁথির লিপি খুব পুরাতন। যে কাগজে পুঁথিখানি লিখিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন হস্তনির্মিত তুলোট। পুষ্পিকাপত্র না থাকায় পুঁথিটির নির্দিষ্ট লিপিকাল পাওয়া যায় না। বিশ্বভারতী সংগ্রহে গোপালবিজয় (২৬২৪ সংখ্যা) নামক একটি পুঁথি আছে। রচয়িতার নাম কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ। এই গোপালবিজয় পুঁথির লিপি-পদ্ধতির সহিত উক্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুঁথির লিপির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বোঝা যায় দুটি পুঁথি প্রায় একই সময়ের লেখা। গোপালবিজয় পুঁথির লিপিকাল ১৫৩৫ শকাব্দ (১৬১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ)। লিপি পরীক্ষা করিয়া আমার স্থির সিদ্ধান্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বর্তমান পুঁথিটিও ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৫৩৫ শকাব্দের নিকটবর্তী কোনো সময়ে অনুলিখিত হইয়াছিল। পুঁথির বয়স নির্ণয়ে লিপিবিচার ছাড়াও পুঁথির কাগজ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই দিক হইতে বিচার করিয়াও দেখা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুঁথির তুলোট কাগজ গোপালবিজয় পুঁথির তুলোট কাগজ অপেক্ষাও অধিক পুরাতন। কাগজের প্রাচীনত্বের দিক হইতে বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথিটির লিপিকাল, ১৫৩৫ শকাব্দ হইতে আরও অন্ততঃ ২/৩ দশক পূর্ববর্তী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ১৮/৫/১৯৯৭"। অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক পরীক্ষিত ও

অনুমোদিত বিশ্বভারতী সংগ্রহের এই প্রাচীন পুথিটিই বর্তমান সম্পাদিত গ্রন্থের মুখ্য অবলম্বন। এর প্রাচীনত্বের গুরুত্ব বিবেচনা করেই পুথিটি অখণ্ডিত না হওয়া সত্ত্বেও এর পাঠ-কেই আমরা সর্বাধিক মূল্যবান বিবেচনা করেছি আমাদের সম্পাদনার কাজে। এই প্রাপ্ত প্রাচীন পুথিটি ছাড়াও বর্তমান সম্পাদিত গ্রন্থে আমরা আরও দুটি পুথির পাঠের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। এক, বিশ্বভারতী সংগ্রহের ২০৯২ সংখ্যক প্রাচীন পুথি, ও দুই, ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে অবলম্বিত পুথি তথা পুথির পাঠ। প্রায় ছয় দশক পূর্বে মিত্র মহাশয় সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশের পর দ্বিতীয়বার আর কখনো এ-বই পুনর্মুদ্রিত হয়নি। তাই অর্ধশতবর্ষকাল এই মহাগ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠকসমাজে অপ্রাপ্যই থেকে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মালাধর বসুর টেক্সটের দুর্লভতা ও দুষ্প্রাপ্যতা সুদীর্ঘকাল পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে যারপরনাই অন্তরায় বিঘ্ন ও শূন্যতা সৃষ্টি করে এসেছে। অথচ বাংলা পঠনপাঠন হয় এমন সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ভাগবতের আদি অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য অনিবার্যরূপেই পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বা মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রধান সাহিত্যকর্মকে পরিহার করে তো আর বাংলা স্নাতক স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করা যায় না। তাই প্রয়োজনীয় প্রামাণিক বইয়ের অভাব দূর করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সম্পাদকদের একজনের বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি সম্পাদনার অভিজ্ঞতা ও একজনের চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা মালাধর বসুর মহান কীর্তি শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য সম্পাদনায় কিঞ্চিৎ সহায়ক হয়েছে বলে মনে হয়।

গ্রন্থসম্পাদনায় আমরা সর্বদা পুথির মূল পাঠকেই টেক্সটে গ্রহণ করেছি। পুথিতে যেমন-যেমন বানান আছে, তা হুবহু রক্ষা করা হয়েছে। বহু স্থানে 'ণ' স্থলে 'ন' আছে, 'ি' স্থলে 'ী' কিংবা 'ী' স্থলে 'ি' আছে, রফলা ও ঋকারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আছে, হ্রস্বউ ও দীর্ঘউকারের ক্ষেত্রেও পুথিতে বিলক্ষণ স্বেচ্ছাচারিতা আছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই পুথির বানান বা পাঠ-কে আধুনিকীকরণ করা হয়নি। শব্দসূচীতে অর্থের সঙ্গে প্রয়োজনে প্রস্তাবিত শুদ্ধ পাঠ প্রদত্ত হয়েছে।

মূল কাব্যের প্রারম্ভে দীর্ঘ আলোচনায় মালাধর বসু ও তাঁর ভাগবততর্জমা বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সন্নিবেশের প্রযত্ন করা গিয়েছে এবং নতুন করে কাব্যটির পুনর্মূল্যায়নে প্রয়াসী হওয়া গিয়েছে। সামগ্রিকভাবে কাব্যটি সুসম্পাদিত আকারে প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী পাঠকসমাজ ও ভক্তজনের হাতে তুলে দিতে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয়নি। তবে এও আমরা জানি আমাদের সীমিত সাধ্যে হয়ত কিছু অপূর্ণতাও থেকে গেল। সেজন্য মার্জনা চাই না—চাই ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ, চাই বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর মূল্যবান্ উপদেশ নির্দেশ ও সানুগ্রহ পরামর্শ।

নিবেদন

কবি মালাধর ও তাঁর কাব্যবিষয়ে আলোচনাকালে যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব', গীতা চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য', সত্যবতী গিরির 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ' ও অর্ধেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাগবত কাব্যের অনুবাদে শঙ্করদেব ও মালাধর বসু'।

গ্রন্থসম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আমাদের নানাভাবে প্রেরণা পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত উপকৃত করেছেন তাঁদের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের প্রয়াত দুই প্রাচীনসাহিত্য বিশেষজ্ঞ পঞ্চানন মণ্ডল ও সুখময় মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করি। এছাড়াও বন্ধুজন যাঁরা আমাদের সর্বদা সহায়তা আনুকূল্য করেছেন তাঁরা হলেন রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জটাধারী মালাকার, সত্যবতী গিরি, সুনীলকুমার ওঝা, বিশ্বনাথ রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, লায়েক আলি খান, মঞ্জুলা বেরা, সুবোধকুমার যশ, নিখিলেশ চক্রবর্তী ও জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পুথির সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে কপি প্রস্তুতে ও প্রুফ সংশোধনের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অঞ্জন রাণা, সুজিতকুমার বিশ্বাস, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, ঋক্ চক্রবর্তী, রূপলেখা মুখোপাধ্যায়, রীতা চট্টোপাধ্যায় ও মহুয়া চট্টোপাধ্যায়।

'রত্নাবলী' প্রকাশন সংস্থা বাংলা ভাষার এমন একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশে যে যত্ন ও নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন তা দেখে আমরা অভিভূত। মালাধর বসুর যে বই একদা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছিল, যে বই নিঃশেষিত হবার পর বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতা বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বার আর প্রকাশে উদ্যোগী হয়নি, উদ্যোগ দেখা যায়নি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা তদ্রূপ কোনো সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে ; চারিদিকের সেই নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত নির্বিকার অবস্থায় 'রত্নাবলী' প্রকাশনার সুনীল ভট্টাচার্য ও সুমন চট্টোপাধ্যায় সেই দুর্লভ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে যে ঐকান্তিক দায়িত্ববোধ ও গভীর সারস্বতপ্রেমের পরিচয় দিলেন তা বঙ্গীয় পাঠকসমাজের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিশ্বভারতী,
শান্তিনিকেতন
৭৩১২৩৫

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
সুমঙ্গল রাণা

"ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥
সুন হে পণ্ডীত লোক একচিন্ত মনে।
কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে॥
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে॥"

মালাধর বসু
'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' দেবদেবী বন্দনা

সূচী

১

কাব্য-আলোচনা

২

শ্রীকৃষ্ণবিজয় মূল কাব্য

৩

শব্দার্থ

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ক-পুথি পৃষ্ঠা ২৬/১

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ক-পুথি পৃষ্ঠা ২৯/২

শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ-পুথি পৃষ্ঠা ৩/২

শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ-পুথি পৃষ্ঠা ৪/২

কাব্য-আলোচনা

পুরাণ ও ভাগবত

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কী? এটি কাব্য। কী কাব্য? অনুবাদ-কাব্য। কিসের অনুবাদ? ভাগবতের অনুবাদ। ভাগবত কী? ভাগবত হল অনেকগুলি পুরাণের মধ্যে একটি পুরাণ। পুরাণ কী? সে-কথায় পরে আসছি। পুরাণ কয়টি? পুরাণের সংখ্যা আঠারোটি—অষ্টাদশ পুরাণ ; ভাগবত আঠারো পুরাণের মধ্যে একটি পুরাণ।

এখন জিজ্ঞাসা পুরাণ কী? কাকে বলা হয় পুরাণ?

পুরাণ শব্দের অর্থ পুরাতন। পুরাকালে প্রাচীন কাহিনীর এক বিশেষ গ্রন্থের নাম ছিল পুরাণ। বেদাদি গ্রন্থে এর উৎপত্তির কথা আছে। অথর্ববেদে, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে, আপস্তম্ব ও গৌতমের ধর্মসূত্রে এবং মহাভারতে ও মনুসংহিতায় পুরাণ-প্রসঙ্গ রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাস ও পুরাণের একত্র নির্দেশ দেখা যায় এবং সেখানে শব্দ দুটি সমার্থক। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পুরাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'পুরাকালীন' ; 'ইতিহাস' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'এইরূপই ছিল'—পুরাভবম্ ইতি পুরাণম্ আর ইতি-হ-আস হল ইতিহাস। মূলত পুরাণ বলতে বেদোত্তর যুগের ইতিহাস আখ্যায়িকা উপকথা ও ধর্মমূলক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থকে বোঝায়।

পুরাণের প্রধান লক্ষণ পাঁচটি। এক. সর্গ (সৃষ্টি), দুই. প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নবসৃষ্টি), তিন. বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশবর্ণনা), চার. মন্বন্তর ((চৌদ্দজন মনুর শাসন বিবরণ), এবং পাঁচ. বংশানুচরিত (পৌরাণিক রাজগণের আখ্যায়িকা)।

পুরাণের সংখ্যা আঠারো। পুরাণকে মহাপুরাণও বলা হয়। যেহেতু পুরাণ বা মহাপুরাণ ছাড়া অতিরিক্ত আরও আঠারোটি উপপুরাণও আছে।

আঠারোটি পুরাণ বা মহাপুরাণ হল : (১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) শিব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বরাহ, (১৩) স্কন্দ, (১৪) বামন, (১৫) কূর্ম, (১৬) মৎস্য, (১৭) গরুড় এবং (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

অষ্টাদশ উপপুরাণ হল : (১) সনৎকুমার, (২) নরসিংহ, (৩) বায়ু, (৪) শিবধর্ম, (৫) আশ্চর্য, (৬) নারদ, (৭) নন্দিকেশ্বরদ্বয়, (৮) উশনস্, (৯) কপিল, (১০) বরুণ, (১১) শাম্ব, (১২) কালিকা, (১৩) মহেশ্বর, (১৪) কল্কি, (১৫) দেবী, (১৬) পরাশর, (১৭) মরীচি এবং (১৮) ভাস্কর বা সূর্য। প্রাপ্ত উপপুরাণের নামের তালিকা সর্বত্র একপ্রকার নয়।

যাই হোক, আমাদের প্রধান জিজ্ঞাসা পুরাণ বা মহাপুরাণ নিয়েই ; যেহেতু অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম হল ভাগবত পুরাণ।

এই অষ্টাদশ পুরাণও আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি পার্থিবগুণে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সাধারণভাবে যে পুরাণগুলি বিষ্ণুকে মহিমান্বিত করেছে সেগুলিকে বলা হয় সাত্ত্বিক, যেগুলি ব্রহ্মাকে মহিমান্বিত করেছে সেগুলিকে বলা হয় রাজস এবং যেগুলি শিবের মহিমাকীর্তন করেছে সেগুলি তামস পুরাণ রূপে নির্দেশিত। এই তিন শ্রেণীবদ্ধ পুরাণগুলি হল : (ক) সাত্ত্বিক পুরাণ : ১. পদ্ম, ২. বিষ্ণু, ৩. ভাগবত, ৪. নারদীয়, ৫. বরাহ, ৬. গরুড়। (খ) রাজস পুরাণ : ১. ব্রহ্ম, ২. মার্কণ্ডেয়, ৩. ভবিষ্য, ৪. ব্রহ্মবৈবর্ত, ৫. বামন, ৬. ব্রহ্মাণ্ড। (গ) তামস পুরাণ : ১. শিব, ২. অগ্নি, ৩. লিঙ্গ, ৪. স্কন্দ, ৫. কূর্ম, ৬. মৎস্য।

এখন আমাদের জেনে নেওয়া যাক কোন্ কোন্ পুরাণে কী কী প্রসঙ্গ আছে।

ব্রহ্ম পুরাণ : এটি পূর্ব ও উত্তর দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব ভাগে সৃষ্টি প্রসঙ্গে দেবতা ও অসুরের জন্ম বৃত্তান্ত এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশের বিবরণ আছে। উত্তর ভাগে তীর্থাদির বর্ণনা, পিতৃশ্রাদ্ধ ও বর্ণাশ্রমধর্মের

কথা, এবং শেষের দিকে সাংখ্য, যোগ ও জ্ঞানের আলোচনা আছে। উত্তর ভাগের অন্যতম আখ্যান কৃষ্ণচরিতকথা।

পদ্ম পুরাণ : পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত—সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তর খণ্ড। সৃষ্টি খণ্ডে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ; ভূমি খণ্ডে পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল ; স্বর্গ খণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, লোকসংস্থান ও তীর্থাদির বিবরণ ও শেষাংশে বর্ণাশ্রম ধর্ম ও ব্রতাদির কথা ; পাতাল খণ্ডে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী সহ পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য কীর্তিত ; এবং উত্তর খণ্ডে আছে নানা উপাখ্যান ও ধর্মতত্ত্বের বিবৃতি।

বিষ্ণু পুরাণ : বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এটি পঞ্চলক্ষণান্বিত একটি প্রাচীন পুরাণ।

শিব পুরাণ : এই পুরাণ বায়ু পুরাণ নামেও খ্যাত। এটি পঞ্চলক্ষণান্বিত একটি প্রাচীন পুরাণ। শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। জগতের উৎপত্তি থেকে শুরু করে শিবের বিবাহ, গণেশ ও কার্ত্তিকের জন্ম, কাশী মাহাত্ম্য ও শিবপূজার বিধি এই পুরাণে সন্নিবেশিত।

ভাগবত পুরাণ : সমুদয় পুরাণ-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সমগ্র ভারতবর্ষের বৈষ্ণব সমাজে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এর অনুবাদ এবং এই গ্রন্থের উপর বহু টীকাকারের উল্লেখযোগ্য ভাষ্য ও টীকা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তার প্রমাণ সুবিদিত। পুরাণসমূহের মধ্যে ভাগবত পুরাণই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এর শ্লোকসংখ্যা ১৮০০০। স্কন্ধ বা বিভাগ ১২। মোট অধ্যায় সংখ্যা ৩৩৫। প্রথম স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়, দ্বিতীয় স্কন্ধে ১০, তৃতীয় স্কন্ধে ৩৩, চতুর্থ স্কন্ধে ৩১, পঞ্চম স্কন্ধে ২৬, ষষ্ঠ স্কন্ধে ১৯, সপ্তম স্কন্ধে ১৫, অষ্টম স্কন্ধে ২৪, নবম স্কন্ধে ২৪, দশম স্কন্ধে ৯০, একাদশ স্কন্ধে ৩১ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে অধ্যায় সংখ্যা ১৩। ব্যাসদেবের নামেই ভাগবত পুরাণ প্রচলিত। শুকদেব তাঁর জনক ব্যাসের নিকট ভাগবতকাহিনী শ্রবণ করেছিলেন। রাজা পরীক্ষিত ঋষি শাপে অভিশপ্ত হলে শুকদেব তাঁকে ভাগবতকথা শোনান। প্রথম স্কন্ধে—ভাগবতকথা ও ভগবদ্‌ভক্তির মাহাত্ম্য, নারদ-বেদব্যাস সংবাদ, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ, পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান ও পরীক্ষিতের কথা ; দ্বিতীয় স্কন্ধে—পরীক্ষিৎ-শুকদেব সংবাদ ও ভাগবত কথারম্ভ ; তৃতীয় স্কন্ধে—বিদুর-উদ্ধব সংবাদ, বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ, ব্রহ্মার সৃষ্টি বৃত্তান্ত, কর্দম ও দেবহূতি প্রসঙ্গ ; চতুর্থ স্কন্ধে—মনুর কন্যা বংশ, দক্ষের যজ্ঞ, ধ্রুবের উপাখ্যান, বেণের উপাখ্যান, পৃথুর উপাখ্যান, প্রাচীনবর্হি ও প্রচেতাদের উপাখ্যান ; পঞ্চম স্কন্ধে—প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান, আগ্নীধ্র চরিত, ঋষভদেব চরিত, ভরতের উপাখ্যান, ভূমণ্ডল স্বর্গ ও পাতালের বর্ণনা, নরকের বর্ণনা ; ষষ্ঠ স্কন্ধে—অজামিলের উপাখ্যান, দ্বিতীয় দক্ষ ও তাঁর বংশ বিস্তার, বিশ্বরূপের কাহিনী, বৃত্রাসুর বধ, চিত্রকেতুর উপাখ্যান, মরুৎগণের জন্ম ও পুংসবন ব্রত ; সপ্তম স্কন্ধে—প্রহ্লাদ চরিত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্মকথন ; অষ্টম স্কন্ধে—মন্বন্তর নিরূপণ, গজেন্দ্রের উপাখ্যান, সমুদ্র মন্থন, মোহিনী-শিব সংবাদ, বলির উপাখ্যান, মৎস্য অবতার কথা ; নবম স্কন্ধে—ইলার উপাখ্যান, পৃষধ্রের উপাখ্যান, মনুর পুত্রদের বংশবিস্তার, সুকন্যার উপাখ্যান, রেবতীর উপাখ্যান, অম্বরীষের উপাখ্যান, ইক্ষ্বাকুর বংশ, সৌভরির উপাখ্যান, হরিশ্চন্দ্রচরিত, সগরচরিত, গঙ্গাবতরণ, সৌদাসের উপাখ্যান, রামচরিত, নিমির উপাখ্যান ও তাঁর বংশ, চন্দ্রবংশের উৎপত্তি ও পুরূরবার উপাখ্যান, বিশ্বামিত্রের কথা, আয়ুর বংশ, যযাতির উপাখ্যান, পুরু বংশ, কুরু বংশ, অনুদ্রুহ্যু তুর্বসুর বংশ, যদু বংশ কথা। দশম স্কন্ধের মুখ্য বিষয় কৃষ্ণলীলা। ভাগবতেব রাসলীলা খুবই বিস্তৃত এবং এই অংশই পরবর্তী কালে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধে জ্ঞান যোগ ও ভক্তির কথায় পরিপূর্ণ। ভাগবতের দশম একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধই ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষভাবে অনূদিত ও অনুসৃত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা,

কুরুক্ষেত্রকাহিনী এবং একাদশ স্কন্ধে যদুকুলধ্বংস ও কৃষ্ণের কলেবর ত্যাগের যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা বাঙালির শুধু চিত্তভূমিতেই নয়, বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায় ও ভক্তদের প্রভাবে এই তিনটি স্কন্ধ ভারতবর্ষের অশিক্ষিত জনসাধারণের মনেও বিশেষভাবে স্থান লাভ করে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় মূলত ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ ও অনুসরণ।

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সঙ্গে ভাগবতের দশম একাদশ স্কন্ধের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ তাই এখানে ভাগবতের দশম ও একাদশ এই উভয় স্কন্ধের প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়সূত্রের নির্দেশ করা হল। প্রথমে দশম স্কন্ধের নব্বইটি অধ্যায়। ১. শ্রীকৃষ্ণাবতারের কারণ কথন ; ২. দৈবকীর গর্ভে শ্রীহরির আগমন; ৩. শ্রীহরির জন্মসময়ে দেশ ও কালের মঙ্গল রূপ ধারণ, বসুদেব কর্তৃক সদ্য প্রসূত শিশুর চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শনে বিস্ময় এবং তাঁকে বিষ্ণুবোধে স্তব, সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে বসুদেবের নন্দালয়ে গমন ও যশোদার শয্যায় সেই শিশুকে শায়িত করে যশোদার কন্যা হরণপূর্বক মথুরায় প্রত্যাবর্তন ; ৪. দৈবকীর অষ্টম গর্ভের প্রসববার্তা শ্রবণে দৈবকীর ক্রোড় থেকে কংস কর্তৃক কন্যাকর্ষণ ও শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ ও কন্যারূপিণী অষ্টভুজা যোগমায়া কর্তৃক আকাশবাণী ; ৫. নন্দের মথুরায় আগমন, বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরস্পর আলাপন ; ৬. শিশু শ্রীকৃষ্ণের পূতনা বধ ; ৭. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শকট ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত বধ ; ৮. নন্দালয়ে গর্গমুনির আগমন, যশোদা ও রোহিণীপুত্রের নামকরণসংস্কার, রাম ও কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া কথন, শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে যশোদার বিশ্বরূপ দর্শন ; ৯. যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন ; ১০. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদূখলাকর্ষণে যমল ও অর্জুন বৃক্ষরূপী কুবের তনয় নলকুবর ও মণিগ্রীবের শাপমুক্তি ও তাঁদের দ্বারা কৃষ্ণস্তব; ১১. বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নন্দাদি গোপগণের ব্রজভূমি ত্যাগ ও বৃন্দাবন গমন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৎসাসুর ও বকাসুর বধ ; ১২. শ্রীকৃষ্ণের বনভোজন সঙ্কল্প, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অঘাসুর বধ ; ১৩. শ্রীকৃষ্ণের গোপবালকগণের সঙ্গে বনভোজন, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনে অভিলাষী ব্রহ্মার গোপবালকগণ সহ গো-বৎসগণ হরণ, শ্রীকৃষ্ণের গো-বৎস ও গোপালক রূপ ধারণ; ১৪. ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি ; ১৫. রাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক ধেনুকাসুর ও তাঁর অনুচরবর্গ বধ এবং নির্ভয়ে তালবনে গমন ও তালফল ভক্ষণ, যমুনার কালীয় হ্রদের বিষদূষিত জল পানের ফলে গোপবালকগণের সংজ্ঞা লোপ ও পরে শ্রীকৃষ্ণের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিপাতে চেতনাহীন গোপবালকগণের পুনর্বার চেতনা প্রাপ্তি ; ১৬. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালীয় দমন, কালীয় পত্নীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ; ১৭. কালীয়ের পূর্ববৃত্তান্ত কথন, শ্রীকৃষ্ণের তীব্র দাবানল পান ; ১৮. বলরাম কর্তৃক প্রলম্বাসুর বধ ; ১৯. গোপাল ও গোপগণকে দাবানল থেকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার; ২০. বর্ষারম্ভ, শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার; শরৎবর্ণন ; ২১. শ্রীকৃষ্ণের সর্বভূত মনোহর বেণুবাদন ; ২২. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ ; ২৩. যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ক্ষুধার্ত গোপগণের অন্নপ্রার্থনা, প্রথমে বিপ্রগণের অসম্মতি ও পরে তজ্জন্য অনুশোচনা ; ২৪. নন্দ প্রভৃতি গোপগণের ইন্দ্রযজ্ঞের বাসনা, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গোপগণ কর্তৃক গোবর্ধন যাগের ব্যবস্থা ; ২৫. যজ্ঞভঙ্গ হেতু কুপিত ইন্দ্রের আদেশে বৃন্দাবনে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বারিবর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্ধনগিরি ধারণ ; ২৬. শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শনে বিস্মিত গোপগণের নন্দসমীপে আগমন ও নন্দের সঙ্গে কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে গর্গাচার্যের বক্তব্য নন্দ কর্তৃক ব্যক্ত ; ২৭. লজ্জিত ইন্দ্র কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও অভিষেক ; ২৮. বরুণ-অনুচর কর্তৃক নন্দহরণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধার, বরুণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে সাদর আপ্যায়ন ও পূজা, পরে ব্রজবাসীগণের গোলোক দর্শন ; ২৯. রাসারম্ভ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে ব্রজবণিতাগণের ব্যাকুল আর্তি, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেমবতী ব্রজরমণীগণের মনোরথ পূরণ ; ৩০. বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, বিরহ-বিধুরা গোপীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ ; ৩১. গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রার্থনা, শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপীগণের বিলাপ ; ৩২. কালিন্দী উপকূলে শ্রীকৃষ্ণ-গোপীগণের

পুনর্মিলন, গোপীগণের আহ্লাদ ; ৩৩. গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া আরম্ভ ; ৩৪. শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে বিদ্যাধরের শাপমুক্তি ও সর্পদেহ থেকে স্বরূপ প্রাপ্তি, শঙ্খচূড় বধ ; ৩৫. গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণবিরহ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা গান ; ৩৬. অরিষ্টাসুর বধ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে বধার্থে ব্রজভূমিতে কেশীদৈত্যকে কংস কর্তৃক প্রেরণ ; ৩৭. কেশীদৈত্য বধ, ব্যোমাসুর বধ, নারদের শ্রীকৃষ্ণ-স্তব ; ৩৮. কংসের দূতরূপে অক্রূরের ব্রজে আগমন ; ৩৯. মধুবংশজ অক্রূরের নিকট কংস কর্তৃক দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য শ্রবণ করে নন্দরাজের সম্মতিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের মধুপুর গমনের উদ্যোগ, শ্রীকৃষ্ণের মধুপুর গমনের উদ্যোগ সংবাদে কৃষ্ণবিরহ আশঙ্কায় গোপীগণের খেদোক্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামসহ মথুরা যাত্রাকালে পথে কালিন্দীর জলে অবগাহনকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অক্রূরের বিষ্ণুলোক দর্শন ; ৪০. অক্রূর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব; ৪১. শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা নগরীতে প্রবেশ, পুররমণীগণের দর্শনবাসনা, রজকবধ, সুদামা মালাকার কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও বরলাভ ; ৪২. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুৎসিত কুব্জা ত্রিবক্রা নাম্নী যুবতীকে সুন্দরী রমণীতে রূপান্তরিতকরণ, মল্লরঙ্গ বর্ণন ; ৪৩. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুবলয়াপীড়া বধ, শ্রীকৃষ্ণের দুর্জয় শক্তি দর্শনে কংসের ভীতি, চাণূর মুষ্টিকের সঙ্গে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মল্লক্রীড়া ; ৪৪. শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক চাণূরাদি মল্লগণের বিনাশ, কংস ও তাঁর ভ্রাতারা বধ, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারা মাতা দৈবকী ও পিতা বসুদেবের বন্ধনমুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে জগতের ঈশ্বরজ্ঞানে পিতা-মাতার আলিঙ্গনদানের পরিবর্তে কৃতাঞ্জলি ; ৪৫. পিতা-মাতা বসুদেব-দৈবকীর উপরে শ্রীকৃষ্ণের জনমোহিনীমায়া বিস্তার, ফলে ঈশ্বরজ্ঞানের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে পুত্ররূপেই ক্রোড়ে গ্রহণ ও আলিঙ্গন, মাতামহ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাজ সিংহাসনে স্থাপন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন ও দ্বিজত্ব প্রাপ্তি, যদুকুলের আচার্য মহামুনি গর্গের নিকট ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ, গুরুকুলে বাসের ইচ্ছা ও উভয় ভ্রাতার দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুরু সান্দীপনি মুনির নিকট নানা বিদ্যা গ্রহণ, সমুদ্রমধ্যে পঞ্চজন নামক শঙ্খরূপী দৈত্যাসুরকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন— এই ছিল তাঁদের গুরুদক্ষিণা, পরে গুরুর আশীর্বাদ লাভ ও নিজ পুরীতে প্রত্যাবর্তন ; ৪৬. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে নন্দ-যশোদার প্রীতি সম্পাদনের জন্য ও বিরহকাতরা গোপীগণের নিকট স্বীয় সংবাদ প্রদানের জন্য নন্দের ব্রজে প্রেরণ, নন্দ-যশোদার সঙ্গে উদ্ধবের কথা ও উদ্ধব কর্তৃক উভয়কে সান্ত্বনা প্রদান ; ৪৭. ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধবদর্শনে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিলাপ, উদ্ধব কর্তৃক গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান ও পরে মথুরায় প্রত্যাবর্তন ; ৪৮. পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার গৃহে গমন ও কুব্জার সঙ্গে বিহার, বলরাম ও উদ্ধবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অক্রূর ভবনে গমন, অক্রূরকে পাণ্ডবদের সংবাদ আনয়নের জন্য হস্তিনাপুরে প্রেরণ এবং বলরাম ও উদ্ধবকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজ আবাসে প্রত্যাগমন; ৪৯. অক্রূরের হস্তিনাপুরে গমন ও পাণ্ডবদের সংবাদ সংগ্রহ করে মথুরায় প্রত্যাগমন ; ৫০. জরাসন্ধের মথুরা নগরী আক্রমণ ও পরাভব স্বীকার, কালযবনের মথুরা আক্রমণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সমুদ্র মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গ নির্মাণ ও সর্ব আশ্চর্যময় নগর নির্মাণ, জ্ঞাতিগণকে পৌরজনকে তথায় স্থাপন ও কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধার্থে গমন ; ৫১. মুচুকুন্দ কর্তৃক কালযবন নিধন, মুচুকুন্দকে শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় দিব্যমূর্তি দর্শন দান, মুচুকুন্দ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মুচুকুন্দকে বর প্রদান ; ৫২. জরাসন্ধের পুনরায় যুদ্ধের নিমিত্ত মথুরায় উপস্থিতি, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পলায়নের লীলাছলে অত্যুচ্চ প্রবর্ষণ নামক পর্বতে আরোহণ, পর্বতের চতুর্দিকে জরাসন্ধের অগ্নিপ্রদান, সকলের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ বলরামের পর্বতের উচ্চশিখর থেকে দূরে নিম্নভূমিতে লম্ফ প্রদান, শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অগ্নিতে মৃত্যু ঘটেছে মনে করে জরাসন্ধের সসৈন্যে মগধদেশে প্রত্যাগমন, শ্রীকৃষ্ণকে বিদর্ভ-রাজনন্দিনী রুক্মিণীর পত্রপ্রেরণ ; ৫৩. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণ ; ৫৪. শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী দেবীকে বিবাহ , ৫৫. শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের রুক্মিণী দেবীর গর্ভে জন্ম, প্রদ্যুম্ন-রতি বিবরণ;

৫৬. সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি-প্রাপ্তি, ওই মণির জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপবাদ আরোপ, পরে স্বীয় ভ্রান্তি উপলব্ধি করে নিজ কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ ; ৫৭. শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের কুরুদেশে গমন, পাপাচারী শতধন্বা কর্তৃক মণি লোভে নিদ্রিত সত্রাজিতকে বধ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শতধন্বা বধ ও অক্রূরের নিকট থেকে স্যমন্তক মণি সংগ্রহ, পরে সেই মণি অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ ; ৫৮. শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন, পাণ্ডবাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, লক্ষ্মণাকে বিবাহ এবং ভৌমাসুর বা নরকাসুরকে বধ করে তার অন্তঃপুর থেকে বহু সহস্র সুন্দরী রাজকন্যাকে আনয়ন ; ৫৯. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বর্গে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাস্ত করে স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকাপুরীতে আনয়ন; ৬০. শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী দেবীর কৃষ্ণপ্রেম পরীক্ষা ; ৬১. শ্রীকৃষ্ণের ষোলো সহস্র পত্নীর মধ্যে আটজন মহিষীর বিশেষ উল্লেখ—যাঁদের প্রত্যেকের দশ-দশটি করে পুত্রসন্তান, সন্তানগণের নামোল্লেখ, শ্রীবলরাম কর্তৃক রুক্মী বধ ; ৬২. বাণ-কন্যা ঊষা ও প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধ প্রসঙ্গ, ঊষা-প্রদ্যুম্ন মিলন, মিলনের পর যখন উভয়ে পাশাক্রীড়ায় রত তখন গৃহমধ্যে বাণাসুরের আক্রমণ ; অনিরুদ্ধের প্রতিঘাত, বলিপুত্র বাণের 'নাগপাশ' নামক সর্পাস্ত্রে অনিরুদ্ধ অবরুদ্ধ ; ৬৩. অনিরুদ্ধের অবরোধ সংবাদ শুনে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সসৈন্যে শোণিতপুর অভিমুখে যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ ও শঙ্কর এবং প্রদ্যুম্ন ও কার্তিকেয়ের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বিজয়, বাণরাজ পরাভূত, মহাদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, ঊষা-অনিরুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাগমন ; ৬৪. নৃগরাজার কাহিনী; ৬৫. শ্রীবলরামের নন্দ গোকুলে গমন, গোপীগণের সঙ্গে যমুনার উপবনে বিহার ; ৬৬. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজ বধ ; ৬৭. শ্রীবলরাম কর্তৃক দ্বিবিদ বানর বধ ; ৬৮. শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব কর্তৃক স্বয়ম্বর সভা থেকে দুর্যোধনকন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ ; ৬৯. দ্বারকাপুরীতে নারদের আগমন, নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ; ৭০. শ্রীকৃষ্ণসভায় জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের দূত এসে শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন যে অবরুদ্ধ রাজগণ একান্তভাবে তাঁর দর্শন-অভিলাষী ও শরণাগত, নারদের আগমন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের উদ্যোগ, কর্তব্যকর্ম বিষয়ে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা ; ৭১. যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ; ৭২. যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে সম্মতি প্রদান, ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ বধ ; ৭৩. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জরাসন্ধের কারাগারে বন্দী রাজগণকে উদ্ধার ও মুক্তিদান ; ৭৪. যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন, যজ্ঞে সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হওয়ায় শিশুপালের ক্রোধ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধ ; ৭৫. দুর্যোধনের ক্রোধ ও অসন্তোষের কারণ বিবৃত ; ৭৬. আরাধনায় সন্তুষ্ট মহাদেব কর্তৃক শাল্বকে ইচ্ছানুরূপভাবে গতিশীল 'সৌভ' নামক বিমান প্রদান, যাদবগণের সঙ্গে শাল্বপক্ষীয়দের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ ; ৭৭. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শাল্ব বধ ; ৭৮. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দন্তবক্র ও বিদূরথ বধ, শ্রীবলরামের রোমহর্ষণ নিধন ; ৭৯. শ্রীবলরাম কর্তৃক বল্বল বধ ও ভারত পর্যটন ; ৮০. শ্রীদাম ব্রাহ্মণের কাহিনী; ৮১. শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় শ্রীদামের সমৃদ্ধি ; ৮২. যাদবগণের কুরুক্ষেত্র গমন ; ৮৩. দ্রৌপদীর প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণের স্ব স্ব বিবাহবৃত্তান্ত কথন ; ৮৪. শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিভিন্ন মুনিঋষির হস্তিনাপুরে গমন ; ৮৫. দুই পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পিতা বসুদেবের বক্তব্য—তোমরা আমাদের পুত্র নও, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, বসুদেব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বলরাম স্তুতি, পুত্রদ্বয়ের নিকট দৈবকীর মৃত পুত্রদের আনয়নের জন্য প্রার্থনা, মাতার ইচ্ছাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক দৈবকীর মৃত ছয় পুত্রকে আনয়ন, দৈবকী কর্তৃক মৃত পুত্রদের আগমন ও প্রস্থান দর্শন ; ৮৬. শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুভদ্রাহরণ ; ৮৭. বেদস্তুতি ; ৮৮. বৃকাসুরকে বর প্রদান করে শিব বিপদগ্রস্ত; ৮৯. শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ; ৯০. শ্রীকৃষ্ণের সমৃদ্ধশালী দ্বারকাপুরীর বর্ণনা, শ্রীকৃষ্ণ-পত্নীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিহার ও সংক্ষেপে যদুবংশের ইতিকথা।

এবার একাদশ স্কন্ধের পরিচ্ছেদগুলির বিষয়-নির্দেশিকা প্রদত্ত হল। ১. যদুবংশ ধ্বংস প্রসঙ্গ; ২. নারদ কর্তৃক ভাগবতধর্ম নিরূপণ ; ৩. মিথিলেশ্বর নিমির প্রশ্নে মুনিগণের উত্তরদান ; ৪. ভগবান হরির অবতার বৃত্তান্ত ; ৫. ভক্তিহীনের গতি ও কোন্ সময়ে ভগবান কি রূপে আবির্ভূত হন সে প্রসঙ্গ ; ৬. দেবতা ও ঋষিদের সঙ্গে ব্রহ্মা ও শিবের দ্বারকায় আগমন ও স্তব ; ৭. উদ্ধব সমীপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চব্বিশ প্রকার জ্ঞানগুরুর কথা বিবৃত ; ৮. অজগর প্রভৃতি জ্ঞানগুরুর নিকট শিক্ষণীয় বিষয় সকল ; ৯. কুরর নিকট প্রাপ্ত শিক্ষা ; ১০. ঈশ্বরের মায়াগুণে বিরচিত দেহই জীবের সংসার ও সংসার বন্ধন আর আত্মজ্ঞান ওই সংসার বন্ধনের ছেদনকর্তা; ১১. বদ্ধ মুক্ত সাধু ও ভক্তের লক্ষণাদি ; ১২. সাধুসঙ্গের মহিমা বিবৃত ; ১৩. সত্ত্বগুণবৃত্তির কথা ; ১৪. ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব, ভক্তির সাধনা ও ধ্যানপ্রক্রিয়ার কথা ; ১৫. ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধি প্রসঙ্গে ভক্তের বিবিধ সাধন ; ১৬. উদ্ধবের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষেপে সকল বিভূতি কথন; ১৭. ব্রহ্মচর্য ও গৃহস্থাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠেয় বিধি ; ১৮. বাণপ্রস্থ ধর্মের বিধি ; ১৯. জ্ঞানাদি কথন ; ২০. ভক্তি জ্ঞান ও ক্রিয়াযোগ কথন ; ২১. দ্রব্যাদির গুণদোষ নির্ণয়; ২২. প্রকৃতি পুরুষাদি বিষয়ে কথন ; ২৩. ভিক্ষু কর্তৃক গীত ব্রহ্মযোগ ধারণ কথা ; ২৪. সাংখ্যযোগ দ্বারা মোহ নিবারণ প্রসঙ্গ ; ২৫. সত্ত্বগুণের বৃত্তি নিরূপণ ; ২৬. যোগের পক্ষে দুষ্ট সংসর্গে বিঘ্ন ও শিষ্ট সংসর্গে উৎকর্ষ প্রাপ্তি ; ২৭. অঙ্গ উপাঙ্গ ইত্যাদির সঙ্গে ক্রিয়াযোগ নির্ণয় ; ২৮. সংক্ষিপ্ত জ্ঞানযোগ কথা ; ২৯. সংক্ষিপ্ত ভক্তিযোগ কথা ; ৩০. যদুকুল সংহার ; ৩১. শ্রীকৃষ্ণের পরমধাম গমন।

নারদীয় পুরাণ : এই পুরাণে বিষ্ণুভক্তি, বৈষ্ণব আখ্যান, হরিভক্তি, বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব আচরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ : নানা রকম উপাখ্যানে এই পুরাণ পরিপূর্ণ। সুপ্রসিদ্ধ দেবীমাহাত্ম্য বা সপ্তশত চণ্ডী এর অন্তর্গত।

অগ্নি পুরাণ : বিষয় বৈচিত্র্যে অগ্নি পুরাণ অনন্য। ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানই প্রধানত এই পুরাণের উদ্দেশ্য। এতে সৃষ্টি-প্রকরণ, দীক্ষাবিধান, অভিষেক পদ্ধতি, দেবালয় নির্মাণ, তীর্থমাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধকল্প, তিথিব্রত, রাজধর্ম, ধনুর্বেদ, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্যবিচার, ব্যাকরণ, যোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ভবিষ্য পুরাণ : এই পুরাণে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, চতুর্বর্ণের সংস্কার, আশ্রম ধর্ম ইত্যাদি কথিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র শাম্ব, বশিষ্ঠ, নারদ ও ব্যাসের কথোপকথন এবং সূর্যমাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ : কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণিত। এই পুরাণের চারটি খণ্ড— ব্রহ্মা, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণজন্ম খণ্ড। শেষ খণ্ডে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত।

লিঙ্গ পুরাণ : শৈব পুরাণ। শৈবধর্মের কথায় পরিপূর্ণ।

বরাহ পুরাণ : ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণিত।

স্কন্দ পুরাণ : শৈব পুরাণ। এর সাত খণ্ড— মহেশ্বর, বৈষ্ণব, ব্রহ্ম, কাশী, অবন্তী, নাগর ও প্রভাস খণ্ড। কাশী খণ্ডই সর্বাধিক প্রচারিত। এতে কাশীমাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বামন পুরাণ : শিব ও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য সূচক। কাশী, প্রয়াগ ও নর্মদামাহাত্ম্য আছে।

কূর্ম পুরাণ : এই পুরাণে বিষ্ণু কূর্মরূপে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষসমূহের মাহাত্ম্য পৃথক পৃথকভাবে কীর্তন করেন।

মৎস্য পুরাণ : এই পুরাণে মনুর সঙ্গে মীনরূপী বিষ্ণুর কথোপকথন, সৃষ্টি প্রক্রিয়া, রাজবংশ বর্ণনা, নর্মদামাহাত্ম্য, ধর্ম, নীতি, বাস্তুবিদ্যা, প্রতিমা ও মন্দির নির্মাণাদির কথা আছে।

গরুড় পুরাণ : বৃহৎ বৈষ্ণব পুরাণ। এর জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, বাস্তুবিদ্যা, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি অংশ উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ : প্রাচীন পুরাণ। এতে সৃষ্টি, কল্প, যুগভেদ, মন্বন্তর, রাজবংশ, বর্ষ, ভারতবর্ষ ও দ্বীপাদি বর্ণিত হয়েছে।

ভাগবতের কৃষ্ণ

'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্', শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অসীম মহিমার অধিকারী। যাদব বংশে দৈবকীর গর্ভে বসুদেব-পুত্র বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভাগবতে বর্ণিত বাসুদেবের 'নরলীলা'র বিববরণটি এই রূপ :

দৈত্যরাজগণের ও তাদের অসংখ্য সৈন্যসামন্তের ভারে পীড়িত হয়ে পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর দুঃখকাহিনী শুনে শ্রীমহাদেব ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও পৃথিবীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদসাগরতীরে যান এবং জগৎপালক দেবপূজ্য মনস্কামনাপুরণকারী শ্রীহরির আরাধনা করেন। সেই সময় তিনি আকাশবাণী শ্রবণ করে দেবতাদের বললেন, শ্রীভগবান পূর্ব থেকেই পৃথিবীর সংবাদ অবগত। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য তিনি যতদিন এই পৃথিবীতে বিচরণ করবেন দেবতারাও যেন ততদিন তাঁর পার্ষদ হয়ে বিরাজ করেন। সর্ব ঐশ্বর্যশালী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যাদববংশে বসুদেব-দৈবকীর সন্তান বাসুদেবরূপে আবির্ভূত হবেন।

যথাসময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল। জন্মের পরক্ষণেই পিতা বসুদেব কংসের ভয়ে বালক-সন্তানটিকে মথুরা থেকে নিয়ে গিয়ে গোকুলে নন্দগোপের ঘরে নন্দের স্ত্রী সদ্য কন্যাসন্তান প্রসূতা নিদ্রিতা যশোদার শয্যার পাশে রেখে দিয়ে যশোদার অজ্ঞাতে শিশুকন্যাটিকে স্বগৃহে নিয়ে আসেন। যোগমায়ারূপে কথিতা এই কন্যাটিকে বসুদেব-দৈবকীর সন্তান মনে করে নিজের প্রাণহন্ত্রী ভেবে কংস তাঁকে শিলাপটে নিক্ষেপ করে হত্যা করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সেই শিশুকন্যা অষ্টভুজা দেবীমূর্তি ধারণ করে আকাশ থেকে কংসকে বললেন, মূর্খ, আমাকে বধ করে তোর কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? তোর সেই পূর্বজন্মের প্রাণহন্তা কোথাও না কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে। তুই আর বসুদেবাদির উপর বৃথা উৎপীড়ন করবি না। এখানে বলা প্রয়োজন কংস পূর্বজন্মে কালনেমি নামক অসুর ছিল এবং শ্রীভগবান তাঁকে বধ করেছিলেন। এই সংবাদ নারদের মুখে শুনে কংস যাদবগণের উপর মহাশত্রুতা আরম্ভ করেন। প্রথমে দৈবকীর ছয় পুত্রকে বধ করেন। সপ্তম গর্ভে আসেন কৃষ্ণের অংশ সুলক্ষণযুক্ত সঙ্কর্ষণ। বিষ্ণু এঁকে বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করেন। লোকে জানে কংসের ভয়ে দৈবকীর গর্ভপাত হয়েছে। রোহিণীর গর্ভে জন্মের পর এই সন্তানের নাম হয় বলরাম। বসুদেব কংসের ভয়ে রোহিণীকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখেন।

রাত্রি প্রভাত হলে কংস তাঁর মন্ত্রীবর্গকে যোগমায়ার কথা বললেন। দেববিদ্বেষী দৈত্যগণ কংসের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—যোগমায়া যদি এই কথাই বলে থাকে, তাহলে আমরা নিকটবর্তী গ্রাম নগর ব্রজ প্রভৃতি স্থানের দশদিনের কম বেশি যত শিশু আছে আজই তাদের প্রাণে বধ করব। দুর্মতি কংস মন্ত্রীদের পরামর্শে ব্রহ্ম হিংসাকেই মঙ্গলজনক মনে করে সাধুলোকদের পীড়নের জন্য দানবদলকে চারিদিকে পাঠালেন। কংসরাজের অনুচরী মায়াবিনী দানবী পূতনা কৃষ্ণ বধ করবার জন্য গোকুলে প্রেরিত হয়। পূতনা মায়াবলে সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি ধারণ করে নন্দগৃহে আসে এবং কৃষ্ণকে ক্রোড়ে নিয়ে কপট স্নেহে তার বিষলিপ্ত স্তন কৃষ্ণকে পান করতে দেয়। ভগবান কৃষ্ণ স্তন্যপানরত অবস্থায়

বালঘাতিনী রাক্ষসী পূতনার জীবনীশক্তি শোষণ করে নিয়ে তাকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের তিন মাস বয়সের সময় তাঁর দ্বারা শকট ভঞ্জনের ঘটনা ঘটল। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস তাঁর অনুচর তৃণাবর্তকে গোকুলে পাঠান। তৃণাবর্ত ঘূর্ণিবায়ুরূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে উপরে তুলে নেয়। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর স্বীয় দেহভার এতটাই বৃদ্ধি করেন যে তৃণাবর্ত দানবের পক্ষেও সে-ভার বহন করা অসম্ভব হল এবং কৃষ্ণ সেই দানবের গলা এমনই সজোরে ধরলেন যে পলায়ন করে আত্মরক্ষায় সে অসমর্থ হল এবং আকাশ থেকে ভূতলে পতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। ফিরে পেলেন কৃষ্ণকে যশোদা। কৃষ্ণ মাতৃস্তন্য পানের পর হাই তুলতেই যশোদা তাঁর মুখগহ্বরের ভিতরে আকাশাদি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলেন। একদিন বলরাম খেলা করতে করতে ফিরে এসে যশোদাকে বললেন—কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে। মা যশোদা পুত্রকে ভর্ৎসনা করলে বালক বললেন এ-কথা মিথ্যা। কৃষ্ণ হাঁ করে মুখ দেখালে যশোদা সেই মুখের মধ্যে পুনরায় আকাশাদি সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হন। ভাবলেন, এ কী স্বপ্ন, না ঈশ্বরের মায়া?

একদা কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদের শাপে যমলার্জুন নামে দুটি বৃক্ষরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন ; বালক কৃষ্ণের পাদস্পর্শে বৃক্ষদুটি মূল থেকে উৎপাটিত হয়ে ভূতলে পড়লে নলকুবর ও মণিগ্রীবের শাপমুক্তি ঘটে।

গোকুলে ক্রমাগত নানা উপদ্রব ও দুর্বিপাক দেখা দেওয়ায় নন্দ এই সময় অন্যান্য গোপগণসহ গোকুলের বাস ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। ক্রমে বলরাম ও কৃষ্ণ উপযুক্ত বয়সে অন্যান্য গোপবালকদের সঙ্গে বৎসচারণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ একে একে বৎসাসুর বকাসুর অঘাসুর বধ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কর্মধারা বা জীবনপঞ্জীর আর-এক বড় অধ্যায় কালীয়নাগ দমন। কালীয়ের বিষে যমুনার জল বিষাক্ত হওয়ায় কৃষ্ণ সেই জলে অবগাহন করে কালীয়নাগ দমন করেন ও যমুনার জল বিষমুক্ত করেন। রাত্রে শুষ্ক অরণ্যে দাবাগ্নি জ্বলে উঠলে কৃষ্ণ সেই ভীষণ দাবানল পান করে ব্রজবাসীদের রক্ষা করেন। কৃষ্ণ কর্তৃক দাবানল পানের ঘটনা পরেও ঘটেছে।

শরৎকাল সমাগত, কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ব্রজরমণীরা ব্যাকুল। তাঁরা কৃষ্ণকে পাবার জন্য পূজার্চনা করেন। তাঁরা যখন বস্ত্রাদি ঘাটে রেখে যমুনার জলে স্নানক্রীড়া করছিলেন কৃষ্ণ তখন তাঁদের বস্ত্রহরণ করে কদম্ববৃক্ষে গিয়ে বসেন। স্নানরতা রমণীরা কৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে বস্ত্র প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ তাঁদের সকল বস্ত্র প্রত্যর্পণ করেন।

কৃষ্ণের পরামর্শে গোপগণ ইন্দ্রের পূজা ত্যাগ করেন। তাঁদের গোধনের আশ্রয়দাতা গোবর্ধনগিরির পূজা করায় ইন্দ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং গোবর্ধন পর্বত নিমজ্জিত করবার জন্য তিনি দেশে প্রবল বৃষ্টি ও ভীষণ জলপ্লাবনের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় কৃষ্ণ তাঁর আঙুলের উপর সাত দিন ধরে গোবর্ধনগিরি ধারণ করে রেখে ইন্দ্রকে পরাস্ত করেন এবং গোপগণের গোধন ও দেশ রক্ষা করেন।

এর পরে ঘটে শরৎ-পূর্ণিমারাত্রে ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

এছাড়া আছে, অম্বিকাবনে রাত্রে সরস্বতী নদীর তীরে কৃষ্ণ কর্তৃক অজগর দমন তথা বিদ্যাধরকে মুক্তিদান এবং শঙ্খচূড় বধ।

একদিন বৃষভাকৃতি অরিষ্টাসুর পৃথিবী কাঁপিয়ে গোষ্ঠে এসে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ তার আক্রমণ প্রতিহত করে তাকে বধ করেন। বধ করলেন কেশীদৈত্য ও ব্যোমাসুরকেও।

কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন অক্রূর। তিনি মথুরা থেকে কংসের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছেন কৃষ্ণ ও বলরামকে। মথুরায় মুষ্টিযুদ্ধের আসরে কৃষ্ণ ও বলরামকে নিয়ে যেতে এসেছেন অক্রূর। অক্রূর কৃষ্ণকে কংসের নিমন্ত্রণের সঙ্গে কংসের গুপ্ত অভিসন্ধির কথাও জানিয়ে দেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মথুরায় যাত্রা করেন। ব্রজবধূদের অশ্রুজলে সিক্তপথে মিলিয়ে যায় কৃষ্ণের রথচক্রধূলি।

মথুরায় ভ্রাতৃদ্বয় ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। মন্ত্রী পরিবৃত হয়ে রাজমঞ্চে কংস উপবিষ্ট। মল্লভূমিতে প্রবেশ করল চাণূর মুষ্টিক কূট শল তোশল প্রভৃতি মল্লবীররা। যুদ্ধ হল কৃষ্ণের সঙ্গে চাণূরের এবং বলরামের সঙ্গে মুষ্টিকের। কংস একটি হাতিকেও নিযুক্ত করে রেখেছিলেন যাতে সেই হাতি কৃষ্ণ-বলরামকে পদদলিত করে বধ করতে পারে। কৃষ্ণ সেই কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে অবলীলায় বিনাশ করলেন। এরপর শুধু যে চাণূর ও মুষ্টিকেরই নিধন ঘটল তাই নয়, কৃষ্ণ বলরামের হাতে কূট শল তোশলেরও মৃত্যু ঘটল একে একে।

এইভাবে ক্রমান্বয়ে বলরামসহ কৃষ্ণ শুধু যে তাঁদের অপূর্ব শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে যে দৈববাণী একদিন উচ্চারিত হয়েছিল তাকে তিনি সুনিশ্চিতভাবে সফল করে তুললেন। পৃথুভার বর্ধনকারী স্বীয় মাতুল কংসকে কেশে আকর্ষণ করে হত্যা করলেন। তার পর পিতা-মাতা বসুদেব ও দৈবকীর বন্ধনমুক্তি ঘটিয়ে তাঁদের প্রণাম নিবেদন করলেন। পরে কৃষ্ণ তাঁদের মাতামহ উগ্রসেনকে কারামুক্ত করে যদুগণের রাজা করলেন এবং মথুরার সিংহাসনে বসালেন। অতঃপর বেদজ্ঞ সান্দীপনি ঋষির কাছে কৃষ্ণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেইখানে তিনি পঞ্চজন নামে এক সমুদ্রচর দৈত্যকে বধ করে পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন।

জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তি ছিলেন কংসের দুই পত্নী। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হলে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ জামাতাবধকারীকে নিধন করতে ও পৃথিবী যাদবশূন্য করতে তেইশ অক্ষৌহিণী (অক্ষ + ঊহিনী = অক্ষৌহিনী ; রথাদি সমূহযুক্তা, এক অক্ষৌহিণী = ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, মোট ২১৮৭০০ যোদ্ধৃবিশিষ্ট সেনাদল ; এই সেনাদল × ২৩ = তেইশ অক্ষৌহিণী) সেনা নিয়ে মথুরা অবরোধ করেন। কিন্তু তাঁর সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হল। শুধু একবার দুবার নয়, মোট সতেরবার তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করে যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন জরাসন্ধ। কিন্তু প্রতিবারই তিনি পরাজিত হয়ে মগধে ফিরে গিয়েছিলেন এবং অষ্টাদশবার যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন। একদিকে জরাসন্ধের পুনঃপুনঃ আক্রমণ, সেইসঙ্গে আবার যখন কালযবনের আক্রমণ যুক্ত হল তখন কৃষ্ণ তাঁর কূটনৈতিক বিচক্ষণতায় অনুভব করলেন রাজধানী হিসেবে মথুরানগরী কতখানি অরক্ষিত। এখানে এমন একটি দুর্ভেদ্য ও অগম্য দুর্গ নির্মাণ করা প্রয়োজন যেখানে জ্ঞাতিবর্গকে নিরুদ্বিগ্নে রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ ও বলরাম সহজেই অবতীর্ণ হতে পারেন। তদনুসারে সমুদ্রমধ্যে কৃষ্ণ এক সুবিশাল দুর্গ নির্মাণ করলেন এবং তার মধ্যে বারো যোজন বিস্তৃত এক মনোরম নগর নির্মাণ করলেন বিশ্বকর্মা। তখনই সমুদ্রদুর্গ দ্বারকাতেই মথুরা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল।

রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজন মিটলে বাসুদেব এবার গৃহীজীবনে মনোনিবেশ করলেন। দ্বারকায় বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী কৃষ্ণকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে চরমুখে তাঁর অনুরাগবার্তা কৃষ্ণের নিকট পাঠান। কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে কৃষ্ণবিদ্বেষী ভীষ্মকপুত্র রুক্মীর তীব্র আপত্তির কারণে বিদর্ভরাজ এই বিবাহপ্রস্তাবে অসম্মতি জানান। শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহের ব্যবস্থা হয়। কৃষ্ণ বলরামসহ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়ে রুক্মিণীকে হরণ করেন। শিশুপাল, রুক্মী, জরাসন্ধ প্রমুখ কৃষ্ণকে প্রতিহত করতে প্রবৃত্ত ও পরাস্ত হলেন। অতঃপর কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে এসে যথাবিধি বিবাহ করেন। রুক্মিণীর গর্ভে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। শুধু রুক্মিণী নয়, শ্রীকৃষ্ণ সহস্র সহস্র রমণীকে স্বীয় পত্নীরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন।

ক্রমে দ্বারকার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের ভাগ্য জড়িত হয়ে যাবার লগ্ন ঘনিয়ে এল। যুধিষ্ঠির কর্তৃক অনুষ্ঠিত

রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণ যোগ দিলেন। সেই সভায় কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ পূজার পাত্ররূপে অর্ঘ্যদান করার প্রশ্নে ঈর্ষান্বিত শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি কুৎসিত কটূক্তি করতে থাকেন। এই মিথ্যা কটূক্তির দণ্ডস্বরূপ কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করেন।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয়পক্ষই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট এসেছিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডবদের অনুরোধে কৃষ্ণ একবার শান্তির দৌত্য করেন, কিন্তু তা নিষ্ফল হয়। অতঃপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মহারণে পাণ্ডবপক্ষের নেতৃত্বই দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশাল যদুবংশ ধ্বংসের পর তিনি ইহলীলা সাঙ্গ করে বৈকুণ্ঠে ফিরে যান।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসুকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনুবাদশাখার কবিরূপেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এযাবৎ প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ওই শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের উপক্রমণিকায় সম্পাদক জানান, "এই গ্রন্থ পারমার্থিক লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খান মহাশয় সর্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদকরূপ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।" বাংলা সাহিত্যের পরিচয়জ্ঞাপক পুস্তকগুলির মধ্যে অতঃপর দীনেশচন্দ্র সেনই তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে মালাধর বসুর প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপন করেন। তিনি 'অনুবাদশাখা'র মধ্যেই মালাধর বসুকে উপস্থাপিত করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটিকে অনুবাদশাখার অন্তর্গত করা হলেও মালাধর যে তাঁর কাব্যে ভাগবতকে হুবহু অনুবাদ করেন নি, কোথাও কোথাও অনুসরণ আছে, কোথাও বা অতিক্রমের ইঙ্গিতও আছে—সেকথা নির্দেশ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন।

মালাধর তাঁর কাব্যের সূচনাতেই বলেছেন :

> ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
> লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।
> সুন হে পণ্ডীত লোক একচিন্ত মনে।
> কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে।।
> ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
> লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পুরাণকথা চতুর্দশ শতাব্দীর আগে থেকেই বঙ্গদেশে প্রচার লাভ করেছিল। কথক পাঁচালীকার গায়করা বিভিন্ন পুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে লোকসমাজে তা প্রচার করতেন। মালাধর এই সকল পাঁচালীর সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। মালাধর যে বলেছেন, 'ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।/লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।' এখানেই একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে—মালাধর মূল ভাগবতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন কি ছিলেন না, নাকি কেবল পণ্ডিতজনের মুখে, লোকমুখে ও তৎকালে প্রচলিত পাঁচালীকাহিনী শুনে এই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানি রচনা করেছেন?

এ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য কী তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের রচয়িতা বলছেন, "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মূল গ্রন্থের সঙ্গে

শ্রীকৃষ্ণবিজয় মিলাইয়া দেখিলে অনুমিত হইবে, মালাধর বসু শুধু কথকদিগের মুখে শুনিয়া ভাগবত প্রণয়ন করেন নাই, তিনি স্বয়ং ভাগবত টীকা টীপ্পনী সহিত বিশেষভাবে পাঠ করিয়াছিলেন। সেকালে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া অনুবাদ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না ; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও সেরূপ অনুবাদ নহে, তবে মূলের সঙ্গে কতকটা ভাষাগত সংস্রব না আছে এমন নহে।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের অনুবাদ না অনুসরণ, সে-বিষয়ে সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ গ্রন্থে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। সুকুমার সেনের বক্তব্য : "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গোড়ার দিকে প্রধানত ভাগবত অনুসারেই কৃষ্ণলীলা আদ্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। শেষের দিকে মাঝে মাঝে হরিবংশ অনুসৃত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন যে তিনি পণ্ডিতের মুখে ভাগবত-পুরাণ শুনিয়া এবং ব্যাসের স্বপ্নাদেশ পাইয়া কাব্যকর্মে হাত দিয়াছেন। পণ্ডিতের মুখে শোনা শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ-মধ্যে হরিবংশের ও বিষ্ণুপুরাণের বিবরণও কিছু শুনিয়া থাকিবেন। সেইজন্য গুণরাজের কথিত কাহিনী আদ্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ভাগবতের অনুগামী নয়। খানিকটা ইঁহার স্বাধীন রচনা। যেখানে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে বেশ সংক্ষেপে সারিতে হইয়াছে। সেইজন্যও শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে ভাগবতের অনুবাদ বলা সঙ্গত নয়, অনুসারী বলা উচিত। ভাগবত সহজ বই নয়, পণ্ডিত-রচিত এবং পণ্ডিত-বোধ্য। তাহাকে মালাধর বাঙ্গালা রূপ দিয়াছেন। সেই জন্য সংস্কৃতে যেসব বাঁধাধরা বর্ণনা ও উক্তি এবং অতিভাষণ ও বহুভাষণ আছে তাহা খাপ খাইবে না বলিয়া বাদ দিয়াছেন অথবা বদলাইয়াছেন।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। মালাধরের কাব্য অনুবাদ না স্বাধীন কাব্য সে প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সম্পাদক মহাশয়ও উত্থাপন করেছেন। মালাধরের যথার্থ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী তা পরিষ্কারভাবে না জানলে এই কাব্যের প্রকৃত স্বরূপটি পাঠকের পক্ষে নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

মালাধরের কাব্য অনুবাদ কিনা এ বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের অভিমত এইরূপ : "মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কৃত্তিবাস যেমন রামের জীবনকথা লইয়া অনেকটা স্বাধীনভাবে রামায়ণ লিখিয়াছেন, মালাধরও তেমনি কৃষ্ণের চরিতকথা লইয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখিয়াছেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় মালাধরও বীররসকে স্বীয় কাব্যের প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেরা ভাগবতের নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব অথবা ব্রজের মধুর রস উপলব্ধি করিতে সমর্থ ছিল না।... শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। অনুবাদ হইলে কবির মৌলিকতার পরিচয় প্রদানের অবসর অল্পই ঘটিত। অনুবাদ হিসাবে রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী শ্রীকৃষ্ণবিজয় অপেক্ষা নির্ভরযোগ্য; কিন্তু কবি হিসাবে মালাধরই শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার অধিকারী। মালাধর কাব্যরস পরিবেশন করিয়া ভাগবতকে জনপ্রিয় করিতে প্রয়াসী ছিলেন, এজন্য তিনি ভাগবতের অনেকাংশ ইচ্ছামত বাদ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার মূল ঘটনাগুলি প্রায় সমস্তই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। কোথায় তিনি মূলের আনুগত্য করিয়াছেন, কোথায় বা বাদ দিয়াছেন, কোথায় বা ভাগবতের উপরেও রঙ ফলাইয়াছেন তাহা না জানিলে মালাধরের কাব্যের প্রকৃত মূল্য আমরা দিতে পারিব না।"

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে নন্দলাল বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থপ্রারম্ভে 'নিবেদন'-এ সম্পাদক নন্দলাল বিদ্যাসাগর লেখেন, "শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ-গীতিগ্রন্থ, কিন্তু ইহা আক্ষরিক অনুবাদ নহে। ইহাতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের আখ্যায়িকাংশের আদ্যন্ত বর্ণন ও ১১শ স্কন্ধের তাত্ত্বিক অংশের কিছু কিছু তাৎপর্যানুবাদ দৃষ্ট হয়। শ্রীগুণরাজ খান কোন কোন স্থলে শ্রীমহাভারত, শ্রীহরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণের

আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন।... শ্রীমদ্ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের মূলের শ্লোকের সংখ্যা 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র পদ্যানুবাদে নির্দেশ করা সম্ভব হইয়াছে ; কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে' তাহা সম্ভব হয় নাই। কারণ, শ্রীভাগবতাচার্যের অনুবাদের অধিকাংশই শ্রীমদ্ভাগবতের মূলশ্লোকনিষ্ঠ ; কিন্তু শ্রীমালাধর বসুর মহাকাব্য অনেকটা স্বতন্ত্র।"

এবার দেখা যাক, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভাগবত-অনুসরণ প্রসঙ্গে কী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মন্তব্য, "এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অযৌক্তিক হইবে না যে, মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ না করিলেও কাহিনী সংস্থাপনে প্রধানতঃ ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন।"

গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাগবত ও বাঙ্‌লা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন : "গুণরাজের গ্রন্থে ভাগবত কোথাও গৃহীত, কোথাও অতিক্রান্ত, আবার কোথাও-বা নবীভূত হয়েছে। অর্থাৎ অনুবাদক অপেক্ষা স্রষ্টা-শিল্পীর ভূমিকাই এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।"

'কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব' গ্রন্থে রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মত, "অনেকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থটিকে ভাগবতের অনুবাদ বলে মনে করেন। কিন্তু অনুবাদ বলা ঠিক নয়। কারণ মালাধর ভাগবতের অনুবাদ করেন নি। অনুবাদের অনুকূলে কোনও কবি-স্বীকৃতিও নেই। অনুবাদ বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি মূলের হুবহু ভাষান্তর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় সর্বত্র হুবহু ভাষান্তর নয়। তাই অনুসারী বলাই যুক্তিযুক্ত।"

এখন দেখা যাক মালাধর বসু তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কাহিনী নির্মাণে ভাগবতাদি থেকে কী পরিমাণ উপকরণ গ্রহণ করেছেন।

মুখ্যত ভাগবত। ভাগবত অবলম্বনেই তো শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচিত। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন শুধু যে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধই মালাধরের কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, তা কিন্তু নয়। মালাধর তাঁর কাব্যে ভাগবতের দশম একাদশ স্কন্ধ ছাড়াও প্রথম ষষ্ঠ ও দ্বাদশ স্কন্ধেরও প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

কাব্যের কাহিনী নির্মাণে মালাধর আর কোন্ কোন্ গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, বা আর কোন্ কোন্ পুস্তক থেকে তিনি রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন? এ-প্রসঙ্গে মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের নামোল্লেখ করা যায়। এর কিছু কিছু কাহিনী মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে সাধারণভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়।

তবে ভাগবতের কৃষ্ণকথা উপস্থাপনই যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা সংশয় থাকার কোনো অবকাশও নেই। সমগ্র কাব্যে সহস্রাধিক স্থলে ভাগবতের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদই তার সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করছে। ভাগবত থেকে মালাধর কোন্ কোন্ শ্লোকের কোনো রূপান্তর না ঘটিয়ে যথাযথ অনুবাদ করেছেন তার একটি পরিশ্রমসাধ্য বিস্তৃত নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দিয়ে গেছেন আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী কালেরও পূর্বে খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে। কিন্তু এই তালিকাই সম্পূর্ণ নয়— বিষয়টি যে আরও কত ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধানের অবকাশ রাখে তার প্রমাণ পাই যখন দেখি গীতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুলেখা অত্যন্ত মূল্যবান্ 'ভাগবত ও বাঙ্‌লা সাহিত্য' (১৯৭২ খ্রি) গ্রন্থে খগেন্দ্রনাথের তালিকার সম্পূরণ ঘটিয়ে আরও একটি দীর্ঘ তালিকা সংযোজন করেন। মুখ্যত মূল ভাগবতের প্রতিই যে মালাধরের নির্ভরতা ছিল সর্বাধিক তার প্রমাণ মেলে খগেন্দ্রনাথ ও গীতার নির্মিত বিশাল তালিকা দুটি থেকে।

মালাধর ভাগবতকে কিভাবে অনুসরণ করেছেন তা দেখার জন্য আমরা এখানে নমুনা স্বরূপ

ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক বা শ্লোকাংশের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাসঙ্গিক অংশ মিলিয়ে দেখব। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমেই মালাধরের ভাগবত-আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। নানা স্থানে সংযোজন-পরিবর্জনও সতর্কভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়।

১ ক ভাগবত ।। স্কন্ধ ১০। অধ্যায় ৪। শ্লোক ১ :

তত‌ো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ।

[অর্থ : কন্যাটি এতক্ষণ রোদন করেন নি। এখন অবসর বুঝে রোদন করলে প্রহরীসকল বালজাতির ধ্বনি শুনে উত্থিত হল।]

১ খ শ্রীকৃষ্ণবিজয় :

উঙা চুঙা করিএগ কান্দিল কন্যাখানি।
চিআইল প্রহরি ক্রন্দন সব্দ যুনী।।

২ ক ভাগবত।। ১০। ১৯। ৭—১২ :

ততঃ সমন্তাৎ দবধূমকেতুর্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্‌বনৌকসাস্।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈর্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্।।
তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিং গোপাঃ সগাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রামামোঘবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ।।
নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্।
বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ।।
বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত।।
তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্ যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ।।

[অর্থ : "ঐ সময়ে বনবাসীদিগের ক্ষয়কারী অনিলচালিত তীক্ষ্ণ বিস্ফুলিঙ্গ সকল দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম সকল গ্রাসকারী মহান্ দাবানল যদৃচ্ছাক্রমে সর্বদিকে সমুত্থিত হইল। চতুর্দিকে আগত ঐ দাবানল দর্শনে ভীত গোধনসহিত গোপবালক সকল মৃত্যুভয়পীড়িত মনুষ্যসকল যেরূপ শ্রীহরির শরণাপন্ন হয় তদ্রূপ শরণাপন্ন হইয়া বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। হে মহাবীর্য কৃষ্ণ. কৃষ্ণ, হে অমোঘবিক্রম রাম, দাবাগ্নি কর্তৃক দহ্যমান ও শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ, নিশ্চয় তোমার বান্ধবদিগের দুঃখ পাওয়া উচিত হয় না। হে সর্বধর্মজ্ঞ, আমরা তোমাকে আমাদিগের প্রভু ও আশ্রয় বলিয়া জানি। ভগবান্ হরি বান্ধবদিগের এইরূপ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া 'ভয় করিও না ; চক্ষু নিমীলন কর' এই কথা বলিলেন। তাহাই করিতেছি বলিয়া গোপবালকগণ নেত্র নিমীলন করিলে, যোগাধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই তীব্র দাবানল আনন দ্বারা পান করিয়া তাঁহাদিগকে ভাণ্ডীর বনে নীত ও অগ্নিভয় হইতে মুক্ত করিলেন।"]

২ খ শ্রীকৃষ্ণবিজয় :

হেন বেলে অচম্বিতে বন পুড়ি আইসেঁ।
এড়াইতে নারি কেহো পড়িলা তরাসে।।
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুনহ বচন।
অচম্বিতে অগ্নি আইসে কর নেবারন।।

তুমি সে গোকুলনাথ তোমাতে সরন।
তোমা বিদ্যমানে হএ সভার মরন।।
একবার জদি নাম লইয়ে তোমার।
তবেত তরিএ ভব সাগর সংসার।।
দুরিত দহন তাপ কর বিমোচন।
তোমার চরনে সভে নইল সরন।।
কৃপা কর প্রভু তুমি করুনা সাগর।
বড়ই দয়াল তুমি গুনের নাগর।।
আপনার গুনে কৃপা করহ আমারে।
তোমার চরন বিনু নাঞী প্রতিকারে।।
চরনে সরন নৈল সব সিষুগন।
জানিঞা উদ্ধার কর কমললোচন।।
ছাওালের বচন ষুনি প্রভু চক্রপানি।
না করিহ ভয় কিছু বুইল পৃঅবানী।।
আঁখির নিমিসে আগু পিল নারায়ন।
হরিসে নাচয়ে সব জত সিষুগন।।

৩ ক ভাগবত ।। ১০। ২৯। ৩৩-৩৫ :

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্ন প্রসীদ বরদেশ্বর মা স্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।।
চিত্তং সুখেন ভগতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিং বা।।
সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে।।

[অর্থ : "সারাসারবিবেকনিপুণ জ্ঞানিগণ স্বাভাবিক প্রেমাস্পদ আত্মার আত্মা পরমাত্মা তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন। পীড়াদায়ক পতিপুত্রাদি দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অতএব পদ্ম পলাশলোচন, প্রসন্ন হও। হে বরদেশ্বর, আমাদিগের সুচিরকাল হইতে তোমাতে নিবদ্ধ ভাবকে ছেদন করিও না। আমাদিগের যে চিত্ত এতাবৎকাল গৃহে নিবিষ্ট ছিল, তাহা এক্ষণে সুখস্বরূপ তোমাকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যে করদ্বয় গৃহকার্যে নিবিষ্ট ছিল, তাহাও তোমাকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। আব পাদদ্বয়ও তোমার পাদমূল হইতে পদমাত্রও চলিতে চায় না। অতএব কিরূপে ব্রজে গমন করিব? তোমার অধরামৃতপ্রবাহ দ্বারা ত্বদীয় হাস্যপূর্ব্বক অবলোকন ও মধুর বেণুগান হইতে সঞ্জাত আমাদিগের কামরূপ অনলকে প্রশমিত কর। নচেৎ হে সখে, আমরা বিরহানলে দগ্ধদেহ হইয়া ধ্যানযোগে তোমার চরণসন্নিধানে গমন করিব।"]

৩ খ শ্রীকৃষ্ণবিজয় :

এড়িঞাত স্বাঁমি পুত্র আর বন্ধুজন।
একভাবে স্মঁরন কৈল তোমার চরন॥
কি করিব স্মামি পুত্র আর বন্ধুজন।
তোমার চরন দেখি জাউক জিবন॥
না লেউক স্বাঁমি মোর তাএ নাহি বেথা।
তোমার অমৃত বোলে প্রান জাএ এথা॥
কেনে হেন বচন বোলহ চক্রপানি।
তোমার চরনে আজি তেজিব পরানি॥
জন্মে জন্মে পাই জেন তোমার চরন।
তুমি স্বাঁমি তুমি প্রান তুমি বন্ধুজন॥
না জাইব কেহো ঘর সব গোপনারি।
অধর সুধা দিঞা তুষ্ট করহ মুরারি॥

৪ ক ভাগবত॥ ১০। ৪৩। ১৭ :

মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃতুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

[অর্থ : "শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তত্রত্য বিভিন্নপ্রকৃতি লোকসকল তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। মল্লগণ তাঁহাকে বজ্রের সদৃশ রৌদ্র, সাধারণ পুরবাসীরা তাঁহাকে অদ্ভুত একটি মনুষ্য, সাধারণী পুরবাসিনী সকল তাঁহাকে শৃঙ্গাররসবিশিষ্ট মূর্তিমান কন্দর্প, শ্রীদামাদি গোপবালকগণ তাঁহাকে হাস্যরসবিশিষ্ট বয়স্য, অসৎ রাজগণ তাঁহাকে করুণরসবিশিষ্ট শিশু, কংস তাঁহাকে ভয়ানক মৃত্যু, অজ্ঞ ব্যক্তিসকল তাঁহাকে বীভৎস বিরাট পুরুষ, যোগিগণ তাঁহাকে শান্ত পরমাত্মা এবং ভক্ত যাদবগণ তাঁহাকে ভক্তিরসবিশিষ্ট পরদেবতা বলিয়া দেখিতে লাগিলেন।"]

৪ খ শ্রীকৃষ্ণবিজয় :

হাসিতে নাচিতে দুহেঁ করিল গমন।
সেই কালে নানা মুর্ত্তি ধরে নারায়ণ॥
মোহিল সকল সভা রাম দামোদর।
কৃষ্ণমায়া বিমোহিত হৈল নারি নর॥
মল্লগনে দেখে জেন বজ্রের সমান।
নৃপগনে দেখে জেন সুন্দর বর কাহ্ন॥
স্ত্রিগনে দেখে কৃষ্ণকে অভিন মদন।
নন্দ আদি গোপগনে দেখে তত্তজন॥
দুষ্ট কংসরাজ দেখে দুষ্ট জমকাল।
বসুদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওআল॥
প্রান লইতে মৃর্ত্যু আইসে দেখে কংসরায়।
জোগি সিদ্ধাগনে দেখে জোগ মহাকায়॥
জদুবংস সুর্য্যবংস দেখি সেই ঠাঞী।

কুলের প্রদিপ মোর যুন্দর কানাঞী ।।

সমগ্র শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যমধ্যে সহস্রাধিক স্থলে ভাগবতের শ্লোকের হুবহু তর্জমা বা প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ থাকলেও মালাধরের এই কাব্যের পরিচয় কেবল ভাগবতের অনুবাদরূপেই চিহ্নিত হতে পারে না। দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ বিশাল ভাগবতপুরাণকে সমগ্রিকভাবে অনুবাদ করে তৎকালীন সাধারণ বঙ্গ সমাজকে শোনাবার বাসনা ও পরিকল্পনা কোনোটাই মালাধর বসুর ছিল না। মূল ভাগবতের আড়ম্বরপূর্ণ অলঙ্কারবহুল পণ্ডিতী বাক্‌চাতুর্য অশিক্ষিত ক্ষীণপ্রাণ বাঙালির উপর জোর করে চাপিয়ে দিতেও চান নি মালাধর। বস্তুতপক্ষে মালাধর ভাগবতের যতটুকু অংশের অনুবাদ করেছেন তাকেও একপ্রকার সারানুবাদ বলে উল্লেখ করাই হবে যুক্তিসঙ্গত। যথাসম্ভব সংক্ষেপে কৃষ্ণের জন্ম থেকে তনুত্যাগ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলার সামগ্রিক পরিচয় প্রদানই ছিল মালাধরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই ভাগবতের বেশ কয়েকটি উপকাহিনী মালাধর তাঁর কাব্যের মূল কাহিনীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করেছেন। দার্শনিক আলোচনারও অনেক অংশ বর্জন বা সংক্ষেপণ করেছেন এবং ভাগবত-বহির্ভূত অন্যান্য পুরাণাদি থেকে প্রসঙ্গত কিছু কিছু অংশবিশেষ সংযোজিত করে কাব্যের পূর্ণতা সম্পাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। এইসব কারণে সহজেই বলা যায় শ্রীকৃষ্ণবিজয় একান্তভাবে ভাগবতের অনুবাদ-গ্রন্থ না হয়ে তা হয়ে উঠেছে কবি মালাধরের রচিত এক স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ কৃষ্ণকথাকাব্য।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কংস-দৈবকীর গর্ভজাত ছয়টি সন্তানকে জন্মের পরে-পরেই একটি-একটি করে হত্যা করেন নি। ভাগবতে আছে ছয় পুত্রের জন্মের পরে-পরেই কংস তাদের একে-একে হত্যা করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে দৈবকীর একটি করে সন্তানের জন্মের পরে-পরেই 'কংসের পাপ চেষ্টা জানিঞা আপুনি' পিতা বসুদেব সদ্যোজাত প্রতিটি সন্তানকে নিয়ে কংসের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। যখন ছয় পুত্রকে কংস হত্যা থেকে বিরত থাকেন সেই সময় কংসের কাছে নারদ এসে উপস্থিত হন। নারদ কংসকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কংস মন্ত্রণা করে 'দৈবকির ছয় পুত্র মাইল একুবারে'—দৈবকীর ছয়টি পুত্রকে একসঙ্গে হত্যা করলেন। এবং এরপরেই দৈবকী-বসুদেবকে লোহার কারাগারে এনে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

কিন্তু ভাগবতের বিবরণ কিঞ্চিৎ অন্যরূপ: ভাগবতে কংস বসুদেব-দৈবকীর প্রতিটি পুত্রকেই তাদের জন্মাবার পরে-পরেই একে-একে হত্যা করেন। বসুদেবের প্রথম সন্তান জন্মাবার পর কংস প্রথমে তাকে হত্যা করেন নি। অতঃপর নারদের মন্ত্রণায় বসুদেব ও দৈবকীকে কংস কারাগারে বদ্ধ করেন এবং তাঁদের পুত্রগণকে জন্মাবামাত্র বধ করতে থাকেন। এইভাবে একটি একটি করে কংসের হাতে বসুদেবের ছয় পুত্রের মৃত্যু হয়।

অতঃপর দৈবকীর গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাবের বিবরণ অতিশয় লৌকিক। কবির সরল বর্ণনা : 'কথোক্ষণে বন্দিসালে দৈবকী সুন্দরী। বসুদেব সঙ্গে থাকে ঋতুস্নান করী।। দৈব নিজোজিত তার খণ্ডন না জায়। পুনরপি বন্দিসালে আর গর্ভ হয়।।'

ভাগবতে (১০।২।১৬-১৮) কৃষ্ণাবির্ভাব এরূপ লৌকিক প্রক্রিয়ায় নয় ; আধ্যাত্মিক বাতাবরণে তাঁর অলৌকিক আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে :

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ।।
স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ।।
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।।

ভাগবতের শ্লোকের গদ্যরূপ : "ভক্তগণের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবানও পূর্ণস্বরূপে বসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেবও শ্রীভগবৎসম্বন্ধি তেজ ধারণপূর্বক সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া প্রাণীদিগের সম্বন্ধে দুরাসদ ও অতিশয় অনভিভবনীয় হইয়াছিলেন। অনন্তর দৈবকী দেবী, পূর্বদিক যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ, বসুদেব কর্তৃক বৈধদীক্ষাবিধানে সমর্পিত, জগমঙ্গল, সর্বাংশপরিপূর্ণ সর্বমূলস্বরূপ ও সর্বসুখনিদান ভগবানকে মনোমধ্যে পুত্ররূপে ধারণ করিলেন।"

কৃষ্ণের আবির্ভাবের পর ভাগবতে বসুদেব ও দৈবকী কর্তৃক কৃষ্ণের দীর্ঘ বন্দনা আছে দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে। প্রথমে বসুদেব ও পরে দৈবকীর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এই বন্দনা অতিশয় সামান্য। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাসঙ্গিক অংশ :

'জগতের নাথ গোসাঞী সংসারের সার। শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার অবতার।। তবেত দৈবকি দেবি জোড় হাথ করী। বিবিধ প্রকারে নারায়নে স্তুতি করী।। হেন অদ্ভুত গোসাঞী মনে মনে গুনী। মানুস উদরে জন্ম নইল চক্রপানী।। জেবা দুষ্ট কংস রাজা তোমার নাম ষুনী। আমাকে মারিঞা তোমার লইব পরানি।। কোন কর্ম হউক গোসাঞী বোলহ উপায়। জাবত নাঞী ষুনে ভাই দুষ্ট কংস রায়।।'

এখন দেখা যাক কৃষ্ণের জন্মের পরে ভাগবতে বসুদেব ও দৈবকী যথাক্রমে কিভাবে কৃষ্ণ-বন্দনা করেছেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩-২২ শ্লোকে বসুদেব কর্তৃক কৃষ্ণ-বন্দনা :

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্।।...
অয়ন্ত্বসভ্যস্তব জন্ম নো গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তেঽভ্যহনং সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধ।।

বসুদেব কর্তৃক কৃষ্ণবন্দনার গদ্যরূপ : "হে ভগবান! আপনি সর্বব্যাপী, সুতরাং আপনার কোনও স্থানে প্রবেশ করা সম্ভবপর না হইলেও আপনি ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা এই বিশ্ব রচনা করিয়া অন্তর্যামীরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন বলিয়াই মনে হয়। পরস্পর পৃথক শক্তিসম্পন্ন মহত্তত্ব প্রভৃতি পদার্থ, যেমন পঞ্চ স্থূলভূত প্রভৃতি ষোড়শ বিকারের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড রচনার পর মনে হয়, মহত্তত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যেহেতু মহত্তত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সুতরাং তাহাদের কার্যে প্রবেশ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। আপনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শরীরের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত। আপনি সর্বকারণস্বরূপ ; সুতরাং আপনারও ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ সম্ভবপর নহে। আপনি সর্বস্বরূপ সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী এবং পরমার্থ সত্য বস্তু ; আপনার স্বরূপ কিছুতেই আবরণ করা যায় না ; সুতরাং আপনার বাহ্য এবং আভ্যন্তর নাই। যে ব্যক্তি দেহাদি পদার্থকে আত্মা ছাড়া পৃথক বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করে, সে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী নহে; যেহেতু দেহাদি সমস্ত বস্তুই বাচারম্ভণ মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে দেহাদি কোন বস্তুই সত্য নহে। দেহাদি অসত্য বস্তুকে যাহারা অজ্ঞান হেতু সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা যে জ্ঞানী নহে ইহা বলাই বাহুল্য। হে বিভো! আপনি সর্ববিধ চেষ্টাশূন্য, নির্গুন এবং বিকারশূন্য হইলেও আপনা হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের ঘোষণা। আপনার আশ্রিত প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ হইতে জগতের সৃষ্টি হয় বলিয়া তাহা আপনাতেই আরোপিত হইয়া থাকে। আপনি ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম। সুতরাং আপনাকে সৃষ্টিকর্তা বলিলেও কিছু অসামঞ্জস্য হয় না। আপনিই কৃপা করিয়া জগৎ পালন করিবার জন্য শুদ্ধসত্ত্বময় শ্রীবিষ্ণু রূপ প্রকাশ করেন, জগৎসৃষ্টির জন্য রজোগুণমিলিত ব্রহ্মমূর্তি প্রকাশ করেন এবং মহাপ্রলয়ে তমোগুণমিলিত রুদ্রমূর্তি প্রকাশ করেন। হে সর্বব্যাপিন! হে সর্বেশ্বর! আপনি এই বিবিধ দুঃখজালে আবদ্ধ জগৎ পালন করিবার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবার আপনি

রাজবেশধারী অসুরবৃন্দ পরিচালিত অসুরসৈন্যসমূহ নির্মূল করিবেন। হে সুরেশ্বর! পাপাত্মা কংস দৈববাণীতে আমার গৃহে আপনার জন্মসংবাদ শুনিয়া আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়াছে। তাহার অনুচরবৃন্দের মুখে আপনার জন্মসংবাদ শুনিলে সে এখনই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩-৩১ শ্লোকে দৈবকী কর্তৃক কৃষ্ণ-বন্দনা :

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ভীতা সুবিস্মিতা।।...
বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ব্ভজোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং তৎ।।

দৈবকী কর্তৃক কৃষ্ণ-বন্দনার গদ্যরূপ : "বসুদেব শ্রীগোবিন্দের স্তব করিয়া বিরত হইলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীভগবানকে নিজ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া দৈবকী যুগপৎ কংসভয়ে ভীত ও ভগবৎ আবির্ভাব দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাক্য ও মনের অগোচর, সর্বকারণ-কারণ, বৃহত্তম, চেতন, ত্রিগুণাতীত নির্বিকার, সত্তামাত্র নির্বিশেষ ও নিরীহস্বরূপ যে অনির্বচনীয় তত্ত্ব সর্ববেদে ঘোষিত হইয়াছে আপনিই সেই সর্ববুদ্ধি প্রকাশক অনাবৃত সচ্চিদানন্দময় স্বয়ং ভগবান। কালচক্রের পরিবর্তনে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে, ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত সূক্ষ্মভূতে, সূক্ষ্মভূত অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ব প্রকৃতিতে লীন হইয়া গেলে একমাত্র আপনিই অপ্রাকৃত ধামে নানা মূর্তিতে লীলাময়রূপে বিরাজিত থাকেন। হে প্রকৃতি প্রবর্তক! যে কালের গতিতে বিশ্বের নানাবিধ পরিণতি সম্পন্ন হয়, সেই ক্ষণ, দণ্ড, প্রহর, মাস, বৎসর হইতে দ্বিপরার্ধ পর্যন্ত কাল আপনারই লীলা, ইহা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন। আপনি সর্বেশ্বর এবং সর্বমঙ্গলনিকেতন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। মৃত্যু-সর্পের কবলগ্রস্ত জীব মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া সর্ববিধ উপায়ানুষ্ঠান করিয়াও মৃত্যু নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। হে সর্বকারণ-কারণ! কোনও অনির্বচনীয় ভাগ্যবশতঃ তোমার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে জীব নির্ভয় হইতে পারে। তোমার চরণে আশ্রিত জীবের নিকট মৃত্যুও ভয়ে পলায়ন করে। তুমি সর্বদুঃখ নিবারণকারী এবং শরণাগতজনের বিবিধ ভয়হারী ; অতএব আমাদের কংসভয় নিবারণ কর। তোমার এই যোগিধ্যেয় চতুর্ভুজরূপ গোচর করিও না। হে মধুসূদন! আমি তোমার জন্যই কংস ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছি। হে বিশ্বাত্মন্! তোমার এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম পরিশোভিত অলৌকিক চতুর্ভুজ মূর্তি গোপন কর! যিনি প্রলয় অবসানে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া অবলীলাক্রমে নিজ বিরাট দেহে তাহা ধারণ করেন, তিনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা নরলীলা অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে : 'সকল দুয়ার মুক্ত প্রহরি নিদ্রা গেল। কোলে করি বযুদেব গোকুল চলিল।। শৃকালির রূপে আগে জাএ মহামাএ। ফনা ছত্র ধরিএগ্রা বাযুকি পাছু জাএ।।'

সদ্যপ্রসূত শিশু কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নিয়ে যাবার সময় একটি শৃগাল যমুনা পার হয়ে বসুদেবকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল এমন কথা ভাগবতে (১০। ৩) নেই।

শৃগালীর দেখান পথে যমুনা পার হওয়ার সময় কৃষ্ণ বসুদেবের কোল থেকে যমুনার জলে পড়ে যান। যখন 'সেই পথে বযুদেব কইল গমন। লাফ দিএগ্রা জলে কৃষ্ণ পড়িলা তখন।। হাহাকার করি বযু কৃষ্ণ কৈল কোলে। কৃষ্ণ কোলে করি তবে গোকুলেবে চলে।' শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এমন নাটকীয় ঘটনাও ভাগবতে নেই। গোকুলের নামোল্লেখও ভাগবতের এখানে (১০। ৩) অনুপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে দেখতে পাই যশোদার শিশুকন্যাকে শিলাতে আছাড় মারবার সময় কংসের হস্তচ্যুত হয়ে আকাশে উঠে সেই শিশু 'অষ্টভুজা রূপ ধরি' কংসকে জানিয়ে দেন, 'তোমা বধিবাকে হইল পুরুষ

রতন। গোকুলে পুরুষবর জন্মিল এখন ॥'

ভাগবতে এই স্থলে (১০। ৪) গোকুলের কোনো নামোল্লেখ নেই। অষ্টভুজা দেবীমূর্তি আকাশ মার্গে উঠে কংসকে বলেছেন, 'মূর্খ, আমাকে বধ করে তোমার কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? দেখ তোমার পূর্বজন্মের প্রাণহন্তা কোথাও না কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে।' এখানে গোকুলের নাম শুধু ভাগবতেই নয়, বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশেও গোকুলের নাম নেই।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'পুত্রোৎসব করে নন্দ হরসিত হঞা। কুড়ি সহস্র ধেনু দিল ব্রাহ্মন আনিঞা ॥ স্ত্রি পুত্রে সর্ব্বজনে মহোৎসব করী। সকল সম্পন্ন হইল নন্দ ঘোস পুরী ॥'

ভাগবতে (১০। ৫। ৮-১৫) এই সমাগমোৎসবের বিবরণ যথেষ্ট বিস্তৃত এবং গোপাঙ্গনাদের প্রসঙ্গে বর্ণনা কিছুটা বা আতিশয্যবহুল।

মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ।
গোপাঃ সমাযযূ রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥...
নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কার-গো-ধনম্।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥

ভাগবতের গদ্যরূপ : ব্রজবাসী গোপগণ মহামূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক ও উষ্ণীষ প্রভৃতিতে ভূষিত হয়ে নানাপ্রকার উপহারসামগ্রী হাতে নিয়ে নন্দালয়ে উপস্থিত হলেন। যশোদার পুত্র হয়েছে শুনে ব্রজবাসিনী গোপরমণীরা পরম আনন্দে বস্ত্র আভরণ ও অঞ্জনাদিতে নিজেদের অঙ্গশোভা বর্ধিত করতে লাগলেন। নবকুমকুমকেশর থেকেও সুন্দর মুখশ্রী নিবিড় নিতম্বিনী, দ্রুতগমনে সঞ্চলিত বক্ষদেশ ব্রজরমণীগণের—উপহার হস্তে নন্দের আলয়ে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। গোপীরা যখন কর্ণে উজ্জ্বল মণিকুণ্ডল, কণ্ঠে পদক, পরিধানে বিচিত্র বসন ও করে কঙ্কণ ধারণ পূর্বক নন্দরাজভবনে যাচ্ছিলেন, তখন চলার বেগে তাঁদের চুলে বাঁধা ফুলের মালা শিথিল হয়ে পথে ছড়িয়ে পড়ছিল। কানের কুণ্ডল আর বুকের হার দুলতে থাকায় তাঁদের দেখতে আরও সুন্দর লাগছিল। গোপীরা নন্দের আলয়ে উপস্থিত হয়ে নন্দনন্দনকে চিরজীবী হও বলে আশীর্বাদ করলেন এবং একে অপরের গায়ে হলুদচূর্ণ তেল ও জল ইত্যাদি নিক্ষেপ করতে করতে উচ্চকণ্ঠে শ্রীভগবানের গুণগান কীর্তন করতে লাগলেন। অপরিসীম ঐশ্বর্য ও মাধুর্যনিকেতন বিশ্বপতি, সর্ব-আকর্ষক, পরম আনন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে আবির্ভূত হলে সেই মহামহোৎসবে বীণা বেণু মূরজ ইত্যাদি বিবিধ বাদ্য বাদিত হতে লাগল। গোপগণ পরম আনন্দে দই দুধ জল মাখন ইত্যাদি একে অপরের অঙ্গে লেপন করতে লাগলেন এবং একে অন্যকে পিচ্ছিল পঙ্কে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। উদারচিত্ত নন্দ সেই সকল গোপ, গোপী, সূত, মাগধ, বন্দী এবং গায়ক, বাদক ইত্যাদি সকলকে বস্ত্র অলঙ্কার গো সুবর্ণ ইত্যাদি দান করলেন।

পুত্রোৎসবে গোপরমণীগণের এই বিস্তৃত বর্ণনা মালাধর তাঁর কাব্যের মূল কাহিনীর পক্ষে অত্যাবশ্যক বিবেচনা না করে যথার্থ পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনার প্রয়োজনেই মালাধর মহাকাব্যের অনুরূপ আদি মধ্য ও অন্ত্যযুক্ত একটি সর্বাবয়ব কাহিনী নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃষ্ণলীলার আদিকাহিনী কৃষ্ণের জন্ম থেকে বৃন্দাবনলীলার সমাপ্তি বা তাঁর মথুরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যকাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে মথুরায় কংসবধ থেকে দ্বারকাগমনের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা। অন্ত্যকাহিনীতে কৃষ্ণের সবান্ধব দ্বারকাপুরীতে যাত্রা থেকে দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের ইহলোকত্যাগের কাহিনী বিবৃত।

আদিকাহিনী বা বৃন্দাবনলীলার বিষয়ক্রম হল : অসুরভারাক্রান্ত পৃথিবী, ভারহরণের জন্য বিষ্ণুর

মর্ত্যে আবির্ভূত হতে অঙ্গীকার, মহামায়ার যোগমায়ারূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের স্বীকৃতি, বসুদেব ও কংসভগিনী দৈবকীর পরিণয়, দৈববাণী, কংসকর্তৃক বসুদেব-দৈবকী কারারুদ্ধ, দৈবকীর ছয় পুত্র নিধন, দৈবকীর গর্ভপাত ছলে দৈবকীর সপ্তম গর্ভের রোহিণীর জঠরে প্রবেশ, দৈবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবান বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে আবির্ভাব, নন্দ-যশোদার আলয়ে শিশুসন্তান কৃষ্ণকে প্রেরণ, যশোদার গর্ভে মহামায়ার জন্ম, মহামায়াকে দৈবকী-কন্যা মনে করে শিলাপটে মহামায়াকে কংসকর্তৃক নিক্ষেপ, কন্যারূপিণী মহামায়াকর্তৃক আকাশবাণী, নন্দালয়ে কৃষ্ণের বাল্যকাল, পূতনা বধ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্ত বধ, যমলার্জুনভঞ্জন, কংসের অত্যাচারে ভয়ে নন্দ ঘোষের সপরিবার ও সবান্ধব গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবনযাত্রা, বৎসাসুর বধ, বকাসুর বধ, অঘাসুর বধ, ধেনুকাসুর বধ, কালীয়দমন, দাবাগ্নিপান, প্রলম্বাসুর বধ, বস্ত্রহরণলীলা, ব্রাহ্মণ রমণীগণের কৃষ্ণবন্দনা, নন্দের প্রতি ইন্দ্রের কোপ, ইন্দ্রের অবিরাম বারিবর্ষণ, গিরিগোবর্ধনধারণ, শরৎ-পূর্ণিমায় কৃষ্ণের রাসক্রীড়া, বিশেষ এক নারীর সঙ্গে ক্রীড়া, গোপীদের বিলাপ, শঙ্খচূড় বধ, অরিষ্টাসুর বধ, কেশীদৈত্য বধ, ব্যোমাসুর বধ, কৃষ্ণকে আনয়নের জন্য অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ, কৃষ্ণ-বলরামের মথুরাযাত্রা।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের এই পর্যন্ত হল আদিকাহিনী বা বৃন্দাবনলীলা। এই বৃন্দাবনলীলা পর্যায়ে কৃষ্ণের দানলীলা নৌকালীলার প্রসঙ্গ নেই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে এখানে তার কোনো প্রসঙ্গ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দানখণ্ডই সর্বাধিক বৃহৎ খণ্ড, নৌকাখণ্ডও বড় খণ্ড ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে এসব কাহিনী অনুপস্থিত। ভাগবতে রাধার নামোল্লেখ নেই, দানলীলা বা নৌকালীলার কথাও নেই।

অথচ অনেক আলোচকই উল্লেখ করে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের দানলীলা নৌকালীলা প্রসঙ্গের কথা। কেন বা কীজন্য তাঁরা এই বিষয়টি তাঁদের আলোচনায় উপস্থাপিত করেছেন সেটা জানা প্রয়োজন। জেনে নেওয়াও দরকার এ বিষয়ে কে কী অভিমত প্রকাশ করেছেন।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন :

"চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন ও মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আমরা বঙ্গসাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণের লীলার নানারূপ গ্রাম্য-আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হইতেছি।

দানলীলা অধ্যায়ে কবি মালাধর বসু সেই নূতন সৌন্দর্যের রেখাপাত করিয়াছেন। ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছে, তাঁহাদের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের দৈবশক্তিতে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং তাহা কতকাংশে বিস্ময়েরই উচ্ছ্বাস ; কিন্তু তুল্য জ্ঞান না হইলে বাহু জড়াইয়া আলিঙ্গন করা যায় না, হাত বাড়াইয়া ফুল্ল ফুলটি পদে রাখিয়া আসা যায় মাত্র। ভক্তের মত ভক্ত হইলে, দেবতা ও ভক্তের আসন একস্থানে, কারণ ভক্ত ভিন্ন দেবতা কাষ্ঠ-পুত্তলি মাত্র, চকোর এবং চন্দ্রে প্রকৃত প্রেম হয় না ; চণ্ডীদাস বলিয়াছিলেন—'কি ছার চকোর চাঁদ—দুহুঁ সম নহে।'

ভাগবতের অসম্পূর্ণ অংশ মালাধর বসু এই স্থলে পূরণ করিয়াছেন। দানলীলা ও পার-খণ্ডে রাধিকা ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কৌতুক করিতে ও তাঁহাকে মানভরে গালি দিতে শিখিয়াছে ; এখানে শ্রীকৃষ্ণ পীতধরা-পরিহিত বংশীধারী প্রস্তরমূর্তি নহেন ; তিনি প্রেমিকশিরোমণি, চতুরচূড়ামণি। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে প্রেমদান করিয়া অনুগৃহীত করেন ; শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের নায়ক প্রেম দিয়া যেরূপ অনুগৃহীত করেন, প্রেম পাইয়াও সেইরূপ অনুগৃহীত হন।

দক্ষিণা পবনে নৌকা টলমল করিতেছে, তখন—'কি হৈল কি হৈল বলি কাঁদে গোপনারী।' এবং 'কাঁধে কেরয়াল করি হাসয়ে মুরারি'।।—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

ইহার পরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেছেন ; এবং তজ্জন্য যে সকল উৎকোচ দিবেন তাহার ফর্দ এইরূপ—'কেহ বলে পরাইমু পীত বসন। / চরণে নুপুর দিমু বলে

কোহু জন।।/ কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।/ মণিময় হার দিমু কোহু সখী বলে।।/ কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোহু জন।/ কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন।।/ শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।/ কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গাএ।।/ কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে।/ মকর কুণ্ডল পরাইমু শ্রুতিমূলে।।/ কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাণ।/ কর্পূর তাম্বুল সমে জোগাইব পান।।'—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এ সব কিছুই চান না। গোপীগণের ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও আশা উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—তিনি বলিলেন—'প্রথম মাগিএ আমি যৌবনের দান।' রাধিকা ক্রুদ্ধা, তিনি এ প্রস্তাবে নিজেকে বড় অপমানিত মনে করিলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া—'কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।/নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই।।'—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।

এইখানে প্রাণের খেলা, মাধুর্যের এক নব পন্থা পদকর্তারা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভালবাসার মাহাত্ম্যে আরাধ্য ও আরাধকের এই গূঢ় চিত্তসংযোগ শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে অভিনব বস্তু। তাই কাব্যের এই স্থানের মৌলিক রসধারায় অনুবাদের কৃত্রিমতা নাই ; ভালবাসার শাস্ত্র ভাগবতের পর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে আর একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। এই দানলীলা ও পার-খণ্ড মৌলিক সামগ্রী, ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ; কিন্তু প্রাদেশিক ভাষার কোন্ উৎস হইতে ইহা প্রবহমান হইয়া বঙ্গসাহিত্যে অমৃত-স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।"

দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য থেকে দানসংগ্রহকারী বা কাণ্ডারীরূপে যে-কৃষ্ণকে তাঁর গ্রন্থে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করেছেন সেই কৃষ্ণকে ভাগবতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

এখানে পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার, দীনেশচন্দ্র যে-কৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য থেকে উদ্ধার করেছেন ও কাব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন সেই অংশ দীনেশচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোনও মুদ্রিত সংস্করণ থেকে সংগ্রহ করেন নি। সে-পাঠ তিনি পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত কোনও পুরাতন হস্তলিখিত পুথি থেকে উদ্ধার করেছেন।

সুকুমার সেনও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে দানলীলা নৌকালীলা প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুথিতে রাধা ও গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের দানলীলার ও নৌকাবিলাসের কাহিনী পাওয়া যায়। এ দুই কাহিনী ভাগবতে হরিবংশে বা বিষ্ণুপুরাণে নাই, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রথম সংস্করণেও নাই। এ কাহিনী অন্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হইতে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করি।"

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের 'প্রথম সংস্করণ' বলতে সুকুমার সেন কোন্ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন জানা দরকার।

অধ্যাপক সেন শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রথম সংস্করণ বলতে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ও রাধিকানাথ দত্ত কর্তৃক ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থটিকেই 'প্রথম সংস্করণ' বলে নির্দেশ করেছেন।

এর পূর্বে কি শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য মুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত হয় নি? এর উত্তর : হাঁ, এর পূর্বেও, অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল ; তবে সে প্রাচীন পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নি। কেদারনাথ দত্ত সম্পাদিত সংস্করণের পূর্বেও যে একটি সংস্করণ ছিল তা জানতে পারি ১৯৪৫-এ প্রকাশিত নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে সম্পাদকের নিবেদন থেকে। সেই আদি সংস্করণটি ছিল বটতলা থেকে 'অত্যন্ত অমার্জনীয় ভ্রম ও প্রমাদে পূর্ণ' একটি গ্রন্থ। তাই গ্রহণযোগ্য প্রথম মুদ্রিত পাঠ রূপে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত সংস্করণকেই স্বীকার করা হয়ে থাকে। আমাদের জানবার কথাটি হল এই যে ১৮৮৭-তে প্রকাশিত কেদারনাথ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও দানলীলা বা নৌকাবিলাসের প্রসঙ্গ নেই।

মূলত কেদারনাথ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থটিকে অবলম্বন করেই ১৯৪৫ সালে নন্দলাল বিদ্যাসাগর ঢাকা থেকে আর একটি শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সুকুমার সেন এই গ্রন্থটিকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের 'দ্বিতীয় সংস্করণ' বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও ভাগবত-বহির্ভূত ওই দানলীলা বা নৌকাবিলাসের কোনও প্রসঙ্গ নেই। বইটি ১৮ অক্টোবর ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হলেও সম্পাদক লিখিত 'নিবেদন'-এর তারিখ ১৩ আগস্ট ১৯৪৩।

অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় ১৯৪৪ সালে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, সেখানেও কাব্যমধ্যে দানলীলা বা নৌকাবিলাসের কাহিনী অনুপস্থিত।

সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ কাব্যের প্রারম্ভে ভূমিকায় জানিয়েছেন, "মূল গ্রন্থের ভিতরে যে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পদ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাসক্রীড়া প্রভৃতি ব্যতীতও কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা-সম্বলিত ভাগবত বহির্ভূত উপাখ্যানই ইহার সাক্ষ্য দিবে।"

অনেকগুলি পুথি বিচার করে খগেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের আদর্শ পুথির মধ্যে দানলীলা নৌকালীলা ইত্যাদি ভাগবত বহির্ভূত উপাখ্যানের কোনও অস্তিত্ব নেই। কিছু কিছু পুথিতে এই সব উপাখ্যান দৃষ্ট হয় ; কিন্তু সেই পুথিগুলি আদৌ প্রাচীন পুথিরূপে বিবেচনার যোগ্য নয়। কোনো কোনো পুথির অন্তর্গত দানলীলা নৌকালীলার কাহিনী প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির অনুরূপ বলে মনে হয়। মালাধরের মূল রচনা যে গায়েনদের ও লিপিকরদের দ্বারা অনেক স্থলে পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়েছে তা স্বীকার করতে হয়। এঁদের কৃতকর্মের ফলেই মূল রচনার মধ্যে অন্য পাঠের অনুপ্রবেশ। এরই ফলে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রাপ্ত অনেক পুথি প্রক্ষেপ কলুষিত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের যে সকল পুথিতে দান নৌকা বা ভারখণ্ডের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেই সকল যে অনেকটা পরবর্তী কালের পুথি এবং কাব্যের সেই সকল অংশ যে মূলের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত— এ-বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'র প্রথম খণ্ডে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুথির পাঠ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : "অনেক সময় কোন কোন পুঁথিতে সম্পূর্ণ নূতন পালাও সংযোজিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভাগবতবহির্ভূত রাধাকৃষ্ণলীলা ও দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড-ভারখণ্ডের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের পুঁথিতেই অযথা অনুপ্রবেশ করিয়াছে।" অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন, "কোন কোন পুঁথিতে ভাগবত বহির্ভূত রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তারিত বর্ণনা থাকিলেও তাহা মালাধরের রচিত নহে, পরবর্তী কালের লিপিকর ও গায়েনদের সংযোজনা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুরাতন পুঁথিতে ঐ পালাগুলি পাওয়া যায় না। মালাধর সাধারণতঃ ভাগবতের কাহিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবতবহির্ভূত লৌকিক রাধাকৃষ্ণলীলাকে তিনি এতটা প্রাধান্য দিবেন, তাহা মনে হয় না।"

এই যে দীনেশচন্দ্র সেন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা যে সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় পুথিতে প্রক্ষেপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এলেন, তা সেই প্রক্ষেপের স্বরূপটা কী? প্রক্ষিপ্ত সেই ভাগবতবর্হির্ভূত পাঠে কী আছে যা মূলত মালাধর বসু কর্তৃক রচিত নয় অথচ গুণরাজের ভণিতা সংবলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পরবর্তী কালের কোনো কোনো পুথির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে! এই রকম একটি পুথি থেকে গুণরাজের ভণিতায়/দানলীলার একটি অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ৬১৪৬ সংখ্যক পুথি। দীনেশচন্দ্র সেনের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পুথিটি ক্রয় করেছিলেন। এটি পূর্ববঙ্গের পুথি বলে মনে করা হয়ে থাকে। এই পুথির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে পুথিতে ছত্রে-ছত্রে বানান ভুল। এই পদে-পদে বানান-বিভ্রান্তি ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকও হতে পারে। যাই হোক পুথিটি থেকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রক্ষিপ্ত-পাঠের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

"রাধা বোলে বৃন্দাবনে জে দেবতা হএ। তাহানে দেখিআ মোর প্রান স্তির নএ।। পুনরপি না দেখিল নআন ভরিআ। চিত্ত বিসাদিত মোর সে রূপ দেখিআ।। পুনরপি দেখিতে মনেতে বড় সাদ। গোরূ পরিজন ভয় বড়ই প্রমাদ।। ঘরের বাহির হইতে নাহি অবকাস। ননদির ভয় মোর বড়ই তরাস।। সৈত্য করিআছ তুমি করহ পালন। সে দেব সনে মোরে করাহ দরসন।। বড়াই বোলে মোর বাক্য ষুন গোপিগনে। তাহানে দেখিতে জাব ইর্চ্চা থাকে মনে।। সময় বোলিএ আমি যুন মন দিআ। সেই অনুসারে সবে তানে দেখ জাইআ।। সবে মিলি চল কালি দধি বিকি ছলে। তথাতে দেখিবা কৃষ্ণ কদম্বের তলে।। ষুনিআ গোপিনি সব হরিস অন্তরে। আনন্দে চলিআ গেল জার জেই ঘরে।। রজনি প্রবাতে বড়াই দিল এক সাড়া। পসার সাজাহ গোপি কে জাইবে পাড়া।। উঠ বিনদি রাই মুখে দেহ পানি। বাজারে জাইবে জে বিলম্ব কর কেনি।। যুন যুন চন্দ্রমুখি কথ নিদ্রা জাঅ। আদির্ত্ত উদয় ভেল আঁখি মেলি চাঅ।। ষুন ষুন তিলত্তমা ষুন কহি কথা। পৃঅসখি মাধবি যুনহ কৃষ্ণকথা।। হরিপৃআ চন্দ্রকলা কর্পূরা কুকিলা। কুরঙ্গনআনি ষুন মদনের বালা।। ললিতা বিসাকা সোন পৃঅ সখিগন। জদি জাইবা বিলম্বে নাহিক প্রঅজন।। ষুনিআ গোপিকা সব হইআ যুসার। দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘুল সাজাইল পসার।। বস্ত্র অলঙ্কার পৈরে বহুল যুসাজে। চলিল গোপিকা সব জেন হংসরাজে।। কদম্বতলাতে তথা প্রপঞ্চনা করি। কন্ট রূপে ফুলমালা দানিরূপে হরি।। বড়াই দেখাইল তানে আখি ঠার দিআ। সাধঅ আপনা কাজ গোপিকারে লৈআ।। দুই পাসে পর্ব্বত জে মৈদ্ধে পথখানি। গোপিকা রাখিতে হরি চলিল আপনি।। রাখিআ জে কানু বোলে কুল দিআ জায়। করিবা বিচার সব পসার নামায়।। ই বোল ষুনিআ রাই কৃষ্ণমুখ চাই। কে তুমা করিল দানি কদম্মতলাই।। আমা রাজা কংসাষুর বড়ই দুর্ব্বার। কে হাছে এমত করে প্রতাপে তাহার।। কানু বোলে কংসের অধিন আমি নই। আমার জে রাজা হএ তার কথা কই।। গন্ধর্ব্ব আমার রাজা সরস রাসতল। রিতু বিধি নাহি তার নিত্ত সর্ব্ব কাল।। ষুন রাজা কহি মুর রাজার আদেস। রাখিআ সাদিব কুন দেখিআ যুভেস।। রাজার আদেশ আমি লঙ্গিতে না পারি। সাদিব ষুরতি দান বড় জত্ন করি।। কন্দর্প রসিক নিত্ত দুর্ল্লবের কালে। দেখিআ আমার মন হইল বিকলে।। সগন নাছএ ভুরূ দুই আখি মুর। অবলা হইআ হইলে আমা মন চুর।। রাধা বোলে অকারণে কেনে কর-খুব। পর দৈব্য দেখি কেনে ভাল ্নের লুভ।। কানু বোলে জথচিত দান আমি চাই। লেখা করি দেহ জথ আছে তুমা ঠাই।। রাই বোলে জদি তুমি হইআ থাক দানি। ঘরে জাইতে দিব দান করি বিকিকিনি।। ভাণ্ড পতি হএ তুমার এক গণ্ডা দান। অমুর্ল্ল রত্তন ছাড়ি কিসের ফুড়ান।। রাধা বোলে অমূর্ল্ল রত্ন কথা আছে। কানু কোলে দেখাইব বৈস মোর কাছে।। ভাল মতে দেখাইব বৈসহ খানিক। যুনার কটরাত্র আছে রাজার মানিক।। গোরস পসারে মোর আছেএ জত্তন। ঝলমল করে হার অমূর্ল্ল রত্তন।। চরনে নপুর বাজে কিংকিনি কংকন। আমি দানি হতে পলাহ ভাল ভাল জন।। ছাড়িআ না দিব কানু দানি হএ বড়। কংসের দুআই দিআ তুমি সব নড়।। রাজার দুহাই রাধা চন্দ্রাবলি বোলে। এ বোলিআ ধরে তবে কানুর আচলে।। কৌতুকে আচলি ধরি ত্রিদেসের নাথ। ঠেলাঠেলি ছলে কুচে দিল নখঘাত।। রাধার আচলে ধরে কানু একা ছলি। চৌদিগে গোপিকা সবে করে ঠেলাঠেলি।। অপুর্ব্ব অত্তন্ত ষুভা সিমা নাহি তার। মরকত হেম বেড়ি ষুভে চারি ধার।। যুবক যুবতি করে হাস পরিহাস। ততাএ মিসাই কাম পুরে মন আস।। বড়াই বোলে ষুন কৃষ্ণ গোপিগন। দর্ন্দ কর্ন্দলের কিছু নাহি প্রঅজন।। কানাই জে নাতি হএ রাধিকা নাতিনি। দুই আমার আপ্ত হএ ভিন্ন নাহি জানি।। উত্তর জে দিআ গোপি কহ পৃঅকথা। যুন কৃষ্ণ লহ দান জে হএ বেবস্তা।। কানাই বোলে আছে জানহ বড়াই। জে আমি বেবস্তাএ পাই তাহা আমি চাই।। অনেক জত্তনে মোর এই বৃন্দাবন। নানা বিক্ষে ফুটে ফুল করিল রূপন।। এই বৃন্দাবনে সদাএ থাকি। সকল জানহ বড়াই তুমি এহার সাক্ষি।। হেন বৃন্দাবনে মোর বলৎকার করি। ডাল ভাঙ্গি ফুল তুলি নিআছে যুন্দরি।। সেই দিন হুতে

মোর আছে সেই দাএ। বিদাতাএ দৈবে তুমা আনিল এথাএ।। ফলচুরি ফল আর গোরসের দান। কেমতে জাইবা রাধা না করি সমাধান।। হাসিআ বোলেন তবে ভৃকভানুর নন্দিনি। কুন দিন এই স্থানে এমত না ষুনি।। এই পথে আসি জাই করি বিকিকিনি। গোরসের দান আমি কবু নাহি ষুনি।। বিদ্যমানে রাজা আছে তার অধিকার। ফুল তুলিতে মানা কেবা করে তার।। কানু বলে ভাল হইল বোলিলা ষুন্দরি। লুকাইআ বিকি কর ধরিলাম চুরি।। আমি পথে মোহা দানি তুমিহ না জান। দানি ভাড়ি তুমি বিকিকিনি কর কেন।। সর্ব্ব দিনের দান আজি লৈব বসেস। লেখা করি দান দেহ বৈস মোর পাস।। গলাএ বিচিত্র হার নাসাতে বেসর। হিরা মনি মানিকা জে প্রবাল পার্থর।। গৌরসে পুরিআ আছ অনেক পসার। ঘাট ছাড়াইতে বেলা হইল বিস্তর।। ষুনিআ গোপিকা সব হইআ যুসার। এখন জাইব বিকে মথুরানগর।। এমত বিসম কানু আমি ত না জানি। ঘরের বাহিরে তবে হইবেক কেনি।। গোপি দেখিয়া কানু ধরে নানা ছল। বিসম জে ছল ধরি রাখএ সকল।। পৃঅম্মদা বোলএ জে ষুন পৃঅসখি। নষ্ট হইল দধি দুগধ বৈআ গেল বিকি।। ষুন ষুন অএ বড়াই বোলে চন্দ্রাবলি। আপনে কুড়াও দান হৈআ মৈন্ধস্তলি।। দান খণ্ড পার কর সুনহ রসাল। অদভুত কেলি কৈল গোপিকা গোপাল।। জথা লিলা কৈল কৃষ্ণ গোপিকার সনে। গোনরাজ খানে ভুনে গোবিন্দচরনে।।"

এ যে মালাধরে রচনা নয়, এ যে একান্তই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রক্ষিপ্ত পাঠ—পরবর্তী কালের রচনা; তা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের আলোচনায় এই সকল প্রক্ষিপ্ত পাঠের কোনো মূল্য নেই। মালাধরকে আবিষ্কার করতে হবে মালাধরের রচনার মধ্য দিয়েই। পরবর্তী কালের কোনো লেখা গুণরাজের ভণিতায় লিপিবদ্ধ হলেই তা গুণরাজ খানের বা মালাধর বসুর রচনা হয় না। এই প্রক্ষিপ্ত পাঠের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের একটু পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই ওই পাঠ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম। এই অংশের চয়ন ওই পাঠের বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে বলে যে নয়—তা বলাই বাহুল্য।

আমরা পূর্বেই বলেছি শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটির কাহিনী মালাধর তিনটি স্তর পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। আদিতে বণিত হয়েছে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মধ্যকাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে মথুরায় কংসবধ থেকে দ্বারকাগমনের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনা এবং অন্ত্যকাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের দ্বারকালীলার কথা—কৃষ্ণের সবান্ধব দ্বারকাপুরীযাত্রা থেকে দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগের বৃত্তান্ত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যকাহিনী বা মথুরালীলার বিষয়ক্রম হল : কৃষ্ণ কর্তৃক কংসের রজক নিধন, মালাকার ও কুব্জার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা, কংসযজ্ঞস্থলে কৃষ্ণ কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ, কুবলয়হস্তী বধ, চাণূর মুষ্টিকাদি বধ, কংসাসুর বধ, কৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনদান, উগ্রসেনের সেবক হয়ে কৃষ্ণের মথুরারাজ্য পালন, সান্দীপণিমুনির নিকট অধ্যয়ন, গুরুদক্ষিণা, বিদ্যালাভান্তে মথুরায় প্রত্যাবর্তন, গোপীবর্গকে সান্ত্বনা দানের জন্য উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ, কৃষ্ণ কর্তৃক কুব্জার মনোরথপূরণ, পাণ্ডবদের সংবাদ আনার জন্য অক্রূরকে হস্তিনাপুরীতে প্রেরণ, প্রত্যাগত অক্রূর কর্তৃক পাণ্ডবদের অবস্থা বর্ণন, জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের যুদ্ধ, জরাসন্ধ কর্তৃক কৃষ্ণবিনাশের ষড়যন্ত্র, মথুরা ত্যাগ করে পশ্চিম সমুদ্রতীরে জলদুর্গের অভ্যন্তরে দ্বারকাপুরী নির্মাণের জন্য কৃষ্ণ বলরামের মন্ত্রণা।

এই হল মথুরালীলার মুখ্য বিষয়ক্রম।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অন্ত্যপর্বটি হল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা। এই অন্ত্যকাহিনী বা দ্বারকালীলার প্রধান বিষয়ক্রম নিম্নরূপ : বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকাপুরী নির্মাণ, মথুরাবাসীদের দ্বারকায় আশ্রয়গ্রহণ, কালযবন বধ, মুচুকুন্দের কৃষ্ণবন্দনা, বলরামের বিবাহ, কৃষ্ণের রুক্মিণী-বিবাহের উদ্যোগ, শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহের ব্যবস্থা, কৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর পত্র ও দূত-প্রেরণ, কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীহরণ, কৃষ্ণের নিকট বিবাহার্থী নৃপগণ পরাভূত, দ্বারকায় কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিবাহ, রুক্মিণীর গর্ভে

কামদেবের উদয় (প্রদ্যুম্নের জন্ম), কামদেব কর্তৃক সম্বর বধ, সম্বর-পত্নী রতিও কামদেবের পুনর্মিলন, স্যমন্তক মণি উদ্ধার, কৃষ্ণ-জাম্ববতী বিবাহ, পরে কৃষ্ণ-সত্যভামা বিবাহ, কৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন, কালিন্দী-মিত্রবিন্দা-ভদ্রা ও কৌশল্যারাজ নগ্নাজিতের কন্যাকে কৃষ্ণের বিবাহ, লক্ষ্যভেদে সফল কৃষ্ণের সঙ্গে লক্ষ্মণার বিবাহ, মুরদৈত্যকে হত্যা করে মুরারি নামে খ্যাতি, নরকাসুরকে নিধন করে তাঁর বন্দিনী ষোল সহস্র একশত আট রমণীকে কৃষ্ণের বিবাহ, পত্নীগণকে নিয়ে কৃষ্ণের দ্বারকায় অবস্থান, রুক্মিণীকে কৃষ্ণের পারিজাত-মাল্যদান, সত্যভামার সুতীব্র অভিমান, সত্যভামার প্রতি কৃষ্ণের পরমাদর, ইন্দ্রপুরী থেকে পারিজাত সংগ্রহ প্রসঙ্গে ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ ও অবশেষে ইন্দ্রকে পরাস্ত করে পারিজাত আনয়ন, রুক্মিণীর বীজনসেবা, কৃষ্ণ কর্তৃক নানা বাক্যে রুক্মিণীর নিষ্ঠা-পরীক্ষা, বাণাসুরের কন্যা উষার সঙ্গে অনিরুদ্ধের মিলন, অনুচর কর্তৃক বাণের নিকট উষা-অনিরুদ্ধের গুপ্তপ্রেম-জ্ঞাপন, অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাণরাজের যুদ্ধ, নাগপাশবন্ধনে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধকে উদ্ধারের জন্য বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, মহাদেবের মধ্যস্থতায় কৃষ্ণের সঙ্গে বাণেব সন্ধিস্থাপন, বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধকে স্বীয় কন্যা দান, দুর্যোধনকন্যা লক্ষ্মণার সঙ্গে শাম্বের বিবাহ, কৃষ্ণের চক্রে পৌণ্ড্রক-বাসুদেব নিধন, কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ বধ, শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা, কৃষ্ণের চক্রে শিশুপাল বধ, শাল্ব বধ, রুক্মী বধ, বজ্রনাভ বধ, প্রদ্যুম্ন প্রভাবতী মিলন, রামায়ণ অভিনয়, কৃষ্ণ কর্তৃক দৈবকীর কংসহত ছয় পুত্রের পুনরানয়ন, সুভদ্রাহরণ, অজামিল উপাখ্যান, পুত্রপৌত্রদের নিয়ে কৃষ্ণের দ্বারকায় বাস, দ্বারকা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত, কৃষ্ণদর্শনে মুনিগণের দ্বারকায় উপস্থিতি ও প্রস্থান, মুষলোৎপত্তি ও উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ ও সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দ্বারকাপুরী ধ্বংস, যদুবংশ বিনাশ, কৃষ্ণের ইহলোক ত্যাগ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ঐশ্বর্যাশ্রিত বীররসাত্মক কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের যে পৌরুষব্যঞ্জক বিরাট চরিত্র, মালাধর বসু তাঁর কাব্যে বৃন্দাবন মথুরা ও দ্বারকালীলায় কৃষ্ণের সেই ঐশ্বর্য-বীরত্বের দিকটিই প্রকটিত করে তুলতে চেয়েছেন। বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিজয় মহাকাব্যের অনুরূপ আদি মধ্য ও অন্ত্যযুক্ত কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও বীরত্বপ্রকাশক একটি সর্বাবয়ব কাহিনীকাব্য রূপে নির্দেশ করা যেতে পারে। এই কাব্যে সর্বসমক্ষে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় সত্তার প্রতিষ্ঠাই কবির উদ্দেশ্য। তাই কবি কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্যভাবমণ্ডিত বিষয়গুলিকেই মুখ্যভাবে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে গোপীলীলা-পর্যায়ে মাধুর্যভাব অনুপস্থিত নয়। উক্ত দশম স্কন্ধে ঐশ্বর্যভাব ও মাধুর্যভাব উভয়েরই সহাবস্থান ঘটেছে, তবে এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে সেখানে ঐশ্বর্যভাবেরই সবিশেষ প্রাধান্য।

কৃষ্ণলীলায় এশ্বর্য ও মধুরভাবের মধ্যে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশই প্রাচীন। মধুরভাব অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের নিবেদন। মালাধর তাঁর কাব্যে সেই ঐশ্বর্যভাবটিকেই মুখ্যত অবলম্বন করে ও প্রাধান্য দিয়ে ভাগবতের প্রতি যথার্থ আনুগত্যেরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ রেখেছেন।

মধুরভাবের প্রকাশ মালাধরের কাব্যে কীভাবে সংক্ষেপিত হয়েছে তা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। এ-প্রসঙ্গে 'কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব' শীর্ষক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রধানত কৃষ্ণের ব্রজলীলা, মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলাই প্রাধান্য পেয়েছে। এই তিন ভূখণ্ডে কৃষ্ণের বীরত্ব নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বীর্য অপেক্ষা প্রেমচেষ্টা অধিক স্ফুরিত। এই প্রেমচেষ্টা গোপীলীলাকে অবলম্বন করেই। যেহেতু মালাধরের লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা বর্ণনা, তাই মনে হয়, তিনি বৃন্দাবনলীলাকে রঙে রসে ফাঁপিয়ে তোলেন নি। বৃন্দাবনলীলার মূল ঘটনাগুলিকে তিনি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু গোপীলীলা বর্ণনায় যতদূর সম্ভব মিতভাষী হয়েছেন। আর একটা কথা, গোপীলীলার আনুষঙ্গিক নানা প্রচলিত ঘটনাকেও তিনি গ্রহণ করেন নি—যেমন দানলীলা নৌকালীলা ইত্যাদি। অথচ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার বর্ণনায় কবির কার্পণ্য নেই। এমন কি তিনি ভাগবত-বহির্ভূত নানা ঘটনারও সন্নিবেশ

করেছেন কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবকে পরিস্ফুট করতে।"

যেখানে ঐশ্বর্যভাব প্রকাশের তেমন সুযোগ নেই এবং মধুরভাব প্রকাশেরই অবকাশ—মালাধর সেখানে তাঁর কাব্যে কীভাবে মূল ভাগবতকে অনুসরণ না করে সংক্ষেপ করেছেন কিছু কিছু উদাহরণ সহযোগে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। আর ঐশ্বর্যভাবকে অধিকতর পরিস্ফুট করে তুলতে মালাধর তাঁর কাব্যে ভাগবত-বহির্ভূত ঘটনার সন্নিবেশ ঘটাতেও যে কোথাও কোথাও কোনো দ্বিধা করেন নি তারও প্রমাণ মেলে।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ বলরাম ও গোপসখাদের বাল্যলীলার বিস্তৃত বিবরণ আছে। গোচারণলীলার কথাই যথেষ্ট দীর্ঘ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি ঐশ্বর্যভাবের সন্ধানেই বেশি মনোযোগী, তাই কৃষ্ণ বলরামের শৈশবলীলা বর্ণনায় তাঁর অনুৎসাহ সুস্পষ্ট, গোচারণলীলা বর্ণনাতেও তাঁর আগ্রহ বা ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায় না। বাৎসল্যরস মধুররস বা করুণরসের বাড়াবাড়ি মালাধরের কাব্যে কোনো সময়েই তেমনভাবে প্রশ্রয় পায় নি। ভাগবতের যে-সব অধ্যায়ে এই সকল রসের অবতারণা ঘটেছে, মালাধর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট সচেতনভাবেই সেখানে তাঁর লেখনীকে মূলের স্রোতে না ভাসিয়ে সংযত ও সংহত করেছেন—যার ফলে মূল ভাগবত-কাহিনী এই সকল স্থলে অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষেপিত কোথাও বা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়েছে।

কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনায় কৌতূহল না থাকলেও ব্রজলীলার অন্তর্গত অসুরনিধনের ঐশ্বর্যলীলা বর্ণনায় মালাধরের লেখনী উচ্ছলিত। শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে অবলীলায় ও অনায়াসে পরাস্ত বা নিধন করার মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের যে অসামান্য পরাক্রম ও অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রকাশ পায়, তাকেই মালাধর তাঁর বর্ণনায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন, কৃষ্ণের আদিরসের কাহিনীর প্রসার যথেষ্ট সঙ্কুচিত। মূল ভাগবতের দশম স্কন্ধের মোট আট অধ্যায়ে গোপীপ্রসঙ্গ রয়েছে। সেই অধ্যায়গুলি হল একবিংশ, দ্বাবিংশ, উনত্রিংশ থেকে ত্রয়স্ত্রিংশ এবং পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। এই আট অধ্যায়ের উনত্রিশ থেকে তেত্রিশ ভাগবতের এই পাঁচ অধ্যায়ে রাসলীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। কিন্তু মালাধর তাঁর কাব্যে গোপী-প্রসঙ্গের কথা ও রাসলীলার কাহিনী অনেক সংক্ষেপিত আকারে উপস্থাপিত করেছেন। আদিরসাদি বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবির রচনায় অত্যুৎসাহের তেমন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণের মহত্তর শক্তির প্রকাশই যেখানে মুখ্য, সেখানে করুণ কোমল রসের ইনিয়ে-বিনিয়ে বিস্তার ঘটানোর অবকাশই বা কোথায়! তাই ভাগবতে কৃষ্ণের মথুরাযাত্রাকালে গোপীদের বিলাপ ও ক্রন্দন দীর্ঘায়িত হলেও মালাধরের কাছে এই বিস্তার অনাবশ্যক এবং সেই কারণে মূলের বিলাপ এখানে অনেকখানিই সংক্ষেপিত। বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবার জন্য প্রথমে ভাগবত থেকে (১০ স্কন্ধ ৩৯ অধ্যায়) বিলাপ-অংশ (গদ্যানুবাদ : বিজন গোস্বামী) উদ্ধৃত করছি, পরে শ্রীকৃষ্ণবিজয় থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষ্য করা যাবে।

ভাগবত থেকে কৃষ্ণের মথুরাগমনকালে গোপীগণের বিলাপ :

"হায় বিধাতা! তোমার মধ্যে দয়ার লেশমাত্রও নাই, যেহেতু তুমি হিতাচরণ ও প্রণয় দ্বারা দেহিগণকে পরস্পর মিলিত করিয়া ভোগপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই আবার তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া দাও, অতএব তোমার আচরণসকল বালকের আচরণের ন্যায় নিষ্ফল ও নিরর্থক। তুমিই ত কৃষ্ণবর্ণ কুটিলালক দ্বারা আবৃত, শোভন কপোলাঙ্কৃত, উন্নত নাসিকা যুক্ত শোকাপনোদক হাস্যলেশ দ্বারা অতিশয় শোভন মুকুন্দের আনন্দ দর্শন করাইয়া তুমিই আবার তাহাকে অদৃশ্য কর। অতএব তোমার আচরণ অত্যন্ত নিন্দার্হ। হে বিধাতা! তুমি আমাদিগকে যে চক্ষুদান করিয়াছিলে, যে চক্ষু দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের বদনাদিতে তোমার নিখিল সৃষ্টিনৈপুণ্য দেখিতেছিলাম, আমাদিগের সেই চক্ষু আবার যখন তুমি অক্রূর নাম ধারণ করিয়া অজ্ঞের ন্যায় হরণ করিতেছ, তখন নিশ্চয়ই তুমি ক্রূর। হায়! হায়!

চঞ্চল সৌহৃদ্য, নিত্য নবপ্রিয়, নবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিরহে কাতরা ও গৃহ-পরিজন, পতিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহার দাসীত্বপ্রাপ্তা আমাদিগকে দেখিতেছেন না। যে পুরসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষবিসারী মধুর হাস্যরূপ সুধাবিশিষ্ট বদনকমল পান করিবে কিংবা স্বীয় অপাঙ্গরূপ রসনা দ্বারা আস্বাদন করিবে অর্থাৎ কুলধর্ম, লজ্জা, ভয়াদি অকস্মাৎ ত্যাগ করিয়া ইহার ইঙ্গিত অঙ্গীকার করিবে, সেই পুরনারীগণের পক্ষে এই প্রভাতরজনী সুখময়ী এবং তাঁহাদের পক্ষে বিপ্রাদির আশীর্বচন সকল বা তাঁহাদের দীর্ঘ মনোরথসমূহ সত্য বা সফল হইয়াছে। হে অবলাগণ! সেই সকল মথুরাস্থ পুরনারীগণের মধুর হইতেও মধুরতর মনোহর বাক্যাবলীতে আকৃষ্টহৃদয়, অতএব তাহাদের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বীর হইলেও তাহাদিগের লজ্জামিশ্রিত হাস্যবিলাসে ভ্রান্ত হইয়া গ্রাম্য আমাদিগের নিকট আর কেন আসিবেন? হায়! আজ সেখানে দাশার্হ ভোজা অন্ধক বৃষ্ণি ও সাত্বত—এইসব লোকের নয়নের মহাউৎসব হইবে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা নিশ্চিত লক্ষ্মীরও প্রিয় ও সর্বগুণের আশ্রয়রূপ দেবকীনন্দনকে দেখিতে পাইবেন। আর যাঁহারা পথিমধ্যে অবস্থান করিবেন, তাঁহারাও তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতি লাভ করিবেন। যিনি এইরূপ অকরুণ, তাঁহার নাম অক্রুর না হওয়াই উচিত। তিনি অতীব ক্রূর অতএব এই ক্রূর নামেরই অতি যোগ্য। কারণ তিনি অতি দুঃখিত অবলাজনকে কোনপ্রকার আশ্বাস না দিয়া প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সুদূর পথে লইয়া যাইবেন। কোনপ্রকার কোমলচিত্ততা প্রকাশ না করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণও রথে আরোহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পশ্চাতে দৃপ্ত গোপগণ শকট লইয়া যাইবার জন্য ত্বরা করিতেছে। কুলবৃদ্ধরাও বারণ না করিয়া উপেক্ষাই করিতেছেন। দৈবও আজ আমাদের প্রতিকূলতাই করিতেছে নচেৎ গমনকালে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইত। এস, সবাই মিলিয়া আমরা মাধবের নিকটে গিয়া তাঁহাকে গমন হইতে নিবৃত্ত করি। যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অর্ধনিমেষের জন্যও দুস্ত্যজ, ভাগ্য যখন তাহা হইতে আমাদিগকে বিযুক্ত করিতে চলিয়াছে এবং উহাতে আমাদের চিত্ত দীন হইতে দীনতরই হইয়াছে, সেই আমাদের, কুলের বর্ষীয়ান ব্যক্তিগণ বা আত্মীয় বান্ধবেরা শাস্তি বা মৃত্যুভয় দেখাইয়া কি আর করিবেন? হে গোপীগণ! যাঁহার অনুরাগপূর্ণ সুললিত হাসি, বিমোহন সঙ্গীত, প্রেমাবলোকন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি বিলাসক্রীড়ায় রাসস্থলীতে আমরা কতই না রাত্রি ক্ষণকালের মত অতিবাহিত করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণবিহনে কেমন করিয়া এই অপার দুঃখসমুদ্র পার হইব? বলরামসহ গোপগণে পরিবৃত হইয়া বলদেব সখা যিনি দিবা অবসানে ব্রজে প্রবেশ করিতেন, সেই সময়ে গোখুরোত্থিত ধূলিতে যাঁহার অলকদাম ও গলার মালা ধূসরিত হইত ও তখন যিনি বেণুবাদন করিতে করিতে হাস্য ও কটাক্ষ নিক্ষেপে আমাদের চিত্ত হরণ করিতেন, সেই তাঁহাকে বিনা কিরূপে আমরা জীবনধারণ করিব? ব্রজস্ত্রীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত থাকায় তাঁহারা অত্যন্ত বিহরকাতর হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে লজ্জা বিসর্জন দিয়া উচ্চৈস্বরে 'হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রজস্ত্রীগণ এইরূপ রোদন করিতে থাকিলেও অক্রূর সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য সমাধা করিয়া সূর্য উদিত হইবামাত্র রথ চালাইয়া দিলেন।"

অপরদিকে এই পরিস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে গোপীগণের বিলাপ সংক্ষিপ্ত, পরিমিত। কাব্য থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত হল :

"রাম কৃষ্ণ লএগ অক্রুর আপনার রথে। রহিএগ যুবতিগন কান্দে সেই পথে।। দেখিল অক্রুর লএগ জাএ চক্রপানি। কান্দে সব গোপিগন পড়িএগ ধরনি।। অক্রুর নাম তোর কোন পাপে থুইল। তোমাএ অধিক ক্রুর কথাও না দেখিল।। জগতের নাথ কৃষ্ণ আছিলা এথাই। গোকুলের প্রান লএগ জাহসি কানাঞী।। আজি যুন্য হইল সকল বৃন্দাবন। কে আজি সিযু সঙ্গে রাখিব বাছাগন।। কাহ্ন লএগ কৃড়া করিব জমুনার জলে। কে আর নিভাইব সখি বিরহ আনলে।। মথুরাকে গিএগ কৃষ্ণ না আসিব এথা। নানা রূপে যুন্দরিগন নিবসএ তথা।। তাহা সঙ্গে কৃড়া জবে করিব মুরারি। পাসরিব আমা কৃষ্ণ আমি

বনচারি।। কতদুর জাএ পাপ কানাঞী লইঞা। এক দৃষ্টে চাহে গোপী হত চিত্ত হঞা।। না দেখয়ে রথখান ধুলা মাত্র দেখি। চাহিতে চাহিতে গোপি না নিমিসে আঁখি।। অঝর নয়নে কান্দে গোপের নাগরি। হা হা রাম কৃষ্ণ বুলি কান্দে গোপনারি।। কৃষ্ণ স্মঁরিয়া কান্দে গোকুলের নারি। রাম কৃষ্ণ লঞা অক্রুর জাএ মধুপুরী।।"

উপরে আমরা সংক্ষেপণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করলাম। কিন্তু বীররস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে শুধু সংক্ষেপকরণ নয়, কোথাও কোথাও মালাধর দশম স্কন্ধের এক-একটা পুরো অধ্যায়ই পরিত্যাগ করেছেন স্বীয় কাব্যের কাহিনীটিকে সংহত রূপ দেবার প্রয়োজনে। এই প্রসঙ্গে দশম স্কন্ধের পঁয়ত্রিশ অধ্যায়টির কথা উল্লেখ করতে পারি। চৌত্রিশ অধ্যায়ে আছে কৃষ্ণ কর্তৃক শঙ্খচূড় বধের কথা। পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে আছে গোপরমণীগণের গীত! দিবসে কৃষ্ণ যখন বনে গমন করেন, তখন কৃষ্ণপ্রাণা গোপরমণীরা শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করতে করতে রতিলাভ করেন। ছত্রিশ সংখ্যক অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক অরিষ্টাসুরের কাহিনী বিবৃত।

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাগবতের চৌত্রিশ অধ্যায়ের শঙ্খচূড় বধ ও তার পরেই ছত্রিশ অধ্যায়ের অরিষ্টাসুর বধের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু মধ্যবর্তী পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ের অন্তর্গত কৃষ্ণমনা ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলাগান সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। একের পর এক অসুরনিধনযজ্ঞে কৃষ্ণেরই যে শুধু বীরত্বপূর্ণ মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে তাই নয় ; সেই সঙ্গে 'বধ'-কাহিনী কথনে ও উপস্থাপনে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবির উৎসাহ ও দক্ষতাও প্রমাণিত হয়েছে। বেণুবাদক কৃষ্ণ নয়, অসুরনিধনকারী বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই মালাধরের কৌতূহল এবং আকর্ষণ।

জলাধিষ্ঠাতা বরুণের মুখ দিয়ে পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণের মহিমার প্রকাশ ঘটেছে ভাগবতে দশম স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে। মালাধরেরও লক্ষ্য কৃষ্ণের মহিমা প্রতিষ্ঠা। ভাগবতে যে অংশ সংক্ষিপ্ত, মালাধর সে কাহিনীর কিছু বিস্তার ঘটিয়ে ঘটনাটিকে পাঠকের কাছে আরও সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। ফলে মালাধরের হাতে কাহিনী আরও জীবন্ত এবং বরুণদেবের সংলাপে তাঁর চরিত্রটিও অধিকতর বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ এইরূপ :

"গোপরাজ নন্দ একাদশী দিনে উপবাস ও বিধি অনুযায়ী শ্রীভগবানের অর্চনা করিয়া রাত্রিশেষে অল্পাবশিষ্ট দ্বাদশী তিথিতে স্নান করিবার জন্য যমুনায় অবতরণ করিলেন। গোপরাজ নন্দ, অরুণোদয়ের পূর্ববর্তী আসুরকালে যমুনায় অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া জলাধিপতি বরুণের কোনও অসুর আসিয়া তাঁহাকে বলপূর্বক বরুণের নিকট লইয়া গেল। গোপরাজের সঙ্গী গোপগণ অকস্মাৎ গোপরাজকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া, হে কৃষ্ণ! হে রাম! বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। ভক্তজনপরিপালক সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ, গোপগণের এইপ্রকার আর্তনাদ শুনিয়া 'বরুণই গোপরাজ নন্দকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়াছেন' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং সেই সময়ে বরুণালয়ে গমন করিলেন। জলাধিষ্ঠাতা বরুণ, সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিজ ভবনে সমাগত দেখিয়া পরম আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে তাঁহার মহাপূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—হে প্রভো! আপনার চরণ দর্শনে আজ আমার দেহধারণ সফল হইল এবং পরমপুরুষার্থ লাভ হইল, যেহেতু আপনার চরণ-সেবন-পরায়ণ ব্যক্তিগণই সংসারের পারে যাইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যে মায়ার প্রভাবে দেব মনুষ্যাদি বিবিধ দেহ এবং তাহার ভোগ্যবস্তু প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই মহা প্রভাবশালিনী মায়া আপনার চরণ সমীপে অন্তর্হিতরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। আপনি সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা এবং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। আপনার চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। আমার ভৃত্যগণ মূঢ়, বিবেকহীন এবং আপনার প্রভাবজ্ঞানশূন্য বলিয়াই আপনার পিতাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। আপনি আমার এই মহাপরাধ ক্ষমা করুন। হে কৃষ্ণ! হে সর্বান্তর্যামিন্! আপনি আমার সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া

আমাকে অনুগ্রহ করুন। হে পিতৃবৎসল! হে গোবিন্দ! আপনি আপনার পিতাকে ব্রজে লইয়া যান।"

এই তো ভাগবতের মূলের গদ্যরূপ। এখন দেখা যাক কাহিনীর এই অংশটি মালাধর তাঁর লেখনী দিয়ে কেমন করে সাজিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্ত মালাধরের ব্যক্তিগত কৃষ্ণভক্তিও বুঝি তাঁর রচনাধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। মালাধরের কাব্যের মধ্য থেকে মালাধরের কবিমনটি খুঁজে নিতেও আমাদের অসুবিধা হয় না। আর এই কারণেই ভাগবত-আশ্রিত একটি কাব্য হয়েও শ্রীকৃষ্ণবিজয় একটি স্বতন্ত্র কাব্যের মর্যাদাও দাবি করতে পারে। যাই হোক ভাগবতের দশম স্কন্ধের আঠাশ অধ্যায়ের কাহিনী মালাধরের কলমে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যমধ্যে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে দেখা যেতে পারে।

"হেন মতে শ্রীহরি গোকুলে বৈসয়। দ্বাদসি পারনা নন্দ স্নান করিতে জায়।। ডুব দিতে নন্দ ঘোস জলতে নামিল। ধরিঞা বরূন দুতে নিজ স্থানে নিল।। দেখিঞা বরূন ভাল বলিল তাহারে। তোমার প্রসাদে আজি দেখিব গদাধরে।। ভারাবতারনে গোসাঞী বসএ গোকুলে। চরন বন্দিঞা জন্ম করিব সফলে।। হরিস পাইঞা নন্দ রাখিল বরূণ। কৃষ্ণকে কহিল গিঞা দেখিল জে জন।। যুন রাম যুন কৃষ্ণ অদ্ভুর্ত কাহিনি। জলে নামাইল তোমার বাপকে কুম্ভিরিনি।। যুন জসোদা মইলা নন্দ জলতে ডুবিঞা। উদ্দেস করহ তাঁর কানাঞী পাঠাঞা।। যুনিঞা কান্দিঞা বোলে জসোদা রোহিনী। অবধান কর কানু যুন মোর বানি।। বিপথ পরিল বাপু যুনহ কাহিনী। তোমার বাপকে জলে খাএ কুম্ভিরিনী।। কেমনে উদ্ধার হয়ে চিন্তহ উপায়। যুনিঞাত গোবিন্দাই জমুনাকে জায়।। জমুনার জলে ডুব দিলেন্ত কাহ্নাই। সকল জল চাহিল নন্দের নাগ নাঞী।। মনেত চিন্তিল তবে প্রভু শ্রীহরি। হরিঞা বরূণ দুতে নিল তার পুরী।। সেই পথ দিঞা কৃষ্ণ কইল গমনে। বরূনের পুরি তবে গেলা নারায়ণে।। দেখিঞা বরূন তবে শ্রীমধুযুদন। পাদ্যার্ঘ্য দিঞা তবে বন্দিল চরন।। জনম সফল করি মানিল বরূণ। সপরিবারে বরূণ হরিস বদন।। জোড় হাত করি দাণ্ডাইলা লোকপাল। এক চিত্ত হঞা করে স্তুতি বিসাল।। তুমি প্রভু নারায়ণ জগতের সার। তোমার চরন বহি গতি নাহি আর।। মুনিন্দ্র বন্দিত পদ নিলা কলেবর। তোমার চরন প্রভু অভয় কুসল।। জে জন তোমার পদ ভজে এক মনে। দুরিত দহন তাপ হয় বিমোচনে।। ভারাবতারনে প্রভু পৃথিবি-মণ্ডলে। তোমার চরন দেখিতে হৈল কুতুহলে।। কেমতে তোমার চরন আসিব মোর পুরি। এতেক চিন্তিঞা আমি তোমার বাপ হরি।। আর কোন মতে তোমার নহিব গমন। তোমার বাপ আনিল তেঞী কমললোচন।। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি অধিকারী। মুক্তি দায়ক তুমি প্রভু নরহরি।। জন্ম সফল মোর তোমা দরসনে। বাপ লঞা নড় গোসাঞী কমললোচনে।। এতেক বলিঞা তবে বরূন বিচক্ষন। নানা অভরণ দিঞা পূজিল নারায়ণ।। দণ্ডবত প্রনাম কৈল অনেক বিধানে। বিবিধ বরনে পুজা কৈল নারায়ণে।। হরসিতে বাপ লঞা যুন্দর দামোদর। বরূন পুজিত আইলা গোকুল নগর।।"

কবির উদ্দেশ্য জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কৃষ্ণের মহিমা ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটান। তবে তাকে এমন একটি ঘরোয়া পারিবারিক কাহিনীর পরিকাঠামোয় দাঁড় করিয়েছেন যার ফলে সমস্ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও পাঠকের কাছে অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

মধুর রস মালাধরের কাব্যে প্রধান নয়, তাই যেখানেই মধুর রস পরিবেশনের সহজ সুযোগ ঘটেছে মালাধর সেখানে নিজেকে সংযত রেখেছেন। ভাগবতে দশম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক কালীয়দমনের কাহিনী আছে। ভাগবতে দেখি কালীহ্রদের তীরে নন্দ যশোদার সঙ্গে বিলাপকাতর গোপীরাও রয়েছে। এই ঘটনা শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও আছে। কিন্তু সেখানে নন্দ যশোদা ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও গোপীদের উল্লেখ অনুপস্থিত।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাব পরিস্ফুটনে মালাধর কখনো কখনো ভাগবতের বহির্ভূত ঘটনারও সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উদ্ধবের কৃষ্ণের বিশ্বরূপপ্রদর্শনের কথা উল্লেখ করা যায়। ভাগবতে এই অংশ

নেই। মালাধরের বর্ণনা নিম্নরূপ :

"ভক্ত বৎসল গোসাঞিঃ দেব নারায়ন। উদ্ধবেরে বিশ্বরূপ দেখায় তখন।। কোটি কোটি সূর্য্যের প্রকাস তেজোর্ম্মএ। স্বর্গলোক মস্তকে পৃথুবি মধ্যকাএ।। সত্যলোক ভেদি উঠে মস্তক গোটা। সক্রোক তপলোক ব্যাপিলেক ঝুঁটা।। চন্দ্র সুর্য্য দুই চক্ষু শ্রবন আকাস। স্বর্গগঙ্গা হইল জিভ্বা পবন নিস্বাস।। সমুদ্র উদর যত নদ নদি নাড়ি। সুমেরূ সুসর্ম্মা দণ্ড আদি সব গিরি।। লোম দ্রূপময় সব নানা রূপ জাতি। চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি করে নানা স্তুতি।। চারি বেদ সহিত বদনে সরেস্বতি। হৃদএতে লক্ষ্মি কোপি মোহিত উমাপতি।। কটি উরূ জানু জঙ্ঘ গুল্‌ফ পাদতলে। জাহার আভোগ সপ্ত পাতালে।। আধাদেসে ব্যাপিত কৈল রসাতলে। নাগলোক আদি তাএ কত দিগপালে।। অসংক্ষাত পানি পাদ সসক্ষাত সির। ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত দেখে গোসাঞের সির।। উর্দ্ধভাগে থাকীল জতেক হৃসিগন। মধ্যভাগে নরপসু স্থাবর জঙ্গম।। অসুর রাক্ষস ভাগ নাভি অধোভাগে। কেহ মরে কেহ জিএ কেহ উঠে জাগে।। কর্ম্মসুত্রে বন্ধ সভে গতাগতি করে। এক আইসে আর জাএ দেখে বারে বারে।। দেখিয়া সে বিশ্বরূপ উদ্ধব সম্ভ্রমে। অচেতনে পরনাম করি পড়ে ভূমে।। দেখিল তোমার রূপ সংসার কারন। তোমা হৈতে ভিম্ব না দেখিল কোন জন।। সভার অন্তরে থাকী পাত মায়াজাল। বাদিয়া পুতলি হেন কর্ম্মসুত্রে চাল।।"

এই অংশ ভাগবতে নেই, ভগবদ্‌গীতার দ্বারা এই অংশে মালাধর প্রভাবিত বলে মনে করা হয়ে থাকে। ভগবদ্‌গীতায় আছে ভাগবতেও আছে এমন কোনো কোনো প্রসঙ্গে মালাধর যে কখনো কখনো গীতার গুরুত্বও অস্বীকার করেন নি তারও নিদর্শন পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে গীতা চট্টোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান মূল্যবান। তিনি ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত থেকেও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি চয়ন করেছেন যাতে 'গীতা-ভাগবত শাস্ত্রের কাছে মালাধরের ঋণ'-এর আপেক্ষিক গুরুত্বটি সহজে উপলব্ধ হয়।

মালাধরের কাব্যে ভাগবতকে অতিক্রমের উদাহরণ আরও আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত বজ্রনাভবধ উপাখ্যান ভাগবতে নেই। রামচরিতের প্রতিও যে মালাধরের সানুরাগ আকর্ষণ ছিল কাব্যের এই অংশে তার প্রমাণ মেলে। মালাধর বজ্রনাভ উপাখ্যান বর্ণনসূত্রে সুকৌশলে রামায়ণকথা পরিবেশনের সুযোগটুকু গ্রহণ করেছেন। ভাগবতে যে শ্রীরাম প্রসঙ্গ নেই তা নয় ; ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম একাদশ অধ্যায়ে রামচরিত্রের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু মালাধর তাঁর কাব্যে কৃষ্ণের দ্বারকালীলায় বজ্রনাভ উপাখ্যানের মধ্যে রামায়ণ অভিনয়ের যে কাহিনী বিবৃত করেছেন তা ভাগবতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বজ্রনাভের কাহিনী হরিবংশে আছে। সেই কাহিনীর মধ্যে রামায়ণ অভিনয়ের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এমন হতে পারে মালাধর সেই সূত্রটিই তাঁর কাব্যে কাজে লাগিয়েছেন।

ভাগবতে পারিজাত হরণ প্রসঙ্গ খুবই সংক্ষিপ্ত। দশম স্কন্ধের উনষাট পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গটি এই রকম : প্রিয়া সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গিয়ে দেবমাতা অদিতিকে তাঁর কুণ্ডল প্রদান করলেন। ইন্দ্র এবং তাঁর পত্নী শচীদেবী উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকে পুজো করলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষটি উৎপাটিত করে দ্বারকাপুরীতে আনার জন্য গরুড়ের পিঠে রাখলে ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে তাঁদের পরাস্ত করে কৃষ্ণ সেই পারিজাত বৃক্ষটি দ্বারকাপুরীতে এনে সত্যভামার উদ্যানে রোপণ করেন। তাতে উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি পায়। সেই পারিজাতের গন্ধে ও মধুলোভে লুব্ধ ভ্রমরেরা স্বর্গ থেকে সেই বৃক্ষকে অনুসরণ করে এসেছিল।

মালাধর ভাগবতের এই অংশের বিপুল বিস্তার ঘটান। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষ্য করলেই তা অনুধাবন করা যাবে। বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশে পারিজাত-হরণের কাহিনী বিস্তৃত আকারেই আছে। মালাধরের সম্মুখে পারিজাত-হরণ রচনাকালে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ উভয়ই নিশ্চয় ছিল। পারিজাত-হরণ কাহিনীর আদি উৎস সম্ভবত হরিবংশ। মালাধরের রচনার এই অংশে হরিবংশের

কাহিনী-পরিকল্পনার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে হরিবংশের বর্ণনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। হরিবংশে ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে নারদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের বিরোধ প্রদর্শনই মালাধরের উদ্দেশ্য। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের বিজয় ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও ঐশ্বর্যমূর্তি প্রকাশে মালাধরের আকুলতা সুবিদিত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তর্গত বজ্রনাভ-উপাখ্যান ভাগবতে নেই। কৃষ্ণের দ্বারকালীলার অন্তর্গত এই উপাখ্যান মালাধর সম্ভবত পারিজাত-হরণ উপাখ্যানের মতই হরিবংশ থেকে গ্রহণ করেছেন। হরিবংশে ঘটনাবহুল এই উপাখ্যান অতি দীর্ঘ। মালাধর এই অংশ তাঁর কাব্যের প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করেছেন।

মালাধর তাঁর কাব্যের উপকরণ মুখ্যত ভাগবত থেকে সংগ্রহ করলেও তার বাইরেও যে তাঁর কৌতূহল ছিল তা লক্ষ্য করা গেল। তবে একথাও ঠিক বঙ্গীয় পাঠকসমাজের নিকট ভাগবতের কৃষ্ণকথা উপস্থাপন করাই গুণরাজ খান-মালাধর বসুর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। একই সঙ্গে অনুবাদের আনুগত্যে আবার কাব্যনির্মাণের স্বাতন্ত্র্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তিনি এক স্বতন্ত্র বিশিষ্ট কবিরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

মালাধর বসু : কবি-পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রথমদিকে মালাধর বসু যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা এই রকম :

বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুর্ণ্যে হৈল মোব নারাঅনে মতি॥
—খ ২/১

কবির পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। এঁরা বৈষ্ণব ছিলেন। পিতা মাতার পুণ্যফলে মালাধর বসুর অন্তরে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চারিত হয় এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের শেষের কয়েকটি ছত্রে কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে আরও কিছু জানা যায়। ছত্রগুলি এইরূপ :

গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম—'গুণরাজ খান'॥
সত্যরাজ খান হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধু জন॥
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞি।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে, ক্ষমা-ভিক্ষা চাই॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে 'হরি' বল সর্ব্বজন॥

জনৈক গৌড়েশ্বর কবিকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। মালাধর বসু এই গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি। সমগ্র কাব্যে কবি গৌড়েশ্বর প্রদত্ত নামটিই ভণিতায় ব্যবহার করেছেন বেশি; 'মালাধর বসু' ভণিতার ব্যবহার কদাচিৎ। চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা থেকে জানা যায়, চৈতন্যদেব

মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' রূপেই অভিহিত করেছেন। জয়ানন্দও চৈতন্যমঙ্গলে কবিকে 'গুণরাজ ছত্রী' রূপে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, মালাধর বসু 'গুণরাজ খান' নামেই অধিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

উপরোক্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, কুলীন গ্রামে কায়স্থ কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাসদেবের স্বপ্নাদেশে কবি কাব্যরচনা করেন।

কুলীন গ্রামের এই বসু-পরিবার সে যুগে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল। মালাধর বসু বল্লালী কৌলীন্য প্রথা অস্বীকার করে পুরুষোত্তম দত্ত বংশীয় শ্রীপতিদত্তের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। এই ঘটনায় তাঁব মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় সুস্পষ্ট। সামাজিক মর্যাদায় তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না।

মালাধর বসু ছিলেন সম্পন্ন ব্যক্তি। গৌড়দরবারের পদস্থ রাজকর্মী মালাধর বসু প্রভূত বিত্তসম্পত্তির অধিকারী হন। কুলীন গ্রামের চৈতন্যপুর পাড়ায় বসু-পরিবারের বাস্তুভিটা, গড়, পরিখা, দীঘি, দেবমন্দির আজও সে নিদর্শন বহন করে চলেছে। প্রতিষ্ঠাকাল ও পরিচয়লিপি থেকে জানা যায় মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন সত্যরাজ খান। চৈতন্যদেবের নামে সত্যরাজ স্বীয় বাসভবন এলাকার নামকরণ করেছিলেন 'চৈতন্যপুর'।

কর্মসূত্রে মালাধর বসু বঙ্গদেশের তদানীন্তন রাজধানী গৌড়ে অবস্থান করতেন। কোন্ পদে তিনি কর্মরত ছিলেন নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কবি এ সম্পর্কে কোথাও কিছু উল্লেখ করেন নি। তবে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে মালাধরকে 'গুণরাজ ছত্রী' রূপে উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর কুলীন গ্রামে উপস্থিত হলে সেখানে যে মহোৎসব হয়েছিল জয়ানন্দ তার বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপ :

গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়
নানা মহোৎসব করি।
দেখিএগ প্রকাশ ঠাকুর হরিদাস
রহাইল চরণে ধরি॥

আমাদের অনুমান, ছত্রী কোনো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদের নাম। মালাধর বসু সেই পদের আধিকারিক ছিলেন। আমাদের অনুমানের কারণ, গৌড়ের রাজদরবারে যে সকল হিন্দু কর্মরত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুলতান হোসেন শাহের দরবারে সনাতন ও রূপ গোস্বামীর পদের কথা স্মরণ করতে হয়। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায় যে সুলতান তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন, তাঁর সভাসদ্‌গণ অনেকেই হিন্দু ছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গৌড়েশ্বরের নিকট প্রাপ্ত উপাধিটি মালাধর বসুর খুবই প্রিয় ছিল ; কারণ এই নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত উপাধিটি তাঁর কর্মদক্ষতা এবং অন্যান্য গুণের স্বীকৃতি স্বরূপ। উপাধিটি অতীব সম্মানজনক। 'খান' শব্দটি তুর্কি বর্গের শব্দ ; গৌরববাচক এবং সম্ভ্রমবাচক এই শব্দটির বাংলা অর্থ 'ঠাকুর মহাশয়'।

আত্মপরিচয় দানের শেষাংশে গ্রন্থ রচনার কারণ রূপে কবি ব্যাসদেবের নিকট থেকে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির কথা বলেছেন। ব্যাসদেবের আজ্ঞা মতো কাব্যটি রচিত হয়।

মালাধর বসুর প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায়, কায়স্থ কুলে তাঁর জন্ম এবং কুলীন গ্রামে তাঁদের বসবাস। কুলীন গ্রাম বর্তমানে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি পুরাতন এবং প্রসিদ্ধ জনপদ।

নীলাচলে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব মালাধর বসুর আত্মীয় সত্যরাজ খান এবং রামানন্দকে এই গ্রাম সম্পর্কে বলেন (চৈতন্যচরিতামৃত ১। ১০) :

প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর।।...
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়।।

এই গ্রামের উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেই বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। প্রাক্-চৈতন্যযুগে এই গ্রামের মালাধর বসুর হাতেই প্রথম ভাগবতের অনুবাদ আশ্রয়ী কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত হয়। চৈতন্যের সমকালে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্ররূপে কুলীন গ্রামের খ্যাতি হয়েছিল। যবন হরিদাস কিছুকাল এই গ্রামেই তাঁর ভজন স্থান নির্মাণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব এই গ্রামে কয়েকদিনের জন্য অবস্থান করেন। তদুপলক্ষে কুলীন গ্রামে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চৈতন্যচরিতামৃতের (২।১৫) বর্ণনা অনুসারে, নীলাচলে অবস্থানকালে চৈতন্যদেব কুলীন গ্রামের অধিবাসীদের বলেছিলেন, প্রতি বছর রথযাত্রায় নীলাচলে যেন তাদের আগমন ঘটে :

কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা।।

কুলীন গ্রামের বসু বংশের পট্টডোরী নীলাচলে পৌঁছালে রথযাত্রায় জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচায় 'শেষ অধিষ্ঠান' সম্পন্ন হত। চৈতন্যচরিতামৃতে (২।১৪) বলা হয়েছে :

এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ' অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান।।

এছাড়া, সত্যরাজ খান ও রামানন্দের নেতৃত্বে কুলীন গ্রামে একটি কীর্তনীয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। কুলীন গ্রামের এই কীর্তনীয়া সম্প্রদায় চৈতন্যের সমকালে নীলাচলে রথযাত্রায় রথাগ্রে কীর্তন ও নর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের (২।১৩) বর্ণনা অনুসারে :

কুলীন-গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া সমাজ।
তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কুলীন গ্রাম পরিদর্শন করে যে বিবরণ দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

"বঙ্গভূমির মধ্যে 'কুলীন গ্রাম' একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন জনপদ। 'মেমারী' ষ্টেশন বা 'বৈঁচি' ষ্টেশন হইতে ঐ গ্রামে যাইবার পথ আছে ; কিন্তু উভয় পথই তিন ক্রোশের কম নয়। আমরা প্রথমে উক্ত গ্রামের এক প্রান্তস্থিত 'রাণাপাড়া'-গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের প্রকাশিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির দর্শন করিলাম। সেই মন্দিরের উপরে যাহা লেখা আছে, তাহাতে বুঝা গেল যে, ঐ মন্দির ১৬১৪ শকে নির্মিত। তথা হইতে আমরা মহানুভব শ্রীশ্রীমালাধর বসু উপাধিক গুণরাজ খান মহাশয়ের বাসস্থানের চিহ্ন ও তৎচতুর্দ্দিকস্থিত গড়ের সীমা দর্শন করিতে গেলাম। তদ্দর্শনান্তে শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থান দর্শন করিলাম। পরে শ্রীসত্যরাজ খানের প্রতিষ্ঠিত দেব মূর্ত্তি সকল ও অবশেষে শ্রীশ্রীরামানন্দ বসুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। গোপালের অনতিদূরে একটি শিবের মন্দির। সেই মন্দিরে একটি বৃষ আছে, তাহার গলদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে :

শাকে বিশতি বেদে খে মনৌ হি শিব সন্নিধৌ।
খান-শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোহয়ং ময়া বৃষ।।

[বেদ = ৪, খ = ০, মনু = ১৪ ; অঙ্কস্য বামাগতি অনুসারে ১৪০৪ শকাব্দের প্রবেশ কালে (প্রারম্ভে) শ্রীসত্যরাজ খান-নামক আমা কর্তৃক এই বৃষ শিব-সমীপে সংস্থাপিত হইল।]

বোধ হইতেছে যে, শ্রীশ্রীগুণরাজ-খান ঐ শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপুত্র সত্যরাজ-খান মহাশয় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর জন্মের তিন বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ষাঁড়টিকে স্থাপন করেন। 'গুণরাজ-খান' উপাধি প্রাপ্ত মালাধর বসুর বংশই 'কুলীন গ্রামের' প্রধান বাসিন্দা ছিলেন।''—শ্রীসজ্জনতোষণী, ৩য় বর্ষ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।

উপরোক্ত শ্লোকের পাঠ নিয়ে সংশয় আছে। 'কাব্যরচনাকাল' অধ্যায়ে প্রসঙ্গটি পুনর্বার· উত্থাপিত হয়েছে। মালাধর বসু কুলীনগ্রামে মাহীনগর সমাজভুক্ত কুলীন কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুলজী পঞ্জিকা মতে, আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থকেও এদেশে এনেছিলেন ; তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কায়স্থ দশরথ। ইনি মালাধরের আদিপুরুষ।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কায়স্থ সমাজ পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় প্রমথনাথ ঘোষ 'কবি গুণরাজ খাঁ বংশ' প্রবন্ধে কুলজী গ্রন্থ অনুসন্ধান করে মালাধরের কুল পরিচয় আবিষ্কার করেন। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ৪০১ চৈতন্যাব্দে (১৮৮৬-৮৭ খ্রি) শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের যে সংস্করণ প্রকাশ করেন তাতে মালাধরের বংশতালিকা দেওয়া হয়েছে। দুটি বংশ তালিকা এক রকম নয়।

প্রমথনাথ ঘোষ প্রদত্ত বংশ তালিকা এই রকম :

(১) দশরথ, (২) কৃষ্ণ, (৩) ভবনাথ, (৪) হংস, (৫) মুক্তি, (৬) দামোদর, (৭) অনন্ত, (৮) গুনাকর, (৯) মাধব, (১০) শ্রীপতি, (১১) যোগেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর, (১২) ভগীরথ, (১৩) গুণরাজ খান (মালাধর বসু)।

কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে কুলীন গ্রামে উপস্থিত হয়ে মালাধরের কুল পরিচয় সংগ্রহ করেন। সে বংশ তালিকা এইরূপ :

(১) দশরথ, (২) কুশল, (৩) শুভঙ্কর, (৪) হংস, (৫) মুক্তিরাম, (৬) দামোদর, (৭) অনন্তরাম, (৮) গুণী নায়ক, (৯) মাধব, (১০) শ্রীপতি, (১১) কৃপারাম, (১২) ভগীরথ, (১৩) গুণরাজ খান (মালাধর বসু)।

দুটি তালিকায় কিছু পার্থক্য থাকলেও সাদৃশ্য এইটুকু যে, উভয় তালিকায় দশরথ মালাধর বসু বংশের আদি পুরুষ এবং মালাধর দশরথ থেকে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ছাড়া মালাধর বসু আর কী রচনা করেছিলেন? এ প্রশ্ন আসে এই কারণে যে, গুণরাজ খান ভণিতায় বিশ্বভারতীর বাংলা পুথি সংগ্রহে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কিছু পুথি রয়েছে। এই রকম একটি পুথির নাম রামচরিত্র। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সংক্ষেপে রাম কথা আছে। রামচরিত্র তারই বিস্তৃত সংস্করণ বলে মনে হয়। এছাড়া, অষ্টলোকপাল কথা ও লক্ষ্মী চরিত্রের পুথি গুণরাজ খান ভণিতায় পাওয়া যায় বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। শ্রীধর্ম ইতিহাস নামে একটি পুথি গুণরাজ খান ভণিতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। এ-সব রচনা শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচয়িতা গুণরাজ খানের নয় বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, মধ্যযুগে 'গুণরাজ খান' উপাধি সম্পন্ন একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ্মীচরিত্র রচয়িতা গুণরাজ খানের প্রকৃত নাম শিবানন্দ কর। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন গ্রন্থাদিতে মালাধর বসু অথবা গুণরাজ ভণিতায় কিছু পদ পাওয়া যায়। সেগুলি শ্রীকৃষ্ণবিজয়েরই অংশবিশেষ ; পদের আকারে মুদ্রিত হয়েছে। মালাধর বসু কোনো প্রকীর্ণ পদ রচনা করেন নি বলেই আমাদের ধারণা।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কাব্যনাম

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যের যেমন দুটি নাম (চণ্ডীমঙ্গল ও অভয়ামঙ্গল) সবিশেষ প্রচলিত ; তেমনি গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটিও গোবিন্দবিজয় নামে অভিহিত হয়েছে। এছাড়া, গোবিন্দমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণবিক্রম নামও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। তবে আমাদের ব্যবহৃত বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথির ভণিতাংশ সামগ্রিকভাবে সংকলন করে দেখা গেছে, ভণিতাংশে কবি প্রধানত 'কৃষ্ণের বিজয়' এবং 'গোবিন্দবিজয়' ছাড়া কাব্যটির অন্য কোনো নাম তেমন উল্লেখ করেন নি।

গোবিন্দবিজয় গুনরাজ খানে ভনে।

—ক ৭/১

কৃষ্ণের বিজয় নর যুন একমনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরনে।।

—ক ৩৪/১

'গোবিন্দ' এবং 'কৃষ্ণ' সমার্থক বলে গ্রন্থের এইরূপ দুই প্রকার নাম। তবে কাব্যের যে সকল অংশে কবি বলরামের কাহিনী বর্ণনা করেছেন সেইসব স্থানে ভণিতায় 'বলের বিজয়' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন দেখা যায় :

বলের বিজয় নর যুন একমনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরনে।।

—ক ২৫/২

দুটি নামের মধ্যে কবি 'গোবিন্দবিজয়' নামটি বেশি ব্যবহার করলেও কালক্রমে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামটিই জনপ্রিয় হয়েছিল। চৈতন্যদেব কাব্যটিকে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামেই অভিহিত করেছিলেন ; 'গোবিন্দবিজয়' নামটি তিনি উল্লেখ করেন নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়, নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু সত্যরাজ খান ও রামানন্দের কাছে এই গ্রন্থ সম্পর্কে সবিশেষ প্রশংসা করে বলেছিলেন :

গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়—।।
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায়, চৈতন্যদেব মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' নামে উল্লেখ করেছেন কারণ ওই নামেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তাঁর রচিত কাব্যটিকেও তিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে অভিহিত করেছেন কারণ কাব্যটিও তখন ওই নামেই বঙ্গীয় সমাজে খ্যাত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঢাকা থেকে নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের এক স্থানে (পৃ. ৪৮) কাব্যটির নাম এইভাবে মুদ্রাঙ্কিত :

শ্রীভাগবত গ্রন্থ ব্যাসদেব কৈল।
গুণরাজ খান তাহা পাঁচালী রচিল।।
'কৃষ্ণবিজয়' থুইল পাঁচালীর নাম।
সর্ব্বজন-মনোরথ, অতি অনুপাম।।
'কৃষ্ণবিজয়' পুথি না থাকে সবার ঘরে।

থাকে ঘরে, যা'কে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।।

বলাবাহুল্য, এই বর্ণনা কবির নয় ; পরবর্তী কালের কোনো লিপিকরের বিবৃতি। তবে এই বিবরণ থেকেও জানা যায়, কাব্যটি বহুকাল থেকে 'কৃষ্ণবিজয়' নামেই পরিচিতি লাভ করেছে ; 'গোবিন্দবিজয়' নামটি ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

বর্তমান আলোচনা থেকে ধারণা করা যায়, কাব্যটির কবিপ্রদত্ত কৃষ্ণবিজয় এবং গোবিন্দবিজয় এই দুটি নামের মধ্যে পরবর্তী কালে কৃষ্ণবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামটিই প্রচলিত হয়েছিল।

এখন দেখা যাক 'বিজয়' শব্দটির অর্থ কী এবং কী কারণে কবি বিজয় শব্দটি কাব্যের নামকরণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন।

এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'বিজয়' শব্দটি বৈদিক গোত্রের। ঋক্‌বেদে 'বিজয়' শব্দটি বিশিষ্ট জয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশে শব্দটির অর্থ পরাভবপূর্বক গ্রহণ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিজয়' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। চৈতন্যভাগবতের (মধ্যলীলা তেইশ পরিচ্ছেদ) বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবদ্বীপ লীলায় মহাপ্রভু কাজী দলনের দিনে সংকীর্তন অভিযানে এই পদটি গেয়েছিলেন :

বিজয় হৈলা হরি নন্দঘোষের বালা।
হরি হরি হাতে বাঁশি গলে বনমালা।।

Etymological Dictionary-তে এই অংশের তর্জমা করা হয়েছে—Hari, the dear son of Nanda is on the march. অর্থ বিজয় অভিযান।

'বিজয়' শব্দের অন্যান্য অর্থ—বিক্রমচরিত, গমন, আগমন ও যাত্রা। ধাতুগত অর্থে বিজয় শব্দটি সর্বোৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠত্বের দ্যোতক। ভক্তিশাস্ত্রে 'বিজয়' শব্দ সর্বত্র সর্বোৎকর্ষের দ্যোতক। চৈতন্যদেব শিক্ষাষ্টকে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের উৎকর্ষ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্।'

এছাড়া আরও অন্যান্য সূত্রে কাব্যের নামকরণের ক্ষেত্রে বিজয় শব্দ ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তের নাম বিজয় মুহূর্ত। কৃষ্ণ অভিজিৎ নক্ষত্রে জয়ন্তী রাত্রিতে বিজয় মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, চৈতন্যভাগবতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর ঘটনাকে 'লক্ষ্মীর বিজয়' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গুণরাজ খান কাব্যের নামকরণে বিজয় শব্দটি জন্ম অথবা মৃত্যু অর্থে ব্যবহার করেন নি। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃষ্ণের জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা বর্ণিত হলেও ওই দুটি ঘটনা কাব্যের মূল বিষয় নয়। বরঞ্চ বলা যেতে পারে সমগ্র কাব্য-কাহিনীতে কৃষ্ণের জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা নিতান্তই গৌণ এবং তার বর্ণনাও অতি সংক্ষিপ্ত। কৃষ্ণের সামগ্রিক জীবনকাহিনী বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য। কাজেই জন্ম অথবা মৃত্যু অর্থে কাব্যের নামকরণে বিজয় শব্দটি যে ব্যবহৃত হয় নি তা সহজেই বোঝা যায়।

এখন দেখা যাক, মধ্যযুগে রচিত কাব্য গ্রন্থাদিতে বিজয় শব্দটি আর কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

লক্ষ্মীর বিজয়—চৈতন্য-ভাগবতে মৃত্যু অর্থে।

পঢ়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়—চৈতন্য-ভাগবতে উৎসব অর্থে।

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়—চৈতন্য-ভাগবতে উৎসব অর্থে।

শুভ করাহ বিজয়—চৈতন্য-ভাগবতে যাত্রা অর্থে।

রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয়—চৈতন্য-ভাগবতে সমারোহ, আড়ম্বর, সজ্জা অর্থে।

গঙ্গার বিজয় সভে বুঝিয়া কূপেতে—চৈতন্য-ভাগবতে আবির্ভাব বা শুভাগমন অর্থে।

'বিদায়' শব্দটি অমঙ্গল সূচক বলে তার পরিবর্তে 'বিজয়' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শাক্ত পদাবলীতে এই বিজয় শব্দটিই বিজয়ায় রূপান্তরিত।

আলোচ্য কাব্যের নামকরণে 'বিজয়' শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কারণ বিজয় শব্দের বিভিন্ন অর্থ এই কাব্যের নামকরণে কম-বেশি প্রযোজ্য। দানবগণের অত্যাচারে জর্জরিত এক চরম সঙ্কটজনক সময়ে দৈত্যদলনের উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণের আবির্ভাব। তাই সামগ্রিকভাবে কৃষ্ণ চরিত্রের উৎকর্ষ, ঐশ্বর্য সমারোহ, বলবিক্রম প্রতিষ্ঠিত করাই কবির উদ্দেশ্য এবং কাব্যের মূল বিষয়। এদিক থেকে গোবিন্দবিজয় বা শ্রীকৃষ্ণবিজয় দুটি নামই সার্থক।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, একই উদ্দেশ্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কাব্যের নামকরণে কবিগণ বিজয় শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন :

মনসামঙ্গলের ধারায়	—	মনসাবিজয়	—	বিপ্রদাস পিপিলাই
কৃষ্ণমঙ্গলের ধারায়	—	গোপালবিজয়	—	দৈবকীনন্দন সিংহ
কৃষ্ণমঙ্গলের ধারায়	—	গোবিন্দবিজয়	—	অভিরাম দাস (দত্ত)
কৃষ্ণমঙ্গলের ধারায়	—	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	—	নন্দরাম ঘোষ
মহাভারত অনুবাদের ধারায়	—	পাণ্ডববিজয়	—	পরমেশ্বর (কবীন্দ্র)
চৈতন্যচরিত কাব্যের ধারায়	—	গৌরাঙ্গবিজয়	—	চূড়ামণি দাস
চণ্ডীমঙ্গলের ধারায়	—	চণ্ডিকাবিজয়	—	দ্বিজ কমললোচন
চণ্ডীমঙ্গলের ধারায়	—	চণ্ডীবিজয়	—	হরিশ্চন্দ্র বসু
নাথসাহিত্যের ধারায়	—	গোরক্ষবিজয়	—	ফয়জুল্লা
নাথসাহিত্যের ধারায়	—	গোর্খবিজয়	—	ভীমসেনরায়, শ্যামদাস সেন, ফয়জুল্লা
পীরমঙ্গল কাব্যের ধারায়	—	গাজীবিজয়	—	ফয়জুল্লা

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অন্তর্গত ভণিতাগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

কাব্যরচনাকাল

রাধিকানাথ দত্ত ও কেদারনাথ দত্ত ৪০১ চৈতন্যাব্দে (১৮৮৬-৮৭ খ্রি) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার শেষদিকে এমন কতকগুলি পদ পাওয়া যায় যেগুলি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এর মধ্যে একটি পদে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল দেওয়া আছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের শেষদিকে ওই পদটি পাওয়া যায়। পদটি থেকে জানা যায় ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা শুরু হয় এবং ১৪০২ শকাব্দ বা ১৪৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে রচনা শেষ হয়। পদটি এই :

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।

রাধিকানাথ দত্ত গ্রন্থ সম্পাদনায় যে পুথিটি আদর্শ পুথি রূপে ব্যবহার করেছিলেন সেটি সম্পাদকের বিবৃতি অনুযায়ী ১৪০৫ শকাব্দ বা ১৪৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত একটি 'মণ্ডের তুলট ছাঁচের কাগজে লিখিত অত্যন্ত জীর্ণ' পুথি। কিন্তু প্রকাশিত গ্রন্থের ভাষায় কোথাও ১৪৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দের ভাষার লেশমাত্র নিদর্শন নেই। প্রকৃতপক্ষে, রাধিকানাথ দত্ত ১৪০৫ শকাব্দের পুথিটি

হুবহু নকল করে যে মুদ্রিত করেন নি সে-কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। পুথিটির পাঠ সম্পাদকের বিবৃতি অনুসারে 'স্থানে স্থানে উদ্ধার করা হইয়াছে।' মনে হয়, সম্পাদক ওই পুরাতন পুথিটির খুব অল্প অংশের পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেখানে সম্ভব হয়েছিল সেখানে পুরাতন পুথির পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ; বাদ বাকি অংশ তিনি অর্বাচীন কোনো পুথি থেকে গ্রহণ করে থাকতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাধিকানাথ দত্ত ব্যবহৃত পূর্বোক্ত পুরাতন পুথিটি সম্পাদকের বিবৃতি অনুসারে মালাধর বসুর বংশধর দেবানন্দ বসুর স্বহস্তলিখিত। পুথিটি প্রথমে বিখ্যাত আউল মনোহর দাস বাবাজীর অধিকারে ছিল। তিনি কৃপারাম সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তিকে পুথিটি দান করেন। এই কৃপারাম সিংহ বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তনিধির প্রমাতামহ। শেষ পর্যন্ত পুথিটি হারাধন দত্তের হস্তগত হয়। কিন্তু তারপর পুথিটি আর কেউ দেখেন নি এবং তার কোনো সন্ধানও পাওয়া যায় না।

এই রকম দুর্বল তথ্যের উপর নির্ভর করে উক্ত রচনাকালজ্ঞাপক পয়ারটির অভ্রান্ততা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তাছাড়া, সম্পাদক রাধিকানাথ দত্ত ও কেদারনাথ দত্ত ওই পুথির পাঠের উপর যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কাজেই ওই একটি পুথির সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে (যার অস্তিত্ব সুদূরপরাহত) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু ১৪৭৩-৮১ খ্রিস্টাব্দই যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সম্ভাব্য রচনাকাল তার প্রমাণ আছে। কুলীন গ্রামে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের উঁচু দাওয়ায় কালো ব্যাসাল্ট পাথরের একটি বৃষ আছে। এই বৃষের গলদেশে যে লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে আমাদের বিবেচনায় তার পাঠ নিম্নরূপ :

শাকে বিংশতি বেদকৈ খণ্ড্যথং শিবসন্নিধৌ।
খাঁন শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোয়ং শিলাবৃষঃ॥

এই শ্লোকের প্রথম ছত্রে বৃষের স্থাপন কাল দেওয়া আছে ১৪২০ শকাব্দ বা ১৪৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দ। সেই সময় সত্যরাজ খান পরিণত বয়স্ক। অতএব তাঁর পিতা মালাধর বসুর গ্রন্থরচনাকাল আরও ২০/২৫ বছর পূর্বে হওয়া উচিত। এই হিসাব ধরলে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল ১৪৭৩-৮১ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি হয়।

রাধিকানাথ দত্ত প্রকাশিত সংস্করণের শেষ দিকের পদ সমষ্টির মধ্যে একটি পদে উল্লিখিত হয়েছে, মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন :

গুণ নাহিঞ অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

কাব্যের শুরু থেকেই কবি 'গুণরাজ খান' ভণিতা ব্যবহার করেছেন। কাব্যের রচনা যদি ১৪৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে থাকে তাহলে কবি নিশ্চয় ওই বছরে না হয় তার কিছু পূর্বে উপাধি পেয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট গৌড়েশ্বর নিঃসন্দেহে রুকনুদ্দিন বারবক শাহ। ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের বহু পূর্ব থেকে ইনি গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রুকনুদ্দিন ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর পিতা নাসিরুদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন ; ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৪ পর্যন্ত এককভাবে রাজত্ব করেন এবং ১৪৭৪ থেকে ১৪৭৬ পর্যন্ত পুত্র শামসুদ্দিন য়ূসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন।

কেউ কেউ মালাধর বসুর উপাধিদাতা গৌড়েশ্বর রূপে শামসুদ্দিন য়ূসুফ শাহের এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করেন। কিন্তু য়ূসুফ শাহের রাজত্বকাল ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দের

পূর্বে এবং হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে শুরু হয়নি। সুতরাং এঁদের পক্ষে মালাধর বসুকে উপাধিদান করা সম্ভব নয়।

মালাধর বসু গৌড়েশ্বরের রাজসভায় রাজকর্মী রূপে নিযুক্ত ছিলেন এ-সংবাদ কেবলমাত্র জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত 'গুণরাজ ছত্রী' থেকেই জানা যাচ্ছে।

কাব্যকাহিনী

কাব্যের প্রারম্ভে দেব-দেবী বন্দনা। প্রথমে রাধাকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ ও হরির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। অতঃপর 'বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' তারপর ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের বন্দনা। এরপর যথাক্রমে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ত্রিভুবনেশ্বরী বন্দনা। গ্রন্থের বিষয় নির্দেশ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, লোক নিস্তারের জন্য ভাগবতের অর্থ পয়ার ছন্দে তিনি পাঁচালী রচনা করেছেন। কলিকালের ঘোর অন্ধকার মোচনেও কবি আগ্রহী। পণ্ডিতের মুখে তিনি ভাগবত কাহিনী শুনে লৌকিক ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই কাহিনী সশ্রদ্ধ চিত্তে শ্রবণ করার জন্য কবি মানবের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

অতঃপর নারায়ণের বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা। প্রথমে ব্রহ্মা হলেন দেব শ্রীহরি, দ্বিতীয়ে বরাহ অবতার, তৃতীয়ে নারদমুনি, চতুর্থে নরনারায়ণ অবতার, পঞ্চমে কপিল মুনি, ষষ্ঠে দত্তাত্রেয় মহাযোগী, সপ্তমে যজ্ঞরূপ দক্ষিণা সহচরী, অষ্টমে জড়ভরত, নবমে পৃথু, দশমে মীনরূপ, একাদশে কূর্ম, দ্বাদশে ধন্বন্তরি, ত্রয়োদশে নারীরূপে অসুরগণকে মোহিত করে সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃতদানে দেবগণকে তুষ্ট করেন। চতুর্দশ অবতারে নরসিংহ, পঞ্চদশে বামন অবতার, ষোড়শে পরশুরাম, সপ্তদশে ব্যাসরূপে বেদের ব্যাখ্যা করেন। অষ্টাদশ অবতারে রাম, ঊনবিংশে বলরাম, বিংশতি অবতারে কৃষ্ণ, একবিংশতিতে বৈকুণ্ঠ বদ্ধ জগতভুবন, দ্বাবিংশতি অবতারে কল্কি।

পিতা মাতার পুণ্যফলে কবির কৃষ্ণপদে মতি হয়।

এরপর গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর সূচী। প্রথমে কৃষ্ণের জন্ম কাহিনী। অতঃপর ক্রমান্বয়ে পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত বধ, মৃত্তিকাভক্ষণ লীলা, গর্গমুনির নামকরণ, ধান্যের বদলে ফল ক্রয়, দধিভক্ষণ করে ভাণ্ড নিক্ষেপ. কুবের কুমারদ্বয়ের শাপমোচন, উৎপাত দেখে নন্দের গোকুল পরিত্যাগ ও যমুনা তীরবর্তী বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন। বৃন্দাবনে গোষ্ঠে কৃষ্ণ কর্তৃক বৎসাসুর বধ, বকাসুর বধ, অঘাসুর বধ, ব্রহ্মামোহন, ধেনুক বধ, তালভক্ষণ, দাবানলভক্ষণ, প্রলম্ব বধ, অগ্নিপান, গোপিকার বস্ত্রহরণ, যজ্ঞপত্নী স্থানে অন্নভক্ষণ, পর্বত ধারণ করে গোকুল রক্ষা, ইন্দ্রের আগমন এবং সুরভির দুগ্ধে অভিষেক, বরুণের পুরী থেকে নন্দ উদ্ধার, রাসক্রীড়া, সর্প হত্যা করে সুদর্শনের অভিশাপ খণ্ডন, শংখাসুর বধ, অরিষ্ট বধ, কেশী বধ, অক্রূর কর্তৃক কৃষ্ণের মধুপুর গমন, রজক বধ, মালাকর ও কুব্জিকে বরদান, মধুপুরে ধনুর্ভঙ্গ, মল্লযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন, চাণূর মুষ্টিক বধ, কংস বধ, কংস নারীর বিলাপ, মথুরায় উগ্রসেনের অভিষেক, কৃষ্ণের পিতৃমাতৃ পরিচয় লাভ, গুরুর নিকট চৌষট্টি বিদ্যা অধ্যয়ন, গুরুর মৃত পুত্রের উদ্ধার, মথুরায় কুব্জি ও অক্রূরের গৃহে গমন, উদ্ধবকে প্রেরণ করে গোপনারীগণকে সান্ত্বনা দান, জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ, সমুদ্র মজিয়ে দ্বারকা নগরী নির্মাণ, গৌতম দাহন (গোমন্থ দাহন), কৃষ্ণের দ্বারকাগমন, কালযবন বধ, মুচুকুন্দের মুক্তি, রেবতির সঙ্গে বলরামের বিবাহ, রুক্মিণী স্বয়ম্বর, নগ্নজিতা ও লক্ষ্মণার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ, নরকরাজ বধ, সম্বর বধ, ইন্দ্রকে জয় করে পারিজাত আনয়ন, রুক্মিণীর সঙ্গে রভস ক্রীড়া, ঊষা-অনিরুদ্ধ (অনিরুদ্র) বিবাহ, নৃগ (মৃগ) রাজার শাপ বিমোচন, বলদেবের বিক্রমে দুর্যোধনের কন্যাহরণ, যমুনা সঙ্কর্ষণ,

দ্বিবিদ (দ্বিবিধ) বানর বধ, দ্বারকানগরে প্রতি ঘরে নারদের কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণ কর্তৃক শৃগাল-বাসুদেব হত্যা, কাশীপুরী দাহ, ভীম কর্তৃক জরাসন্ধ বধ, রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল বধ, শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ, প্রদ্যুম্নের (পদ্মামনের) সঙ্গে যুদ্ধ, বলদেব কর্তৃক রুক্মি ও দন্তবক্রের নিধন, বজ্রনাভবধ, সুদামা বিপ্রের দ্বারকায় গমন, সূর্যমণি স্যমন্তক নিয়ে রাজার গমন, কৃষ্ণের হৃদয়ে ভৃগুমুনির পদাঘাত, বড়ুরূপে বৃকাসুরকে ভস্মীভূত করা, ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র উদ্ধার, বলিরাজার পুরী থেকে দৈবকীর ছয় মৃত পুত্র উদ্ধার, সুভদ্রা হরণ, দ্বারকানগরে বৈকুণ্ঠপুরী নির্মাণ করতে গদাধরকে ব্রহ্মাদি দেবগণের উপদেশ, উদ্ধবকে যোগশিক্ষা দান, উদ্ধবকে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, প্রভাসে যাদবগণের যুদ্ধ ও মৃত্যু, স্বর্গারোহণ।

কংসাদি মহাসুর, চাণূর, মুষ্টিক, তৃণাবর্ত, পূতনা, অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, জরাসন্ধ, শাল্ব, দ্বিবিদ বানর, দন্তবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি অসুরের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেবী সরস্বতী রসাতলে গমন করে প্রজাপতির কাছে নিবেদন করলেন। ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরে যেখানে শ্রীহরি অবস্থান করেন সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রতিকারের আবেদন জানালেন।

ব্রহ্মা চতুর্মুখে বললেন, তুমি দেব নারায়ণ, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ। তুমি সৃষ্টি সৃজন করে যথাযথ দৃষ্টি দিলে না। অসুরগণ সেই সৃষ্টি এখন বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে। কংস আদি মহাসুর, চাণূর, মুষ্টিক, তৃণাবর্ত, পূতনা, ধেনুক, অঘাসুর, কেশী, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, শিশুপাল, দ্বিবিদ বানর, কালযবন সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি ধ্বংস করছে।

ব্রহ্মার স্তবে চক্রপাণি নারায়ণ দেবতাদের অভয় দিয়ে প্রজাপতিকে বললেন, তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গ-বিদ্যাধরীদের পৃথিবীতে প্রেরণ কর। সুরসেনের প্রজা বসুদেব তাঁর পত্নী দৈবকীর উদরে নারায়ণ যদুরাজারূপে জন্মগ্রহণ করবেন। প্রথমে দৈবকীর ছয় পুত্র কংস নিধন করবেন ; সপ্তমে অংশ অবতার ; অষ্টম গর্ভে স্বয়ং নারায়ণ জন্ম নেবেন।

দেবী মহামায়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ভবানীকে বললেন, পৃথিবীর ভার হরণের উদ্দেশ্যে অবতার সৃষ্টির জন্য বসুদেবের ঘরে দৈবকী উদরে জন্ম গ্রহণ কর। রাজা কংসকে হত্যা করে তুমি নিজ বাসস্থানে গমন করবে। পৃথিবীতে তোমার জয় ঘোষিত হবে।

গোসাঞীর আদেশে কংস ভগ্নীর বিবাহ দিলেন বসুদেবের সঙ্গে। বিবাহের পর কংস বান্ধবগণের সঙ্গে পদব্রজে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হল দৈবকীর উদরে অষ্টম গর্ভে জাত সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হবে। এ কথা শুনে চমকিত কংস দৈবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। বসুদেব স্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য কংসের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন দৈবকীর উদরে জাত সন্তানদের তোমার কাছে এনে দেব। বসুদেবের কাতর অনুরোধে কংসের অনুচরগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হল।

দৈবকীর গর্ভজাত পর পর ছয়টি সন্তান কংস প্রথমে হত্যা করেন নি। একদিন নারদমুনি কংসের নিকট উপস্থিত হয়ে তার সমূহ বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কংস মন্ত্রণা করে দৈবকীর ছয়টি পুত্রকে এক সঙ্গে হত্যা করলেন। বসুদেব ও দৈবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। যজ্ঞ, দান, বিষ্ণুপূজা বন্ধের আদেশ জারি হল।

তখন দৈবকীর সাত মাস গর্ভ। যোগ নিদ্রায় ভগবতী তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে নিদ্রাছলে সেই গর্ভ রোহিণীর উদরে প্রবিষ্ট করলেন। কংসের নিকট দৈবকীর গর্ভপাতের সংবাদ জানান হল। রোহিণী সেই গর্ভ নন্দঘোষের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, পুত্র হলে তাকে সযত্নে পালন করবে। গুপ্তভাবে রোহিণীর কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে তিনি সর্বগুণসম্পন্ন এক পুত্র প্রসব করলেন। পুত্রের সঙ্গে দেবী নন্দের ঘরে রইলেন। বন্দীশালায় দৈবকীর পুনরায় গর্ভ সঞ্চারের সংবাদ পেয়ে কংসের

অনুচরগণ কংসকে জানাল। কংস প্রতিমাসে খবর জানাতে বললেন কারণ এই সন্তান থেকেই তাঁর মৃত্যু হবে।

দৈবকীর দশমাস গর্ভকালে বন্দীশালায় দ্বিগুণ প্রহরী নিযুক্ত হল। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল। রাত্রির প্রথম প্রহরে দ্বারী-প্রহরী নিদ্রাভিভূত হল। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে চন্দ্র উদিত হল। লগ্নে বৃহস্পতি ভৃগুর তনয়, বৃষের উদয় চান্দে যখন ভূমিসূত, তুলায় শশী, কন্যায় বুধ—এই রকম অদ্ভুত গ্রহের সমাবেশে কৃষ্ণের জন্ম হলে দশদিক পুলকিত হল। মাহেন্দ্রক্ষণে কৃষ্ণের জন্ম হলে চতুর্দিকে জয় জয় শব্দ ধ্বনিত হল। জন্মলগ্নে কৃষ্ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ রূপে প্রকাশিত হলেন। দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী। দেবতাগণ নারায়ণের স্তুতি করলেন। দৈবকী দেবীও করজোড়ে নারায়ণের স্তুতি করলেন।

কৃষ্ণ দৈবকীকে বললেন, ত্রেতাযুগে তুমি আমাকে ভক্তি ও স্তুতি করেছিলে দ্বাদশ বৎসর নিরাহারে দু'জনে তপস্যা করেছিলে সেজন্য আমি তোমাদের প্রতি সদয় হয়ে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। সে জন্মে আমার নাম হয়েছিল উপেন্দ্র। এ জন্ম তৃতীয় জন্ম। এই জন্মে অসুরবধ করে পৃথিবীর ভার খণ্ডন করব।

ইতিমধ্যে বসুদেবের নিগড়বন্ধন শিথিল হল। প্রহরীরা নিদ্রিত হলে কারাকক্ষের দুয়ার উন্মুক্ত হল। বসুদেব নবজাত শিশুকে নিয়ে গোকুলের উদ্দেশে গমন করলেন। শৃগালীর রূপ ধরে মহামায়া আগে আগে চললেন। ফণাছত্র ধরে বাসুকি পিছনে চললেন। এমন সময় কৃষ্ণ লাফ দিয়ে জলে পড়লে বসুদেব হাহাকার করে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। বসুদেব নন্দের আলয়ে পৌঁছলে যশোদা কন্যা প্রসব করে নিদ্রাভিভূত হলেন। পুত্রকে সেখানে রেখে কন্যাকে নিয়ে বসুদেব সেই পথে মধুপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। দৈবকীকে কন্যা দিয়ে বসুদেব সকল সমাচার ব্যক্ত করলেন। নবজাত কন্যার ক্রন্দন শুনে প্রহরী কংসকে জানাল। কংস দৈবকীর কোল থেকে কন্যা ছিনিয়ে এনে শিলাপট্টের উপর নিক্ষেপ করলে সে অষ্টভুজা রূপ ধরে কংসকে বললে—তোমাকে যে বধ করবে সে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছে।

চাণূর, মুষ্টিক, কেশী, ব্যোম, অরিষ্ট, পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর, তৃণাবর্ত, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরদের কংস নির্দেশ দিলেন—গোকুলে যে জন্মেছে তাকে শিশুকালেই হত্যা করার ব্যবস্থা কর ; প্রবীণ হলে একাজ কঠিন হবে।

প্রথমে পূতনা বিষস্তন পান করিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য গোকুলে উপস্থিত হল। শিশু কৃষ্ণের পাশে উপকথা শুনিয়ে পূতনা বিষস্তন পান করতে দিল। কৃষ্ণ প্রবল শক্তিতে স্তন্যপান করলে পূতনা আর্তনাদ করে প্রাণ ত্যাগ করল। গোকুলের লোকজন তার বিশাল দেহ টুকরো টুকরো করে দাহ করল। পূতনার মাতৃলোকে গতি হল।

অতঃপর শকটভঞ্জন কাহিনী। কংসের আদেশে তৃণাবর্ত ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করে গোকুল নগরে গেল কৃষ্ণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। তৃণাবর্ত বায়ুবেগে ধাবিত হয়ে কৃষ্ণকে শূন্যলোকে নিয়ে গেল। শূন্যে কৃষ্ণ তার গলা চেপে ধরলে তৃণাবর্ত আকাশ থেকে ভূতলে পতিত হয়ে প্রাণত্যাগ করল। যশোদা কৃষ্ণকে কোলে তুলে গৃহে নিয়ে গিয়ে রক্ষা সূত্র বন্ধন করলেন। তখন কৃষ্ণ সহাস্যে হাই তুললে যশোদা কৃষ্ণের উদরে সকল ভুবন প্রত্যক্ষ করলেন।

বসুদেব কুল পুরোহিত গর্গমুনিকে আমন্ত্রণ করে কৃষ্ণের নামকরণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। রোহিণীও সেখানে উপস্থিত হলেন। রোহিণীর পুত্রের নাম রাখা হল রৌহীণেয়। গর্ভ সঙ্কর্ষণের জন্য তাঁর আর এক নাম হল সঙ্কর্ষণ।

একদা কৃষ্ণ ক্রীড়ারত অবস্থায় মৃত্তিকা ভক্ষণ করায় যশোদা বিব্রত হলে কৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করে

যশোদাকে মুখের মধ্যে পৃথিবী দেখালেন।

এইভাবে বাল্যক্রীড়ায় কৃষ্ণের দিন যায়। একদিন যশোদা ও রোহিণী কৃষ্ণ কাহিনী গান গেয়ে দধি মন্থন করছিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে দধি দুগ্ধ ভক্ষণ করে ভাণ্ডগুলি ভেঙ্গে ফেলেন এবং মন্থনদণ্ড চেপে ধরেন। যশোদা ক্রুদ্ধ হয়ে দধি দুগ্ধের ভাণ্ড সিকার উপর তুলে রাখেন। পিঁড়ির উপর পিঁড়ি দিয়ে তার উপর চড়ে কৃষ্ণ দধিদুগ্ধের নাগাল পান। যশোদা হাতে 'বাড়ি' নিয়ে কৃষ্ণকে উদূখলে বন্ধন করার চেষ্টা করেন। অনেক দড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি কৃষ্ণকে বাঁধতে পারেন না ; অলৌকিকভাবে সামান্য দড়ি কম পড়ে। কৃষ্ণ সদয় হলে যশোদার বন্ধন সফল হয়।

ঋষি শাপগ্রস্ত যমল অর্জুনকে কৃষ্ণ মুক্ত করেন। নল ও কুবের নামে ইন্দ্রের দুই পুত্র স্ত্রীলোক সঙ্গে নিয়ে যমুনায় জল ক্রীড়ায় মত্ত ছিল। নারদ মুনি সেই পথে গমন করেন। মুনিকে দেখে স্ত্রীলোকেরা সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন কিন্তু নল-কুবের নির্বিকার ছিল। ফলে নারদ তাদের অভিশাপ দিলেন—গোকুলনগরে তোমরা বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ কর। দ্বাপর শেষে নারায়ণ তোমাদের শাপ মুক্ত করবেন। কৃষ্ণ অর্জুন বৃক্ষ দুটি উৎপাটিত করলেন। নল কুবের বৃক্ষ থেকে নির্গত হয়ে করজোড়ে কৃষ্ণের স্তুতি করলেন।

কোনো ফল বিক্রয়কারিণীর কাছে ধান্যের বদলে কৃষ্ণ ফল ক্রয় করে ভক্ষণ করেন। ধান্যগুলি রত্নে পরিণত হয়।

গোকুলে নানাবিধ উৎপাত দেখে নন্দঘোষ মুখ্য গোয়ালাদের সঙ্গে পরামর্শ করে গোকুল ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে গোবর্ধন সন্নিকট যমুনাতীরস্থ বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেখানে কৃষ্ণ বলরাম যমুনাতীরে গোবৎসচারণে নিযুক্ত হলে কংস বৎসাসুরকে গোবৎসের রূপ ধারণ করে কৃষ্ণ হত্যার জন্য প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ গোষ্ঠে বৎসক হত্যা করলেন অবলীলাক্রমে।

গোচারণে ক্লান্ত কৃষ্ণকে কংস প্রেরিত বকাসুর হত্যা করার চেষ্টা করলে কৃষ্ণ বকরূপী বকাসুরের দুটি ঠোঁট চিরে তাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এরপর অঘাসুরকে প্রেরণ করা হয় কৃষ্ণ হত্যার উদ্দেশ্যে। অঘাসুর অজগর রূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে গলাধঃকরণ করে। অজগরের উদরে প্রবেশ করে কৃষ্ণ তার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে নির্গত হলে অজগররূপী অঘাসুরের মৃত্যু ঘটে।

একদিন কৃষ্ণ সঙ্গীদের নিয়ে গোষ্ঠে ছিলেন। ব্রহ্মা সকৌতুকে যমুনার কূলে কৃষ্ণের গোবৎসগুলি হরণ করলেন। কৃষ্ণ অলৌকিকভাবে গোবৎস সৃজন করে পূর্ববৎ যমুনাকূলে ক্রীড়ায় রত হলে ব্রহ্মা কৃষ্ণের মায়া দেখে মুগ্ধ হলেন। কৃষ্ণের দেবমহিমা জনসমাজে প্রচারিত হল।

তালবনে ধেনুকাসুর বাস করত। কৃষ্ণ সপার্ষদ তালভক্ষণ করে ধেনুকাসুর বধ করলেন।

গোচারণে তৃষ্ণার্ত হয়ে কালীনাগের দহে বিষাক্ত জল পান করে কৃষ্ণের কয়েকজন সঙ্গীর মৃত্যু হয়। অমৃত দৃষ্টি দিয়ে কৃষ্ণ তাদের প্রাণদান করেন। কৃষ্ণ ভাবলেন কালীনাগ অন্যত্র গমন করলে বৃন্দাবনবাসী নির্ভয়ে জলপান করতে পারে। অকস্মাৎ কৃষ্ণ কদমগাছে চড়ে কালীদহে ঝাঁপ দিলেন। মানুষের গন্ধ পেয়ে নাগগণ কৃষ্ণকে বেষ্টন করল। তারা কৃষ্ণকে দংশন করতে গিয়ে ব্যর্থ হল। তারা কালীনাগের কাছে অভিযোগ করল—একজন মানুষ আমাদের দুর্গতি করেছে। এদিকে নন্দ-যশোদা শুনলেন কৃষ্ণ কালীদহে বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে। নন্দ-যশোদা গোকুলবাসীদের সঙ্গে নিয়ে যমুনার কূলে গিয়ে কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। সুবর্ণ কঙ্কণের আঘাতে যশোদার কপাল হল রক্তাক্ত। তখন কৃষ্ণ কালীনাগের মাথার উপর চড়ে নৃত্য করতে লাগলেন এবং বিশ্বম্ভর রূপ ধারণ করে কৃষ্ণ কালীনাগের প্রাণ সংহার করলেন। কালীনাগের মুক্তি ঘটল।

কালীনাগ কৃষ্ণকে বলল, গরুড় নির্বিচারে সর্পভক্ষণ করলে নাগকুল ধ্বংস হবার উপক্রম হয়।

তখন আমি যমুনায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সৌভরি মুনি এই হ্রদে তপ করছিলেন। সেই সময়ে নদীতে মৎস্যের দল এলে গরুড় মাছগুলি ভক্ষণ করে। মুনি শাপ দেন, যে পাখি মৎস্য ভক্ষণ করার জন্য এই হ্রদে আসবে, জলস্পর্শ করলেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তার ফলে এই বিপত্তি। কৃষ্ণ কালীনাগকে বললেন, তুমি অন্যত্র গমন কর। তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখলে গরুড় তোমার ক্ষতি করবে না। কালীনাগ রমনক দ্বীপে গমন করল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বনে দাবানল জ্বলে উঠলে গোকুলবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। কৃষ্ণ দাবানল নিবারণ করেন। এবার কংস মায়াসুরকে নিযুক্ত করেন কৃষ্ণহত্যার জন্য। ভাণ্ডীর বনে কৃষ্ণ বলরাম 'বাস্তবাহক' খেলা খেলছিলেন। প্রলম্বাসুর মায়ারূপ ধারণ করে কৃষ্ণহত্যায় অগ্রসর হয়। বলরাম তাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।

বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হয়ে শরতের আগমনে প্রকৃতি অপরূপ শোভা ধারণ করল। গোকুলের কন্যাগণ চণ্ডীব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে যমুনায় স্নান করছিল বস্ত্র ত্যাগ করে। তারা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য পার্বতীর কাছে প্রার্থনা করেছিল। কন্যাগণ জলকেলি করে তীরে উঠে দেখে তাদের বস্ত্র অলঙ্কার সকল অপহৃত হয়েছে। তারা কৃষ্ণকে দেখল কদম গাছের উপরে। কন্যারা বস্ত্র অলঙ্কার প্রার্থনা করল। অন্যথায় তারা কংসের কাছে অভিযোগ জানাবে। কৃষ্ণ জানালেন কংসকে তিনি ভয় করেন না। তাছাড়া, বিবস্ত্র হয়ে যমুনায় জলক্রীড়া না করলে ব্রত সফল হয় না। অবশেষে তারা কৃষ্ণের কাছে করজোড়ে মিনতি করলে বস্ত্র অলঙ্কার ফেরৎ পায়।

অঙ্গিরস নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যজ্ঞ আরম্ভ করলে কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত বান্ধবদের যজ্ঞস্থল থেকে অন্ন সংগ্রহ করতে বলেন। কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তাদের প্রার্থনা পূরণ না করলে দ্বিজ নারীগণের নিকট তারা পরম সমাদরে অন্নগ্রহণ করে।

ইন্দ্রপূজার উদ্দেশ্যে নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ নগরবাসীকে দধি দুগ্ধ ঘৃত অন্ন নিয়ে যমুনাতীরে উপস্থিত হতে বললেন বৃষ্টিপাত ঘটানর উদ্দেশ্যে। কারণ বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্র। গোবর্ধন পর্বত গোচারণের উপযুক্ত স্থান। গোবর্ধন পর্বতকে উপেক্ষা করে ইন্দ্রপূজা উচিত নয় বলে কৃষ্ণ ঘোষণা করলেন। কারণ ইন্দ্র বৃষ্টিপাতের দেবতা কিনা সন্দেহ আছে। একথা শুনে কুপিত হয়ে ইন্দ্র গোকুলে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু করলেন। তার সঙ্গে প্রলয়কালের ঝড়। নন্দঘোষ এই অকালবর্ষণে চিন্তিত হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ গোবর্ধনপর্বত উৎপাটন করে ছত্ররূপে ধারণ করলে ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত থেকে গোকুলবাসী রক্ষা পেল। কৃষ্ণের বিক্রম শুনে ইন্দ্র কৃষ্ণকে দর্শন করতে চাইলেন।

একদিন নন্দঘোষ স্নান করতে যমুনার জলে নামলে বরুণের দূত তাকে বন্দী করে পাতালে নিয়ে যায়। কৃষ্ণ শুনলেন নন্দঘোষ এক কুম্ভিরিনীর কবলে পড়েছে। নন্দঘোষকে উদ্ধার করতে কৃষ্ণ যমুনায় ডুব দিয়ে বরুণের পুরীতে প্রবেশ করলেন। এই উপলক্ষে বরুণ কৃষ্ণকে দর্শন করে ধন্য হলেন।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণ রাসলীলা সম্পন্ন করেন। শরৎ পূর্ণিমায় বৃন্দাবনের প্রকৃতি অপূর্ব শোভা ধারণ করে। কৃষ্ণ গভীর রজনীতে বংশীধ্বনি করলেন। বংশীধ্বনি শুনে গোপনারীরা চঞ্চল হয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমন করল। কৃষ্ণ তাদের সদুপদেশ দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দিলেন। গোপীরা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে কামনা করলে কৃষ্ণ কন্দর্প রূপ ধারণ করে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। এর ফলে জনৈকা গোপীর মান উপস্থিত হল। সে কৃষ্ণের স্কন্ধের উপর আরোহণ করতে চাইলে কৃষ্ণ রাসমণ্ডপ থেকে অদৃশ্য হলেন। কৃষ্ণ বিরহে কাতর গোপীরা কৃষ্ণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হল। তারা কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা কীর্তন এবং অভিনয় করল। অবশেষে গোপীরা কৃষ্ণের দর্শন পেল। অতঃপর গোপীদেয় সঙ্গে বিবিধ কামক্রীড়ান্তে কৃষ্ণ যমুনায় জলকেলি করলেন।

বৃন্দাবনে 'কাত্যায়নী'-ব্রত উদ্‌যাপনের কালে এক মহাকায় সর্প সেখানে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ সর্পকে পদাঘাত করলে সে বিদ্যাধর রূপ ধারণ করে। সে গন্ধর্ব অধিকারী ; প্রকৃত নাম সুদর্শন। জনৈকা রমণীর সঙ্গে ক্রীড়াকালে অঙ্গিরা ঋষির শাপে সে সর্প রূপে জন্ম নেয়। কৃষ্ণের পদাঘাতে তার শাপমোচন হল।

চৌদ্দ বছর বয়সে কৃষ্ণ শঙ্খচূড় বধ করেন। তার অপরাধ ছিল স্ত্রীহরণ। কৃষ্ণের বীরত্বের কথা শুনে চিন্তিত হয়ে কংস অরিষ্টকে কৃষ্ণহত্যায় নিয়োজিত করলেন। অরিষ্ট বৃষরূপ ধারণ করে গোকুলে উৎপাত শুরু করল। কৃষ্ণ অরিষ্টকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।

অতঃপর কংস কেশী দৈত্যকে কৃষ্ণহত্যায় নিযুক্ত করলেন। কেশী অশ্বরূপ ধারণ করে গোকুল নগরে নানা উৎপাত শুরু করে। কৃষ্ণ অশ্বরূপী কেশীকে বধ করে কেশব নামে খ্যাত হলেন। এবার ব্যোমাসুরের আগমন হল গোকুলে, শিশু হত্যায় সে পারঙ্গম। কৃষ্ণ তাকে সহজেই বধ করলে কংস ভীত হয়ে ভূমিতলে পতিত হল।

এবার কংস বধের জন্য অক্রূর কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উপস্থিত হলেন। অক্রূর নন্দ ঘোষকে বললেন, কংসের আদেশে তোমার আলয়ে উপস্থিত হয়েছি। কংসের ধনুর্ময় যজ্ঞে দধি দুগ্ধ যোগান দাও। তাছাড়া, কৃষ্ণ-বলরামের মল্লযুদ্ধ দেখার জন্যও তিনি বিশেষ আগ্রহী। কৃষ্ণ কংসের রাজসভায় যাওয়ার সুযোগ পেয়ে সবিশেষ আনন্দিত হলেন। এদিকে কৃষ্ণের মথুরা গমনের সংবাদে গোপীরা দুঃখে আকুল হল।

মথুরা গমনের পথে মধ্যাহ্নকালে অক্রূর যমুনায় স্নান তর্পণ করতে গিয়ে জলের ভিতর কৃষ্ণ ও বলরামকে প্রত্যক্ষ করলেন—শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী রূপ ; পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। কূলে এসে দেখলেন কৃষ্ণ যথাপূর্ব সেখানে রয়েছেন। অক্রূর বুঝলেন কৃষ্ণই চতুর্ভুজ নারায়ণ।

মথুরায় উপনীত হয়ে কৃষ্ণ-বলরাম অক্রূরের আলয়ে বাসা করে রইলেন। পরদিন প্রভাতে তারা কংসের রাজসভার দিকে অগ্রসর হলেন। পথে রজকের নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করে ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণ তার মুণ্ডচ্ছেদ করে রজকের বস্ত্রসম্ভার লুঠ করেন। এরপর মালাকরের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের সাক্ষাৎ হল। মালাকর কৃষ্ণের অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমাল্য দান করে উত্তমগতি লাভের আশীর্বাদ পায়। অতঃপর ত্রিবক্রা (ত্রিবঙ্কা) নাম্নী জনৈকা কুব্জি নারীর সঙ্গে তাদের দেখা হল। তার কাছে সাজসজ্জার জন্য সুগন্ধি চন্দন পেয়ে তাকে বিদ্যাধরীতে পরিণত করলেন। সে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করলে কৃষ্ণ তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। মথুরা নগরবাসী কৃষ্ণকে দেখে মুগ্ধ হল।

কিছু দূরে কৃষ্ণ ধনুর্ময় যজ্ঞশালা দেখতে পেলেন। যজ্ঞশালায় প্রবেশ করে কৃষ্ণ একটি ধনুক ভঙ্গ করলেন। খবর পেয়ে কংস ভীত হলেন। অশুভ স্বপ্ন দেখে তিনি বুঝলেন তাঁর মৃত্যু সমাগত। যজ্ঞশালার প্রবেশ পথে কুবলয় হস্তী স্থাপিত হল কৃষ্ণ হত্যার উদ্দেশ্যে। কৃষ্ণ কুবলয় হস্তী বধ করলেন।

মল্লভূমিতে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ নানা মূর্তি ধারণ করে সভায় উপস্থিত সকলকে মোহিত করলেন। তখন চাণূর সভামধ্যে প্রবেশ করে কৃষ্ণকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করল। কৃষ্ণ-বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের হাতে পরাভূত হয়ে চাণূর ও মুষ্টিক মৃত্যু বরণ করল। কংস নন্দঘোষ, বসুদেব, দৈবকীকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। এবার কৃষ্ণ মঞ্চ থেকে কংসকে ভূপতিত করে হত্যা করলেন। কংস ভ্রাতা সংকল্য (কংকল্য গ্রোধ) কংস হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হলে অগ্নিতে পতঙ্গ পতনের মত তার মৃত্যু হল। কংস সবংশে নিহত হলে কংসের পত্নীগণ বিলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ উগ্রসেনকে মথুরার রাজছত্র ও রাজদণ্ড দান করলেন।

অবন্তীপুরীতে সান্দীপনি (সান্তিপনি) দ্বিজের নিকট কৃষ্ণ চৌষট্টি বিদ্যা শিক্ষা করলেন। কৃষ্ণ

গুরুকে দক্ষিণা দিতে চাইলে সান্দীপনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন, সমুদ্রে ডুবে আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, তাকে উদ্ধার করে আন। কৃষ্ণ সমুদ্রের কাছে গিয়ে শুনলেন, পঞ্চজন্য রাক্ষস গুরুপুত্রকে সংহার করেছে। এবার শঙ্খরূপধারী পঞ্চজন্যের নিকট কৃষ্ণ গুরুপুত্রের সন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে শঙ্খরূপী পঞ্চজন্যকে সঙ্গে নিয়ে যমপুরে উপস্থিত হলেন। যম কৃষ্ণের প্রতি সবিশেষ প্রীত হয়ে কিছু দান করতে চাইলে কৃষ্ণ গুরুপুত্রকে চেয়ে নিয়ে গুরুকে তাঁর হৃত পুত্র দান করলেন।

এবার কৃষ্ণের গোকুলের কথা স্মরণ হল। কৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব গোকুলে উপস্থিত হয়ে নন্দ ঘোষ, যশোদা এবং গোপীদের যথোচিত সান্ত্বনা দিলেন—কৃষ্ণ বিরহের সান্ত্বনা। উদ্ধবকে নিয়ে কুব্‌জির গৃহে উপস্থিত হয়ে কুব্‌জির বিরহবেদনা দূর করলেন। বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণ অক্রূরের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাকে তুষ্ট করলেন।

এবার কৃষ্ণের আজ্ঞায় অক্রূর হস্তিনাপুরে গমন করলেন ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব জানার জন্য। অক্রুর হস্তিনাপুর থেকে মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে জানালেন, কুন্তী বড় দুঃখে দিনযাপন করছেন। দুর্যোধনের ঔদ্ধত্যের প্রতিকার করতে সব রাজাই আগ্রহী। অক্রূর কৃষ্ণকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করলেন।

এদিকে কংসের বিধবা পত্নী পিতৃগৃহ মগধ নগরে উপস্থিত হয়ে পিতা জরাসন্ধকে স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সকাতর আবেদন জানালেন। কন্যার বাক্যে জরাসন্ধ তাঁর অধীনস্থ রাজন্য বর্গকে আদেশ দিলেন মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করতে। বিপদ বুঝে কৃষ্ণ ও বলরাম সুরপুরী থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করলেন। শঙ্খ চক্র ও গদা পেলেন কৃষ্ণ। বলবাম পেলেন লাঙ্গল ও মুষল। এছাড়া, গরুড়ধ্বজ রথ তো ছিলই।

কৃষ্ণ ও বলরাম স্থির করলেন মগধেশ্বর জরাসন্ধকে প্রথমে হত্যা না করে বরং তাঁর সৈন্য সামন্তদের নির্বিচারে হত্যা করা হোক। কৃষ্ণ-বলরামের প্রবল প্রতাপে জরাসন্ধের সৈন্যগণ নিহত হল। শিশুপাল দন্তবক্র প্রমুখ রাজাগণ পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করলেন। স্বয়ং জরাসন্ধ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে গিয়ে কৃষ্ণ-বলরামের হাতে ধরা পড়ল। বলরাম জরাসন্ধকে হত্যা করার জন্য মুষল উদ্যত করলেন, কিন্তু অন্তরীক্ষে আকাশবাণী শুনে বলরাম নিবৃত্ত হলেন।

পুনরায় যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে কৃষ্ণ-বলরাম জয়লাভ করলেন। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জরাসন্ধ কালযবনের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন। তদনুযায়ী শাল্বরাজাকে মথুরায় পাঠান হল। এদিকে আকাশবাণী হল জরাসন্ধ অবধ্য। এমতাবস্থায় কৃষ্ণ-বলরাম সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপন করলেন। কৃষ্ণের অনুরোধক্রমে সমুদ্র তাঁর জলভাগের দ্বাদশ যোজন পরিমিত ভূমি কৃষ্ণকে দান করলেন। বিশ্বকর্মা সেখানে ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। উগ্রসেন সেই পুরী সুসজ্জিত করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম নবনির্মিত দ্বারকাপুরীতে গমনোদ্যোগী হলে সহসা জরাসন্ধ কালযবন প্রমুখ রাজন্যবর্গ মথুরা আক্রমণ করল বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে। অনন্যোপায় কৃষ্ণ গোমন্থে আত্মগোপন করলেন।

সৈন্যগণ কৃষ্ণের অনুসন্ধানে পর্বতের গাছ পাথর ভাঙ্গতে লাগল নির্বিচারে। জরাসন্ধ পর্বতোপরি অরণ্যে অগ্নি সংযোগ করলে পর্বতবাসী মুনিঋষিরা বিপদ বুঝে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলে কলরব করতে লাগল। কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর রূপ ধারণ করে পর্বতকে পাতালে অবতরণ করিয়ে পাতালের জলে অগ্নি নির্বাপিত করলেন। এবার কৃষ্ণ-বলরাম সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় পৌঁছলেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের সন্ধান পেল না।

এদিকে পরাভূত হয়ে কালযবন রণহুঙ্কার দিলেন এবং কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণ কালসর্পপূর্ণ একটি ঘট কালযবনের দূতকে দিয়ে বললেন, তোমার রাজাকে এই উপহার দিও। ঘট

খুলে কালযবন ঘটের মধ্যে কালসর্প দেখে কুপিত হয়ে ঘটের মধ্যে কিছু পিপীলিকা ভর্তি করে পুনরায় কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণ ঘট খুলে দেখলেন ভিতরে সাপ নেই। পিপীলিকায় ভক্ষণ করেছে ; হাড়গুলি অবশিষ্ট আছে। এবার কৃষ্ণের সঙ্গে কালযবনের যুদ্ধ বাধল। কৃষ্ণ এক সময় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে গুহার মধ্যে প্রবেশ করে মায়া নিদ্রায় অভিভূত হলেন। মুচুকুন্দ পদাঘাতে কৃষ্ণকে জাগ্রত করলে কৃষ্ণের দৃষ্টিপাতে কালযবন ভস্মে পরিণত হল।

মুচুকুন্দ গুহার মধ্যে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী কৃষ্ণকে দেখে করজোড়ে প্রণতি নিবেদন করল। কৃষ্ণ মুচুকুন্দকে বর দান করে বদরিকাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ কালযবনের ধন সম্পদ দ্বারকায় নিয়ে এলেন।

রেবত রাজা প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছিলেন। তাঁর কন্যা রেবতী বিবাহের উপযুক্ত হলে তাঁর যোগ্য বর সন্ধানের জন্য রাজা কন্যা নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলে ব্রহ্মা জানালেন, বলভদ্র নামে জনৈক রাজা রেবতীর যোগ্য পতি। কন্যা পাত্রস্থ করে রেবত রাজাকে ব্রহ্মা রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হতে বললেন। কারণ কলিযুগ সন্নিকটে। ব্রহ্মার পরামর্শ মত রেবত রাজা কন্যাকে নিয়ে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। শুভক্ষণে বলভদ্রের সঙ্গে রেবতীর বিবাহ সম্পন্ন হল। বলভদ্রের লাঙ্গলের স্পর্শে রেবতীর রূপ দ্বিগুণ হল।

অতঃপর কৃষ্ণের রুক্মিণী বিবাহের ঘটনা। বিদর্ভরাজ ভিস্মক কন্যা রুক্মিণীর বিবাহের নিমিত্ত স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। জরাসন্ধ দুর্যোধনের একশত ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডব দ্রোণ কর্ণ প্রমুখ রাজাগণ এই স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিলেন। বিদর্ভরাজ কৃষ্ণকে কন্যার যোগ্য বর বলে সভায় ঘোষণা করলে রাজপুত্র রুক্মী প্রকাশ্যে পিতার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দমঘোষের পুত্র শিশুপালকে তার ভগ্নীর যোগ্য বর রূপে ঘোষণা করেন। জরাসন্ধও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। শিশুপালের সঙ্গেই রুক্মিণীর বিবাহ স্থির হল।

কিন্তু স্বয়ং রুক্মিণী দেবী এই বিবাহে আপত্তি জানিয়ে কৃষ্ণকে স্বামী রূপে বরণ করতে চাইলেন। তিনি জনৈক ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় পাঠালেন কৃষ্ণকে তাঁর প্রস্তাবে রাজি করাতে। বিবাহের পূর্বদিনে চণ্ডী পূজার জন্য প্রাসাদের বাইরের উদ্যানে তিনি অপেক্ষা করবেন। কৃষ্ণ সেখান থেকে রুক্মিণীকে রথে তুলে নেবেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণকে এ সংবাদ জানালে কৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন হল। বিবাহের সময় আসন্ন জেনে রুক্মিণী কৃষ্ণের জন্য বিলাপ করতে লাগলেন। এমন সময় রুক্মিণী দেবী কিছু শুভ লক্ষণ দেখলেন। তাঁর বাম উরু নেত্র ভুজ স্পন্দিত হতে লাগল। কৃষ্ণ এসে রুক্মিণীর হস্তধারণ পূর্বক তাঁকে রথে তুললে রুক্মী ও শিশুপাল রুক্মিণীকে উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের রথের পশ্চাদ্ধাবন করল। ভয়াবহ যুদ্ধ হল। রুক্মী বলরামের হাতে পরাস্ত হয়ে দৈহিক নিগ্রহ ভোগ করল। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে দ্বারকায় গেলেন। ভিস্মকরাজ দ্বারকায় গিয়ে কন্যাকে নানারত্নে ভূষিত করলেন।

রুক্মিণীর প্রথম গর্ভে কামদেব জন্মগ্রহণ করেন। এ সংবাদ শুনে নারদ-কামদেবের জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে চাইলেন। মহাদেবের শাপে কামদেব ভস্মীভূত হলে রতির নির্বন্ধে শিব রতিকে বলেছিলেন, রুক্মিণীর উদরে কামদেব জন্মগ্রহণ করবে এবং সম্বর-অসুরকে বধ করে সম্বরারি নামে খ্যাত হবে। কামদেব কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে শস্ত্র বিদ্যায় পারঙ্গম হলেন। ওদিকে রতি দেবীর সঙ্গে সম্বরের বিবাহ হয়েছে। রুক্মিণীর উদরে কামদেবের জন্ম হলে সম্বর-অসুর তাকে চুরি করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। জনৈক মৎস্যজীবী কামদেবকে উদ্ধার করে রতি দেবীর নিকট সমর্পণ করে। রতি দেবী কামদেবকে অপত্য স্নেহে পালন করছিলেন। ক্রমে প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে রতি দেবী কামদেবকে প্রস্তাব দেন সম্বরকে হত্যা করে যেন কামদেব তাকে উদ্ধার করে। সম্বরের সঙ্গে

কামদেবের যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে সম্বর মুদ্‌গর নামক অস্ত্রের ব্যবহার করলেন। দৈব অনুগ্রহে কামদেব সম্বরের মুদ্‌গর অধিকার করল এবং মুদ্‌গর কামদেবের গলদেশে শোভমান হল। সম্বরের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল। সম্বরের ধন জন অধিকার করে কামদেব দ্বারকায় এলেন। রুক্মিণী দেবী কামদেবের সুন্দর রূপ দেখে তার পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে মহোৎসব করলেন।

এর পরের কাহিনী কৃষ্ণের মণিহরণ। কৃষ্ণসখা সত্রাজিৎ রাজা দ্বারকায় বাস করতেন। সত্রাজিৎ দ্বাদশ বৎসরকাল সমুদ্র কূলে নিরাহারে সূর্যপূজা করে স্যমন্তক (সেমন্তক) মণি লাভ করেন। সেই মণির অপূর্ব দীপ্তির কথা প্রজারা কৃষ্ণকে গিয়ে জানালে কৃষ্ণ সত্রাজিতের কাছে স্যমন্তক মণি চাইলেন। কিন্তু সত্রাজিৎ বললেন, সে মণি তিনি তাঁর ভ্রাতা প্রসেনকে দান করেছেন। কিছুদিন পর প্রসেন ঘোড়ায় চড়ে শিকারে গেলেন মণি পরিশোভিত হয়ে। অরণ্য মধ্যে সে মণি হাতছাড়া হয়ে যায়। মণি গিয়ে পড়ল এক সিংহের কবলে। এক ভল্লুক মণি দেখে লুব্ধ হল এবং মণির অধিকার নিয়ে সিংহের সঙ্গে ভল্লুকের যুদ্ধ বাধল। অরণ্যে প্রসেনেরও মৃত্যু হয়। সকলে ভাবল কৃষ্ণকে মণি না দেওয়ার জন্যই প্রসেনের মৃত্যু হয়েছে। অমূলক অপবাদ দূর করার জন্য কৃষ্ণ মণির অন্বেষণে বের হলেন। যে সুড়ঙ্গ পথে ভল্লুকরাজ মণি নিয়ে গমন করেছে তার অন্বেষণে গেলেন কৃষ্ণ। দ্বারকাবাসীদের বলে গেলেন, যদি তিনি আর প্রত্যাবর্তন না করেন তাহলে তারা যেন শাস্ত্রমতে তাঁর কুশশ্রাদ্ধ করে।

সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে কৃষ্ণ দেখলেন এক সুরম্য রাজপুরী। পুরীর অভ্যন্তরে জনৈকা রমণী তাঁর ক্রন্দনরত শিশুকে স্যমন্তক মণি দেবেন বলে প্রবোধ দিচ্ছেন। কৃষ্ণ পুরী মধ্যে প্রবেশ করে মণিটি সংগ্রহ করলেন। আসলে এই ভল্লুক ঋক্ষরাজ জাম্ববান। কৃষ্ণ মণি হরণ করেছেন শুনে জাম্ববান মণি উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

ক্রমে বারো দিন অতিক্রান্ত হল। ওদিকে কৃষ্ণের আত্মীয় পরিজন ভাবল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছে। রুক্মিণীদেবী এই সংবাদে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দানের সঙ্কল্প করলেন। কৃষ্ণের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হল। দ্বারকাবাসীগণ কুড়ি দিন শোক পালন করল অনশনে থেকে।

এদিকে জাম্ববানকে যুদ্ধে পরাজিত করে কৃষ্ণ সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। রাম অবতারে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এই ভল্লুকরাজই রামকে যথোচিত সাহায্য করেছিলেন। ভল্লুকরাজ কৃষ্ণকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করে কন্যা জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন। বিবাহের যৌতুক দেওয়া হল স্যমন্তক মণি। এবার মণির প্রকৃত মালিক সত্রাজিৎ কৃষ্ণের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কন্যা সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের প্রস্তাব দিলে কৃষ্ণ সম্মত হলেন। মহাসমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হল।

এমন সময় কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যুবার্তা শুনলেন। দুর্যোধন তাঁদের জতুগৃহে হত্যা করেছে। কৃষ্ণ জানতেন পাণ্ডবদের হত্যা করা সহজ নয়। প্রকৃত সংবাদ জানবার জন্য কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করলেন। এদিকে দ্বারকায় কৃতবর্মা (কৃতব্রহ্মা) অক্রূর শতধন্বা অনুমান করলেন প্রকৃত স্যমন্তক মণি রাজা সত্রাজিতের অধিকারে আছে। শতধন্বাকে পাঠান হল সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণি সংগ্রহ করার জন্য। সেইমত কাজ হল। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সত্যভামা হস্তিনাপুরে কৃষ্ণের নিকট গমন করলেন। কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে সত্রাজিতের হত্যাকারী শতধন্বাকে হত্যা করার উদ্যোগ করলেন। অক্রূর কৃতবর্মা ও শতধন্বাকে কৃষ্ণের বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুদ্ধ না করে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়নের পরামর্শ দিলেন। শতধন্বা অক্রূরের নিকট মণি গচ্ছিত রেখে বনে গিয়ে কৃষ্ণের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ দিলেন। কিন্তু মণি পাওয়া গেল না। ওদিকে সত্যভামা ভাবলেন ওই

মণি রুক্মিণীকে দেবেন বলে কৃষ্ণ তাঁকে মিথ্যা কথা বলছেন। অক্রূর দ্বারকা ছেড়ে ভোজরাজার পুরীতে চলে গেলে দ্বারকায় অনাবৃষ্টি হল। যদুবৃদ্ধগণ পরামর্শ করে অক্রূরকে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলে দ্বারকায় সুবৃষ্টি হল। মণির তত্ত্ব জেনে রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী এবং কৃষ্ণ অক্রূরের কাছে মণি প্রার্থনা করলে অক্রূর মণি ফেরৎ দিলেন। কৃষ্ণ সবাইকে বললেন, ভাদ্রমাসে চতুর্থীর চাঁদ দেখার জন্য তাঁর মিথ্যা কলঙ্ক হল।

অতঃপর কৃষ্ণের কালিন্দী বিবাহের কাহিনী। কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য সত্যবতী কুন্তি অর্জুন নকুল সহদেব প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন। যথোচিত আপ্যায়নের পর অর্জুনের সঙ্গে রথে চড়ে কৃষ্ণ ভ্রমণে গিয়ে এক নবযৌবনা সুন্দরী তপোরতা রমণীর দেখা পেলেন। জিজ্ঞাসায় জানা গেল, সে সূর্যনন্দিনী কালিন্দী। সীতার পরামর্শে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছে। নারায়ণ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হবেন এবং তিনিই হবেন তার পতি। অর্জুন ও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সব কথা জানালেন। কালিন্দীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ সম্পন্ন হল মহা সমারোহে। কৃষ্ণ কালিন্দীকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরলেন।

এরপর মিত্রবিন্দার স্বয়ম্বরসভায় যোগদান করে তাকে হরণ করলেন। অতঃপর কৃষ্ণ ভদ্রাজিত রাজার কন্যা ভদ্রা ও কোশলরাজ নগ্নজিৎ রাজার কন্যাকে বিবাহ করলেন। সাতটি দুর্দান্ত বৃষকে একা কৃষ্ণ নিয়ন্ত্রণ করে যোগ্য বিবেচিত হয়ে কৃষ্ণ নগ্নজিৎ রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু স্বয়ংবরের এই পদ্ধতি গৌরবজনক না হওয়ায় লক্ষ্যভেদের আয়োজন হয়। শাল্বরাজ শিশুপাল দন্তবক্র কাশীরাজ মৎসরাজ রুক্মী দুর্যোধন অর্জুন ভীম নকুল সহদেব লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ লক্ষ্যভেদ করেন। মদ্ররাজ কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করে কৃষ্ণ শত শত রথ ছয় সহস্র হস্তী এক লক্ষ ঘোড়া ছয় কোটি সশস্ত্র পাইক এবং নানাবিধ ধনরত্ন লাভ করেন।

মদ্রদেশের রাজা নরক প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে কুবেরের রথ কুড়ি সহস্র কন্যা ইন্দ্রের অপ্সরা অদিতির কুণ্ডল অপহরণ করলে ইন্দ্র দ্বারকায় এসে কৃষ্ণের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। প্রদ্যুম্ন শাম্ব উগ্রসেন প্রমুখ পাত্রমিত্রগণ সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ যুদ্ধযাত্রা করে প্রথমে নরক রাজার সখা মুর দৈত্যকে হত্যা করে মুরারি নামে খ্যাত হলেন। যুদ্ধে নরককে পরাজিত করে কৃষ্ণ অদিতির কুণ্ডল উদ্ধার করলেন এবং নরকের ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী বিবাহ করলেন। নরকের ধন সম্পদ শকটপূর্ণ করে কৃষ্ণ দ্বারকায় নিয়ে এলেন।

রুক্মিণী ও কৃষ্ণ পর্বতগিরিতে 'মাধাই' পূজা করছিলেন এমন সময় নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বর্গের বিভিন্ন সমাচার জ্ঞাপন করে ইন্দ্রের পারিজাতমালা রুক্মিণীকে দিলেন। নারদ সত্যভামার কাছে গিয়ে বললেন, পৃথিবীর দুর্লভ পারিজাত মালা কৃষ্ণ তোমাকে না দিয়ে রুক্মিণীকে উপহার দিয়েছে! একথা শুনে শোকে দুঃখে সত্যভামা সংজ্ঞাহীন হলেন। চেতনা পেয়ে বসনভূষণ পরিত্যাগ করে রক্তবাস ও রক্তচন্দন ধারণ করলেন।

নারদ কৃষ্ণকে বললেন, তোমার বিরহে সত্যভামা অন্নজল ত্যাগ করে বিবাগী হয়েছে। সত্যভামার ঘরে গিয়ে কৃষ্ণ দেখলেন সত্যভামা মাটিতে পড়ে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন এবং সখীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কৃষ্ণ ইঙ্গিতে সখীদের সরিয়ে দিয়ে সত্যভামার মান ভাঙালেন। কৃষ্ণ সত্যভামাকে বললেন, রুক্মিণী একটি পারিজাত মালা উপহার পেয়েছে আমি তোমাকে বৃক্ষসমেত পারিজাত এনে দেব। কৃষ্ণ নারদকে পাঠালেন ইন্দ্রের কাছে পারিজাত বৃক্ষ সংগ্রহের জন্য। ইন্দ্র জানালেন বিনাযুদ্ধে তিনি পারিজাত দেবেন না। কৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ সংগ্রহের জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন ইন্দ্রপুরীতে গরুড়ে আরোহণ করে। ইন্দ্রও ঐরাবতে চড়ে বজ্র নিয়ে অগ্রসর হলেন। গরুড়ের পাখায় লেগে ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ হলে কৃষ্ণ ইন্দ্রের পারিজাত অধিকার করে দ্বারকায় রোপণ

করলেন। পারিজাতের গুণে দ্বারকায় জরা ব্যাধি মৃত্যু দূর হল।

একদিন দ্বারকায় কৃষ্ণ রুক্মিণীর ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। সুবর্ণমণ্ডিত পাখায় সখীরা কৃষ্ণকে বাতাস করছিল। এমন সময় রুক্মিণী দেবী সখীদের হাত থেকে পাখা নিয়ে নিজে কৃষ্ণকে বাতাস করতে লাগলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, শিশুপালের মত প্রবল পরাক্রান্ত রাজার পরিবর্তে আমার মত নির্ধন পুরুষকে বরণ করলে কেন? আমার রাজ্যপাট কিংবা নৃপাসন কিছুই নেই। একথা শুনে রুক্মিণী দেবী যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হয়ে ভূপতিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, এ সব কথা নিছক কৌতুকের। রুক্মিণী বললেন, তুমি নির্গুণ পুরুষ নও ; তুমি ব্রহ্মার স্বগুণ শরীর এবং ত্রিজগতের অধীশ্বর।

কৃষ্ণ দ্বারকায় পুত্র পৌত্র পরিজন নিয়ে সুখে দিন যাপন করছিলেন। শোনিতপুরের রাজা বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠল। জয় বিজয় নামে গোবিন্দের দুই অনুচর সনকের শাপে দৈত্য যোনি প্রাপ্ত হয়ে 'হিরণ্যাক্ষ' ও 'হিরণ্যকস্যপু' রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র মহাযোগী প্রসাদ (প্রহ্লাদ) মুক্তিপদ পেয়েছিল। তাঁর পুত্র বিরোচন। বিরোচনের পুত্র বলি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী নারায়ণকে দান করে শতেক পুত্র কন্যাসহ পাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাণরাজা ছিলেন শিবের পরম ভক্ত। বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করে গৌরী ও কার্ত্তিককে তিনি বশীভূত করেন। কোনো সময়ে বাণরাজা শিবের কাছে অহঙ্কার প্রকাশ করলে তিনি বলেছিলেন, একদিন আচম্বিতে তোমার ধ্বজা ভাঙ্গা হবে (দর্পচূর্ণ করব)। এ সবই ঘটেছিল কৌতুকের মধ্য দিয়ে।

ইতিমধ্যে বাণের কন্যা ঊষা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পার্বতীকে তপস্যায় তুষ্ট করে তার উপযুক্ত বর কে হবে জানতে চাইলে পার্বতী বলেছিলেন, বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যে পুরুষের সঙ্গে তোমার স্বপ্নে মিলন হবে সেই হবে তোমার পতি। যথা সময়ে এক পুরুষের সঙ্গে স্বপ্নে ঊষার মিলন হল। শৃঙ্গার সুখে ঊষা মূর্ছা গেল। প্রভাতে চিত্রলেখা সখী তাকে সচেতন করল। চিত্রলেখা মূর্ছার কারণ জানতে চাইলে ঊষা তাকে সব কথা খুলে বলল এবং স্বপ্নে দেখা পুরুষের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করল। চিত্রলেখা সেই পুরুষকে জানবার জন্য স্বর্গ মর্ত্য পাতালের যাবতীয় বিষয় পটে চিত্রিত করল।

কিন্তু তার মধ্যে ঊষা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে না দেখতে পেয়ে বিশেষ ব্যাকুল হল। শেষে তিনি একজনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার পরিচয় চিত্রলেখার কাছে জানতে চাইলে চিত্রলেখা ঊষাকে বলে, তুমি রীতিমত ভাগ্যবতী। ভারাবতারণে কৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন ; তাঁর পুত্র প্রদ্যুম্ন কামের অবতার। তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ তোমার স্বামী হতে চলেছে। চিত্রলেখার কথা শুনে ঊষা অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হল। ঊষার কাকুতি শুনে চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব সমাচার ব্যক্ত করল। অনিরুদ্ধ ঊষা সম্পর্কে জানতে চাইল। চিত্রলেখার সহায়তায় ঊষা ও অনিরুদ্ধের মিলন হল। ঊষা গর্ভবতী হল। বাণরাজা সব বৃত্তান্ত অবগত হলেন। তিনি অনিরুদ্ধকে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন।

পাইকরা অনিরুদ্ধকে বন্দী করতে গিয়ে দেখল ঊষা-অনিরুদ্ধ পরমানন্দে পাশা খেলায় মত্ত। বাণরাজা সৈন্য পাঠালেন। অনিরুদ্ধ বীরদর্পে যুদ্ধ করলেন। সৈন্যরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেলে বাণরাজা মহাচিন্তায় পড়লেন। শেষ পর্যন্ত বাণরাজা অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্দী করলেন। এই বিপদের সময় ঊষা পার্বতীর স্তব করলে পার্বতী ঊষাকে বর দিলেন—অনিরুদ্ধকে বিপদমুক্ত হওয়ার বর।

ইতিমধ্যে বন্দী অনিরুদ্ধ অদৃশ্য হলেন। পুত্রকে না দেখে কামদেব কৃষ্ণকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। ধ্যানে কৃষ্ণ জানতে পারলেন ঊষার পিতা অনিরুদ্ধকে লুকিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণ

অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প নিলেন।

এমন সময় নারদমুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে অনিরুদ্ধের বন্দী হওয়ার ঘটনা কৃষ্ণকে জানালেন। কৃষ্ণ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন। গরুড়ের সহায়তায় কৃষ্ণ শোণিতপুরে বাণরাজার সুরক্ষিত পুরীতে সহজেই প্রবেশ করে বাণরাজার সম্মুখীন হলেন। বাণের পক্ষে স্বয়ং মহাদেব কার্ত্তিককে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হল। মহাদেব পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন। বাণের মৃত্যু অবধারিত জেনে পার্বতী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে মোহিনী বেশ ধারণ করে কৃষ্ণকে নিরস্ত্র করলেন। সৃষ্টি হল শিব জর ও বিষ্ণু জর। দুই জরে তুমুল যুদ্ধ হল। কৃষ্ণের কৃপায় জরদ্বয় যুদ্ধ থেকে বিরত হল।

পুনরায় বাণরাজা শূল হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র নিয়ে অগ্রসর হলেন। বাণের সহস্র বাহু সুদর্শন চক্রে কাটা গেল। এবার বাণরাজার সঙ্গে কৃষ্ণের সন্ধি হল। অনিরুদ্ধ মুক্তি পেল। ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে দ্বারকায় মহা ধুমধাম হল।

দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি কৃষ্ণের পুত্রগণ প্রভাসের নিকটে রম্যকাননে ক্রীড়ারত ছিলেন। তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা জলের সন্ধানে গমন করে দূরে একটি কূপ দেখতে পায়। কূপের মধ্যে ছিল এক বৃহদাকায় কৃকলাস। যদুপুত্রগণ কূপমধ্যস্থ কৃকলাসকে উদ্ধার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করলেন। কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে বামহাতে কৃকলাসটি উদ্ধার করলেন। কৃষ্ণের স্পর্শে কৃকলাস বিদ্যাধর রূপ ধারণ করল। কৃষ্ণ তার প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলে বিদ্যাধর বলল, সে ইক্ষ্বাকুনন্দন ; নাম নৃগ। বাহুবলে ত্রিভুবন বিজয়ী। সে অসংখ্য দুগ্ধবতী গাভী প্রতিদিন দ্বিজগণকে দান করত। একদা এক ব্রাহ্মণ দানে প্রাপ্ত গরুটি হারিয়ে ফেলে। সেই গরু পুনরায় রাজার গোষ্ঠে আশ্রয় নেয়। সেই গরুটিই পরদিন অন্য ব্রাহ্মণকে দান করা হয়। প্রথম ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে গাভীর মালিকানা নিয়ে কলহ শুরু করে এবং রাজার কাছে গিয়ে ধিক্কার দিয়ে বলে, একটি গরু তুমি দুজনকে দান করেছ ; এই অন্যায় কর্মের ফল তোমায় ভোগ করতে হবে। রাজার মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে রাজাকে যমদূত যমদুয়ারে হাজির করল। সেখানে 'ধর্ম্ম অধিকারী' বললেন, তোমার সৎকর্মের সংখ্যা গণনাতীত ; কিন্তু ধেনুদান নিয়ে দুই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করতে না পারার জন্য তোমার শরীরে অধর্ম প্রবেশ করেছে। সেজন্য তুমি 'কেক্কলাস' যোনি প্রাপ্ত হয়ে অধোমুখ ঊর্ধ্বপদে থাকবে। শ্রীহরির স্পর্শে তোমার মুক্তি হবে। ব্রহ্মস্ব হরণের ফল খুবই সাংঘাতিক।

এই কাহিনী শাম্ব কর্তৃক দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণার হরণ কাহিনী। লক্ষ্মণা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দুর্যোধন কন্যার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। লক্ষ্মণার রূপ গুণ শুনে বিভিন্ন দেশের রাজা সেখানে উপস্থিত হলেন। শাম্ব স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়ে বলপূর্বক লক্ষ্মণাকে রথে তুলে নিলেন। অন্যান্য রাজারা শাম্বকে নিবৃত্ত করতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। শাম্ব পরাজিত হলে তাকে নাগপাশে বন্দী করে কারারুদ্ধ করা হল। এ সংবাদ শুনে বলরাম হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, শাম্ব ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করেছে। তোমরা তাকে অন্যায় যুদ্ধে বন্দী করেছ। একথা শুনে দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হলেন ও শাম্বকে কন্যাদানে রাজি হলেন না। বলরামও ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্যোধনের রাজ্যপাট গঙ্গায় নিক্ষেপ করার হুমকি দিলেন। প্রবল ভূমিকম্প শুরু হল। হস্তিনাপুরের লোকজন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র কৃপাচার্য সমবেত হয়ে বলদেবের স্তুতি করলে বলদেব তুষ্ট হলেন। তাঁর উপস্থিতিতে লক্ষ্মণার সঙ্গে শাম্বের বিবাহ সম্পন্ন হল।

দ্বারকায় বসবাস করার সময় একদিন বলরামের গোকুল-বৃন্দাবনের কথা মনে পড়ায় তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে নন্দ যশোদার চরণ বন্দনা করলেন। যমুনার কূলে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে তিনি তৃষ্ণার্ত হলেন। যমুনাকে উচ্চৈস্বরে ডাক দিয়ে বললেন—জল নিয়ে এস। যমুনার পক্ষে

বলদেবকে জল প্রদান করা সম্ভব না হলে তিনি যমুনাকে সঙ্কর্ষণ করেন :

জলের উপর দিঞা দিল একটান।
দুকুল ভাসিঞা নদি গেল তার স্থান॥

বৃন্দাবনে বলদেব স্ত্রীলোকগণের সঙ্গে নানা ক্রীড়ায় রত ছিলেন। সেই বনে দুই প্রজাতির নিশাচর বানর উৎপাত করে ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করত। বলরাম ওই বানরদের বধ করেন।

একদিন দ্বারকায় উগ্রসেন প্রভৃতি সভাসদ্ নিয়ে কৃষ্ণ রাজসভায় বসেছিলেন ; এমন সময় কাশীরাজ শৃগাল-বাসুদেবের দূত সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজার আজ্ঞা অনুসারে কৃষ্ণকে বলল, আমি বাসু একথা সর্বলোকে জানে। আমার ভূষণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। এই চিহ্ন ধারণ করে অনেক যবন জন্ম গ্রহণ করেছে। দূত কৃষ্ণকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ত্যাগ করতে বলল। একথা শুনে কৃষ্ণ সহাস্যে দূতকে বললেন, তোমার রাজার সম্মুখে আমি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ত্যাগ করব। একথা শুনে কাশীরাজ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সুদর্শন চক্র দিয়ে কৃষ্ণ শৃগালরাজের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। শৃগাল রাজার পুত্র পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মহাদেবকে তুষ্ট করে কৃষ্ণকে পরাভূত করার বর লাভ করে। যজ্ঞকুণ্ড থেকে অগ্নিময় এক পুরুষ আবির্ভূত হয়ে দ্বারকার দিকে অগ্রসর হল। দ্বারকার লোক ভীত হয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাড়িত হয়ে সেই অগ্নিময় পুরুষ কাশীপুরে গিয়ে কাশীপুর দাহ করল। অগ্নিদগ্ধ হয়ে কাশীরাজের মৃত্যু হল।

কৃষ্ণ দ্বারকায় পুত্র পৌত্র নিয়ে সুখে আছেন। নারদ দ্বারকায় এলেন কৃষ্ণকে দর্শন করতে। তিনি সবিস্ময়ে দ্বারকার প্রতি ঘরে কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ একই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে রুক্মিণী, সত্যভামা জাম্ববতী নগ্নজিতা লক্ষ্মণা প্রভৃতি মহিষীগণের গৃহে বিরাজমান। এই দৃশ্য দেখে নারদ আনন্দিত ও বিস্মিত হলেন।

একদিন কৃষ্ণ 'নিত্যক্রিয়া' সম্পন্ন করে দ্বারকার রাজসভায় ধর্মচর্চা ও বাহ্যচর্চা করছেন এমন সময় দূত সংবাদ দিল জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের সময়ে যে সকল রাজা অংশগ্রহণ করেছিল জরাসন্ধ তাদের একে একে পরাজিত করে বন্দী করেছে। বন্দীশালায় তাদের লৌহপাশ দিয়ে অবিরত প্রহার করা হচ্ছে। উদ্ধারের আশায় বন্দী রাজারা কৃষ্ণের নাম শরণ করছে।

এমন সময় নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইন্দ্রপুরে (ইন্দ্রপ্রস্থে) গিয়ে দেখলাম পাণ্ডবগণ রাজপুরীর বহির্দ্বারে বিষণ্ণ বদনে রয়েছেন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান। কৃষ্ণের সহায়তা ছাড়া এই যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ হবে না। একথা শুনে কৃষ্ণ উদ্ধবের পরামর্শ চাইলে উদ্ধব বললেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে জরাসন্ধ উপস্থিত থাকবেন। তাঁর সৈন্যসামন্ত অনেক। সম্মুখ সমরে তাঁকে পরাজিত করা যাবে না। তুমি ভীম এবং অর্জুন সন্ন্যাসীর বেশ ধরে পুরীতে প্রবেশ করে তাকে অতর্কিতে হত্যা করবে।

বলভদ্রকে দ্বারকাপুরী রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুর গমন করলেন হস্তী অশ্ব সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে। কৃষ্ণের আগমনে হস্তিনাপুরী উৎসব আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। ষোল সহস্র কৃষ্ণমহিষীগণকে যথোচিত সমাদর করা হল। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন স্বর্গত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারকল্পে তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে চান। কৃষ্ণের সাহায্য ছাড়া সে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবার নয়।

কৃষ্ণের পরামর্শে চার পাণ্ডব ভ্রাতা চারদিকে গমন করলেন। ভীম সৈন্য সামন্ত নিয়ে পশ্চিমদিকে গেলেন। উত্তরে অর্জুন ও পূর্বদিকে গেলেন সহদেব। নকুল গেলেন দক্ষিণ দিকে। চারদিক থেকে চার ভাই প্রভূত ধন সম্পদ সংগ্রহ করে আনলেন। এরপর মগধরাজ জরাসন্ধ যে-সব রাজাকে বন্দী করেছেন তাদের মুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হল। কৃষ্ণ এবং ভীম অর্জুন সন্ন্যাসীর বেশ ধরে জরাসন্ধের পুরীর উদ্দেশ্যে গমন করলেন। মগধের পথে যেতে ভীম কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা

করলেন জরাসন্ধের নামকরণের কারণ কি?

কৃষ্ণ বললেন, জরাসন্ধের পিতা মগধরাজ বৃহদ্রথ অপুত্রক ছিলেন। পুত্রলাভের আশায় তিনি অনেক যাগযজ্ঞ ও দান ধ্যান করলেন। একদা দুর্বাসা মুনি বৃহদ্রথের পুরীতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর মনোবেদনা মুনিকে জানালেন। রাজার কাকুতি শুনে মুনি বৃহদ্রথকে যজ্ঞ করতে বললেন। যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হলে মুনি একটি ফল এনে রানীদের ওই ফল ভক্ষণ করতে বললেন। বৃহদ্রথের দুই রানী ফলটি ভক্ষণ করলেন দ্বিখণ্ডিত করে। যথাকালে বৃহদ্রথের দুই রানী দুটি দ্বিখণ্ডিত সন্তান প্রসব করলেন। দ্বিখণ্ডিত সন্তান দুটিকে চুপড়িতে পুরে বাঁশবনে পরিত্যাগ করা হল। বাঁশবনে জরা নামে এক নিশাচরী গর্ভপাতে মৃত শিশুদের ভক্ষণ করত। শিশুর মৃতদেহ ভক্ষণ করতে এসে জরা রাক্ষসী 'অর্দ্ধ অর্দ্ধ সরির দেখি কৌতুক হইল'। দুই হাতে ধরে দুটি অর্ধেক শরীর একত্রিত করে জরা একটি পরিপূর্ণ মানব শিশু তৈরি করল। তাকে কোলে নিয়ে জরা রাজদ্বারে উপস্থিত হয়ে রাজাকে সব বৃত্তান্ত জানাল। রাজা বৃহদ্রথ শিশুটি গ্রহণ করে রাক্ষসীকে নানা উপহারে তুষ্ট করলেন। রাজা দুই রানীকে সন্তান পালনের দায়িত্ব দিলেন এবং তার নাম রাখলেন জরাসন্ধ। কালক্রমে জরাসন্ধ ভুবনবিজয়ী বীর হলেন।

একাদশীর পরদিন জরাসন্ধ স্নানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় সন্ন্যাসীর বেশ ধরে তাঁরা তিনজন জরাসন্ধের সামনে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণ ভেবে জরাসন্ধ তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর করলেন। ব্রাহ্মণ রূপী পাণ্ডবেরা জরাসন্ধকে বললেন, আপনি দানশীল রাজা শুনে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। যে যা প্রার্থনা করে অকাতরে আপনি তা পূরণ করেন। আমরাও একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি ; আপনাকে পূরণ করতে হবে।

জরাসন্ধ বুঝতে পারলেন, এ সবই ছলনা। কারণ এরা ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণের শরীরে কখনো অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন থাকে না, থাকে ক্ষত্রিয়ের শরীরে, এরা আসলে ব্রাহ্মণ বেশধারী ক্ষত্রিয়—'মায়া পাতি কোন জন ছলিবারে আইল'। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন তাদের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ চাইলেন। ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের যুদ্ধ হল। দুজনেই সমান বীর। যুদ্ধও হল রণনীতি মেনে। কিন্তু ন্যায় যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল।

তখন এক গাছা বেনাপাতা চিরে দু'খণ্ড করে কৃষ্ণ ভীমকে দেখালেন। ভীম সেইমত জরাসন্ধকে দ্বিখণ্ডিত করলেন—'দুই খান হইল তবে মগধ ঈশ্বর'। কৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের রাজা করলেন। যেসব রাজাকে জরাসন্ধ বন্দী করেছিল তারা মুক্তি পেল। কৃষ্ণ তাদের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

যুধিষ্ঠির ময়দানবকে দিয়ে বিচিত্র সভাগৃহ নির্মাণ করালেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সেই সভাগৃহে বসেছিলেন তখন দুর্যোধন সেখানে এসে জলকে স্থল মনে করে ভূপতিত হলে দ্রৌপদী দুর্যোধনকে উপহাস করেন।

রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত বেদব্যাস ভরদ্বাজ নারদ গৌতম প্রভৃতি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের বরণ করা হল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র যজ্ঞ দেখার জন্য উপস্থিত হলেন। সোনার লাঙল দিয়ে চাষ করে যজ্ঞবেদী নির্মিত হল। শিশুপাল, দন্তবক্র, বরুণ, যমরাজ সকলেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, বিদুর সকলেই যজ্ঞ কর্মের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাধা হল।

যজ্ঞের পর উপস্থিত অতিথিবর্গের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা দানের প্রস্তাবে—'সর্বলোক তুষ্ট হয় হরি তুষ্ট হৈলে' এই রকম চিন্তা করে কৃষ্ণকে প্রথম পূজা করা হবে স্থির হল। এতে শিশুপাল প্রবল আপত্তি জানিয়ে সভামধ্যে কৃষ্ণের নিন্দা করল। শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা শুনে

সভাস্থ রাজগণ ক্রুদ্ধ হলেন। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে শিশুপালকে বধ করলেন। শিশুপালের অঙ্গজ্যোতি কৃষ্ণের চরণে প্রবেশ করল।

নারদ বললেন, বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয় বিভিন্ন জন্মে অসুর রূপে জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে তারা হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু রূপে জন্মগ্রহণ করে, পরের জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ। তার পরজন্মে এরাই শিশুপাল ও দন্তবক্র। যজ্ঞ-শেষে কৃষ্ণের গুণগান করে সব রাজা প্রস্থান করলেন।

এবার কৃষ্ণ শাল্ব নামে জনৈক অসুর বধ করলেন। রুক্মিণী বিবাহের সময় শাল্ব কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তখন থেকে কৃষ্ণের সঙ্গে তার শত্রুতা। ঊর্ধ্বপদে নিরাহারে এক বছর শিবের তপস্যা করে শাল্ব অমরত্বের বর লাভ করেছিলেন। ময়দানবকে দিয়ে শাল্ব একটি রথ নির্মাণ করান যার গতি অলক্ষিত। সেই রথে সৈন্য পাঠিয়ে শাল্ব দ্বারকাপুরী বেষ্টন করল এবং সেখানকার বন, উপবন, গোপুর মন্দির নির্বিচারে ধ্বংস করতে লাগল। কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন শাল্বকে প্রতিরোধ করতে গেলেন। সাত্যকি, অক্রুর, সুক, সারণ প্রদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধে গেল। প্রদ্যুম্ন শাল্বকে বধ করলেন কিন্তু যুদ্ধ চলতে লাগল। ঘুমাল নামে শাল্ব-পক্ষের এক বীর গদাঘাতে প্রদ্যুম্নকে ধরাশায়ী করল। কৃষ্ণের সারথি দ্বারুকের পুত্রের সহায়তায় প্রদ্যুম্ন ঘুমালকে বধ করেন। শাল্বের সৈন্যবাহিনী সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়।

ওই সময়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের আমন্ত্রণে ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করে তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে শাল্বের সঙ্গে প্রদ্যুম্নের সংঘর্ষের বিবরণ শুনলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে শাল্বকে পুনরায় বধ করলেন। তার অজেয় রথ চূর্ণ করা হল। এমন সময় দূত এসে খবর দিল শাল্ব পুনর্জীবিত হয়ে কৃষ্ণের পিতা বসুদেবকে বন্দী করেছে। স্বয়ং শাল্ব কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে বলল—দেখ্ কৃষ্ণ! তোর পিতার মুণ্ডচ্ছেদ করছি। যদি পারিস তোর পিতাকে রক্ষা কর। এই বলে বসুদেবের শিরশ্ছেদ করে শাল্ব অন্তরীক্ষে চলে গেল। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন এ সবই শাল্বের মায়া। শাল্ব আকাশ থেকে বাণ বর্ষণ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দিয়ে শাল্বকে হত্যা করলে দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করলেন।

দ্বারকায় কৃষ্ণকে রুক্মিণী বললেন, তার ভাই রুক্মী প্রদ্যুম্নের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন ; এখন অনিরুদ্ধের সঙ্গে পৌত্রীর বিবাহ দিতে চান। ভোজকূট দেশের 'রুদ্ধীর' নগরে কৃষ্ণ ও রুক্মিণী উপস্থিত হলে রুক্মীরাজ সবিশেষ আনন্দিত হলেন এবং কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে অনিরুদ্ধের-সঙ্গে পৌত্রীর বিবাহ সম্পন্ন করলেন।

অতঃপর বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে রুক্মীরাজ পাশা খেলায় বলরামকে আহ্বান করলেন। কপট পাশা খেলা আরম্ভ হল কিন্তু বলরাম অকপট মনে খেলতে লাগলেন। তিনি খেলায় জিতলে দন্তবক্র বক্র হেসে লক্ষ পণ ধরল ; পরে অর্বুদ পণ ধরলে বলভদ্র খেলায় জিতলেন। এবার রুক্মী জাতির ইঙ্গিত দিয়ে বলরামকে অপদস্থ করলে মুষল প্রহারে বলরাম রুক্মীকে হত্যা করলেন। দন্ত বিস্ফারিত করে দন্তবক্র বলরামকে উপহাস করেছিলেন বলে বলরাম সেই দন্ত গুলি উৎপাটন করলেন।

নর্মদা তীরে বজ্রনাভের পুরী ছিল সুবর্ণ রচিত মণিমাণিক্যখচিত। বজ্রনাভ সুমেরু পর্বতে তপস্যা করে ত্রিভুবনবিজয়ী বীর হয়েছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দিলেন চন্দ্র, সূর্য, রাহু, তারাগণ, নরলোক ও গন্ধর্বলোকের কেউ তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর পুরীতে প্রবেশ করতে পারবে না। বর লাভ করে বজ্রনাভ দৈত্য ইন্দ্রের পুরী অধিকার করার জন্য ইন্দ্রের নিকট দূত পাঠালেন। ইন্দ্র বিপদ বুঝে বৃহস্পতির সঙ্গে পরামর্শ করে জানলেন একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া এ বিপদে কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। কৃষ্ণের নিকট দূত পাঠান হল। বজ্রনাভকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে পাঠালেন। সঙ্গে গেল গদ সামু (শাম্ব) নামে দুই বীর। স্থির হল, বজ্রনাভের

পরমাসুন্দরী কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের মিলন হবে রাজহংসীর দৌত্যে। এইভাবে তারা কৌশলে বজ্রনাভের পুরীতে প্রবেশ করে বজ্রনাভকে হত্যা করবে। এই রাজহংসীরা ব্রহ্মার বাহন। ইন্দ্রের আদেশে বজ্রনাভের পুরীতে প্রবেশ করে একটি সরোবরে রাজহংসীরা আশ্রয় নিল। প্রভাবতীর দাসীরা সুন্দর রাজহংসীদের দেখে কৌতূহলী হয়ে প্রভাবতীকে জানাল। প্রভাবতী রাজহংসীদের কাছে গেলে তারা মানুষের ভাষায় বলল, আমরা অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করি। আমাদের ধরা সহজ নয় ; তবে যত্ন করে পালন করলে আমরা আপনি ধরা দেব। সূচিমুখী নামে রাজহংসী বজ্রনাভের প্রাসাদের সরোবরে রইল ; অন্য হংসীরা স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে সমাচার জানালে ইন্দ্র বুঝলেন কার্যসিদ্ধি হয়েছে।

সূচিমুখী রাজহংসী প্রভাবতীকে বলল সে কামচারী হয়ে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল পরিভ্রমণ করেছে। দ্বারকানগরে প্রদ্যুম্ন গদ ও শাম্ব নামে কৃষ্ণের তিন পুত্রের রূপের তুলনা নেই। প্রভাবতী তাদের বর্ণনা শুনে প্রেমমুগ্ধ হয়ে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে মিলন কামনা করল। সূচিমুখী দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণকে সকল সমাচার অবগত করাল।

কশ্যপমুনি প্রভাসের তীরে যজ্ঞ করলে দেবতা ও গন্ধর্বগণ যজ্ঞ দেখতে এলেন। যজ্ঞাগ্নি থেকে ভদ্র নামে জনৈক নট উৎপন্ন হল। নৃত্য গীত ও অভিনয়কলায় সে অতিশয় দক্ষ। কশ্যপ মুনি তাকে বর দান করে বললেন :

জত আছে নৃত্যকলা সকল জানিবে।
জার ঠাঞী জাবে তারে সত্বরে মোহিবে॥
তোর নৃত্য দেখিঞা ভুলিব ত্রিভুবন।

কৃষ্ণ রাজহংসীকে বললেন, ভদ্রনটকে এখানে নিয়ে এস। তার সঙ্গে প্রদ্যুম্নকে নটরূপে বজ্রপুরীতে পাঠিয়ে বজ্রনাভকে বধ করাব। কৃষ্ণের আদেশে ভদ্রনট প্রদ্যুম্ন গদ শাম্বকে নিয়ে বজ্রপুরে গমন করলেন। কৃষ্ণের তিন পুত্র প্রভাবতী ও তাঁর দুই ভগ্নী গান্ধর্ব বিবাহ করবে। সূচিমুখীর সাহায্যে তারা বজ্রপুরীতে প্রবেশ করে রামায়ণ কাহিনী অভিনয় শুরু করল। রামের জন্ম থেকে সীতাহরণ পর্যন্ত অভিনয় হল। অভিনয় দেখে খুশি হয়ে বজ্রনাভ নটগণকে পারিতোষিক দিলেন।

অতঃপর সূচিমুখী রাজহংসী গোপনে প্রভাবতীকে জানালেন এই নটদের মধ্যে একজন পূর্বকথিত প্রদ্যুম্ন। প্রভাবতী প্রদ্যুম্নের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হল। প্রদ্যুম্ন ফুলের মধ্যে ভ্রমরের রূপ ধরে লুকিয়ে রইলেন। সন্ধ্যা হলে রাজকুমারীর কাছে ফুলের যোগান গেল। সেই ফুলের মধ্যে আত্মগোপন করে প্রদ্যুম্ন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে বিধিমতে প্রভাবতীর সঙ্গে গান্ধর্ববিবাহ সম্পন্ন হল। দিনের বেলা নটের সঙ্গে প্রদ্যুম্ন নটবেশে থাকেন ; রাত্রে গোপনে মিলিত হন প্রভাবতীর সঙ্গে। ক্রমে প্রভাবতীর দেহে সম্ভোগ লক্ষণ প্রকাশ পেল। দুই ভগ্নীকে প্রভাবতী চাতুরী বচনে বলল, এক ঋষি তাকে মন্ত্র দিয়েছেন। সেই মন্ত্র শরণ করলে এক দেবকুমার আবির্ভূত হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়। প্রভাবতীর ভগ্নীদ্বয় সেই মন্ত্র চাইল। প্রদ্যুম্ন ভগ্নীদ্বয়ের সঙ্গে মিলনের জন্য গদ ও শাম্ব দুই ভাইকে আনবেন বলে জানালেন। পরদিন প্রভাবতী গদ ও শাম্ব দুই ভ্রাতার সঙ্গে দুই ভগ্নীর (এরা বজ্রনাভের ভ্রাতা সুনাভের কন্যা) বিবাহ দিলেন গান্ধর্বমতে। তিন ভ্রাতা তিন কন্যার সঙ্গে গোপনে অবস্থান করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে কশ্যপের যজ্ঞ শেষ হলে বজ্রনাভ স্বর্গপুরী দখল করতে চাইলে মুনি বললেন, শত চেষ্টা করলেও তুমি স্বর্গরাজ্য অধিকার করতে পারবে না। কারণ :

জার জেই অধিকার সেই তাতে থাকে।
দৈব নিবন্ধ কেহো কাকে না পারে দিবাকে॥

কালক্রমে বজ্রনাভের তিন কন্যার তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল। তারা যথাক্রমে চন্দ্রপ্রভা,

গুণমন্ত ও হংসকেতু। জন্মক্ষণেই তারা দেবতার বরে যৌবনে উপনীত হল। জয়ন্ত তাদের সৈন্য সামন্ত দিল যুদ্ধের জন্য। তিন বীর বজ্রনাভ দৈত্যকে বধের অঙ্গীকার করল। অন্তঃপুরে প্রহরীরা তিনজন পুরুষকে দেখে বিস্মিত হয়ে বজ্রনাভকে সংবাদ দিল। বজ্রনাভ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে সেনাপতি তালজঙ্গকে পাঠাল তিন কুমারকে বন্দী করে আনার জন্য।

তালজঙ্গ বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। যুদ্ধ শুরু হলে প্রদুম্ন, গদ, শাম্ব কুমারদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ছয়জন বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তালজঙ্গ নিহত হল। এ সংবাদ শুনে স্বয়ং বজ্রনাভ যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। সূচিমুখী রাজহংসীর মুখে তালজঙ্গের পতনের খবর পেয়ে কৃষ্ণ এবং জয়ন্ত যুদ্ধে যোগ দিলেন। দৈত্যদের পক্ষে অনেকে রণে ভঙ্গ দিল। পাশুপত বাণে গদ বজ্রদন্ত নামক ভীষণ দৈত্যের শিরশ্ছেদ করলেন। বরুণ বাণে জয়ন্ত দীর্ঘদন্তের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। অগ্নিবাণে দুর্মুখ দৈত্যকে হত্যা করা হল। এইভাবে দৈত্যকুলের ক্ষয় হল। বজ্রনাভ একা যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। তিনি মায়াযুদ্ধের আশ্রয় নিলেন। প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের পরামর্শে অর্ধচন্দ্র বাণের সাহায্যে বজ্রনাভকে হত্যা করলেন। দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করে বিজয়োৎসব করলেন।

দৈত্যের নারীগণ শোকাকুল হয়ে ভূলুণ্ঠিত হল। তারা রণস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃত সৈনিকদের মধ্যে বজ্রনাভের মৃতদেহ অনুসন্ধান করে বিলাপ করতে লাগল। বিলাপ শুনে কৃষ্ণ ও ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে দৈত্য পত্নীদের সান্ত্বনা দিলেন। প্রদ্যুম্ন, গদ, শাম্ব এই তিনপুত্রের বিবাহ দিয়ে বজ্রনাভের ধন সম্পদ কৃষ্ণ দ্বারকায় নিয়ে গেলেন।

সুদাম (সুদামা) নামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক অবন্তী নগরে বাস করতেন। সুদাম হরিভক্তি পরায়ণ ভিক্ষোপজীবী। দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন তাঁর স্ত্রী সুদামকে বললেন, তোমার সখা কৃষ্ণ ত্রিদশের ঈশ্বর, নানা ধনে ধনী, ইন্দ্রের পূজ্য। তাঁর সামান্য দানেও দারিদ্র্য দূর হয়। তাঁর কাছে কিছু সম্পদ প্রার্থনা করে আন। স্ত্রীর পরামর্শে সুদাম কৃষ্ণ দর্শনের অভিপ্রায়ে দ্বারকা যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ সুদামের বাল্যবন্ধু। দীর্ঘকাল পর বান্ধবদর্শনে তিনি গমন করলেন সামান্য খুদ উপহার সঙ্গে নিয়ে। দ্বারকা নগরে ব্রাহ্মণের অবাধ প্রবেশাধিকার। অনেক অলিন্দ অতিক্রম করে সুদাম কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হলেন। সুদামকে দেখে আনন্দিত হয়ে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে জল আনতে বললেন ; সুদামের পাদ-প্রক্ষালনের জন্য। পর্যঙ্কের উপর বসিয়ে কৃষ্ণ সুদামের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করতে লাগলেন। সুদাম কৃষ্ণকে খুদ মুষ্টি উপহার দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। কৃষ্ণই সুদামের নিকট খুদ চেয়ে নিয়ে এক মুষ্টি খুদ মুখে তুললেন।

নানা রঙ্গে নানা কথায় রজনী অতিবাহিত হল। সুদাম কৃষ্ণের কাছে কিছু চাইতে পারলেন না। পথে যেতে যেতে সুদাম ভাবছেন, স্ত্রীর কাছে তিনি কী জবাব দেবেন। ধন সম্পদ থাকলে ধনমদে মত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ বিস্মৃত হতে হবে। অতএব এই ভাল। নিজের গ্রামে পৌঁছে ব্রাহ্মণ দেখলেন যেখানে তাঁর বাড়ি ছিল সেখানে ইন্দ্রপুরীর মত এক বিশাল সুসজ্জিত প্রাসাদ। হিরামন মাণিক প্রতি ঘরে রাশি রাশি। ব্রাহ্মণী তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করলেন।

সূর্য উপরাগ উপলক্ষে কৃষ্ণ লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রভাসে গমন করলেন। ওদিকে বৃন্দাবন থেকে নন্দ ও অন্যান্য গোপগোপীরা প্রভাসে এসে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডব ও কৌরবগণও স্ত্রীপুত্র সঙ্গে নিয়ে প্রভাসে এলেন। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করার জন্য নন্দ-যশোদা কৃষ্ণ-বলরামের কাছে ক্রন্দন করলেন ; গোপীরাও দুঃখ প্রকাশ করলেন তাঁদের বিস্মৃত হওয়ার জন্য।

ওদিকে রুক্মিণী দেবী দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁদের বিবাহের কাহিনী, সত্যভামা, জাম্ববতী, কালিন্দীর বিবাহের কাহিনী বর্ণনা করে অবসর বিনোদন করলেন। দ্রৌপদী লক্ষ্মণাকে তাঁর বিবাহের কাহিনী বর্ণনা করতে বললেন। এইভাবে কৃষ্ণকথা আলোচনায় সকলেই আনন্দিত হলেন।

প্রভাসে উপস্থিত মুনিগণ বসুদেবের গৃহে কৃষ্ণকে দর্শন করতে গেলে বসুদেব মুনিগণকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :-

কোন ধর্ম্ম গৃহস্তের সংসার তরিব।
কোন ধর্ম্মে থাকী কেমন আচরন করিব॥

যাঁর গৃহে স্বয়ং ব্রহ্ম অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর মুখে মুনিগণ এই প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হলেন। তাঁরা বসুদেবকে যজ্ঞ করার পরামর্শ দিলেন।

প্রভাসে উপস্থিত রাজন্যবর্গ বসুদেবের যজ্ঞে আমন্ত্রিত হলেন। তাঁদের যথোচিত সমাদর করা হল। ব্যাস, বশিষ্ঠ, নারদ, বিশ্বামিত্র, ধৌম্য, পুলস্ত, অঙ্গিরা প্রমুখ ঋষিগণ যজ্ঞকুণ্ড বেষ্টন করে বসলেন। যজ্ঞশেষে বেদান্ত মীমাংসা নিয়ে বহু বাদানুবাদ হল। ব্রহ্মার সাক্ষাতে যজ্ঞাহুতি প্রদান করা হল।

একদা নৈমিষ কাননে বশিষ্ট প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মধ্যে কে বড় জানবার জন্য ভৃগুমুনিকে তিন জনের কাছে পাঠালেন। ভৃগু কৈলাসে শিবের কাছে গেলে শিব ভৃগুকে ভাই বলে আলিঙ্গন করতে গেলেন। ভৃগু ক্রোধাবিষ্ট হয়ে শিবকে বললেন, ভূতপ্রেতের সঙ্গে দিনযাপন কর, আমাকে স্পর্শ করো না। শিব শূল হস্তে ভৃগুকে তাড়না করলে তিনি গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মা দেবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। অতিথি সৎকারের ক্রটির অজুহাতে ভৃগু বহ্মাকে কটুবাক্য বললেন। ব্রহ্মা ভৃগুকে প্রহার করতে উদ্যত হলে সেখান থেকে পলায়ন করে ভৃগু কৃষ্ণের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ পালঙ্কের উপর নিদ্রিত ছিলেন। ভৃগু কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করে তাঁর নিদ্রা দূর করলেন। নিদ্রোত্থিত কৃষ্ণ ভৃগুকে সবিনয়ে বললেন, অতিথির আগমনে আমি নিদ্রাভিভূত থেকে নিতান্ত অপরাধ করেছি। তোমার পায়ে ব্যথা লাগল বলে আমি দুঃখিত। তোমার পদাঘাতে আমার শরীর শুদ্ধ হল। কৃষ্ণের মহত্ত্বের কথা ভৃগু প্রচার করলেন।

শকুনির পুত্র বৃকা মুনিদের জিজ্ঞাসা করল, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে কোন দেবতাকে তুষ্ট করলে অবিলম্বে বর মিলবে। মুনিগণের পরামর্শে বৃকা হরের তপস্যা শুরু করল। নিজের শরীরের মাংস কেটে যজ্ঞে আহুতি দিল। অবশেষে মস্তক ছেদনে উদ্যত হলে যজ্ঞাগ্নি থেকে শিব উত্থিত হয়ে বৃকাসুরকে বর দান করতে চাইলেন। বৃকাসুর বর চাইল, যার মাথায় যখন হাত দেব তৎক্ষণাৎ সে ভস্মে পরিণত হবে। শিব বৃকাসুরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

এবার বৃকাসুর শিবের মাথায় হাত দিয়ে বরের সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে চাইল। ভীত হয়ে শিব পলায়ন করলে বৃকা তার পশ্চাৎধাবন করল। শিব প্রথমে ইন্দ্রপুরে গেলেন ; সেখান থেকে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। ইতিমধ্যে শিবের সন্ধানে বৃকাসুরও সেখানে উপস্থিত হল। কৃষ্ণ মধুর বচনে বৃকাসুরকে শিবকে খোঁজার কারণ জানতে চাইলে বৃকাসুর কৃষ্ণকে শিবের বর দানের কথা জানাল। কৃষ্ণ বৃকাসুরকে প্রবোধ দিয়ে নিজের মাথায় হাত দিয়ে বরের সত্যতা যাচাই করতে বললেন। তদনুযায়ী নিজেই ভস্মরাশিতে পরিণত হল। এ সংবাদ শুনে শিব কৃষ্ণকে বললেন—হরি ও হর অভিন্ন।

দ্বারকা নগরে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি বাস করত। বাহ্মণী মৃত পুত্র প্রসব করলে ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে বলল, 'তোর পাপে পুত্র মোর অকালেত মরে'। উত্তরে স্ত্রী বলে, 'পর পুরুষের সঙ্গ না জানি স্বপনে'। ব্রাহ্মণও নিষ্পাপ। অবশেষে তারা পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে বললেন, এবার যে সন্তান তোমার জন্মাবে তাকে প্রদ্যুম্ন রক্ষা করবে। কিন্তু কার্যত প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণের সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। এরপর শাম্ব, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ, গদ, উদ্ধব, উগ্রসেন এ কাজে ব্যর্থ হলেন। ব্রাহ্মণের পর পর আটটি সন্তানের মৃত্যু হল। পুত্রশোকে

ব্রাহ্মণ দেশত্যাগে মনস্থ করলে অর্জুন সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণের পুত্রকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করলেন।

যথাকালে ব্রাহ্মণী সন্তান প্রসব করলে যমদূত তাকে নিয়ে গেল। অর্জুন গাণ্ডীব হস্তে যমদূতের পশ্চাৎধাবন করলেন কিন্তু কোথাও যমদূতের সন্ধান না পেয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে আত্মবিসর্জনের জন্য অগ্নিকুণ্ড তৈরি করলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে এ কাজে নিবৃত্ত করে রথে চড়ে অর্জুনকে নিয়ে সপ্তদ্বীপ সপ্তসাগর লঙ্ঘন করে বিষ্ণুলোকে গিয়ে দেখলেন ব্রাহ্মণের নয়টি পুত্র সেখানে রয়েছে। বিষ্ণু কৃষ্ণকে জানালেন তাঁর দর্শন লাভের জন্যই তিনি ব্রাহ্মণের নয়টি পুত্র হরণ করেন।

একদিন দ্বারকায় দৈবকী কৃষ্ণকে বললেন, তোমার অনেক মহিমা শুনেছি। ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র উদ্ধার তোমারই অলৌকিক ক্ষমতায় সম্ভব হয়েছে। আমার যে ছয় পুত্রকে কংস হত্যা করেছিল তাদের তুমি জীবিত এনে দাও। কৃষ্ণ পাতালে বলির সদনে উপস্থিত হলেন। সেখানেই কৃষ্ণের ছয় সহোদর অবস্থান করছিল। বলিরাজা কৃষ্ণকে যথোচিত সমাদর করলে কৃষ্ণ বললেন, 'মাএর সটপুত্র মোরে দেহ নৃপবর'। ছয় ভাই সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এমন সময় আকাশে দুন্দুভি বেজে উঠল এবং ছয়টি রথ নেমে এল। কৃষ্ণের ছয় ভ্রাতা দিব্য দেহ ধারণ করে বলল, তারা মরীচির পুত্র। অঙ্গিরা ঋষিকে অসম্মান করায় তারা দৈত্যযোনি প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের স্পর্শে তাদের শাপমুক্তি হবে। হিরণ্যকশিপুর বীর্যে জন্মগ্রহণ করে তারা বলির সদনে রসাতলে বাস করছিল। দেবী মহামায়া তাদের দৈবকী উদরে স্থাপন করেন। কংস তাদের হত্যা করলে পুনরায় তারা পাতাল ভুবনে বলির সদনে অবস্থান করছিল। কৃষ্ণের স্পর্শে উদ্ধার লাভ করে স্বর্গলোকে তারা স্থান পেল।

দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী। যুধিষ্ঠির অন্য চার ভাইকে বললেন, এক এক জন এক এক দিন দ্রৌপদীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে তার একবছর বনবাস হবে। একদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সঙ্গে পালঙ্কে বসে হাস্য পরিহাসে রত ছিলেন এমন সময় এক চোর জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে। ব্রাহ্মণ অর্জুনের সাহায্য চাইলে অর্জুন ধনুর্বাণ সংগ্রহের জন্য যুধিষ্ঠিরের ঘরে প্রবেশ করলেন। এই অপরাধে তাঁর এক বছর বনবাস হল। এক বছর বনবাসের পর অর্জুন দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে মিলিত হলেন।

একদিন ভ্রমণকালে অপূর্ব সুন্দরী সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন মোহিত হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে চাইলেন। এ বিবাহে কৃষ্ণের ইচ্ছা থাকলেও বলভদ্রের অমত ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, সুভদ্রাকে বলপূর্বক রথে তুলে নিতে। একদিন সুভদ্রা যখন একলা স্নান করতে যাচ্ছিলেন সেই সময় অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করলেন। এতে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে মুষল হাতে অর্জুনের পশ্চাৎধাবন করলেন। কৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে বলরাম তাঁকে ধিক্কার দিলেন অর্জুনের এই দুষ্কর্মে সহায়তা করার জন্য। কৃষ্ণ উত্তরে বললেন, কুলে শীলে অর্জুন যোগ্য পাত্র। কাজেই এতে দুঃখ করা উচিত নয়। বলরাম যদুবীরদের নিয়ে সৈন্য-সজ্জা করে অর্জুনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। অর্জুন হস্তিনানগরে গেলেন। শেষে যুধিষ্ঠিরের মধ্যস্থতায় অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

কান্যকুব্জে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করত। সে ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে অন্ধ পিতামাতার সেবা করত। একদিন অজামিল পুষ্পোদ্যানে জনৈকা কুলটা নারীর সাক্ষাৎ পায়। তাকে বিবাহ করে ব্রাহ্মণ অন্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে দেশান্তরে গমন করে। ক্রমে তার দশটি পুত্র জন্মায়। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। মৃত্যুকালে অজামিল তার নাম উচ্চারণ করে। যমদূত ও বিষ্ণুদূত

তাকে নিতে এলে যেহেতু সে মৃত্যুকালে নারায়ণ শরণ করেছে সেজন্য অনেক পাপ সত্ত্বেও যমদূতদের বিতাড়িত করে বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল। নাম জপের কারণে তার সব পাপ দূরীভূত হল।

পুত্র পৌত্র নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় সুখে আছেন। বিলাস বৈভবে দ্বারকা যেন দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা চিন্তা করলেন, ভূ-ভার হরণের জন্য কৃষ্ণ পৃথিবীতে গিয়ে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে সেখানে থেকে গেলেন। ব্রহ্মা নারায়ণকে বললেন, পৃথিবীর ক্রন্দন শুনে ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গিয়ে দেবতাদের কাছে দুঃখ নিবেদন করেছিলাম বলেই তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলে। এখন তোমার অবর্তমানে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। নারায়ণ হেসে বললেন, ব্রহ্মশাপে কৃষ্ণের বংশ ধ্বংস হবে। আবার তিনি বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবর্তন করবেন।

একদিন মুনিগণ সমবেত হয়ে কৃষ্ণদর্শনে দ্বারকায় উপস্থিত হলে প্রদ্যুম্ন তাঁদের যথোচিত সমাদর করলেন। যদুবংশের সন্তানদের দেখে মুনিরা আনন্দিত হলেন। কৃষ্ণের নিকট দর্শনপ্রার্থী মুনিগণের আগমন সংবাদ দিতে গেলে— 'মায়া পাতি দেখা নাহি দিলা গোবিন্দাই'।

এমন সময় শাম্ব 'মুসল উদরে দিয়া' গর্ভবতী রমণীর রূপ ধরে মুনিদের বললেন, এক বৎসর কাল গর্ভ ধারণ করে খুবই যন্ত্রণা ভোগ করছি। কত দিনে প্রসব হবে এবং জাতকটি পুত্র কি কন্যা হবে ভবিষ্যৎবাণী করুন। ছলনা বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্বাসা বললেন, এইখানে এই মুহূর্তে তোমার প্রসব হবে। এবং সেই বস্তু থেকে তোমাদের বংশ ধ্বংস হবে :

বলিতে পড়িল ভুম্যে লোহার মুসল।
দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল॥

কৃষ্ণ এসে দেখলেন, মুনিরা প্রস্থান করেছে এবং ব্রহ্ম শাপে যদুগণ হতবুদ্ধি। কৃষ্ণ বললেন, ব্রহ্ম শাপ খণ্ডন করা যায় না। তবে প্রভাসে গিয়ে এই মুষল ঘর্ষণ করে ক্ষয় করলে বিপদ কেটে যাবে। সেই মত কাজ হল কিন্তু মুষলের শেষ অংশ অবশিষ্ট রইল ; অনেক চেষ্টাতেও তা ক্ষয়প্রাপ্ত হল না। যদুগণ মুষলের অবশিষ্ট সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে একটি মৎস্য মুষলখণ্ডটি ভক্ষণ করে। এক মৎস্যজীবী সেটি সংগ্রহ করে এক শিকারীকে বিক্রয় করে। শিকারী লৌহখণ্ডটি দিয়ে পশুহত্যার জন্য অস্ত্র তৈরি করে।

কৃষ্ণের মর্ত্যবাসের দিন শেষ হয়ে আসছে জেনে উদ্ধব কৃষ্ণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান চাইলেন।

কৃষ্ণ উদ্ধবকে সংসারের অসারতার কথা জানালেন। জগতের কর্তা নারায়ণই একমাত্র সারবস্তু। নিমিস নামে এক রাজার রাজত্বে কয়েকজন নিরঞ্জন সন্ন্যাসীর আগমন হয়। রাজা তাঁদের যথোচিত সমাদর করেন। সন্তুষ্ট হয়ে সন্ন্যাসীগণ বাজাকে কিছু তত্ত্বোপদেশ দান করেন।

উত্তম মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকারে ঈশ্বর আরাধনা করা যায়। উত্তম সাধকের মনে 'সর্ব্বভূতে সমভাব' আত্মপর ভেদ থাকে না। পুরীষ ও চন্দনকে তিনি অভিন্ন জ্ঞান করেন। অপমানে সম্মানে তাঁর মনে কোনো বিকার থাকে না। মধ্যম ভাগবত সংসার অসার জেনে সর্বদা হরির চিন্তা করেন। অধম ভাগবত সংসার অসার জেনেও মোহমুক্ত হতে পারেন না। তিনি প্রতিমা স্থাপন করেন, হরির অর্চনা করেন কিন্তু বৈষ্ণবোচিত দয়া তাঁর চিত্তে অল্পই প্রতিভাত হয়। এই ভাবে নব সিদ্ধার প্রকার ভেদ ব্যাখ্যা করা হল। এ সব তত্ত্ব নারদমুনি দ্বারকায় এসে বসুদেবকে ব্যক্ত করলেন।

উদ্ধব কৃষ্ণের কাছে জানতে চাইলেন—উপযুক্ত গুরু কে? কৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন, পূর্বকালে, ভরত রাজার কাছে জনৈক অবধূত এসে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন— কেহ কারো গুরু নয়। প্রথম গুরু পৃথিবী। কারণ সর্বভার সহ্য করেও তার কোনো দুঃখ নেই। সেখান থেকে আমি

ক্রোধমুক্ত হওয়ার শিক্ষা পেয়েছি। দ্বিতীয় গুরু পবন। কারণ সে 'সর্বত্র সঞ্চারিল কোথাও গুপ্ত না হইল'। তৃতীয় গুরু আকাশ। তার অস্তিত্ব বিস্তৃত কিন্তু তার অস্তিত্বের কোনো প্রকাশ নেই। চতুর্থ গুরু জল। কারণ, জল নির্মল এবং সর্বজন প্রিয়। পঞ্চম গুরু হুতাশন, তার চরিত্রে কোনও ভেদ গুণ নেই। ষষ্ঠ গুরু চন্দ্র। সে 'আপনি না মরে পুন মলা করে ক্ষয়'। সপ্তম গুরু সূর্য। কারণ জলে স্থলে সর্বত্র সে পরিব্যাপ্ত। অষ্টম গুরু কপোত। কপোতীর একবার চারটি সন্তান জন্মায়। কপোত-কপোতী আহারের সন্ধানে গেলে এক ব্যাধ চারটি কপোত-শিশুকে জালে বদ্ধ করে। আহার সংগ্রহ করে ফিরে এসে কপোত দম্পতি দেখে তাদের সন্তানেরা ব্যাধের জালে বন্দী। কপোতী জ্ঞান হারায়। তখন ব্যাধ তাকে হত্যা করে। কপোত শোকে আকুল হয়ে ব্যাধের হাতে ধরা পড়ে। ছয়টি পাখি পেয়ে ব্যাধ আনন্দিত হয়। এর থেকে জানা গেল 'সোকেতে মরএ লোক সকল সংসারে'। নবম গুরু অজগর। সে অরণ্যে মুখব্যাদান করে বসে থাকে। দৈবক্রমে কোনও আহার্য তার মুখের মধ্যে পড়লে সে ভক্ষণ করে নচেৎ অভুক্ত থাকে। তাকে দেখে আহার্য অন্বেষণের চেষ্টা ত্যাগ করেছি। যিনি সৃষ্টি করেছেন, আহার যোগাবেন তিনিই। দশম গুরু সমুদ্র। বর্ষার সমস্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে আবার গ্রীষ্মতাপে জল শুকিয়ে যায়। কিন্তু সমুদ্রের জলের পরিমাণে কোনো তারতম্য হয় না। প্রাচুর্যে তার আনন্দ নেই, অপ্রতুলতা হেতু দুঃখ বোধও নেই। একাদশ গুরু পতঙ্গ। আহার অন্বেষণে সে অগ্নিতে পুড়ে মরে। বিষয়াসক্তি তার মৃত্যুর কারণ। দ্বাদশ গুরু মধুকর। মধুটুকু সংগ্রহ করে সে পুষ্পকে পরিত্যাগ করে। অসার সংসারে নারায়ণই একমাত্র সারবস্তু। ত্রয়োদশ গুরু মধুমাছি। তার কাছে আমার শিক্ষা সঞ্চয়ই মৃত্যুর কারণ। চতুর্দশ গুরু করীবর। মায়া স্ত্রীর লোভে সে বন্দী হয়। শিকারী নকল হাতি দিয়ে প্রলুব্ধ করে তাকে বন্দী করে। পঞ্চদশ গুরু হরিণী। সঙ্গীতে মোহিত হয়ে সে প্রাণ হারায়। ষোড়শ গুরু মৎস্য। বঁড়শিতে গাঁথা আহারের লোভে প্রাণ হারায়। সপ্তদশ গুরু পিঙ্গলা নাম্নী গণিকা। গণিকা বৃত্তিতে সে প্রভূত ধন উপার্জন করে। এক সদাগর তাকে প্রস্তাব দেয়—গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করে আমার সঙ্গে বসবাস কর ; বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পাবে। পিঙ্গলা সম্মত হল। সে গণিকা বৃত্তি ত্যাগ করল। কিন্তু সদাগর কথা রাখল না। পিঙ্গলার অপেক্ষার শেষ হল। অবশেষে সে তীর্থ পর্যটনে গেল। অষ্টাদশ গুরু কুরল পক্ষী। মাংসের লোভে তাকে সব পক্ষী উত্যক্ত করে। নির্ধন পুরুষের কোনো দিক থেকেই কোনো ভয় নেই। ঊনবিংশতি গুরু শিশু। শিশুর মনে কোনো জটিলতা নেই। বিংশতি গুরু কুমারী। তার প্রভাবে কুসঙ্গ দূর হল। কন্যার বিবাহ দিয়ে পিতা কন্যাকে নিজ গৃহে রাখল। একদিন কন্যাটি ধান কুটছিল ; তার হাতের দুগাছা শঙ্খ থেকে শব্দ হচ্ছিল। একগাছা শঙ্খ ফেলে দেওয়ায় শব্দ ওঠা বন্ধ হল। তাই দেখে আমি সঙ্গীদের পরিত্যাগ করে ঈশ্বরপদে মন সমর্পণ করলাম। একবিংশতি গুরু বক। সে যেমন একদৃষ্টে মৎস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে তেমনি আমি কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণভজনা করি। দ্বাবিংশতি গুরু সর্প। সে পরগৃহে সুখে থাকে, নিজে বাসা নির্মাণ করে না। ত্রয়োবিংশতি গুরু মর্কট। তার ক্ষুদ্র দেহ 'বহুসূতা' :

মারিয়া দেখিল তার পেটে কিছু নাঞি।
তেমত মায়াতে শ্রীষ্টি করেন গোসাঞি॥
দেখিল সকল সৃষ্টী কিহ কার নএ।
ভাবিঞা সে নিরঞ্জন থাকী নিরালএ॥

চতুর্বিংশতি গুরু কুমারিকা পতঙ্গ। সে পতঙ্গাদি কৃমি সংগ্রহ করে মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত করে :

মির্ত্তুকালে জারে দেখি সেই রূপ হইল।
কুমারিকা হইয়া তার সঙ্গতি চলিল॥

তাহা দেখি চিন্ত মুঞি শ্রীমধুসোদন।
নিরঞ্জন ভাবি জেন হঙ নিরঞ্জন॥

এইসব তত্ত্ব বলে অবধূত বিদায় নিলেন। শুনে সকলের মোহভঙ্গ হল। উদ্ধবকে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কারো গুরু নয়। 'আপনে আপন গুরু কহিল নিশ্চয়'। কৃষ্ণপদে মতিমান হওয়াই বিধেয়।

উদ্ধব কৃষ্ণকে বললেন, মৃত্যুর পর যেন পুনরায় জন্মগ্রহণ না করি। কারণ মাতৃজঠরে জীবের যন্ত্রণা নরক যন্ত্রণা তুল্য। এই যন্ত্রণা ভোগ করার সময় জীব অঙ্গীকার করে 'এবার জন্মিলে হরি চিন্তিব সর্বক্ষণে'। কিন্তু হরিব মায়ায় জন্মের পরই সে পূর্ব অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ে জাগতিক ভোগ সুখে লিপ্ত হয় এবং পুনরায় দুঃখভোগ করে। নারায়ণের পাদপদ্ম চিন্তাই মুক্তির একমাত্র উপায়।

মোক্ষযোগ শুনে উদ্ধবের মতি স্থির হল না। তিনি কর্মযোগ শুনতে চাইলেন। কর্মযোগ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নারায়ণ উদ্ধবকে কায়সাধনতত্ত্ব ব্যক্ত করলেন। 'মোহ নিগড় বড় বিসম বন্ধন'। হরি স্মরণ করে সেই মোহ বন্ধন ত্যাগ কর। ভক্তিতে নারায়ণ বশীভূত হন। কেউ কারো গুরু নয় ; কেউ কারো শিষ্য নয়। প্রত্যেকেই নিজে নিজের বন্ধু ও নিজের শত্রু। কর্মের মধ্যে যেন মোহ না জন্মায়। নারায়ণ বললেন :

আমাকে জানিবে জবে সংসারের সার।
আত্ম পরিচয় হইলে পাইবে উদ্ধার॥

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কী করে চিনব। কৃষ্ণ বললেন, আমি সর্বভূতে বিরাজমান—'সভাকার জীবন আমি সভার বিভূতি' 'প্রধান পুরুষ আমি সংসার কারণে'। আমি দেব পুরন্দর, পশুমধ্যে সিংহ, রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, দেবর্ষির মধ্যে নারদ, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ, ঋষি মধ্যে ভৃগু, মেরুমধ্যে গিরিরাজ, বেদমধ্যে সামবেদ, পিতৃগণের অর্ঘ্য, মরুতে পবন, অশ্বের মধ্যে উচ্চৈশ্রবা, গজে ঐরাবত, পক্ষীতে গরুড়, নাগে বাসুকি, নদী মধ্যে সাগর, মৎস্যেতে মগর, তারাগণের মধ্যে চন্দ্র, সর্পে অনন্ত, ঋতুতে বসন্ত, সর্ব বর্ণে মধ্য বর্ণ, আমি প্রজাপতি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি :

আমা হৈতে সংসার উৎপত্তি প্রলয়।
সুমদ্রের ঢেউ জেন সমুদ্রে নিলয়॥

উদ্ধবের নির্বন্ধে কৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন। ব্রহ্মাণ্ড প্রকম্পিত হল। উদ্ধব দেখলেন, কৃষ্ণের শরীরে ঊর্ধ্বভাগে ঋষিগণ, মধ্যভাগে নর পশু স্থাবর জঙ্গম এবং নাভিদেশে অসুর ও রাক্ষসগণ অবস্থিত। এরপর কৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁর সাম্যরূপ দেখালেন—শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাধারী রূপ। এ রূপ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণও দেখতে পান নি। উদ্ধব কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভক্ত বলেই এ রূপ দেখার সুযোগ পেলেন।

এবার কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন, ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্ম কর। সর্বভূতে সমভাব পোষণ করবে, সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। সাধুসঙ্গ করে মন স্থির কর। মন বশ হলে সংসারের যাবতীয় বিষয় বশীভূত হবে। অহিংসা পরম ধর্ম বলে জানবে।

উদ্ধবকে কৃষ্ণ বললেন, আমার প্রতি মন সমর্পণ করে নিষ্কাম কর্ম কর। বিধাতা সৃজিত কর্ম গ্রহণ কর। ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ এই চারটি প্রত্যঙ্গ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি জাতির উৎপত্তি। যজন, যাজন, বেদ পাঠ, অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের কর্ম—'অল্পে তুষ্ট হইয়া দিজ জিবিকা করিব'। কৃষি, বাণিজ্য, পঠন, দান বৈশ্যের কর্ম। সুজন পালন, দুষ্টের বিনাশ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। শূদ্রের ধর্ম এই তিন জাতির সেবা করা।

অতঃপর চতুরাশ্রমের বিবরণ। ব্রাহ্মণসন্তান উপবীত দিনে গুরুগৃহে গমন করে বেদ পাঠ ও গুরু সেবা করে ব্রহ্মচর্য ধর্ম পালন করবে। তারপর সুশীলা নির্দোষী গুণবতী কুমারী বিবাহ করে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করবে। এই সময় যাগযজ্ঞ, অতিথি সৎকার এবং সকলকে সেবা করে দিনাতিপাত করবে। বাণপ্রস্থে সস্ত্রীক অরণ্যে গমন করে ফলমূল আহার করবে এবং বাকল পরিধান করবে। সন্ন্যাস আশ্রমে যাবতীয় মোহ মুক্ত হয়ে দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করে দেশে দেশে পরিভ্রমণ ও ভিক্ষা করবে—'একাকি ভ্রমিব সদা ব্রহ্মের ভাবনা'। এই আচার পালন করলে আয়ু এবং সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ যে জয় করতে পেরেছে হরিকথায় তার সহজে মতি হয়। ধনবানের চিত্ত সর্বদা চঞ্চল। ধন উপার্জনের পরিশ্রম ছাড়াও অগ্নি, জল, দস্যু এবং রাজভয়ে সে সদা সন্ত্রস্ত। ধনত্যাগী ব্যক্তির কোনও দুশ্চিন্তা নেই। ধনের শোকে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোহ থেকে বুদ্ধিবল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গৃহ পুত্র কলত্র বিষয় এ সবই মোহজাল। এই মোহজাল ছিন্ন হলে পরম ব্রহ্ম লাভ হয়।

কাম ও ক্রোধ থেকে পাপের জন্ম। এ সবের প্রকোপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উদ্ধবকে নারায়ণ যোগ অভ্যাসের বিধান দিলেন। সিদ্ধিযোগের নামান্তর অষ্টাঙ্গ যোগ। 'অময়াসন' ও 'প্রাণায়ম' যোগসিদ্ধির পদ্ধতি। সন্তোষ, তিতিক্ষা, ক্ষমা, দয়া, দান, সর্বভূতে সমভাব যোগীর উপযুক্ত ব্যবহার। অহঙ্কার, মাৎসর্য, পরদার, পরহিংসা, পরধন চৌর্স, মিথ্যাবাক্য, পরনিন্দা, সর্বতো পরিত্যাজ্য। নানা তীর্থ ভ্রমণ, ষট্‌কাল, ত্রিকাল, চান্দ্রায়ণ বিধি, পদ্মাসন, স্বস্তিক আসন দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন হয়! এই যোগের ফলশ্রুতি অজরত্ব, অমরত্ব। ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না মধ্যস্থিত চিত্রা নাড়ি ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রার চক্রে উপনীত হলে যোগী সিদ্ধ হন। রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতি যোগ দ্বারা শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়া, কৃষ্ণ কায়সাধনার বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধবকে বললেন। অবশেষে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট কৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ উদ্ধব দর্শন করলেন। অর্জুন ও অন্যান্য ভক্তগণকে কৃষ্ণকথা শোনাবার জন্য কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন। কৃষ্ণের উপদেশ শুনে উদ্ধব গৃহ পুত্র পরিবার বৈভব ত্যাগ করেন।

দ্বারকায় কৃষ্ণের বৈভব দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল। তাঁর পুত্র ও পৌত্রের সংখ্যাও অনেক। কুমারদের শিক্ষাদানের জন্য অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন। দ্বারকায় লোক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে। পৃথিবীর ভার হরণের জন্য কৃষ্ণের অবতার ; কিন্তু কালক্রমে যদুবংশ পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করল। যদুবংশ ধ্বংস করার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং উদ্যোগী হলেন। ভূমিকম্প উল্কাপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হল দ্বারকায় :

> কপোত পেচক পড়ে পৃতি ঘরে ঘরে॥
> কুকুর কান্দএ সিবা উল্কামুখে ধাএ।

অশুভ ঘটনা প্রতিকারের জন্য সকলের সঙ্গে কৃষ্ণ প্রভাস তীর্থে গিয়ে স্নানদান করার প্রস্তাব করলেন। উগ্রসেনকে রাজ্যভার প্রদান করে প্রভাসে উপনীত হয়ে যদুবংশের পুত্রগণ স্নান ক্রিয়াদি সম্পন্ন করল। কুমারগণ মধুপানে মত্ত হয়ে প্রথমে বিতর্ক ও পরে খণ্ডযুদ্ধ শুরু করল। অস্ত্ররূপে দুর্বার মুষল ব্যবহার করে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে কৃষ্ণ কোনোমতে রক্ষা পেলেন। সমুদ্রতীরে যোগ বলে বলরাম দেহত্যাগ করলেন। সহস্রমস্তক নাগ তাঁর মুখ থেকে নির্গত হল। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করে বৃক্ষোপরি আরোহণ করলেন। জরা নামে ব্যাধ কৃষ্ণের লোহিত চরণ হরিণের কান ভেবে মুষলের শেষ টুকরো দিয়ে কৃষ্ণকে হত্যা করল।

কৃষ্ণের মৃত্যুতে দ্বারকাবাসী হাহাকার করল। দ্বারকা শ্রীহীন হল। দ্বারুক ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে এলেন। রেবতি বলরামের চিতায় অগ্নিপ্রবেশ করলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের মহিষীরা যথাবিধি সহমরণে গেলেন। বসুদেব দৈবকী রোহিণী অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে দ্বারকাপুরী নিমজ্জিত হল। কৃষ্ণের অন্যান্য নারীদের সঙ্গে নিয়ে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে অগ্রসর হলেন। পথে দৈত্যগণ নারীদের হরণ করার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করল এবং এক একজন দৈত্য পাঁচ সাতজন নারী হরণ করল। অর্জুন তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। দৈত্যের স্পর্শে কৃষ্ণের রমণীগণ পাষাণ প্রতিমায় পরিণত হল। অর্জুনের জীবনে এই প্রথম পরাভব। 'কৃষ্ণবিনা সকল হইলা বিফল' বুঝতে পেরে অর্জুন দেহত্যাগ করার সঙ্কল্প নিয়ে ব্যাসের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁর পরাভবের কথা জানালেন। ব্যাসদেব অর্জুনকে তত্ত্বজ্ঞান ব্যক্ত করলেন।

দৈত্যগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রমণীগণের হরণের কারণ ব্যাসদেব ব্যক্ত করলেন। স্বর্গগঙ্গায় একদিন অষ্টাবক্র মুনি স্নান করছিলেন। একদল রমণী তাঁর স্তুতি করায় তিনি বর দিলেন, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণকে স্বামীরূপে লাভ করবে। মুনি স্নান সেরে তীরে উঠলে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকা দেখে রমণীরা হাস্য পরিহাস করায় মুনি শাপ দেন দৈত্যেরা তাদের হরণ করবে। এই ঘটনা সেই অভিশাপের ফল।

অতঃপর কলিকালের ফল বর্ণনা। কলিকালে মানুষের বল বুদ্ধি তেজ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। ধর্ম অপেক্ষা অধর্মই প্রবল হবে। ব্রাহ্মণ বেদ ত্যাগ করে অধর্মাচারে লিপ্ত হবে। কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠকে, স্ত্রী স্বামীকে অমান্য কারবে। সাধু ব্যক্তি দুঃখে পতিত হবে, নীচ ব্যক্তিরা সুখ ভোগ করবে। মানুষের গড় পরমায়ু হবে পঞ্চাশ বছর। বারো থেকে ষোলো বছরের মধ্যে যৌবন অতিক্রান্ত হবে। সাত আট বছর বয়সে নারীরা গর্ভবতী হবে। এক গর্ভে তিন-চারটি সন্তান জন্মাবে। ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হয়ে প্রজাদের ধন সম্পদ লুঠ করবে। পাত্র মিত্র অমাত্য রাজাকে হত্যা করে রাজপদ গ্রহণ করবে। কলিকাল অধর্ম ও অরাজকতায় পূর্ণ হবে। কল্কি অবতার ম্লেচ্ছের নিধন করবে। চন্দ্র ও সূর্য বংশের দুই নৃপতি কলাপ নগরে রাজা হয়ে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। হরিনাম জপ করলে পরম নির্বাণ লাভ হবে।

ব্যাস অর্জুনকে বললেন, পরিক্ষিতকে রাজ্যভার অর্পণ করে সংসার ত্যাগ কর। অর্জুন হস্তিনাপুরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সব সমাচার জানালেন। তীর্থ পর্যটন শেষে উদ্ধব ধৃতরাষ্ট্রকে সব খবর জানালেন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তিদেবী অরণ্যে অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে আত্মাহুতি দিলেন। পরিক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা সংসার ত্যাগ করে উত্তরাভিমুখে স্বর্গের পথে অগ্রসর হলেন।

কবি গুণরাজ খান বলেন, তিনি অল্পবুদ্ধি, অল্পমতি অনুসারে কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যা করলেন। মহাভারত পুরাণে কৃষ্ণচরিত্র আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখান থেকেই সাধারণ লোকের বোধগম্য করে পাঁচালীপ্রবন্ধে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করা হল। বিষয় রসে মানুষ বন্ধন ভোগ করে। এই গ্রন্থপাঠে ভব নিগড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কৃষ্ণকথা শুনে যার চিত্তশুদ্ধি হয় না সে ঘোর পাতকী। দিবারাত্র মানুষ মিথ্যা কাজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে ; তার মধ্যেও একবার কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা দরকার। কৃষ্ণকথা শ্রবণে চিত্ত নির্মল হবে। ঘরে বসেই তীর্থের ফল লাভ হবে। শুদ্ধমতি ব্যক্তির কাছে এই গ্রন্থ বর্ণনা করলে তার ভক্তিভাব বৃদ্ধি পাবে। পাষণ্ড নিন্দুককে কদাচ কৃষ্ণ কথা শোনাবে না। করজোড়ে মিনতি করে বলছি, আমার কথা অমান্য করবে না। কৃষ্ণকথা শ্রবণে সুখ ও মোক্ষ দুই-ই লাভ করবে। কলিকালে এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছু নাই।

পৌরাণিক চরিত্র ও প্রসঙ্গ-পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সমগ্র কাব্যজুড়ে বহু পৌরাণিক নাম ও প্রসঙ্গের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এখানে তা বর্ণানুক্রমিকভাবে একত্র সংকলিত হল এবং প্রাসঙ্গিক পৌরাণিক পরিচিতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হল :

অক্রূর : কৃষ্ণের পিতৃব্য। যদুবংশে শ্বফল্কের ঔরসে কাশীরাজ কন্যা গান্ধিনীর গর্ভে এঁর জন্ম। উগ্রসেনের এক কন্যাকে ইনি বিবাহ করেন। অক্রূর এক সময়ে কংসের গৃহে অবস্থান করতেন। কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার জন্য কংস ধনুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কংস এই যজ্ঞে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনবার জন্য বৃন্দাবনে অক্রূরকে পাঠান। অক্রূর কৃষ্ণের কাছে গিয়ে কংসের অত্যাচারের কাহিনী এবং তার ষড়যন্ত্রের কথা কৃষ্ণকে জানিয়ে দেন এবং কংসের অত্যাচার থেকে যাদবদের রক্ষা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। পরে কৃষ্ণের হাতে কংসের বিনাশ হয়। কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পিতা সত্রাজিতের 'স্যমন্তক' নামে মণি ছিল। সেই মণি থেকে স্বর্ণ উৎপন্ন হত। শতধন্বা নামে এক ব্যক্তি সত্রাজিতকে হত্যা করে এই মণি হস্তগত করে। স্যমন্তক মণির জন্য কৃষ্ণ শতধন্বাকে উৎপীড়িত করলে সে গোপনে এই মণি অক্রূরকে দান করে পলায়ন করে। কৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করেন। এই মণির গুণে অক্রূর ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারতেন। পাণ্ডবদের সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রের যথার্থ মনোভাব জানার জন্য কৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনাপুরে দৌত্যকার্যে প্রেরণ করেন। যদুবংশের ধ্বংসের কালে অক্রূরের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অক্ষক্রীড়া : পাশা খেলা। হিন্দুশাস্ত্রে দ্যূতক্রীড়া নিষিদ্ধ। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে আছে---রাজা নিজ রাজ্য থেকে দ্যূত ও সমাহবায় ক্রীড়া নিবারণ করবেন। এই দুই খেলা রাজাদের রাজ্যনাশের কারণ। নলরাজ ও যুধিষ্ঠির পাশা খেলে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। ব্রহ্মপুরাণে কথিত আছে, মহাদেব এই খেলার সৃষ্টি করেন। তিনি পার্বতীর সঙ্গে এই খেলা খেলতেন।

অঘাসুর : বকাসুর ও পূতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কংসের সেনাপতি। কংস বালক কৃষ্ণকে বধ করার জন্য অঘাসুরকে প্রেরণ করেন। অঘাসুর অজগরের রূপ ধারণ করে চার যোজন মুখ ব্যাদান করে পথিমধ্যে পড়ে থাকে। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় কৃষ্ণের সখাগণ এই অজগরের মুখকে পর্বতের গুহা মনে করে তার ভিতর প্রবেশ করে। কৃষ্ণ অঘাসুরের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে নিজে অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করে বিরাট মূর্তি ধারণ করে অঘাসুরকে বধ করেন।

অজামিল : কান্যকুব্জের জনৈক সদাচারী ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রপাঠ, পূজার্চনা, অতিথি ও গুরুজন সেবায় ব্যাপৃত থাকতেন। একদা কুশ সংগ্রহকালে অজামিল এক শূদ্রাণী বারাঙ্গনার প্রতি আসক্ত হয়ে নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করে শূদ্রাণীকে বিবাহ করেন। কালক্রমে শূদ্রাণীর গর্ভে তাঁর আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। অজামিলের মৃত্যুকালে যমদূতেরা তাঁকে নরকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল তখন ভীত হয়ে তিনি প্রিয়পুত্র নারায়ণের নাম ধরে ডাকেন। এর ফলে বিষ্ণুদূতেরা সেখানে উপস্থিত হয়ে যমদূতদের কাজে বাধা দেন। মৃত্যুকালে নারায়ণ শরণ করায় তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। মৃত্যুর হাত থেকে অজামিল পরিত্রাণ পেয়ে তপস্যায় রত হন এবং যথাসময়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে, যে কোনোভাবেই হোক, ভগবানের নাম উচ্চারণ করলেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

অনিরুদ্ধ : কৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র। ইনি দৈত্যরাজ বাণের কন্যা ঊষাকে বিবাহ করেন। একদা কৈলাসে শিবের সঙ্গে পার্বতীর মিলনদৃশ্য দেখে ঊষা স্বামী সহবাসের জন্য ব্যাকুল হলে পার্বতী বলেন, স্বপ্নে যাকে তুমি দেখবে সেই তোমার স্বামী হবে। ঊষা অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে পতিত্বে বরণ করেন এবং দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে নিজ গৃহে আনবার জন্য সখী চিত্রলেখাকে প্রেরণ করেন। চিত্রলেখার সাহায্যে অনিরুদ্ধ বাণের রাজধানী শোণিতপুরে প্রবেশ করে গোপনে গান্ধর্বমতে ঊষাকে বিবাহ করেন।

এই বিবাহের কথা জানতে পেরে বাণ অনিরুদ্ধকে বন্দী করেন। নারদের মুখে এই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম শোণিতপুর আক্রমণ করে বাণকে পরাজিত করে অনিরুদ্ধকে মুক্ত করেন। তখন বাণ এই বিবাহে সম্মতি দেন। পরে তাঁরা দ্বারকায় গমন করেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় অনিরুদ্ধের মৃত্যু হয়।

অরিষ্টাসুর : অসুর বিশেষ। বলিরাজের ঔরসে এঁর জন্ম। ইনি কংসের প্রিয়পাত্র। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস এঁকে নন্দালয়ে প্রেরণ করেন। তখন এই অসুর বৃষ রূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ এঁর বাম শৃঙ্গ উৎপাটন করে বধ করেন।

অর্জুন : তৃতীয় পাণ্ডব। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তীর গর্ভে ও ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম। কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবদের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান ও মিতভাষী ছিলেন। দ্বারকায় গমন করে অর্জুন কৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। সেখানে তিনি কৃষ্ণের পরামর্শে তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে অভিমন্যুর জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন দ্বারকায় কৃষ্ণের নারীদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে আসেন। পথে আভীর দস্যুগণ যাদব নারীদের লুণ্ঠন করে। কৃষ্ণের মৃত্যু ও নিজের দৈবশক্তি হানির ফলে তিনি দস্যুদের বাধা দিতে অক্ষম হন।

উগ্রসেন : যদুবংশীয় রাজা আহুকের পুত্র, কংসের পিতা। আহুকের স্ত্রী কাশ্যার গর্ভে দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মে। দেবকের চারপুত্র ও সাত কন্যা। এই সাত কন্যার বিবাহ হয় বসুদেবের সঙ্গে। এই সাত কন্যার মধ্যে দৈবকী সর্বজ্যেষ্ঠা। দৈবকীর গর্ভে ও বসুদেবের ঔরসে কৃষ্ণের জন্ম হয়। উগ্রসেনের নয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা। এই নয় পুত্রের মধ্যে কংস সর্বজ্যেষ্ঠ। কংস উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি নিজপুত্র কংস কর্তৃক নিগৃহীত হয়ে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ হন। পরবর্তী কালে কৃষ্ণ বলদেবের সাহায্যে কংস বধ করে এঁকে উদ্ধার করে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। যদুবংশের ধ্বংস ইনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

উচ্চৈঃশ্রবা : দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কালে সমুদ্র থেকে শ্বেত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা উদ্ভূত হয়। এই অশ্ব ইন্দ্রের। এই অশ্ব অমৃত পান করত এবং অশ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত।

উদ্ধব : শ্রীকৃষ্ণের সখা ও তাঁর পরম ভক্ত। ইনি সত্যকের পুত্র। বৃহস্পতির শিষ্য ও বৃষ্ণি বংশীয়দের মন্ত্রী ছিলেন। কৃষ্ণ উদ্ধবকে মুক্তজীব, সাধু লক্ষণ, ভক্তি লক্ষণ, কর্মানুষ্ঠান, কর্মত্যাগ এবং ভক্তিযোগ সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। কৃষ্ণের পরামর্শে উদ্ধব বদরিকাশ্রমে গিয়ে বল্কল পরিধান করে ফলমূল আহারে জীবনযাপন করে অলকানন্দাকে দর্শন করে পাপমুক্ত হন। উদ্ধব বদরিকাশ্রমে ধ্যান ও যোগ দ্বারা দেহত্যাগ করেন।

ঊষা : প্রহ্লাদের পৌত্র শোণিতপুরের রাজা বাণের রূপবতী কন্যা। ঊষা পার্বতীর শাপভ্রষ্টা পারিপার্শ্বিকা। পার্বতীর বরে ঊষা কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের সঙ্গে স্বপ্নসম্ভোগ করেন। চিত্রলেখার সহায়তায় ঊষা দ্বারকা থেকে অনিরুদ্ধকে নিদ্রিতাবস্থায় হরণ করে শোণিতপুরীতে আনয়ন করেন। গান্ধর্বমতে ঊষার সঙ্গে অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। প্রাসাদে অনিরুদ্ধের আগমন অবগত হয়ে ঊষার পিতা বাণ তাঁকে বন্দী করেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে কৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে কারামুক্ত করতে আসেন। বাণের সঙ্গে এঁদের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বাণের পক্ষে ছিলেন স্বয়ং মহাদেব। মহাদেবের সাহায্য সত্ত্বেও যুদ্ধে বাণ পরাজিত হন। অনিরুদ্ধ ও ঊষা দ্বারকায় নীত হন।

কংস : ভোজবংশীয় রাজা। ইনি মথুরার রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা এবং কৃষ্ণের মাতুল। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করেন। জরাসন্ধের সহায়তায় উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনি নিজে রাজা হন। এই সময়ে কংসের ভগিনী দৈবকীর সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ হয়। বিবাহে উপস্থিত থাকাকালে কংস দৈববাণী শুনতে পান, দৈবকীর

অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাঁকে বধ করবে। এই দৈববাণী শুনে কংস বসুদেব ও দৈবকীকে কারারুদ্ধ করেন এবং কারাগারে দৈবকীর যে সাতটি সন্তান হয় তাদের সকলকেই হত্যা করেন। দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত কৃষ্ণকে বসুদেব সঙ্গোপনে নন্দালয়ে স্থানান্তরিত করে নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে কারাগারে নিয়ে আসেন। এই কন্যা স্বয়ং যোগমায়া। কংস এই কন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে সে কংসের কবলমুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎবাণী করে—কংসের হত্যাকারী গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছে। অতঃপর কংস কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য চতুর্দিকে চর পাঠান। কিন্তু সকল চরই কৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়। এরপর কংস ধনুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে কৃষ্ণকে কৌশলে মথুরায় আনয়ন করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃষ্ণ কংসের মল্লযোদ্ধাগণকে পরাস্ত ও নিহত করেন এবং সর্বশেষে কংসকে সিংহাসন থেকে নিক্ষেপ করে নিহত করেন। কংসের আট ভ্রাতা বাধা দান করলে বলরাম কর্তৃক নিহত হন।

কালযবন : যবনরাজ। ইনি মহর্ষি গার্গ্যের ঔরসে গোপালী নাম্নী শাপভ্রষ্টা এক অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কালযবন যাদবদের পরম শত্রু। জন্মের পর এক যবনরাজ এঁকে পালন করেন। উক্ত যবনরাজের মৃত্যুর পর কালযবন রাজা হন। মগধরাজ জরাসন্ধ কালযবনকে যাদবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করেন। যাদবরা জরাসন্ধ ও কালযবনের ভয়ে ভীত হয়ে কৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় গমন করে। কালযবনকে প্রতিহত করার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং মথুরায় উপস্থিত হন। কালযবন কৃষ্ণের সম্মুখীন হলে কৃষ্ণ পলায়নের ছলে হিমালয়ের গুহায় নিদ্রিত রাজা মুচুকুন্দের কাছে উপস্থিত হন। কালযবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে সেই গুহায় উপস্থিত হয়ে ভুলক্রমে নিদ্রিত মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ মনে করে পদাঘাত করেন। পদাঘাতে নিদ্রাভঙ্গ হওয়া মাত্র মুচুকুন্দ কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গে সে ভস্ম হয়ে যায়।

কালিন্দী : কৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। ইনি সূর্যের কন্যা।

কালীয় : বিষধর সর্পরাজ। গরুড়ের ভয়ে সমুদ্র ত্যাগ করে কালীয় যমুনার হ্রদে আশ্রয় নেয়। কালক্রমে কালীয় নাগের তীব্র বিষে হ্রদের জল বিষাক্ত হয় এবং তীরবর্তী দেশসমূহ তার ভয়ে জনশূন্য হয়ে পড়ে। একদিন তৃষ্ণার্ত রাখালগণ ও তাদের গাভীগুলি ওই হ্রদের জল পান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন কৃষ্ণ ওই হ্রদে প্রবেশ করে কালীয় নাগকে দমন করেন। কৃষ্ণ কালীয়কে যমুনা ত্যাগ করে সমুদ্রে আশ্রয় নেবার আদেশ দেন এবং বলেন তার মাথায় কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখলে গরুড় তার প্রতি অত্যাচার করবে না।

কুন্তী : পাণ্ডবদের জননী। যদুবংশীয় রাজা শূরের কন্যা ও কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগ্নী। এঁর প্রকৃত নাম পৃথা।

কেশী : কংসের অনুচর দানব বিশেষ। কৃষ্ণকে বিনাশ করার জন্য কংস একে বৃন্দাবনে পাঠালে সে অশ্বরূপ ধারণ করে গোপগণের গাভীদের বধ করে মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ তার কাছে গেলে কেশী কৃষ্ণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ তার মুখের মধ্যে বিশাল বাহু প্রবেশ করিয়ে শ্বাসরোধ করে কেশীকে হত্যা করেন।

কৌমোদকী : অগ্নি প্রদত্ত কৃষ্ণের গদা। খাণ্ডব দাহন কালে অগ্নি বরুণের নিকট থেকে যাচ্ঞা করে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে যে সকল অস্ত্র দান করেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণের কৌমোদকী গদা ও সুদর্শন চক্র অন্যতম।

গদ : ইনি যদুবংশীয় বীর। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যদুবংশ ধ্বংসের সময় নিহত হন।

গোবর্ধন : বৃন্দাবনের একটি পর্বত। কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের কথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে এইরকম—একবার ব্রজধামে অনাবৃষ্টির ফলে কৃষিকার্য ও গোপালন বিনষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন দেশবাসী ইন্দ্রকে তুষ্ট করে বৃষ্টিপাতের জন্য ইন্দ্রযজ্ঞের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কৃষ্ণ জনগণকে ইন্দ্রের পূজা না করে

গোবর্ধন পূজা করতে বলেন। এর ফলে গোপগণ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করে গোবর্ধন পূজা করতে আরম্ভ করল। বৃন্দাবনে ইন্দ্রোৎসব বন্ধ হওয়ায় ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর অনুচর মেঘদের আদেশ দিলেন শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত দ্বারা তারা যেন বৃন্দাবন ধ্বংস করে। ভীষণ শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের ফলে মৃতপ্রায় হয়ে গোপগণ কৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন কৃষ্ণ গোকুল ও গোপদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করে ছত্রাকারে স্থাপিত করলেন। সকলে পর্বতের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণ রক্ষা করে। সাতদিন ও সাতরাত্রি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বৃন্দাবনবাসীদের কোনো অনিষ্ট হল না। ইন্দ্রের অনুচররা বিফল হয়ে প্রস্থান করল।

জরা : এক—রাক্ষসী বিশেষ। এই রাক্ষসী জরাসন্ধের জন্মকালে তার দ্বিখণ্ডিত শরীর যুক্ত করে তাকে জীবিত করে। জরা প্রতি গৃহে ভ্রমণ করত বলে ব্রহ্মা এর নাম রাখেন গৃহদেবী। কথিত আছে, ভক্তিভরে এর প্রতিকৃতি কক্ষগাত্রে অঙ্কিত করে রাখলে গৃহস্বামীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই রাক্ষসীই ষষ্ঠী নামে খ্যাত। দুই—কৃষ্ণ যখন যদুবংশ ধ্বংসের পর বৃক্ষতলে মৌনভাবে অবস্থান করছিলেন ওই সময়ে এই ব্যাধ মৃগভ্রমে কৃষ্ণকে বধ করে। কথিত আছে, এই ব্যাধ ত্রেতা যুগে অঙ্গদের অবতার।

জরাসন্ধ : চন্দ্রবংশীয় মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্র। পুত্রকামনায় বৃহদ্রথ চন্দ্রকৌশিকের নিকট একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম্রফল পান। বৃহদ্রথ উভয় স্ত্রীকে সমান দুভাগে বিভক্ত করে ফলটি খেতে দেন। যথাকালে দুই রাণী গর্ভবতী হয়ে অর্ধ অর্ধ অঙ্গবিশিষ্ট দুই পুত্র প্রসব করেন। বিকৃত পুত্র দর্শনে ভীত হয়ে দুই রাণীই ধাত্রীর সাহায্যে সজীব দেহার্ধদ্বয় শ্মশানে পরিত্যাগ করেন। জরা নামে জনৈক রাক্ষসী দুই খণ্ড দেহ পূর্ণাঙ্গ করার অভিলাষে সংযুক্ত করার ফলে এক পূর্ণদেহ বীর রাজকুমার সৃষ্টি হয়। জরা রাক্ষসী বৃহদ্রথকে ওই পুত্র দান করে বলে যে, সে ত্রিভুবন বিজয়ী বীর হবে এবং জন্মকালীন অবস্থার ন্যায় দ্বিধাবিভক্ত না হলে এর কখনো মৃত্যু হবে না। জরা রাক্ষসী কর্তৃক সংযোজিত বলে এর নাম হয় জরাসন্ধ। যথাকালে জরাসন্ধ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। জরাসন্ধ তাঁর দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে কংসের হাতে সমর্পণ করেন। কৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হলে জামাতা হত্যার প্রতিশোধ মানসে জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের জন্য প্রস্তুত হন। কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণ বেশ ধরে মগধে উপনীত হয়ে জরাসন্ধের সম্মুখীন হন। এঁদের বেশ ব্রাহ্মণের মত কিন্তু কীণাঙ্কিত বাহু দেখে রাজা তাঁদের প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলে কৃষ্ণ বলেন, যে-সব ক্ষত্রিয়কে নিধন করার জন্য জরাসন্ধ অবরুদ্ধ করে রেখেছেন, নানা প্রকার হত্যাকার্য করে পাপ সঞ্চয় করেছেন, তা নিবারণকল্পে তাঁদের আগমন। জরাসন্ধের সঙ্গে এঁরা যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের অনেকদিন যুদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে ভীম জরাসন্ধকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তার দেহ পূর্ববৎ দ্বিধাবিভক্ত করে হত্যা করেন।

জাম্ববতী : কৃষ্ণের স্ত্রী। ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি অন্বেষণে অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জাম্ববানের দেখা পান। সেখানে মণির সন্ধান পেয়ে জাম্ববানকে যুদ্ধে পরাজিত করে মণিসহ জাম্ববতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যুর পর অর্জুন কর্তৃক হস্তিনাপুরে নীত হলে ইনি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত অগ্নিতে মৃত্যুবরণ করেন।

জাম্ববান : ব্রহ্মার পুত্র ভল্লুকরাজ জাম্ববান ত্রেতাযুগে সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানের যুদ্ধ হয়। সত্রাজিত নামে এক যাদব রাজা কঠোর তপস্যা করে সূর্যের নিকট হতে স্যমন্তক মণি লাভ করেন। কৃষ্ণ এই মণি লাভে আগ্রহী হন। এই মণি সংগ্রহের সূত্রে জাম্ববানের সঙ্গে কৃষ্ণের একুশ দিন যুদ্ধ হয়। পরাজিত হয়ে জাম্ববান কৃষ্ণকে মণি প্রত্যর্পণ করেন। পরে তিনি তাঁর কন্যা জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দেন।

তৃণাবর্ত : কংসের অনুচর। কংস কৃষ্ণকে বধ করার জন্য একে গোকুলে পাঠান। তৃণাবর্ত

ঘূর্ণীবায়ুরূপ ধারণ করে কৃষ্ণকে শূন্যে উত্তোলন করেন। কিন্তু নিজের শরীরের ভার এত বৃদ্ধি করেন যে তৃণাবর্ত তাকে বহন করতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণ তার গলদেশ ধারণ করে শূন্য থেকে ভূতলে নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।

দন্তবক্র : রাজা সুরের কন্যা পৃথুকীর্তির গর্ভে ও রাজা বৃদ্ধশর্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি করুষ দেশের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। দ্বারকায় অবস্থানকালে কৃষ্ণ এঁকে বিনাশ করেন। ইনি শিশুপালের ভ্রাতা। শিশুপাল নিহত হলে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইনি নিহত হন।

দমঘোষ : চেদিরাজ্যের রাজা। দমঘোষ যদুবংশ জাত বসুদেবের দ্বিতীয়া ভগিনী শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করেন। শ্রুতশ্রবার গর্ভে শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইনি মগধরাজের বিশেষ অনুগত ছিলেন। সেইজন্য এঁকে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে হয়।

দ্বারুক : কৃষ্ণের সারথি। সুভদ্রা হরণের সময় যাদবদের বিপক্ষাচরণ করতে অরাজি হয়ে এই সারথি কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিল যে, তাকে বেঁধে রেখে কৃষ্ণ যেন নিজে রথ চালনা করে অভীষ্ট স্থানে যান। কৃষ্ণের আদেশে দ্বারুক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে কৃষ্ণের রথে সাত্যকির সারথি হন। যদুবংশ ধ্বংস হলে ইনি কৃষ্ণের আদেশে হস্তিনাপুরে গিয়ে অর্জুনকে দ্বারকায় নিয়ে যান।

দ্বিবিদ : বালীপুত্র অঙ্গদের মাতুল। লঙ্কার যুদ্ধে ইনি বহু রাক্ষস সৈন্য বধ করেন।

দৈবকী : বিদর্ভরাজ আহুকের দুই পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত কন্যার মধ্যে দৈবকী অন্যতমা। বসুদেব এই সাত কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের নয় পুত্রের মধ্যে কংস কৃষ্ণের বিরোধী। বসুদেবের ঔরসে দৈবকীর গর্ভে আটটি পুত্র হয়। অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। নারদ কংসকে সংবাদ দেন কংস দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণের হাতে নিহত হবেন। এই সংবাদ পেয়ে কংস দৈবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু বসুদেব প্রতিশ্রুতি দেন যে, দৈবকীর গর্ভজাত সকল সন্তানকে জন্মমাত্র কংসের হাতে সমর্পণ করবেন। সেই দিন থেকে বসুদেব ও দৈবকী কংসের কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকেন। কৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হলে বসুদেব ও দৈবকী কারাগার থেকে মুক্তি পান।

ধেনুকাসুর : রাক্ষস বিশেষ। বৃন্দাবনের নিকটে এর বাস ছিল। কৃষ্ণ বলরাম গোচারণের উদ্দেশ্যে তালবনে উপস্থিত হন। তালভক্ষণের জন্য বলরাম তালবৃক্ষ থেকে তাল সংগ্রহ করলে ধেনুকাসুর সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত উপস্থিত হয়ে বলরামকে দংশন করতে থাকে। বলরাম ধেনুকাসুরের পদদ্বয় ধারণ করে তার দেহ ভূতলে নিক্ষেপ করে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন।

নগ্নজিৎ : কোশল দেশের রাজা। এঁর কন্যার নাম সত্যা। পিতার নাম অনুসারে কন্যার নাম নাগ্নজিতী। নগ্নজিৎ নিজের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ পণ করেন, যে তাঁর রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ বধ করতে পারবে তার হাতে তিনি কন্যা দান করবেন। কৃষ্ণ এই কাজে সমর্থ হলে নাগ্নজিতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ হয়।

নন্দ : কৃষ্ণের পালক পিতা। মথুরার নিকটবর্তী গোকুলগ্রামে গোপ জাতীয় নন্দের বাস ছিল। নন্দের স্ত্রীর নাম যশোদা। কৃষ্ণ নন্দের গৃহে লালিত পালিত হন। তিনি নন্দের সমস্ত ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কংস কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য গোকুলে ছদ্মবেশী চরদের প্রেরণ করতে থাকলে নন্দ ভীত হয়ে সপরিবার অন্যান্য গোপ সহ গোকুল ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসবাস করেন।

নরক : পৃথিবীর পুত্র, অসুর বিশেষ। এই অসুর অদিতির কর্ণকুণ্ডল চুরি করে প্রাগজ্যোতিষপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে রেখে দেয়। দেবতাদের অনুরোধে কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে অসুরদের হত্যা করে ওই কর্ণকুণ্ডল উদ্ধার করেন। নরকাসুর গন্ধর্ব, মানুষ, দেবকন্যা এবং অপ্সরাদের ধরে এনে একটি সুরম্য অট্টালিকায় আবদ্ধ করে রাখেন এবং এদের বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ করেন।

নাগ্নজিতী : কৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। এঁর অপর নাম সত্যা। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা করেন। পরজন্মে নগ্নজিৎ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণকে স্বামীরূপে লাভ করেন।

নারদ : ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে অভিলাষী হয়ে প্রথমে মরীচি, অত্রি, স্কন্ধ প্রভৃতিকে ও পরে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, নারদ ও রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করেন। নারদ ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী, বেদজ্ঞ তপস্বী। 'নার' শব্দের অর্থ জল। তর্পণের জন্য সর্বদা ইনি জলদান করতেন বলে এঁর নাম হয় নারদ। বীণা হাতে ইনি ত্রিভুবন ভ্রমণ করতেন। ব্রহ্মার নিকট ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সংবাদ, পরামর্শ দান, যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাহাদি সংঘটনে এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। নানা প্রকার বার্তা দানে, দীক্ষা দানে, দৈত্য বিনাশে সহায়তা দানে, নীতিপরামর্শ দানে ইনি সতত সক্রিয় থাকতেন।

নৃগ : জনৈক ব্রাহ্মণভক্ত প্রসিদ্ধ রাজা। নানা রূপ যজ্ঞ দান প্রভৃতি সৎকার্যে নিযুক্ত থাকতেন। কোনো সময় পুষ্কর তীর্থে ইনি ব্রাহ্মণদের এক কোটি গাভী দান করেন। তার মধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা গাভী ছিল। সেই গাভী সকলের সঙ্গে প্রদত্ত হয়ে যায়। যার গাভী হারিয়েছিল, সেই ব্রাহ্মণ খুঁজতে খুঁজতে এক পণ্ডিতের গৃহে গাভীটি দেখতে পায়। কিন্তু যে এই গাভীকে পালন করছিল সে নৃগের কাছ থেকে পেয়েছে বলে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে। এই বিবাদ মেটানোর জন্য উভয় রাজা নৃগের নিকট যায়। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিন অপেক্ষা করেও তারা রাজার সাক্ষাৎ পেল না। তখন উভয়েই রাজাকে কৃকলাস হবার অভিশাপ দিল। কৃকলাস হয়ে রাজাকে বহু বছর কূপ মধ্যে অবস্থান করতে হবে। পরে বিষ্ণু মনুষ্য মূর্তি ধারণ করে মর্ত্যে এলে তাঁর মুক্তিলাভ হবে।

পাঞ্চজন্য : কৃষ্ণের শঙ্খ। পঞ্চজন নামক রাক্ষসকে হত্যা করার পর তার অস্থি থেকে এই শঙ্খ নির্মিত হয়।

পারিজাত : সমুদ্র মন্থনকালে এই পারিজাত বৃক্ষ সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়। এই পারিজাত বৃক্ষ স্বর্গে ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভাবর্ধনকারী। কৃষ্ণ একদা রুক্মিণীর সঙ্গে বসেছিলেন ; সেই সময় নারদ সেখানে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণকে একটি পারিজাত পুষ্প দান করেন। কৃষ্ণ এই পুষ্প তৎক্ষণাৎ রুক্মিণীকে দান করেন। কৃষ্ণের অন্যতমা স্ত্রী সত্যভামা এই ঘটনায় ক্রুদ্ধা হন। তখন কৃষ্ণ সত্যভামাকে স্বর্গ থেকে পারিজাত বৃক্ষ উপহার দানের অঙ্গীকার করেন। কৃষ্ণ যখন বৃক্ষটি উৎপাটন পূর্বক গরুড়ের পিঠে স্থাপন করে দ্বারকায় আনয়ন করেছিলেন, তখন ইন্দ্র পারিজাত অপহরণের সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং পরাজয় বরণ করেন। পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকায় রোপিত হয়। পারিজাতের প্রভাবে সেখানে রোগ, শোক, অনাবৃষ্টি থাকে না। কৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই বৃক্ষ পুনরায় ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

পাশুপত অস্ত্র : পশুপতি অর্থাৎ শিবের বৃহৎ শূলাস্ত্র। অর্জুন কঠোর তপস্যা করে মহাদেবের নিকট হতে এই অস্ত্র লাভ করেন। এর তেজ যুগান্তকালের অগ্নির মত। এই অস্ত্র পঞ্চবক্ত্র দশবাহু ও ত্রিলোচন যুক্ত।

পূতনা : বকাসুরের ভগিনী ও বালীর কন্যা পূতনা কংসরাজের অনুচরী। কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কংস পূতনাকে গোকুলে প্রেরণ করেন। পূতনা মায়াবলে সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি ধারণ করে নন্দের গৃহে উপস্থিত হয়। পূতনা শিশুকৃষ্ণকে কপট স্নেহের সাহায্যে নিজের বিষাক্ত স্তন পান করাতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ স্তন্যপানরত অবস্থায় তার জীবনীশক্তি শোষণ করে তাকে বধ করেন। মৃত্যুকালে পূতনা দানবীরূপ ধারণ করে কৃষ্ণের হাত থেকে মুক্তিলাভের ব্যর্থ চেষ্টা করে ধরাশায়ী হয়ে দেহত্যাগ করে।

প্রদ্যুম্ন : রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রদ্যুম্নের জন্মের সাত দিন পর শম্বরাসুর এঁকে

হরণ করে নিয়ে যায়। শিবের নেত্রাগ্নিতে কামদেব ভস্মীভূত হলে তাঁর স্ত্রী রতির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে শিব বর দেন, কামদেব প্রদ্যুম্ন রূপে জন্মগ্রহণ করবেন। রতিও মায়াবতী রূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। শম্বরের স্ত্রী মায়াবতী এই শিশুকে নিজের পুত্রের ন্যায় পালন করতে থাকেন। ক্রমে মায়াবতী জ্ঞাত হন এই নবজাতকই তাঁর জন্মান্তরের স্বামী। ক্রমে দুজনের মধ্যে অনুরাগ জন্মে। অতঃপর প্রদ্যুম্ন শম্বরকে যুদ্ধে নিহত করে মায়াবতীকে নিয়ে পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে নিজ স্ত্রীরূপে পরিচয় দেন। পূর্বজন্মে ইনি রতি নামে পরিচিতা ছিলেন। প্রদ্যুম্ন মাতুল কন্যা ককুদমতীকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র হয়। প্রদ্যুম্ন বীর যোদ্ধা ছিলেন। বহু যুদ্ধে কৃষ্ণের সহায়তা করেন। অসুররাজ বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীকে ইনি গান্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে প্রভাবতী গর্ভবতী হলে অসুরগণ একত্রিত হয়ে প্রদ্যুম্নকে বিনাশ করার চেষ্টা করে ; কিন্তু প্রদ্যুম্ন নিজেই অসুরদের নিহত করেন। প্রভাবতীর গর্ভজাত পুত্র বজ্রপুরের রাজা হন। আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার সময় প্রদ্যুম্নও নিহত হন।

প্রলম্বাসুর : কংসের আশ্রিত অসুর বিশেষ। একদিন কৃষ্ণ বলরাম ও গোপবালকেরা ক্রীড়ারত ছিলেন ; এই অসুর গোপ বেশ ধারণ করে কৃষ্ণ বলরামকে মল্লক্রীড়ায় আহ্বান করেন। এই ক্রীড়ায় পণ হয়, বিজিত ব্যক্তি বিজয়ীকে স্কন্ধে বহন করবে। প্রলম্ব বলরামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁকে বহন করে। তার ইচ্ছা ছিল কিছুদূর নিয়ে গিয়ে বলরামকে বধ করবে। বলরাম এই পরিকল্পনা জ্ঞাত হয়ে নিজের ভার এত বৃদ্ধি করেন যে প্রলম্ব তাকে বহনে অসমর্থ হয়। এবার প্রলম্ব নিজ মূর্তি ধারণ করে বলরামকে আক্রমণ করলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বলরামের হাতে নিহত হয়।

বকাসুর : কংসের অনুচর। কংসের আদেশে এই অসুর বকরূপ ধারণ পূর্বক ব্রজধামে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। কৃষ্ণ বক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তার গলদেশ দাহ করতে থাকেন। এই দহন জ্বালায় অসহ্য হয়ে বক কৃষ্ণকে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে হত্যা করতে সচেষ্ট হলে, কৃষ্ণ বকাসুরের চঞ্চুদ্বয় দ্বিধাবিভক্ত করে নিহত করেন।

বজ্রনাভ : সুমেরু পর্বতবাসী অসুর। ব্রহ্মার বরে অজেয় হয়ে বজ্রপুর নামে এক সুরক্ষিত পুরী নির্মাণ করে। অতঃপর বজ্রনাভ দেবতাদের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করে। অবশেষে ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যচ্যুত করার উদ্যোগ নেয়। এই অসুরকে বধ করার জন্য ইন্দ্র কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মার বরে বজ্রনাভের পুরীতে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। ইন্দ্র স্বর্গের রাজহংসদের বজ্রপুরের অন্তঃপুরস্থিত সরোবরে বিচরণ করতে বলেন এবং পরামর্শ দেন তারা যেন বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে গোপনে আলাপ করে আত্মীয়তা স্থাপন করে এবং তাঁকে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রতি অনুরক্ত করতে সমর্থ হয়। এই হংসদের কৌশলে প্রভাবতী প্রদ্যুম্নের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রদ্যুম্ন ভদ্র নামে জনৈক নটের সহায়তায় বজ্রপুরে প্রবেশ করে প্রভাবতীর সঙ্গে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে। প্রভাবতীর দুই ভগিনী চন্দ্রাবতী ও গুণবতীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের দুই ভ্রাতা গদ ও শাম্বের বিবাহ হয়। যথাসময়ে এই কন্যাদের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই সকল সংবাদ বজ্রনাভের গোচরে এলে যাদবদের বিনাশ সাধনের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করে। প্রদ্যুম্নের সঙ্গে তার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধকালে কৃষ্ণের চক্র প্রদ্যুম্নের হস্তগত হয়। এই চক্রদ্বারা প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভকে হত্যা করেন।

বৎসাসুর : শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে গোপ বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত ছিলেন, তখন কংসের অনুচর এক দৈত্য তাঁকে বধ করার উদ্দেশ্যে গোবৎস রূপ ধারণ পূর্বক অন্যান্য গোবৎসের সঙ্গে বিচরণরত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে তার পশ্চাতের পদদ্বয় শূন্যে আবর্তনপূর্বক কপিত্থ বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন।

বলরাম : বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম। ইনি বসুদেব ও রোহিণীর পুত্র, কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বলদেব বলভদ্র নামেও ইনি প্রসিদ্ধ। দৈবকীর সপ্তম গর্ভ হলে যোগমায়া গর্ভ সঙ্কর্ষণ করে রোহিণীর উদরে এঁকে স্থাপন করেন। এইরূপ গর্ভ সঙ্কর্ষণের জন্য উক্ত গর্ভে বলরামের জন্ম হওয়ায় তাঁর এক নাম সঙ্কর্ষণ। হল বলরামের অস্ত্র। যে জন্য তাঁর অন্য নাম হলধর বা হলায়ুধ। জন্মের পর কংসের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য বলরাম গোকুলে নীত হন এবং কৃষ্ণের সঙ্গে একত্রে প্রতিপালিত হন। সান্দীপনি মুনির নিকট ইনি বেদবিদ্যা, কলাবিদ্যা, ধনুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা করেন। গদাযুদ্ধে বলরাম অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি কৃষ্ণের সকল কর্মের সহায়ক ও লীলা সহচর। মথুরায় গমন কালে বলরামও কৃষ্ণের সঙ্গে গমন করেন এবং বলরামের সাহায্যেই কৃষ্ণ কংস বধে সমর্থ হন। বৃন্দাবনে বলরাম যমুনাকে আকর্ষণ করে নিগৃহীত করেন। দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কৌরবগণ কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হলে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরবপুরী গঙ্গায় নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ওই নগরীর প্রাকার ভিত্তি হলাগ্র দ্বারা উৎপাটিত করলে হস্তিনাপুর সবেগে ঘূর্ণিত হয়। দুর্যোধন তখন লক্ষ্মণাকে শাম্বের হাতে সমর্পণ করেন। কংস হত্যার সংবাদ অবগত হয়ে তার শ্বশুর জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করলে বলরাম ও কৃষ্ণ জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভগিনী সুভদ্রা হরণে ইনি অর্জুনকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন ; পরে কৃষ্ণের অনুরোধে তাঁকে ক্ষমা করেন। বলরাম দুর্যোধন ও ভীমকে গদাযুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় দ্বারকায় বট-বৃক্ষের নিম্নে যোগসমাহিত অবস্থায় থাকাকালীন এঁর মুখ থেকে রক্তবর্ণ সহস্রমুখ সর্প নির্গত হয়ে সমুদ্রে গমন করে; তখন বলরামের মৃত্যু হয়। ইনি নাগরাজ শেষের অবতার এই মতও প্রচলিত। সে কারণ যে নাগ মৃত্যুকালে তাঁর মুখ থেকে বিনির্গত হয় তিনি শেষ নাগ বলে অনুমান করা হয়। এঁর স্ত্রীর নাম রেবতী, রাজা রৈবতের কন্যা। তাঁর দুই পুত্র—নিশধ ও উন্মক।

বসুদেব : যাদব বিশেষ ও কৃষ্ণের পিতা। এঁর পিতা যদুবংশী শূর ও মাতা ভোজকন্যা মহিষী। বসুদেবের স্ত্রীর নাম দৈবকী। পৃথা বা কুন্তী এঁর সহোদরা। বসুদেবের অন্য স্ত্রীর নাম রোহিণী। দৈবকীর গর্ভে কৃষ্ণ এবং রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের মৃত্যুর সময়ে বসুদেব ও দৈবকী জীবিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগ করলে ইনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অর্জুনের হাতে যাদব নারীদের রক্ষার ভার দিয়ে বসুদেব যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। দৈবকী সহমৃতা হন।

বাণ : দৈত্যরাজ বলির একশত পুত্রের মধ্যে বাণ শ্রেষ্ঠ। শিবভক্ত বলে বাণ দেবতাদের অজেয় হয়ে তাঁদের উপর উৎপীড়ন করতে থাকেন। বাণের কন্যা ঊষা কৃষ্ণের পুত্র ও প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন এবং সখী চিত্রলেখার সাহায্যে তাঁকে গোপনে রাজপুরীতে এনে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। বাণ এই সংবাদ অবগত হয়ে অনিরুদ্ধকে কারাগারে বন্দী করেন। কৃষ্ণ এই সংবাদ শ্রবণে প্রদ্যুম্ন ও বলরামের সঙ্গে যুদ্ধার্থ শোণিতপুরে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে মহাদেব বাণের পক্ষ অবলম্বন করলেও কৃষ্ণের হাতে বাণ পরাজিত হন।

বাসুদেব : পৌণ্ড্রদেশের রাজা। পোণ্ড্রিক-বাসুদেব নামে খ্যাত। ইনি ভয়ানক কৃষ্ণ বিদ্বেষী ছিলেন। কৃষ্ণের হাতে নিহত হন।

বৃকাসুর : এক দুষ্টবুদ্ধি অসুর। পিতার নাম শকুনি। এই দুর্মতি অসুর নারদের কাছে জানতে পারে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতার মধ্যে শিব অল্পে তুষ্ট হন। নারদের কথা মত এই দুষ্টমতি অসুর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেদার তীর্থে গিয়ে নিজের গায়ের মাংস আহুতি দিয়ে শিবের তপস্যায় রত হয়। বৃকাসুরের কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাকে অভীষ্ট বর দান করলেন—বৃকাসুর যার মাথায় হাত রাখবে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। বর লাভ করে বৃকাসুর শিব-পত্নী গৌরীকে লাভ করার আশায় সেই বর পরীক্ষা করার জন্য শিবের মাথায় নিজের হাত রাখতে উদ্যত হল। শিব তখন নিজ কর্মের পরিণতিতে ভীত হয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের সকল দিকে হন্তদন্ত হয়ে পালাতে লাগলেন। বৃকাসুর তাঁকে তাড়া

করল। অবশেষে শিব বৈকুণ্ঠে উপনীত হয়ে নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণ শিবকে রক্ষা করতে মেখলা অক্ষমালা ধারণ করে বটুক বেশ ধারণপূর্বক কুশ হাতে নিয়ে বৃকাসুরের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন—শিব এরূপ বর দিয়েছেন, আমরা তা আদৌ বিশ্বাস করি না। দক্ষের শাপে পিশাচবৃত্তি পেয়ে শিব পিশাচের রাজা হয়েছেন। হে দানবেন্দ্র, তাঁকে জগৎগুরু বলে যদি তাঁর কথায় আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, তবে নিজের মাথায় হাত দিয়ে পরীক্ষা করুন। যদি শিবের বরদান মিথ্যা হয়, তাহলে পরীক্ষার পর তিনি তাঁকে কঠোর শাস্তি দেবেন। নারায়ণের বাক্যে হতবুদ্ধি বৃকাসুর নিজের মাথায় হাত দিল এবং ছিন্নশির হয়ে মৃত্যু বরণ করল।

বৃন্দাবন : মথুরার তিন ক্রোশ দূরে যমুনার বামতটে অবস্থিত নগর ও উপবন। কৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে দানবদের নিহত করেন। তারপর নন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। রাধাকৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি বলে বৃন্দাবন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।

ব্যাসদেব : মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশর বৈদিক ঋষি। বেদের অনেক মন্ত্র ইনি রচনা করেন। এঁর রচিত সংহিতার নাম 'পরাশর সংহিতা'; এঁর পুত্র বেদ বিভাগ কর্তা ব্যাসদেব যমুনাদ্বীপ জাত। সেই কারণে এঁর অন্য নাম দ্বৈপায়ন। এঁর জন্ম সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি এইরূপ—মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিতা শাপগ্রস্ত অপ্সরা সত্যবতী যমুনায় নৌকা পারাপার করতেন। পরাশর মুনি তীর্থ পর্যটন করতে গিয়ে ওই স্থানে উপস্থিত হয়ে সত্যবতীকে দেখে মোহিত হয়ে বংশরক্ষার্থে তার নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন। এই পুত্রই ব্যাসদেব। কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের জন্য এঁর অন্য নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। জন্মের অব্যবহিত পরে মাতার অনুমতি লাভ করে ইনি তপস্যার জন্য বনে গমন করেন।

ব্যোমাসুর : ময়দানবের মহামায়াবী পুত্র। এই অসুর পর্বতের সানুদেশে ক্রীড়ারত গোপবালকদের অপহরণ করে পর্বতগুহায় বন্দী করে রাখত। কৃষ্ণ তা জানতে পেরে তাকে পশুর মত হত্যা করেন।

মথুরা : মধু দৈত্য নির্মিত নগরী। যমুনার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। কৃষ্ণের জন্মস্থান রূপে কথিত মথুরা হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।

মিত্রবিন্দা : কৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী।

মুচুকুন্দ : ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। একবার দেবাসুরের যুদ্ধে সেনাপতি হয়ে ইনি অসুরদের পরাজিত করেন। দেবতারা প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলে মুচুকুন্দ বর চাইলেন, যে ব্যক্তি তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত করে তাঁর সম্মুখে পড়বে তার প্রতি তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মাত্র সে ভস্মে পরিণত হবে। দেবতাদের নিকট এই বর লাভ করে তিনি হিমালয় পর্বতের গুহায় নিদ্রিত হলেন। যুগ যুগ নিদ্রায় গত হল। এদিকে পরাক্রান্ত যবনরাজ কালযবন যাদবদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কৃষ্ণ কালযবনকে বিনাশ করতে মথুরায় আসেন। কালযবন কৃষ্ণের সম্মুখীন হলে কৃষ্ণ পলায়নের ছলে হিমালয়ের যে গুহায় মুচুকুন্দ নিদ্রিত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর মাথার দিকে লুকিয়ে থাকেন। কালযবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে মুচুকুন্দের গুহায় প্রবেশ করে নিদ্রিত মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ মনে করে পদাঘাত করতে থাকেন। মুচুকুন্দ জাগ্রত হয়ে কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র মুচুকুন্দের নেত্রাগ্নিতে কালযবন ভস্মীভূত হন।

মুর (মুরু) : এক ভীষণ রাক্ষস। রাক্ষসরাজ নরক এর বন্ধু। নরক কৃষ্ণ কর্তৃক আক্রান্ত হলে মুরুর সহায়তায় রক্ষা পায়। রাজা নরক মুরুর দেহ বেষ্টন করে তীক্ষ্ণ দড়ি দিয়ে জড়িয়ে তাকে সুরক্ষিত করে। কৃষ্ণ মুরুকে আক্রমণ করে চক্রদ্বারা রক্ষারজ্জু ছিন্নভিন্ন করে মুরুকে হত্যা করেন। এইজন্য কৃষ্ণের আর এক নাম মুরারি।

যমলার্জুন : বৃন্দাবনস্থ যমজ বৃক্ষদ্বয়। একদা কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব প্রমত্ত অবস্থায় স্ত্রীগণ সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া করছিলেন। এমন সময় নারদ সেখানে উপস্থিত হলে স্ত্রীগণ লজ্জিত হয়ে

আত্মসংবরণ করেন কিন্তু মত্ত অবস্থায় নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদের আগমন জানতে পাবেন নি। তখন নারদের অভিশাপে তাঁরা দুটি অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হন। পরে কৃষ্ণ বাল্যক্রীড়াচ্ছলে এই বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করলে এঁরা শাপমুক্ত হন।

যমুনা : কালিন্দ পর্বত থেকে যমুনা নদীর উৎপত্তি। এই নদী সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে যমের সঙ্গে যমজ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য ইনি যমের সহোদরা। একবার বলরাম স্নান করবেন বলে যমুনাকে তাঁর কাছে আসতে বলেন। যমুনা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করেন এবং তাঁর ইচ্ছামত যত্রতত্র যমুনাকে অনুগমন করতে বাধ্য করেন। তখন যমুনা নদী নারীমূর্তি ধারণ করে বলরামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

যশোদা : নন্দের স্ত্রী। কৃষ্ণের পালিতা মাতা। বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তাঁর স্ত্রী ধরা ঈশ্বরদর্শনের আশায় গন্ধমাদন পর্বতে কঠোর তপস্যা করেন। এঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে দেবতারা বর দেন—তোমরা জন্মান্তরে হরির দর্শন পাবে। তারপর দ্রোণ নন্দরূপে ও ধরা যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

রুক্মিণী : বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা ; কৃষ্ণের স্ত্রী। ইনি লক্ষ্মীর অবতার। রুক্মিণীর অসামান্য রূপলাবণ্যে কৃষ্ণ আকৃষ্ট হন এবং রুক্মিণীও কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এ বিবাহে অসম্মতি জানান। এদিকে জরাসন্ধ শিশুপালের জন্য রুক্মিণীকে প্রার্থনা করে ভীষ্মকের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন। ভীষ্মক এই প্রস্তাবে রাজি হলে বিবাহের আয়োজন চলতে থাকে। এই বিবাহের কথা জানতে পেরে কৃষ্ণ বলরাম সহ সেখানে উপস্থিত হয়ে রুক্মিণীকে হরণ করেন। তারপর কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে যথাবিধি বিবাহ করেন। রুক্মিণীই কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী।

রুক্মী : বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রুক্মিণী হরণকালে কৃষ্ণকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইনি নর্মদা তীরে কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে বিদর্ভে প্রত্যাবর্তন না করে নর্মদার নিকট ভোজকট নগরে রাজত্ব করতে থাকেন। ইনি কৃষ্ণবিদ্বেষী হয়েও কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত নিজ কন্যা রুক্মাবতীর বিবাহ দেন এবং প্রদ্যুম্ন-পুত্র অনিরুদ্ধের সহিত নিজ পৌত্রীর বিবাহ দেন। বলরামকে অক্ষক্রীড়ায় প্রতারণা করতে গিয়ে অক্ষের আঘাতে নিহত হন।

রেবতী : রৈবত রাজাব কন্যা ও বলরামের স্ত্রী। রেবতী পরমা সুন্দরী ছিলেন বলে পিতা পৃথিবীতে কন্যার উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে ব্রহ্মার পরামর্শে বলরামেয় হাতে কন্যা সম্পর্ণে মনস্থ করেন। রেবতী দীর্ঘাঙ্গী হওয়ায় বলরাম হল দ্বারা কিঞ্চিৎ খর্বাকৃতি করে রেবতীকে বিবাহ করেন।

রোহিণী : বসুদেবের স্ত্রী। বলরামের মাতা ও কৃষ্ণের বিমাতা। বসুদেব কংসের ভয়ে রোহিণীকে ব্রজধাম নন্দালয়ে রেখেছিলেন। কংসবধের পর ইনি মথুরায় ফিরে আসেন। যদুবংশ ধ্বংসের সময় বসুদেব দেহত্যাগ করলে রোহিণী অনুমৃতা হন।

শঙ্খচূড় : সুদামা নামে জনৈক গোপ রাধিকার শাপে শঙ্খচূড় দৈত্য রূপে জন্মগ্রহণ করে। তপস্যা বলে শঙ্খচূড় ব্রহ্মার কাছ থেকে এক কবচ লাভ করে দেবতাদের অজেয় হয়। ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের বিবাহ হয়। দেবতারা শঙ্খচূড়ের হাতে পরাস্ত হয়ে প্রতিকার প্রার্থনায় বিষ্ণুর কাছে যান। বিষ্ণু বলেন, শিব প্রদত্ত কবচ ধারণ করে সে অজেয়। সেই কবচ বিষ্ণু ব্রাহ্মণের রূপ ধরে শঙ্খচূড়ের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী রতি মায়াবতী নামে জন্মগ্রহণ করে শম্বর দৈত্যের গৃহে বাস করেছিলেন। শম্বর জানতেন প্রদ্যুম্নের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে। এই জন্য প্রদ্যুম্নের জন্মের ষষ্ঠ দিনে এঁকে হরণ করে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। একটি মৎস্য প্রদ্যুম্নকে গ্রাস করলে ওই মৎস্য এক ধীবরের জালে ধৃত হয়ে শম্বরের গৃহে নীত হয়। মৎস্যের উদরে তাঁর স্বামী প্রদ্যুম্নকে চিনতে পেরে মায়াবতী তাঁকে পালন করতে থাকেন। প্রদ্যুম্ন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করলে মায়াবতীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে

পারেন। শেষে শম্বরকে বধ করে প্রদ্যুম্ন মায়াবতীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করে কৃষ্ণের ভবনে নিয়ে যান।

শাম্ব : শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র। ইনি বলরামের প্রিয়পাত্র ছিলেন। দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে ইনি স্বয়ংম্বর সভা থেকে হরণ করলে কৌরবরা শাম্বকে বন্দী করে। বলরাম শাম্বকে এঁদের হাত থেকে মুক্ত করেন। লক্ষ্মণার সঙ্গে শাম্বের যথারীতি বিবাহ হয়। একদিন বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ দ্বারকায় এলে যদুবংশীয় বীরদের মনে কুবুদ্ধি জাগে। তাঁরা শাম্বকে গর্ভিণী বেশে সজ্জিত করে মুনিদের কাছে নিয়ে এসে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করে এঁর কি সন্তান হবে? মুনিরা ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দেন, শাম্ব যদুবংশ ধ্বংস করবার জন্য ভীষণ লৌহময় মুষল প্রসব করবে। এই শাপে শাম্ব পর দিন মুষল প্রসব করেন। পরে সাগরে নিক্ষিপ্ত সেই মুষলচূর্ণ হতে উৎপন্ন তৃণের আঘাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়।

শাল্ব : ইনি শিশুপালের সখা, সৌভ নগরের রাজা। শ্রীকৃষ্ণের শিশুপাল বধের বৃত্তান্ত শুনে পৃথিবী যাদব শূন্য করবেন বলে শাল্ব প্রতিজ্ঞা করেন। ইনি দ্বারকাপুরী আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের শেষে দ্বারকায় ফিরে আসেন এবং চতুরঙ্গ বল নিয়ে শাল্বরাজকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চান। শাল্ব তখন সমুদ্রের উপর তাঁর সৌভ বিমানে দানব অনুচরদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। বহু মায়াযুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রের আঘাতে সৌভ বিমান বিদীর্ণ হয় এবং দ্বিখণ্ডিত শাল্বের মৃত্যু হয়।

শিশুপাল : চেদিরাজ দম ঘোষের পুত্র। ইনি কৃষ্ণের পরম শত্রু। শিশুপালের মাতা বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবা। কৃষ্ণের হাতে শিশুপালের মৃত্যু জেনে শ্রুতশ্রবা কৃষ্ণকে শিশুপালের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতে বললে কৃষ্ণ একশত অপরাধ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন বলে জানান। পরবর্তী কালে শিশুপাল রাজ্যাধিকার পেয়ে অতিদৃপ্ত হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণ তাঁর প্রাণ বিনাশের কারণ হবেন জেনে শিশুপাল কৌরবদেব সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। রুক্মিণী-বিবাহ উপলক্ষে শিশুপালের সঙ্গে কৃষ্ণের বিরোধ হয়। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে কে প্রথম অর্ঘ্যলাভের যোগ্য এই প্রশ্নে কৃষ্ণের নামই বিবেচিত হয়। কৃষ্ণকে এই সম্মানদান অসমীচীন বলে শিশুপাল কৃষ্ণকে অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করে হেয় প্রতিপন্ন করলে কৃষ্ণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এদিকে কৃষ্ণের ক্ষম্য অপরাধ একশত পূর্ণ হওয়ায়, কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করেন।

সত্যভামা : রাজা সত্রাজিতের কন্যা, কৃষ্ণের মহিষী। বিবাহের পর এঁর পিতা শতধন্বা কর্তৃক নিদ্রিতাবস্থায় নিহত হন। সত্যভামা পিতার মৃতদেহ তৈল মধ্যে রক্ষা করে স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। শতধন্বাকে হত্যা করে কৃষ্ণ সত্যভামাকে পরিতৃপ্ত করেন। একবার নারদ স্বর্গের নন্দনকানন থেকে কয়েকটি পারিজাতপুষ্প সংগ্রহ করে কৃষ্ণকে উপহার দেন। কৃষ্ণ ফুলগুলি তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে ভাগ করে দেন কিন্তু ভুলক্রমে এই ফুল তিনি সত্যভামাকে দিতে বিস্মৃত হন। সত্যভামা অভিমান করলে কৃষ্ণ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বর্গ হতে কল্পতরু এনে দ্বারকায় সত্যভামার গৃহপ্রাঙ্গণে রোপণ করেন।

সত্রাজিৎ : কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পিতা। ইনি সূর্যোপাসনা করে স্যমন্তক মণি পেয়েছিলেন। এই মণি প্রত্যহ রাশি রাশি স্বর্ণ দান করত। সত্রাজিৎ এই মণি কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে দান করেন। প্রসেনজিৎ এই মণি ধারণ করে মৃগয়া করতে গিয়ে সিংহ কর্তৃক নিহত হন। জাম্ববান সেই সিংহকে হত্যা করে এই মণি সংগ্রহ করেন। সত্রাজিৎ প্রসেনজিতকে দেখতে না পেয়ে মনে করেন কৃষ্ণই বোধহয় মণির লোভে প্রসেনজিৎকে হত্যা করেছে। ঋক্ষ এ কথা শুনে বনে গিয়ে নিহত প্রসেনজিৎ ও সিংহকে দেখতে পান কিন্তু মণির সন্ধান পান না। ঋক্ষ পদচিহ্ন অনুসরণ করে কৃষ্ণ জাম্ববানের গুহায় প্রবেশ করে যুদ্ধে জাম্ববানকে পরাজিত করে মণি উদ্ধার করেন এবং সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দেন। বৃথা দোষারোপে লজ্জিত হয়ে সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণি ও কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ

করেন। এদিকে অক্রূর, কৃতবর্মা ও শতধন্বা সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। বিফল মনোরথ হয়ে অক্রূর ও কৃতবর্মা সত্রাজিৎকে হত্যা করে মণি সংগ্রহের জন্য শতধন্বাকে উত্তেজিত করেন। এর ফলে সত্রাজিৎ নিদ্রিত অবস্থায় শতধন্বা কর্তৃক নিহত হন।

সান্দীপনি : মুনি বিশেষ। কৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষাগুরু। ব্রহ্মার অংশে এঁর জন্ম। সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সান্দীপনি অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকতেন। কৃষ্ণ ও বলরাম এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধনুর্বাণ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে কৃষ্ণ বলরাম গুরু-দক্ষিণা দিতে চাইলে সান্দীপনি তাঁর মৃত পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। প্রভাস তীর্থে স্নানের সময় পঞ্চজন নামে জনৈক শঙ্খাসুর সান্দীপনির পুত্রকে সমুদ্র গর্ভে নিয়ে যায়। এই অসুর একটি দুর্ভেদ্য শঙ্খের মধ্যে নিরাপদে বাস করত। কৃষ্ণ ও বলরাম এই পঞ্চজন অসুরকে বধ করে গুরুর পুত্রকে উদ্ধার করেন।

সুদর্শন : মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্মা সর্ব দেবতার তেজ নিয়ে এক চক্র নির্মাণ করেন। পরে দৈত্য দানবাদি বিনাশের জন্য এই চক্র মহাদেব বিষ্ণুকে দান করেন। এই চক্রই সুদর্শন চক্র। এই চক্র বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র।

সুদামা : কৃষ্ণের বন্ধু, জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সান্দীপনি মুনির ছাত্র, কৃষ্ণ বলরামের সহপাঠী। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যথাকালে বিবাহ করে সংসারী হলেও তার দুঃখের অবধি ছিল না। স্ত্রীর অনুরোধে সামান্য উপহার নিয়ে বাল্যবন্ধু দ্বারকাপতি কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যান ; উদ্দেশ্য ছিল বন্ধু কৃষ্ণকে নিজের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা বলা। কিন্তু ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে তাঁর দুঃখের কথা জানাতে পারেন না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্যে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। এই সুদামা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম।

স্যমন্তক মণি : যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিৎ সূর্যভক্ত ছিলেন। সূর্যের সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতি থাকায় সূর্যের কাছ থেকে এক দ্যুতিমান স্বর্ণপ্রসূ মণি লাভ করেন। এই মণিই স্যমন্তক মণি। এই মণির প্রভাবে দেশ থেকে অনাবৃষ্টি, ব্যাধি, অগ্নি, দস্যুভয় প্রভৃতি দূর হয়। কেবলমাত্র ধার্মিকের পক্ষেই এই মণি ধারণ ফলপ্রসূ ছিল। এই মণি অধার্মিকের পক্ষে অনিষ্টকর।

হিরণ্যকশিপু : অসুর সম্রাট। মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী দিতির গর্ভে এই দৈত্যরাজের জন্ম হয়। এর অপর ভ্রাতার নাম হিরণ্যাক্ষ। এই দুই ভ্রাতা পূর্বজন্মে বৈকুণ্ঠে জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুর দ্বারপাল ছিল। পরে বিষ্ণুলোকে সনন্দাদি ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে জয় ও বিজয় প্রথমে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে, দ্বিতীয়বারে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে এবং তৃতীয়বারে শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রীর নাম কয়াধু ; কনিষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদ। নরসিংহরূপধারী বিষ্ণু আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের শ্রেণীবিচার

স্বীকৃত আঠারোটি পুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয়। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই পুরাণকেই বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অবলম্বনগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ। মধ্যযুগে এদেশে ভাগবতের ব্যাপক অনুশীলন হয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী কালে গুণরাজ খান ভাগবতের কৃষ্ণ কথাশ্রিত দশম ও একাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করেন। এই অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ নয়। কবি কাব্যের প্রথম দিকে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন, পণ্ডিতের মুখে ভাগবতের বর্ণনা বা কথকতা শুনে ওই গ্রন্থের অর্থ (মূল বক্তব্য) পয়ার-ছন্দে বর্ণনা করেছেন। সেই কারণে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম

দাসের মহাভারতের মতো শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভাবানুবাদ। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের অনুবাদ আশ্রয়ী কাব্য।

এই কাব্য-কাহিনীর পরিকল্পনায় কবি ভাগবত ছাড়াও শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা, মহাভারতের প্রাসঙ্গিক অংশ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ ও এদেশে পূর্বাপর প্রচলিত লৌকিক কৃষ্ণকথা থেকে অনেক উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন। বজ্রনাভ উপাখ্যানে ভদ্রনটের অভিনয়ে রামায়ণ কাহিনীর অংশ বিশেষ বর্ণিত হয়েছে। ফলে কাব্যটি প্রকৃতিগত দিক থেকে একটি সুবৃহৎ আখ্যান কাব্যের রূপ ধারণ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় গেয় কাব্য। জনগণের আসরে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই কাব্য পরিবেশিত হত। পুথিতে সর্বত্রই রাগের উল্লেখ আছে। গীতিকা কাব্যে যেমন আখ্যানমূলক গীত রচিত হয় শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যেও তাই। গীতিকার কাহিনীতে কোনো জটিলতা থাকে না ; কাহিনীর কোথাও বিরাম বা ছেদ থাকে না ; কাহিনীর মধ্যে দৃঢ় সংবদ্ধতা থাকে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যেও কৃষ্ণের বীরত্বের কাহিনী সহজ সরল ভাষায় আদ্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। মূল কাহিনীর মধ্যে কোনও উপকাহিনী অথবা শাখাকাহিনী নেই।

গীতিকাব্যে স্বর্গ, নরক বা পরলোকের প্রসঙ্গ থাকে না ; পার্থিব জীবনেই জীবনের যাবতীয় সার্থকতা এবং ব্যর্থতার পরিসমাপ্তি দেখানো হয়। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যেও কৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় এই তিন পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। স্বর্গ নরক এবং পরলোকের প্রসঙ্গ মূল কাহিনীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত নয়। ওই সকল প্রসঙ্গ সাধারণ মানুষকে উপদেশ দান করার জন্য কাব্যের পরিশিষ্টে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু যথার্থভাবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে গীতিকা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজয় লিখিত সাহিত্য ; পক্ষান্তরে গীতিকা মৌখিক সাহিত্য। তাছাড়া, গীতিকা কাব্য মূলত গীতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় বর্ণনাময় রচনা ; তবে কাব্যটির পরিবেশনা পদ্ধতিতে সুরের সহায়তা গৃহীত হয়েছিল। মধ্যযুগে গীতিকাকাব্য রচিত হয়েছিল বিশেষ অঞ্চলে। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হওয়ায় এই কাব্যগুলি সেকালে তেমন সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়নি এবং এই কাব্যের প্রচারও বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না।

কাব্যের সূচনায় কবি বলেছেন, 'লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে'। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে লোককথার কিছু কিছু উপাদান থাকলেও এই কাব্যকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কারণ লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক ধারায় রচিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকসাহিত্যে সুনির্দিষ্ট কোনো রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। আমাদের আলোচ্য কাব্যে এইসকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেও লোককথার অলৌকিকতা এই কাব্যের বিভিন্ন উপাখ্যানে লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ যেহেতু নারায়ণের অবতার তাই সঙ্গতকারণেই দেব চরিত্রের অলৌকিকতা কৃষ্ণ চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। কৃষ্ণ দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান এবং সর্ব কনিষ্ঠ। সেই কারণে জন্মের পর থেকেই সে অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য সহজেই লোককথার অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য successful youngest son-কে স্মরণ করায়। এছাড়া Resuscitation motif বা পুনর্জীবন লাভ, Magic power motif প্রভৃতি লোককথার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কোনো না কোনোভাবে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য কাহিনীকে প্রভাবিত করেছে। সমুদ্রমধ্যস্থ পুরীর বর্ণনা রায়মঙ্গল কাব্যের বিষয় ; কমলেকামিনী নামক সমুদ্র মরীচিকা চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত হয়েছে। দ্বারকায় নির্মিত কৃষ্ণের প্রাসাদ সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত। এই পরিকল্পনাও লোকসাহিত্যের বিষয়। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনীকে প্রভাবিত করলেও এই কাব্যকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীনকালে রচিত Authentic Epic এবং পুরাণ কাহিনীগুলিতে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতপুরাণ অবলম্বনে রচিত অনুবাদ-আশ্রয়ী কাব্য। সেই

কারণেই লোকসাহিত্যের রীতি-পদ্ধতি এই কাব্যে কোথাও কোথাও অনুসৃত হলেও কাব্যটি লোকসাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত নয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে মঙ্গলকাব্যের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কাব্যের আরম্ভে রয়েছে দেবদেবীর বন্দনা। তবে এই বন্দনা কবি মঙ্গলকাব্যের রীতিতে করেন নি। যেহেতু কাব্যটি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সেইজন্য কবি কাব্যের মঙ্গলাচরণ অংশে কৃষ্ণের প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছেন। অতঃপর কৃষ্ণ অবতার ছাড়া নারায়ণের অন্যান্য দ্বাবিংশ অবতারের বন্দনা করেছেন। বিঘ্ন বিনাশনের দেবতা রূপে গণেশের বন্দনা করা হয়েছে প্রথমে। তারপর সংক্ষেপে নারায়ণের দুই নারী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বন্দনা করা হয়েছে। পরবর্তী কালে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে এই সকল দেবতার বন্দনা করা হয়েছে বিস্তৃতভাবে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দিগ্‌বন্দনা অংশে স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর বন্দনা করা হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে লৌকিক দেবদেবীর উল্লেখ কোথাও নেই। কাজেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী বন্দনা এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের মঙ্গলাচরণে দেববন্দনায় মৌলিক প্রভেদ আছে।

কাব্যে আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কবি কেবলমাত্র বাসস্থান ও পিতামাতার নাম উল্লেখ করেছেন :

বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুর্ণ্যে হৈল মোর নারাঅনে মতি॥

—খ ২/১

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ প্রায়শই আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ রূপে দীর্ঘ কাহিনীর অবতারণা করেন। তাছাড়া আশ্রয়দাতা পৃষ্ঠপোষকের নাম এবং তাঁদের বিস্তৃত পরিচয় থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কেবলমাত্র 'গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান' ছত্রটি সংশয়জনকরূপে রাধিকানাথ দত্ত ও নন্দলাল বিদ্যাসাগর সংস্করণে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মত শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণেতা গুণরাজ খান কাব্য রচনার প্রেরণারূপে ব্যাসদেব কর্তৃক স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করেছেন :

স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

এই অংশটি নন্দলাল বিদ্যাসাগর সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত। এই অংশটিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে এবং আমাদের অবলম্বিত বিশ্বভারতী সংগ্রহের পুথিতে কোথাও পাওয়া যায় না। নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত গ্রন্থের শেষাংশের কয়েকটি শ্লোকে এই বিষয়গুলির উল্লেখ রয়েছে। কাব্যের ওই অংশটির প্রামাণিকতা সংশয়াতীত নয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত বিষয়ের নাম-তালিকা বর্ণনা করার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু কাব্যের একটি অংশেই এই রকম নাম-তালিকার দৃষ্টান্ত আছে। রাসলীলা উপলক্ষে বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা প্রসঙ্গে বৃক্ষরাজির নাম-তালিকা আছে। তবে সে বর্ণনা যে কোনো মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে করা হয়েছে তারও কোনও প্রমাণ নেই।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে মঙ্গলকাব্যের রচনারীতির অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কোথাও দেখা যায় না। বারমাস্যার বর্ণনা এই কাব্যে নেই ; চৌত্রিশ অক্ষরে দেববন্দনা বা চৌতিশা নেই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে অনেক বিবাহের বর্ণনা আছে কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মত বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বর্ণনা কোথাও নেই। অধিকাংশ বিবাহেই স্বয়ংবর সভার আয়োজন করা হয়েছে।

কাজেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের নাম কোথাও কখনো গোবিন্দমঙ্গল রূপে উল্লিখিত হলেও মঙ্গলকাব্যের রচনারীতির সঙ্গে এই কাব্যের কোনও বিশেষ সাদৃশ্য নেই।

বিপরীতপক্ষে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের মূলগত প্রভেদ খুবই স্পষ্ট। মঙ্গলকাব্যের

গঠনপ্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গঠনপ্রকৃতি এক নয়। দেবমাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে মঙ্গলকাব্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র উপাখ্যান সংযোজিত হয়েছে, প্রতিটি কাহিনীই স্বয়ংসম্পূর্ণ—একটির সঙ্গে অন্যটির তেমন কোনো যোগ নেই। মনসামঙ্গলে রাখালপূজা পালা, জালুমালু পালা, হাসানহুসেন পালার উদ্দেশ্য মনসার মাহাত্ম্য প্রতিপাদন। এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলী বিভিন্ন আখ্যানে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে জাগরণ পালাই মুখ্য। কারণ জাগরণ পালায় কাব্যকাহিনীর Climax বর্ণিত হয়েছে ; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সব পালাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এতে এমন কোনো উপাখ্যান নেই যেখানে কাব্যকাহিনীর চূড়ান্ত পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের গায়ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। চণ্ডীমঙ্গল অন্নদামঙ্গল আটদিনের দুটি বৈঠকে ষোলো পালায় গীত হবার রীতি ছিল। ধর্মমঙ্গলের গান হত বারোদিন ধরে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীও চব্বিশটি পালায় বিভক্ত ছিল। এই কারণে চণ্ডীমঙ্গল গানের নাম ছিল অষ্টমঙ্গলা গীত ; ধর্মমঙ্গলের নাম বারমতি। কিন্তু গায়ন পদ্ধতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কোনো নাম নেই এবং গায়ন রীতির সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমার উল্লেখ কোথাও নেই। কাজেই অন্তরঙ্গ অথবা বহিরঙ্গের বিচারে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উল্লেখযোগ্য কোনও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না।

মালাধরের কাব্যের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং নামান্তর গোবিন্দবিজয় হওয়ার জন্যই অনেকে কাব্যটি বিজয়কাব্য নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের মত বিজয়কাব্য নামে স্বতন্ত্র কোনো কাব্যধারার অস্তিত্ব নেই। মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই 'বিজয়' পদান্ত নামকরণ প্রচলিত আছে। মনসামঙ্গলের ধারায় মনসাবিজয়, চণ্ডীমঙ্গলের ধারায় চণ্ডিকাবিজয়, চৈতন্যচরিত কাব্যের ধারায় গৌরাঙ্গবিজয়, নাথসাহিত্যের ধারায় গোর্খবিজয়, পীরমঙ্গল কাব্যের ধারায় গাজীবিজয় নামে অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। কিন্তু বিজয়কাব্য নামে কোনও স্বতন্ত্র কাব্যধারা গড়ে ওঠে নি। কাজেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যকে বিজয়কাব্য নামে কোনও স্বতন্ত্র ধারার পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন নয়।

এখন আলোচনা করা প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে মহাকাব্যের লক্ষণ কোথায় কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এ সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, প্রাচীনকালে রচিত মহাকাব্যগুলি মূলত বীরত্বগাথার বর্ণনা ; রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ এবং মহাভারতে ভীষ্ম, ভীম, অর্জুন, কর্ণ প্রমুখের বীরত্ব কাহিনীই মহাকাব্যগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যও মূলত কৃষ্ণ ও বলরামের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনায় সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মূলকাহিনীর প্রয়োজনে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে কংস, জরাসন্ধ, বজ্রনাভ, বাণ রাজা ও অন্যান্য অসুরদের বীরত্বের কাহিনী। ফলত প্রাচীন মহাকাব্যের মত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানিও বীররসাত্মক কাব্য হয়ে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের কাহিনীর পটভূমি মহাকাব্যোচিত। প্রাচীন মহাকাব্যে কাহিনী স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হয়। এই কাব্যের কাহিনীতে এই পরিব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়। গিরি গোবর্ধন ধারণ, পারিজাতহরণ পালায় কৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। বৃকাসুর বধ পালার পটভূমি শিবলোক। বস্তুতপক্ষে শিবলোক বিষ্ণুলোক এবং ইন্দ্রলোকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বর্ণিত অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

আবার, নন্দমোক্ষণ পালায় দেখা যায়, কৃষ্ণের দর্শন লাভের আশায় বরুণ নন্দকে পাতালে স্থানান্তরিত করেছেন। পিতাকে উদ্ধার করার জন্য কৃষ্ণ পাতালে উপস্থিত হলে বরুণের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। গুরু 'সান্দীপনী'র মৃতপুত্র উদ্ধার কল্পে কৃষ্ণের অভিযান গভীর সমুদ্রের তলদেশে এবং দৈবকীর অনুরোধে কংস কর্তৃক নিহত কৃষ্ণের সহোদরগণকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ পাতালে প্রবেশ করেছেন। এইভাবে দেখা যায় কাব্যের কাহিনী মর্ত্যলোকের সীমা অতিক্রম করে স্বর্গ এবং পাতালে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে নারদ স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী চরিত্র রূপে যথেষ্ট

সক্রিয়। সে দিক থেকে কাব্যকাহিনীর বিশালতা ও পরিব্যাপ্তি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করায়।

কৃষ্ণই এই কাব্যের নায়ক ; বলরাম চরিত্রটিও নায়কোচিত মহিমায় মণ্ডিত। কৃষ্ণচরিত্রে ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত ও ধীরললিত প্রভৃতি মহাকাব্যের নায়কোচিত গুণাবলী বর্তমান। বলরাম চরিত্রটি শালপ্রাংশু মহাভুজ ; অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রাচীন মহাকাব্যে চরিত্র ও ঘটনায় অলৌকিকতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

অন্তঃপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর বিচারে শ্রীকৃষ্ণবিজয় এপিকধর্মী কাব্য হলেও Epic of growth বা খাঁটি এপিক হিসেবে কাব্যটিকে গণ্য করা যায় না। কারণ খাঁটি এপিক একজন কবির রচনা হয় না; তা লোকপরম্পরাগত বিষয়বস্তুর ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির সম্মিলিত রূপ। সাহিত্যিক মহাকাব্য (Literary Epic) ব্যক্তিপ্রতিভার সচেতন শিল্প সৃষ্টি ; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও তাই। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলি শ্রেণীগতভাবে খাঁটি এপিক ও সাহিত্যিক এপিকের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও তাই ; শ্রীমদ্‌ভাগবতের অংশ বিশেষের মূলানুগ ও ভাবাশ্রয়ী অনুবাদ, মহাভারতের কাহিনী ও লোকপরম্পরাগত কৃষ্ণকথার সমন্বয়ে এই কাব্য মহাকাব্যোচিত মহিমার নিকটবর্তী হতে পেরেছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মানবতার জয়গানে মুখর। শ্রীকৃষ্ণবিজয় তার ব্যতিক্রম নয়। সার্বজনীন মানবতার উপর ভিত্তি করেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাব্যধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

মহাকাব্যে বিশিষ্ট কোনো একটি যুগচেতনা অভিব্যক্তি লাভ করে। তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বঙ্গীয় সমাজ জীবনে পরাজিতের মনোভাব (Defeatist mentality) প্রকাশ পেয়েছে। এই হতাশা থেকে মুক্তিলাভের কামনায় জাতির সম্মুখে আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই কবি কৃষ্ণচরিত্রটিকে বীরত্ব ও ঐশ্বর্য মহিমায় প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তি—'লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালী রচিয়া' আমাদের সিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

গুণরাজ খান নিজে তাঁর কাব্যটি 'পাঁচালী' রূপে উল্লেখ করেছেন। কাব্যের প্রথমদিকে বলা হয়েছে—'লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া' এবং কাব্যের শেষ দিকে কবি বলেছেন—'পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলুঁ কৃষ্ণের চরিতে'।

এমতাবস্থায় 'পাঁচালী' শব্দে কাব্যের কোনো গুণগত দিক বোঝানো হয়েছে কি না আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

সংস্কৃত 'পাঞ্চালী' শব্দ থেকে পাঁচালী শব্দের উৎপত্তি। শব্দটির আভিধানিক অর্থ পাঞ্চালী রীতিতে গীত বিশেষ। অন্যত্র বলা হয়েছে—ব্রতকথার পদ্যরূপের নাম পাঁচালী। এই সকল ব্যাখ্যায় পাঁচালীর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। কেবলমাত্র এইটুকু বোঝা যায়, বিশেষ কোনো রীতিতে (সে রীতি ছন্দোরীতি) রচিত প্রধানত দেবমাহাত্ম্যমূলক ব্রতকথা জাতীয় রচনা। এই জাতীয় রচনা বাংলায় প্রথম কী রূপে ছিল তা নির্ধারণের কোনো উপায় নেই।

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে 'রাম পাঁচালী' নামে অভিহিত করা হয় কিন্তু কাব্যটি প্রধানত পয়ার ছন্দে রচিত। কাশীদাসী মহাভারতে যে পাঁচালীর গাথা ও পাঁচালী প্রবন্ধের উল্লেখ এবং নিদর্শন আছে তা পয়ার ছন্দ। গদাধর দাসের 'জগৎমঙ্গল' কাব্যে পয়ার ছন্দকেই 'পাঁচালী ছন্দ' ও 'পাঁচালীর মতে' বলা হয়েছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দোবন্ধের গীতকে 'পাঁচালী' এবং 'পাঞ্চালিকা' বলে উল্লেখ করেছেন।

এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পুরান পাঞ্চালী কাব্য দুই রকমের—নাটগীতি ও আখ্যায়িকা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীতি আর শ্রীকৃষ্ণবিজয় আখ্যায়িকা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকৃতপক্ষে পাঞ্চালিকা নাট্য বা

পুতুলনাচ। গানগুলির মাথায় রাগ, তাল ছাড়াও অন্য কিছু কিছু নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ ঠিক অভিনয়ের জন্য নয়, পুতুলনাচের সঙ্গে গীত-অভিনয় রীতির নিদর্শন।

কৃষ্ণলীলা প্রাচীনকাল থেকেই ভাস্কর্য শিল্পের বিষয়ীভূত হয়। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুতে কৃষ্ণের কেশীবধের চিত্র আছে। মধ্যযুগে বঙ্গদেশে কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী মৃৎশিল্পে রূপায়িত হয়েছিল। চৈতন্যদেব গৌড়ের নিকটবর্তী কানাই নাটশাল গ্রামে মৃৎশিল্পে রূপায়িত কৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মালাধর বসু কর্মসূত্রে গৌড়ে অবস্থান করতেন। গৌড়ের সন্নিকট কানাই নাটশাল গ্রামের পুতুলনাচের রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অনুশীলন হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

এখন আলোচনা করে দেখতে হবে কবি কী অর্থে কাব্যটি 'পাঁচালী' বলে উল্লেখ করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'পাঁচালী' শব্দটি মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় প্রধানত ছন্দোরীতি অর্থে। আখ্যায়িকামূলক পদ্য রচনাকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলা হত।

পাঁচালী একটি ছন্দোরীতির নাম। মৌখিক সাহিত্যধারার অন্তর্গত ব্রতকথাগুলিকে যখন লিখিত রূপ দান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল তখন বৈচিত্র্যহীন পয়ার, ত্রিপদী বা পাঁচালী, লাচাড়ি ছন্দে সেগুলি লিখিত হতে লাগল।

বাংলায় 'পয়ার' শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে। এই কাব্যেই প্রথম 'পাঁচালী প্রবন্ধ' ও 'গীত ছন্দ' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কাব্যের প্রথম দিকে এ বিষয়ে কবির বর্ণনা :

ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া।।...
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে।।

—গ ৩

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীত-ছন্দে গাই।।

—নন্দলাল সং পৃ. ২

কাব্যের অন্যত্রও বলা হয়েছে :

গোবর্দ্ধন ধরি জত কইল গোবিন্দে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে পাঞ্চালি প্রবন্ধে।।

—ক ৩২/২

কাব্যের শততম গীতেও পাঁচালী প্রবন্ধ ও পাঁচালীর উল্লেখ আছে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, 'লৌকীক' অর্থে লোকভাষা বা বাংলা ভাষা, 'পয়ারে বান্ধিয়া' অর্থ বর্ণনামূলক পয়ার রীতি অনুযায়ী বেঁধে বা সাজিয়ে, 'পাঁচালি রচিয়া' অর্থে বুঝতে হবে তাল ও লয়ের সাহায্যে গেয় বা পাঠ্য দেবস্তুতিমূলক ছড়াধর্মী রচনার ভঙ্গিতে 'গীতছন্দে' অর্থাৎ গাইবার উদ্দেশ্যে রচিত দুই-দুই পংক্তির শ্লোকে এবং 'পাঁচালি প্রবন্ধ' হল গাইবার উদ্দেশ্যে রচিত দেবস্তুতিমূলক আখ্যান। সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ায়—মালাধর বসু সাধারণ মানুষের জন্য ভাগবত কাহিনী রচনা করলেন পয়ারের আকারে দ্বিপংক্তিক শ্লোকে গাইবার উপযোগী করে।

কালক্রমে এই পাঁচালীকাব্যের রূপান্তর ঘটে। সেই রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায় শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী প্রভৃতি রচনার মধ্যে। উনিশ শতকে রচিত দাশরথি রায়ের পাঁচালীর মধ্যে সেই রূপান্তরের নিদর্শন আছে।

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য, পাঁচালী শব্দটি কবি যে অর্থেই ব্যবহার করুন না কেন মালাধর বসুর হাতেই বাংলা সাহিত্যে পাঁচালী কাব্যের ইতিহাসের সূচনা হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে, মালাধর বসু যে সময়ে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন বাংলা ভাষায় তখন মুষ্টিমেয় কয়েকটি কাব্য রচিত হয়েছিল। ফলত বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার বিশিষ্ট কোনও রীতি পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি। এই সময়ে বাংলায় রচিত হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক কাহিনী-কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কৃত্তিবাস কৃত বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্য।

এমতাবস্থায় সম্মুখে কোনো আদর্শ না থাকায় মালাধর বসুর পক্ষে কোনো আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। তবে ভাগবত অনুবাদের ধারার প্রথম পথপ্রদর্শকের গৌরব যে মালাধর বসুর প্রাপ্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দেশ-কাল-সমাজ

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিছক অনুবাদ মাত্র নয় ; কৃষ্ণের জীবনীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দানই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই কারণে কৃষ্ণকথা মূলক নানাবিধ পুরাণ থেকে কবি উপাদান সংগ্রহ করে কাব্য-কাঠামো নির্মাণ করলেও ভাগবতই কবির মূল অবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় মূলত ভাগবতের অনুবাদ হলেও কবি ভাগবত-বহির্ভূত অনেক উপাখ্যান কাব্যমধ্যে সংযোজিত করেছেন। এই সংযোজনের ফলে সমকালীন দেশ-কালের অনেক চিত্র কাব্যমধ্যে পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।

কৃষ্ণকাহিনী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত। কৃষ্ণের জীবন-কাহিনী বর্ণনা যে কাব্যের প্রধান উপজীব্য সেখানে বিশেষ কোনো অঞ্চলের জনসমাজের চিত্র না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্যে রামায়ণী কথা যেমন বিশেষভাবে আঞ্চলিক ভাবরসে সমৃদ্ধি লাভ করেছে, অনুরূপভাবে সর্বভারতীয় কৃষ্ণকথা মালাধর বসুর কাব্যে অনেক ক্ষেত্রে নিতান্তই বঙ্গীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত কাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মালাধর বসু ছিলেন সমাজ সচেতন কবি। যে-যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই যুগের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। সমাজের মানুষের কথা চিন্তা করেই তিনি কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন সেকথা তিনি কাব্যের একাধিক স্থলে উল্লেখ করেছেন। (১) ভাগবত অবতরি হিতের কারণ। (২) লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া। (৩) কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে! —গ ৩

মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমাজের খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সে তুলনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। নবজাতকের বেদবিধিসম্মত দশ প্রকার সংস্কারের বর্ণনা আলোচ্য কাব্যে না থাকলেও জন্ম বিবাহ ও মৃত্যু প্রধান এই তিনটি সংস্কারের পরিচয় রয়েছে।

কৃষ্ণের জন্মলগ্ন বর্ণনায় কবি জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্মত গ্রহ নক্ষত্র লগ্ন রাশির উল্লেখ করেছেন :

দোঅজ প্রহর নিসি চান্দের উদয়।
লগনেত যুরু গুরু ভৃগুর তনয়॥
বৃষের উদয় চান্দে যবে ভুমি যুত।
তুলায়ে সসি কন্যায়ে বুধ সব অদভুত॥
চন্দ্রের হোরায়ে দেখি ত্রিকোন সময়।
কর্কটের যুরু গুরু মিথুনের অর্দ্ধকায়॥
—ক ৬/২

কৃষ্ণের জন্মের পর নন্দ ঘোষ পুত্রের জন্মোৎসব পালন করলেন ব্রাহ্মণকে কুড়ি সহস্র ধেনু দান করে :

পুত্রোৎসব করে নন্দ হরসিত হএগ।
কুড়ি সহস্র ধেনু দিল ব্রাহ্মান আনিএগ॥
—ক ৯/১

এই উপলক্ষে দেশের রাজাকেও উপঢৌকন দেওয়ার নিয়ম ছিল। নন্দ ঘোষ নগরে ঘোষণা দিলেন, কর নিয়ে রাজদ্বারে সকলে উপস্থিত হবেন। কোটাল সংবাদ প্রচার করল। তদনুযায়ী গোয়ালাগণ দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে শকট পূর্ণ করে কংস রাজার সভায় উপস্থিত হল।

জাতকের জন্মদিন পালন করা হত চোখে অঞ্জন লেপন করে নানাবিধ দ্রব্য দান করে।

কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ অনুষ্ঠান থেকে জানা যায়, তখন নবজাতকের নামকরণ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। কৃষ্ণ-বলরামের নামকরণ অনুষ্ঠানে কুল পুরোহিত গর্গমুনিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁকে নামকরণ করার অনুরোধ জানান হল। গর্গমুনি নন্দালয়ে উপস্থিত হলে তাঁকে সসম্ভ্রমে পাদ্য অর্ঘ্য দান করা হল। কৃষ্ণের সঙ্গে বলরামের নামকরণও সম্পন্ন হল। গর্গমুনি নন্দ ঘোষকে জানালেন নানাবিধ সঙ্কট থেকে এই দুই শিশু ভবিষ্যতে গোয়ালাদের পরিত্রাণ করবেন :

ইহা হইতে সঙ্কট বড় এড়াব গোআলে।
বড় বড় কর্ম করিব এ দুই ছাওালে॥
—ক ১২/১

এদের বিপদও কম নয় ; সেইজন্য মুনি বললেন—'সাবধানে রাখিহ কৌঅর দুই জন'। বোঝা যায়, গগমুনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং ভবিষ্যৎবক্তাও ছিলেন।

ইতিমধ্যে শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস একে একে পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি দৈত্যকে প্রেরণ করলেন। এই সব অপদেবতার হাত থেকে শিশু সন্তানদের রক্ষার জন্য স্বর্গ-গঙ্গাজল দিয়ে রক্ষামন্ত্র বাঁধার রীতি ছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, কৃষ্ণকাহিনী বাংলাদেশের নয় কবি এই কাহিনীতে বাঙ্গালীত্ব সঞ্চার করেছেন। শিশুকৃষ্ণের খাদ্যাভাস বাঙালী শিশুর মতো।

'বাছুর রাখি ভাত খাব জমুনার কুলে', 'সিকা খসি ভাত খাব জমুনার তিরে' এই সব বর্ণনায় বাঙালীর ভাতের প্রতি আগ্রহকেই প্রমাণ করে। যজ্ঞপত্নীদের নিকট কৃষ্ণ অন্ন ভিক্ষা করেছিলেন। গোপ বালকদের পিতা মাতাগণ শিশুদের অনুরোধ জানান—'ভাত খাএগ পুনরূপি খেলাহ আসিএগ'।

মিষ্ট, অন্ন ও পান ছিল অতিথি সৎকারের প্রধান উপকরণ। এছাড়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ঘোল, অন্ন, চিপিটক, পরমান্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে।

কৃষ্ণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বর্ণনায় কবি উল্লেখ করেছেন :

দন্ত ধাবন কৈল জল সন্নিধানে।
শ্রান তর্পণ কৈল দেবের বিধানে॥
—খ ৯৪/২

উদ্বর্তন অর্থাৎ স্নানের পূর্বে তৈল হরিদ্রা দিয়ে গাত্র মার্জনার উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর স্নান।

বৈদিক সংস্কারের অন্যতম জাত কর্ম 'চূড়াকর্মে'র উল্লেখ রয়েছে—'জাতকর্ম্ম চূড়াকর্ম্ম কহিলা বিধানে'।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুর শরণাপন্ন হতে হত। বিদ্যা ছিল চৌষট্টি রকমের। মেধাবী ছাত্ররা অল্পদিনেই চৌষট্টি বিদ্যা অধিগত করত। সুদামা ছিলেন কৃষ্ণের সহপাঠী। বহুদিন পর সুদামার সঙ্গে

কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হলে তাঁদের বিশ্রম্ভালাপ থেকে জানা যায়, তাঁরা দুজনেই গুরু সান্দীপনির গৃহে অবস্থান করে অধ্যয়ন করতেন। গুরুর সাংসারিক কর্মে শিক্ষার্থীরা যথারীতি সহায়তা করত।

শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছাত্ররাই গুরুকে বলতেন—'দক্ষিণা কি দিব গুরু বোল দ্বিজবর'। সান্দীপনিকে কৃষ্ণ এই প্রশ্ন করলে সান্দীপনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের মৃত পুত্রকে জীবন্ত প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ জানান। সান্দীপনি-দম্পতির এই অনুরোধ শেষ পর্যন্ত পূরণ করা হয়েছিল।

কাব্যের শেষদিকে বেদবিহিত চার্তুবর্ণ এবং চতুরাশ্রমের উল্লেখ রয়েছে। সে যুগে চার বর্ণের জন্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট বৃত্তি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা হত। কবিকঙ্কণের কাব্যেও এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। পাণ্ডিত্যচর্চা ও যজন-যাজনই ছিল ব্রাহ্মণদের বৃত্তি। বঙ্গে ইসলাম আধিপত্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়। স্বভাবতই ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে ব্রাহ্মণ জাতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। কবি উল্লেখ করেছেন, দ্বারকা নগরে ব্রাহ্মণদের প্রতি কোনো বিরোধিতা কেউ করতে পারত না—'ব্রাহ্মণে বিরোধ নাহি দ্বারকা নগরে'।

গোয়ালা জাতি এবং তাদের কুলকর্মের বিস্তৃত বিবরণ কাব্যে রয়েছে। গোপালন ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। গোকুলে পশুপালনের উপযুক্ত তৃণভূমি অনাবৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নন্দ-প্রমুখ গোপগণ সবিশেষ বিচলিত হলেন। ইন্দ্রকে বৃষ্টিপাতের দেবতা বিবেচনা করে তাঁরা ইন্দ্রপূজায় উদ্যোগী হন। কিন্তু কৃষ্ণের ধারণা ছিল অন্য রকম। তিনি বললেন :

গোআলা জাতি আমি অরন্যেত ঘর।
সহায় আছেন গোবর্দ্ধন গীরিবর॥
ইহার প্রসাদে গরু যুখে তৃন খাএঞা।
—ক ৩০/১

গোপ-পত্নীদের কাজ ছিল ঘৃত দধি প্রভৃতি দুগ্ধজাত সামগ্রী তৈরি করা। এই কাজ করার সময় তারা গান গাইত—কৃষ্ণলীলার গান :

আপনে মথএ দধি করে ছর ছর।
গীত বন্ধে গাএ জত কৈল গদাধর॥
—ক ১২/২

এছাড়া, রজক, মালাকার, মৎস্যজীবী, পশু শিকারী (আখেটি) প্রভৃতি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় কাব্যে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের চিত্র এ কাব্যে সেভাবে না থাকলেও কৃষিকর্মে ব্যবহৃত লাঙ্গল হাল ফাল ঈশ প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। শস্য পেষাই করা হত উদূখলে।

ব্রাহ্মণশাসিত সমাজে অস্পৃশ্যতা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং মহাদেব ভৃগুমুনিকে ভাই বলে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হলে ভৃগু ক্রোধাবিষ্ট মহাদেবকে বলেন :

প্রেত পিসাচ ভূত তোমার সঙ্গে বৈসে।
ব্রাহ্মন ছুঞিতে আসা কেমত সাহসে॥
—গ ৫৫৯

প্রাচীন বঙ্গীয় সমাজে ব্রাহ্মণ্য শাসন অপ্রতিহত থাকায় ব্রহ্মশাপের ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। ব্রহ্মস্ব-হরণের ফলও ছিল সাংঘাতিক।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বর্ণিত বিবাহ-পদ্ধতি যেমন বিচিত্র তেমনি জটিল। সমাজের সাধাবণ মানুষের বিবাহ সংঘটিত হত প্রচলিত পদ্ধতিতে। সদ্‌বংশজাত সুশীলা কন্যাই উপযুক্ত পাত্রীরূপে বিবেচিত হত। বহুদিন পর সুদামার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কৃষ্ণ বাল্যবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন :

বিভা করিয়াছ জারে সে নারি কেমন।
ভক্তি করি বলে কিবা মধুর বচন॥

—গ ৫৩৭

কিন্তু কৃষ্ণ, বলরাম, অনিরুদ্ধের বিবাহ প্রচলিত রীতিতে হয়নি। কৃষ্ণ ও বলরামের বিবাহে স্বয়ংম্বর সভার আয়োজন হয়। বলাবাহুল্য, এই পদ্ধতি কাব্য রচনাকালে প্রচলিত ছিল না। বিবাহে যৌতুক দানের প্রথা বোধ হয় সর্বকালের বঙ্গীয় সমাজ ব্যবস্থায় একইভাবে বর্তমান ছিল। চর্যাপদে কাহ্ন ডোম্বীর বিবাহে যৌতুকের উল্লেখ আছে। নিমাই পণ্ডিতের প্রথম বিবাহের যৌতুক পঞ্চ হরিতকি কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহের যৌতুক ভূমি, ধেনু, শয্যা, দাস-দাসী প্রভৃতি। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতেও বিবাহ এবং যৌতুক বিষয়ের অকৃপণ বর্ণনা রয়েছে।

কৃষ্ণ বহু বিবাহ করেন। তাঁর পরিণীতা পত্নীর সংখ্যা বিংশতি সহস্র। প্রত্যেক বিবাহেই তিনি যথোচিত যৌতুক লাভ করেন। স্যমন্তক মণিও কৃষ্ণ যৌতুক সূত্রে প্রাপ্ত হন।

কন্যার পিতৃকুলকে পর্যুদস্ত করে পিতৃগৃহ থেকে বলপূর্বক কন্যাকে বিবাহ করার নাম ক্ষাত্র বিবাহ। বিজয়ী বীরকে তখন কন্যা উপহার দেওয়া হত। সুভদ্রা-অর্জুনের বিবাহে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই প্রথায় রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। স্মৃতিতে বলা হয়েছে, হোম ও সপ্তপদী দ্বারা শুদ্ধ করে অপহারককে কন্যাদান করা বিধেয়।

পাত্র-পাত্রীর সম্মতিক্রমে প্রণয় ও সহবাসঘটিত বিবাহের নাম গান্ধর্ব বিবাহ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে দু'টি গান্ধর্ব বিবাহের ঘটনা রয়েছে।

(১) ঊষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ। (২) বজ্রনাভ-কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে প্রদ্যুম্নের বিবাহ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বজ্রনাভ-কন্যা প্রভাবতী-প্রদ্যুম্নের বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনায় গান্ধর্ব বিবাহের রীতি-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় :

গন্ধর্ব্ব বিভা সজ্জ করিল প্রদিপে॥
দুই জনে বৈসাইল কাঞ্চন আসনে।
সুগন্ধি সিতল জলে করাইল স্নানে॥

—ক ১৪৪/২

বিচিত্র বসন দিল জে হএ উচিৎ।
বিচিত্র ভূসন গন্ধ অতি সুচরিত॥

—গ ৫০৮

তবে চারু সিংহাঁসনে দুহাঁ বসাইল।
প্রদ্যুম্ন গলাএ মালা প্রভাবতি দিল॥
প্রদিপ আনল সাক্ষি জত দেবগন।

—গ ৫০৯

রামায়ণ ও মহাভারতে ক্ষত্রিয় সমাজে স্বয়ংবর বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মহাভারতকার এইরূপ স্বয়ংবর বিবাহকে ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুপযুক্ত বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে স্বয়ংবর বিবাহের বর্ণনাই বেশি। রুক্মিণীর পিতা কন্যার উপযুক্ত বর স্থির করেন শিশুপালকে। কিন্তু রুক্মিণী পূর্ব থেকেই কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত। কৃষ্ণে কন্যা সমর্পণে রুক্মিণীর পিতা অনিচ্ছুক ছিলেন। পিতার অভিপ্রায় জেনে রুক্মিণী দেবী কুল পুরোহিতকে দ্বারকায় পাঠান কৃষ্ণকে তাঁর ইচ্ছা জানাতে। সব শুনে কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রুক্মিণী হরণ কেন্দ্র করে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত রুক্মিণীর পিতা দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে কন্যাকে নানা রত্নে ভূষিত

করে কৃষ্ণকে বিধিসম্মতভাবে কন্যা দান করেন।

সত্যভামা ও জাম্ববতীর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহে যৌতুক দেওয়া হয়েছিল স্যমন্তক মণি। মিত্রবিন্দার বিবাহে স্বয়ংবর সভার আয়োজন হয়। সভায় কৃষ্ণ যোগদান করলে মিত্রবিন্দার দুই সহোদর গোপনন্দন কৃষ্ণকে কন্যাদানে রাজি হন নি। কৃষ্ণ তাকে বলপূর্বক অপহরণ করেন।

নাগ্নজিতীর বিবাহে তাঁর পিতা স্বয়ংবর সভায় ঘোষণা করেন, দুর্দান্ত সাতটি বৃষ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ ব্যক্তিকে তিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন। কৃষ্ণ নাগ্নজিতীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলে তাঁকে প্রতিজ্ঞার কথা জানানো হল। এদিকে নাগ্নজিতী ভবানী পূজা করে কৃষ্ণকে স্বামীরূপে আকাঙ্ক্ষা করলেন। কৃষ্ণ মহাকায় সাতটি ভয়ঙ্কর বৃষ বন্ধন করলেন সাত মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে। এই বিবাহে যৌতুক দেওয়া হয়েছিল—হস্তী, অশ্ব, রথ, দাস, দাসী।

লক্ষ্মণার স্বয়ংবরে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের মতো যন্ত্র বসানো হয়। যন্ত্রের নাম রাধাচক্র। কৃষ্ণ রাধাচক্রে নিবদ্ধ মৎস্য বাণবিদ্ধ করলে শাস্ত্র সম্মত বিবাহের আয়োজন হয়। প্রাসাদদ্বারে কদলী বৃক্ষ এবং সুবর্ণ ঘট স্থাপিত হয়। এছাড়া নৃত্য বাদ্য গীতে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। উপরন্তু :

নাছে বাটে হাটে ঘাটে মঙ্গল হুলাহুলি।
চতুর্দ্দিগে জয়র্দ্ধনি সুনি কুল কুলি।।

—খ ৭৩/১

লক্ষ্মণাদেবী কৃষ্ণকে বেষ্টন করে সপ্ত প্রদক্ষিণ করলেন। গন্ধ পুষ্প মাল্য দিয়ে কৃষ্ণকে ভূষিত করা হল। স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীআচার পালন করলেন মঙ্গল দ্রব্য দিয়ে। কন্যাকে অলঙ্কারে সজ্জিত করা হল ; পরিধানে পাট শাড়ি, সিঁথায় সিন্দূর এবং নয়নে কাজল। সুসজ্জিতা লক্ষ্মণাদেবী স্বয়ংবর সভায় শুভক্ষণে শুভযোগে কৃষ্ণকে মাল্যদান করলেন। লক্ষ্মণার পিতা মদ্ররাজ শাস্ত্র বিধানে যৌতুক দিলেন ছয় সহস্র হস্তী, এক লক্ষ ঘোড়া, ছয় সহস্র সশস্ত্র পাইক।

এ বিবাহ বাংলাদেশের প্রচলিত বিবাহেরই অনুরূপ। হুলুধ্বনি, জয়ধ্বনি, সপ্তপদীগমন, কদলী বৃক্ষ, গীত বাদ্যের আয়োজন, স্ত্রীআচার, সিন্দূর ব্যবহার, যৌতুক দান বাংলাদেশের বিবাহ অনুষ্ঠানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রভাসযজ্ঞে দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণের মহিষীগণ মিলিত হয়ে পারিবারিক পরিবেশে কৃষ্ণের বহু বিবাহের কাহিনী আলোচনা করে অবসর বিনোদন করেছিলেন।

কুলটা নারীর প্রসঙ্গ আছে অজামিল উপাখ্যানে। পিঙ্গলা নাম্নী জনৈকা দারী বা গণিকার উল্লেখ আছে উদ্ধবকে কৃষ্ণের তত্ত্বোপদেশ দান প্রসঙ্গে।

মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি কামনায় শ্রাদ্ধ শান্তির বিধান ছিল। কৃষ্ণের মৃত্যুতে :

সভাকার সৎকার করিল অর্জ্জুনে।
নিত্য কৃয়া স্রার্দ্ধ দান করিল ততক্ষনে।।

—গ ৬৪৮

সহমরণের উল্লেখ রয়েছে প্রচুর। বলদেবের সঙ্গে রেবতী অগ্নি প্রবেশ করেন। কৃষ্ণের চিতায় রুক্মিণী আদি অষ্ট মহিষী আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।

মৃত্যুকালে নারায়ণ স্মরণ করলে কোটি কোটি জন্মের পাপ দূরীভূত হয়। মৃত আত্মার প্রতি যমদূতের কোনো অধিকার থাকে না। বিষ্ণুদূত তাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়—এমন ধারণা তখন প্রচলিত ছিল।

নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির পারলৌকিক ক্রিয়া কুশ শ্রাদ্ধের দ্বারা সম্পন্ন হত। স্যমন্তক মণি উদ্ধারের জন্য

কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর ভল্লুকের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন নির্গত না হওয়ায় সকলেই ভাবল কৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। দ্বারকায় হাহাকার উঠল। কিন্তু রুক্মিণী দৈবকীকে বললেন :

আচম্বিতে বাম উরু করিল স্ফন্দন।
... ...
সিঁথার সিন্দুর মোর আছএ উর্জ্জল।
কণ্ঠের হার কেউর রত্ন কুণ্ডল।।
দুই বাই সঙ্খ মোর অধিক দিপ্ত করে।
—খ ৬৩/১

অতএব কৃষ্ণ কুশলে আছেন। কিন্তু উগ্রসেন এ কথায় আস্থা স্থাপন করতে না পেরে বসুদেবকে দিয়ে:

কুস পুত্যলি দাহন কৈল সমুদ্রের কুলে
পিণ্ডদান তর্পন কৈল সমুদ্রের জলে।।
দান ধ্যান কৈল তবে সাস্ত্রের বিধানে।
সম্পুর্ণ শ্রার্দ্ধ কৈল ত্রিয়োদস দিনে।।
—খ ৬৩/২

দ্বারকাবাসীগণ বিংশতি দিবস অনাহারে থেকে পিণ্ডদান করেন।

সেকালের সমাজে আচরিত ধর্ম-কর্মের কিছু পরিচয় বর্তমান কাব্যে রয়েছে। দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে ইসলাম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের রাষ্ট্রনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মালাধর বসুর রচনায় এই বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা করার প্রয়াস দেখা যায়। এই কারণে কৃষ্ণকে তিনি আদর্শ বীর চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করে জনগণের নৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছিল কৃষ্ণভক্তি প্রচার।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সে যুগে ছিল না। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে, সেকালে নবদ্বীপ অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হতো—'আর্যা তর্জা পড়ে সভে বৈষ্ণব দেখিয়া'। যাঁরা গীতা ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করতেন তাঁদের মধ্যেও কৃষ্ণভক্তি তেমন ছিল না।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেও নবদ্বীপের একান্তে অদ্বৈত আচার্য নিরন্তর ভাগবত চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য তরুণ বয়সে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর বিষ্ণুগ্রামস্থ চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন—এমন সম্ভাবনা অমূলক নয়। চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে, অদ্বৈত আচার্য প্রথম দর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীকে 'ভাগবতীয়া বৈষ্ণব' বলে চিনে নিয়েছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরীই এ দেশে ভক্তিকল্পলতার প্রথম অঙ্কুর। ভাগবতপুরাণ আশ্রয় করে চৈতন্যের উদ্যোগে বাংলাদেশে যে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন তারই অন্যতম পথপ্রদর্শক। এদেশে ভাগবত গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার মাধবেন্দ্র কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়।

সে-যুগে নবদ্বীপ অঞ্চলে মঙ্গলচণ্ডীর গীতের জনপ্রিয়তার কথা চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে। শ্রীবাস অঙ্গনে নিমাই পণ্ডিত সপার্ষদ হরিনাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ করলে জগাই-মাধাই অনুমান করেছিল, নিমাই পণ্ডিত বোধ হয় মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাইছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে চণ্ডীপূজার উল্লেখ বহুবার আছে। রুক্মিণী দেবী সুবর্ণের ঘট স্থাপন করে চণ্ডিকা ভবানী পূজার আয়োজন করেন। কাব্যে চণ্ডীমণ্ডপের উল্লেখ রয়েছে।

শিবপূজা করা হত মহাসমারোহে যাগযজ্ঞ করে। শৈবযোগীরা দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য ধর্ম ঠাকুরের 'হাকন্দ সাধনা'র অনুকরণে শরীরের মাংস কেটে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতেন :

একভাবে পুজে হর কঠোর করিয়া।।
কুণ্ড করি জজ্ঞ করে নানা বস্তুদানে।
কাটিয়া গায়ের মাংস ঘৃত দিয়া হুনে।।

—গ ৫৬১

গলায় হাড়ের মালা পরিধান করে যোগীরা নগরে পরিভ্রমণ করত :

নগর বাহির হৈলা বড়ু রূপ হৈয়া।।...
হাড় মালা গলে দিয়া খাএত মাগিয়া।।

—গ ৫৬৩-৬৪

এই দুই ছত্রে দশ সংখ্যক চর্যাপদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। উদ্ধবের নিকট তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণ যে যোগের উপদেশ দান করেছিলেন তা স্পষ্টতই চর্যাপদে বর্ণিত কায় সাধনযোগ। কৃষ্ণের ব্যাখ্যায় ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রা নাড়ী, রেচক, পূরক, কুম্ভক, প্রাণায়ম, ষট্‌চক্র প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে।

দ্বাদশীর পারণায় নন্দ ঘোষের মতো অনেকেই নদীতে অবগাহন স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় করতেন। কাত্যায়নী ব্রত মহোৎসবে স্ত্রীলোকেরা পূজা অর্চনা করত। সূর্য উপরাগ (গ্রহণ) উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পুণ্যার্থীরা তীর্থস্থানে মিলিত হত। গঙ্গাস্নান ছিল পুণ্য অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায়। গঙ্গা স্নান করলে আর কোনো তীর্থে গমন করার প্রয়োজন হত না।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভারতভূমি, অঙ্গ, বঙ্গ, মদ্র প্রভৃতি দেশের উল্লেখ থাকলেও বঙ্গদেশের চিত্রই সমুজ্জ্বল। গৃহ নির্মাণের বঙ্গদেশীয় পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে :

বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে যুন্দর।...
চতুঃসালা চতুষ্পথ কইল ঠাএী ঠাএী।।

—ক ৫৮/১-২

স্ফটিকের দেওয়াল, মুকুতার ঝারা, নেতের পতাকা, সুবর্ণের বারা প্রভৃতি ছিল গৃহসজ্জার উপকরণ। উৎসবাদিতে মঙ্গলানুষ্ঠানে দ্বারে দ্বারে কলাগাছ গুবাক স্থাপন করা হত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বাসা বাড়ির (সাময়িক বসবাসের জন্য) উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজা ছিলেন দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রতিনিধি। কংসকে হত্যা করে কৃষ্ণ উগ্রসেনকে রাজদণ্ড দান করেন। প্রজারা রাজাকে রাজকর দিত। নন্দ ঘোষ এবং গোকুলের প্রধান গোপগণ শকট পূর্ণ করে দুগ্ধ দধি ঘৃত রাজকর হিসাবে প্রেরণ করত।

দেশে দস্যুবৃত্তি চুরি-ডাকাতি লেগেই থাকত। এ সব ক্ষেত্রে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিচারের দায়িত্ব ছিল রাজার। ছোটখাটো চুরির ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা রাজার কাছে প্রতিকার চাইত। কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করলে গোপীরা কৃষ্ণকে জানাল কংসের কাছে তারা গোহারি করবে ; দুষ্ট চোর বলে যেন তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। উত্তরে কৃষ্ণ গোপীদের বলেছিলেন :

কি করিতে পারে তোর কংস নৃপবর।।...
কুঃকুর সদৃয বাসি তোমার রাজনে।।

—ক ২৭/১

অযোগ্য রাজার প্রতি অনাস্থা প্রজাদের চিরকালের। রাত্রিকালে ব্রাহ্মণালয়ে চোর প্রবেশ করে যথাসর্বস্ব হরণ করার উল্লেখও রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির চিত্র আছে। রত্নময় ঘর কবিকল্পনা হলেও সুবর্ণকলস, কনকনির্মিত পাত্র, সুবর্ণ ঘট, সুবর্ণ দণ্ডযুক্ত বিয়নি ও মণিমাণিক্যের প্রাচুর্যের উল্লেখ কবিকল্পনা নয়

বলেই মনে হয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে, সুলতানি আমলে দেশ সমৃদ্ধ ছিল, আর্থিক অবক্ষয় শুরু হয় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণের পর সুলতান হোসেন শাহ দেশ লুণ্ঠন করে তেরোশত সোনার থালা সমেত বহু গুপ্তধন লাভ করেন।

সে যুগের পারিবারিক জীবন-চিত্র কাব্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, শ্বশুর-শাশুড়ি, দাস-দাসী ছাড়াও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনের উল্লেখ রয়েছে। দুধ এবং ভাত বাঙ্গালীর এই দুই প্রধান খাদ্য ছাড়াও পরমান্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্ট, চিপিটক এবং পানের উল্লেখ প্রচুর। তৈল, হরিদ্রা দ্বারা গাত্র মার্জনার পর (উদ্বর্তন) স্নান ছিল ধনীদের বিলাস। সিন্দূর, কজ্জল, কুঙ্কুম, কস্তুরী, মাল্য, চন্দন ছিল প্রসাধনের উপকরণ। কেয়ূর, কঙ্কণ, প্রবাল, মুক্তা খচিত রত্নালঙ্কার স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করত ; পুরুষদের ব্যবহৃত অলঙ্কারের মধ্যে — মনি মানিক কর্ন্নে মকর কুণ্ডল।

শিশুদের প্রিয় খেলা ছিল চোর-রাজা। বাস্তবাহক নামে একটি শিশুক্রীড়ার উল্লেখ পাই। বন্ধুজন নিয়ে উপকথা বলা ছিল সেকালের অবসর বিনোদন। স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণের বাল্যলীলার গীত গাইত। কখন কখন তুচ্ছ কারণে দুই ব্যক্তিতে কোন্দল বাধত।

পরদার গমন, স্ত্রীবধ, নারীহত্যা সেকালে চরম নিষ্ঠুরতা ও পাপকর্ম বলে বিবেচিত হত। 'স্ত্রীবধিয়া' অপবাদ সবচেয়ে নিন্দনীয় ছিল। ভাদ্রমাসে চতুর্থীর চাঁদ দর্শন করলে মিথ্যা কলঙ্ক হয় এই রকম বিশ্বাস জনমানসে বদ্ধমূল ছিল। সন্তানহীন ব্যক্তিদেরও বদনাম রটত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জয়ানন্দের মাতা রোদনী মৃতপুত্র প্রসব করলে তাঁর 'মরাছিআ' অপবাদ রটেছিল। স্ত্রীলোকের বাম উরু, বাম নেত্র এবং বাম বাহু স্পন্দন সৌভাগ্যের সূচনা করত।

কাব্যে পুতুল নাচের উল্লেখ রয়েছে। এই কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের 'বাদিয়া' বলা হত—বাদিয়া পুতলি কর্মসূত্রে চাল। পটুয়ারা পট দেখিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করত। দেওয়াল-চিত্রের উল্লেখ রয়েছে অনেক স্থলে—চিত্রের পুথলি জেন কাথেত লিখিল।

রক্তবৃষ্টি, ধূমকেতুর আবির্ভাব, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দাবানল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিকার জানা ছিল না . তবে কখন কখন অক্রূরের মতো পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের আগমন ঘটিয়ে এই সব দৈব দুর্বিপাক থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে—এরকম বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

দ্বারকা ছিল সুখ সম্পদ এবং সমৃদ্ধির নগর। স্যমন্তক মণি এবং পারিজাত পুষ্প ছিল সৌভাগ্যের সূচক। এর প্রভাবে দ্বারকায় জরা মৃত্যু রোগ শোক দূর হয়েছিল। যদুবংশ ধ্বংসের সময় ব্রহ্মশাপের কারণে দ্বারকায় অসময়ে চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণ (অকালে গরাসে রাহু চন্দ্র দিবাকর), ভূমিকম্প, উল্কাপাত, ধূমকেতু, প্রতি ঘরে কপোত পেচক পতন, কুকুরের কান্না, উল্কামুখে ধাবমান শিবা প্রভৃতি নানাবিধ দুর্লক্ষণ দেখা দিল। অশুভ প্রতিকার কল্পে কৃষ্ণ যদুবংশীয়দের সঙ্গে নিয়ে প্রভাস তীর্থে গমন করলেন স্নান দানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্বিনীত যদুবংশীয়গণ প্রমত্ত হয়ে উন্মত্তবৎ আচরণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বীররসের কাব্য। যুদ্ধ বর্ণনাই এই কাব্যের অধিকাংশ উপাখ্যানের প্রতিপাদ্য বিষয়। রামায়ণ মহাভারতে যুদ্ধ বর্ণনার সঙ্গে আলোচ্য কাব্যের যুদ্ধ বর্ণনার পার্থক্য আছে। রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধে অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার বেশি। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের নায়ক দেবতা হলেও এখানে যুদ্ধবর্ণনায় অলৌকিক অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার তুলনায় কম। এসব ক্ষেত্রে কবির বাস্তব বোধ সক্রিয় ছিল। কবি নিজেও কর্মসূত্রে রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গুণরাজ খানকে গুণরাজ ছত্রী নামে অভিহিত করায় অনুমিত হয় কবি সুলতানের সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

রামায়ণ মহাভারতে ভয়ঙ্কর সর্বধ্বংসী যুদ্ধে আদর্শের সংঘাত এবং পরিণামে অধর্মের পরাজয় ও ধর্মের জয় বিঘোষিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বর্ণিত যুদ্ধগুলিতে নিছক কৃষ্ণের বীরত্বই প্রদর্শিত হয়েছে এবং তিনি প্রতিটি যুদ্ধেই জয়লাভ করেছেন এবং সেই জয়লাভে সর্বত্র ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কৃষ্ণ নিজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইপ্সিত বস্তুলাভ করার জন্য যুদ্ধজয়ে ছল বল ও কৌশল জাতীয় রণনীতির আশ্রয় গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেন নি।

যুদ্ধ বর্ণনায় কবির বাস্তববোধের পরিচয় সর্বত্র সুস্পষ্ট। কাব্যে চতুরঙ্গ সেনার উল্লেখ রয়েছে। সেনাদলের ইউনিট মহাভারতের মতোই অক্ষৌহিণী নামে চিহ্নিত। গদাযুদ্ধের বর্ণনা আছে। গদাযুদ্ধের কিছু নিয়ম-নীতি ছিল। জরাসন্ধের সঙ্গে গদাযুদ্ধে ন্যায়নীতি মান্য করা হয়েছিল :

গদাযুদ্ধ ন্যায় আছে লাভির উপরে।
লাভি হেঠে গদা নাহি এড়ে দুই বিরে॥

—ক ১২২/২

রথারোহণে অথবা পদব্রজে পলায়নপর পরাজিত শত্রুর পশ্চাৎধাবন করা চলত না। অগ্নিবাণ সর্পবাণ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ আছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে।

সশস্ত্র পাইকরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাদের রণসাজের নাম ছিল বীরধড়ি এবং যুদ্ধ কৌশলের নাম বীরদাপ। কালক্রমে এরাই রাঢ়ভূমিতে রায়বেশেরূপে খ্যাতি লাভ করে।

কাব্যের শেষ দিকে অনাগত কলিকালের যে সম্ভাব্যচিত্র কবি অঙ্কন করেছেন তা বহুলাংশে ভাগবত অনুসারী। ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হয়েছে :

সত্যযুগে ধর্মের চারিপাদ—সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান। ত্রেতায় একটি পাদ নষ্ট হয়ে অধর্মের একটি পাদ যুক্ত হয়। দ্বাপরে আর একটি পাদ হ্রাস হয়ে অধর্মের আর এক পাদ যুক্ত হয়। কলিতে ধর্মের একটি পাদই অবশিষ্ট থাকে। মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ অধর্মের এই চারি পাদে সমস্তই পূর্ণ হবে। মানুষ নীচ কামুক দরিদ্র ও স্ত্রীলোক স্বেচ্ছাচারিণী হবে। জনপদ দস্যুপ্রধান, বেদ পাষণ্ড কর্তৃক দূষিত, রাজারা প্রজা শোষণকারী, ব্রাহ্মণ শিশ্নোদরপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ব্রতহীন, গৃহস্থ ভিক্ষাজীবী, তপস্বী গ্রামবাসী ও সন্ন্যাসী অর্থলোভী হবেন। নারী নির্লজ্জ হবে, বণিক হবে প্রবঞ্চক এবং নিন্দিত কার্যই জীবিকার জন্য উত্তম বৃত্তি মনে হবে। লোকে নিজের ভাই বন্ধুকে ছেড়ে স্ত্রীর আত্মীয়ের পরামর্শ নেবে। পাঁচগণ্ডা কড়ির জন্যেও লোকে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করবে। কৃষ্ণের পূজাও লোকে প্রায়শ করবে না। অথচ সত্য যুগে ধ্যানে, ত্রেতার যজ্ঞ ও দ্বাপরে বিষ্ণুর পরিচর্যার যে ফল, কলিযুগে হরিনাম কীর্তনেই তা পাওয়া যাবে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বলা হয়েছে : কলিকাল প্রত্যাসন্ন। লোকের বল বুদ্ধি তেজ স্বত্ত্ব ক্ষয় হবে। এক পোয়া ধর্ম হবে ; অধর্ম প্রবল হবে। সত্য যজ্ঞ তপ দান—এই চাবি পোয়া ধর্ম ছেড়ে লোক কুকর্মে লিপ্ত হবে। ব্রাহ্মণ বেদ পরিত্যাগ করবে। লোকের অমর্যাদা হবে। পুত্র পিতাকে ও জ্যেষ্ঠ ভাইকে মান্য করবে না। ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম জপ করবে না। স্ত্রী স্বামীকে মানবে না দুরাচার করবে। পরপুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধবে। নীচ ব্যক্তির গৃহে লক্ষ্মীর আশ্রয় হবে। সাধুজনের দুঃখ হবে নীচ ব্যক্তি সুখ পাবে। ব্রাহ্মণে জপতপ করবে না ; মিথ্যাচার করবে। লোকের গড় পরমায়ু হবে পঁচিশ বছর। অল্প বয়সে যৌবন অতিক্রান্ত হবে। অল্প বয়সে নারী গর্ভবতী হবে। এক গর্ভে একাধিক সন্তান জন্মাবে। বধূ শ্বশুর শাশুড়িকে মান্য করবে না। বলবানই প্রধান হবে। এক ধাট কপর্দকের মালিক ধনী বলে গণ্য হবে। এক বট দান করলে সভায় প্রচার হবে। কপট ব্যবসায়ে লোক নিযুক্ত হবে। ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হবে, অধর্ম পালন করবে। লোকের সম্পত্তি বলপূর্বক হরণ করবে। রাজা প্রজাকে হিংসা করবে, ধনের লোভে দস্যুরূপ ধরে সম্পদ হরণ করবে। রাজধর্ম যথোচিত পালিত হবে না। পাত্র মিত্র অমাত্য

বলবান হবে। রাজাকে হত্যা করে তারা রাজা হবে। সব জাতি একাকার হবে। হরিনাম এবং গঙ্গাস্নান কলির প্রধান ধর্ম। কল্কি অবতার ম্লেচ্ছের নিধন করবে।

যুদ্ধবর্ণনা

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বীররসের কাব্য। কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই কৃষ্ণ আত্মরক্ষার জন্য অলৌকিক উপায়ে বিভিন্ন দৈত্য ও অসুর বধ করেন। দ্বারকা লীলায় কৃষ্ণ তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য প্রবল প্রতাপান্বিত রাজন্যবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছেন এবং সর্বত্রই তিনি জয়লাভ করেছেন। এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গেও তিনি বহুবার সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রাচীনকালে রচিত মহাকাব্যগুলির মূল বিষয়ই ছিল বীরত্বগাথার বর্ণনা। ইলিয়াড-ওডিসি, রামায়ণ-মহাভারতে সর্বত্রই এই বীরত্বগাথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। মহাকাব্যে বর্ণিত যুদ্ধে দেবতা অথবা দেবোপম চরিত্রের প্রাধান্য থাকায় অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলী সহজেই যুদ্ধ বর্ণনার অঙ্গীভূত হয়েছে। তাছাড়া এই সকল যুদ্ধের পরিণামে সাধারণত ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বর্ণিত যুদ্ধ সর্বক্ষেত্রে যে উচ্চ আদর্শের সংঘাতের কারণে সংঘটিত হয়েছে তা নয়। বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণ নিতান্ত বাল্যকালে ইন্দ্রের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন। একবার নন্দ প্রমুখ গোপগণ বৃন্দাবনে যমুনা তীরে উপস্থিত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করলে কৃষ্ণ ঘোষণা করলেন গোবর্ধন পর্বতকে উপেক্ষা করে ইন্দ্রপূজার কোনো প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণের এই নির্দেশে কুপিত হয়ে ইন্দ্র গোকুল-বৃন্দাবনে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু করলেন। গোকুলবাসী বিপন্ন হল। কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করে ছত্র রূপে ধারণ করে গোকুলবাসীগণকে রক্ষা করলেন। কৃষ্ণের বিক্রম শুনে ইন্দ্র কৃষ্ণকে দর্শন করতে চাইলেন।

ভাগবতে নন্দমোক্ষণ কাহিনীর বর্ণনা আছে। একদা নন্দ ঘোষ স্নান করার উদ্দেশ্যে জলে নামলে বরুণের দূত তাকে বন্দী করে পাতালে বরুণের পুরীতে উপস্থিত করে। খবর পেয়ে পিতাকে উদ্ধার করতে কৃষ্ণ যমুনায় ডুব দিয়ে বরুণের পুরীতে প্রবেশ করেন। বরুণ কৃষ্ণকে দর্শন করে ধন্য হন। এইভাবে দেখা যায়, মহাকাব্যে কাহিনী বিস্তৃত হয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল পরিব্যাপ্ত করে ; শ্রীকৃষ্ণবিজয় আখ্যানকাব্য হয়েও কাব্যকাহিনী ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকরূপে কবির নিষ্ঠা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের বিবাদ পুনরায় শুরু হয় নরক বধ ও পারিজাত হরণ উপাখ্যানে। মদ্র দেশের রাজা নরক প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে কুবেরের রথ, কুড়ি সহস্র কন্যা, ইন্দ্রের অপ্সরা, অদিতির কুণ্ডল অপহরণ করলে ইন্দ্র দ্বারকায় এসে কৃষ্ণের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করেন। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, উগ্রসেন প্রমুখ পাত্রমিত্রগণকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ যুদ্ধযাত্রা করে নরকের সখা মুর দৈত্যকে বধ করলেন তার অতি সুরক্ষিত জলবেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে। মুর দৈত্যের রণহুঙ্কার শোনা গেল :

> ডাক দিঞা বলে বির জাহ কোথাকারে।
> পুঁরি রাখি বসি য়ামি জলের ভিতরে।।
> পড়িলে সে মোর হাথে নিয়ত মরন।
> আজি ত পাঠাব তোরে জমের সদন।।
>
> —খ ৭৪/২

কৃষ্ণের প্রতি মুর 'দশবান' নিক্ষেপ করল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করলেন। দৈত্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছলনার আশ্রয় নেয়। মুর পুনরায় জীবিত হয়ে শূল হস্তে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে 'বানে কাটি সুলগাছ পেলে গোবিন্দাই' ; এবং :

পুনরূপি চক্র নঞা দেব চক্রপানি।
কাটিঞা সরির তার কৈল খানি খানি।।

—খ ৭৫/১

এবার কৃষ্ণ গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করে নরক রাজার পুরীতে প্রবেশ করলে—

দেখিঞা আইল নরক জুর্দ্ধ করিবারে।
অস্ত্র নঞা দম্ভ করি আইল সর্ত্তরে।।

—খ ৭৫/১

নরক রাজাও রণহুঙ্কার দিয়ে বলল :

মাইলে মোহোর সখা কইলে বড়াঞী।
মোর হাথে পড়িলে আজি জাবে জম ঠাঞি।।

—খ ৭৫/১

অতঃপর উভয় পক্ষে বাণ বৃষ্টি শুরু হল। যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠল :

কৃষ্ণ নরকে জুর্দ্ধ এথা সুনি ততক্ষন।
দুইজনে কর্ক্কস বাজিল দুর্জ্জয় রন।।

—খ ৭৫/২

বাণ বর্ষণ করে নরক প্রথমে গরুড়কে হত্যা করল। এই যুদ্ধে অগ্নিবাণ, ব্রহ্ম অস্ত্র, অগ্নিবর্ষণকারী শেলপাট, গদা প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাম রাবণের যুদ্ধে রাম ধনুর্বাণ ব্যবহার করেন ; রাবণ পক্ষ ব্যবহার করেছিল শেল। যুদ্ধক্ষেত্রে গদার ব্যবহার মহাভারতে বেশি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও বিভিন্ন যুদ্ধে গদার ব্যবহার লক্ষণীয়। কৃষ্ণের গদার নাম ছিল কৌমোদকী। জরাসন্ধ বধের কাহিনীতে গদাযুদ্ধের একটি ন্যায় নীতির উল্লেখ রয়েছে :

গদাযুদ্ধ ন্যায় আছে লাভির উপরে।
লাভি হেঠে গদা নাহি এড়ে দুই বিরে।।

—ক ১২২/২

এইভাবে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যুদ্ধ বর্ণনা নিছক গতানুগতিক নয় : যুদ্ধবিষয়ক খুঁটিনাটি সংবাদে কবির বাস্তববোধের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি যুদ্ধ বর্ণনায় প্রাণ সঞ্চারিত হতে দেখা যায়।

কৃষ্ণের সঙ্গে পুনরায় ইন্দ্রের বিবাদ শুরু হল দুর্লভ পারিজাত পুষ্পের অধিকার নিয়ে। কৃষ্ণ একটি পারিজাত সংগ্রহ করে রুক্মিণীকে উপহার দেওয়ায় সপত্নী সত্যভামার কোপ এবং দুর্জয় মানের ফলে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলেছিলেন :

এক গোটা পুষ্প মাত্র পাইল রূক্কিনি।
বৃক্ষ সম পারিজাত দিব তোরে আমি।।

—খ ৭৮/১

পারিজাত বৃক্ষ সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণ প্রথমে ইন্দ্রের নিকট নারদকে দূত রূপে প্রেরণ করেন। নারদের দৌত্য বিফল হওয়ায় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ যুদ্ধ দেবের সঙ্গে মানবের হলেও কৃষ্ণের দেবত্ব

কবির স্মরণে থাকায় যুদ্ধ বর্ণনায় কোনো বিস্তৃতি অথবা জটিলতা নেই। কৃষ্ণ গরুড়ে আরোহণ করে এবং ইন্দ্র ঐরাবত পৃষ্ঠে আরোহণ করে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলেন। ইন্দ্র তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র বজ্র প্রয়োগ করলে বিনতানন্দন গরুড়ের পাখায় বাধা পেয়ে বজ্র প্রতিহত হল। এবার কৃষ্ণ চক্র হাতে ইন্দ্রের পশ্চাৎধাবন করলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণ জয়ী হয়ে আকাঙ্ক্ষিত পারিজাত বৃক্ষ সংগ্রহ করলেন। স্বর্গের পারিজাত মর্ত্যে (দ্বারকায়) স্থাপিত হল।

জরাসন্ধ বধ, উষা-অনিরুদ্ধ বিবাহ, বজ্রনাভ বধ কাহিনীতে যুদ্ধের বর্ণনা সহজ সরল নয় ; কারণ এই সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে দেবতার সঙ্গে দানবের। উভয় পক্ষই শক্তিধর হওয়ায় যুদ্ধ সহজে শেষ হয় নি। এইসব যুদ্ধে সিংহনাদ, বীরদাপ, যুদ্ধযাত্রার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সজ্জিত রথ, পাইক, সেনাপতি, নাগপাশ, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখে যুদ্ধের আবহ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের আয়োজন ও রণক্ষেত্র অবধি গমনের বর্ণনা রয়েছে এই অংশে :

নারদ বচন সুনি দেব গদাধর।
সাজ সাজ বলিঞা দিল ঘোষনা নগর।।
এতেক আদেস জবে বইল গদাধর।
কটক সাজন বাদ্য বাজিছে বিস্তর।।

—খ ৮৬/২

এই যুদ্ধবর্ণনা ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির যুদ্ধবর্ণনার অনুরূপ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বর্ণনা :

হস্তির পিষ্টে দামা বাজে কাংস্য করতাল।
ঢাক ঢোল পড়া বাজে ষুনিতে রসাল।।
বির মাদল বাজে সপ্তস্বরা বিন্দু আন।
দোসরি মোহরি বাজে বাদ্য প্রধান।।
রন সাজে সারথি রথ আনিল সর্ত্তরে।
হস্তি ঘোড়া পাইক ভাগ সাজিল থরে থরে।।

—খ ৮৬/

বাণ রাজার সঙ্গে কৃষ্ণের সংগ্রাম ঘোরতর রূপ ধারণ করে। এই যুদ্ধে শূলহস্তে শিব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দেব সেনাপতি কার্ত্তিকও কৃষ্ণের পক্ষে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য কবি বলেছেন :

কল্পান্ত ক্ষয় জেন ঘোর দরসন।
দুই জনে জুর্দ্ধ দেখি কাঁপে তৃভুবন।।

—খ ৮৭/১

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই 'দ্বাদশ অক্ষৌহিনী' সৈন্য সমাবেশ করেন :

দ্বাদশ অক্ষোহিনি সেনা নঞা গদাধর।
তত সৈর্ন্য সাজিলেক বান নৃপবর।।

—খ ৮৭/১

এই বিপুল সেনাবাহিনী বাণ রাজার পুরী আক্রমণ করল। চতুর্দিকে জল বেষ্টিত গড়খাঁই।

তাহেত বেড়িঞা আছে অগ্নির পাঁচিরে।
আকাস পাতাল ভেদ নাঞি বাউর প্রচারে।।

—খ ৮৬/২

সে পুরী মানুষ এবং দেবতার অগম্য। কৃষ্ণের আদেশে গরুড় শত মুখ হয়ে সমুদ্র থেকে জলপান করে অগ্নির উপর জল উদ্গীর্ণ করে অগ্নি নির্বাপিত করে পুরীতে প্রবেশ করলেন। এইসব বর্ণনায়

অলৌকিকতার প্রয়োগে কাব্যসৌন্দর্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জরাসন্ধের সঙ্গে ভীমের গদাযুদ্ধের বর্ণনা :

অন্তরিক্ষে দেবগন হরিসে রহিল।
দুই বিরে গদাযুদ্ধ অদ্ভুত হইল।।
ডাহিন পাকে বাম পাকে বুলে দুই বিরে।
সত সংখ্য গদা পড়ে দোঁহার সরিরে।।
পায়ে পাএ যুদ্ধ করে মুঠুকা মুঠুকি।
বুকে বুকে যুদ্ধ করে হইএগ কৌতুকি।।
চড় চাপড়ে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
দোঁহে মহাযুদ্ধ করে জমের দোসর।।

—ক ১২২/১-২

গদাযুদ্ধের সঙ্গে মল্লযুদ্ধও যুক্ত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস মল্লযুদ্ধের আয়োজন করেন। যেভাবেই যুদ্ধ হোক না কেন যোদ্ধারা সব সময় যুদ্ধনীতি মেনে চলতেন। কবি বলেছেন :

ধর্ম যুদ্ধ করে দোঁহে না করে অধর্ম।
দুইজনে সন্ধি জানে দোহাকার মর্ম।।

—ক ১২২/২

শৃগাল-বাসুদেব উপাখ্যানে কাশীরাজের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের বিবরণ আছে। এ যুদ্ধে ঘটনা বিশেষ না থাকায় যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ নেই। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রে শৃগাল-বাসুদেবের মস্তক ছেদন করলেন। তার ছিন্ন মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবীতে লুটিয়ে পড়ল—'কন্ধখান গেল তার প্রিথিবি ভিতরে'। এবং ছিন্ন মুণ্ড নিক্ষিপ্ত হল সেইখানে :

স্ত্রি পুত্রে জেইখানে আছিল কৌতুকে।
সেইখানে পড়িল গিএগ রাজার মস্তকে।।
দেখিএগ সকল লোক তুলিএগ চাহিল।
রাজার মস্তক দেখি ক্রন্দন উঠিল।।

—খ ৯৩/১

শিশুপালকেও বধ করা হয়েছিল সুদর্শন চক্রের সাহায্যে। শিশুপালকে হত্যা করার সময় সুদর্শন চক্র কোটি সূর্য অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে :

ষূর্য্য কোটি জিনি চক্র তুরিত গমনে।
কাটিল মস্তক তার সভা বিদ্যমানে।।

—ক ১২৯/২

শিশুপালের মৃত্যুতে চতুর্দিকে হাহাকার উঠল। দেবরাজ সানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। অতঃপর শিশুপালের দেহ থেকে তার অঙ্গজ্যোতি গগন মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হল। সেই অঙ্গজ্যোতি বিদ্যুৎ রেখার মত সঞ্চরমান হয়ে কৃষ্ণের চরণে প্রবেশ করল। এই সকল কাহিনী অলৌকিকতা মণ্ডিত হওয়ায় রীতিমত বিস্ময়কর।

শিশুপালের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শাল্ব নামে জনৈক অসুর কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল। শাল্ব বীর, পরম নিষ্ঠুর, যুদ্ধবাজ এবং শিশুপালের সুহৃদ। শাল্ব অমরত্ব লাভের জন্য শিবের আরাধনা করে বর লাভ করেন—গন্ধর্ব কিন্নর নর সিদ্ধি বিদ্যাধর—এঁদের কাছে তিনি অপরাজিত থাকবেন। এছাড়া,

ময়দানব নির্মিত সৌভ নামে একটি রথ লাভ করেন, সেই রথের গতি অলক্ষিত। এবং তার গতিবিধি অন্তরীক্ষে।

শাল্ব সৌভ রথে আরোহণ করে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করলেন। দ্বারকার গড়, বন-উপবন, প্রাকার, গোপুর, মন্দির প্রভৃতি স্থানে অস্ত্র এবং গাছ পাথর বর্ষণ করে দ্বারকাপুরী ধ্বংস করার চেষ্টা করল:

পরচণ্ড চক্রবাত ধুলা বরিসনে।"
দসদিগ গরজিল ধুম গরজনে।।
—ক ১৩১/১-২

কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন এই পরিস্থিতিতে বীর সাত্যকি, অক্রূর, গদ, শুক, সারণ, শাম্ব প্রভৃতি মহাসেনাপতিগণকে সঙ্গে নিয়ে শাল্বকে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হলেন :

বাজিল সাল্বের সহে তুমুল সংগ্রাম।
নহিল নহিব যুদ্ধ তাহার সমান।।
—ক ১৩১/২

শাল্বের সেনাপতিকে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করা হল, সারথিকে বিদ্ধ করা হল দশ বাণে, শাল্বের দেহে একশত বাণ বিদ্ধ হল এবং ঘোড়াগুলিকে তিন তিন বাণে ঘায়েল করা হল।

শাল্ব মায়াযুদ্ধ করছিলেন। এখন তার সব অলৌকিক ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল। কবি একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন :

তিলেকে সাল্বের মায়া সব হৈল নাস।
ষুর্য্য দরসনে জেন তিমির বিনাস।।
—ক ১৩১/২

শাল্বের রথ ছিল অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। সৌভ নামক শাল্বের রথটির অলৌকিক গতিবিধির বর্ণনায় কবি বলেছেন :

মায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি।
কি রূপ কথাতে থাকে লখিতে না লখি।।
ক্ষনে জলে ক্ষনে স্থলে আকাস উপরে।
ক্ষনে রশ পরবেস পর্ব্বত সিখরে।।
জথা জথা চিন্তে রথ আছে সেই ঠাঞী।
কথা সাল্ব কথা রথ দেখিতে না পাই।।
—ক ১৩১/২—১৩২/১

এই যুদ্ধে মহাধনুর্ধর সেনাপতি, যদুসেনা ও অন্যান্য সেনানী ও সেনাপতি অংশগ্রহণ করে এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় তুরগ, কুঞ্জর, রথ, ধ্বজ, ছত্রবানা প্রভৃতি।

এই যুদ্ধে ঘুমাল নামে এক মহাবলবান সেনাপতির বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ইনি প্রদ্যুম্নের বাণে আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে 'ভূমিতে পড়িঞাছিল অচেতন হঞা'। কিন্তু 'যুদ্ধ তেজি পালান বিরের নহে ধর্ম' এই নীতিতে বিশ্বাসী ঘুমাল পুনরায় নূতন উদ্যমে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। উভয়পক্ষই প্রবল পরাক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধ হয়েছিল প্রাণপণ করে। সুতরাং এই যুদ্ধের ভয়াবহতা কবি যথাযথ রূপেই চিত্রিত করেছেন। কৃষ্ণের পক্ষে গদ, শাম্ব, বিন্দ, সাত্যকিনন্দন চৌদিক বেষ্টিত করে যুদ্ধ করেছিলেন। যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে কবি বলেছেন :

কাটিঞা সাল্বের সৈন্য ফেলিল সাগরে।
ছিন্ন ভিন্ন হঞা কেহো রহিল সমরে।।

এইরূপ দুই সৈন্য যুঝে নিরন্তর।

—ক ১৩২/২

এই যুদ্ধ চলেছিল সাতাশি দিন ধরে। এই অংশ কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে—শাল্বের মায়াযুদ্ধ নামে। শক্তিপাট নামে একটি শক্তিশালী অস্ত্র শাল্বের অধিকারে ছিল। বাণবর্ষণ করে শক্তিপাট অস্ত্র ধ্বংস করা হলে ক্রুদ্ধ শাল্ব রণহুঙ্কার দিয়ে কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হল :

ডাকিঞা বোলয়ে সাল্ব আরে রে গোআল।
আজি মোর হাথে তোর দৈবে সে নিস্তার॥...
তো হেন দুর্জ্জন আর নাহি ত্রিভুবনে।
সভা মধ্যে ভাই বধ করিলি বিদ্যমানে॥

—ক ১৩৩/২

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণ বললেন :

কেনে বেটা এতেক বুলিস দর্প করী॥
সুর হঞা বিক্রম দেখাসি আপনার।
বির হঞা বুলিলে না করে অহঙ্কার॥

—ক ১৩৩/২

কৃষ্ণ শাল্বের মুণ্ডে তিনবার গদার আঘাত করলেন এবং 'কাঁপিঞা পড়িল সাল্ব রক্ত পড়ে ধারে'। এই যুদ্ধে শাল্ব মায়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন। শাল্বের অঙ্গের কবজ ও মাথার মণি ছিল মায়ার উৎস। সেইজন্য তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করার জন্য :

অঙ্গের কবচ কাটি কৈল জরজর।
আর বানে তাহার কাটিল ধনুসর॥
কাটিল মাথার মনি খরতর সরে।
রথখান চুর্ন্ন্য কৈল গদার প্রহারে॥

—ক ১৩৪/২

বজ্রনাভ উপাখ্যানও যুদ্ধের বর্ণনাপূর্ণ। বজ্রনাভ দৈত্যকে হত্যা করার জন্য ছল বল এবং কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। বজ্রনাভের পুরী ছিল দুর্ভেদ্য ; বায়ুরও অগম্য। সম্মুখ সমরে বজ্রনাভকে বধ করা অসাধ্য জেনে কৃষ্ণ ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর তিন পুত্র প্রদ্যুম্ন গদ ও শাম্ব নটের ছদ্মবেশে নাটগীত শোনানোর উদ্দেশ্যে বজ্রপুরীতে প্রবেশ করে বজ্রনাভের তিন কন্যাকে গান্ধর্ববিবাহ করে সেখানে অবস্থান করেন। এ সংবাদ জানতে পেরে বজ্রনাভ কৃষ্ণের তিন পুত্রকে বন্দী করেন। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে প্রবল শক্তিধর সেনাপতি তালজঙ্ঘ তিন কুমারের হাতে নিহত হন। এই যুদ্ধে চতুরঙ্গ সেনা সজ্জিত হয় :

চতুরঙ্গ দলে সাজে সৈন্য সাগর॥
হস্তি ঘোড়া পদাতিক রথ রথিগন।
বৎসর সতেকে তাহা না জাএ গনন॥

—গ ৫১৪

তালজঙ্ঘ সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ শুনে স্বয়ং দৈত্যরাজ বজ্রনাভ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁর যুদ্ধ গমন কালে বজ্রপুরে নানাবিধ অমঙ্গল দেখা গেল :

রক্তবৃষ্টি ধুমকেতু অরিষ্ট লক্ষন।
নির্ঘাত সব্দ তথা হইল ঘনে ঘন॥

ক্ষেনে ক্ষেনে ভূঞিকম্ফ কুক্কুর ক্রন্দন।
সিবাদন্ত খটখটি সুনি মহারন।।
দৈত্যরাজের মাথে পড়ে সুকিনি গিধিনি।
নক্ষত্র বৃষ্টি দিনে পুরিল ধরনি।।

—গ ৫১৭-৫১৮

দৈত্যসেনা 'মার মার' শব্দে আক্রমণ করল। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র—শেল, জাঠা, মুষল ইত্যাদি। বাণ বর্ষণে পুরী আচ্ছাদিত হল। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত এবং কৃষ্ণপুত্রগণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। দৈত্য সেনা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল :

রথি রথ এড়িয়া পালাএ সারথি।।
ঘোড়া এড়ি রাউত পালাএ পাএ পাএ।
মাতঙ্গ পড়ল ভূম্যে মাহুত লোটাএ।।
খড়্গোতে কাটিল কাএ কারেত ধনুকে।
অর্দ্ধচন্দ্রে কাটে কারে কারে বিন্ধে বুকে।।

—গ ৫২০-৫২১

এই যুদ্ধে পাশুপতবাণ ব্যবহৃত হয়েছিল। যে বাণের আঘাতে বজ্রনাভ নিহত হন সে বাণের নাম অর্ধচন্দ্র। এই বাণটি ছিল মন্ত্রপূত :

দির্ব্যমন্ত্র পড়ি জোড়ে অর্দ্ধচন্দ্র বান।
বানের মুখে অগ্নি জলিছে খান খান।।
আকাসে আইসে বান তৃভূবন আল।
বানের মুখে বস্যে আপনে দণ্ড হস্তে কাল।।

—গ ৫২৬

বজ্রনাভের মৃত্যুতে অবশিষ্ট দৈত্যগণ সকলে পাতালে আশ্রয় নেয়। এর পরের ঘটনা, বজ্রনাভের মৃত্যুতে বজ্রদৈত্যের নারীগণের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বিলাপ-ক্রন্দন। এই বিষয়টি শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে অভিনব। কবি ত্রিপদী ছন্দে এই অংশ বর্ণনা করেছেন মর্মস্পর্শী ভাষায় :

করি বহু বিলাপ হৃদএ বাড়ল তাপ
লাখে লাখে ধায় পুরনারি।
উদ্দাম বুকের বাস মুকত সে কেসপাস
ধাএ রনভূমি অনুসারি।।
না সম্মরে কেসবাস অতি দির্ঘ নিস্বাস
ধায় নারি হৈয়া অচেতনে।
দুই হাত হৃদে হানি কান্দিতে কান্দিতে রানি
সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে।।

—গ ৫২৭

যুদ্ধক্ষেত্রে স্তুপীকৃত মৃতদেহের মধ্যে দৈত্যনারীগণ বজ্রনাভের মৃতদেহ অনুসন্ধান করতে লাগল ব্যাকুল আগ্রহে :

উকটিল কত ঠাঞি খুজি লাগ নাহি পাই
রাজাকে খুজিয়া বুলে রানি।।

—গ ৫২৭

লক্ষ লক্ষ ছিন্ন মুণ্ড মৃতদেহ নৃত্য শুরু করল এবং যোগিনীরা করতালি দিতে লাগল। দৈত্যনারীগণ অকুতোভয়ে :

কান্দে কন্দ জোড়াইয়া রাজাকে বুলে চাহিয়া
না পাইয়া হইলা আকুলে।

—গ ৫২৮

যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

মাংস রুধির পায়া শ্রীগালি বোলে ধাইয়া
হাড় মাংস কড়মড়ি খাএ।
কোথাহ সে কাক পাখি মড়ার সে খায় আখি
দেখিয়া সে নারি ত্রাস পাএ।।

—গ ৫২৮

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে আর এক ধরনের যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে, সে যুদ্ধ ও হত্যাকার্য সমাধা হয়েছে দৈহিক বল প্রয়োগের দ্বারা। কৃষ্ণ শিশুকালে পূতনা রাক্ষসীকে হত্যা করেন তার স্তন পান করে। এই ঘটনায় কৃষ্ণের শক্তিমত্তা ও তীব্র শোষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতঃপর কংস প্রেরিত বিভিন্ন ভয়ঙ্কর দৈত্যদিগকে কৃষ্ণ একে একে হত্যা করেছেন দৈহিক বল প্রয়োগ করে। তৃণাবর্ত অসুরকে কৃষ্ণ শ্বাসরোধ করে শূন্যলোক থেকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করেন। বকাসুর কৃষ্ণকে গলাধঃকরণ করলে 'আড় হঞা গলাতে লাগিলা চক্রপানি'। 'মালসাট' দিয়ে কৃষ্ণ দুই হাতে দুই ঠোঁট চেপে টান দিলে বকাসুরের মৃত্যু হয়। অঘাসুর কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য গলাধঃকরণ করলে ব্রহ্মা আদি দেবগণ প্রমাদ গণেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করে অলৌকিক শক্তির দ্বারা তার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নির্গত হন। অঘাসুরের মৃত্যু হয়।

অরিষ্টাসুর বধ উপাখ্যানটিও বিচিত্র। কবি এই কাহিনীর বর্ণনা বিস্তৃতভাবেই করেছেন। মায়ারূপী অরিষ্টাসুর কংসের অনুরোধে কৃষ্ণ হত্যার উদ্দেশ্যে বৃহদাকায় বৃষরূপ ধারণ করে গোকুলে প্রবেশ করলে গোপগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মালসাট দিয়ে কৃষ্ণ অরিষ্টের শৃঙ্গ উৎপাটন করে সেই শৃঙ্গ দ্বারা আঘাত করলে অরিষ্ট ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। পুনরায় অরিষ্ট কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে—'লেঞ্জে ধরি পাক দিএগ পেলে গদাধরে' এবং 'সেই ঘাএ অসুরা তবে প্রাণ দিল'।

কৃষ্ণের বল বিক্রমের সংবাদ পেয়ে কংস তাঁকে মল্লযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। উদ্দেশ্য শক্তিমান মল্ল দ্বারা কৃষ্ণ হত্যা। কংসের পুরীর প্রবেশ পথে কুবলয় নামক হস্তী স্থাপিত হল :

কুবলয় হস্তি রাখ মধ্য দুয়ারে।
আসিতে নন্দের পুত্রে দন্তে জেন চিরে।।
তথা জদি নাহি মরে নন্দের নন্দন।
মল্লজুধ্য করাইয়া বধিব জিবন।।

—গ ২০০

দুর্জয় কুবলয় হস্তীকে কৃষ্ণ সহজেই বধ করলেন এবং কংসের দুই মল্ল চাণূর মুষ্টিককে কৃষ্ণ ও বলরাম হত্যা করলেন দৈহিক বল প্রয়োগে মল্লযুদ্ধ করে। কবি মল্লযুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন :

বাম হাথে গলা চাপি ধরেন গদাধর।
পায়ে পায়ে ছান্দি বৈসেন বুকের উপর।।
ডাহিন হাথে মুঠকি মারি ভাঙ্গিল দসন।

ঝিমাঞা ঝিমাঞা বির হৈল অচেতন॥

—ক ৪৯/১

চাণূর বীর কৃষ্ণের আঘাত সহ্য করে কৃষ্ণকে পাল্টা আক্রমণ করলেন।

তবে ত চানুর বির সেই ঘাও সহি।
কৃষ্ণকে পেলাঞা বোলে আজি জাবে কহি॥
ধরিঞা কৃষ্ণের বুকে মুঠুকি প্রহারে।
কোপিঞাত প্রভু হরি ধরিল তাহারে॥
মধ্যদেসে ধরি তাকে আছাড়িঞা মারী।
ছাড়িল পরান বির জাএ গড়াগড়ি॥

—ক ৪৯/১

মুষ্টিককে বলরাম সহজেই হত্যা করলেন—'চাঁপড়ের ঘায়ে বির মাইল অসুরে'। প্রধান দুই মল্লের শোচনীয় পরিণতি দেখে কংস নন্দ ঘোষকে বন্দী এবং হত্যা করে তার যাবতীয় ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিলেন। কংসের হুঙ্কার শুনে কৃষ্ণ মঞ্চে উপবিষ্ট কংসকে আক্রমণ করলেন :

ডাহিন ভিতে গিঞা কৃষ্ণ কোলে চাপি ধরী।
খাণ্ডা বাউ বলঞা ধরিল মুরারি॥
মঞ্চে হইতে পেলাইঞা ভূমির উপরে।
বিশ্বম্ভর মুর্ত্তি ধরি বৈসেন গদাধরে॥

—ক ৪৯/২

কংসবধ কাহিনীতে কংস সহ মোট তিনজন অসুরকে কৃষ্ণ হত্যা করেছেন, কিন্তু খাণ্ডা ও ডাবুস ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রের ব্যবহার এ যুদ্ধে হয় নি। দৈহিক বল প্রয়োগের দ্বারাই যুদ্ধ এবং হত্যাকার্য সম্পন্ন হয়েছে ও জয়লাভ ঘটেছে।

কবিত্ব

মালাধর বসুর কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণীয় চৈতন্যদেব। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক, বিল্বমঙ্গল-রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক ভক্তিগ্রন্থ এবং মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন। চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায় এই গ্রন্থগুলি ছিল তাঁর চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপকরণ।

মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজের সঙ্গে নীলাচলে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকালে স্বয়ং চৈতন্যদেবের জবানীতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যটি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের 'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'—এই ছত্রটিই চৈতন্যদেবকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। এ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃতে (২।১৫) কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য :

গুণরাজ খান কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়—॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর॥

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ—ছত্রটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে একাধিকবার 'বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' রূপে পাওয়া যায়।

সে যাই হোক, আমাদের আলোচ্য **বিষয় মালাধর** বসুর কবিত্ব। মালাধর বসুর কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে—শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে **শুদ্ধ ভক্তিভাবের** প্রাবল্য। মালাধর প্রকৃতপক্ষে ভক্ত। তাঁর কবিত্ব আনুষঙ্গিক মাত্র। কাব্যটিও বর্ণনাত্মক ও **ঘটনাবহুল**। সুতরাং কবিত্ব বাহুল্যের অবকাশ এখানে কম।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য শ্রীমদ্ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত ছাড়াও হরিবংশ, শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা, মহাভারত ও কৃষ্ণকথাশ্রিত লোককাহিনী থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে কৃষ্ণের জীবন কাহিনী বর্ণনাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। ভাগবতের দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব এবং ব্রজের মধুরলীলা বর্ণনা মালাধর বসুর কাব্যের বিষয় নয়। যুগ প্রয়োজনে কৃষ্ণের বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলী বর্ণনা দ্বারা হতোদ্যম বাঙালী জাতির জীবনে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। একাজ যে কত দুরূহ সেকথা কবি অত্যন্ত সুন্দর কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে কবির উক্তি :

আকাসের তারা জদি একে একে গনি।
সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি॥
পৃথুবির রেনু জদি করিএ গনন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করন॥

—গ ২

আকাশের তারা একে একে যদি বা গণনা করা যায়, সমুদ্রের জল ঘটে পরিমাপ করাও বুঝি বা সহজ, পৃথিবীর ধূলিকণাও হয়ত গণনা করা যায় কিন্তু কৃষ্ণের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করা সহজ নয়।

উপরন্তু, কবি কাব্য রচনার কারণ রূপে ব্যাসদেবের স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করেছেন :

কায়স্থ-কুলেতে জন্ম, কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।

—নন্দলাল সং পৃ. ২১৬

যে সময়ে মালাধর বসু কাব্য রচনা করেন তখন বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার কোনো আদর্শ ছিল না। বাংলাভাষাও তখন সুপরিণত নয়। তখন বাংলা ভাষার নাম ছিল 'লোকভাষা' বা 'লৌকিক ভাষা'। স্বভাবতই লৌকিক ভাষা উচ্চতর ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো না। বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা সে সময় উপহাসের বিষয় ছিল। গোপালবিজয় কাব্যের কবি কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

লৌকিক বলিএগ্রা না করিহ উপহাসে।
লৌকিক মন্ত্রেসি সাপের বিষ নাশে॥

—সাহিত্য প্রকাশিকা ৬, পৃ. ৭

এমতাবস্থায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত একটি দুরূহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কত কঠিন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যুগপ্রয়োজনে কৃষ্ণের জীবনের বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাবলী বর্ণনা করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। বাল্যকালে বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণ পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর, তৃণাবর্ত প্রভৃতি দুর্জয় অসুরগণকে পরাভূত করেছেন অবলীলাক্রমে। কালক্রমে মথুরা ও দ্বারকা লীলায় কৃষ্ণ কংসাদি প্রবল পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গকে পরাভূত করে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। সমগ্র কাব্যে বীররসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক কারণে কাব্যে যুদ্ধের বর্ণনাই বেশি। বীররসের বর্ণনায় মালাধর বসু যথেষ্ট

কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছেন। কৃষ্ণের বিক্রম বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য। কবির এই উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে।

শিশুকালে কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কংস মথুরার শক্তিমান অসুরদের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন :

সিষুকালে না মাইলে হব বড় কাল।
প্রবিন হইলে হইব মারিতে জঞ্জাল।।

—ক ৮/২

কংস কৃষ্ণকে বাল্যকালেই হত্যা করতে চাইলেন। কারণ এই শিশুই কংসের মৃত্যুবাণ। প্রথমে কংস তাঁর অনুচরী বালকঘাতিনী পূতনা (পুত্র নাশ করে যে) রাক্ষসীকে গোকুলে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য, শিশু কৃষ্ণকে বিষস্তন পান কবিয়ে হত্যা করা। কিন্তু পূতনা কৃষ্ণের হাতে মৃত্যুবরণ করে। পূতনার বিশাল কদাকার মৃতদেহ এক ক্রোশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হল। পূতনার মৃতদেহের বর্ণনায় কবি বিভিন্ন উপমা প্রয়োগ করেছেন :

নাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।
উদর গোটা দেখি জেন যুখান পোখরি।।

—ক ১০/১

কিন্তু, যেহেতু কৃষ্ণের হাতে পূতনা মৃত্যুবরণ করেছে, তাই মৃতদেহ দাহকালে তার বিকট কুৎসিত দেহ থেকে 'অগৌর কস্তুরির' সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই ঘটনার বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে—ধূমশ্চাগুরু সৌরভ। পূতনার বিকট শরীর বর্ণনায় ভাগবতে লাঙ্গলের ঈস, গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা, গণ্ডশৈল দুই স্তন, অন্ধ কূপ দুই আঁখি, বড় দিঘীর পাড় প্রভৃতি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে।

কংসের নির্দেশে কৃষ্ণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তৃণাবর্ত-অসুর ব্যাঘ্রমূর্তি ধারণ করে গোকুলের দিকে বায়ুবেগে ধাবিত হল। ব্যাঘ্ররূপী ভয়ঙ্কর তৃণাবর্তকে দেখে অন্যান্য গোকুলবাসীদের সঙ্গে যশোদা ভীত-বিভ্রান্ত-হতচকিত হয়ে কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে গমন করলে তৃণাবর্ত কৃষ্ণকে কোলে তুলে বায়ুবেগে শূন্যে ধাবিত হল। শূন্যালোকে কৃষ্ণ তৃণাবর্তের 'গলা চাপি ধরি' অর্থাৎ শ্বাস রোধ করে হত্যা করে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। এই সকল ঘটনা বর্ণনায় বিশেষভাবে বিস্ময় রসের প্রাধান্য লাভ করেছে।

এছাড়া, অঘাসুর বধ, কালীয় দমন, দাবানল ভক্ষণ, গিরি গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনায় একই সঙ্গে ভয়ঙ্কব ও বিস্ময় রসের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি, কৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তা ও বীরত্ব এইসব কাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করেছে।

কংসের আদেশে অঘাসুর ভয়ঙ্কর অজগর সর্পের রূপ ধারণ করে বৃন্দাবনের গোষ্ঠে উপনীত হল। মহাকায় অজগরের বর্ণনায় কবি বলেছেন :

কুড়ি জোজন দির্ঘে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তিন জোজন আড়ে সরীর প্রসর।।
একখান ওষ্ঠ তার গগন মণ্ডলে।
আর ওষ্ঠ খান তার পৃথবির তলে।।

—ক ১৭/২

এই বর্ণনায় দু'বার ওষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি প্রত্যঙ্গ ওষ্ঠ হলে অন্যটি অধর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই ভ্রান্তিটুকু মালাধরের ভাগবতের আক্ষরিক অনুসরণের ফল। ভাগবতে এই অংশের বর্ণনায় বলা হয়েছে 'ধরাধরৌষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো'। অজগর রূপী অঘাসুরের ভয়ঙ্কর বৃহদাকায় শরীরের বর্ণনা ভাগবতে রয়েছে—'ইতি ব্যবস্যা জগরং বৃহদ্বপু'। ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তীব্র

আকর্ষণে অন্যান্য গোপবালক সহ কৃষ্ণ অজগরের উদরদেশে প্রবেশ করল। এবার অজগররূপী অঘাসুর 'দুই ওষ্ঠ এক করি মুখান বুজিল'। অজগরের উদর মধ্যে গোপশিশুগণ মৃতপ্রায় হল ; নির্গমনের কোনো পথ নেই। এই চরম সঙ্কটকালে কৃষ্ণের মায়ায় অজগরের ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায় গোপবালকগণ সহজেই অজগরের উদরদেশ থেকে নির্গত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। কৃষ্ণ নির্গত হল জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে। প্রীত হয়ে দেবগণ কৃষ্ণের মস্তকে পুষ্প বৃষ্টি করলেন।

এইভাবে দেখা যায়, গোকুল ও বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যে সকল লীলা করেছিলেন সেগুলি একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর ও বিস্ময় রসের আধারে পরিবেশিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলায় 'অরিষ্টাসুর বধ' কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। অরিষ্ট ভয়ঙ্কর এক অসুর, কংসের বিশেষ অনুগত। কংসের অনুরোধে অরিষ্ট কৃষ্ণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। তার পদক্ষেপের তীব্রতা বোঝাবার জন্য কবি অরিষ্টাসুরের প্রতি-পদক্ষেপে ভূমিকম্প ও প্রলয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন :

পদে পদে ভুমিকম্প আরিষ্ট নড়িতে হয়।
ডাহিন বামে বৃক্ষ ভাঙ্গি গড়াগড়ি জায়॥

—ক ৪০/১

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে দেখা যায়, সপ্তম বৎসরের বালক কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধন ধারণ করে বিপন্ন গোপকুলকে রক্ষা করেছিলেন। কৃষ্ণ রাসলীলা সম্পন্ন করেছিলেন দ্বাদশ বৎসরে। এই রাসলীলা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলা পাঁচটি অধ্যায়ে বর্ণিত। কালক্রমে রাসলীলার কাহিনী এদেশে সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কারণ কৃষ্ণের মধুরলীলার শ্রেষ্ঠ আখ্যান রাসলীলা। বিষয়টি ভাগবতে কিয়দ্‌পরিমাণে শৃঙ্গার রসের আধারে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে রাসলীলা অংশে শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত। এক্ষেত্রে কবির সংযমবোধ লক্ষ্য করার মত। এই পরিশীলিত রুচিবোধ মালাধরের কবিত্বের অন্যতম স্বকীয় বৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হয়।

রাসলীলা কাহিনীর প্রারম্ভে কবি কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছেন :

হেন কালে হইলা কৃষ্ণ দ্বাদস বৎসর।
ষুন্দর সরির দেখি আতি মনোহর।

—ক ৩৩/২

পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন বদন নির্মল।
খঞ্জন জিনিঞা তার নয়ন চঞ্চল॥...
পিত বসন ধড়া পড়ে বনমালী।
নৌতন মেঘে জেন পড়িছে বিযুরি॥

—ক ৩৪/১

কৃষ্ণের এই রূপ-যৌবন দর্শন করে গোপীগণ কামপীড়িতা হলেন :

দেখিঞা যুবতিগন স্থির নহে মন।
কামে হত হঞা চিন্তে গোবিন্দ চরন॥
মদনে পিড়িত হঞা যুবতি সমাঝ।
স্বাঁমির বিরোধ নাঞী খণ্ডিলেক লাজ॥

—ক ৩৪/১

অতঃপর বৃন্দাবনের শারদ প্রকৃতির বর্ণনা। এই বর্ণনায় কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। গতানুগতিক রীতিতে নানাবিধ বৃক্ষরাজির নাম-তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই অংশ দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দোবন্ধে রচিত। পুথিতে এই অংশের শিরোনামে লেখা আছে 'দীর্ঘ দীর্ঘ ছন্দ'।

'নানা গুনে সম্পন্ন' বৃন্দাবন দেখে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় যোগ দিতে উৎসুক হলেন। বৃন্দাবনে শারদ পূর্ণিমা রাত্রির বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর :

সরত পুর্ন্নিমা সসি কইল উদয়।
সুগন্ধ সিতল বা মনোহর বয়॥
নব কিসলয় জত সব বৃন্দাবনে।
অধিক দ্বিপতি হৈল চন্দ্রের কিরনে॥

—ক ৩৪/২

রাসমণ্ডপে উপস্থিত হয়ে 'কাম অবতার' কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করলেন। এই বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণ প্রথমে মূর্ছিতা হয়েছিলেন ; পরে বংশীধ্বনি অনুসরণ করে রাসমণ্ডপের দিকে ধাবিত হলেন। এই সময়ে গোপীগণের পারিবারিক চিত্র বর্ণনায় কবি সহজ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন :

কেহো ত স্বাঁমির কোলে আছিল যুতিঞা।
কেহো উপকথা কহে বন্ধুজন লঞা॥
কেহো রন্ধন করয়ে কেহো করএ সয়ণ।
সিষু স্তন পিআএ কেহো সর্য্যাতে সয়ণ॥

—ক ৩৪/২

বংশীধ্বনি শ্রবণে গৃহকর্মরতা গোপীগণ গভীর রাত্রে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে রাসস্থলীতে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ তাঁদের প্রতিহত করে স্বামী পরায়ণতার সুদীর্ঘ উপদেশ দান করলেন। এই বর্ণনাও অত্যন্ত সহজ সরল এবং হৃদয়গ্রাহী :

স্বাঁমি বিনে কেহো নাহি জগত সংসারে।
স্বাঁমি সেবা কইলে হএ নরকে উদ্ধারে॥
স্বাঁমি স্বর্গ স্বাঁমি ধর্ম স্বাঁমি সে মুকুতি।
স্বাঁমি কষ্ট কইলে হয়ে নরকে বসতি॥

—ক ৩৫/১

এই উপদেশ বাক্যে গোপীগণকে নিবৃত্ত করা গেল না। কৃষ্ণমিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গোপীগণের এই মানসিক অবস্থা বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব লক্ষণীয় :

স্তন বাহিঞা আঁখির জল পড়ে ভুমিতলে।
পাএর অঙ্গুলি লেখে বোলে ধিরে ধিরে॥
কামে দগ্ধ চিত্ত গোপি অপমান গুনী।
সন্তাপ লাজে মুখে না নিকলে বানি॥

—ক ৩৫/১-২

অবশেষে কৃষ্ণ 'আঁখির নিমিষে হইলা কন্দর্প অবতার'। এবং রাসমণ্ডপে গোপীগণকে নানাবিধ শৃঙ্গার কলায় পরিতৃপ্ত করলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে এই অংশের বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সংযত ; আদিরসের লেশমাত্র এতে নেই :

আঁখির নিমিসে হইলা কন্দর্প অবতার।
মোহিঞাত গোপীগনে ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥

নানাবিধি কৌতুক রস রঙ্গ কৈল।
আতি রসে গোপিগনে মান উপজিল॥
—ক ৩৫/২

অধর ষুধা দিএগ্রা তুষ্ট করিলে গোপালে।
ভ্রমর পড়িল জেন তোমার পুষ্পদলে॥
—ক ৩৬/২

হেন মতে যুবতি সঙ্গে নন্দের কুমার।
কামে হত চিত্ত হএগ্রা চিন্তিল শৃঙ্গার॥
আলিঙ্গন চুমন নখ জঘন তাড়ন।
বিপরিতে কারো কারো করিল তোসন॥
—ক ৩৮/১

রাসলীলায় মিলনের বর্ণনা এই পর্যন্তই। উপসংহারে কবি সাধারণ মানুষের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন :

বিষ বর্ষন হয়ে মহাদেবে খাই।
অন্যজন হৈলে তবে মরএ তথাই॥
সপনেহোঁ সংসার না করিহ পরদার।
পরদারধিক পাপ নাহিক সংসার॥
—ক ৩৮/২

উপরন্তু কবি বলেছেন, পরস্ত্রী হরণ করলে যমলোকের চুরাশি সহস্র নরক একে একে ভোগ করতে হবে। অতএব :

না করিহ পরদার ষুন সর্ব্বজনে।
পরদারে পাপ কহে গুনরাজ খাঁনে॥
—ক ৩৮/২

নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত সমাজের মানুষকে নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল মালাধর বসুর কাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে কবি সফলতা অর্জন করেছেন বলেই মনে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাসলীলায় সম্ভোগ অপেক্ষা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বর্ণনায় কবি অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রাসলীলা কালে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের মিলন হলে তাঁদের মনে গর্ব উপস্থিত হয়। গর্বিতা গোপীগণকে সমুচিত শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অকস্মাৎ রাসস্থলী থেকে অন্তর্ধান করেন। এই সময় কৃষ্ণ অন্বেষণ এবং গোপীগণের বিলাপ কাব্যের আকর্ষণীয় অংশ। গোপীগণ প্রথমে কৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে যাতি যুথি মালতী মাধবী বৃক্ষকে। ব্যর্থ হয়ে তাঁরা কদম্ববৃক্ষ এবং পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের নিকট কৃষ্ণের বার্তা জানতে চান। অবশেষে যমুনার তীরে তাঁরা সমবেত হয়ে কৃষ্ণের বিভিন্ন কৈশোর লীলা (ননীচোরা রূপে যশোদার বন্ধন, যমলার্জুন ভঙ্গ, বৎসাসুর বধ, ধেনুকাসুর বধ, কালীয় দমন, গিরি গোবর্ধন ধারণ) অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলার এই অংশে গোপীগণের বিরহ গীত বর্ণিত আছে।

কৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকালীলার অন্তর্গত কংসবধ, জরাসন্ধবধ, স্যমন্তক মণি হরণ, পারিজাত হরণ, মুর দৈত্যবধ, নরকাসুরবধ, শিশুপালবধ, বজ্রনাভ উপাখ্যান প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনায় বীররসের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার লক্ষ্য করা যায়।

কংসবধের উদ্দেশ্যে মথুরা যাত্রাপথে কৃষ্ণ কুব্জি ও মালাকরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে মথুরায়

প্রবেশ করলেন। নগরের নিকটস্থ পুষ্পোদ্যানে তাঁরা বাসা করে অবস্থান করলেন। পরদিন কংসের রাজসভায় মল্লযুদ্ধের আয়োজন হয়েছে। সে রাত্রে কংস বিনিদ্র রজনী যাপন করলেন। অশুভ স্বপ্নে দেখলেন রাঙ্গা বস্ত্র রাঙ্গা মাল্য পরিহিত প্রেতমূর্তি। দুঃস্বপ্ন দর্শনে কংসের ভীতি ক্রমশ আতঙ্কে পরিণত হল। কংসের রাজপুরীর প্রবেশ পথে দুর্জয় কুবলয় হস্তী সংস্থাপিত হল। নন্দপুত্র কৃষ্ণকে সে তীক্ষ্ণ দন্তে বিদীর্ণ করবে। কৃষ্ণ কুবলয় হস্তী বধ করলেন অবলীলায় এবং মল্লযুদ্ধের জন্য মঞ্চের দিকে ধাবিত হলেন। এই সময় তিনি নানা মূর্তি ধারণ করেন। উপস্থিত মল্লগণ কৃষ্ণকে দেখলেন 'বজ্রের সমান'। উপস্থিত রাজন্যবর্গ দেখলেন 'সুন্দর বর কাহ্ন'। স্ত্রীলোকগণ দেখলেন কৃষ্ণের 'অভিনব মদন রূপ'। কংসরাজ দেখলেন 'দুষ্ট জম কাল'। বসুদেব দৈবকী দেখলেন 'কোলের ছাওয়াল' রূপে। এবং

প্রান লইতে মৃর্ত্যু আইসে দেখে কংসরায়।
জোগি সিদ্ধাগনে দেখে জোগ মহাকায়॥

—ক ৪৮/১

এই প্রসঙ্গে কবি কৃষ্ণের বিভিন্ন বীরত্বব্যঞ্জক কর্মের উল্লেখ করেছেন—পূতনা রাক্ষসির লইল জীবন, ত্রিনাবর্ত্ত মাইল কৈল সকট ভঞ্জন, জমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিল, বৎসক মাইল গোঠে এই সিষু হঞা, অঘাসুর মাইল এই বক বধ কৈল, ধেনুক মাইল বনে কালিকে ঘুচাইল, দাবাগ্নি বেড়িল গোপ রাখিল সিষুকালে, প্রলম্ব বধিঞা গরু রাখিল গোপালে, ইন্দ্র সনে বাদ কৈল পর্ব্বত ধরিঞা, মাইল আরিষ্ট কেসি এই সিষু হঞা, অঘাসুর মাইল এই বক বধ কৈল, এমন অদ্ভুত কর্ম কেহো না কৈল ইত্যাদি। বীররসের সঙ্গে বীভৎস রসের সমাবেশও এই সকল কাহিনীতে লক্ষণীয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অলৌকিকতা। কারণ কৃষ্ণের দৈবী শক্তি প্রতিষ্ঠিত করাও ছিল কবির অন্যতম উদ্দেশ্য। অলৌকিকতার ব্যবহার ছাড়া প্রাচীনকালে উচ্চশ্রেণীর কাব্য রচনা সার্থক হতো না।

রৌদ্ররসের পরিচয়ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পাওয়া যায়। কাব্যে বর্ণিত কৃষ্ণভ্রাতা বলরামের কার্যাবলী রৌদ্ররসের আধারে বর্ণিত হয়েছে। 'বলদেবের নন্দ গোকুলে গমন ও যমুনা সঙ্কর্ষণ' কাহিনীতে রৌদ্ররসের পরিচয় স্পষ্ট। ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত বলদেব যমুনা নদীর নিকট উপস্থিত হতে অক্ষম হওয়ায় বলপূর্বক যমুনাকে আকর্ষণ করেন :

জলের উপর দিঞা দিল একটান।
দুকুল ভাসিঞা নদি গেল তার স্থান॥

—খ ৯২/২

দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব স্বয়ংবর সভার নিয়ম উপেক্ষা করে লক্ষ্মণাকে বলপূর্বক রথে তুলে নিয়েছিলেন। ফলে সভায় উপস্থিত রাজন্যবর্গের সঙ্গে শাম্বের ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়। শাম্ব নাগপাশে বন্দী হন। শাম্বকে বিপদ্‌মুক্ত করার জন্য বলরাম সেখানে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনকে বলেন—'আমি একা আজি তোমা জিনিবারে পারি'। তাছাড়া বলরাম লাঙ্গল দিয়ে দুর্যোধনের রাজপুরী গঙ্গায় নিক্ষেপ করার হুঙ্কার দিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ :

পুরীর দক্ষিনে হাল দিলত জাঁতিঞা॥
বলের বিক্রমে প্রিথিবী কাঁপিলা অন্তরে।
উলটিঞা পুরি জায় গঙ্গায় পড়িবারে॥
ভূমিকম্প হইল জেন অচল বস্তু চলে।

—খ ৯১/২

এছাড়া, দ্বিবিদ বানর বধ, দন্তবক্র বধ প্রভৃতি কাহিনীতে বীররসের সঙ্গে রৌদ্ররসের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে করুণ রসের প্রসঙ্গ সীমিত হলেও যথাযথ স্থানে করুণ রসের প্রকাশ লক্ষ্য

করা যায়। 'স্যমন্তক মণি হরণ' কাহিনীতে দেখা যায়, স্যমন্তক উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণ বিপদসঙ্কুল সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে দ্বারকার পুরবাসীরা ভাবল নিশ্চয় কৃষ্ণের মৃত্যু ঘটেছে। রুক্মিণী দেবীও কৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করলেন।

এই সংবাদে দৈবকী দেবীর প্রতিক্রিয়া :

হাতাস হইঞা দেবি ভুমিতে পড়িল॥
কান্দএ দৈবকী দেবী রুক্কিনি কোলে করি।
আজি হৈতে সুন্য হৈল দ্বারকা নগরি॥

—খ ৬২/২

অতঃপর দৈবকীর বিলাপ বর্ণনা শেষে

বলিতে বলিতে দেবী অচেতন হৈল।
চির্ত্তের পুত্তলি জেন কাঁথেত নিখিল॥

—খ ৬৩/১

এইভাবে দেখা যায়, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের নানাবিধ রসের সমাবেশ ঘটিয়ে কাহিনী বর্ণনায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো কাহিনীতে কবি একাধিক রসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বিস্ময় রসের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় কাব্যের শেষাংশে যখন ব্যাধের শরাঘাতে কৃষ্ণের মৃত্যু হলে কৃষ্ণের মহিষীগণকে অর্জুন নিরাপদ স্থানে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণের মৃত্যুতে অর্জুন শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। পথে আভীর দৈত্যগণ কৃষ্ণের পত্নীগণকে অপহরণের চেষ্টা করলে অর্জুন তাদের প্রতিহত করতে পারলেন না। তখন :

দৈত্যের পরসে গোসাঞের জত নারি।
পাসান প্রতিমা হৈল তনু ত্যাগ করি॥

—গ ৬৫১

এই কাহিনীতে বিশুদ্ধ বিস্ময় রসের সমাবেশে কাব্যসৌন্দর্য বিশেষ স্তরে উপনীত হয়েছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত পণ্ডিত রচিত গ্রন্থ। ফলে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনায় মালাধর বসুর কবিসত্তার স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। সাধারণ মানুষের বোধগম্য গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় তিনি ওই সকল প্রসঙ্গ বর্জন করেছেন। তবে গ্রন্থের শেষ দিকে 'উদ্ধবের নিকট তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যান', 'চতুর্বিংশতি গুরুতত্ত্ব', 'বিভূতি যোগ' প্রভৃতি অংশে দার্শনিক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এই বর্ণনা অত্যন্ত সহজ ও সরল ; তত্ত্বের গুরুভারে রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত অথবা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। দৃষ্টান্ত :

সর্ব্বভূতে সমভাব আত্মপর দয়া।
পুরিস চন্দন এক করিতে জে মায়া॥
অপমানে সম্মানে সে দুঃখ না ভাবএ।
উত্তম ভাগবত বলি জানিহ তাহাএ॥

—গ ৫৯৮

চতুর্বিংশতি গুরুতত্ত্ব বর্ণনাও সহজ সরল :

প্রথমে পৃথুবি গুরু মোর হৈল।
সর্ব্বভার সহি তিহোঁ দুঃখ না ভাবিল॥
তার গুন ধরি আমি ক্রোধকে তেজিল।
মান অপমান আমি সমভাব কৈল॥

—গ ৬০০

পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যধারায় এই ঐতিহ্যের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে দর্শনতত্ত্ব ব্যাখায় যে পরম্পরার অনুসরণ করেছেন মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বোধ করি তার সূচনা।

ভাগবত দাক্ষিণাত্যে রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালক্রমে গ্রন্থটি সর্ব ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলাদেশে ভাগবতের প্রচার হয় মূলত মাধবেন্দ্রপুরীর সময়ে। সংস্কৃতে রচিত ভাগবত বাংলায় অনুবাদ করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন মালাধর বসু। ভাগবতের কৃষ্ণকথাশ্রিত অংশই ছিল মালাধরের অনুবাদের বিষয়। ভাগবতাশ্রয়ী কাব্যকাহিনীতে বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের আরোপ মালাধরের কবিত্বের বড় গুণ। কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ কাহিনীতে বঙ্গীয় চরিত্র সঞ্চারিত করে রামকাহিনীকে বাঙালীর কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, মালাধর বসুর কাব্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

যশোদা-দৈবকীর মাতৃত্ব, বলদেবের সৌভ্রাতৃত্ববোধ, রুক্মিণী-সত্যভামার পতিপরায়ণতা, নারদের বাঙালী প্রতিবেশীসুলভ আচরণ, উদ্ধবের প্রভুভক্তি, কংসের জ্ঞাতিবিরোধে সহজেই বাঙালী মনোভাবের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ সখাগণের খাদ্যাভ্যাস বঙ্গসন্তানের মতোই। বিশেষত অন্নের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি পদে পদে এ কথাই স্মরণ করায়। বাংলাদেশের প্রধান কৃষিজ পণ্য ধান্যের উল্লেখ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে।

ধান্য দিঞা নারায়ন লোড়ে তার ফল।
নানা রত্ন হইল তার ধান্য সকল॥

—ক ১৫/১

শ্রীমদ্‌ভাগবতে একবার অন্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। আখ্যানে মিত্রাণ্যাশান্না বিরমতেহ্যন্যেযো বৎসকানহং। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভাতের উল্লেখ আছে বহু স্থলে :

ভাত খাইতে স্নান করি নন্দ আইলা ঘরে।...
ঘর আইস বেলা হৈল দ্বিতিঅ প্রহর।
কেনে ভাত নাঞী খাহ কেনে নাঞী আইস ঘর॥

—ক ১৫/১

ভাত খাঞা পুনরপি কৃড়া করসিঞা॥

—ক ১৫/১

ভাত না ছাড়িহ কেহো বুইল নারায়ণ।

—ক ১৮/২

কৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীর নিকট অন্ন ভিক্ষা করেন।

তালবন, গুবাক, নারিকেল, আম্র, কাঁঠাল, অর্জুন, বৌহারি, হেঁতাল, তুলসি, মালতি, যূথী, শাল, পিয়াল, কাঞ্চন, কুমুদ, ওড় (জবা), শতদল, অশোক, বাসক, শেফালিকা, নিম, পলাশ, অশ্বত্থ, তেঁতুল প্রভৃতি বৃক্ষের উল্লেখ বিশেভোবে বঙ্গদেশের প্রকৃতিকেই স্মরণ করায়। গৃহনির্মাণ ও গৃহসজ্জার বর্ণনাও বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

কাব্যের শেষ দিকে মালাধরের কবিত্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। কালক্রমে যদুবংশের ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে এল। উদ্ধবের অনুরোধে কৃষ্ণ উদ্ধবকে তত্ত্বোপদেশ দান করে শেষে বিশ্বরূপ দেখালেন। কোটি কোটি সূর্যের জ্যোতির্ময় রূপ কৃষ্ণের দেহে প্রকাশিত হল। স্বর্গলোকে কৃষ্ণের মস্তক এবং মর্ত্যে মধ্যকায় পরিব্যাপ্ত হল। চন্দ্র সূর্য দুই চক্ষু এবং শ্রবণ-ইন্দ্রিয় হল আকাশ। স্বর্গগঙ্গা হল জিহ্বা, পবন হল নিশ্বাস। সমুদ্র হল উদর এবং নদ নদী হল নাড়ী। অধোদেশ পরিব্যাপ্ত হল রসাতলে। কৃষ্ণের

শরীর মধ্যে নর, পশু, স্থাবর, জঙ্গম, অসুর, রাক্ষস অধিষ্ঠিত দেখে উদ্ধব বিস্মিত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। এবার কৃষ্ণ বিশ্বরূপ সংবরণ করে উদ্ধবকে সাম্যরূপ দেখালেন। সে রূপ কিরীট কুণ্ডলধারী, শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী গলায় বনমালা। যোলকলা যুক্ত উদিত পূর্ণিমার চন্দ্রের মত। এ সকল বর্ণনা ভাগবত অনুসারী নয়। কবি শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এইসব ক্ষেত্রে কবির স্বাধীন কবিত্ব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্যালঙ্কার

কবি মালাধর বসুর কাব্য মূলত সংস্কৃত ভাগবতের বিশ্বস্ত অনুবাদ। এক্ষেত্রে অনুবাদকের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে মালাধর সচেতন ছিলেন.। তাই তাঁর সৃজন-কল্পনা স্বচ্ছন্দচারী হয়ে উঠতে পারেনি। এই কারণেই মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অলঙ্কারগুলির মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটার সৌন্দর্য-সুষমার প্রকাশ বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য মালাধরের কাব্যের অলঙ্কারগুলি বঙ্গভারতীর কণ্ঠাভরণের হীরামুক্তামাণিক্যের ন্যায় বর্ণ-লাবণ্যে দ্যুতিময় হয়ে না উঠলেও তার মধ্যে ভক্ত-প্রাণের আন্তরিক বিশ্বাস ও সারল্যের স্নিগ্ধ স্পর্শ সহজেই অনুভূত হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর অলঙ্কারের মধ্যে শব্দালঙ্কারের প্রতি পক্ষপাত কবির হৃদয়ানুভূতির তীব্রতার কিঞ্চিৎ অভাবের পরিচয় বহন করে। কবিওয়ালাদের গান, কিম্বা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলীও সেই সাক্ষ্য দেয়। সেই তুলনায় সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কার ও গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কারই কবি-প্রতিভার উৎকর্ষ-অপকর্ষের নির্দ্ধারক রূপে গণ্য হয়। ভক্তির আবেগে প্রবুদ্ধ মালাধরের কাব্যে স্বতোৎসারিত এই শ্রেণীর অলঙ্কারগুলির মধ্যে শিল্পসচেতন কবিমনের সূক্ষ্ম কারুকৃতির নৈপুণ্যের পরিচয় তেমনভাবে না পাওয়া গেলেও প্রসাদগুণে মালাধর সেগুলি অভিসিঞ্চিত করতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সংস্কৃত কাব্য-পুরাণ এবং মধ্যযুগের বাংলা কাব্যপাঠের সংস্কার মালাধরকে পরোক্ষে প্রভাবিত করেছে। এই সংস্কারের ফলেই মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে প্রথাসিদ্ধ উপমান প্রয়োগের প্রতি তাঁর পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। মালাধরের কাব্যে প্রধানত উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং ব্যতিরেকের বহুল সমাবেশ লক্ষ্য করা যায় ; সেই তুলনায় অভেদপ্রধান রূপক, কিম্বা অপহ্নুতি, নিশ্চয়, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, এমনকি বিরোধমূলক অর্থালঙ্কারের প্রয়োগও বিরল।

কবি মালাধর অন্যান্য অলঙ্কারের তুলনায় উপমা অলঙ্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। জরা ব্যাধের হস্তে কৃষ্ণের নিধনের সংবাদ প্রচারিত হবার পর দ্বারকার প্রতিক্রিয়ার চিত্র কবি একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন :

বজ্রাঘাত হেন সুনি দারুক বচন।
চিত্রের পুত্তলি হেন হৈল সর্ব্বজন।।

—গ ৬৪৭

এই অংশে 'বচন' ও 'বজ্রাঘাত'-এর সঙ্গে উপমেয়-উপমান সম্বন্ধ আরোপ করার পর চিত্রটিকে সম্পূর্ণতা দানের প্রয়োজনে কবি দ্বারকাবাসী সর্বজনের সঙ্গে চিত্রের পুত্তলির তুলনা করায় আপাতদৃষ্টিতে পরম্পরিত রূপকের সম্ভাবনা সূচিত হলেও কবির অমনোযোগবশত উভয়ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যবাচক 'হেন' শব্দের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির ফলে শেষ পর্যন্ত এটি উপমা অলঙ্কারের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে নি। 'বজ্র'কে উপমান হিসেবে কবি একাধিকবার ব্যবহার করে উপমা সৃষ্টি করেছেন : 'বজ্রের সমান দেখ রাজার দুই বীর'। মুর দৈত্যে বধ পালায় নরক রাজার সখা মুর দৈত্যের

সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধের বর্ণনায় কবি বলেছেন :

সাত গোটা পুত্র তার জমের দোসর।
কৃষ্ণ দেখি জুঝিবারে নড়িলা সর্ব্বর॥

—খ ৭৪/২

এখানে উপমেয় ও উপমান হিসাবে 'পুত্র' ও 'জমের দোসর'-এর উল্লেখ থাকলেও সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত থাকায় শেষ পর্যন্ত এটি লুপ্তোপমায় পরিণত হয়েছে।

মালাধর উপমা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অনেক সময় উপমা, বাচ্যোৎপ্রেক্ষা প্রভৃতির সমন্বয়ে সঙ্কর অলঙ্কার সৃষ্টি করেছেন। মুর দৈত্যের নিক্ষিপ্ত শেলের বর্ণনায় দেখি :

এড়িলেক সেলপাট কৃষ্ণের উর্দ্দেসে।
বিদ্যুৎ জেন হেনমত পড়িল আকাসে॥
চিন্তিত হইলা কৃষ্ণ দেখি সেলের মহিমা।
এড়িলেক সেলপাট জেন অগ্নির কোণা॥

—খ ৭৫/২

এখানে প্রথম দুটি চরণে 'সেলপাট' ও 'বিদ্যুৎ'-এর মধ্যে উপমেয়-উপমান সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়ে উঠলেও পরবর্তী দু'টি চরণে কবি উপমেয় 'সেলপাট' ও উপমান 'অগ্নির কোণা'র মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করেছেন ; তার ফলে এখানে উপমা ও বাচ্যোৎপ্রেক্ষার সঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ সঙ্করালঙ্কার তিনি রূপক এবং উপমার সমবায়েও সৃষ্টি করেছেন :

সভার অন্তরে থাকী পাত মায়াজাল।
বাদিয়া পুতলি হেন কর্ম্মসুত্রে চাল॥

—গ ৬১৯

এই অংশে প্রথম চরণে 'মায়া' ও 'জাল' এই দুই উপমেয়-উপমানের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ আরোপ করার পরে পরবর্তী চরণে তিনি একই উপমেয়ের উপমান 'বাদিয়া পুতলি'র সাদৃশ্য কল্পনা করলেও 'হেন' শব্দের উপস্থিতি রূপকের ন্যায় অভেদ সম্বন্ধ বারিত করে রূপক ও উপমার সঙ্কর সৃষ্টি করেছেন।

মালাধর অলঙ্করণের ক্ষেত্রে উপমা-রূপকাদির তুলনায় উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন ; তাঁর কাব্যে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা—উভয়বিধ উৎপ্রেক্ষারই বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টির সময় কবি প্রথাসিদ্ধ উপমান ব্যবহারের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে উপমান-কল্পনায় মৌলিকত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের প্রধান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ ; মালাধরের আরাধ্যও শ্রীকৃষ্ণ। সেই কারণে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে মালাধরের কবি-কল্পনার স্ফূর্তির স্বাচ্ছন্দ্য উপমেয়কে উপমানজ্ঞানে প্রবল সংশয় জাগিয়ে কাব্য চমৎকারিত্ব সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে কংস তাঁর দুই প্রধান অনুচর সেনাপতি চাণূর এবং মুষ্টিকের সঙ্গে পরামর্শ করেন কৃষ্ণকে বধ করার। সেই সময় বন্দীশালার নিদ্রিতা দৈবকী অশুভ স্বপ্ন দর্শন করে আতঙ্কিত হৃদয়ে নিদ্রাভঙ্গের পর কৃষ্ণকে পার্শ্বে শায়িত দেখে আশ্বস্ত হন। এই প্রসঙ্গ-চিত্র পরিস্ফুটনে কবি বাচ্যোৎপ্রেক্ষার সাহায্য নিয়েছেন :

নিন্দে হুইতে উঠি জসোদা পুত্র দেখে পাসে।
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন উগিল আকাসে॥

—ক ৯/১

শ্রীকৃষ্ণের রূপের উজ্জ্বলতা প্রকাশের প্রয়োজনে মালাধর এখানে প্রথাসিদ্ধ উপমান 'পুর্ন্নিমার চন্দ্র' ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌম্যমূর্তি রচনার সময়ও কবি একই উপমান প্রয়োগের সাহায্যে

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার রচনা করেছেন :

সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গলে বনমালা।
পুর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা॥

—গ ৬২০

শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাসলীলা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণই এই রাসলীলার নায়ক। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবি উৎপ্রেক্ষার সাহায্য নিয়েছেন :

স্যামল যুন্দর কৃষ্ণ কুঙ্কুম গাএ দিল॥
নিল মেঘে চিকুর জেন আকাসে সোভিল।

—ক ৪৬/১

এখানে কবির রূপকল্পনার মহা জাগতিক বিস্তার লাভের পাশাপাশি তাঁর প্রকৃতি মনস্কতার পরিচয়ও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বোধ করি গ্রামীণ কবি মালাধরের গ্রাম জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের নিবিড়তার ফলেই নিসর্গ প্রকৃতি হতে তাঁকে বার বার উপমান আহরণ করতে দেখা যায়। রাসমঞ্চ হতে শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হবার ফলে গোপীগণের হৃদয় বেদনার অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হবার পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করায় গোপীগণের হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গোপীদের হৃদয়ের আনন্দের প্রকাশরূপ অঙ্কনের সময় কবি প্রকৃতিলোক হতে উপমান চয়ন করেছেন :

মৃত সস্য মঞ্জরে জেন মেঘ বরিসনে।
তেন কৃষ্ণ দরসনে আনন্দ সর্ব্বজনে॥

—খ ৬৪/১

অন্যত্রও দেখি :

মেঘ সন্দে বিদ্যুত ঘন আইসে জায়।
নিলধর পুরূসে জেন কামিনি না ভায়॥

—ক ২৬/১

এখানে মেঘের বুকে বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়িত্বের উপমান-ভাবের সঙ্গে নির্ধন পুরুষের নিকট হতে কামিনীর প্রস্থান—এই উপমেয়-ভাবের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পিত হলে এই অংশে উপমেয়কে উপমান হিসাবে সংশয় সৃষ্টি করার সময় কবি 'জেন' শব্দ সংযোজনার ফলে অলঙ্কারটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষায় পরিণত হয়েছে।

এক্ষেত্রেও কবি নিসর্গ-প্রকৃতি হতে উপমান আহরণ করেছেন। অনুরূপ :

নিকটে থাকিলে ভক্তি না থাকে বিস্তর।
গঙ্গা থাকীতে লোক জেন জাএ তির্থান্তর॥

—গ ৫৫১

এই নিসর্গ প্রকৃতি হতে উপমান চয়ন করে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা সৃষ্টির দুর্বলতা শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কবি বার বার প্রকাশ করেছেন :

(ক) জরাসন্ধ বধের সময় সমবেত রাজন্যবর্গের চিত্র :

দিপ্ত করে নৃপগন দেখিতে যুন্দর।
বরিসা খণ্ডিলে জেন নক্ষত্র মণ্ডল॥

—ক ১২৪/১

(খ) শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে কৃষ্ণ ও বলরামের পরাক্রমের চিত্র :

সভাকে মাইল তবে রাম গদাধরে।
পতঙ্গ পড়িল জেন আগুন উপরে॥
—ক ৫০/১

(গ) শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বের চিত্র :

সব রাজা সঙ্গে জুর্দ্ধ ক্ষেনেক নাহি শ্রম।
হস্থিগন মধ্যে জেন সিংহের গর্জ্জন॥
—খ ৯১/১

(ঘ) অনুরূপ :

জতেক অসুর আইল কৃষ্ণ মারিবারে।
পতঙ্গ পড়িল জেন অগ্নির উপরে॥
—ক ১৯/২

(ঙ) রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যে কৃষ্ণকে প্রথম অর্ঘ্য লাভের যোগ্য বিবেচনা করায় শিশুপালের কৃষ্ণ-নিন্দা এবং এবিষয়ে কৃষ্ণের উপেক্ষা প্রদর্শনের ভাবটিও মালাধর বাচ্যোৎপ্রেক্ষার সাহায্যে প্রকাশ করেছেন :

কিছু না বুলিল তাথে প্রভু শৃনিবাসে।
শৃগাল সবদে জেন কেসরি না রোসে॥
—ক ১২৮/২

(চ) রুক্মিণীর শোক বর্ণনার সময় উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার :

হাথের বলআ ভূমে খসিএগ পড়িল।
এ চিত্র পুতলি জেন কাথেত লেখিল॥
—খ ৮০/২

বলিতে বলিতে দেবী অচেতন হৈল।
চির্ত্তের পুত্তলি জেন কাঁথেত লিখিল॥
—খ ৬৩/১

কবি মালাধর অনেক সময় তাঁর গ্রামীণ জীবন-পরিবেশ হতে উপমান আহরণ করেও বাচ্যোৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি করেছেন :

(ক) পূতনা রাক্ষসীর চিত্র অঙ্কনের সময় বাচ্যোৎপ্রেক্ষার ব্যবহার :

নাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।
উদর গোটা দেখি জেন যুখান পোখরি॥
... ...
বড় দিঘির পাহাড় জেন হস্ত পাদ ধরি।
গিরি কান্দর জেন দেখিএগ ভয় করী॥
—ক ১০/১

এক্ষেত্রে 'নাঙ্গলের ইস', 'যুখান পোখরি' প্রভৃতি উপমান-কল্পনার পশ্চাতে ভাগবতের পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি মালাধর নিজস্ব সৃজন-কল্পনার দ্বারা চালিত হয়ে গ্রামজীবন হতে উপমান নির্বাচন করেছেন।

(খ) গ্রাম-জীবনের প্রভাবে উপমা নির্বাচন ;

স্বরিরের মধ্যে আছে সত সংক্ষ নাড়ি।

জেন ঘর রাখিবারে বাতায় বান্ধে দড়ি॥

—গ ৬২৯

(গ) শোকাহত রুক্মিণীর বর্ণনায় :

খানিক রহিঞা দেবি পৃথিবিতে পড়ে।
কদলির বৃক্ষ জেন অল্প ঝড়ে পড়ে॥

—খ ৮০/২

অনেক সময় মালা বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সৃষ্টিতেও মালাধর তৎপর হয়েছেন। রাসমঞ্চে গোপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপের চিত্র অঙ্কনের সময় কবি মালা উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছেন :

জেই জেই অঙ্গ দেখি তথি রহে মন।
চন্দ্রকে বেড়িঞা জেন আছে তারাগন॥
জত গোপি তত রূপ ধরি গদাধর।
দুই দুই জন সঙ্গে দেখিতে ষুন্দর॥
মুকুতার মধ্যে জেন সোভয়ে পোঁঙালা।
এক ষুতে গাঁথিল জেন কনক পদ্মঁমালা॥

—ক ৩৮/১

রাসলীলায় 'জত গোপি তত রূপ' ধারণ করে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের চিত্র অঙ্কনের সময় মুকুতারাজির মধ্যে শোভমান 'পোঁঙালা' গ্রন্থিত মালিকার সঙ্গে তুলনা করে কবি-হৃদয় তৃপ্ত হয় নি; কবি সেই কারণে পুনরায় পদ্মমালার উপমান ব্যবহার করেছেন। প্রথমে গোপীগণ-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে তারকারাজি পরিবৃত চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করে 'জেন' শব্দ প্রয়োগের সাহায্যে উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় সৃষ্টি করে কবি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা সৃষ্টি করার পর পুনরায় চিত্রটির বিস্তার দানের প্রয়োজনে মুকুতার মধ্যে জেন সোভয়ে পোঁঙালা' এবং 'এক ষুতে গাঁথিলে জেন কনক পঁদ্মমালা' এই উপমান প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজেও যেন 'কনক পঁদ্মমালা'র ন্যায় 'বাচ্যোৎপ্রেক্ষার মালা' রচনা করেছেন। সৌন্দর্যসাধক রোমান্টিক কবির ন্যায় মালাধরকে এখানে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেলেও সৌন্দর্যানুভাবনাকে কবি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেন নি ; অনুবাদক হিসাবে সচেতনতা ও বিষয়নিষ্ঠতা তাঁকে সৌন্দর্যসাধক কবির ন্যায় আত্মবিস্মৃত রসবিলসনে মগ্ন হতে দেয়নি।

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির ন্যায় প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে সৌন্দর্যের চকিত উদ্ভাসন লক্ষ্য করা যায়। পীত বসন ও নানা বর্ণময় মণিমাণিক্যের আভরণে ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য বর্ণনার সময় কবি প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে তাঁর সৌন্দর্যকল্পনাকে বিস্তার দান করেছেন। এক্ষেত্রে 'মেঘেতে অলকা পাঁতি উজ্জ্বল তরিত' উপমানের প্রয়োগ চিত্রটিকে প্রত্যক্ষগোচর করে তুলতে সাহায্য করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার সময় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সৃষ্টির প্রয়োজনে কবি বার বার নিসর্গ জগৎ হতে উপমান আহরণ করেছেন। আসলে যে বিশ্বরূপ ভূলোক-দ্যুলোক আচ্ছন্ন করে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তার রূপবর্ণনার সময় কবির পক্ষেও নিসর্গপ্রকৃতি হতে উপমান চয়ন করাই তো স্বাভাবিক। তাই দেখি :

সূর্য্য কোটি প্রকাশ বিমল স্যাম কান্তি।
সজল জলদ ছটা নিলোতপল পাঁতি॥
বদন কমল চন্দ্র মণ্ডল বিচিত্র।

পদ্মদল আভাবৎ সত রক্ত নেত্র॥

—গ ৬৩৩

চন্দ্রের কীরন সব দসন প্রকাস॥

—গ ৬৩৪

এই জাতীয় অলঙ্কার সৃষ্টির সময় মালাধর উৎপ্রেক্ষার অন্যতম অঙ্গ সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ করার পরিবর্তে সেই ভাবটি প্রতীয়মান রূপে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাই সার্থক প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষার ন্যায় কাব্যচমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে তা সহায়ক হয়েছে।

মালাধরের অপর প্রিয় অলঙ্কার ব্যতিরেক। এই ব্যতিরেক অলঙ্কারের প্রয়োগ তাই তাঁর কাব্যে বারবার লক্ষ্য করা যায়। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ সূচিত হওয়ার ফলে ব্যতিরেক সৃষ্টি হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর মহিষীগণ কবির ধ্যেয়, তাঁর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর মহিষীদের রূপ বর্ণনার সময় মালাধরের সৃষ্ট ব্যতিরেক অলঙ্কার মাত্রেই উপমেয়ের উৎকর্ষের দিকটিই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রুক্মিণী হরণ পালায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনার সময় রুক্মিণীর উক্তি :

লোক মুখে সুনি কৃষ্ণ জগতে পুজিত।
কামদেব জিনি রূপ কামিনি মোহিত॥

—গ ২৫৯

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মালাধর ব্যতিরেক অলঙ্কার সৃষ্টি করার সময় প্রধানত 'জিনি' এবং 'জিনিএগ' শব্দ দুটিই প্রধানত প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃত ব্যতিরেকের নিদর্শনের ন্যায় :

(ক) বিবাহ সভায় লক্ষ্মণার রূপের বর্ণনা :

স্যামা মুখ কন্যার উন্মর্ত্ত পয়োভরে।
চন্দ্র জিনীএগ মুখ লক্ষ্মী অবতারে॥

—খ ৯০/২

(খ) বিবাহ সভায় রুক্মিণীর রূপের বর্ণনা :

সরথ পুর্নিমা সসি জিনিএগ বদন।
সিন্দুরে মণ্ডিত হার মুক্তা দসন॥
পদে পদে দ্ধনি জেন রাজহংসি করে।
বাহু মৃনাল জে বলয়া সোভে করে॥
কুর্চিত কুন্তল লাম্বে বদন উপরে।
অমৃত জিনিএগ ভাস রাহু সসোধরে॥

—খ ৫৫/২

লক্ষণীয় যে, রুক্মিণীর গতিছন্দকে রাজহংসীর ধ্বনিরূপে কল্পনা করায় নিদর্শনার ন্যায় অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের ভাবটি আভাসিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্পূর্ণতা লাভ করে নি। তবু, রাজহংসীর ধ্বনির কল্পনা অবশ্যই অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে। মালাধর-সৃষ্ট ব্যতিরেক অলঙ্কারের অপর একটি দৃষ্টান্ত :

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি কন্যা কী কহিব কথা।
সংসারে উপমা নাঞি গোসাঞির বনিতা॥

—গ ২৫৫

কবি এখানে 'জিনি' বা 'জিনিএগ' শব্দের পরিবর্তে 'নাঞি' শব্দ ব্যবহার করে উপমেয়ের উৎকর্ষের দিকটি পরিস্ফুট করেছেন।

মালাধরের কাব্যে অলঙ্কারের পর্যালোচনায় আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, মালাধর সৃজনধর্মা কবি ছিলেন না। উপরন্তু, অনুবাদক হিসেবে তাঁর স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতার কথাও তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে অলঙ্করণের ক্ষেত্রে মালাধরের সাফল্যও তাই সীমিত।

কাব্যান্তর্গত ভণিতা

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অন্তর্গত ভণিতাগুলি কাব্য থেকে চয়ন করে এখানে একত্রে সঙ্কলিত হল। যে কোনো প্রাচীন পুথি চর্চায় প্রাপ্ত ভণিতার মূল্য অপরিসীম। শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের অভ্যন্তরস্থ ভণিতাগুলির মূল্যও যথেষ্ট। ভণিতায় 'গুণরাজখান' নামটিই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। 'মালাধর বসু' নামাঙ্কিত ভণিতা সংখ্যায় খুবই কম। ভণিতায় কাব্যনাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' পাওয়া যায়। তবে 'গোবিন্দবিজয়' বা 'শ্রীকৃষ্ণের বিজয়' এমন উল্লেখও ভণিতায় আছে। পরবর্তী পর্যায়ের নানা গবেষণাতে এই ভণিতাগুলি প্রয়োজনে লাগতে পারে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত ভণিতা নিয়ে একটি সমাগ্রিক তুলনামূলক আলোচনারও অবকাশ আছে বলে মনে করি।

সর্ব্বজনে পরিহরে করিএগ বিনয়।
মালাধর বসু বলে গোবিন্দ সদয়॥

—খ ২/১

এক চিত্ত হএগ যুন সংসার তারন।
গুনরাজ খান ভনে বন্দিএগ নারায়ন॥

—খ ৩/১-২

কলিকাল সব তন্ত্র নাহি য়ার কোন মন্ত্র
হরি হরি করহ স্মরন।
শ্রীকৃষ্ণ চরনে গুনরাজ খান ভনে
যুন নর হএগ একমন॥

—খ ৪/২

জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
গোবিন্দবিজয় গুনরাজ খানে ভনে॥

—ক ৭/১

কান্দিতে কান্দিতে বানি বোলে কংসরায়।
গুনরাজ খানে বোলে শ্রীহরি সহায়॥

—ক ৮/২

কহিল সকল কথা বুজহ সংসারে।
গুণরাজ খানে বোলে কৃষ্ণ অবতারে॥

—ক ১০/১

হেন কৃষ্ণ চরিত্র নর সুন এক মনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরি চরনে॥

—ক ১২/২

হেন অদভুত যুন এক চিত্ত মনে।

গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরণে॥

—ক ১৪/২

প্রভুর কৌতুক নিলা যুন এক মনে।
বৎসক মাইল গোঠে গুনরাজ খানে ভনে॥

—ক ১৬/১

যুনিঞা কৃষ্ণের কথা সভাতে তরাস।
গুনরাজ খানে বোলে নারায়নের দাস॥

—ক ১৭/১

মৈল অঘাষুর দুষ্ট কংস রাজা যুনে।
মালাধর বসু বোলে গোবিন্দ চরনে॥

—ক ১৮/১

হরির চরন মনে গুনরাজ খাঁনে ভনে
কৃষ্ণ জয় বোল সর্ব্বজনে।
কলিকাল সর্ব্বতন্ত্র আর নাহি কোন মন্ত্র
হরি হরি করহ স্মঁরনে॥

—ক ২৩/১

কৃষ্ণ কথা যুনিলে লোক ইহলোকে তরি।
গুনরাজ খাঁনে বোলে বন্দিঞা শ্রীহরী॥

—ক ২৪/১

কৃষ্ণকথা ছাড়ি কারো অন্য নাহি মনে।
গুনরাজ খানে বোলে শ্রীহরিচরনে॥

—ক ২৪/২

বলের বিজয় নর যুন একমনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরণে॥

—ক ২৫/২

কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য কারো না পড়য়ে মনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরণে॥

—ক ২৭/২

গোবিন্দবিজয় গুনরাজ খাঁনে ভনে।
যুনিঞা করহ নর সংসার তারনে॥

—ক ২৯/২

গোবর্দ্ধন ধরি জত কইল গোবিন্দে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে পাঞ্চালি প্রবন্ধে॥

—ক ৩২/২

যুখে বৈসয়ে লোক চিন্তা নাহি মনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে বন্দিঞা নারায়ণে॥

—ক ৩৪/১

কৃষ্ণের বিজয় নর যুন একমনে।

গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরনে।।

—ক ৩৪/১

না করিহ পরদার যুন সর্ব্বজনে।
পরদারে পাপ কহে গুনরাজ খাঁনে।।

—ক ৩৮/২

না করিহ হেলা যুন সকল সংসারে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে কৃষ্ণ অবতারে।।

—ক ৩৯/২

ত্রাসে মোহ পাএগ কংস পড়ে ভুমিতলে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে বন্দিএগ গোপালে।।

—ক ৪২/২

হরির বিজয় নর যুন এক মনে।
পুনর্জ্জন্ম নহে গুনরাজ খাঁনে ভনে।।

—ক ৪৫/১

কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বোলে সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে গতি নারায়নে।।

—ক ৫০/১

যুনিতে অমৃত বচন জেন যুধাধার।
গুনরাজ খাঁনে বোলে তরিতে সংসার।।

—ক ৫০/২

হরির চরনে গুনরাজ খান ভনে।
হরি স্মঙরন বন্ধু কর সর্ব্বক্ষনে।।

—ক ৫২/২

রাজকর দিএগ তবে রাজা উগ্রসেনে।
কৃষ্ণ অবতার বোলে গুনরাজ খাঁনে।।

—ক ৫৪/১

হেনমতে মধুপুরে রাম নারায়ণে।
যুখে নিবসয়ে গুনরাজ খাঁনে ভনে।।

—ক ৫৬/১

কৃষ্ণ বলরাম কৈল নদির প্রবন্ধ।
গুনরাজ খাঁনে বোলে ভঙ্গ জরাসন্ধ।।

—ক ৫৭/১

সুন গাহ কৃষ্ণকথা না করিহ আনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে হরির চরণে।।

—ক ৬১/১

বিভা করি বলরাম গেলা বাসঘর।
গুনরাজ খাঁন বলে বিভা হলধর।।

—গ ২৫৫

কৃষ্ণের বিজয় নর সুন একমনে।
মহারাজা হইলা কৃষ্ণ গুনরাজ ভনে।।
—খ ৫৫/১

হেনক অদ্ভুত কথা সুন এক মনে।
গুররাজ খান বলে শ্রীহরিচরণে।।
—খ ৫৭/১

অদ্ভুত উপজিল সকল সংসারে।
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণ অবতারে।।
—খ ৬০/১

হেন অদ্ভুত কথা সুনিলে নাহি মরি।
গুনরাজ খান বলে বন্দিএগ্রা শ্রীহরি।।
· খ ৬৪/২

কৃষ্ণের বিজয় নর সুন সাবধানে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে।।
—খ ৬৫/২-৬৮/১

সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা একুবারে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিএগ্রা গদাধরে।।
— খ ৬৯/১

কহিল কালিন্দির বিভা সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে।।
—খ ৭০/১

ছয় জন বিভা কৈল দেব বনমালি।
গুনরাজ খান বলে নারায়ণ কেলি।।
—খ ৭১/

স্যামল সুন্দর কৃষ্ণ চিন্ত এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে।।
—খ ৭২/১

এহ লোকে সুখে থাকে যুন সর্ব্বজনে।
অন্তকালে মুক্ত হয় গুনরাজ ভনে।।
—খ ৭৩/২

ইহাতে বিস্ময় কিছু না করিহ মনে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিএগ্রা নারায়নে।।
—খ ৭৬/১

সংসার তরিবে জবে চিন্ত নারায়ন।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরন।।
—খ ৭৯/২

অদ্ভুত চরিত্র সুন কৃষ্ণ অবতারে।
গুনরাজ খান বলে তরিতে সংসারে।।
—খ ৮১/১

কৃষ্ণের বিজয় হৈল উসার হরনে॥
ষুনিলেত ষুখ হয় না করিহ বিস্ময়।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ সদয়॥

—খ ৮৮/২

এত বলি সভা নঞা দেব দামোদর।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরির কিঙ্কর॥

—খ ৯০/২

হেন অদ্ভুত নর সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরি চরনে॥

—খ ৯২/১

হেনক অদ্ভুত কথা সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে॥

—খ ৯২/২

অদ্ভুত উপজিল সভাকার মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে॥

—খ ৯৩/২

হেনক আনন্দ কথা সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে॥

—খ ৯৪/১

শ্রীকৃষ্ণের কথা ষুন সকল সংসারে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে হরি অবতারে॥

—ক ১৩০/২

অদভুত ষুন নর কৃষ্ণের কথন।
গুনরাজ খাঁনে বোলে হরির চরণ॥

—ক ১৩৪/২

হেন অদভুত কথা হরি অবতার।
গুনরাজ খাঁনে বোলে তরিতে সংসার।

—ক ১৩৭/১

কন্যাপূরে সাজিয়া চলিলা দৈত্যরাজ।
হরির চরনে ভনে খাঁন গুনরাজ॥

—গ ৫১৭

দেবলোকে আনন্দ বাড়িল বিস্তর।
গুনরাজ খাঁন বলে হরির কিঙ্কর॥

—গ ৫২৬

গুনরাজ খান ভনে সুজনের রঞ্জনে
কৃষ্ণ পাদপদ্মে মন দিয়া।

—গ ৫৩৪

অদ্ভুত অমৃত কথা সুন সর্ব্বজনে।

গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে॥

—গ ৫৪১

গুনরাজ খাঁন কহে গোবিন্দ চরনে।
মরনে সোঙরন মোর হইএ নারায়নে॥

—গ ৫৫০

হেনক অদ্ভুত নর সুন একমনে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরনে॥

—গ ৫৫৯

সত্বগুনে ভগবান চিন্তে মুনিগনে।
গোবিন্দবিজয় গুনরাজ খান ভনে॥

—গ ৫৬১

এত বলি শ্রীকৃষ্ণ আসি নিজ ঘরে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া শ্রীধরে॥

—গ ৫৬৬

হরির চরিত্র নর সুন এক চিত্তে।
গুনরাজ খান বলে কৃষ্ণের মহত্বে॥

—গ ৫৭৪

একমনে সুন নর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
গুনরাজ খাঁন বলে জমের নাহি ভয়॥

—গ ৫৭৮

হেনক অদ্ভুত কথা সুভদা হরন।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া নারায়ন॥

—গ ৫৮৪

হরি গাও হরি ভজ ভ্রম নাহি মনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দচরনে॥

—গ ৫৯০

গোবিন্দ চরনে দেব করিয়া বিদায়।
হরির চরন বন্দি গুনরাজ গায়॥

—গ ৫৯২

জানিঞা সুনিঞা নর কৃষ্ণে দেহ মতি।
গুনরাজ খান বলে হরি পদে গতি॥

—গ ৬১০

নারায়ন পাদপদ্ম চিন্ত সর্ব্বক্ষন।
মালাধর বসু বলে নিস্তার কারন॥

—গ ৬১২

গোসাঞের বচনে উদ্ধব পাইল হরিস।
গুনরাজ খান বলে জোগময় রিস॥

—গ ৬২১

এক মনে সুন নর শ্রীমুখের বানি।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া চক্রপানি॥
—গ ৬৩৭

এত বুঝি লোক সব ধর্ম্মে দেহ মন।
গুনরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া নারায়ন॥
—গ ৬৪৬

অন্যান্য কৃষ্ণলীলা কাব্য

প্রাক-চৈতন্য যুগে বাংলায় ভাগবত অনুবাদের সূত্রপাত মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল অবলম্বন প্রেম-ভক্তি নির্ভর ধর্মানুশীলন মূলত ভাগবতকে ভিত্তি করে। সেইজন্য স্বয়ং চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বৃন্দাবনের ছয়-গোস্বামীদের হাতে ভাগবতচর্চা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করে। চৈতন্যের সমকালে ভাগবত অবলম্বনে রচিত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি চৈতন্যভক্তদেরই রচনা। সেগুলি ভাগবতের অনুসরণ অথবা অনুকরণ।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কিছুকাল পরে যশোরাজ খান যে কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন তা এখন বিলুপ্ত। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত গোবিন্দ আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গলের একটি মাত্র খণ্ডিত পুথি আছে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহে।

এছাড়া ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাংলায় যে-সব কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে প্রদত্ত হল।

দৈবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয় : কাব্যমধ্যে প্রাপ্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় কবির পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতার নাম হীরাবতী। লোকে তাঁকে 'কবিশেখর' নামে অভিহিত করত :

সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর বুলি বোলে সর্ব্বজন॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হীরাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণ ধন কুলশীল জাতি॥

গোপালবিজয় ছাড়া দৈবকীনন্দন সংস্কৃতে গোপালচরিত মহাকাব্য, গোপালের কীর্তনামৃত, গোপীনাথবিজয় নাটক রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ রচনা করে কবি পরিতৃপ্ত হন নি অথবা এই সকল রচনা তাঁকে কবিখ্যাতি দান করেনি ; সেইজন্য 'লৌকিক' (বাংলা) ভাষায় গোপালবিজয় কাব্য রচনা করেন। লৌকিক ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি তাঁর কাব্যে মন্তব্য করেছেন :

লৌকিক বলিঞা না করিহ উপহাসে।
লৌকিক মন্ত্রেসি সাপের বিষ নাশে॥

গোপালবিজয় পাঁচালী রচনায় কবি কেবলমাত্র ভাগবতের উপর নির্ভর করেন নি : কৃষ্ণকথা-বিষয়ক অন্যান্য রচনার থেকেও কাব্যের বিষয় সংগ্রহ করেছেন। কবি নিজেই বলেছেন :

আর এক দোষ না লবে আম্মার।
পুরাণের অতিরেক কহিব অপার॥

কাব্যে চৈতন্যবন্দনা নেই ; চৈতন্যদেবের কোন উল্লেখও নেই। কেবলমাত্র এই কারণে কবিকে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলা চলে। ভাষার প্রাচীনত্বও আমাদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কাব্যের নামকরণে কবি গোপাল নামটি গ্রহণ করেছেন। দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রের উপাসনা পদ্ধতি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কালে শ্রীপাদ্ মাধবেন্দ্র পুরী কর্তৃক এদেশে প্রচারিত হয়েছিল। কবি নিজেও সম্ভবত গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। কবির অন্যান্য রচনাবলীর নামকরণেও গোপাল (কবির ইষ্ট দেবতার নাম) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধে 'কবিশেখর' নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন। শাখানির্ণয় গ্রন্থে রঘুনন্দনের শিষ্য জনৈক কবিশেখর রায় পদাবলী রচনা করেন। এই কবিদের রচনার ভাষা এবং গোপালবিজয়ের ভাষায় দুস্তর ব্যবধানের জন্য এই সকল কবি এবং দৈবকীনন্দন সিংহকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়।

দৈবকীনন্দনের বাসস্থান সম্পর্কে কাব্যে কোথাও কোনো উল্লেখ নেই। তবে গোপালবিজয়ে কবি আদ্যন্ত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন ; সে ভাষা নিশ্চিতভাবে রাঢ়ের আঞ্চলিক উপভাষা।

দৈবকীনন্দনের অন্যান্য কাব্য-কবিতা ও নাটকের কোনো পুথি পাওয়া যায় না। গোপালবিজয় কাব্যের পুথিও সুলভ নয়। কেবলমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬৩ সংখ্যক এবং বিশ্বভারতীর বাংলা পুথি সংগ্রহে ২৬২৪, ৫৩৯৪, ৫৮৭৬ সংখ্যক পুথিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। বিশ্বভারতীর পুথি সম্পূর্ণ এবং খুবই প্রাচীন। এই পুথি আদর্শ করে বিশ্বভারতী থেকে দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় গোপালবিজয় প্রকাশিত।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী : স্কন্ধ-অধ্যায় অনুসরণ করে ভাগবতের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ইনি রঘুপণ্ডিত নামেও পরিচিত ছিলেন। কলকাতার উত্তরে বরাহনগরে ছিল কবির বাসস্থান। গৌড় থেকে নীলাচল গমনের পথে চৈতন্যদেব কবির বাসভবনে আতিথ্য স্বীকার করেন। রঘুনাথ ছিলেন ভাগবতের কথক। তাঁর মুখে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করে মুগ্ধ হয়ে চৈতন্যদেব তাঁকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হয়েছে :

প্রভু বোলে ভাগবত এমন পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বই আর কোনো না করিহ কার্য্য॥

গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশ্বভারতী সংগ্রহে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর অনেক পুথি আছে ; তন্মধ্যে ২৫৫০ সংখ্যক পুথিতে উক্ত কাব্যের নামান্তর পাওয়া যায় 'প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী'।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী একত্রিংশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। কাব্যের ভণিতায় প্রায় সর্বত্র 'ভাগবতাচার্য্য' পদবীর উল্লেখ আছে ; কদাচিৎ আসল নাম পাওয়া যায় :

কহে রঘুপণ্ডিত গোবিন্দগুণগান।
কৃষ্ণ গুণ সবে শুন হয়্যা সাবধান॥

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা সংহত ও মূলানুগ। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে আকুল ব্রজরমণীগণ গৃহকর্ম ত্যাগ করে রাসমণ্ডপে কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হলে কৃষ্ণ তাঁদের কুলবধূর বিহিত আচরণ সম্পর্কে উপদেশ দান করেছেন :

আমাকে দেখিলে গোপী বড়ই সুন্দর।
সিঘ্র জাহ সুন্দরি চলিঞা নিজ ঘর॥

নারি কুলে মোক্ষধর্ম্ম পতির সেবন।
পতি বন্ধু... পোসন পালন পরিজন॥
রোগ ক্ষত উদ্ধত দরিদ্র ষড়মতি।
তবু পতি না ছাড়িব নারি গুণবতি॥
নিজ পতি ছাড়ি জেবা পরে করে মন।
কুলে অবজস হ্এ নরকে গমন॥

—বিশ্বভারতী পুঁথি ১১১

পূতনার বর্ণনা গাঢ়, গম্ভীর ও পদলালিত্যময় :

কেশপাশ বিনিহিত ফুল্লমল্লীমালা।
পৃথু শ্রোনী কুচভরগমন মন্থরা॥
ক্ষীণ কটিতট পট্টবাস পরিধানা।
কুন্তল মণ্ডিতগণ্ড মুদিত রচনা॥

ভাগবতাচার্য রঘুপণ্ডিত গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। ভণিতার বহু স্থলে 'ভক্তিরসগুরু' রূপে শ্রীগদাধরের উল্লেখ আছে :

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুক্ত গদাধর নামে।
··· মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুই চরণ॥

চৈতন্যের অবতার প্রতিপাদনে কবি সচেষ্ট :

ত্বিযা কৃষ্ণ অকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ নিজ ধাম।
গৌরচন্দ্র অবতার বিদিত বাখান॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সঙ্গে।
গৌরচন্দ্র অবতার নৃত্যরস রঙ্গে॥

দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল : ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের মত ভাগবত বহির্ভূত বিষয় এতে আছে। মূল রচনায় কেবলমাত্র ব্রজলীলা ও মথুরালীলার বর্ণনা ছিল; দ্বারকালীলা পর্যন্ত কাহিনী অগ্রসর হয় নি। মালাধর বসু তাঁর কাব্যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলার প্রাধান্য দিয়েছেন ; মাধব তাঁর কাব্যে মাধুর্যলীলার প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই কিন্তু মাধব তাঁর কাব্যে রাধাকেই নায়িকা করে বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করেছেন।

(১) চৈতন্যচরণ ধূলি শিরে বিভূষণ করি
দ্বিজ মাধব রস ভানে॥
(২) চৈতন্য চরণ ধন শিরে করি আভরণ
দ্বিজ মাধব রস গানে॥
(৩) কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার।
দ্বিজমাধব কহে কিঙ্কর তাহার॥
(৪) কলিযুগে চৈতন্য প্রকাশ।
কহে দ্বিজমাধব তার দাসের দাস॥

এই সব ভণিতা থেকে মনে হয় কবি চৈতন্যদেবের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। বিশ্বভারতী সংগ্রহের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একটি পুথিতে (অধিগ্রহণ সংখ্যা ৩৪০৫ ; লিপিকাল—১১৮৬ সাল ২৪শে ফাল্গুন) ভণিতা আছে :

ভাগবত কৃষ্ণকথা অমৃতের সার।
দ্বিজ মাধব কহে চৈতন্য সখা জার।।

—৩৭ খ

এ বিষয়ে আর একটি তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্বভারতী সংগ্রহের (অধিগ্রহণ সংখ্যা ৯৫০) পদমেরু নামক পদ সঙ্কলন গ্রন্থের পুষ্পিকায় (সাহিত্য প্রকাশিকা —৭ম খণ্ড) উল্লেখ আছে—ইতি গৌরাঙ্গ হে কৃপাঙ্কুরু মাধব দীনবরে।। গ্রন্থ সঙ্কলয়িতার নাম মাধব ; ইনি গৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। ইনি যে কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব তা বোঝা যায় গ্রন্থের প্রারম্ভে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের একাংশের বর্ণনা থেকে। উক্ত অংশের ভণিতা :

চিন্তিয়া চৈতন্য চান্দের চরণ কমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।

কবির ব্যক্তি পরিচয় জানা যায় নিম্নোক্ত অংশ থেকে :

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার।
মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।।

ময়মনসিংহ জেলার মেঘনা নদীর তীরবর্তী নবীনপুর গ্রামে মাধব জন্মগ্রহণ করেন।

মধ্যযুগে মাধব নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন। (১) চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্য। (২) প্রেমবিলাসের মতে, একজন মাধব আচার্য ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা কালিদাসের পুত্র। এঁর গুরু ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। ইনি কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা নন। (৩) একজন মাধবাচার্য পুরুষোত্তম গমন করে চৈতন্যের কৃপা লাভ করেন এবং সেখানেই তাঁর একখানি বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করার অভিলাষ হয়। এই মাধবাচার্যই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা। এঁর বংশধরগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাস করেন। (৪) সারদাচরিত কাব্য রচয়িতা মাধবাচার্যের ব্যক্তি পরিচয় এই রকম ;

ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল।
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর।।
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য।।
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত।।

অনেক মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ মাধবের আত্মপরিচয় সারদাচরিত রচয়িতা মাধবাচার্যের কাব্যে অনুপ্রবেশ বিচিত্র নয়।

পরমানন্দের কৃষ্ণলীলা : এই কাব্যের একখানি প্রাচীন পুথি আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে। অধিগ্রহণ সংখ্যা—১০২৪। কাব্যটি ভাগবতের স্কন্ধ অনুসারে রচিত। কবির পিতার নাম দুর্লভ। জয়ানন্দ পরমানন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গবিজয় গীতের উল্লেখ করেছেন :

সংক্ষেপে কহিলেন পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয় কথা শুনিতে অদ্ভুত।।

পরমানন্দের ভণিতায় প্রাপ্ত চৈতন্যবিষয়ক অন্তত দুটি পদে ভাবের আন্তরিকতা লক্ষণীয় :

(১) পরশমনির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ করিলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে
রতন হইল কত জনা।।

(২) ভুজ যুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে।
চলিয়া যাইতে নারে গোরা হরি হরি বলি কান্দে॥

কবিকে সাক্ষাৎ চৈতন্যভক্ত বলে অনুমান করা যায়।

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল : কাব্যটি বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত গ্রন্থখানি প্রাচীন পুথি অনুসরণে সম্পাদিত হয় নি। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে এই কাব্যের চারখানি পুথি আছে। যথা—৫৬৭২, ৬৫৯১ (লিপিকাল সন ১১৭৮ সাল), ৬০৭২ (লিপিকাল সন ১২৬৩ সাল), ৬১৬২ (জগদীশপুর থেকে অক্ষয়কুমার কয়াল কর্তৃক সংগৃহীত)।

কাব্যের ভণিতায় কবির পিতামাতার নাম আছে—'শ্রীমুখ জনমদাতা সুমতি ভবানীমাতা যার পুণ্যে নিরমিল তনু।' মেদিনীপুর শহর থেকে আটক্রোশ পূর্বে অবস্থিত কেদারকুণ্ড পরগণার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে ছিল কবির নিবাস। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় দে বংশীয় কায়স্থ। এঁর বংশধরেরা 'অধিকারী' উপাধি ব্যবহার করতেন।

গ্রন্থের সম্পাদকের মতে, শ্যামদাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন—"প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে এই কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় কবিত্ব প্রভাবে বহু লোকের দীক্ষাগুরু হইয়া সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও গৌরবমণ্ডিত হইয়াছিলেন।" পক্ষান্তরে সুকুমার সেনের মতে, দুঃখী শ্যামদাসের কাব্যের রচনাকাল ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি।

কবি ভাগবতের ঘটনা সর্বত্র অনুসরণ করেন নি এবং ভাগবতের শ্লোকের অনুবাদও করেন নি। মূল ভাগবত অপেক্ষা অনেক স্থলে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাবও এঁর কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়।

এই কাব্যে কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ গ্রাম্য নায়করূপে চিত্রিত। রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনে বড়াই-এর ভূমিকাই প্রধান। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত এই কাব্যেও রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না।

শ্যামদাসের বর্ণনা সুললিত। কৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনা :

কহি গো তোমার ঠাঞি কি খেনে দেখিলাম রাই
অখিল ভুবন অনুপামা।
কুরঙ্গ নয়ানি ধনি ইঙ্গিতে পঞ্চম হানি
মরমে মারিয়া গেল আমা॥
... ...
রাধিকার অনুরাগে অন্তরে আনল জাগে
দগধে দারুণ কামশরে।
তাহার বিরহে প্রাণ ধরিতে নারিবে কান
বলহ বড়াই বুদ্ধি মোরে॥

বড়াই-এর বর্ণনা :

বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি।
পাকা চুলে রঙ্গ ফুলে বেন্ধেছে কবরী॥
সীঁথায় সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা
শ্রবণে কুণ্ডল যেন দিনমনি ছটা॥
এ বৃদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল।
রসনা চলনে নড়ে দশন সকল॥

স্বর্ণ সূত্র নাসাপুটে গজমতি দুলে।
স্তন দুই গোটা তার দোলে নাভিমূলে॥

কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল : কাব্যের প্রকৃত নাম মাধবচরিত। প্রতি অধ্যায় শেষে কবি ভণিতায় মাধবচরিত নামই ব্যবহার করেছেন।

কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতা পদ্মাবতী। বসতি 'জাহ্নবীর পশ্চিম কুলে'। কৃষ্ণদাস মাধবাচার্যের সেবক ছিলেন। মাধবাচার্য কৃষ্ণদাসকে বলেছিলেন :

দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাহিতে গ্রন্থ রহিল আমার॥

দীক্ষাগুরু সম্পর্কে কবি বলেছেন :

আমার [প্রভুর] প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী।
দীক্ষা মন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণে ধরি॥

এই শ্রীমতী ঈশ্বরী সম্ভবত জাহ্নবা দেবী। কারণ ভক্তিরত্নাকরে জাহ্নবা দেবীকে বহুবার শ্রীমতী ঈশ্বরী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকের কবি।

কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যটি ভাগবত অবলম্বনে রচিত : দানখণ্ড, নৌকাখণ্ডের কাহিনী গৃহীত হয়েছে হরিবংশ থেকে। এ বিষয়ে কবির বিবৃতি :

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড।
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড॥

এছাড়া, অপৌরাণিক ভারখণ্ড ও বংশীচৌর্যকাহিনীও গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

দ্বিজ হরিদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল : কাব্যটি অদ্যাপি অপ্রকাশিত। বিশ্বভারতী সংগ্রহে এই কাব্যের একটি খণ্ডিত পুথি রয়েছে (অধিগ্রহণ সংখ্যা—২১২৭ পত্র সংখ্যা—৩-৯)।

ষোড়শ শতকে 'হরিদাস' নামধেয় একাধিক কবি ছিলেন ; তন্মধ্যে একজন হরিদাস গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাকালে কীর্তনীয়া রূপে সুপরিচিত হয়েছিলেন। ফুলিয়ার মুখটী নৃসিংহের সন্তান হরিদাসের নিবাস ছিল টেঞা বৈদ্যপুরের সন্নিকট কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এঁর দুই পুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে শ্রীনিবাস আচার্য দীক্ষা দান করেন।

দ্বিজ হরিদাস কবি ও সুগায়ক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম এঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রচনা।

অভিরাম দাসের গোবিন্দবিজয় : কাব্যের দুটি পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। অধিগ্রহণ সংখ্যা—১২১৩, ১২১৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কবিচন্দ্র তাঁর রচনা উদ্ধৃত করেছেন। সেই কারণে অভিরাম দাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলা চলে। চৈতন্যবন্দনা দিয়ে কাব্যের সূচনা হয়েছে।

দ্বিজ পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল : সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কার করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কবি বীরভূম জেলার লোক। ইনি মনোহর দাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর গ্রন্থ ভাগবতের খাঁটি অনুবাদ নয় ; কাব্যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হয়েছে। ইনি সপ্তদশ শতকের কবি।

বীরভূমের বাতিকার গ্রাম থেকে প্রাপ্ত পরশুরাম রায়ের মাধবসঙ্গীতের পুথি বিশ্বভারতী থেকে অমিতাভ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৩৭১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

পরশুরাম রায়ের গুরুও মনোহর দাস :

পরশুরামের রহু গুরু পদ আশ।
দেহ পদছায়া প্রভু মনোহর দাস॥

সেই কারণে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ পরশুরাম ও মাধব সঙ্গীত রচয়িতা পরশুরাম রায়কে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন।

মাধবসঙ্গীত রচয়িতা পরশুরাম রায়ের আত্মপরিচয় নিম্নরূপ :

চম্পক নগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম
মিরাস পুরুষ ছয় সাত॥
লোকনাথ হরিরায় তৎসুত সুবুদ্ধি রায়
তার পুত্র শ্রীমধুসূদন।
দ্বিজ কুলে জনমিঞা তাঁহার নন্দন হঞা
বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন॥

কবির পৃষ্ঠপোষক শিখর-শ্যামের নিবাস দ্বাদশকন্য গ্রামে কাব্যটি রচিত হয়। মাধবসঙ্গীত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানকাব্য। দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই কাব্যকাহিনীর মূল উপজীব্য। কাব্যের আরম্ভে কবি বলেছেন :

অবধানে শুন ভাই ভাগবত কথা।
যে কথা শুনিলে তুষ্ট সকল দেবতা॥

ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে কবি বলেছেন :

ভাগবত কল্পতরু অমূল্য শাস্ত্র লতা।

বলরাম দাসের শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত : কাব্যের একখানি পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। অধিগ্রহণ সংখ্যা ৩৫৯। গ্রন্থারম্ভে কাব্য রচনাকাল উল্লেখ করেছেন কবি নিজেই। তারিখটি ১৬৪৪ শক অর্থাৎ ১৭০২ খ্রিস্টাব্দ। কবি ভণিতায় বলেছেন :

শ্রীযুত গদাধর চরণ ভরসে।
কৃষ্ণলিলামৃত কহে বলরাম দাসে॥

এই গদাধর দাস শ্রীচৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত বা আড়িয়াদহের গদাধর দাস নন ; কেননা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ব্যক্তির শিষ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনা করতে পারেন না। এঁর রচনাভঙ্গি দেখে মনে হয়, ইনি সহজিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। সহজিয়ারা ভাগবত অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকে অনুসরণযোগ্য গ্রন্থ মনে করেন। কবি ভাগবতের সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসরণ করেছেন :

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে জে কহিল ভাগবতে
তাহা আমি করি বিবেচন॥

দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয় : কাব্যের পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। অধিগ্রহণ সংখ্যা ১২৯৩। পুথি বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত। কবি ভাগবতের ঘটনামাত্র অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর ভাগবতামৃত গোবিন্দমঙ্গল : গ্রন্থখানির তৃতীয় পৃষ্ঠায় বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের বন্দনা ও তাঁর মন্দিরের উল্লেখ আছে। ওই মন্দির নির্মিত হয় ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে। কাব্য রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক হওয়া সম্ভব।

কাব্যের ভণিতা থেকে জানা যায়, কবির পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্তী এবং বাসস্থান মল্লভূমির অন্তর্গত লেগোর দক্ষিণে পানুয়া গ্রামে। কবি রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের রীতি অনুসরণ করে ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধের সারাংশ বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণলীলা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি গীতগোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদগ্ধমাধব, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বহু অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী : প্রথম খণ্ড-কে (মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত) শ্রীকৃষ্ণচরিত রূপে গ্রহণ করা যায় কারণ এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের কারণ এবং জন্মলীলা থেকে আরম্ভ করে কংসবধ ও নন্দবিদায় পর্যন্ত ঘটনা পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থ রচনায় কবি নিখুঁতভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসরণ করেন নি। দানলীলা প্রভৃতি ঘটনা ভাগবত বহির্ভূত। দীন চণ্ডীদাসের সঠিক কাল নির্ণয় করা যায় না। তাঁর সম্ভাব্য জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক।

দ্বিজ রামেশ্বরের গোবিন্দমঙ্গল : গ্রন্থের ১৭১৬ শক বা ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত একখানি পুথি রঙ্গপুর জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২য় বর্ষ, পৃ. ১৮৪)।

জয়কৃষ্ণদাসের গোবিন্দমঙ্গল : কাব্যের ১১৮০ সাল বা ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা একখানি পুথি বরাহনগর পাটবাড়িতে রক্ষিত আছে।

যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস : বৃহদায়তন কৃষ্ণলীলা কাব্য। কাব্যটি প্রধানত বর্ণনাময়। গোবিন্দবিলাসের সম্পূর্ণ পুথি আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে এবং বিশ্বভারতীতে। বিশ্বভারতী পুথির অধিগ্রহণ সংখ্যা—১৯০৯। লিপিকাল ১২৩৮ সাল। বীরভূমের রায়পুর থেকে প্রাপ্ত। শ্রীকণ্ঠ সিংহের আত্মীয় নফরচন্দ্র দাস কর্তৃক লিপিকৃত। কাব্যটি আদ্য, রাধা, দান, অনুরাগ, পৌগণ্ড প্রভৃতি খণ্ড অনুসারে বিভক্ত। বন্দনা অংশে গৌরাঙ্গ, সনাতন, রূপ, গোপালভট্ট ও জীব গোস্বামীর পর কৃষ্ণদাসের নাম আছে। মনে হয়, কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য ছিলেন :

শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভু বন্দো ভক্তিভাবে।
যাহার আশিষে হয় প্রেমভক্তিলাভে॥

কবির প্রকৃত নাম হরিদাস। এ সম্পর্কে কবির বিবৃতি :

শ্রীহরিদাস নাম জন্ম বৈদ্য কুলে।
কৃষ্ণের ভকত সব দাস বলি বলে॥

কাব্যের ভনিতায় সর্বত্র যশশ্চন্দ্র অথবা দীন যশশ্চন্দ্র নাম আছে। গোবিন্দবিলাসের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

সনাতন বিদ্যাবাগীশ স্কন্ধ অনুযায়ী ভাগবতের অনুবাদ করেন। বিশ্বভারতী পুথি সংগ্রহে রক্ষিত সনাতনের কাব্য সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কবির পরিচয় আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবন বিদিত রামচন্দ্র॥

তাঁহার মধ্যমপুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষা ভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা।।

কবির কৌলিক পদবী ঘোষাল ; বিদ্যাবাগীশ উপাধি পাণ্ডিত্যের সূচক। কবি উড়িষ্যায় বসবাস করতেন, গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল কটকে। কাব্যে উল্লেখ আছে—সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে। প্রত্যেক স্কন্ধের রচনাকাল স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া আছে। প্রথম স্কন্ধের রচনাকাল—কাল কলানিধি কলা বিষ্ণুপদশশী। অর্থাৎ ১৬০১ শক বা ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত সনাতন ঘোষালের ভাগবত গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে ভাগবতের ১-৪ স্কন্ধের অনুবাদ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৫-৯ স্কন্ধের অনুবাদ।

সনাতন ঘোষালের অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল। ভাগবতের মত দুরূহ গ্রন্থের প্রতিটি শ্লোককে অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে তিনি ভাষান্তরিত করেছেন। অনুবাদের সময় তিনি শ্রীধর গোস্বামীর টীকাই অনুসরণ করেছেন। কোনো কোনো শ্লোকের অনুবাদ করতে গিয়ে শ্রীধর গোস্বামীর টীকার প্রাসঙ্গিক অংশও অনুবাদ করে তার সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। সনাতনের রচনার নিদর্শন :

ঘোড়া পায়্যা সগর হইল হরসিত। কৃত্যশেষ সমাপিলা বৈদিক বিদিত।।
অংশুমানে রাজ্য দিয়া নিস্পৃহ হইলা। ঔর্ব্বের প্রসাদে গতি উত্তম পাইলা।।
নবম স্কন্ধেতে হৈল অষ্টম অধ্যায়। সগর চরিত্র এই প্রাকৃত ভাষায়।।
প্রাকৃত এ ভাগবত সুধাতরঙ্গিনী। সনাতন বিরচিল সজ্জন পাবনী।।

কবি সর্বত্র বাংলা ভাযাকে 'প্রাকৃত ভাষা' রূপে অভিহিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

মূল কাব্য

সংকেত

ক : মূল অবলম্বিত পুথি বিশ্বভারতী সংগ্রহ ৩৪৮৪

খ . সংযোজিত পাঠ বিশ্বভারতী সংগ্রহ-২০৯২

গ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত পাঠ

দেবদেবী বন্দনা

[গ১]শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নম নম॥
নম ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ॥
প্রণমহো নারাঅন অনাদিনিধন।
স্রীষ্টী স্থিতি প্রলএ জাহার কারন॥
একভাবে বন্দো হরি করি জোড় হাথ।
বসুদেব সুত কৃষ্ণ[১] মোর প্রাননাথ॥
ব্রহ্মা মহেস্বর বন্দো স্থিতি সংহার।
গণপতী প্রনমোহঁ বিঘ্নী করতার॥
সব দেবগণের সে বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কীছু করিয়ে রচন॥
লক্ষ্মি সরস্বতি বন্দো তাঁহার দুই নারী।
জাহার প্রসাদে সব লোক পুরস্করি॥
[গ২]ত্রিভূবনেশ্বরি দেবি জগতজননি।
প্রকৃতি স্বরূপা দেবি স্রীষ্টির পালনি॥
জার পদ সেবি ইন্দ্র জগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগনে করে জার পুজা॥
সুম্ভ আদি দৈত্যের সে করিয়া নিধন।
দেবলোক রক্ষা কৈল চরাচর গন॥

গ্রন্থের বিষয় নির্দেশ

জাঁহার প্রসাদে মোর হৈল আচম্মিত।
মুক্তি দায়ক করনি কৃষ্ণের চরিত॥
গোসাঞীর জর্ম্ম কর্ম্ম কে কহিতে পারে।
লোকহিত কারনে জতেক অবতারে॥
আকাসের তারা জদি একে একে গনি।
সমুদ্রের জল জদি ঘটে পরমানি॥
পৃথুবির রেনু জদি করিএ গনন।
তবুত বলিতে নারি কৃষ্ণের করন॥
সংসার সাগর জদি করিতে তারন।
ভাগবত অবতরি হিতের কারন॥
[গ৩]ভাগবত অর্থ জত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥
সুন হে পণ্ডীত লোক একচিন্ত মনে।
কলি ঘোর তিমির জাতে বিমোচনে॥
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকীক কহিল লোক সুন মহাসুখে॥

১. 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ' পাঠ কোনো কোনো পুথিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সেই পাঠেরই উল্লেখ আছে।

নারায়ণের দ্বাবিংশতি অবতার বর্ণন

সংসারের সার গোসাঞিও কমললোচন।
সভার কারণ প্রভু দেব নিরঞ্জন।।
[গ৪]প্রথমেতে ব্রহ্মা হৈলা দেব শ্রীহরি।
দ্বিতিএ বব্বাহরূপে পৃথুবি উদ্ধারি।।
তৃতিএ নারদ মুনি বিদিত সংসারে।
চতুর্থেতে নরনারায়ন অবতারে।।
বদরি[কা]শ্রমে তপ করিল বিস্তর।
জগতে গাইল জার মহিমা অপার।।
[গ৯]পঞ্চমে কপিল মুনি জোগের নিধান।
মুনি রূপে জোগ সব করিল বাখান।।
দত্তাত্রেয় মোহাজোগি সষ্ঠ রূপ ধরি।
জা সেবি কার্ত্তিকবির্য্য জগতে অধিকারি।।
[গ১০]সপ্ত প্রথমেত জজ্ঞ রূপ দক্ষিনা সহচরি।
অষ্টমেত জড়রূপে ভরথ অবতরি।।
নবমেত পৃথুরূপে মহিমা আপার।
পৃথুবি দুহিয়া কৈল জিবের নিস্তার।।
দসমেত মিন রূপে বেদ উদ্ধারিল।
একাদসে কুর্ম্মরূপে অবতার কৈল।।
জলমন্ধার পৃথুবি প্রীষ্ঠে তুলি লৈল।
দ্বাদসে ধন্নন্তরি অমৃত মথিল।।
ত্রয়োদসে স্ত্রীরূপে মহিল অসুরে।
সমুদ্র মথিয়া অমৃতে তুষ্ট কৈল সুরে।।
চতুর্দ্ধসে নর[খ২/১]সিংহ অদ্ভূত সরিরে।
হিরণ্যকসিপু মারি পিবন্তি রুধিরে।।
পঞ্চদসে নারায়ন রূপে দ্বিজ রূপ ধরি।
ছলিএগা লইল বলি রসাতল পুরি।।
পরূসরাম রূপে গোসাঞী সোড়স অবতার।
নিখেত্রি ··· প্রিথিবি একুইস বার।।
সপ্ত দ্বিবসে ব্যাসরূপে বেদ বাখান করি।
ধর্ম্ম বুঝাএগা কলি ভব সাগরে উদ্ধারি।।
শ্রীরাম রূপে গোসাঞী সাগর করিলে বন্ধন।
অষ্টদস অবতারে রাবন মরন।।
হলধররূপে গোসাঞী উনুবিংসতি অবতার।
বিংসতি রূপে কৃষ্ণ বিদিত সংসার।।
একবিংসতি বৌদ্ধ জগত ভূবন।
দ্বাবিংসতি রূপে কল্কি ম্লেচ্ছ নিধন।।
হেন রূপে গোসাঞী অংস অবতারি।
শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্মিল আপনে শ্রীহরি।।

কবির পরিচয়

বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
জার পুর্ণ্যে হৈল মোর নারাঅনে মতি॥
সর্ব্বজনে পরিহরে করিএঞা বিনয়।
মালাধর বসু বলে গোবিন্দ সদয়॥ ✿ ॥

লীলাসূত্র বর্ণন

॥ জন্মক ছন্দ॥

প্রথমে কহিব জন্ম অদ্ভুত কাহিনি।
অজ রূপে অবতার কৈল চক্রপানি॥
বসুদেব থুইল নএঞা নন্দ ঘোস ঘরে।
জসোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে॥
বড় পুতনা বধ কৈলে স্তন পানে।
রাক্ষসী হইএঞা গেল ব্রহ্মার সদনে॥
তিন মাসের হরি জবে চরনের ঘাএ।
ভাঙ্গিল সকটখান গড়াগড়ি জাএ॥
ত্রিনাবর্ত্ত মারি হরি গলা চাপি ধরি।
মৃত্তিকা ভক্ষনে জগত দেখাইলা শ্রীহরি॥
গর্গমুনি আসিএঞা কৈল নামকরন।
ধার্ন্য দিএঞা ফল খাইল দেব নারায়ণ॥
দধি খাএঞা ভান্ড ভাঙ্গিল গদাধরে।
সাঁপে মুক্ত কৈল দুই কুবের কুমারে॥
উপুতি দেখিএঞা নন্দ গোকুল ছাড়িএঞা।
বৃন্দাবনে বসতি কৈল জমুনা কুল পাএঞা॥
বৎসক মাইল গোষ্ঠে ইসত লিলায়।
পানি পিতে আইল বকাসুরা মহাকায়॥
অঘাসুরা মারিএঞা কৈল ব্রহ্মার মোহন।
ধেনুক মারিএঞা তাল খাইল নারায়ণ॥
দাবানল ভক্ষন করি প্রলম্ব বধ কৈল।
অগ্নি পিএঞা বৃন্দাবনে ভ্রমন রচিল॥
গুপিকার বস্ত্র সব নইল হরিএঞা।
জজ্ঞপত্নি স্থানে অন্ন খাইল[খ২/২]মাগিএঞা॥
পর্ব্বত ধরিএঞা কৃষ্ণ গোকুল রাখিল।
আপুনিত ইন্দ্র আদি স্তবন করিল॥
সুরভির দুগ্ধে কৃষ্ণ অভিসেক কৈল।
পর্ব্বত ধরনে নাম গোবর্দ্ধন বধ থুইল॥
নিজ স্থানে পর্ব্বত কৃষ্ণ তেমতে এড়িল।
বরুনের পুরি হৈতে নন্দ উদ্ধারিল॥
বৃন্দাবন করি তোথা রাসকৃড়া কৈল।
সর্প মারি সুদর্শনের সাঁপ খণ্ডাইল॥

সংখাসুর মারিল অরিষ্ট ঘাতন।
নারদ বোলে বসুদেব দেবকিনন্দন॥
অরিষ্ট বধ কেসি বধ একে একে কৈল।
অক্রুর গকুল আসি রাম কৃষ্ণ লৈল॥
মধুপুরি [প্র]বেসিঞা রজক বধিল।
মালাকারে বর দিঞা কুবজি বর পাইল॥
একে একে মধুপুরি সকল দেখিল।
ধনুক ভাঙ্গিঞা তোথা রজনি বঞ্চিল॥
মর্ল্লজুদ্ধ স্থানে হরি অদ্ভুত কইল।
জার চির্ত্তে জেই ছিল সকল দেখিল॥
চানুর মুষ্টীক দুই বিরে মাইল একিবারে।
মঞ্চে হৈতে পড়িঞা গোসাঞী কংস রাজা মারে॥
কংস নারির বিলাপ জত মথুরায় কৈল।
একে একে বনে জত রাসকৃড়া কৈল॥
উগ্রসেনে অভিসেক মথুরায় কৈল।
বাপ মাএ পরিচয় গদাধর দিল॥
বলির দসকর্ম্ম কৈল নারায়নে।
পড়িল চৌসষ্ঠী বিদ্যা গুরুর সদনে॥
আনিল গুরুর পুত্র জমঘর হৈতে।
একে একে মথুরা ভ্রমিল রাজপথে॥
কুবজির অক্রুর ঘর গিঞাত শ্রীহরি।
উদ্ধব পাঠাঞা সান্ত কৈল গোপনারি॥
জরাসিন্ধু সঙ্গে জুদ্ধ কৈল মুরারি।
সমুদ্রে মাগিঞা কৈল দ্বারকা নগরি॥
গৌতম দাহন দুষ্ট জেনমতে কৈল।
মথুরা এড়িঞা প্রভু দ্বারকা চলিল॥
কাল জবন বধ কৈল জেনমতে।
মুচকুন্দ মুক্তি পাইল প্রভুকে দেখিতে॥
রেবতির বিভা হৈল দ্বারকা নগরে।
বলিব অদ্ভুত রুক্কীনি সয়ম্বরে॥
নগ্নাজিতা লক্ষনা দুইত সুন্দরি।
বলদ বান্দিঞা বিভা কৈল শ্রীহরি॥
নরক রাজা মারিঞা বিভা কৈল [গদাধরে।]
সোল সহশ্র একসত রমনি এক কুমারে॥
একজনের দস দস পুত্র কন্যা একখানি।
সভার ওদরে জন্মাইল চক্রপানি॥
সম্বরের বধ··· কৈল কামদেবে।
ইন্দ্র জিনি পারিজাত আনিল মাধবে॥
রুক্কীনি রভষ কৃড়া কৈল জেন[খ৩/১]মতে।
বান যুদ্ধে অনিরুদ্র উসা সঅম্বরে॥

জেনমতে মৃগ রাজার সাঁপ বিমোচন।
বলের বিক্রমে দুর্জ্জোধনের কন্যার হরন॥
জমুনাতে সঙ্করসন জেমতে দিলা হাল।
দ্বিবিধ বানর বধ বিক্রমে বিসাল॥
আসিঞা নারদমুনি দ্বারকা নগরে।
দেখিল সে নারায়ন প্রতি ঘরে ঘরে॥
শৃগাল বাষুদেব মাইল শ্রীহরী।
বলিব জেমনে পুড়িল কাসিপুরি॥
সন্যাসির বেস ধরিঞা গদাধর।
ভিম অর্জ্জুন গেল মগধ ভিতর॥
জড়াসিন্ধু ভিম চিরিল জেনমতে।
সিসুপাল রাজষুয়ে মাইল জর্গন্নাথে॥
বলির রসাতলে যুর্দ্ধ সুন একমনে।
আপনা বিস্মিত হৈছেন দেব নারায়নে॥
পদ্মমন সঙ্গে জুর্দ্ধ সুন এক মনে।
রুক্মি দন্তবক্র কিবা বলের নিধনে॥
বজ্রনাভ বধ কথা অদ্ভুত সংশারে।
খুদ নঞা বিপ্র গেলা দ্বারকা নগরে॥
কহিব সকল কথা অদ্ভুত কথন।
সূর্য্যমুনী সেমন্তক নঞা রাজার গমন॥
বলিব সকল কথা ষুন এক চির্ত্তে।
ভৃগু গেলা সত্য রজ স্তম পরিক্ষিতে॥
নারায়ন হৃদয় ভৃগু নাথিত মারিল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া হরি পায়ত জাতিল॥
সত্য গুন নারায়ণের ভ্রগুত জানিল।
বড়ু রূপে বৃকাসুরে ভস্ম করিল॥
বলিব ব্রাহ্মানের মৈল এ নবকুমার।
আনিল অর্জ্জুন সঙ্গে সপ্তদ্বিপ পার॥
মায়ের সটপুত্র আনিল জেমনে।
বলিব সুবদ্রা হরি নইল অর্জ্জুনে॥
নারায়ণ নাম ফল কহি এক মনে।
বুঝিয়া করল তবে এ ভব তারনে॥
ব্রর্ম্মাদি দেবগনে দ্বারকা নগরে।
বৈকুণ্ঠপুরি ঝাঁট গড়িতে বৈল গদাধরে॥
ব্রর্ম্মসাঁপ লক্ষ করি উস্তপাত কৈল।
উদ্ধপেরে দয়া করি জোগ সিখাইল॥
বিশ্বরূপ উদ্ধপেরে দেখাইল শ্রীহরি।
প্রভাসে জাদবগন জুদ্ধ করি মরি॥
বলভদ্র অর্জ্জুন দেখিল শ্রীহরি।
সরীর ছাড়িঞা গেলা বৈকুণ্ঠপুরি॥

স্বর্গ আরোহন কথা কহিব একে একে।
অর্জ্জুনে অপমান কৈল হীন লোকে॥
ভারা অবতারনে জত কৈল অবতার।
একে একে বলিব সব হউক প্রচার॥
এক চিত্ত হঞা[খ৩/২]যুন সংসার তারন।
গুনরাজ খান ভনে বন্দিঞা নারায়ন॥৩॥

পৃথিবী রোদন

কংস আদি মহাষুরে চানুর মুষ্টীক বিরে
ত্রিনাবর্ত্ত সকট পুতনা।
অরিষ্ট ধেনুক কেসি অঘাসুরা নব বাসি
আর বিব ভাই দুই জনা॥
জরাসিন্ধু মহামতি মগদ দেসের পতি
সাল্লপুত্র দ্বিবিধ বানর।
দন্তবক্র সিসুপাল বান ভোম বিসাল
বান বাহু সহস্রেক ধর॥
এত সব মহাসুরে পিথিবির গুরুভরে
জায় দেবি পাতাল ভুবনে।
নারিল সহিতে ভর জাই আমি রসাতল
নিবেদিল প্রজাপতি স্থানে॥
অসুর প্রলয় বলে জাই আমি রসাতলে
নিবেদিল দেবি সরস্বতি।
চল সভে জাই তোথা শ্রীহরি আছএ জোথা
খিরোদ উত্তরে জোথা স্থিতি॥
কহিব সকল তর্ত্ত অষুরে করএ জত
কোন বুর্দ্ধি হব প্রতিকার।
এত সব দেবগনে চিন্তিঞা এক স্থানে
সভে তোথা কৈল আগুসার॥
খিরোদ উর্ত্তর তিরে উদ্ধবাহু জোড় করে
ব্রর্হ্মা চতুমুখে কৈল নিবেদন।
তুমি দেব নারায়ন শ্রিষ্টী স্থিতি কারন
তুমি প্রভু জগত রক্ষন॥
তুমি দেব নারায়ন তুমি প্রভূ আরাধন
শ্রিষ্টী স্থিতি প্রলয় কারন।
তুমি ত শ্রিজিলে শ্রীষ্টী তুমি নাহি দিলে দৃষ্টি
অষুরেত কৈল নিধন॥
কংস আদ্য মহাসুরে চানুর মুষ্টিক বিরে
ত্রিনাবর্ত্ত সকট পুতনা।
ধনুক অঘাষুরা কেসি আর জত বনবাসি
আর দুষ্ট ভাই দুই জনা॥

জরাসিন্ধু নরপতি মগদের অদিপতি
সাগর বান্ধি দিবিধ বানর।
দন্তবক্র সিসুপাল বান ভোম বিসাল
বান বাহু সহস্রেক ধর॥
রূক্মি দন্ত সিমুপাল বিক্রমে সে বিসাল
মায়া মোহে কাল জবন।
এত সব মহাবিরে প্রিথিবির গুরূভরে
জায় দেবি পাতাল ভুবন॥
যুন যুন জর্গন্নাথে নিবেদিএ জোড় হাথে
চন্দ্র সূর্য্য না করে গমন।
নাহি জজ্ঞ নাহি দান নাহি দেব সিব স্থান
অসুরে করএ নিধন॥
ইন্দ্র আদি দেবগনে চমকিত ভয় মনে
তোমারেত করএ স্তবন।
সকল সংসার মজে সুন দেব মহারাজে
নিবেদিল তো[খ৪/১]মার চরন॥
ব্রহ্মার স্তবন যুনি হাসে দেব চক্রপানি
যুন ব্রহ্মা না করিহ ভয়।
প্রলয় অসুর গনে লজ্ঞ সব দেবগনে
জানি আমি করিব উপায়॥
জাহ তুমি নিজ ঘরে কিছু না বাসিহ ডরে
এক বোল যুন প্রজাপতি।
জত স্বর্গ বিদ্যাধরি ত্রিলোত্তমা আদ্য করি
রাজগৃহে করাহ উৎপত্তি॥
প্রিথিবি মণ্ডলে গিএগা নিজ অংস হইএগা
জন্মাইল রাজার ভূবনে।
সুরপুরে জত বৈসে কহিল আসিএগা দেসে
চল ঝাঁট সব দেবগনে॥
সুরসেন জদু রাজা বসুদেব জার প্রজা
দৈবকি জাহার বনিতা।
দৈবকি ওদরে আমি জন্মিব গিএগা যুন তুমি
মনে কিছু না করিহ চিন্তা॥
প্রথমেত ছয় জন কংস করিব নিধন
সপ্তমেত অংস অবতারে।
অষ্টম গর্ভেতে তার জন্ম হইব আমার
স্বরূপেতে বলিল তোমারে॥
এসব উত্তর করি বইলত শ্রীহরি
পুনরূপি মহামায়া আনি।
যুন দেবি ভবানি ত্রিজগত মোহিনি
শৃষ্টী স্থিতি প্রলয়কারিনি॥

তুমি দেবি আধরে রাখিলে প্রিথিবি করে
দুঃখ সোক দারিদ্রনাসিনী।
প্রিথিবির হরিতে ভার করিবেত অবতার
আগু জন্ম লভিলা আপুনি॥
বসুদেবের[১] ঘরে গিএগ দৈবকি ওদর পাএগ
থাক গিএগ কংস মোহিবারে।
ভাণ্ডিয়া রাজা কংসে জাইহ নিজ বাসে
জয় জেন ঘোষএ সংসারে॥
এত বলি সে শ্রীহরি দেবগনে আজ্ঞা করি
ষুনি সভে গেলা নিজ ঘর।
গোসাঞীর আদেস জত সিরে ধরি সর্ব্ব তর্ত্ত
সেইরূপ ধরিল সর্ত্তর॥

দৈবকীর বিবাহ

তোথা কংস নৃপবর ভগিনি আনিএগ ঘর
বিভা দিল সুভক্ষন দিনে।
বসুদেব বর আনি বিভা দিল ভগিনি
জৌতুক দিল নানা রত্ন ধনে॥
দৈবকিরে বিভা করি বসুদেব মধুপুরি
কৌতুকে করিল গমনে।
তবে নৃপ কংসাসুর অনুব্রজে কথোদুর
পদব্রজে নএগ বন্ধুজনে॥
হেনই সমএ বানি উঠিল আকাস ধ্বনি
সুন কংস অদভূত কথা।
দৈবকির ওদরে অষ্টম গর্ভ অবতারে
মৃত্যু রূপে উপজিব তোথা॥
হেনক বচন ষুনি চমকিত নৃপমনি
মনে সোক বাড়িলা বিস্তর।
বড় মনে[খ৪/২]কোপ হএগ দৈবকিরে আনিএগ
নএগ জাএ কাটিতে সর্ত্তর॥
বুঝিএগত বষুদেব কৈল তারে অনুসেব
নহে রাজা হেন বেবহার।
উহার ওদরে তবে পুত্র উপজিব জবে
আনি দিব গোচরে তোমার॥
ভগিনি জিব তোর নাহি ভয় কংসাসুর
একবার দেহ প্রানদান।
সুনিএগ করুন বানি সব জত নৃপমনি
ভাল ভাল বৈল সর্ব্বজন॥

১. প্রস্তাবিত পাঠ : নন্দ ঘোষের।

জতেক উর্চ্ছব কৈল সব সোকানল হৈল
হৃদয়ে সোক বাড়িল বিস্তর।
জত পাত্র মিত্র নঞা মনেত বিসাদ হঞা
রাত্রি দিনে চিন্তিত অন্তর।।
বিমন হইঞা রাজা নাহি করে তার পুজা
ঘর গেলা বিরস বদনে।
হরি চরনে মনে গুনরাজ খান ভনে
কৃষ্ণ জয় যুন সর্ব্বজনে।।
কলিকাল সব তন্ত্র নাহি য়ার কোন মন্ত্র
হরি হরি করহ স্মরন।
শ্রীকৃষ্ণ চরনে গুনরাজ খান ভনে
যুন নর হঞা একমন।। ❀ ।।

কংসের প্রতি নারদের উপদেশ বাণী

ভয় চমকিত বসুদেব মহাসয়।
দৈবকি সহিত গেলা আপন নিলয়।।
কংসের পাপ চেষ্টা জানিঞা আপুনি।
প্রথম গর্ভে হৈল তার পুত্র একখানি।।
উপজিল পুত্র দিল কংস বরাবরে।
দেখিয়া যুন্দর সিসু দয়া উপজিল তারে।।
ইহা হৈতে মিত্যু কিছু না হইব আমার।
তবে কেনে নষ্ট করি এ নব কুমার।।
মনেত চিন্তিঞা তারে দিল ততক্ষন।
হরিসে পুত্র নঞা বসুদেব করিল গমন।।
দৈবকি হরিস মনে হইল অদ্ভুত।
কোলে করি চুম্ব দিঞা নিল নিজ পুত।।
আর কথোদিনে হৈল দ্বিতিয় কুমার।
তাহা নঞা গেলা দেব কংসের দুয়ার।।
তাহা না মাইল রাজা কংস নৃপবর।
তিন চারি পঞ্চ পুত্র হইল সর্ত্তর।।
ছয় জন না মারিল কংস মহাসয়ে।
হেনকালে নারদমুনি আইল তোথাএ।।
মুনি দেখিঞা উঠে কংস মহারাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিঞা কৈল তার পুজা।।
নানা কথা কংসেরে কহেন মুনিবরে।
নিভৃতে বসিঞা কথা কহেন সর্ত্তরে।।
সুন মহারাজা কংস বলি উপদেস।
তোমার বিপক্ষ নাগি বলিএ বিসেষ।।

সুনিঞাত কংস রাজা চমকিত মনে।
নারদ কহেন জত সুনেন সাবধানে॥
তোমার অনেক সত্রূ প্রিথিবিতে হৈল।
ষুনিঞাত প্রজাপতি গো[খ৫/১]শাঞী নিবেদিল।
গোসাঞির আদেশ হৈল তোমার বরাবরে।
আপুনি অষ্টম গর্ভ দৈবকি ওদরে॥
সকল দেবের জন্ম হৈল তোমা বধিবারে।
একে একে হৈল তোমা নাস করিবারে॥
বুঝিঞা সত্যরে থাক না করিহ আন।
তোমা বধিবারে সব দেবের অনুমান॥
বলিঞা নারদ গেলা আপনার স্থানে।
ডাক দিঞা কংস রাজা বন্ধুজন আনে॥
নারদে কহিল জত মিথ্যা কিছু নহে।
কেমনে ভাল হএ তাহা করহ উপায়ে॥
মন্ত্রনা করিঞা তবে সকল অসুরে।
দৈবকির ছয় পুত্র মাইল একুবারে॥
বসুদেব দৈবকি আনিল কারাগারে।
লোহার জিজির দিঞা বান্ধিল তাহারে॥
জোথা দান জজ্ঞ জোথা বিষ্ণুর সদন।
গো ব্রাহ্মন জত তাহা করএ হিংসন॥
আদেসিল কংস রাজা জতেক অসুরে।
[ক৬/১]জেই জোথা পাএ সব বিষ্ণু হিংসা করে।
হেন কালে দৈবকির গর্ভ সাত মাঁস।
জোগ নিদ্রা ভগবতি আইলা তাব পাস॥
নিদ্রা ছলে গর্ব্ভ কাটি নইল সত্তরে।
প্রবেস করাইল নঞা রোহিনি উদরে॥
দৈবকির গর্ব্ভপাত জানাইল কংসেরে।
ষুনিঞা হরিস বড় রাজা কংসাষুরে॥
নারায়ণ অংস তেজ জগত দ্বিপন।
ষুক্ষ্মরূপ ধরেন গোসাঞী সংসার কারন॥
রোহিনি পাঠাঞা দিল নন্দ ঘোস ঘরে।
বসুদেব দৈবকি দেবি বন্দি কারাগারে॥
তোমা সম সখা নাহি এ তিন ভুবনে।
দৈবেত আমার কেন কইল বন্ধনে॥
বাখিবে আমার নারি আপন ভূবনে।
পুত্র হইলে তার তুমি করিহ পালনে॥
গুপ্ত বেসে রোহিনীর কথোক্কাল গেল।
সর্ব্বগুনে সম্পন্ন দেবি পুত্র প্রসবিল॥
পুত্র সহিতে দেবি নন্দ ঘরে বৈসে।
না জানিল কেহো তাকে আছে গুপ্ত বেসে॥

কৃষ্ণের জন্ম

কথোঙ্কালে বন্দিসালে দৈবকি সুন্দরী।
বষুদেব সঙ্গে থাকে ঋতুস্নান করী॥
দৈব নিজোজিত তার খণ্ডন না জায়।
পুনরপি বন্দিসালে আর গর্ভ হয়॥
হরি হরি নারায়ণ[গর্ভবাস কৈল।]
ত্রৈলোক্য মোহন বেস দৈবকি ধরিল॥
দেখিঞাত তেজ রূপ কংস অনুচরে।
দৈবকি উদরে গর্ভ জানাইল রাজারে॥
ষুন ষুন রাজা তুমি কংস নৃপবরে।
দুই মাঁস গর্ভ হইল দৈবকি উদরে॥
সকল অষুরে ডাকি বোলয়ে নৃপতি।
ভাল মতে বাখ তাহা করিঞা সকতি॥
প্রতি মাঁসে মাঁসে মোকে করাবে স্মঁরন।
সরূপেত এই গর্ভে আমার মরণ॥
বলিঞাত কংসরাজা গেলা নিজবাস।
মৃত্যুরূপে গর্ভে কৃষ্ণ চিন্তিঞা হতাস॥
তিন চারি পঞ্চ মাঁস গনি অনুচরে।
প্রতিদিনে রাজস্থানে করএ গোচরে॥
[ক৬/২]ছয়মাঁস গর্ভ হইল দেখি তেজোময়।
দেবলোকে নরলোকে করে জয় জয়॥
জোগ নিদ্রা নিরঞ্জন প্রভু শ্রীহরী।
মনুস্যের রূপ ধরি গর্ভবাস করি॥
[অদ্ভুত]চমৎকার সকল সংসারে।
ব্রহ্মা আদি দেবগনে আইলা দেখিবারে॥
জ্যোতির্ময় দেখি ব্রহ্মা দৈবকি উদরে।
দন্ড প্রনাম স্তুতি করয়ে বিস্তরে॥
তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি প্রজাপতি।
তুমি দেব মহেস্বর তুমি ত শ্রীপতি॥
তুমি চন্দ্র তুমি সুর্য্য তুমি তারাগন।
তুমি দিবা তুমি নিসি দণ্ড প্রহর ক্ষন॥
তুমি জপ তুমি তপ তুমি দান ধ্যান।
তুমি জোগ তুমি ভোগ তুমি ব্রহ্ম জ্ঞান॥
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি নারায়ণ।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগরন।
নিরঞ্জন গোসাঞী তুমি কৈলে গর্ভবাস।
সেবক বৎসল তুমি কইলে প্রকাস॥
মোহ দিঞা মার কংস মানুস সরির।
পৃথবির ভার হর মার সব বির॥
[এতেক]বলিঞা সভে প্রনাম করী।

চলিলাত দেবগন জার জেই পুরী ॥
দসমাঁস গর্ভ হয়ে দৈবকি উদরে।
দ্বিগুন করিএগ রক্ষক দিলত তাহারে ॥
ভাদ্রমাঁস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমি ষুভতিথি।
সুভক্ষন শুভদিন রোহিনি নিসাপতি ॥
দিন আস্ত গেল নিসি প্রথম প্রহর।
মেঘে আৎসাদিল সব গগন মণ্ডল ॥
দুআবি প্রহরি জত সব নিদ্রা গেল।
ঘোরতর মহানিসা অন্ধকার হৈল ॥
দোঅজ প্রহর নিসি চান্দের উদয়।
লগনেত ষুক্র গুরু ভৃগুর তনয় ॥
বৃষের উদয় চান্দে যবে ভুম্মি ষুত।
তুলায়ে সসি কন্যায়ে বুধ সব অদভুত ॥
চন্দ্রের হোরায়ে দেখি ত্রিকোন সময়।
কর্ক্কটের ষুক্র গুরু মিথুনের অর্দ্ধকায় ॥
প্রসন্নত দস[ক৭/১]দিগ প্রসন্ন জামিনি।
প্রসন্নত তারাগন চন্দ্রের রোহিনী ॥
প্রসন্নত নদ নদি প্রসন্ন সিখর।
দেবগন লএগ সুখে দেখে পুরন্দর ॥
হেনএগী সময়ে তথা মাহেন্দ্রক্ষণ হৈল
ষুন্দরি দৈবকি দেবি পুত্র প্রসবিল ॥
জয় জয় সব্দ হৈল সকল ভুবনে।
গোবিন্দবিজয় গুনরাজ খানে ভনে ॥ ❀ ॥
সঙ্খচক্র গদাপর্দ্ম চতুর্ভুজ কলা।
মকর কুণ্ডল কর্ন্নে দ্রিদে বনমালা ॥
হিরা মনি মানিকে মুকুট সোভে মাথে।
নানা রত্ন অঙ্গদ বলয়া দুই হাথে ॥
পাএত নুপুর বাজে কীবা সে দ্বিপতি।
দক্ষিনেত লক্ষ্মী বইসে বামে সরস্বতি ॥
পাসে দেবগন স্তুতি করএ বিস্তর।
দেখিএগত দেবগন হইলা ফাঁফর ॥
নারায়ণ রূপ দেখি মনে মনে গুনী।
কি বুলিব কি কহিব একোহি না জানী ॥
জগতের নাথ গোসাএগী সংসারের সার।
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জাহার অবতার ॥
তবে ত দৈবকি দেবি জোড় হাথ করী।
বিবিধ প্রকারে নারায়নে স্তুতি করী ॥
হেন অদভুত গোসাএগী মনে মনে গুনী।
মানুস উদরে জন্ম নইল চক্রপানী ॥
জেবা দুষ্ট কংস রাজা তোমার নাম ষুনি।

আমাকে মারিঞা তোমার লইব পরানি॥
কোন কর্ম্ম হউক গোসাঞী বোলহ উপায়।
জাবত নাঞী ষুনে ভাই দুষ্ট কংস রায়॥
ষুনিঞা মাএর বোল হাসে প্রভু হরী।
বলি আই ষুন কথা এক মন করী॥
ত্রেতা যুগে তোমার জথা জন্ম ছিল।
আমাকে ভকতি করি স্তুতি বড় কৈল॥
দেবমানে তপ কৈলে দ্বাদস বৎসর।
নিরাহারে দোঁহে তপ কইলে বিস্তর॥
তপ ফলে তবে আমি এইরূপ ধরী।
আপনে সদয় আমি হইলাঙ শ্রীহরি॥
[ক৭/২]বর মাগ বুইলাঙ আমি হইঞা সদয়।
না মাগিলে মুক্তিপদ আমার মায়ায়॥
মাগিলেত পুত্র হউক দেব চক্রপানী।
আমার উদরে জন্ম লইবে আপুনী॥
হেনঞীত বর আমি দিল একমতি।
পৃথিবী রূপা দেবী তোমার পুত্র প্রজাপতি॥
ত্রিভুবনের দেব আমি জন্ম নইল সংসারে।
ষুনহ প্রথম জন্ম বইল মাএরে॥
দ্বিতি অদিতি দেবি কস্যপ প্রজাপতি।
বামন রূপে কৈল জন্ম উৎপতি॥
উপেন্দ্র বলিঞা নাম থাকিল সংসারে।
বলিকে ছলিঞা নিল রসাতল পুরে॥
এখনে ত্রিতিঅ জন্ম তোমার উদরে।
ভুমি ভার খণ্ডাইব মারিব অষুরে॥
আমা এড়ি কন্যা আনি ভাণ্ড কংসরাজ।
পৃথিবির ভার হরি করি দেব কাজ॥
এতেক বচন জবে বুইল শ্রীহরি।
মোহিলত বাপ মায়ে সিষুরূপ ধরী॥
ত্রিভুজ কুমার তবে হৈল অচমিত।
নিগড় খসিল বষুদেব হরসিত॥
সকল দুআর মুক্ত প্রহরি নিদ্রা গেল।
কোলে করি বষুদেব গোকুল চলিল॥
শৃকালির রূপে আগে জাএ মহামাএ।
ফনা ছত্র ধরিঞা বাষুকি পাছু জাএ॥
জমুনা কল্লোল দেখি পাইল তরাস।
কেনমতে ঘর জাব এড়য়ে নিস্বাস॥
না করিহ ভয় কিছু হৈল স্বর্গবানী।
শৃকালি আগে জমুনায়ে হাঁটু এক পানী॥
সেই পথে বষুদেব কইল গমন।

লাফ দিঞা জলে কৃষ্ণ পড়িলা তখন।।
হাহাকার করি বষু কৃষ্ণ কৈল কোলে।
কৃষ্ণ কোলে করি তবে গোকুলেরে চলে।।
তবে গেলা বষুদেব নন্দের নিলয়।
কন্যা প্রসবিঞা সে জসোদা নিদ্রা জায়।।
পুত্র য়েড়ি বষুদেব কন্যা কোলে করী।
সেই পথে তেনমতে আইলা মধুপুরী।।
[ক৮/১]কন্যা দিঞা দৈবকীকে কহিল সব কথা।
পুর্ব্বরূপ নিগড় কপাট লাগে তথা।।
উঙা চুঙা করিঞা কান্দিল কন্যাখানি।
চিআইল প্রহরি ক্রন্দন সব্দ ষুনী।।
অস্ত ব্যস্থে জানাইল কংস নৃপবরে।
উপজিল সিষু দেখি দৈবকি উদরে।।
ষুনিঞা ধাইলা কংস আউদড় চুলে।
দেখিলত কন্যাখানি দৈবকির কোলে।।
কাড়িঞা নইল কন্যা দুষ্ট কংসাসুরে।
কান্দিঞা দৈবকী দেবি বলিল তাহারে।।
ভাই ভাই বলি দেবি কান্দে লোটাইঞা।
চণ্ডালেত হেন কর্ম না করে আসিঞা।।
মাইলেত ছয় পুত্র চন্দ্রের সমান।
একবারে মাইলে লঞা না কইলে আন।।
না থুইলে বংস মোর পৃথিবি ভিতরে।
ভাই হঞা কাল রূপে কৈলে অবতারে।।
মোর পুত্রে মারিব তোমাকে নারদ মুনি বুইল।
মারিলেত ছয় পুত্র কিছু ত নহিল।।
এখনেত কন্যা হইল তোমার সত্রু নহে।
না মারিহ এই কন্যা সুন মহাসএ।।
এতেক বলিল দেবি পড়িঞা চরনে।
কান্দিতে কান্দিতে বোলে কন্যা দেহ দানে।।
না ষুনিল তার বোল দুষ্ট কংসরায়।
কোলে হইতে কন্যা তার কাড়িঞা লঞা জায়।।
সত্তরে মাইল গিঞা সিলার উপরে।
অষ্টভুজা রূপ ধরি বলিল কংসেরে।।
হাসিঞা তাহাকে বুইল [সুন ভগবতি।]
মোকে এত দুঃখ কেনে দিলে পাপমতি।।
তোমা বধিবাকে হইল পুরূষ রতন।
গোকুলে পুরূষবর জন্মিল এখন।।
না করিহ হেলা তাকে কংস নরপতি।
তোমা বধিবাকে সব দেবের যুগতি।।
বলিঞাত গেলা দেবি আপনার বাস।

মৃর্ত্ত্য রূপে গর্ভে কৃষ্ণ চিন্তিএগ হতাস॥
মুর্ছিতা হইএগ রাজা এড়য়ে নি[ক৮/২]স্বাস॥
নিকট মরন দেখি কান্দে কংস রায়।
ডাক দিএগ পাত্র মিত্র আনিল সভায়॥
কান্দিতে কান্দিতে বানি বোলে কংসরায়।
শুনরাজ খানে বোলে শ্রীহরি সহায়॥✿॥

কৃষ্ণ হত্যায় কংসের মন্ত্রণা

॥ বরাড়ি রাগ ॥

যুন যুন চানুর মুষ্টিক মহাসয়।
কেসি ব্যোম আরিষ্ট বিরে বলিল সভায়॥
ভগিনি পুতনা বকাসুর অঘাযুরে।
ত্রিনাবর্ত্ত আরিষ্ট যুন প্রলম অসুরে॥
আমার মরন কাজ বৈল মহামায়।
গোকুলেত বৈসে তার চিন্তহ উপায়॥
সিষুকালে না মাইলে হব বড় কাল।
প্রবিন হইলে হইব মারিতে জঞ্জাল॥
এতেক করূন বুইল সভার ভিতরে।
যুনিএগ মন্ত্রনা করি দিলেক উত্তরে॥
আযুখ না কর রাজা ইন্দ্র জবে হয়।
একাকি মারিতে পারি না নিব সহায়॥
মানুস হএগ উপজিল দেব শ্রীহরী।
মনুস্যের সঙ্গ্যে আমার কি করিতে পারি॥
জথা পাহ তথা মার মানুস সরির।
একে একে পাঠাহ রাজা জত মহাবির॥
ঝাঁট করি পুতনা সে জাউক গোকুলে।
বিষস্তন দিএগ মারূক সিষু করি কোলে॥
মন্ত্রণা সুনিএগ দ্রিষ্ট হইলা নৃপতি।
চলিলা পুতনা বিসস্তনেত যুবতি॥
ঘরে আসি কংস রাজা বযুদেব আনি।
বন্দি ছোড়াইএগ তাকে বোলে স্তুতিবানী॥
মিথ্যা দুঃখ দিল তোমাকে যুন মহাসয়।
মিথ্যা তোমার পুত্র মাইল ক্ষেমহ আমায়॥
জে মারিব সে হইএ আজিকার রাতী।
গোকুলেত জন্ম তার বুইল ভগবতি॥
না লইহ দোস মোর পড়িয়ে চরনে।
চল জাহ ঘর দোঁহে হরসিত মনে॥
[ক৯/১]হরসিতে দুই জনে কইল গমনে।
গোকুলেত কৃষ্ণকথা সুন সর্ব্বজনে॥✿॥
নিন্দে হইতে উঠি জসোদা পুত্র দেখে পাসে।

পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন উগিল আকাসে।।
জয় জয় সব্দ হৈল নন্দের নিলয়।
বৃদ্ধকালে উপজিল সুন্দর তনয়।
এই কথা সর্ব্বজনে কহে স্থানে স্থানে।
আনন্দিত হইল সকল পুরজনে।।
পুত্রোৎসব করে নন্দ হরসিত হঞা।
কুড়ি সহস্র ধেনু দিল ব্রাহ্মন আনিঞা।।
ত্রি পুত্রে সর্ব্বজনে মহোৎসব করী।
সকল সম্পন্ন হইল নন্দ ঘোস পুরী।।
কৃষ্ণ অবতার হৈল গোকুল নগরে।
প্রভু রূপ দেখিঞা মোহিত গোপকুলে।।
ঘোসনাত দিল নন্দ সকল নগরে।
কর লঞা কালি জাব রাজার দুআরে।।
কোটাল জাইঞা কহিল ঘরে ঘরে।
ষুনিঞা সকল গোপ সাজিল সত্তরে।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সকট পুরিঞা।
নডিলাত সব গোপ হরষিত হঞা।।
কর লঞা মেলানি দিল কংস নৃপবর।
বষুদেব সম্ভাসিতে গেলা তাঁর ঘর।।
উঠিঞাত কোলাকুলি কইল দুইজনে।
হরিসে দোঁহার জল পড়িছে নয়নে।।
ষুনিল তোমার পুত্র বৃদ্ধকালে হৈল।
আমার জতেক পুত্র পাপ কংসে মাইল।।
বংস রক্ষ্যা এক পুত্র আছে তোমার ঘরে।
মাএর সহিত পালন করিহ তাহারে।।
তোমা সম বন্ধু আর নাঞী ত্রিজগতে।
এ কারনে দুঃখ যত নিবেদি তোমাতে।।
চল ঝাঁট জাহ নন্দ না থাকিহ এথা।
অনেক বিঘ্ন হব তোমার ঘরে তথা।।

পুতনা বধ

এত বলি মেলানি দিল নন্দ মহাসএ।
এথাত পুতনা নারি জাএ গোকু[ক৯/২]লয়ে।
করিঞা মোহন বেস ত্রৈলোক্য ষুন্দরি।
কটাক্ষেত পুরূষের মন লয়ে হরি।।
নানা রত্ন অভরন পরে পুষ্প মালা।
ঘরে ঘরে বুলে সে পাতিঞা মাআ ছলা।।
কথাঙ না দেখে দস দিনের কুমার।
অচম্বিতে গেল নন্দ ঘোসের দুআর।।
সিষুরূপে গোবিন্দাই মনে মনে হাসি।

আমা মারিবাকে আইলি দারূনি রাক্ষসি॥
মারিব রাক্ষসি হেন চিন্তিল উপায়।
ষুনি চমৎকার জেন নাগে কংস রায়॥
পুতনা রাক্ষসি গিএগ ছাওালের পাসে।
উপকথা কহে আর মনে মনে হাসে॥
ভালত ছাওাল গুটি বড়ই সুন্দর।
দেখি দেখি করি কোলে কইল কোঁঅর॥
পুতনা রাক্ষসি সে জে বালকঘাতিনী।
কৃষ্ণ মারিবাকে আইলা দোচারিনী॥
হেনক সুন্দর সিশু কথাঙ না দেখ্যে।
ইহা বুলি বিষস্তন দিল তাঁর মুখে॥
স্তন পিএ নারায়ন মনে মনে হাসে।
যুড়িল চুমক প্রান স্তন মুখে আইসে॥
আর্ত্তনাদ রাও কাঢ়ে রাক্ষসি দারূনি।
ভয়ঙ্কর রূপ দেখি পূতনা পাপিনী॥
ডাক ছাড়ে রাক্ষসি মুর্ত্তি ধরে আপনার।
প্রান সহিতে স্তন পিএ নন্দের কুমার॥
ডাকের সব্দে সব গোকুল নিবাসি।
নন্দ ঘরে দেখে গিএগ দারূনি রাক্ষসি॥
প্রান দিএগ রাক্ষসি পড়ে গোকুল উপরে।
বুকে বসি স্তন পিএ নন্দের কোঁঅরে॥
ডাক ছাড়ি প্রান দিল পূতনা রাক্ষসি।
হেন বেলে কর দিএগ নন্দ ঘরে আসি॥
কি কি বুলি গোল হৈল সকল গোকুলে।
অস্তে ব্যস্তে নন্দ ঘোস পুত্র কৈল কোলে॥
কেমনে রাক্ষসি ম[ক১০/১]ইল করেন্ত বাখান।
বষুদেব জত বুইল কিছু নহে আন॥
তাহার প্রমান য়েই দেখি বিদ্যমান।
সর্ব্বতত্ত জানেন বষুদেব মতিমান॥
পড়িল পুতনা ছয় ক্রোস যুড়িএগ।
গোকুলের গাছপালা সকল ভাঙ্গিএগ॥
বিকৃতি মুখ রাক্ষসি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এক ক্রোস ষুড়িএগ পড়ে মস্তক ডাঙ্গর॥
নাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।
উদর গোটা দেখি জেন ষুখান পোখরি॥
দন্ড সৈল মস্তক পিঙ্গল কেসভার।
অন্ধকুপ গম্ভির আঁখি দেখি দুই তার॥
বড় দিঘির পাহাড় জেন হস্ত পাদ ধরি।
গিরি কান্দর জেন দেখিএগ ভয় করী॥
দেখিএগত ত্রাস পায়ে গোকুল নগরে।

খানি খানি করি কাটি পুড়িল তাহারে।।
গাএর গন্ধ বাহিরাএ অগৌর কস্তুরি।
স্তন পিএগ নারায়ণ তার প্রান হরি।।
রাক্ষসি হইএগ পুতনা পাপ দুষ্ট মতি।
কৃষ্ণের প্রসাদে পাএ মাতৃলোকে গতি।।
বিষস্তন দিএগ পুতনা মাত্রিলোকে জাউ।
স্তনামৃত দিএগ পুতনা[1] কোন লোক পাউ।।
নন্দ জসোদার কি কহিব কাহিনী।
আর জন্মে দুইজনে সেবিল চক্রপানী।।
নন্দ জসোদা ধরাধর রূপ ধরি।
তপ করি অনেক কাল চিন্তিল শ্রীহরি।।
তপফলে বর তাকে দিল নারায়ণ।
নন্দঘোস জসোদা হইলা দুইজন।।
পরম পুজিত নন্দ গোকুল নগরে।
সব গোপ কুলে মেলি নন্দ আজ্ঞা ধরে।।
কহিল সকল কথা বুজহ সংসারে।
গুনরাজ খানে বোলে কৃষ্ণ অবতারে।।

শকট ভঞ্জন

।। সিন্ধুড়া রাগ ।।

পুত্র পুত্র বুলি জসোদা রোহিনি আই।
দোহেঁ গেল জে[ক১০/২]থা আছে পুত্র গোবিন্দাই।।
কান্দিএগ গোকুলে নিজ সিসু করি কোলে।
রক্ষা বান্ধিলেন্ত দিএগ স্বর্গ গঙ্গাজলে।।
দুই পাদ উরূ ভাল আঁদি দেবে রক্ষা কৈল।
অচ্যুতে অচ্যুত উরূ জঙ্গম রাখিল।।

কটি চরন পাসে দ্রিদয়ে কেসব বৈসে
ইন্দ্র ঋষি কেসব দেবে পাই।
প্রান নারায়ণ গতি স্বেত দ্বিপ অধিপতি
মন যুগে সব অধিপতি।।
পৃষ্ঠ দেসে বুদ্ধিবান আমা রাখে ভগবান
জংঘ ভুজ রাখু কভুঁ এগন।
ত্রিৰ্ড়ান্তি গোবিন্দ দেবে নআন রাখু মাধবে
সর্ব্বত্র বৈকুণ্ঠ দেবে দেবে।।
আসিএগত শ্রীপতি ডাকিনী মাতৃকা গতি
শ্রীহরি সকল রক্ষন্তি।

১. প্রস্তাবিত পাঠ : যশোদা।

জত দেবে রক্ষা করি আনিলেন্ত ব্রজপুরী
সোআইল সকট উপরি।।
পুত্রের জনম দিনে কাজর দিল নয়ণে
কৌতুকে কইল নানা দানে।
জতেক গোকুল নারি একে একে সভা করী
ক্রীড়া করে জসোদা ষুন্দরি।।
জতেক গোকুলে বৈসে সভে গেলা হরিসে
ষুন্য গৃহে গোবিন্দাই হাসে।
সিষুর চরিত্র করি দুই পাএ নাথি মারি
সকট খান ভাঙ্গিল শ্রীহরি।।
ভাঙ্গিল সকট খান ভাণ্ড জাএ নানা স্থান
সব্দ হয়ে ত্রিজগত ভরী।
ভাঙ্গিল সকট হরি ভাণ্ড জাএ গড়াগড়ি
মায়ে আসি নৈল কোলে করী।।
পুত্র পুত্র বলিএগা বুকে ঘাও হানিএগা
কে সকট ভাঙ্গিল হায়।
তোমার পুত্রের পায় সকট ভাঙ্গিল ঘায়
তেঞী ভাণ্ড গড়াগড়ি জায়।।
ছাওালের বোল ষুনী জসোদা নন্দ ঘরনি
মিছা না দুসিহ পুত্র খানী।
এত বলি নন্দ রানি কোলে নৈল চক্রপানী
হরিসে পুত্র নইল জননি।।
পুতনা মরন জানি সকট ভঞ্জন ষুনী
ত্রাসে কংস মনে মনে গু[ক১১/১]নি।
সরূপে আমার কাল নন্দ ঘরে ছাওআল
গোকুলেত বাঢ়য়ে বিসাল।।
এতেক বিক্রম কইল ছাওাল কালে ষুনিল
স্তন পানে পুতনা বধিলা।
সকট ভাঙ্গিল পায় সিষুরূপে বজ্রকায়
মারিব তাহা কোমন প্রকারে।।
এত সব মনে করে আনি ত্রিনাবর্ত্ত ষুরে
চল জাহ গোকুল নগরে।
নন্দ নন্দন বালা তাকে না করিহ হেলা
মার গিএগা পাতিএগা নানা ছলা।।
এতেক বচন তায় বোলে কংস মহারায়
মার গিএগা নন্দ ঘোস বালা।। ৩ ।।

তৃণাবর্ত্ত বধ

রাজার আদেসে ত্রিনাবর্ত্ত অষুরে।
ব্যাঘ্র মুর্ত্তি ধরি জাএ গোকুল নগরে।।

আতি চন্ড মুর্ত্তি ব্যাঘ্র দেখিতে ভয়ঙ্কর।
ধুলায়ে পুরিল সব গোকুল নগর।।
হাথাহাথি ধরি জাএ কিছু নাহি দেখি।
কেহো কেহো নাহি দেখে ধুলাএ পুরে আঁখি।।
মাএর কোলে থাকি দেখে দেব দামোদরে।
বাউবেগে ত্রিনাবর্ত্ত আইল মারিবারে।।
সংসারের ভর হইল সকল সরিরে।
এড়িল জসোদা পুত্র পাএগ বড় ডরে।।
হেন বেলে ত্রিনাবর্ত্ত আসিএগ নৈল কোলে।
বাউ বেগে আকাসেত কৃষ্ণ লএগ তোলে।।
তথাই শ্রীহরি তার গলা চাপি ধরী।
আকাসে হইতে ভুম্যে আছাড়িএগ মারী।।
পড়িএগ মরে ত্রিনাবর্ত্ত দেখে সর্ব্বজনে।
গলা চাপি ধরিএগছে নন্দের নন্দনে।।
না দেখিএগ পুত্র জসোদা বুকে ঘাও হানি।
কথা গেল কেবা নিল মোর চক্রপানী।।
এতেক বুলিএগ রানি করএ ক্রন্দন।
ধরিতে না পারে হিআ করএ করূন।।
কথোদুরে অষুর বুলে দেখিল শ্রীহরি।
ত্রাস পাএগ জসোদা আই পুত্র কোলে করী।।
অস্তেব্যস্তে জসোদা কোলে নৈল গদাধর।
মৈল জিল পুত্র মোর আবাল ষুন্দর।।
[ক১১/২]কতেক বিঘ্ন লেখিল বিধাতা ইহার কপালে।
না মইল পুত্র মইল পাপিষ্ঠ অষুরে।।
ধর্ম্মলোক জেই হিংসে বিধাতা তা হরে।
না মইল মোর পুত্র মইল অষুরে।।
এত বলি জসোদা আই পুত্র লএগ ঘরে।
স্নান করি রক্ষা বান্ধে বুকের উপরে।।
মুখে স্তন দিএগ ষুস্ত কইল গদাধর।...
কোলে করি হরিসে পুত্রের মুখ চাহি।
মায়াত কপট করে প্রভু গোবিন্দাই।।
হাসিএগত হাসি ছাড়ে শ্রীমধুষুদন।
তাঁর উদরে দেখে জসো সকল ভুবন।।
কি দেখিল কি দেখিল স্বপ্ন হেন জানী।
মায়া করি আৎসাদিল প্রভু চক্রপানী।।

কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ

কথোক্কালে বষুদেব গর্গমুনি আনী।
নিভৃতে প্রনতি তাকে বুইল কিছু বানী।।

জদুবংসে জেই জেই হএ নৃপমুনী।
তার নামকরন তুমি করহ আপুনী॥
আমার পুত্র গোকুলে আছে ষুন মুনিবর।
তার নামকরন তুমি করগা সত্তর॥
কুল পুরোহিত তুমি হও গুরূজনে।
তেকারনে নিবেদিল তোমার চরনে॥
বষুদেবের বোল ষুনি মনে মনে গুনী।
ভারাবতারনে আসিঞাছে চক্রপানি॥
দৈবকির অষ্টম গর্ভে কভু কন্যা নহে।
মায়া পাতি নারায়ণ আছে গোকুলএ॥
হরিসে নড়িলা মুনি স্মঁরিঞা নারায়ণ।
আজি সে সফল হৈল আমার জিবন॥
ভাল হৈল বষুদেব পাঠাইল আমারে।
নয়ন ভরিঞা আজি দেখিব বিশ্বেস্বরে॥
দেখিব ত নারায়ণ গোকুল নগরে।
অস্ত ব্যস্তে গেলা মুনি নন্দ ঘোস ঘরে॥
দেখিঞাত নন্দ ঘোস সম্ভ্রমে উঠিঞা।
বৈসাইল পাদ্যার্ঘ চরন বন্দিঞা॥
কোন ভাগ্যে চরন তোমার আইল মোর ঘরে।
কী করিব মুনি আজ্ঞা কর[ক১২/১]হ আমারে।
য়েত ষুনি মুনি বোলে ষুনহ গোআল।
বষুদেবে পাঠাইল তোমার দুআর॥
তাহার পুত্রের নাম থুইব এখনে।
রোহিনি সাহিত আন মোর বিদ্যমানে॥
বিলম না কর কথা ষুনহ গোআল।
আমার সাক্ষ্যাতে সিষু আনহ তৎকাল॥
তবে নন্দ ঘোস বোলে যুড়ি দুই কর।
আমার পুত্রের নাম থোবে মুনিবর॥
ভাল ভাল করি মুনি বলিল বচন।
আনিঞা দোঁহার কৈল নামকরন॥
রোহিনীর পুত্রের রৌহীনেয় নাম থুইল।
রোহিনী কুমার তেঞী সংসারে বুলিল।
রাম নাম থুইল গুন দেখি সর্ব্বজনে।
গর্ভ সঙ্কর্সনে নাম থুইল সঙ্কর্ষনে॥
হের তোর পুত্র দেখি আতি ষুলক্ষন।
অভিনব অবতার জেন নারায়ণ॥
বড় কারনে সঙ্কর্শন নাম উহার।
অনেক নাম সব আর ঘুসিব সংসার॥
ইহা হইতে সঙ্কট বড় এড়াব গোআলে।

বড় বড় কর্ম্ম করিব এ দুই ছাওালে।।
চিন্তা না করিহ কিছু যুন ব্রজেশ্বর।
কহিল সকল কথা জাই আমি ঘর।।
এতেক বচন যুনি নন্দ মহাসয়।
মুনির চরন পুজি করিঞা বিনয়।।
ভকতি করিঞা কৈল চরন বন্দন।
অনেক প্রকারে স্তুতি করিল বন্দন।।
গর্গ মুনি বোলে যুন নন্দ মহাজন।
সাবধানে রাখিহ কৌঅর দুইজন।।
এতেক বলিঞা তবে ঘর গেলা মুনী।
হরসিত নন্দ ঘোস জসোদা রোহিনী।।

মৃত্তিকা ভক্ষণ

নানা গুণ রূপ কৃষ্ণ সিযু রূপ ধরী।
আনন্দিত সর্ব্বলোক গোকুল নগরি।।
হেন রূপে শ্রীহরি করে নানা কেলী।
মাঁটি খাইল কৃষ্ণ জসোদা মায়ে বুলি।।
ধাঞা গিঞা জসোদা পুত্র নিল কোলে।
কেনে মাটি খাইলে বা[ক১২/২]পু বুইল ছাওআলে।
মাঁটি নাঞী খাই আমি মিছা বুইল গিঞা।
হয়ে নহে মুখ মোর দেখ নিরখিঞা।।
মায়া করি মুখ মেলে শ্রীমধুযুদন।
হাসিঞা জসোদা করে মুখ নিরিক্ষন।।
মাঁটি নাহি দেখে দেখে সকল ভুবন।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল জতেক দেবগন।।
চন্দ্র যুর্য্য দিবারাত্রি সাগব পর্ব্বত।
ভুলোকের নদ নদী জত ত্রিজগত।।
অদ্ভুত নাগিল চিত্তে মনে মনে গুনী।
কিবা দেখি কথা আছি একুই না জানী।।
আপনাকে দেখে দেবি আছএ তথাঞী।
আশ্চর্য্য মানিঞা দেবী রহিলা তথাঞী।।
কী বা স্বপ্ন কিবা ধন্দ দেখিল নয়ন।
কিবা ইন্দ্রজাল কিবা কৃষ্ণের কারন।।
মনে ভাবে হেন কিবা প্রভু শ্রীহরী।
দেখাইঞা বিস্বরূপ সিযু রূপ ধরি।।
খণ্ডিলেক জসোদার সব মোহপাস।
পুত্র লঞা কৌতুক করি গেলা নিজ বাস।।
হেন কৃষ্ণ চরিত্র নর সুন এক মনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরি চরনে।।

দধি দুগ্ধ ভক্ষণ

॥ বিভাস রাগ ॥

তবে ত কথোককালে গোকুলে শ্রীহরী।
মানুসের রূপ ধরি বালকৃড়া করী॥
কভু হাথে কভু পাএ বুলে ঘরে ঘরে।
ছাওালের সঙ্গে বুলে ধুলাতে ধুসরে॥
দুই ভাই এক ঠাঞী ছাওালের সঙ্গে।
ছাওালের সঙ্গে ক্রিড়া করে নানা রঙ্গে॥
নানা রঙ্গ করে সিষু হঞা এক মেলী।
চৌদিগে ভ্রমন করে দিঞা করতালি॥
একদিন গোকুলেত নন্দের ঘরনি।
গৃহকর্ম্মে দাসিগন ডাক দিঞা আনি॥
আপনে মথএ দধি করে ছর ছর।
গীত বন্ধে গাএ জত কৈল গদা[ক১৩/১]ধর॥
রোহিনী সহিত গায়ে কৃষ্ণের কাহিনী।
তথা কৃড়া করে নিঞা প্রভু চক্রপানী॥
অসেস লাবণ্য লিলা করে জদুরায়।
বিবিধ কৌতুক খেলা খেলএ সদায়॥
গাই নাহি দুহিতে বৎস মেলিঞা বাটায়।
দধি দুগ্ধ খাঞা ভাণ্ড ভাঙ্গিঞা ফেলায়॥
দধির মথন দণ্ড চাপিঞাত ধরে।
জত লুনি পাএ তাহা খাএ একবারে॥
তবে ত জসোদা মা কোপে হাথে ধরি।
চাপড় মারিঞা কৃষ্ণকে এক ভিত করি॥
সব দধি দুগ্ধ ঘোল সিকাতে তুলিঞা।
কেমনে খাইবে কৃষ্ণ খাহত আসিঞা।
মাএর বচনে কৃষ্ণ হাসে মনে মনে।
ছাওাল চরিত্র তবে করে নারায়ণে॥
পিড়ির উপর পিড়ি উখলি দিঞা চড়ি।
শিকার উপর ভাণ্ড ভাঙ্গিঞাত পাড়ি॥
তাহা দেখি জসোমতি হাথে বাড়ি নিল।
বাড়ি দেখি গোবিন্দাই পালাইঞা গেল॥
হাথে বাড়ি লঞা জসো তার পাছে ধায়।
হাসিঞা হাসিঞা কৃষ্ণ ধাইঞা পালায়॥
জসোদা ধাইঞা জাএ আউদড় চুলে।
ঘর্ম্মে তোল বোল হৈল সকল সরিরে॥
দেখিঞা মাএর দুঃখ হরি সদয় হ্রিদয়।
মাএ ধরা দিঞা হরি কান্দে উভরায়॥
ভএ কান্দে গোবিন্দাই মায়াত পাতিঞা।
পেলাইঞা বাড়ি কৃষ্ণকে ধরিল আসিঞা॥

ধরিঞা বলিল যুন নন্দের নন্দন।
দধি খাহ ভাণ্ড ভাঙ্গ করহ ক্রন্দন॥
তোমার চরিত্র কিছু না জাএ সহন।
কেমন করহ কর্ম্ম না জানি মরম॥
গৃহকর্ম্ম নাহি পাঙ তোমার লাগিঞা।
ঘৃত দুগ্ধ খাঞা[ক১৩/২]ভাণ্ড পেলাহ ভাঙ্গিয়া।
ঘরে আসি জসোদা উপায় শৃজিঞা।
ত্রিজগত নাথ বান্ধে উদুখলি দিঞা॥
তখনেত শ্রীহরি কইল কপটে।
জত দড়ি আনে কৃষ্ণকে বান্ধিতে না আঁটে॥
আনিল জসোদা ঘরে জত দড়ি ছিল।
তমুত ছাওাল হরি বান্ধিতে নারিল॥
ঘরের আনিঞা দড়ি বান্ধে তার পেটে।
জত দড়ি আনে আঙ্গুলি দুই নাঞী আঁটে॥
আসি জাই করি জসোদার ঘাম নিকলিল।
সদয় হইলা কৃষ্ণ বন্ধন আঁটিল॥
বান্ধিঞাত বোলে জসোদা যুন হে কানাঞী।
কেমনে খাইবে দধি বন্ধন খসাই॥
বন্ধনে থাকহ জাই দধি মথিবারে।
গৃহকর্ম্ম করি আসি মুকাব তোমারে॥
বান্ধিঞা জসোদা জাএ ঘর নিজ যুখে।
তথা হইতে শ্রীহরি দুই বৃক্ষ দেখে॥
ঋষি সাঁপে দুই দেব পাএ বড় দুঃখ।
সাঁপ খণ্ডাঞা আজি করোঁ তার মোক্ষ॥

যমলার্জ্জুন ভঙ্গ

॥ শ্রী শ্রী ॥ ॥ ধানসি রাগ॥

এই ত বৃক্ষের কথা সুন এক চিত্তে।
জমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ হইল জেন মতে॥
নল কুবেরের মুনি এ দুই কুমার।
মদে মত্ত হঞা করে জলতে বেহার॥
স্ত্রিগন সঙ্গে লঞা জমুনার কুলে।
বিবস্ত্র হইঞা কৃড়া করে কুতুহলে॥
হেন বেলে সে পথে নারদ তপোবন।
কৌতুকে অন্তরিক্ষ হঞা করএ ভ্রমন॥
সম্ভ্রমে দেখিঞা সকল নারিগন।
উঠিঞা পরিল বস্ত্র হঞা সচেতন॥
মত্ত হঞা বস্ত্র না পরিল দুইজন।
কোপ রোস করে তাকে নারদ তপোধন॥
লোকপাল পুত্র হঞা হেন তোর মতি।

[ক১৪/১]বিবস্ত্র হঞা কৃড়া কর লইঞা যুবতি॥
ধনে মদমত্ত হঞা প্রানি হিংসা কর।
তো হেন পাপিষ্ট নাহি সংসারে ভিতর॥
তবে এই সাঁপ তাকে দিল মুনিবরে।
বৃক্ষ হঞা জন্ম গিঞা গোকুল নগরে॥
দ্বাপর সেসে গোসাঞী মনুস্য জন্ম হঞা।
ভারাবতারন হৈব গোকুল আসিঞা॥
তাহার প্রসাদে অব্যাহতি হব দুই জনে।
এক ষত বৎসর তথা থাক দেবমানে॥
সাঁপ দিঞা অন্তরিক্ষে গেলা তপোধন।
বৃক্ষ হঞা উপজিল সেই দুইজন॥
মুনির বচন হউক দোঁহার অব্যাহতি।
ধিরে ধিরে তার পাস গেলাত শ্রীপতি॥
দুই বৃক্ষের মাঝ দিঞা জাএ গোবিন্দাই।
আড় হঞা উদুখলি নাগিল তথাঞী॥
টান দিল উদুখলে ষুনি মড়মড়ি।
ভাঙ্গিলত দুই বৃক্ষ জাএ গড়াগড়ি॥
গাছের সব্দে গোকুলেত নাগিল তরাস।
নির্ঘাত সব্দ জেন উঠিল আকাস॥
গাছে হইতে বাহিরাএ দুই সহোদর।
গোসাঞী পরসে হৈল দ্বিগুন ষুন্দর॥
করজোড়ে স্তুতি করে এক চিত্ত মনে।
প্রনাম করিঞা বোলে কৃষ্ণের চরনে॥
তুমি নারায়ণ তুমি ব্রহ্মা মহেশ্বর:
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জগত ইশ্বর॥
আমার সকতি স্তুতি করিতে না পারি।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি অধিকারী॥
ভাল হৈল ঋষি মোকে দিল সাঁপ বানি।
তাহার প্রসাদে চক্ষে দেখিল চক্রপানী॥
বুলিব তোমার গুন হউক এই বানী।
সেই সে সফল কর্ন্ন তোমার কথা ষুনী॥
সেই সে সফল হস্ত তোমার কর্ম করে।
সেই সে সফল চক্ষু দেখয়ে তোমারে॥
[ক১৪/২]মোহোর ভাগ্যের সিমা কি বুলিতে জানি।
নয়ন ভরিঞা প্রভুর দেখিল চরন খানি॥
কত ভাগ্য করিলাঙ জন্ম জন্মান্তরে।
তার ফলে পরসিল চরন কমলে॥
তোমার পাদারবিন্দ অমৃত মধুপান।
অভয় পাদারবিন্দ অভয় কল্যান॥
মহাভয় বিনাসন দুরিতের হেতু।

তোমার পাদারবিন্দ পরসের সেতু ॥
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আন।
নিবেদিল চরনে প্রভু কর পরিত্রান ॥
যুন কুবেরের পুত্র জাহ নিজ ঘর।
আমার প্রসাদে শ্রুতি থাকি হে কোঁঅর ॥
আমা দরসনে লোক নহিব বিফল।
পাইলেহে জত দুঃখ হইল সফল ॥
বর পাএগ দুই জনে প্রদক্ষিন করী।
প্রনাম করিয়া গেলা জার জেই পুরী।
হেন অদভুত যুন এক চিত্ত মনে।
গুণরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরনে ॥

॥ শ্রী শ্রী ॥ ০ ॥ ০ ॥ ॥ বসন্তরাগ ॥
পড়িল পড়িল গাছ সভে আইল নড়ে।
বিনি বাত বরিসনে গাছ কেনে পড়ে ॥
নন্দ ঘোস জসোদা মা বুকে ঘাও হানী।
ধাএগ কোলে করি নিল প্রভু চক্রপানি ॥
কে ভাঙ্গিল গাছ যুন সব সিযু গনে।
কেমনে এড়াইল মোর কুলের নন্দনে ॥
তবে ত ছাওাল বোলে যুন মোর বানি।
তোমার পুত্র ভাঙ্গিল গাছ উদুখলী টানী ॥
তা সভার বোলে নন্দ মনে মনে হাসে।
এ সব ছাওালে মোর পুত্র উপহাসে ॥
কাঁখে করি নন্দ ঘোস গোবিন্দাই আনি।
স্নান করি রক্ষা বান্ধে জসোদা রোহিনী ॥

কৃষ্ণের ফলক্রয় লীলা ও বাল্যক্রীড়া

হেনমতে কপট কৃড়া করে চক্রপানি।
হেন বেলে ফল লএগ আইল ফল বিক্রঅনি ॥
বিধ আশ্চর্য্য ফল করিএগ সাজনী।
ক খাইব ফল আইসেন[ক১৫/১]তার ডাক যুনি।
ডাক যুনি নারায়ণ ধান্য লএগ করে।
ড় দিএগ ফল খাইতে খাএ দামোদরে ॥
ন্য দিএগ নারায়ন লোড়ে তার ফল।
না রত্ন হইল তার ধান্য সকল ॥
গাসাএগীর প্রসাদে তার হৈল নানা ধন।
ল লএগ সিযু সঙ্গে খাএ নারায়ণ ॥
জনি প্রভাত হইল শ্রীরাম কানাএগী।
ান করিবারে গেল সুন্দর গোবিন্দাই ॥

ছাওালের সঙ্গে কৃড়া করে দামোদর।
অকালেত বেলা হৈল দ্বিতিঅ প্রহর॥
ভাত খাইতে স্নান করি নন্দ আইলা ঘরে।
ডাকি আন ভোজন করুক দামোদরে॥
পুত্র আনিবাকে জায়ে জমুনার কুলে।
কৃড়া করে গোবিন্দাই ছাওালের মেলে॥
ঘর আইস বেলা হৈল দ্বিতিঅ প্রহর।
কেনে ভাত নাঞী খাহ কেনে নাঞী আইস ঘর॥
দুই প্রহর বেলা হৈল আইলা বিহান।
কিছু নাঞী খাহ নাঞী কর স্তন পান॥
উচ্চস্বর করিঞা ডাকে দেবিত রোহিনী।
ঘরে আইস বাপু ষুন মোর বানি॥
হে রাম রোহিনি ষুত কুলের নন্দন।
প্রভাত সময়ে বাপু কর্য়াছ ভোজন॥
শ্রম বড় হইল বাপু না খেলিহ খেলা।
খেলা রসে রহিলা অনেক হৈল বেলা॥
আমার সপতি নাগে না খেলিহ খেলা।
কৃষ্ণ লঞা ঘরে আইস ছাড় সিষু মেলা॥
তোমার বাপ তোমাকে না দেখিল আসি।
তোমার বিলমে নন্দ আছে উপবাসি॥
ছাওাল সব ভুঞ্জিআছে দেখিয়ে সুস্বর।
তুমি দুই ভাই ভোখে ধুলাতে ধূসর॥
আইস পুত্র বলভদ্র কাহ্নাইকে লঞা।
ভাত খাঞা পুনরপি কৃড়া করসিঞা॥
হাথে ধরি জসোদা মা আনে দুই জনে।
ঘরে আনি দুই জনা[ক১৫/২]কে করাইল ভোজনে।

গোকুল ছেড়ে নন্দ ঘোষের বৃন্দাবনে বসতি

হেন বেলে নন্দ ঘোস মনে মনে গুনি।
ডাক দিঞা মোক্ষ মোক্ষ বন্ধুজন আনি॥
গোআলের হৈল সব এতেক উৎপাত।
কত ভয় এড়াইব না পাঙ সোআস্ত॥
পুতনা ভগিনি মইল অদ্ভুত সরিরে।
অচম্বিতে সকট ভাঙ্গিল মোর ঘরে॥
মইল ত্রিনাবর্ত্ত বির ঘোর দরসন।
দ্বিনি বায়ে ভাঙ্গিল দুই জমল অর্জ্জুন॥
সভে আসি হিংসে মোর ছাওাল কানাঞী।
কত বিঘ্ন ইহাতে জে লেখিল গোসাঞী॥
কত বিঘ্ন হয়ে রাম কৃষ্ণ দুই জনে।

কত এড়াইব যুন সব গোপ গনে॥
পরিহার করি বলি যুন এক বোল।
আর ঠাঞী জাই চল ছাড়িঞা গোকুল॥
ভাল ভাল বোলে সব গোআলার কুল।···
ছাড়িঞা গোকুল বৃন্দাবনকে চলিল।
সকল গোআল মেলি এক মেলি হৈল॥
জত গোপ সব সভে একত্র হইঞা।
সকটে চড়িঞা জাএ সিঙ্গা বাজাইঞা॥
জমুনার কুলে গোবর্দ্ধনের নিকটে।
বৃন্দাবন পাঞা তথা রাখিল সকটে॥
বান্ধিল গোপের ঘর বিবিধ প্রকারে।
গাছপালা রূপিল সব উত্তম নগরে॥
গুবাক নারিকেল রূপিল মনোহর।
আম্র কাঁঠাল সব দেখিতে যুন্দর॥
নানা বিধি প্রকারে ঘর দেখিতে যুঠান।
বিচিত্র নির্মান গিরি দেখিতে যুঠান॥[১]
নন্দ ঘোস পুরি মহারাজের সমান।
তাহার নিকেট কৈল বিচিত্র উদ্যান॥
মহাযুখে বইসে নন্দ সেই বৃন্দাবনে।
কৌতুকে বৎসক রাখে রাম নারায়ণে॥

বৎসাসুর বধ

একদিন রাম কৃষ্ণ গোআল সিযু লঞা।
রাখেন্ত বাছুর সভে জমুনা কুলে গিঞা॥
[ক১৬/১]ত্রিজগতনাথ হরি সংসারের সার।
বাছুর রাখেন প্রভু শৃষ্টি করতার॥
প্রভুর চরিত্র কিছু বুঝনে না জায়।
কৃষ্ণের চরিত্র কেবা [বুঝিবারে পায়॥]
জমল অর্জ্জুন ভঙ্গ যুনি কংস রায়।
কানাঞীর মরন হএ কমন উপায়॥
এতেক চিন্তিঞা রাজা সব যুর আনি।
গোকুলে বাড়িল সক্র[নন্দের পো খানি॥]
বাছুর রাখিঞা বুলে ছাওালের সঙ্গে।
বাছুর রূপ ধরি তাহা মার বড় রঙ্গে॥
আদেসে বৎসক গেল জমুনার তিরে।
বাছুর রূপে সান্তাইল গোঠের ভিতরে॥
দেখিঞা জানিল কৃষ্ণ সেই মায়াযুরে।
আঙ্গুলি দেখাঞা তাহা দেখাইল বলেরে॥

১. অতিরিক্ত পাঠ—দেখি অনুপাম॥

হোর দেখ বৎস রূপ অষুর দুষ্টমতি।
[আমা মারি]তে পাঠাইল কংস নরপতি॥
মারিতে অষুর আইল মারিব এখনে।
কৌতুক দেখহ ভাই ইহার মরনে॥
এত বলি সান্তাইলা বাছুর[ভিতরে]।
পাছু বাটে দুই পাএ লেঞ্জে চাপি ধরে॥
পাক দিএগা উভ তাকে কৈল গোবিন্দাই।
গাছে ঠেকি প্রান দিল অষুর তথাই॥
মায়া ছাড়ি অষুর মরে বাছুর ভিতরে।
পর্ব্বত কায় দেখি ত্রাস পাইল ছাওআলে॥
হেন অদ্ভুত নর ষুন এক মনে।
কৃষ্ণের চরিত্র নিলা না জায়ে কথনে॥
প্রভুর কৌতুক নিলা ষুন এক মনে।
বৎসক মাইল গোঠে গুনরাজ খানে ভনে॥

বকাসুর বধ

॥ মহা বরাড়ি রাগ ॥

পড়িল বৎসক সব হাসে দেবগনে।
গোবিন্দ উপর করে পুষ্প বরিসনে॥
নন্দন মল্লিকা জাতি পারিজাত মালা।
বৃষ্টি কৈল দেবগনে জেন জল ধারা॥
জয় জয় দুন্দুভি বাদ্য বাজিল আকাসে।
ষুনি ত্রাস পাইল লোক গোকুলে[ক১৬/২]জত বৈসে।
বৎসক বধ ষুনি কংস অদভুত কথা।
বড়ই প্রবল সত্রু বাড়িল মোর এথা॥
কেমনে মারিব তাহা চিন্তে মনে মনে।
ডাক দিএগা বক ভাই আনিল তখনে॥
ষুন বক ভাই তাকে না করিহ হেলা।
বড় সত্রু হইল মোর নন্দের ঘরের বালা॥
এমত দুরন্ত সত্রু নাহি ত্রিভুবনে।
নিশ্চয়ে জানিল এই বধিব জীবনে॥
আমার বচন বক ষুন সাবধানে।
তোমা সম বির নাহি য়ে তিন ভুবনে॥
কানাএগী মারিতে তুমি হও সাবধানে।
মহাবল ধরএ কানাএগি .... বলবানে॥
ছাওাল সঙ্গে বৎস রাখে জমুনার তিরে।
সত্ত্বর হঞা তথা গিএগা মারহ তাহারে॥
রাজার আদেসে বক নড়িল সত্তরে।
বক রূপে রহিল গিএগা জথা গদাধরে॥
বাছুর রাখি শ্রান্ত হৈলা শ্রীরাম কানাএগী।

ভমুনাকে পানি পিতে নড়িলা তথাই॥
অচম্বিতে বক বীর গিলিল [নারায়ণে]।
হাহাকার করে তবে আকাসে দেবগনে॥
হেন বেলে গোবিন্দ বকের মাআ জানী।
আড় হএগ্রা গলাতে নাগিলা চক্রপানি॥
[না পারে গিলিতে]বককে পোড়য়ে সরিরে।
উগারিএগ্রা য়েড়ে কৃষ্ণকে নিজ রূপ ধরে॥
দস জোজন উভে বক দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দুই যোজন আড়ে তার সরির [ডাগর॥]
পুনরপি রূসিএগ্রা জাএ কৃষ্ণ গিলিবারে।
হাসিএগ্রা হাসিএগ্রা তাকে বোলেন গদাধরে॥
তোর ভয়ে পথ না বহে দেবগনে।
[আজি ত মরন তোর জম্মের]করনে॥
তোমা মারি তুষ্ট করিব দেবের সমাঝ।
ভাল মতে ভয় পাউক কংস মহারাজ॥
এত বলি গোবিন্দ পরিল বিরধড়ি।
উভ[করি চূড়া বান্ধে বাছুরের[ক১৭/১]দড়ি॥]
মালসাট মারি আইসে প্রভু শ্রীহরি।
দুই হাথে দুই ঠোঁঠ চাপিএগ্রাত ধরি॥
নিলায়েত ভগবান মাইল এক টান।
উভে দুই চির হএগ্রা হইল দুইখান॥
জয় জয় সব্দ তবে হৈল দেবগনে।
গোবিন্দ উপরে করে পুষ্প বরিসনে॥
বক বির মারি হরি হরসিত মনে।
দেখিএগ্রাত দেব জাএ জার জেই স্থানে॥
তবে ত হরিসে আইসে নন্দেব কুমারে।
হেন অদভুত কেহো না করিব আরে॥
গিলিলেক বক কৃষ্ণকে দেখে সর্ব্বজনে।
না মইলা কৃষ্ণ হৈল বকের মরনে॥
এত বলি ছাওাল সব নড়িলা নিজ ঘরে।
গোকুলে কহিল জত কৈল গদাধরে॥
যুনিএগ্রা কৃষ্ণের কথা সভাতে তরাস।
গুনরাজ খানে বোলে নারায়নের দাস॥

অঘাসুর বধ

॥ঃ॥ সামগড়া ॥ঃ॥

জমুনার তিরে কৃষ্ণ বক বধ কৈল।
যুনিএগ্রাত কংসরাজা ত্রাস বড় পাইল॥
কহ কহ আরে দুত কহ আর বার।
কেমনে মাইল বক নন্দের কুমার॥

মহাসত্ত বক বির বিদিত সংসারে।
একেস্বর ইন্দ্র জিনিতে সেই বকে পারে॥
ছাওাল হইএগ্রা কানাঞী মাইল নিলায়।
স্বরূপ হইল জত বলিল মহামায়॥
চিন্তিএগ্রা চিন্তিএগ্রা কংস এড়য়ে নিশ্বাস।
ডাকিএগ্রাত অঘাষুর আনিল নিজ পাস॥
ষুন অঘাসুর ভাই অদ্ভুত কাহিনী।
উপজিলে মাইল কৃষ্ণ তোমার ভগিনী॥
ত্রিনাবর্ত্ত মহাষুর মাইল নিলায়।
বৎসক মাইল বক মাইল মহাকায়॥
ছাওআল হএগ্রা করে এত বড় কর্ম্ম।
আমার মরন হেতু গোকুলে তার জন্ম॥
তোমা হেন সখা নাহি এ তিন ভুবনে।
ঝাঁট করি মারি দেহ নন্দের নন্দনে॥
[ক১৭/২]মহা বলবান তুমি বিদিত ভুবনে।
তোমা হেন বলি আর না দেখি ভুবনে॥
মহা ধনুর্দ্ধর তুমি বলে মহাবলী।
রন মাঝে গেলে পাও বড়ই আনুলি॥
ত্রিভুবন জিনিতে পার কে হয়ে গোআল।
কানাঞী মারিএগ্রা দেহ তোমে দিল ভার॥
এতেক কংসের বোল ষুনি অঘাষুরে।
না করিহ সঙ্কা আমি মারিব কৃষ্ণেরে॥
রাজার আদেসে নড়ে হরসিত মনে।
অজগর রূপ ধরি রহিল বৃন্দাবনে॥
এথাত গোবিন্দ জবে পোহাইল রাতি।
বাছুর রাখিতে জাএ ছাওাল সংহতী॥
সিকা করি ভাত নিল সকল ছাওালে।
বাছুর রাখি ভাত খাব জমুনার কুলে॥
নড়িলা ছাওাল কানাঞী বলাই লইএগ্রা।
আপন বাছুর সব আগে চালাইএগ্রা॥
সিঙ্গা বাজাইএগ্রা নড়িলা দামোদর।
বাছুর লইএগ্রা বৃন্দাবনের ভিতর॥
ছাওাল লএগ্রা কানাঞী বৃন্দাবনে বাছুর রাখি।
অটমিতে মহাকায় অজগর দেখি॥
কুড়ি জোজন দির্ঘে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তিন জোজন আড়ে সরীর প্রসর॥
একখান ওষ্ঠ তার গগন মণ্ডলে।
আর ওষ্ঠ খান তার পৃথবির তলে॥
বাঙ্গা মুখখান তার অরূন কিরন।
জিহি গোটা পাইল তার সকল ভুবন॥

মেঘখান উঠিল জেন যুড়িএগ আকাস।
দারুন ঝড় বহে জেন নাকের নিস্বাস॥
স্বাসের ঘাএ সিসু সাম্ভায়ে উদরে।
সভে সাম্ভাইলা কৃষ্ণ রহিলা বাহিরে॥
কৃষ্ণ নাএগী আইলা অসুরা মনে মনে গুনি।
মুখান না বুজে জাবত আইসে চক্রপানি॥
বাহিরে থাকিএগ মনে চিন্তেন গোপাল।
অসুর মারিএগ বাহির করি ছাওআল॥
জাবত জঠর জালে ছা[ক১৮/১]ওাল না মরে।
তাবত অসুর মারি চিন্তিল দামোদরে॥
দৃঢ় পরিকর বান্ধি সাম্ভাইলা ভিতরে।
আকাসের দেবগন হাহাকার করে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগনে পরমাদ গুনী।
অঘাষুর ওদরে সাম্ভাইলা চক্রপানী॥
প্রবেশ কইল কৃষ্ণ অসুর দেখিল।
দুই ওষ্ঠ এক করি মুখান বুজিল॥
উদরে সাম্ভাইএগ কৃষ্ণ মায়াত পাতিল।
সকল দুআর তার বাউবন্দি হৈল॥
বাউ না চলে হৈল আনড় সরির।
মাথা ফুটি দ্বার করি হইলা বাহির॥
দ্বার প্রসন্ন করি গোবিন্দ বাহিরাইল।
সেই পথে বাছুর ছাওাল সব আইল॥
প্রান বাহির হইল তার সেই পথ দিএগ।
কানাএগী বাহির হএ জ্যোতির্ম্মঅ হএগ॥
বাহির হইল জত বাছুর ছাওাল।
জে পথে বাহির হৈলা যুন্দর গোপাল॥
গোসাএগী পরসে মইল পাপিষ্ট অসুরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্ষয় করি সাম্ভাইলা সরিরে॥
মুক্তি পদ পাইল অসুর দেখে দেবগনে।
কৃষ্ণের উপর কৈল পুষ্প বরিসনে॥
প্রভুর চরিত্র কেবা বিচারিলে পায়।
বৈর ভাব ধরি অসুর মুক্তি পদ পায়॥
এক চিত্ত মনে জদি ভজি নারায়ণ।
পরম ভকতি লভে কহিল কারন॥
মৈল অঘাষুর দুষ্ট কংস রাজা যুনে।
মালাধর বসু বোলে গোবিন্দ চরনে॥❁॥

ব্রহ্মমোহন

॥ সিন্ধুড়া রাগ॥

মাইল অসুর তবে দেব বনমালি।
হরিসে ছাওাল সঙ্গে রঙ্গে করে কেলী॥

চল জাই সভে ক্ষিধা নাগিল সরিরে।
সিকা খসি ভাত খাব জমুনার তিরে॥
পানি পিএগ সুখে ঘাস খাউ বাছাগন।
চারিদিগে বসিলা সভে মধ্যে নারায়ণ॥
সকল সিকার ভাত একত্র কইল।
[ক১৮/২]সকল ছাওালে কৃষ্ণ ভাত বাঁটি দিল॥
কেহো হাথে কেহো পাতে কেহো পুষ্পদলে।
সিকার চুপড়ি কেহো করি নিল কোলে॥
জেই জাহা পাইল তাহা কইল ভক্ষন।
হেন মতে বাল কৃড়া করে নারায়ণ॥
স্বর্গে থাকি ব্রহ্মা মহা কৌতুক হইল।
কৃষ্ণ পরক্ষিতে ব্রহ্মা সেই ঠাঞী আইল॥
জমুনার কুলে জত বাছুর আছিল।
একবারে ব্রহ্মা আসি সকল হরিল॥
ভাত না ছাড়িহ কেহো বুইল নারায়ণ।
বাছুর উদ্দেসে আমি করিএ গমন॥
নির্ভয় হইএগ থাক সব সিষুগন।
আনিতে বাছুর আমি করিয়ে গমন॥
বাছুর উদ্দেসে তবে নড়িলা গোপাল।
এথা চুরি কৈল ব্রহ্মা সব ছাওআল॥
উদ্দেস কইল কৃষ্ণ বাছুর না পাইল॥
লেউটিএগ আসি য়েথা সিষু না দেখিল॥
বাছুর ছাওাল নাঞী কৃষ্ণ মনে গুনি।
ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা হরিল আপুনী॥
আমা পরিক্ষিল ব্রহ্মা হাস্য উপাজিল।
বাছুর ছাওাল জত আপনে শ্রীজিল॥
জেন রূপ জেন ঠান জতেক বএস।
জেন মত জার অঙ্গ জেন জার কেস॥
জেন বাক্য জেন কৃড়া জাহার জে ঘরে।
জেন মত জার গুন শৃজিল দামোদরে॥
সেই মতে কৃড়া করি নড়িলা গদাধর।
জার জত বাছুর লএগ সভে আইলা ঘর॥
জেমতে মায়ের কোলে স্তন পান করী।
তাহা দেখি হাসি গেলা আপনে শ্রীহরি॥
হেন মতে ব্রহ্মাকে মোহিল দামোদর।
না নড়িল কিছু হৈল এক বৎসর॥
দিনা দুই তিন আছে বৎসর পুরিতে।
দুই ভাই সঙ্গে গেলা বাছুর রাখিতে॥
আপনে আসিএগ ব্রহ্মা দেখিল কানাঞী।
সেই ছাওআল সেই বাছুর[দেখিল]তথাই॥

[ক১৯/১]ছাওাল বাছুর জত আমি ত হরিল।
পুনরপি তারা য়েথা কেমতে আইল॥
সেই ছাওয়াল কিবা আমাকে ভাণ্ডিএগা।
সকল আছয়ে ব্রহ্মা দেখিল আসিএগা॥
গোসাঞীর মায়া ব্রহ্মা চিন্তে মনে মনে।
মাআ পাতিএগাছে সে জে রাম নারায়ণে॥
এতেক চিন্তিএগা গেলা জথা দামোদর।
না দেখে বাছুর সিষু কানাঞী একেশ্বর॥
তবে কথোক্ষনে ব্রহ্মা দেখিল বলাই।
বাছুর ছাওাল সব দেখিল তার ঠাঞী॥
দেখিএগাত সব মায়া দেব প্রজাপতি।
সংখ চক্র গদা পদ্মঁ লক্ষ্মি সরস্বতি॥
এক জনে এক ব্রহ্মা করয়ে সেবন।
মূর্ত্তিমান ব্রহ্মা দেখে হরির সদন॥
আপনা হেন দেখেন ব্রহ্মা সভার নিকটে।
দেখিএগা পড়িলা ব্রহ্মা বড়ই সঙ্কটে॥
চারি মুকুট লোটায় তিঁতেন আঁখির জলে।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা প্রনতি বোল বোলে॥
আমাকে এতেক কেনে করহ মায়ায়।
আমা হেন কোটি ব্রহ্মা নিমিসেকে হয়॥
অজ হেন নাম মোর ত্রিজগতে বুইল।
সেই লোভে অন্ধ হএগা তোমা না দেখিল॥
তোমা হইতে গোস্যাঞী আমার উৎপতি।
আঁখির জলে গোসাঞী আমি প্রজাপতি॥
সত্ত রজ তম তুমি তিন গুন ধরি।
মায়া পাতি আমা তুমি শৃজিলে শ্রীহরি॥
কত ব্রহ্মা শৃজ তুমি আঁখির নিমিসে।
কোটি কোটি ব্রহ্মা তোমার লোমকুপে বৈসে।
হেন এক ব্রহ্মাণ্ড তথির ভিতরে।
আভৈঠ হস্ত প্রমান দেখে আপন সরিরে॥
তোমার কটাক্ষে হয়ে আমার মরন।
তুমি ত সংসার তুমি জগত কারন॥
তোমার সেবক সঙ্গ কত পুন্যে পাই।
না পাতিহ মায়া মোকে প্রভু গোবিন্দাই॥
[ক১৯/২]অবস্য থাকয়ে পুত্র জননি উদরে।
চরনের ঘাত নাগে সকল সরিরে॥
সে দোসে জে পাপ হএ যুন দামোদর।
কোটি কোটি ব্রহ্মা তোমার উদরে ভিতর॥
তবে কেনে প্রসন্ন মোকে নহ চক্রপানি।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা বুইল জত বানি॥

ব্রহ্মার করুন যুনি প্রভু শ্রীহরি।
আছিল জতেক মায়া সকল সংহরি॥
দুই[ভাই]সিযুরূপ হইলা ততক্ষণে।
দেখিঞাত ব্রহ্মা হৈলা হরসিত মনে॥
আনিঞাত দিল ব্রহ্মা বাছুর ছাওআল।
প্রদক্ষিন করি ব্রহ্মা নড়িলা গোপাল॥
হরসিতে ব্রহ্মা গেলা আপনার ঘর।
ছাওাল বৎসক সব আইল সত্তর॥
হাথে ভাত কড় বাটি বোলেন্ত গোপালে।
ভাত খাই বৎস চরূক জমুনার কুলে॥
হেনমতে কৃড়া করে ছাওালে ছাওালে।
বেলা অবসান হৈল নড়িলা গোপালে॥
সিঙ্গা বাজাইঞা নড়িলা দামোদর।
জার জে বাছুর লঞা সভে গেলা ঘর॥
অঘাযুর বধ জত দেখিল ছাওালে।
ঘরে ঘরে সব কথা কহিল গোকুলে॥
যুনিঞা কৃষ্ণের কথা গোকুল নিবাসি।
কৃষ্ণের জতেক কর্ম্ম নহে ত মানুসি॥
দেব হঞা জনমিলা নন্দের কুমার।
দেবের অধিক করি করে অবতার॥
জতেক অযুর আইল কৃষ্ণ মারিবারে।
পতঙ্গ পড়িল জেন অগ্নির উপরে॥
অঘাযুর মারিঞা রাখিল বন্ধুজন।
তার সক্র নাস হয়ে যুনে জেইজন॥
পঠন করয়ে জেবা করে বা স্মঁরণ।
অন্তে বৈকুণ্ঠ পুরি পায় সেই জন॥
ঘরে ঘরে কৃষ্ণকথা সকল গোকুলে।
[ক২৫/১]গুনরাজ খাঁনে বোলে বন্দিঞা গোপালে।

ধেনুকাসুর বধ ও তালভক্ষণ

॥❀॥ ভাটিআলি রাগেন গীঅতে ॥❀॥

রজনি প্রভাত হইল রাম দামোদরে।
বৎস চালাঞা গেলা জমুনার কুলে॥
নানা রঙ্গ করি কৃষ্ণ জায় ধিরে ধিরে।
কথাঙ কোকিলগন যুস্বর নাদ পুরে॥
তার সম ধ্বনি পুরে প্রভু দামোদরে।...
কথাঙ মর্কট সিযু লাফ দেই রঙ্গে।
তেনমতে জায়ে কৃষ্ণ ছাওালের সঙ্গে॥
কথাঙ মউরগন দেখি নৃত্য করে।
তার সম নৃত্য করে দেব দামোদরে॥

কথাঙ পক্ষগন আকাসে উড়িএগা জাই।
তার সঙ্গে ছায়া ধরি বুলে গোবিন্দাই ।।
কথাঙ বনের ফুল তুলিল মুরারি।
কথোক কর্ন্নে কথোক দ্রিদে মস্তকে উপরি ।।
নলিত খেলন অতি নলিত বেহার।
নলিত লাবন্য নিলা করয়ে অপার ।।
বিচিত্র খেলন অতি ভাঁতি মনোহর।
মউর চন্দ্রিকা সোভে সিরের উপর ।।···
অর্দ্ধ চন্দ্র সম দেখি মস্তকে উপর ।।
কত্ত নিলা করে প্রভু কতেক খেলন ।।
মণ্ডলির মাঝে নাচে ভাঁতি বিলক্ষন ।।···
বলরাম খেলেন অতি পরম ষুন্দর ।।
বিচিত্র মোহন বেস সঙ্গে সিশুবর।
কৃষ্ণ বলরাম খেলে ছাওালে ভিতর ।।
অপরূপ নাট্য নিলা করে জদুরায়।
আপনে হাসিএগা হরি বালক হাসায় ।।
হেনমতে বৃন্দাবনে কৃড়এ গোপাল।
শ্রম ক্ষিধা পাএগা কিছু বোলে ছাওআল ।।
ষুন রাম ষুন কৃষ্ণ ষুনহ শ্রীহরি।
তোমার প্রসাদে আমরা সর্ব্বভয় তরী ।।
নিবেদন করি কিছু ষুনহ মুরারি।
বিনি কিছু না খাইলে নড়িতে না পারি ।।
[ক২০/২]হোর তালবন আছে নিকটে ভাল দেখি।
কংসের ধেনুক বিরে তাল বন রাখি ।।
ধেনুক মার তাল খাই সব ছাওআলে।
তোমার মনে লএ জদি আইস গোপালে ।।
সিষুর বচন ষুনি প্রভু নারায়ণ।
হাসিতে নাগিলা প্রভু কমললোচন ।।
হরসিতে জাএ কৃষ্ণ সিষুর বোল ষুনি।
তাল খাইতে জাএ প্রভু চক্রপানি ।।
সত্তরে বলাই গিএগা তালে নড়া দিল।
জতেক আছিল পাকা সকল ঝড়িল ।।
গাছের মড়মড়ি ষুনি ধেনুক অষুরে।
কে ভাঙ্গএ তালবন ধাইল সত্তরে।
দেখিল ছাওালে তাল কুড়াইএগা খাই।
পাএ নাথি মারি তাকে পেলাএ বলাই ।।
নাথি মারি বলদেব গলা চাপি ধরে।
পাক দিএগা পেলে তাকে গাছের উপরে ।।
গাছে ঠেকি ধেনুক পড়িল ভুমিতলে।
রক্ত উঠি মরে অষুর হাসে ছাওআলে ।।

মহা বলবান বলরাম মহাসয়।
ধেনুক মারিঞা সভার খণ্ডাইল ভয়॥
এতেক যুনিঞা কংস এড়য়ে নিশ্বাস।
মনে মনে জানে কিছু না করে প্রকাস॥
বেলা অবসান দেখি দেব দামোদর।
সিঙ্গা বাজাইঞা গেলা জার জেই ঘর॥

কালীয় দমন

আর দিন প্রভাতে কৃষ্ণ সিযুগন লঞা।
বাছুর রাখিতে জাএ বলাই এড়িঞা॥
নানা রঙ্গে কৃড়া করি জাএ বনমালি।
কৌতুকে কৌতুকে গেলা জথা নাগ কালী॥
ত্রিসায়ে আকুল হঞা পিল কালি জল।
বিষজল খাঞা মৈল ছাওাল সকল॥
চারিদিগে চাহে কৃষ্ণ ছাওাল সব মৈল।
কালির বসতি মনে গুনিঞা জানিল॥
অমৃত দৃষ্ট দিঞা গোসাঞী সকল জিআইল।
কেন মতে ঘুচে কালি তথাই[ক২১/১]চিন্তিল॥
ইহার বসতি জোগ্য নহে এই ঠাঞী।
ছাওাল লঞা কৃড়া আমি করিব সদাই॥
জেই সব পিব আসি এই দ্রূদে পানি।
খাইঞা সকল লোক তেজিব পরানি॥
কৌতুকে স্বছন্দে কৃড়া নহিব কাননে।
কেমনে বসিব লোক এই বৃন্দাবনে॥
এথা হতে কালি নাগ অন্য ঠাঞী জাউ।
বৃন্দাবনে লোক সব যুখে পানি খাউ॥
এতেক চিন্তিঞা হরি চারিদিগ চাহি।
অচম্বিতে কদমতরূ দেখিল তথাই॥
নাফ দিঞা গদাধর সেই গাছে চড়ি।
দৃঢ় পরিকর বান্ধি মধ্য দ্রূদে পড়ি॥
সর্পের উপরে তবে পড়ে গদাধর।
জল কৃড়া করি গেলা দহের ভিতর॥
বেড়িলেক নাগগন মানুস গন্ধ যুনী।
সেই নাগ চাপি বৈসে প্রভু চক্রপানি॥
ক্রোধে আসি নাগগন নইল কামড়ে।
জে কামড়ায়ে তার দন্ত ভাঙ্গি পড়ে॥
ভাঙ্গিল সভার দন্ত পালাএ সত্তরে।
ধাঞা গিঞা কালি নাগে কইল গোচরে॥
যুন যুন নাগরাজ অদ্ভুত কথা।
মানুসে আসিঞা করে পঞ্চনি অবস্থা॥

তাহা সঙ্গে সভার বিস্তর হৈল রন।
কাহারো মস্তক ভাঙ্গিল কাহারো দসন॥
লংঘিল তোমার পুরি পাইল তরাস।
পালাএগ আইলাঙ তেঞী তোমার সম্পাস॥
প্রান রাখ প্রান রাখ ষুন নাগরাজ।
এক গোটা সিষু আসি কইল অকাজ॥
মানুস হএগ নাগরাজের করে অপমান।
হেন অদভুত নাহি ষুনি কোন স্থান॥
ষুনিএগ ধাইল কালি নাগের বচনে।
খাইতে বেড়িলা গিএগ কৃষ্ণ জথা স্থানে॥
কালিদহে ঝাঁপ দিল কানাঞী দেখিল।
ধাএগ ছাওআল সব গোকুলে জানাইল॥
কি করহ নন্দ ঘোস জসোদা রোহিনী।
[ক২১/২]কি কর গোআল সব ষুনহ কাহিনী॥
বাছুর লএগ গেলাঙ সভে জমুনার তিরে।
ত্রিসাএ আকুল হএগ পিল কালিনিরে॥
বিষজল খাএগ মৈল সকল ছাওালে।
একলা জিআইল সভা ষুন্দর গোপালে॥
জিআইএগ ঝাঁফ দিল জলের উপরে।
বেড়িএগ খাইল নাগ কৃষ্ণ তথা মরে॥
নির্ঘাত সব্দ হৈল রক্ত বরিসন।
নিস্চয়ে জানিল সভে কৃষ্ণের মরন॥
ধাএগ জাএ জসোদা বুকে ঘাও হানী।
তার পাছু কান্দিএগ নড়িলা রোহিনী॥
ধাএগ নন্দ ঘোস জাএ আউদড় চুলে।
স্ত্রি পুরুষে নড়িলা জত আছিলা গোকুলে॥
জমুনার কুলে না দেখিল গোবিন্দাই।
ভুমি লোটাইএগ কান্দে গোআল সবেঞী॥ ❁॥

॥ দির্ঘ দির্ঘ সন্দ॥

এই ত জমুনার কুলে দুসহ কালির জালে
কেমনে সহিলে বিষ জাল।
গোকুলে জতেক বৈসে মরয়ে নাগের স্বাসে
উঠ পুত্র বাল গোপাল॥
ইহার উপর দিএগ না জায়ে পক্ষ উড়িএগ
দেবলোকে না করে গমন।
কার বোলে এথা সিএগ কালিদহে ঝাঁফ দিএগ
প্রান আসি দিলে কি কারন॥
আমার বচন ষুনি উঠ পুএ জদুমনী
তোমা বিনে না রহে জিবন।

তোমা না দেখিব জবে কি করিব প্রান তবে
উঠ পুত্র কমললোচন॥
ভাই বলরাম তোর হোর জত সিধু আর
গোকুলে কান্দয়ে বাছা গন।
হের পুত্র সিংগা নড়ি পরিধানে বির ধড়ি
ঘর কেনে না কর গমন॥
হের সব দেখ পুত্র বাপ মাও বন্ধু গোত্র
গোকুলে জতেক বসএ।
তুমি ত সভার প্রান আর কি[ক২২/১]ছু নহে আন
তুমি জিলে সকল জিঅঅ॥
না জাইব কেহো ঘর যুন পুত্র দামোদর
প্রান দিব কালিত উপর।
কী করিব ধন জন না জাইব বৃন্দাবন
যুন্য আজি গোকুল নগর॥
দুই ত প্রহর বেলা উঠ পুত্র নন্দবালা
স্তন পিএগা বৈস মোর কোলে।
তোমা জবে না দেখিব দস দিগ যুন্য হব
আইস পুত্র যুন এক বোল॥
পুতনা আইল জবে না মইলা পুত্র তবে
না পড়িলা সকট উপরে।
তৃনাবর্ত্ত মহাযুরে জবে নিল আকাসেরে
না মাইলা তবে দামোদরে॥
বৎসক মাইলে গোঠে সান্ভাইলা বক পেটে
ঠোঠ চিরি লইলে পরানি।
জেবা দুষ্ট অঘাযুরে দেব কাঁপে জার ডরে
তার প্রান নিলে চক্রপানি॥
মাইলে ধেনুক বনে তাল খাইলে নারায়ণে
দুই ভাই ছাওআল হএগা।
সাত বৎসর তোরে ভাল মতে নাএগী পুরে
প্রান দিলে কালিতে আসিএগা॥
হাকান্দ কান্দনে কান্দে রানি সকরূনে…
ধুলায়ে ধুসর কলেবর।
লোটাএগা লোটাএগা কান্দে কুন্তল নাহি বান্ধে
ঘন স্বাস বহয়ে সত্তর॥
যুবর্ন্ন কঙ্কন রানি কপাল উপরে হানি
রক্ত পড়ে হএগা সতধার।
বিনাএগা বিনাএগা রানি কপালে কঙ্কন হানি
এই প্রান নাহি রহে আর॥
হা পুত্র হা পুত্র বুলি কান্দিএগাত ব্যাকুলি
কান্দে জসো বেদনা পাইএগা।

ধুলায়ে ধুসর হঞা কান্দে রানি বিনাইঞা
এক দৃষ্টে কালিদহে চাঞা॥
পুত্র সোকে প্রান আর দিব তনু আপনার
কানু বিনু কি কাজ জিবনে।
অহে পুত্র বনমালি মোরে কৈল পাগলি
তুমি পুত্র আমার জিবনে॥
প্রান না রাখিমু আর নিছনি দিলু তোমার
আমা মারি কিবা পাইলে যুখে।
কৃষ্ণ হেন পুত্র জার ত্রিজগ[ক২২/২]তে অবতার
তার সোক য়েই বড় দুঃখে॥
হা পুত্র হা পুত্র বুলি কান্দে রানি ব্যাকুলি
এক দৃষ্টে কালিদহে চাঞা।
কোথা গেলা পুত্র মোর' না দেখিঞা মুখ তোর
প্রান জায়ে তোমা গোড়াইঞা॥
সে যুন্দর তনুবর বিষ জালে জর জর
মলিনতা হইল বদনে।
জির্ন্ন হইল অঙ্গ দংসিল নাগ ভুজঙ্গ
তাহে প্রান রহিব কেমনে॥
কেবা দিল সাঁপ বানী কোথা গেলা জদুমনী
মোর পুত্র কে নিল হরিঞা।
রোহিনি কান্দে উভরায় ভুম্যে গড়াগড়ি জায়
কান্দে দোঁহে ভুমিতে পড়িঞা॥
অঝর নআনে কান্দে আপনাকে জসো নিন্দে
কানাঞী মোর নিল কোন জনে।
কোথা গেলা কানু মোর দ্রিদয় না রহে মোর
তোর পাছে করিব গমনে॥
হেন পুত্র জার মরে সেবা কেনে প্রান ধরে
আমা সম নাহিক পাপিনী।
নালন পালন করি কোলে করি লঞা বুলি
সে পুত্র না দেখি প্রান না রাখিব আমী।৷
এতেক বিনয় বানি কান্দে জসোদা রোহিনী
পৃথবিতে গড়াগড়ি বুলে।
নন্দ কান্দে উভরায় সকল গোআলা ধায়
এই মতে গোআল সকলে॥
বৃন্দাবনে জত বৈসে সকল স্ত্রি পুরূষে
জমুনাকে জাএ নড়ানড়ি।
না দেখিঞা গোবিন্দাই কালিদহের মুখ চাই
কান্দে সভে দিঞা গড়াগড়ি॥
তুমি ত সভার প্রান বিপদের পরিত্রান
কেবা আর রাখিব আমাএ…।

সকল আসি গোকুলে লোটাইএগ ভুমিতলে
কান্দে সভে গোবিন্দ না দেখিএগ॥
নাহি কান্দে বলভদ্র কৃষ্ণের জানে মহত্ত
ধিরে ধিরে বুইল কিছু গিএগ।
তুমি দেব নিরঞ্জন শৃষ্টি স্থিতি কারন
তুমি প্রভু সংসারের[ক২৩/১]সার।
ব্রহ্মার স্তুতি বচনে ভুমি ভার হরনে
গোকুলে কইলে অবতার॥
গোকুলের জত জন তুমি তার প্রানধন
তুমি মৈলে মরিব সর্ব্বজনে।
আমার বচন যুনি মাআ ছাড় চক্রপানী
কালি নাগের কর বিমোচন॥
ভাইর বচন রাখি মায়ের ক্রন্দন দেখি
হাসিএগাত দেব শ্রীহরি।
কালির সির উপরে উঠে দেব দামোদরে
মাথে করি কালি নৃত্য করে॥
বিশ্বম্ভর রূপ হয়ে কালির পরান লএ
মোহ গেলা সর্প অধিকারী।
যুনিএগাত ত্রাস পাইল কালির স্ত্রি পুত্র আইল
স্তুতি করে জোড় হাথ করি॥
হরির চরন মনে গুনরাজ খাঁনে ভনে
কৃষ্ণ জয় বোল সর্ব্বজনে।
কলিকাল সর্ব্বতন্ত্র আর নাহি কোন মন্ত্র
হরি হরি করহ স্মঁরনে॥

শ্রী শ্রী॥০॥❀॥০॥০॥❀॥

॥ ধানসী রাগ ॥

তুমি দেব নিরঞ্জন জগতাধিকারী।
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গোসাঞী তুমি ত সংহারি॥
তুমি নর তুমি হর তুমি পক্ষগন।
তুমি সর্ব্বাধার তুমি জগত কারন॥
তুমি ত শৃজিলে গোসাঞী সকল সংসার।
তুমি প্রান হরিলে গোসাঞী দিতে নাহি আর॥
দেবের দেবতা তুমি পুজ্যের পুজিত।
ত্রিভুবন নাথ তুমি কর সর্ব্বহিত॥
অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দুরিত দহন তাপ কর বিমোচন॥
তোমার মহিমা প্রভু বুলিতে না পারি।
চরনে সরন নিলুঁ কৃপা কর হরি॥
ত্রিভুবন নাথ তুমি সংসারের সার।

প্রান নিতে দিতে গোসাঞী তোমার অধিকার॥
তুমি ত শৃজিলে আমা খল রূপ করী।
ভালমন্দ জ্ঞান নাঞী পাইলে সংহারি॥
জাতি ধর্ম্ম কইল গোসাঞী ক্ষেম একবার।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা করহ আমার॥
[ক২৩/২]কালির বচন ষুনি হাসেন বনমালি।
ছাড়িঞা জমুনা নদি নড় তুমি কালী॥
জেই জনে পিয়ে পানি মরয়ে তখনে।
তোর বিষজালে কারো না রহে পরানে॥
ষুনিঞা কৃষ্ণের বোল গুনে মনে মনে।
প্রনতি করিঞা বোলে গোবিন্দ চরনে॥
অবধান কবি ষুন প্রভু জদুবর।
দেবের দেবতা তুমি জগত ইশ্বর॥
তোমার চরনে কিছু করি নিবেদন।
অবধানে ষুন প্রভু কমললোচন॥
আমাকে লংঘিব হেন নাহি ত্রিভুবনে।
আপন বৃর্ত্তান্ত কহি তোমার চরনে॥
গরুড় আসিঞা হিংসে বিদিত সংসারে।
জথা নাগ পায়ে তথা খাএ অবিচারে॥
হেনমতে ক্ষয় করে জত নাগগন।
তবে পরিমিত কৈল কস্যপ তপোধন॥
মাঁসে মাঁসে এক নাগ দিব উপহার।
খাইবারে নহে নাগ গরুড় তোমার॥
হেনমতে আমি গোসাঞীর পুন্যে বসি।
আমার জোগান তবে হয়ে প্রতি মাঁসি॥
উপহার লঞা জাই গরুড়ের আগে।
মরন এড়াঞা প্রভু আসি পুন্য ভাগ্যে॥
অচম্বিতে মনে মোর পড়িল সেখানে।
জমুনার তিরে তবে আইলাঙ তখনে॥
পুরুবে সৌভরি মুনি তপেত বিসাল।
এই দ্রূদে তপ করয়ে সর্ব্বকাল॥
এক গুটি মৎস্য তথা সিষুগন লঞা।
মুনির চারিভিতে তারা বেড়াএ চরিঞা॥
হেন বেলে এক গরুড় বৎস আসিঞা।
গিলিলেক মৎস্য গোটা দহে সান্তাইঞা॥
তাহা দেখি দয়া বড় হৈলা তপোধন।
কূর্দ্ধ হঞা বোলে মুনি সাঁপ বচন॥
জেই জেই পক্ষ আইসে জিব খাইবারে।
জল পরসিতে প্রান ছাড়িব সরিরে॥
জেই জেই পক্ষ আইসে সেই দ্রূদ জলে।

[ক২৪/১]জল পরসিতে প্রান ছাড়য়ে সকালে।।
তেকারনে পক্ষ সব চরে নাঞী আসি।
পরম সন্তোস হঞা জিব জন্তু বসি।।
য়েই কাজে বসি এথা যুন চক্রপানি।
কেন মতে অন্য ঠাঞী রহিব পরানি।।
কালির বচন যুনি প্রভু গদাধর।
না করিহ ভয় যুন আমার উত্তর।।
আমার পাদপদ্ম তোর মস্তকে দেখিঞা।
না খাইব গরুড় তোমা হর্ষে নড় নিঞা।।
গোসাঞীর পদ কালি মস্তকে ধরিঞা।
প্রদক্ষিন করি নড়ে পরিবার লঞা।।
সেই রমনক দ্বিপে কইল গমন।
গোসাঞীর পদ করি মস্তকে ভুসন।।
হেনমতে যুখে কালির মন তুসি।
নানা রত্নে ভুসিত হঞা গোবিন্দাই আসি।।
উঠিলা সম্ভ্রমে সভে দেখিঞা চক্রপানি।
মৈল সরিরে জেন আইল পরানি।।
ধাঞা কোলে কৈল গিঞা জসোদা যুন্দরি।
নন্দ আদি সভে নাচে উর্দ্ধবাহু করি।।
কালির দমন কথা জেবা জনে যুনে।
সর্পে হৈতে কভু তার নহেত মরনে।।
কৃষ্ণ কথা যুনিলে লোক ইহলোকে তরি।
গুনরাজ খাঁনে বোলে বন্দিঞা শ্রীহরী।।

দাবানল ভক্ষণ

।।(ঃ)।। বসন্তরাগ ।।(ঃ)।।

স্ত্রি পুত্র সহিতে জবে কালিত নড়িল।
দেখিঞা গোকুল বাসি ত্রাস উপজিল।।
সরূপে মানুস নহে প্রভু দামোদর।
সিযু হঞা জত করে না পারে যুরেস্বর।।
জসোদা রোহিনি চিত্তে মান উপজিল।
পুত্র পুত্র বলি দোঁহে কান্দিতে নাগিল।।
অনাথ করিঞা গো কে ছিলা হে কানাঞী।
মোর পুন্যে তোমাকে আজি রাখিল গোসাঞী।।
হেনমতে হরিসে কথা কহেন্ত কাহিনী।
দিনুমনি অস্ত গেল হইল রজনি।।
[ক২৪/২]ফল মূল দুগ্ধ দধি জে কিছু খাইঞা।
হরিসে রহিলা সভে জমুনা কুলে গিঞা।।
নিদ্রায়ে মানুস সব অচেতন হৈল।
দাবাগ্নি আসিঞা তখন সভাকে বেড়িল।।

জৈ্যেষ্ঠ মাঁসের [অগ্নি]বনে উপজিল।
পুড়িএঞা সকল বন জমুনা কুলে আইল॥
অগ্নির সব্দ যুনিএঞা সকল গোআল।
ত্রাসে উঠিএঞা সভে সোঁঅরে গোপাল॥
অহে রাম অহে কৃষ্ণ করহ উপায়।
দাবাগ্নি পুড়িএঞা মরে তোমার বাপ মায়॥
সভে এথা জত বসি তুমি ত জিবন।
দাবাগ্নি পুড়িএঞা মরি কর নেবারণ॥
তুমি ত সভার প্রান জতেক বৈসয়ে।
তোমা বিদ্যমানে অগ্নি প্রান কেনে লএ॥
এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সভাকার যুনী।
বিস্বরূপে অগ্নি পিল প্রভু চক্রপানী॥
খণ্ডিল সকল ত্রাস প্রভাত সময়।
নড়িলা সকল গোপ জার জে নিলয়॥
হেনয় কৃষ্ণের নিলা যুন সর্ব্বজনে।
প্রভুর মহিমা তত্ত কোন জনে জানে॥
ত্রিভুবন নাথ হরি সভার দ্রিদয়।
সভাকার আত্মাঁ হরি প্রভু বিস্বময়॥
কৃষ্ণ কথা ছাড়ি কারো অন্য নাহি মনে।
গুনরাজ খানে বোলে শ্রীহরিচরনে॥ ❀ ॥

প্রলম্বাসুর বধ

কালিদমন কথা কংসেত যুনিল।
ত্রাসে মুর্চ্ছিত হএঞা ধরনি পড়িল॥
আতি বড় সক্র হৈল গোকুল নগরে।
হেন কর্ম করে জে দেবতা না পারে॥
কেমনে মারিব তাহা চিন্তে মনে মনে।
প্রলম্ব অসুর বিব ডাক দিএঞা আনে॥
চলহ জমুনা জাহ কেলি বৃন্দাবনে।
মায়াত পাতিএঞা মার বলভদ্র কাহ্নে॥
সিযুভাব করি তাকে না করিহ[ক২৫/১]হেলা।
মার গিএঞা দুই ভাই পাতিএঞা নানা ছলা॥
রাজার আদেসে নড়ে মায়া রূপ ধরি।
গোকুলে রহিল গিএঞা মানুস রূপ ধরি॥
রজনি প্রভাত হইল উঠিলা গোপাল।
ডাকিএঞা আনিল জত গোকুল ছাওাল॥
পোড়এ সরির সব জৈষ্ঠের তপনে।
জলকৃড়া করি গিএঞা সেই বৃন্দাবনে॥
ধরিএঞা উত্তম বেস সিঙ্গা বাজাইএঞা।
নড়িলা ছাওাল নিজ বৎস চালাইএঞা॥

প্রথম বয়েস কৃষ্ণ সপ্তম বৎসর।
সংসার মোহন বেস ধরে গদাধর॥
মউর পুৎসের চুড়া মস্তকে উপর।
চারিভিতে গুঞ্জার মালা দেখিতে যুন্দর॥
নড়ি গেলা বৃন্দাবনে যুসিতল স্থানে।
ভাণ্ডির নিকটে গিএগ রহিলা নারায়ণে॥
নব কিসলয় কৃষ্ণ একত্র করিএগ।
বসিলাত দামোদর হরসিত হএগ॥
ঘুচিল নিদাগ তাপ বৃন্দাবন গুনে।
বসন্ত মানিল তবে সব সিশু গনে॥
হেনকালে তার পাস আইল মায়াযুরে।
সিযুরূপে সান্তাইল ছাণ্ডাল ভিতরে॥
অযুরের মায়া তবে গোবিন্দ দেখিল।
তাহাকে মারিতে কৃষ্ণ উপায় শৃজিল॥
আইসহ সব সিযু ভাণ্ডিরেত জাই।
বাণ্ডবাহক খেলা কৌতুকে খেলাই॥
জেই জন জিনে তাকে কান্ধেত করিএগ।
সান্তাইল অযুরা তাএ সিযুরূপ হএগ॥
শ্রীদামোদর তবে সিযুকে জিনিল।
কান্ধে করি দামোদর ভাণ্ডিকে নড়িল॥
তবে মায়ারূপ ধরি প্রলম অযুরে।
কপট করিএগ তবে বলরামে হারে॥
জিনিএগ বলভদ্র তার কান্ধের উপরে।
[ক২৫/২]কান্ধে করি লএগ জায়ে সেই মায়াযুরে।
কথোদুর গিএগ তবে নিজ রূপ ধরে।
আকাস প্রমান তার বাড়িল সরিরে॥
মথুরার মুখ করি বলাই লএগ জায়।
দেখিএগ গোবিন্দ তার পাছে পাছে ধায়॥
যুন যুন বলদেব হেলা কেনে কর।
আপনার রূপ ধরি অযুর মারহ॥
কৃষ্ণের বচনে বল দৃঢ় মুঠ করী।
দুই পায়ে দুই হাথ চাপিএগত ধরি॥
মুঠুকি মাইল তার মস্তক উপর।
সান্তাইল মস্তক গোটা কান্ধের ভিতর।
ধড়ফর করে তার সরির সকল।
লাফ দিএগ বলদেব নামিলা ভুমিতল॥
পড়িএগ মইল তবে প্রলম অযুরে।
দেবগনে পুষ্প বৃষ্টি কইল প্রচুরে॥
হরসিতে দুই ভাই সব সিযু লএগ।
ঘর গেলা রাম কৃষ্ণ প্রলম বধিএগ॥

প্রলমের বধ ষুনি কংস নৃপবরে।
কি হইল মনে গুনি কাঁপিলা অন্তরে।।
বলের বিজয় নর ষুন একমনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরনে।।❀।।

দাবাগ্নি মোক্ষণ

প্রলম্বের বধ গোঠে হইল জেনমতে।
ষুনিঞা অদ্ভুত কথা সভাকার চিত্তে।।
ষুভক্ষনে উপজিলা নন্দের কানাঞী।
কৃষ্ণের প্রসাদে সব বিপদ এড়াই।।
ঘৃত পরমান্ন খাঞা রজনি বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিঞা কৃষ্ণ গোঠেরে চলিল।।
সকল গোআল সিষু সংহতি করিঞা।
নড়িলা গোবিন্দ নিজ বৎস চালাইঞা।।
জমুনার তিরে বৎস ষুখে ত্রিন খায়।
রৌদ্রে পিড়িত হৈলে ভান্ডিরেত জায়।।
হেন বেলে অচমিতে বন পুড়ি আইসে।
এড়াইতে নারি কেহো পড়িলা তরাসে।।
রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ সুনহ বচন।
অচমিতে অগ্নি আইসে কর নেবারন।।
[ক২৬/১]তুমি সে গোকুলনাথ তোমাতে সরন।
তোমা বিদ্যমানে হএ সভার মরন।।
একবার জদি নাম লইয়ে তোমার।
তবেত তরিএ ভব সাগর সংসার।।
দুরিত দহন তাপ কর বিমোচন।
তোমার চরনে সভে নইল সরন।।
কৃপা কর প্রভু তুমি করুনা সাগর।
বড়ই দয়াল তুমি গুনের নাগর।।
আপনার গুনে কৃপা করহ আমারে।
তোমার চরন বিনু নাঞী প্রতিকারে।।
চরনে সরন নৈল সব সিষুগন।
জানিঞা উদ্ধার কর কমললোচন।।
ছাওালের বচন ষুনি প্রভু চক্রপানি।
না করিহ ভয় কিছু বুইল পৃঅবানী।।
আঁখির নিমিসে আগু পিল নারায়ন।
হরিসে নাচয়ে সব জত সিষুগন।।
তবে রাম নারায়ণ সব সিষু লঞা।
ভ্রমএ কাননে নানা কৌতুক করিঞা।।
বনজন্তু গন সব ষুন্দর মুর্ত্তি ধরে।
মানুষ সরিরে জেন সেই হরি হরে।।

বর্ষার ধারা পাঞা গিরিনাথ হৈল।
হরি সেবি জেন নর চেতন লভিল॥
দুই ভিতে বনবাসি পথ আৎসাদিল।
মুনি দেবগন জেন দ্বিজ ষুখি হৈল॥
মেঘ সন্দে বিদ্যুত ঘন আইসে জায়।
নিলধর পুরূসে জেন কামিনি না ভায়॥
মেঘের সব্দ ষুনি মউর নৃত্য করে।
বৈষ্ণব লোক জেন কৃষ্ণ অনুসারে॥
নানা রূপ ধরে বন বর্ষার কালে।
কৌতুকে কৃড়য়ে কৃষ্ণ লঞা ছাওআলে॥
দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন জমুনার কুলে।
ছাওআল লঞা সুখে ভুঞ্জয়ে গোপালে॥
হেনমতে গেল তবে ধর্ষা সময়!
হরসিত সর্ব্বলোক সরত উদয়॥
সরতের চন্দ্র জেন নিরমল জ্যোতি।
দসদিগ নির্ম[ক২৬/২]ল আকাস...তি॥
আকাস নির্মল পথে পঙ্ক ঘুচিল।
গোবিন্দ সেবিঞা জেন গোপি তুষ্ট হৈল॥
সকল তেজিঞা মেঘ যুক্ল রূপ হৈল।
সর্ব্বসঙ্গী এড়ি জেন মুনি সান্তি পাইল॥
অগাধ.জলচর টুটে না[হি]জানে পানি।
গোবিন্দ সেবিঞা জেন নর রাখে প্রানী॥
সরতের ষুর্য্য তেজ নিসি চান্দেত বাঢ়িল।
গোবিন্দ সেবিঞা জেন গোপী তুষ্ট হৈল॥
সরতের পুষ্প ফুটে ষুগন্ধ বাউ বহে।
বৃন্দাবনে বাঁসি বাএ নন্দের তনয়ে॥
দেখয়ে ষুনয়ে কৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্র।
ষুনিঞা বাঁসির সান যুবতি মোহিত॥
মাথায়ে মউর চুড়া কর্ন্নে পুষ্প কড়ি।
নর্ত্তকের বেস জেন পরিলেন্ত ধড়ি॥
স্বর্গ বনিতা সব দেখি মন মোহে।
দেখিঞা ষুন্দর কৃষ্ণ মাল্য খসি জাএ॥
মানুস সরির নহে বলিতে না পারি।
মোহনের বেস জত ধরিল মুরারি॥

বস্ত্রহরণ

সরত নিবড়িল বসন্ত উদয়।
গোকুলের কন্যাব্রত করিবাকে জায়॥
জমুনার কুলে বস্ত্র অলঙ্কার এড়ি।
বিবস্ত্রেত স্নান করি পুজে দেবি চণ্ডি॥

মাঁটির প্রতিমা করি দেন্ত ফুলপানি।
বর মাগে স্মাঁমি হউক প্রভু চক্রপানি।।
তোমার প্রসাদে বর হউক আমারে।
স্মামি করি দেহ মোকে নন্দের কুমারে।।
প্রতিদিন আসি সেই জমুনার কুলে।
পুজয়ে পার্ব্বতি দেবি স্নান করি জলে।।
একদিন বস্ত্র এড়ি সেই নারিগন।
হরিসেত জলকৃড়া করে একমন।।
সব কন্যা মেলি জল করে বরিসন।
জনে জনে গাএ জল দেন অনুক্ষন।।
[ক২৭/১]মহামত্ত হঞা তারা করে জলকেলী।
হাথাহাথি জল তারা করে ফেলাফেলী।।
দেখিল কন্যাগন সব জল কেলি করে।
উপায় শৃজিল তবে প্রভু বিশ্বেস্বরে।।
ধিরে ধিরে গোবিন্দাই তার পাস গিঞা।
উঠিলা কদম গাছে বস্ত্র রত্ন লঞা।।
কথোক্ষনে জলে হইতে উঠিলা কন্যাগন।
কুলেত চাহিল নাহি বস্ত্র অভরন।।
কে নিল কে নিল আসি বস্ত্র অলঙ্কার।
কেন মতে ঘর জাব নাঞীক প্রকার।।
এত দিন কৃড়া করি বস্ত্র এড়ি তিরে।
এমত প্রমাদ কভু নহিল আমারে।।
কংস রাজা দুরূবার তমু চোর আছে।
অচমিতে কৃষ্ণকে দেখিল কদমগাছে।।
কান্ধে বস্ত্র করি হাথে লঞা অলঙ্কার।
গাছে থাকি নাচে হরি নন্দের কুমার।।
গাছে দেখি গোপি তাকে বোলে রূষ্ট বানি।
কেনে হেন কর্ম্ম কর নন্দের পো খানি।।
জলের ভিতর সিতে বড় দুঃখ পাই।
দেহ বস্ত্র অলঙ্কার নন্দের কানাঞী।।
নহেত গোহারি জাব কংস বরাবরে।
দুষ্ট চোর বুলি জেন তোমার সাস্তি করে।।
ইহাত জানিঞা দেহ বস্ত্র অভরন।
পরিঞা ঘরক জাই সব কন্যাগন।।
দেহ বস্ত্র অলঙ্কার নন্দের নন্দন।
কাকুতি মিনতি করি তোমার চরন।।
গোপীর বচনে কৃষ্ণ হাসিতে নাগিল।
বস্ত্র লঞা গোবিন্দাই ভূমিতে নামিল।।
ষুন ষুন কন্যাগন আমার উত্তর।
কি করিতে পারে তোর কংস নৃপবর।।

রূষ্ট হঞা জদি তুমি করিবে গোহারী।
কংসের সকতি আমার কি করিতে পারি ॥
কংস রাজায়ে ই··· কন্যাগনে।
কুঃকুর সদৃষ বাসি তোমার রাজনে ॥
আমার বচন যুন সব কন্যাগন।
তবে ত হইব তো[ক২৭/২]মার কর্ম্ম সোভন ॥
আমাকে মাগহ জদি করিঞা ভকতি।
আমার বচন যুন সকল যুবতি ॥
বিবস্ত্রেত কৃড়া কর জমুনার জলে।
সকল ব্রত তোমার হইব বিফলে ॥
জদি বা সফল ব্রত হইব তোমার।
কুলে উঠি বস্ত্র লেহ করি নমস্কার ॥
কৃষ্ণের বচন যুনি লাজে হেঠ মাথা।
কি করিব কি বলিব সব সখি কথা ॥
সিতে কম্পমানা দেবী জলে স্থির নহে।
না ধরিলে কৃষ্ণের বাক্য প্রান না রহে ॥
ত্রাসে সিতে কম্পমানা অনুমান করী।
উঠিলা কুলেতে সভে লজ্জা পরিহরী ॥
দক্ষিন হস্তে নাবি স্তন আৎসাদিঞা।
লাভি হেঠে অগ্রদেস জঘন ঢাকিঞা ॥
একত্র হইঞা তবে সব নারিগন।
ধিরে ধিরে বস্ত্র নিতে করিল গমন ॥
দেখিঞাত হাসে কৃষ্ণ কান্ধে বস্ত্র লঞা।
ঝাঁটত করিঞা বস্ত্র লেহত আসিঞা ॥
দর্প করি জত বোল বলিলে আমারে।
করজোড় করি সভে কর নমস্কারে ॥
আর কোনমতে না দিব বস্ত্র অভরন।
নহে পুনরপি জলে করহ গমন ॥
কৃষ্ণের এত দৃঢ়বোল যুনিঞা যুবতি।
করজোড় করি কৈল কৃষ্ণকে প্রনতি ॥
দেখিঞা সকল অঙ্গ হাস্য উপজিল।
তবে বস্ত্র অলঙ্কার বাঢ়াইঞা দিল ॥
বস্ত্র অলঙ্কার পাঞা হরষিত হঞা।
ঘরকে চলিলা সভে কৃষ্ণ কথা কঞা ॥
কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য কারো না পড়য়ে মনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরণে ॥ ❀ ॥

যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীদের নিকট কৃষ্ণের অন্ন প্রার্থনা

॥ বরাড়ি রাগ ॥

বস্ত্র অলঙ্কার দিঞা যুন্দর গোপাল।
[ক২৮/১]নড়িলা ভাণ্ডিরে জথা সব ছাওআল ॥

ছাওালে ছাওালে তবে নানা কৃড়া করি।
স্রান্ত হঞা সিষু বোলে ষুনহ মুরারি॥
ষুন রাম ষুন কৃষ্ণ নন্দের নন্দন।
ক্ষিধাএ পিড়িত অন্ন করাহ ভোজন॥
ছাওালের বোল তবে ষুনিঞা শ্রীহরি।
কথা পাব অন্ন কৃষ্ণ মনে মনে করী॥
জোগ অনুমান করি চিন্তিল উপায়।
অঙ্গিরস নামে জজ্ঞ ব্রাহ্মনে করয়॥
তথাতে মাগিঞা অন্ন খাহ সর্ব্বজনে।
জানিঞা সকল তত্ত বোলে নারায়ণে॥
দামোদর নামে গোপ ষুনহ বচন।
চল জাহ জথা জজ্ঞ করয়ে ব্রাহ্মন॥
আমার নাম করিঞা অন্ন মাগ গিঞা।
দিবেক প্রচুর অন্ন ঝাঁট আন জাঞা॥
বিলম না কর ষুন সব সিষুগন।
আমার নাম করি আন অন্ন ব্যঞ্জন॥
কৃষ্ণের বচন ষুনি কথো সিষুগন।
সত্তরে পাইল গিঞা জজ্ঞের সদন॥
প্রনাম করিঞা বোলে যুড়ি দুই কর।
বোল দুই চারি বুলি ষুন দ্বিজবর॥
নন্দের নন্দন দুই রাম গোবিন্দাই।
প্রনতি করিঞা পাঠাইল তোমা ঠাঞী॥
দুই ভাই বৎস রাখে জমুনার তিরে।
ক্ষিধাএ পিড়িত তারা সকল সরিরে॥
তার বোলে ভাত মাগি তোমার চরনে।
দেহ অন্ন জাব ঝাঁট বলিল বচনে॥
তবে দ্বীজ না ষুনিল তাহার বচন।
জন্মে জন্মে নাহি সেবে কৃষ্ণের চরন॥
না ষুনিল বোল তার না দিলেক ভাত।
লেউটিঞা গেলা জথা আছেন জগন্নাথ॥
না পাইল ভাত বুইল কৃষ্ণ বরাবরে।
হাসিতে হাসিতে বোলেন প্রভু দামোদরে॥
আমার বচন সি[ক২৮/২]ষু না কর লংঘন।
আর বার জাহ জথা রান্ধে নারিগন॥
তার ঠাঞী মাগ অন্ন আমার নাম করী।
পাইবে প্রচুর অন্ন দিব দ্বিজনারী॥
কৃষ্ণের বচনে সিষু জাএ আরবার।
সত্তরে পাইল গিঞা জজ্ঞের দুআর॥
ধিরে ধিরে জাএ জথা রান্ধএ ব্রাহ্মনী।
নৃভৃতে বলিল অন্ন মাগে চক্রপানী॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই বাছুর রাখিঞা।

পাঠাইল তোমার ঠাঞী বড় ক্ষিধা পাএঞা ।।
দেহত প্রচুর অন্ন ষুন নারিগন।
অন্ন খাএঞা তুষ্ট জেন হএ নারায়ন ।।
ষুনিএঞা সিষুর বানি সকল রমনি।
আজি হইতে প্রসন্ন হইলা দিনমনি ।।
ভারাবতারনে কৃষ্ণ আপনে অবতার।
মাগিএঞা পাঠাইল অন্ন শৃষ্টি করতার ।।
সফল হইল জন্ম ষুন সখিগনে।
পুর্ন্নরূপে কৃপা প্রভু করিল আপনে ।।
ধন্য জনম আর জিবন আমার।
জাহারে মাগিল অন্ন প্রভু করতার ।।
এতেক বুলিএঞা তবে আনন্দিত মনে।
নানা বিধি অন্ন নিল করিএঞা ভাজনে ।।
নড়হ কেসব দেখি গিএঞা চরন যুগলে।
ব্রাহ্মনের কুলে জন্ম হইল সফলে ।।
এতেক বলিএঞা নড়ে সব নারিগন।
নানা বিধি অন্ন লএঞা কইল গমন ।।
কথা জাহ কথা জাহ করিএঞা উচ্চরায়।
সাষুড়ি সষুর নিসধে বাপ মায় ।।
সে সব বচন কেহো কানে না ষুনিল।
ধরা ধরি এড়াইএঞা সত্তরে চলিল ।।
ষুবর্ন্ন ভাজনে অন্ন করিএঞা ষুন্দর।
ষুবর্ন্নের খোরা খুরিতে ব্যঞ্জন বিস্তর ।।
ষুবর্ন্নের বাটাবাটি ভরি অন্ন ব্যঞ্জনে।
অন্ন লএঞা চলিলা সকল নারিগনে ।।
[ক২৯/১]নড়হ কেসব দেখি গিএঞা চরন যুগলে।
ব্রাহ্মনের কুলে জন্ম হইল সফলে ।।
এতেক বলিএঞা নড়ে সব নারিগন।
নানাবিধি অন্ন লএঞা কইল গমন ।।
কথা জাহ কথা জাহ করিএঞা উচ্চরায়।
সাষুড়ি সষুর নিসধে বাপ মায় ।।
সে সব বচন কেহো কানে না ষুনিল।
ধরাধরি এড়াইএঞা সত্তরে চলিল ।।
হস্তে অন্ন করিএঞা আইলা দ্বিজনারি।
আপনে আইলাও সভে লজ্জা পরিহরি ।।
স্ত্রি হইএঞা এত্ত দুর কেনে আগমন।
কি বুলিব স্বাঁমি পুত্র আর বন্ধুজন ।।
গোবিন্দ বচন ষুনি সব নারিগনে।
হাসিএঞা বলিল তবে গোবিন্দচরনে ।।
কি করিব স্বাঁমি পুত্র আর বন্ধুজনে।
কি করিব ধনজন সব অকারনে ।।

তুমি স্বাঁমি তুমি প্রভু তুমি বন্ধুজন।
তোমার স্মঁরনে ঘুচে সকল বন্ধন॥
তোমা না ভজিলে প্রভু নহে কারো গতি।
তোমার চরনে কিছু করিয়ে প্রনতি॥
না লইয়ে স্বাঁমি মোর সেহো ভাল হৈল।
তোমার চরন দুই দরসন পাইল॥
তোমার চরন নাথ অভয় সরন।
দুরিত দহন তাপ সব বিমোচন॥
কেলি মনহর হরী প্রভু জোগেস্বর।
দেবের দেবতা প্রভু ত্রৈলোক্য ইস্বর॥
এতেক জানিঞা নৈল চরনে সরন।
ব্রাহ্মনির এত বানি ষুনি গদাধর।
প্রসন্ন হইঞা তাকে দিলেন উত্তর॥
আমার প্রসাদে হব উত্তম সে গতি।
না এড়িব স্বাঁমি তোমার পুত্র বন্ধু পতি॥
অন্ন এড়ি চল ঝাঁট জজ্ঞের সদনে।
আমার প্রসাদে গতি হব ভাল স্থানে॥
নড়িলা সকল নারি হরসিত মনে।
[ক২৯/২]কৃষ্ণের চরনে করি দণ্ড প্রনামে॥
অরবিন্দ লোচন প্রভু দামোদর।
সংসারের নাথ তুমি দেব দেবেস্বর॥
অনেক প্রকারে ভক্তি করি নারায়ণে।
গোবিন্দ পুজিঞা গেলা সেই জজ্ঞস্থানে॥
ষুনিঞা ব্রাহ্মন সব নারির বচন।
অভাগ্য করিঞা মানে আপন জিবন॥
কেনে তপ কইল কেনে পড়িল অক্ষরে।
স্ত্রিলোকের বুদ্ধি মোব নহিল সরিরে॥
গোসাঞী মাগিল ভাত তাহা না জানিল।
গোবিন্দ মায়াতে চিত্ত স্থির না হইল॥
বিসাদ মানিঞা দ্বিজ করে আঁখঘাই।
কংস ভয়ে না গেলাঙ শ্রীকৃষ্ণের ঠাঞী॥
এথা সেই অন্ন লঞা জমুনার কুলে।
সিষু সঙ্গে ভোজন হইল কুতুহলে॥
অমৃতের তুল্য সেই অন্ন ব্যঞ্জন।
সিষু সঙ্গে ভোজন কইল নারায়ণ॥
সব সিষুগন তবে করি এক স্থানে।
আনন্দে ভোজন কৈল প্রভু নারায়ণে॥
আনন্দিত মনে প্রভু হঞা কুতুহলে।
ভুঞ্জিঞা ছাওাল লঞা নড়িলা গোপালে॥
অবধানে ষুন লোক কহি বিবরনে।
কৃষ্ণ বহি ঠাকুর নাহি এ তিন ভুবনে॥

গোবিন্দবিজয় গুনরাজ খাঁনে ভনে।
যুনিঞা করহ নর সংসার তারনে॥

ইন্দ্রপূজা নাশ ও গোবর্ধন ধারণ

॥ শ্রীশ্রী ॥ ॥ ॥

হেনমতে কথোক্কালে রাম গোবিন্দাই।
ইন্দ্র জজ্ঞ করিতে গোপ নড়িলা তথাই॥
নন্দ আদি গোপ জত একত্র হইঞা।
করিব ইন্দ্রের পূজা এক চিত্ত হঞা॥
ঘোসনাত দিল নন্দ সকল গোকুলে।[১]
দধি দুগ্ধ ঘৃত অন্ন লইঞা সত্তরে॥
নড়িলা জমুনাকুল ইন্দ্র পুজিবারে।...
[ক৩০/১]কৃষ্ণ ঠাঞী গিঞা তবে নন্দ গোআল।
কি করিব আদ্দা কর যুন্দর গোপাল॥
গোআল জাতি আমি করি গোপোসন।
ভলমতে তৃন হৈলে জিএত গোধন॥
বিনি বৃষ্টে ঘাস নহে যুন দামোদর।
বৃষ্টের ইস্বর হয়ে দেব পুরন্দর॥
বাপের বচন যুনি হাসে চক্রপানি।
কথাঙ নাহি যুনি ইন্দ্র বর্ষয়ে পানি॥
গোসাঞী শৃজিল শৃষ্টি গোসাঞী অবতারে।...
ইন্দ্র আদি দেব জত মানুস সকলে।
জত কর্ম জেই করে ভুঞ্জে পৃথি তলে॥
বিধাতা লেখিল জত সেই সব হৈব।
কাহার পরানে তাহা ধিক করি দিব॥
হেন বিপরিত কথা কে না বুঝাইল।
বিধাতার লিখন জত কে তাহা খণ্ডাইল॥
ছাওআল জ্ঞান যদি না কর আমারে।
বোল দুই চারি হিত বলিয়ে তোমারে॥
কথা বারইস তুমি কথা পুরন্দরে।
তোমার পুজা খাঞা ইন্দ্র কথা হিত করে॥
জে তোমা বুঝাইল তার নাহিক চেতন।
কে হিত করিব তাহা না বুঝ কারন॥
গোআলা জাতি আমি অরন্যেত ঘর।
সহায় আছেন গোবৰ্দ্ধন গীরিবর॥
ইহার প্রসাদে গরু যুখে তৃন খাঞা।
যুখেত সিখর পর থাকয়ে যুতিঞা॥
জবে মন্দ করে পৰ্ব্বত সহস্র সিখরে।
সকল গোধন জবে চাপিঞাত মারে॥

১. অতিরিক্ত পাঠ—নগরে।

ইহা এড়ি কেনে পুজ দেব পুরন্দর।
পর্ব্বতে চাপিলে কি করিব ষুরেস্বর।।
এতেক পাতিএগ মায়া বলিল গোপাল।
ভাল ভাল করি বোলে সকল গোআল।।
সিষু হএগ ভাল বোল বৈল দামোদরে।
পর্ব্বতে চাপিলে কি করিব ষুরেস্বরে।।
চল চল নন্দ ঘোস জাই সেই ঠাএগী।
পর্ব্বত পুজিতে ভাল বলি[ক৩০/২]ল কানাএগী।
একমতি হএগ জাই সব গোপগনে।
এড়িল ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণের বচনে।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল উপহার নৈল।
কৃষ্ণের বচনে সভে পর্ব্বতকে গেল।।
পুজএ পর্ব্বত গোপ হরসিত হএগ।
কৃষ্ণ বলভদ্র দুই ভাইকে লইএগ।।
তবে প্রভু দুরিত বেথা মনেত গুনিল।
এক মুর্ত্তি গোপ সঙ্গে তথাই রহিল।।
আর এক মুর্ত্তি হএগ পর্ব্বত উপরে।
মুর্ত্তিমান পর্ব্বত তথা দেখয়ে সংসারে।।
গোপ সব গিত গায় নানা উপহার।
দধি দুগ্ধ ঘৃত অন্ন জতেক প্রকার।।
পর্ব্বতের রূপ ধরি সকল ভুঞ্জিল।
দেখিএগ গোআল সব অদ্ভুত নাগিল।।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ভালত বলিল।
হেন পরতেক আর কভু না দেখিল।।
প্রতেক্ষ হইএগ দ্রর্ব্ব্য কভু না খাইল।...
ভাল বুইল ষুভ দসা হইল এতকালে।
পর্ব্বত পুজিতে বুইল নন্দের ছাওালে।।
মুর্ত্তিমান হএগ খাইল জত উপহার।
এতকালে ভাল ষুভ হইল আমার।।
প্রদক্ষিন হএগ গিরি ঘর সভে জাই।
হাসিতে হাসিতে নড়িলা দুই ভাই।।
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের পুজা কৃষ্ণের উত্তরে।
ষুনিএগত কোপ বড় কৈল পুরন্দরে।।
নন্দ আদি গোপ জত কৃষ্ণ লক্ষ লএগ।
ভাঙ্গিল আমার জজ্ঞ কৃষ্ণকে পুজিএগ।।
আমার জজ্ঞ খাইল কৃষ্ণ জত উপহার।
দেবের অধিক করে নন্দের কুমার।।
ভারাবতারনে জন্ম লইল গোকুলয়।
ভাঙ্গিল আমার জজ্ঞ তাহার সহায়।।
করিব গোকুল নাস কৈল অনুমান।
কেমনে রাখিব আজি সেই নন্দ কাহ্ন।।

এত বলি কোপ করি দেব পুরন্দর।
[ক৩১/১]প্রকোপে জলিএগা গেল তাহার অন্তর।।
আদেসিল পুরন্দর জত অনুচরে।
জত মেঘ জত বাউ আনিল সত্তরে।।
আবর্ত্ত সমর্ত্ত দ্রোন ষুনহ পুস্কর।
চৌসষ্টি মেঘ লএগা নড়হ সত্তর।।
সমুদ্রের জল লএগা সকল গোকুলে।
বর্ষনে পুরাহ জেন না জানি স্থল কুলে।।
উনবিংসতি বাউ দিলত তোমারে।
সিলাবৃষ্টি কর গিএগা গোকুল নগরে।।
চল সব বাউগন করিএগা জতন।
বর্ষনে মারহ গিএগা জত গোপ জন।।
জত জত গোরূ আছে সেই বৃন্দাবনে।
বাউ বৃষ্টে মার গিএগা আমার বচনে।।
আমি ত তোমার পাছে ঐরাবত লএগা।
জেই ত করিব হেলা মারিব তাহা জাএগা।।
হেনমতে আদেসিল দেব পুরন্দর।
নড়িলাত মেঘ সব গোকুল নগর।।
ইন্দ্রের বচনে মেঘ আপন মূর্তি ধরে।
বাউ গিএগা ভাঙ্গিলেক বৃন্দাবন পুরে।।
প্রলয় কালের জেন ঝড় উপজিল।
গোকুলের বৃক্ষ সব ভাঙ্গিএগা পড়িল।।
দিবাএ হইল মেঘ ঘোর অন্ধকার।
দিবা রাত্রি নাঐী জানি বর্ষন প্রচার।।
দেখিএগাত নন্দ ঘোস যত গোপজন।
অকালেত কভু নহে হেন বরিসন।।
মুসল ধারাএ বৃষ্টি গোকুলে হইল।
না জানিয়ে জল স্থল সকল ডুবিল।।
ভাসিএগাত বুলে সব গোকুলে জত বৈসে।
সিতে মৈল কেহো কেহো মইল তরাসে।।
বজ্রের সব্দ ষুনি কেহো কেহো মৈল।
সেই অগ্নিতে পুড়ি সব গোকুল মজিল।।
কোপে ইন্দ্র বর্ষয়ে গোকুল উপরে।
জজ্ঞ নষ্ট কইল তার কৃষ্ণের উত্তরে।।
কেনমতে রক্ষা পাব চিন্ত মনে মনে।
সকল গোআলা গেলা কৃষ্ণের সদনে।।
[ক৩১/২]তোমার বচনে ইন্দ্রের জজ্ঞ নষ্ট কৈল।
তথির কারনে ইন্দ্র কোপ বড় কৈল।।
বরিসএ ইন্দ্র আসি লএগা মেঘগন।
বর্ষনে মইল জত সকল গোধন।।

মজয়ে সকল পুরি নাঞীক উপায়।
তোমা বিদ্যমানে এত পরমাদ হয়॥
তুমি ত সভার নাথ গোকুল অধিকারী।
তোমার বচনে ইন্দ্রের জজ্ঞ নষ্ট করী॥
কোপে ইন্দ্র বরিসএ মারিবার তরে।
কেন মতে রক্ষা পাব বোল দামোদরে॥
বুদ্ধি নাহিক ইন্দ্রের আমা সনে করে বাদ।
আদি পাঠাইমু দিঞা অনেক বিসাদ॥
লাফ দিঞা পেলা জথা গোবর্দ্ধন গিরি।
লখে চিহ্ন দিঞা তবে পর্ব্বত উপাড়ি॥
ধরিঞাত টান দিল প্রভু দামোদরে।
মুল মানে উপড়িঞা উঠে গিরিবরে॥
বাম হস্ত তলে দিঞা তুলিল কানাঞী।
ছত্র হেন তুলি ধরি বহিলা তথাই॥
ডাক দিঞা বোলে তবে প্রভু দামোদরে।
হোর দেখ গাই সব সিতেত কাঁপিঞা।
বৎস কোলে করিআছে হেঠ মাথা হঞা॥
অনেক মৈল সিতে বাউ বরিসনে।
নষ্ট হৈল বৃন্দাবন তোমার কারনে॥
কি উপায় করিবে করহ নারায়ণে।
তোমা বিদ্যমানে এই কৈল নিবেদনে॥
দেখিল প্রমাদ বড় গোকুল নগরে।
মনে মনে চিন্তেন তবে প্রভু দামোদরে॥
বুদ্ধি নাহিক ইন্দ্রের আমা সনে করে বাদ।
আজি পাঠাইমু দিঞা অনেক বিসাদ॥
লাফ দিঞা গেলা জথা গোবর্দ্ধন গিরি।
লথে চিহ্ন দিঞা তবে পর্ব্বত উপাড়ি॥
ধরিঞাত টান দিল প্রভু দামোদরে।
মুল সনে উপড়িঞা উঠে গিরিবরে॥
বাম হস্ত তলে দিঞা তুলিল কানাঞী।
ছত্র হেন তুলি ধরি রহিলা তথাই॥
ডাক দিঞা বোলে তবে প্রভু দামোদরে।
না করিহ ভয় আইস ইহার ভিতরে॥
গোকুলেত জত বৈসে নর পষু গন।
আসিঞাত সুখে রহ লইঞা গোধন॥
পর্ব্বত পড়িব ভয় কেহো না করিহ।
নিশ্চিন্তে থাকহ সিঞা গিরিনাথ বুইল॥
কৃষ্ণের বচনে গোপ হরসিত মনে।
প্রবেসিল সব গোপ ল[ক৩২/১]ইঞা গোধনে॥
স্ত্রি পুরূষে জত গোকুলেত বৈসে।

থাকয়ে পর্ব্বত তলে পরম হরিসে।।
নাহি দেখি বাউ আর নাহি মেঘগন।
নাঞী সিলাপাত তথি বজ্রের গর্জ্জন।।
পর্ব্বত উপরে ইন্দ্র ঐরাবত লঞা।
সাতদিন সিলাবৃষ্টি কইল আসিঞা।।
পর্ব্বত উপরে গাছ জতেক আছিল।
সিলা বর্ষণে সব গাছ ভাঙ্গিল।।
বর্ষয়ে ইন্দ্র রাজা মুসল ধারা করি।
রাখিল গোকুল কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধরী।।
সাতদিন বর্ষয়ে ইন্দ্র গোকুল নগরে।
পর্ব্বতের তলে কিছু করিতে না পারে।।
ভগ্নচিত্ত হঞা সব মেঘ বাউ গনে।
কান্দিঞা বলিল গিঞা ইন্দ্রের চরনে।।
ষুন ষুন ইন্দ্র রাজা করি পরিহার।
গোকুলে কইল জত কি বলিব আর।।
সাতদিন সিলাবৃষ্টি কইল গোকুলে।
পর্ব্বত ধরিঞা সব রাখিল গোপালে।।
অনেক সিলাবৃষ্টি কইল তমু না পারিল।...
ছাওাল হঞা জত করে ষুন সুরেস্বরে।
বাম করে ধরিল গিরি বিসম সিখরে।।
না পারিল আমরা সব বুইল তোমারে।
নাঞী জল নাঞী বল ষুন সুরেস্বরে।।
য়েতেক ষুনিঞা ইন্দ্র গুনে মনে মনে।
খণ্ডিলেক কোপ সব হইল চেতনে।।
ভারাবতারনে আইলা প্রভু চক্রপানি।
বষুদেব ঘরে জন্ম হইল আপুনী।।
সংসারের সার গোসাঞী প্রভু দামোদর।
কোন কোন সার কর্ম কৈল চিন্তিঞা ফাঁফর।
পাছে কোপ করে মোকে প্রভু হরি হরে।
কি করিব কি বলিব চিন্তে পুরন্দরে।।
মেলানিত দিল ইন্দ্র মেঘ বাউগনে।
কৃষ্ণ দরসন করি করিব গমনে।।
ষুর্য্য উদয় হৈল নাঞী মেঘগন।
খণ্ডিলেক দেখি জত[ক ৩২/২]মেঘ বাউগন।
উঠিলা সকল গোপ হরসিত হঞা।
স্ত্রি পুত্র বন্ধু জত গোধন লইঞা।।
নিজ্জ স্থানে সেই মতে এড়িল গিরিবর।
প্রভুর মহত্ত হৈল জগতে গোচর।।
কৃষ্ণের মহিমা জত দেখিল গোআল।
মানুস নহে কৃষ্ণ নন্দের ছাওাল।।
সাত বৎসর বএস কৃষ্ণ সিষুরূপ ধরী।

অবতার করে জেন দেব নরহরী॥
মানুসের কর্ম্ম নহে বৈল সর্ব্বজনে।
চলিলাত গোপ সব জার জেই স্থানে॥
হেনকালে ইন্দ্র আসি কৃষ্ণ বরাবরে।
প্রনাম করিএগ স্তুতি করয়ে বিস্তরে॥
তুমি প্রভু নারায়ণ সংসার অধিকারী।
আমা হেন কোটী ইন্দ্র নিমিসে সংহারি॥
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে কারন।
তোমার মায়াতে স্থির হব কোন জন॥
এক লক্ষ জন্ম জদি তপ করি মরি।
তমু তোমার মায়া প্রভূ বুঝিতে না পারি॥
তেজ কোপ নারায়ণ পড়িয়ে চরনে।
স্বর্গ রার্য্য সাধ মোর আর নাঞী মনে॥
ইন্দ্রের বচন যুনি প্রভু শ্রীহরি।
খণ্ডিল তোমার দোস জাহ নিজ পুরী॥
শ্রীকৃষ্ণে প্রনাম ইন্দ্র করিএগ বিস্তর।
বিদায় হইএগ তবে গেলা যুরেস্বর॥
গোবর্দ্ধন ধরি জত কইল গোবিন্দে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে পাঞ্চালি প্রবন্ধে॥✿॥

বরুণ কর্তৃক নন্দ হরণ

॥✿॥ ভাটিআলি রাগ॥

পর্ব্বত ধরিএগ হরি গোকুল রাখিল।
আপনে আসিএগ ইন্দ্র স্তুতি বড় কৈল॥
দেখিল গোআল সব মানুষ নহে কাহ্ন।
ঘরে ঘরে রাত্রিদিনে করয়ে বাখান॥
হেন মতে শ্রীহরি গোকুলে বৈসয়।
দ্বাদসি পারনা নন্দ স্নান করিতে জায়॥
ডুব দিতে নন্দ ঘোস জলতে নামিল।
ধরিএগ বরুন দুতে নিজ স্থানে নিল॥
[ক৩৩/১] দেখিএগ বরুন ভাল বলিল তাহারে।
তোমার প্রসাদে আজি দেখিব গদাধরে॥
ভারাবতারনে গোসাঞী বসএ গোকুলে।
চরন বন্দিএগ জন্ম করিব সফলে॥
হরিস পাইএগ নন্দ রাখিল বরুণ।
কৃষ্ণকে কহিল গিএগ দেখিল জে জন॥
যুন রাম যুন কৃষ্ণ অদ্ভুত কাহিনি।
জলে নামাইল তোমার বাপকে কুম্ভিরিনি॥
যুন জসোদা মইলা নন্দ জলতে ডুবিএগ।
উদ্দেস করহ তাঁর কানাঞী পাঠাএগ॥
যুনিএগ কান্দিএগ বোলে জসোদা রোহিনী।
অবধান কর কানু যুন মোর বানি॥

বিপথ পরিল বাপু যুনহ কাহিনী।
তোমার বাপকে জলে খাএ কুম্ভিরিনী॥
কেমনে উদ্ধার হয়ে চিন্তহ উপায়।
যুনিএগত গোবিন্দাই জমুনাকে জায়॥
জমুনার জলে ডুব দিলেন্ত কাহ্নাই।
সকল জল চাহিল নন্দের নাগ নাঞী॥
মনেত চিন্তিল তবে প্রভু শ্রীহরি।
হরিঞা বরূন দুতে নিল তার পুরী॥
সেই পথ দিঞা কৃষ্ণ কইল গমনে।
বরূনের পুরি তবে গেলা নারায়ণে॥
দেখিঞা বরূন তবে শ্রীমধুযুদন।
পাদ্যার্ঘ্য দিঞা তবে বন্দিল চরন॥
জনম সফল করি মানিল বরূণ।
সপরিবারে বরূণ হরিস বদন॥
জোড় হাত করি দাণ্ডাইলা লোকপাল।
এক চিত্ত হঞা করে স্তুতি বিসাল॥
তুমি প্রভু নারায়ণ জগতের সার।
তোমার চরন বহি গতি নাহি আর॥
মুনিন্দ্র বন্দিত পদ নিলা কলেবর।
তোমার চরন প্রভু অভয় কুসল॥
জে জন তোমার পদ ভজে এক মনে।
দুরিত দহন তাপ হয় বিমোচনে॥
ভারাবতারনে প্রভু পৃথিবি মণ্ডলে।
তোমার চরন দেখিতে হৈল কুতুহলে॥
[ক৩৩/২] কেমতে তোমার চরন আসিব মোর পুরি।
এতেক চিন্তিঞা আমি তোমার বাপ হরি॥
আর কোন মতে তোমার নহিব গমন।
তোমার বাপ আনিল তেঞী কমললোচন॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি অধিকারী।
মুক্তি দায়ক তুমি প্রভু নরহরি॥
জন্ম সফল মোর তোমা দরসনে।
বাপ লঞা নড় গোসাঞী কমললোচনে॥
এতেক বলিঞা তবে বরূন বিচক্ষন।
নানা অভরণ দিঞা পূজিল নারায়ণ॥
দণ্ডবত প্রনাম কৈল অনেক বিধানে।
বিবিধ বরনে পুজা কৈল নারায়ণে॥
হরসিত্তে বাপ লঞা যুন্দর দামোদর।
বরূন পুজিত আইলা গোকুল নগর॥
মরিঞা জিল নন্দ ঘোস যুনিঞা তরাস।
জেই জেনমতে ছিল আইল নন্দ পাস॥
যুনিঞা কৃষ্ণের কথা নন্দ ঘোস মুখে।

হরিসে নাচয়ে সভে পাএগ মহাষুখে॥
যুন নন্দ জসোদা অদ্ভুত কাহিনি।
মানুষ হএগ তোর ঘরে জন্মিলা চক্রপানি॥
হেন কর্ম নাহি করে দেবের সকতি।
দেবে হইতে অধিক কৃষ্ণ নন্দ ব্রজপতি॥
যুনিএগ গোপের বোল নন্দ গোআল।
মানুস নহে কৃষ্ণ আমার ছাওাল॥
নারায়ণ গোসাঞী কিবা সিযুরূপ ধরি।
পৃথিবীর ভার হরে অযুর দৈত্য মারী॥
ইহা হইতে সঙ্কট কভু নহিব আমারে।
জতেক কথা কহিলেন গর্গ মুনিবরে॥
মুনিবাক্য মিথ্যা নহে পরতেক হৈল।
কৃষ্ণের প্রসাদে সব বিপদ এড়াইল॥
সর্ব্বক্ষন প্রতিজন গোবিন্দে গাইল।
ইহা হইতে কারও কভু সঙ্কট নহিল॥
হেন কালে হইলা কৃষ্ণ দ্বাদস বৎসর।
যুন্দর সরির দেখি আতি মনোহর॥
[ক৩৪/১]পুর্ন্নিমার চন্দ্র জেন বদন নির্ম্মল।
খঞ্জন জিনিএগ তার নয়ন চঞ্চল॥
মউরের পাখ সিরে কুটিল কুন্তল।
মনি মানিক কর্ন্নে মকর কুণ্ডল॥
নানা বর্ন্নে পুষ্পমালা হৃিদয় উপরে।
হেম অঙ্গুরি হাথে বলয়া দুই করে॥
পিত বসন ধড়া পড়ে বনমালী।
নৌতন মেঘে জেন পড়িছে বিযুরি॥
এমত দেখিএ প্রভুর যুন্দর বদন।
নব জলধর স্যাম কামিনি মোহন॥
দেখিএগ যুবতিগন স্থির নহে মন।
কামে হত হএগ চিত্তে গোবিন্দ চরন॥
মদনে পিড়িত হএগ যুবতি সমাঝ।
স্মাঁমির বিরোধ নাঞী খণ্ডিলেক লাজ॥
রাত্রিদিনে যুবতিগন গোবিন্দে হৈল মতি।
গৃহকর্ম্মে চিত্ত নাহি সকল যুবতী॥
যুখে বৈসয়ে লোক চিন্তা নাহি মনে।
গুনরাজ খাঁনে যোলে বন্দিএগ নারায়ণে॥ ✿॥

রাসলীলা

॥ বসন্ত রাগ॥

কৃষ্ণের প্রসাদে গোপ বসে বৃন্দাবনে।
দুঃখ সোক ভয় ক্ষোভ কিছু নাহি মনে॥
কথা আছে গোবিন্দাই জাই তার ঠাঞী।

কোন ঠাঞী গেলে তার দরসন পাই॥
হেনমতে নারায়ণ চিন্তে গোপি জন।
সর্ব্বভুত সরির গোসাঞী জানিল তখন॥
জানিঞাত গোবিন্দ পাতিল জোগমায়া।
গোপি লঞা কৃড়া করি বৃন্দাবনে জাঞা॥
নড়িলা জমুনা তির যুন্দর কাহ্নাই।
নানা বৃক্ষ পুষ্প সব আছয়ে তথাই॥
কৃষ্ণের বিজয় নর যুন একমনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে শ্রীহরিচরনে॥

শ্রী শ্রী॥ দির্ঘ দির্ঘ সন্দ ॥

বৃন্দাবনে পুষ্প জত বলিবাকে পারি কত
সুন্দর আর রক্ত চন্দন।
অর্জ্জুন খাযুর খিরি গআসত বৌহারি
গন্ধঝিটি[ক৩৪/২]হেঁতালের বন॥
তুলসি মালতি যুতি দোনা আর কুন্দমতি
মরূআ চম্পক নাগেশ্বর।
আঁওলি গিঅলি সালি মধুকর করে কেলী
গন্ধঝিটি কেতকি কেসর॥
কাঞ্চন পারলি ফুলে কুমুদ ওড় সতদলে
কনক চম্পক মনোহর।
পদ্মঁ নিলোৎপল দলে কহ্লার কুমুদ জলে
সিঅলিতে সোভে সরোবর॥
অসোক কিংযুক কেআ বাসক বাঙ্গালচুঙা
সেফালিকা বৃক্ষের উপর।
অস্বথ নাকড়ি তাল নারিকেল তমাল
গুবাক বৃক্ষ দেখিতে যুন্দর॥
আম্র নিম পলাস কস্তুরির সুবাস
শ্রীফল ফল আতি মনোহর।
তরু সাল পিআলে সিমলি নদির কুলে
তেঁতলি বৃক্ষ দেখিতে যুন্দর॥
চন্দন আঁওলকি বহেড়াত হরিতকি
ভল্বাতকি সোভয়ে আপার॥❁॥

॥ ছন্দান্তর ॥

নানা গুনে সম্পন্ন দেখিঞা বৃন্দাবন।
গোপি লঞা কৃড়া করি হৈল তার মন॥
সরত পুর্ন্নিমা সসি কইল উদয়।
সুগন্ধ সিতল বা মনোহর বয়॥
নব কিসলয় জত সব বৃন্দাবনে।

অধিক দ্বিপতি হৈল চন্দ্রের কিরনে॥
কাম অবতার করি বাঁসিতে সান দিল।
ষুনিএগত গোপ নারি মুর্ছিতা হইল॥
জানিল গোবিন্দ বেনু বাএ বৃন্দাবনে।
চলিলাত গোপ নারি হরসিত মনে॥
কেহো ত স্মাঁমির কোলে আছিল ষুতিএগ॥
কেহো উপকথা কহে বন্ধুজন লএগ॥
কেহো রন্ধন করয়ে কেহো করএ সয়ণ।
সিষু স্তন পিআএ কেহো সর্য্যাতে সয়ণ॥
স্মাঁমিকে অন্ন দেই কোন কোন নারি।
গৃহে কোন কোন নারি গৃহকর্ম করী॥
স্মাঁমি সঙ্গে বসি কেহো করয়ে হরিসে।
[ক৩৫/১]একজনে আর জনের বিচারয়ে কেসে।
অলক তিলক কেহো নয়ণে কাজল।
কণ্ঠে ভুসন কারো শ্রবনে কুণ্ডল॥
জেই জেনমতে ছিল নড়িল সত্তরে।
বৃন্দাবনে বাঁসি জথা বাএ গদাধরে॥
কেহোত জাইতে ধরি রাখিল তার পতি।
অনেক জতনে রহিল গোবিন্দে করি মতি॥
কৃষ্ণ চিন্তিতে কেহো কেহো প্রান দিল।
মুক্তিপদ পাইল তার বন্ধন ঘুচিল॥
আর জন গোপনারি গোবিন্দপাসে গিএগ।
দাণ্ডাইলা তার পাসে চিত্রলেখিত হএগ॥
কামে পিড়িত গোপি হত চিত্ত হৈল।
হাসি হাসি গোবিন্দাই কিছু তাকে বুইল॥
কেনে আইলা বৃন্দাবনে সব গোপিগনে।
না কইলে ব্যাঘ্র ভয় গহন কাননে॥
রাত্রিকালে ঘোরতর কানন ভিতরে।
সিবা সত সার্দ্দুল গহন গম্ভিরে॥
স্মাঁমিকে এড়ি আইলা কোমন সাহসে।
বৃন্দাবনে এত রাত্রি কাহার উদ্দেসে॥
না কর সাহস ষুন আমার বচন।
ঘরে ঘরে চাহি তোমার বুলে বন্ধুজন॥
ঝাঁট করি জাহ সভে না থাকিহ এথা।
না পাইএগ স্মাঁমি তোমার দুঃখ ভাবে তথা॥
স্মাঁমি বিনে কেহো নাহি জগত সংসারে।
স্মাঁমি সেবা কইলে হএ নরকে উদ্ধারে॥
স্মাঁমি স্বর্গ স্বাঁমি ধর্ম স্মাঁমি সে মুকুতি।
স্মাঁমি কষ্ট কইলে হয়ে নরকে বসতি॥
ঝাঁট করি নড় গোপি আপন ভূবনে।

স্মাঁমি সেবা কর গিএগ পুত্রের পালনে॥
এতেক পৃঅবানি জবে গোবিন্দ বলিল।
হেঠ মাথা করি সভে ভাবিতে নাগিল॥
স্তন বাহিএগ আঁখির জল পড়ে ভুমিতলে।
পাএর অঙ্গুলি লেখে বোলে ধিরে ধিরে॥
কামে দগ্ধ চিত্ত গোপি অপমান শুনী।
[ক৩৫/২]সন্তাপ লাজে মুখে না নিকলে বানি॥
সঘন নিস্বাস এড়ি করে নমস্কার।
কেনে হেন নির্দ্দয় গোসাঞী বোল অবেভার॥
এড়িএগত স্মাঁমি পুত্র আর বন্ধুজন।
একভাবে স্মঁরন কৈল তোমার চরন॥
কি করিব স্মামি পুত্র আর বন্ধুজন।
তোমার চরন দেখি জাউক জিবন॥
না লেউক স্মাঁমি মোর তাএ নাহি বেথা।
তোমার অমৃত বোলে প্রান জাএ এথা॥
কেনে হেন বচন বোলহ চক্রপানি।
তোমার চরনে আজি তেজিব পরানি॥
জন্মে জন্মে পাই জেন তোমার চরন।
তুমি স্মাঁমি তুমি প্রান তুমি বন্ধুজন॥
না জাইব কেহো ঘর সব গোপনারি।
অধর সুধা দিএগ তুষ্ট করহ মুরারি॥
নহেত স্ত্রিবধ দিব তোমাতে উপর।
স্ত্রিবধিআ জেন লোকে বোলে গদাধর॥
না পাত জঞ্জাল কৃষ্ণ দেহ আলিঙ্গন।
কাতর হএগ ধরি গোসাঞী তোমার চরন॥
এত জদি গোপীগণ কাতর বোল বৈল।
সুনিএগত গোবিন্দের দআ উপজিল॥
আঁখির নিমিসে হইলা কন্দর্প অবতার।
মোহিএগত গোপীগনে ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥
নানাবিধি কৌতুক রস রঙ্গ কৈল।
আতি রসে গোপিগনে মান উপজিল॥
সখি সঙ্গে বৃন্দাবনে করয়ে ভ্রমন।
এক নারি লএগ তথা বুলে নারায়ণ॥
তার সঙ্গে বুলে কৃষ্ণ জমুনার তিরে।
সুগন্ধ কুসুম তুলি বুলে ধিরে ধিরে॥
বাম হস্ত কান্ধে দিএগ বুলয়ে কানাঞী।
নানা রঙ্গ শৃঙ্গার কইল সেই ঠাঞী॥
তবে ত সুন্দরি নারি মান উপজিল।
নড়িতে না পারি কৃষ্ণ তোমাকে বলিল॥
[ক৩৬/১]জদি তোমার মন আছে কৃড়া করিবারে।

বহিঞাত লেহ আমা প্রভু দামোদরে।।
বসিলাঙ এই ঠাঞী নড়িতে না পারি।
বহিঞাত লেহ আমা প্রভু শ্রীহরী।।
তোমার চরনে য়েই পরিহার করি।
বুলিল বচন ষুন অবধান করী।।
ষুনিঞা গোপীর বোল মনে মনে হাসি।
লেউটিঞা গদাধর তার পাসে আসি।।
চলিতে না পার জদি গোপের নাগরি।
কান্ধে করি লিয়ে উঠে ত্রৈলোক্যষুন্দরী।।
গোবিন্দের বোলে দেবি অনুমতি দিল।
কান্ধেত চড়িতে কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যান হৈল।।
চারিভিতে চাহে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাএ।
মূর্ছিতা হইঞা তবে ভুমিতে লোটাএ।।
কোন বিধি পাপ মোর লেখিল কপালে।
কর্মদোসে রত্ন মুঞী হারাইলুঁ গোপালে।।
কুবুদ্ধি লাগিল মোকে গোসাঞী ভাণ্ডিল।
তেকারনে মোর মনে মান উপজিল।।
কুবোল বাহির হৈল আমার বদনে।
তেকারনে না চিনিল নন্দের নন্দনে।।
হরি হরি প্রান মোর কেনে নাঞী জায়।
জথা গেলে গোবিন্দের দরসন পায়।।
কে নিল কে নিল কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ।
কান্দিতে কান্দিতে বোলে আইস জগন্নাথ।।
য়েথা সব গোপী মধ্যে নাঞী গোবিন্দাই।
কথা গেলা প্রাননাথ চাহিঞা বেড়াই।।
উমতি বাউলি গোপী অন্য নাঞী মনে।
কৃষ্ণকে চাহিঞা বুলে সব বৃন্দাবনে।।
বেঢ়িঞা বসিলা গিঞা তাহার চরনে।
গোবিন্দের পৃঅ জত সর্ব্বলোকে জানে।।
গোবিন্দের পৃঅ তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
তোমা দেখি অবস্য গেলা প্রভু নারায়ণে।।
[ক৩৬/২]উদ্দেস বোল দাসি হব তোমার চরনে।
সপত্নিক ভাব কিছু না করিহ মনে।।
অধর ষুধা দিঞা তুষ্ট করিলে গোপালে।
ভ্রমর পড়িল জেন তোমার পুষ্পদলে।।
মিছা না বুলিহ মোকে তোমার দাসি হব।
কথা গেলে গোবিন্দের দরসন পাব।।
এত বলি অন্য ঠাঞী জায়ে সব সখি।
জাতি যুতি মালতিকে সমুখেত দেখি।।
তুমি কি দেখিলে জাইতে ষুন্দর মুরারি।

তোমা অনুগত বড় প্রভু শ্রীহরি।।
আর কথোদুরে দেখি মাধবির লতা।
আইস আইস সখি কৃষ্ণের বনিতা।।
কথা সেই পাইব নাগ ষুন্দর কানাই।
ইহা বলি ধাএগ সব সখিজন জাই।।
তথা নাঞী চক্রপানি না পাএগ হতাস।
দেখি নাঞি কৃষ্ণ বলি য়েড়য়ে নিস্বাস।।
আর কথোদুরে দেখি কদম তরুবর।
তুমি কি দেখিলে জাইতে প্রভু গদাধর।।
তোমার মালা গলে মাথে মউরের পাখা।
নিল মেঘে চিকুর জেন আকাসেত দেখা।।
হেন প্রাননাথ বৃক্ষ কোন বনে গেল।
অভাগিনি নারি আমি গোসাঞী ভাণ্ডিল।।
কথা গেলা প্রাননাথ ষুন তরুবর।
তোমার তলাতে সদা থাকেন গদাধর।।
বিলাপ করে কৃষ্ণ নাগ না পাএগ যুবতী।
আকাস পানে চাহিতে দেখিল নিসাপতি।।
কৃষ্ণ জ্ঞানে হরসিত হইএগ অন্তরে।
আমা এড়ি স্ত্রিগন লএগ কৃষ্ণ কৃড়া করে।।
চাহিএগ জানিল নহে গোবিন্দ ষুন্দর।
তারাগনে কৃড়া করে দেব সসোধর।।
কহ কহ নিসাপতি সরূপ বচন।
আমা এড়ি কথা গেলা কমললোচন।।
[ক৩৭/১]ষুন তারাগন কৃড়া কর একচিত্তে।
বিরহের বেদনা জানহ ভালমতে।
হেনমতে অচেতনে বুলে বৃন্দাবনে।
একে য়েকে জিজ্ঞাসিল সব তরুগনে।।
কেহো না বলিল আমি দেখিল কানাঞী।
কৃষ্ণের জতেক কৃড়া শৃজিল তথাঞী।।
কেহো ত পুতনা হৈল কেহো হৈল কাহ্ন।
স্তন পানে কেহো কারো নইল পরান।।
সকট হইল কেহো সিষুরূপ ধরী।
ভাঙ্গিল সকট কেহো পদঘাত করি।।
ত্রিনাবর্ত্ত হইল কেহো আসিএগ সত্তরে।
আকাসে লএগ জাই আমি প্রভু দামোদরে।।
কেহো জসোদা হএগ দধি করয়ে মথন।
দামোদর রূপে কেহো করএ ক্রন্দন।।
লুনিচোরা বলি বান্ধে কেহো আনে দড়ি।
জমলার্জ্জুন হএগ কেহো জায়ে গড়াগড়ি।।
অষুর হইল কেহো বৎস রূপ ধরি।

আর জন কৃষ্ণ হঞা তার প্রান হরি॥
কেহো কেহো ধেনুকের মায়াত পতিল।
কৃষ্ণ রূপ ধরি কেহো তাল খাইল॥
কালিদহ পাতি কেহো কালিনাগ হৈল।
কৃষ্ণ রূপ ধরি কেহো মস্তকে চঢ়িল॥
কেহো বোলে কৃষ্ণ সহ ইন্দ্রবাদ করী।
আর কেহো বোলে আমি পর্ব্বত জে ধরী॥
না করিহ ভয় যুন আমি দামোদর।
বাউ বরিসনে আমি রাখিব তোমার॥
কৃষ্ণ কৃড়া কৈল জত সকল রূপসি।
না পাইল দামোদর জমুনাকুল আসি॥
তবে কথোদুরে দেখি সেই অভাগিনী।
এড়িঞা পালাইলা তাকে প্রভু চক্রপানি॥
তবে ত সকল সখি তাকে জিজ্ঞাসিল।
গোবিন্দ কপট জত কহিতে নাগিল॥
আমা লঞা গোবিন্দাই সেই বৃন্দাবনে।
[ক৩৭/২]তেজিল শৃঙ্গার সখি কৌতুক হৈল মনে।
তবে ত আমার মনে মান উপজিল।
চলিতে না পারি কাল বোল বাহিরাইল॥
বিড়মিঞা শ্রীহরি মোকে হৈলা অদর্শন।
না জানিএ কোন দিগে গেলা নারায়ণ॥
গোবিন্দের জত কথা কপট যুনিঞা।
কৃষ্ণের উদ্দেস করে এক চিত্ত হঞা॥
বসিলা জমুনা তিরে সব সখিগনে।
কৃষ্ণের চরিত্র জত কহন্তি কথনে॥
কদমের তলে বসি নন্দের নন্দনে।
সুস্বর বাঁসি বাএ বেক৩ বচনে॥
তবে স্বর্গ বিদ্যাধরি দেবতার নারি।
কাম বাঁনে হত চিত্ত আপনা পাসরি॥
বৃন্দাবন মধ্যে কৃষ্ণ জবে বংসি পুরে।
অকালেত পুষ্প হয়ে সব তরূবরে॥
বাছাগন সঙ্গে জদি আইসে বাঁসি দিঞা।
গোকুল যুবতির প্রান লএত হরিঞা॥
জমুনার কুলে জদি দেই বাঁসি সান।
উজান বহিঞা নদি গেলা তাঁর স্থান॥
কদমের তলে জদি বাঁসিতে সান দিল।
যুনিঞা মউর পক্ষ নাচিতে নাগিল॥
জত পক্ষগন ছিল সেই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের সুস্বর বাঁসি কর্ন্ন পাতি যুনে॥
হেন বাঁসির সান কৃষ্ণ কেনে নাঞী পুরে।

কথা গেলে পাব সখি সেই দামোদরে।।
হরি হরি দৈব কত লেখিল কপালে।
কোন দিগে পাব গিঞা ষুন্দর গোপালে।।
মানুষ নহেন কৃষ্ণ ব্রহ্ম অবতার।
ব্রহ্মার বোলে খণ্ডাইতে আইলা ভুমিভার।।
দুষ্টলোক মারি কৈল সিস্টের পালন।
আমার প্রান হর কেনে কমললোচন।।
তোমা না দেখিয়ে জদি প্রভু শ্রীহরী।
দণ্ড দুই মানি তবে বৎসর দুই চারি।।
বাছুর লঞা আইসে কৃষ্ণ ছাওালের সঙ্গে।
[ক৩৮/১]হাথে বেনু বাঁসি লঞা কৃড়া করে রঙ্গে।।
দেখিল কৃষ্ণকে তখন কন্দর্প সমান।
সেই রূপ ভাবি আমি তেজিব পরান।।
কথা আছ কথা বুল দণ্ডক অরন্যে।
বেথা জানি পায়ে তোমার যুগল চরনে।।
হেনক সরিরে গোসাঞী করহ ভ্রমন।
ছাড়িলে আমাকে দয়া শ্রীমধুসুদন।।
কাকুতি মিনতি করি তোমার চরনে।
আইস গোবিন্দ মোকে দেহ আলিঙ্গনে।।
কান্দয়ে যুবতিগন ভূমিতে লোটাঞা।
দআ উপজিল কৃষ্ণ মেলিলা আসিঞা।।
দেখিঞাত গোবিন্দাই সব গোপিগনে।
একেবারে উঠিলা সভে করিঞা চেতনে।।
ষুখ উপজিল সভে দেখিঞাঁ চক্রপানী।
মুইল সরিরে জেন আইল পরানি।
ধাঞা সভে গেলা জথা প্রভু দামোদর।
আনন্দ হ্রিদয় গোপি মনের ভিতর।।
কতেক আনন্দ তার কহনে না জায়।
সব গোপী এক দৃষ্টে কৃষ্ণ মুখ চায়।।
কৃষ্ণ মুখ দেখিঞা সভার আনন্দ অন্তর।
চারিদিগে রহিলা গিঞা যুড়ি দুই কর।।
জেই জেই অঙ্গ দেখি তথি রহে মন।
চন্দ্রকে বেড়িঞ জেন আছে তারাগন।।
জত গোপি তত রূপ ধরি গদাধর।
দুই দুই জন সঙ্গে দেখিতে ষুন্দর।।
মুকুতার মধ্যে জেন সোভয়ে পোঁঙালা।
এক ষুত্রে গাঁথিল জেন কনক পদ্মমালা।।
যুবতিগন হরসিতে সিন্দুর রঙ্গে পরী।
মেঘের উপর ধনু জেন সোভা করী।।
হেন মতে যুবতি সঙ্গে নন্দের কুমার।

কামে হত চিত্ত হঞা চিন্তিল শৃঙ্গার॥
আলিঙ্গন চুমন নখ জঘন তাড়ন।
বিপরিতে কারো কারো করিল তোসন॥
শ্রম যুত হঞা তবে জমুনার কুলে।
[ক৩৮/২]জল কৃড়া যুবতি সঙ্গে কইল গোপালে।
নানা বিধি কৃড়া কইল প্রভু দামোদর।
কত রঙ্গ কৈল প্রভু দেব দেবেস্বর॥
নলিত লাবন্য নিলা কৈল বহুতর।
নড়িলা সকল নারি জার জেই ঘর॥
স্মাঁমির সর্য্যাতে গিএগা যুবতি ষুতিল।
নিজ পতি সঙ্গে আছে হেনঞী মানিল॥
কেহো নাহি দেখে কৃষ্ণ কৃড়া করে রঙ্গে।
প্রতিদিনে বৃন্দাবনে যুবতির সঙ্গে॥
ধর্ম্মময় সরির গোসাঞী কেনে হেন করী।
সংসারের নাথ হঞা হরে পরনারি॥
আত্মঁপর নাঞী তার সংসার ভিতরে।
পাপ পুন্য জত কিছু না লাগে সরিরে॥
ভাল মন্দ পোড়ে অগ্নি দেখে সর্ব্বজন।
জে বস্তু দিএ হয়ে অগ্নির সমান॥
সংসারের নাথ প্রভু সকল জন্তুময়।
অন্য জন হৈলে তবে নরকে পচয়॥
বিষ বর্ষন হয়ে মহাদেবে খাই।
অন্যজন হৈলে তবে মরএ তথাই॥
সপনেহোঁ সংসার না করিহ পরদার।
পরদারধিক পাপ নাহিক সংসার॥
চৌরাসি সহস্র নরক জত জমলোকে।
পরাস্ত্রি হরনে তাহা ভুঞ্জি একে একে॥
না করিহ পরদার ষুন সর্ব্বজনে।
পরদারে পাপ কহে গুনরাজ খাঁনে॥

কাত্যায়নী মহোৎসব ও বিদ্যাধরের শাপমোচন

॥ৠ॥ শ্রীরাগ ॥ৠ॥

হেনমতে বৃন্দাবনে সব গোপ বসি।
কাত্যাঞনি মহোৎসব হৈল তবে আসি॥
প্রতি ঘরে ঘরে লঞা নড়িলা উপহারে।
গোবর্দ্ধন নিকটে দেবি কানন ভিতরে॥
পুজিতেত ভগবতি কইল গমন।
নৃত্যগীত ফল মুলে কৈল আরাধন॥
অচম্বিতে মহাসর্প আইল বৃন্দাবনে।

নন্দ ঘোসে খাএ সব দেখে লোকজনে।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি নন্দ কৈল উচ্চনাদ।
[ক৩৯/১]তুমি থাকিতে কেনে য়েতেক প্রমাদ।।
তুমি ত গোকুলনাথ সভার জিবন।
তোমা বিদ্যমানে কেনে আমার মরন।।
এতেক বুইল নন্দ কাতর বচন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করি ডাকে অনুক্ষন।।
যুনিঞাত কৃষ্ণ গেলা সর্প্পের নিকটে।
খেদাড়িঞা খাইতে আইতে দসন বিকটে।।
কোপে নাথির ঘাও তাকে নারায়নে মারি।
সর্পরূপ ছাড়ি বিদ্যাধর রূপ ধরী।।
রথে চড়ি গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণকে স্তুতি করে।
তোমার প্রসাদে হৈল সাঁপের উদ্ধারে।।
অরবিন্দ লোচন প্রভু দামোদর।
ভকত কলপতরু প্রভু জোগেশ্বর।।
তোমার মহিমা প্রভু বেদে অগোচর।
দেবের দেবতা তুমি প্রভু জদুবর।।
অধম দেখিঞা কৃপা করিলে আমারে।
মুনি সাঁপ হৈতে প্রভু করিলে উদ্ধারে।।
আপন বৃর্ত্তান্ত কিছু করিব গোচর।
অবধানে যুন প্রভু দেব দেবেশ্বর।।
যুদর্শন নাম মোর গন্ধর্ব্ব অধিকারী।
কৌতুকে কৃড়া করি লইঞা যুন্দরী।।
সে পথে অঙ্গিরা মুনি মহা তপোধন।
জটা ভার মস্তকে তিহিঁ কইল গমন।।
দেখিঞাত উপহাস্য কইল তাঁহারে।
কোপে সাঁপ দিল মুনি না কৈল বিচারে।।
আপনার রূপ দেখি কৈলে উপহাস।
সর্প হঞা বৃন্দাবনে কর গিঞা বাস।।
এতেক বচন জদি বুইল মুনিবর।
চরনে ধরি প্রণতি কইল বহুতর।।
জদি সাঁপ দিলে গোসাঞী করি নিবেদন।
কত দিনে সাঁপ মোর হব বিমোচন।।
এতেক যুনিঞা তুষ্ট হৈলা মুনিবর।
যুদর্সনে বুলি মুনি প্রবোধ উত্তর।।
ভারাবতারনে গোসাঞী আসিব নারায়ণ।
তাহার পরসে হব সাঁপ বিমোচন।।
এত বুলি মহামুনি কইল গমন।
সর্প হঞা[ক৩৯/২]ছিলাঙ প্রভু সাঁপের কারন।।
সফল সাঁপ হৈল মোর যুন গদাধর।

তোমার পদঘাত হৈল মস্তকে উপর॥
কৃষ্ণ প্রদক্ষিন করি স্বর্গপুরি জাই।
দেখিএগ গোকুলগন বড় ক্ষোভ পাই॥
দেখ অদভুত হোর সব গোপগনে।
মানুস নহেন কৃষ্ণ প্রভু নারায়ণে॥
অদ্ভুত নাগিল তবে সভাকার মনে।
পুজিএগ পার্ব্বতি সভে গেলা নিজস্থানে॥

শঙ্খচূড় বধ

বৃন্দাবনে নানা রঙ্গে বুলে দামোদর।
চতুর্দ্দস বৎসর হৈল দেখিতে ষুন্দর॥
গোপি লএগ গোপিনাথ গেলা বৃন্দাবনে।
করয়েত মহাকৃড়া গহন কাননে॥
স্ত্রিগন চারিভিতে মধ্যে নারায়ণ।
চন্দ্রকে বেঢ়িল জেন আকাসে তারাগন॥
হেনকালে সংখচুড় আইল মায়া ধরি।
কুবেরের চর আইল হরিতে পরনারি॥
অচম্বিতে আসি লএগ জাএ একজন।
রাখহ গোবিন্দ গোপি করএ ক্রন্দন॥
মালসাট মারি তবে বোলয়ে শ্রীহরি।
কথা জাহ স্ত্রিচোরা হরিএগ পরনারী॥
মোর হাথে পড়িলিস এড় নারিগন।
তোমাকে প্রসন্ন আজি জমের কারন॥
এত বুলি চুলে ধরি পড়িল গদাধর।
গলা চাপি প্রান নিল পড়িল কিঙ্কর॥
দেখিএগত হরসিত সব গোপি হৈলা।
কৃষ্ণ চিত্ত হএগ সভে ঘরকে চলিল॥
হেন কৃষ্ণ চরিত্র নর ষুন একমতি।
সংসারের সুখ পাবে মোক্ষ মুকুতি॥
না করিহ হেলা ষুন সকল সংসারে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে কৃষ্ণ অবতারে॥

অরিষ্ট বধ

শ্রীশ্রী॥ ॥ ॥ শ্রীরাগ

বড় বড় কর্ম্ম কৃষ্ণ সিষুকালে কৈল।
সাত বৎসরে হরি পর্ব্বত ধরিল॥
সংখচুড় মাইল কৃষ্ণ গোপি[ক৪০/১]বিদ্যমানে।
ষুদর্শন গন্ধর্ব্বের সাঁপ বিমোচনে॥
ষুনিএগত কংস রাজা চিন্তিত অন্তরে।
ডাক দিএগ আরিষ্ট আনিল নিজ ঘরে॥

যুনহ কৃষ্ণের কথা অরিষ্ট মহাসয়।
বিপরিত কর্ম্ম করে নন্দের তনয়॥
তাহাকে মারিতে নারি কোমন সকতি।
সকল হইল জত বুইল ভগবতি॥
নন্দের ছাওালে কেহো নারে মারিবারে।
মরন নিকট হৈল বলিল তোমারে॥
তোমা হেন বির নাহি মোর সভা মাঝে।
তুমি থাকিতে আমি পাই বড় লাজে॥
এতেক কাতর বাক্য কংস জবে বুইল।
হাসিএগা আরিষ্ট বির কহিতে নাগিল॥
না করিহ চিন্তা কিছু যুন কংস রাজ।
মারিব বালক গোটা কত বড় কাজ॥
আমা সভা থাকিতে পাঠাহ কোন জন।
না পারে মারিতে লাজ ঘোসে সর্ব্বজন॥
মেলানিতে দেহ আমি জাইব গোকুলে।
মারিএগা কানাঞী আনিব সকল গোআলে॥
এতেক বুলিএগা বন্দে কংসের চরন।
কৃষ্ণ মারিবাকে করে গোকুলে গমন॥
ধরিলেক বৃষ রূপ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দস জোজন হয়ে সরির প্রসর॥
দুই গোটা সিংহ হৈল পর্ব্বত আকার।
অনন্ত বাযুকি জেন অদ্ভুত যুন্দর॥
বলদ গোটা দেখি জেন পর্ব্বতের চূড়া।
গায়ে ঠেকি ঘর গাছ সব হয়ে গুড়া॥
পদে পদে ভুমিকম্প আরিষ্ট নড়িতে হয়।
ডাহিন বামে বৃক্ষ ভাঙ্গি গড়াগড়ি জায়॥
আতি ভয়ঙ্কর রূপ সান্ডায়ে গোকুলে।
দেখিএগাত ত্রাস বড় পাইল ছাওআলে॥
ডাগর রা কাঢ়ে দুষ্ট সারে দুই কান।
তার ডাকে পড়ে গরু ছাড়িএগা পরান॥
অকালেত গর্ভপাত গরু সব হৈল।
[ক৪০/২]ত্রাসে বোলে সর্ব্বলোক গোকুল মজিল।
কথা গেলা শ্রীকৃষ্ণ বলাই যুন্দর।
এতকালে মজিল তোমার গোকুল নগর॥
গোকুল মজিল সব গোআলা জাতি।
ঝাঁট করি গোবিন্দ করহ অব্যাহতি॥
যুনিএগা নড়িলা কৃষ্ণ ধাইএগা সত্তর।
দেখিলত বৃষ দুষ্ট গোঠের ভিতর॥
হাসিএগাত মনে গুনে প্রভু শ্রীহরি।
আমা মারিবাকে আইল বৃষ রূপ ধরী॥

পৃথিবির ভার হরিব ইহাকে মারিএগা।
মালসাট মারি কৃষ্ণ নড়ে ধরি গিএগা।।
দুই হাথে দুই শৃঙ্গ লাফ দিএগা ধরি।
আকাসে তুলিএগা দুষ্ট পেলিল শ্রীহরী।।
পেলাএগা অষুর দুষ্ট মারিতে সিংহ পাতে।
পুনরপি দুই সিংহ ধরে জগন্নাথে।।
সিংহ উপাড়িএগা মারেন সেই সিংহের বাড়ি।
বাড়ির ঘায়ে অষুরা জায়ে গড়াগড়ি।।
পুনরপি উঠিএগা জায়ে কৃষ্ণ মারিবারে।
লেঞ্জে ধরি পাক দিএগা পেলে গদাধরে।।
সেই ঘাএ অসুরা তবে প্রান দিল।
নিজ রূপ ধরি তবে জিবন ছাড়িল।।
হরসিত হইল গোপ অষুর মইল।
জয় জয় পুষ্প বৃষ্টি দেবগনে কৈল।।
দেখিল মহিমা গোপ কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
ষুনিলত কংসরাজা আরিষ্ট মরনে।।
হরিল চেতন মনে বিরস বদনে।...
আনিলত বন্ধুজন সব ডাক দিএগা।
হেন বলে নারদমুনি মেলিলা আসিএগা।।
দেখিএগা উঠিলা তবে কংস নরপতি।
পাদ্যার্ঘ্য দিএগা তবে কইল প্রনতি।।
তুষ্ট হএগা মুনিবর বুলিল পিরিতি।
নিস্চিন্তে বসিএগা কেনে আছ নরপতি।।
তোমাকে বলিল সত্য দৈবকি উদরে।
অষ্টম গর্ভ হরি কৈল অবতারে।।
উপজিল শ্রীহরি তুমি না করিলে মন।
[ক৪১/১]গোকুলেত নন্দ ঘরে সেই দুইজন।।
বষুদেব থুইল লএগা নন্দ ঘোস ঘরে।
জসোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল তোমারে।।
এখনেত কেনে চিন্তা কর নরপতি।
জেনমতে ভাল হয়ে চিন্তহ যুগতি।।
এতেক বলিল জবে নারদ মুনিবর।
ডাক দিএগা পাত্র মিত্র আনিল সত্তর।।
বষুদেব দৈবকি দেবি আনিল সত্তর।
চুলে ধরি খড়্গ লএগা জায়ে কাটিবারে।।
তবে ত হাসিএগা মুনি তার হাথে ধরি।
রাজা হএগা কেনে হেন অবেভার করি।।
ভগিনির পতি বধ কথাহোঁ নাহি ষুনি।
জে জন তোমার সত্রু তাহা মার আনি।।
ইহা মাইলে হয়ে লোক ধর্মেত লংঘন।

ধর্ম্ম লংঘিলে হয়ে নিকটে মরন॥
নিগড় দিঞা দুইজনে এড় কারাগারে।
সত্রু মারিবাকে জত্ন করহ সত্তরে॥
মুনির বচনে রাজা ক্রোধ সঙ্কলিল।
কারাগারে লঞা তবে দোঁহাকে রাখিল॥

কেশী বধ

চল কেসি মহাসুর গোকুল নগরে।
জেনমতে পার মার নন্দের কুমারে॥
কেসিকে পাঠাঞা রাজা অক্রুর হাথে ধরি।
আমার বচনে নড় গোকুল নগরী॥
কেসি হইতে জদি তার নহেত মরন।
প্রবন্ধ করিঞা আন সেই দুইজন॥
বলিঞা পাঠাইল রাজা তোমা সভা ঠাঞী।
মল্লযুদ্ধ জান ভাল তুমি দুই ভাই॥
ষুনিঞা কৌতুক বড় রাজাকে লাগিল।
আন গিঞা দুই ভাই আমা পাঠাইল॥
করাইব মল্লযুদ্ধ মল্লের সংহতি।
ঝাঁট করি নড় আজ্ঞা কইল নৃপতি॥
য়েইত প্রবন্ধ করি আন দুইজন।
মল্লযুদ্ধ করি তার লইব জিবন॥
ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ ওথা করে নৃপবর।
নানাবিধি পতকা উড়ে দেখিতে ষুন্দর॥
[ক৪১/২]সর্ব্ব রার্য্য আনন্দিত মল্লযুদ্ধ দেখিবারে।
ষুবর্ন্নের মঞ্চ সর্জ্জ করহ সত্তরে॥
কুবলয় হস্তি রাখ মধ্য দুআরে।
আসিতে মারয়ে জেন নন্দের কুমারে॥
হেন মতে আনি মার সেই দুইজনে।
তবে আর সত্রু মোর ন্যহি ত্রিভুবনে॥
জরাসন্ধ আদি করি জত রাজা বৈসে।
সভেত আমার পক্ষ পাইব হরিসে॥
হেনমতে পৃথিবি ষুখ ভুঞ্জ এক মনে।
মন্ত্রনা করিঞা গেলা জার জেই স্থানে॥
মহাকায় কেসি গেল গোকুল নগরে।
কম্পমানা বষুমতি হয়ে পদ ভরে॥
পর্ব্বত আকার অষুর অশ্বরূপ ধরে।
ত্রাস উপজিল সব গোকুল নগরে॥
ঘর ভাঙ্গে গাছ ভাঙ্গে মানুস গরূ মারে।
ধাঞা জানাইল গোপ প্রভু দামোদরে॥
ষুন ষুন রাম কৃষ্ণ কি কর বসিঞা।

এক অস্ব গোকুল নষ্ট কইল আসিঞা।।
এক গোটা অস্ব দেখি পর্ব্বত আকার।
গোকুলের লোকজনের নাঞীক নিস্তার।।
এতদিনে নষ্ট হৈল সকল গোকুল।
কেহো নাহি রক্ষ্যা পাব হৈলাঙ নির্মুল।।
তোমার সরন জত গোকুল নগরি।
অষুর মারিঞা রক্ষা করহ শ্রীহরী।।
ষুনিঞা গোআল কথা প্রভু দামোদরে।
অষুর মারিতে কৃষ্ণ নড়িলা সত্তরে।।
দেখি মহাকায় অষুর অস্ব রূপ ধরী।
পৃথবি কোরালে খুরে গোঠের ভিতরি।।
ত্রাসে কাঁপে সর্ব্বলোক তার ডাক ষুনি।
কেমনে মারিব কৃষ্ণ মনে মনে গুনি।।
অনুমানি গেলা কৃষ্ণ অষুর নিকটে।
খাইবাকে আইসে কৃষ্ণকে দসন বিকটে।।
বুঝিঞা তাহার মন প্রভু শ্রীহরি।
লেঞ্জে ধরি দিল তাকে পাক তি[ক ৪২/১]ন চারি।
নিলায়ে পেলিল তাকে প্রভু দামোদরে।
পড়িল অষুর হাথ সতেক উপরে।।
পুনরপি ধাঞা আইসে কৃষ্ণ মারিবারে।
দেখিঞাত কৃষ্ণ তার উদরে হাথ ভরে।।
বাঢ়াইল হাথখান সরির ভিতরে।
বান্ধিলেক দ্বার বাউ ছাড়য়ে সরিরে।।
উদর ভরিল রা কাঢ়য়ে অষুরে।
তার ডাক সব্দ গেল দিগ দিগান্তরে।।
ত্রাসে ডরাইল জত পুরুষ আর নারি।
অন্তরীক্ষে দেবগন সোঁঅরে শ্রীহরী।।
হাথ সারি গোবিন্দ পেলিল তাহারে।
ভুমিতে পড়িঞা তবে কেসি বির মরে।।
গুনরাজ খাঁনে বোলে কেসির মরন।
জাহা হৈতে গর্ব্ভবাস করিবে তারন।।
সাধু সাধু কৈল সভে বুইল স্তুতিবানি।
আজি হইতে প্রসন্ন হইলা চক্রপানি।।
কেসির মরনে তুষ্ট হইল সংসারে।
কেসব বলিঞা নাম থাকিল সংসারে।।

ব্যোমাসুর বধ

স্তুতি করি দেবগন গেলা নিজ ঘর।
সিষু সঙ্গে বৃন্দাবনে বুলে দামোদর।।
জমুনার জলে কৃষ্ণ করে নানা কেলী।

চোর রাজা প্রবন্ধ পাতিল বনমালি ॥
কেহো চোর কেহো রাজা খেলে গোবিন্দাই।
ব্যোম নামে অসুর মেলিলা সেই ঠাঞী ॥
ধিরে ধিরে আইসে কৃষ্ণ অলক্ষিত মনে।
চোরে ধরি লঞা জাএ সিষু এক জনে ॥
পর্ব্বত গোহার মধ্যে সিষু এক থুঞা।
পুনরূপি জাএ দুষ্ট পাথরে চাপাঞা ॥
বারে বারে সিষু লঞা এড়ে সেই ঠাঞী।
আলপ দেখিঞা কৃষ্ণ চারিভিত চাই ॥
অনেক সিষুগন আইলাঙ কৃড়া করিবারে।
কেবা কতি গেল না জানিল দামোদরে ॥
ধাঞা গেলা গদাধর গোহার ভিতরে।
[ক৪২/২]মায়া ছাড়ি হইল দুষ্ট মানুস সরিরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সহিত করে অদভুত রন।
কাননের বৃক্ষ আনি করে বরিসন ॥
ধাঞা গিঞা গোবিন্দ ধরিল তাহারে।
মল্ল ছান্দে বান্ধে তাকে বুকের উপরে ॥
পড়িঞা মইল দুষ্ট অরন্য ভিতরে।
নড়িলাত দামোদর সিষু আনিবারে ॥
পাথর ঘুচাঞা দ্বার কৈল নারায়ণ।
হরিসে বাহির হৈলা সব সিষুগন ॥
সিষুগন লঞা তবে নন্দের কুমার।
জমুনার কুলে কৈল জলের বেহার ॥
স্নান করি সিশুগন গেলা নিজস্থানে।
কেসি ব্যোম বধ কথা কংস রাজা যুনে ॥
ত্রাসে মোহ পাঞা কংস পড়ে ভুমিতলে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে বন্দিঞা গোপালে ॥

অক্রুরের রথে কৃষ্ণের মথুরা গমন

শ্রীশ্রী ॥ ॥ ০ ॥ ॥ ০ ॥ বরাড়ি রাগ ॥

রাজার আদেসে অক্রুর ঘরকে আসিঞা।
কৌতুকে বঞ্চিল নিসি হরসিত হঞা ॥
কালি দেখিব গোসাঞী শ্রীমধুষুদন।
কোটি কোটি জন্মের মোর খণ্ডিব বন্ধন ॥
নানা কৌতুকে অক্রুর রজনি বঞ্চিল।
প্রভাতেত রথে চড়ি গোকুল চলিল ॥
তখনে নারদ গেলা কৃষ্ণ বরাবরে।
মন্ত্রনা কইল কংস যুন গদাধরে ॥
জেমতে মারিতে কংস বষুদেব বুইল।
অক্রুর পাঠাঞা নিব তোমায় নিবেদিল ॥

ঝাঁট করি মার গোসাঞিঁ কংস মহাসএ।
বড় দুঃখ পায়ে তথা তোমার বাপ মাএ।।
বলিএগ নারদ মুনি নড়িলা সত্বর।
আষুক অক্রুর জাব মথুরা নগর।।
পথে জাএ অক্রুর রথেত চড়িএগ।
কৃষ্ণ দরসনে জাএ আনন্দিত হএগ।।
ভাল হইল কংস বুইল কৃষ্ণ আ[ক৪৩/১]নিবারে।
তেঞী দেখিব আজি প্রভু গদাধরে।।
ব্রহ্মা আদি দেবগনে কত তপ কৈল।
তমু নারায়ণ মুর্ত্তি দেখিতে না পাইল।।
সেই নারায়ন আজি দেখিব গোকুলে।
চরন বন্দিএগ জন্ম করিব সফলে।।
প্রণাম করিব গিএগ পড়িএগ সরিরে।
অক্রুর বলিএগ আমা তুলিব গদাধরে।।
হাথে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নরায়ণ।
তখনে মানিব আমি সফল জিবন।।
পথে জাইতে অক্রুর অনুমান করী।
অপরাহ্নে পাইল গিএগ গোকুল নগরী।।
দেখিলত নারায়ন বাছুরের সঙ্গে।
হাসিতে হাসিতে সিঙ্গা দিছেন বড় রঙ্গে।।
রথে লামি ভূমি পড়ি নমস্কার করী।
ভূমি লোটাইএগ কৃষ্ণের চরনেত ধরী।।
বন্দিলেক বলদেব অক্রুর মহাসয়।
নন্দ জসোদাকে কৈল অনেক বিনয়।।
তবে নন্দ জসোদা সম্ভ্রমে উঠিএগ।
পাদ্যার্ঘ্য আসন দিল বিনয় করিএগ।।
মিষ্টান্ন পান দিএগ করাইল ভোজন।
জিদ্দাসিল কেনে হৈল তোমার আগমন।।
তবে ত অক্রুর বোলে করিএগ বিনএ।
কংসেত পাঠাএগ দিল তোমার নিলএ।।
ধনুর্ম্ময় জদ্দ তথা কৈল নৃপবর।
দধি দুগ্ধ কর লএগ নড়হ সত্তর।।
দুই পুত্র লেহ নন্দ করিএগ সংহতি।
মল্লযুদ্ধ দোঁহার দেখিব নরপতি।।
মহাবল পুত্র তোমার ষুনি নৃপমনী।
কৌতুক হইল মনে দেখিব আপুনী।।
রাজার আদেস হএ ষুন নন্দ ঘোস।
বিলম না কর নড় করিএগ সন্তোস।।
অক্রুরের বোল ষুনি নন্দ গোআল।
কি করিব আজ্ঞা কর ষুন্দর গোপাল।।

ভাল ভাল বলিঞা উঠিলা গদাধর।
[ক৪৩/২]করিব ত মল্লযুদ্ধ ভেঠিব নৃপবর॥
দধি দুগ্ধ কর লেহ সকট পুরিঞা।
ধনুর্ম্ময় জজ্ঞ রাজার দেখিব ত জাঞা॥
বড় ভাগ্যে রাজ আজ্ঞা হইল আমারে।
ইহাতে সংসয় কিছু নহিব তোমারে॥
বড় ভাগ্যে রাজসভা দেখিবারে পাই।
কংস সভা দেখিব জাইঞা দুই ভাই॥
হইব কুসল তোমার যুনহ বচন।
ইহাতে সংসয় কিছু না ভাবিহ মন॥
এত সুনি নন্দ বোলে সকল নগরে।
কর লেহ গোপ জাব রাজার দুআরে॥
কংসের আদেসে আইল অক্রুর পাত্রবর।
সংহতি করিঞা নিব রাম দামোদর॥
এতেক বলিল নন্দ সভা বিদ্যমানে।
যুনিল যুবতি কৃষ্ণের মথুরা গমনে॥
লাজ ছাড়ি একত্র হঞা সব গোপীগনে।
মথুরা জাইব কৃষ্ণ করয়ে ক্রন্দনে॥
অনেক ভাগ্য করি সখি আইলাঙ গোকুলে।
তেকারনে সঙ্গ পাইল যুন্দর গোপালে॥
হেনকালে জাএ কৃষ্ণ সভাকে এড়িঞা।
আজি সে মরিব সখি পরান ছাড়িঞা॥
কি করিব ঘর দ্বার পুত্র বন্ধুজনে।
কভু না দেখিব আর শ্রীমধুযুদনে॥
আপুনি মইলে আর নাঞী দরসন।
ধরিঞা রাখিব আজি নন্দের নন্দন॥
জদি গুরুজন লাজ বলিব আমারে।
সকল সহিব সখি জিবন সরিরে॥
অনুমান করি গেলা জার জেই ঘরে।
সত্তরে রহিলা সভে কৃষ্ণ বহাবারে॥
রজনি প্রভাত হইল অক্রুর উঠিঞা।
স্নান দান কৈল মধ্য জমুনাকুলে গিঞা॥
নন্দ লঞা মথুরাকে কইল গমন।
সংহতি করিঞা নিল রামনারায়ণ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল উপহার করী।
[ক৪৪/১]কর দিতে জায়ে নন্দ কংস বরাবরি॥
রাম কৃষ্ণ লঞা অক্রুর আপনার রথে।
রহিঞা যুবতিগন কান্দে সেই পথে॥
দেখিল অক্রুর লঞা জাএ চক্রপানি।
কান্দে সব গোপিগন পড়িঞা ধরনি॥

অক্রুর নাম তোর কোন পাপে থুইল।
তোমাএ অধিক ক্রুর কথাঙ না দেখিল।।
জগতের নাথ কৃষ্ণ আছিলা এথাই।
গোকুলের প্রান লঞা জাহসি কানাঞী।।
আজি ষুন্য হইল সকল বৃন্দাবন।
কে আজি সিষু সঙ্গে রাখিব বাছাগন।।
কাহা লঞা কৃড়া করিব জমুনার জলে।
কে আর নিভাইব সখি বিরহ আনলে।।
মথুরাকে গিঞা কৃষ্ণ না আসিব এথা।
নানা রূপে ষুন্দরিগন নিবসএ তথা।।
তাহা সঙ্গে কৃড়া জবে করিব মুরারি।
পাসরিব আমা কৃষ্ণ আমি বনচারি।।
কতদুর জাএ পাপ কানাঞী লইঞা।
এক দৃষ্টে চাহে গোপী হত চিত্ত হঞা।।
না দেখয়ে রথখান ধুলা মাত্র দেখি।
চাহিতে চাহিতে গোপি না নিমিসে আঁখি।।
অঝর নয়নে কান্দে গোপের নাগরি।
হা হা রাম কৃষ্ণ বুলি কান্দে গোপনারি।।

অক্রুর কর্তৃক জলমধ্যে কৃষ্ণ বলরাম দর্শন

কৃষ্ণ স্মঁরিয়া কান্দে গোকুলের নারি।
রাম কৃষ্ণ লঞা অক্রুর জাএ মধুপুরী।।
মধ্যান্ন সময়ে গেলা জমুনার কুলে।
স্নান করিতে গেলা অক্রুর যমুনার জলে।।
রাম কৃষ্ণ আজ্ঞা লঞা হঞা কুতুহলে।
স্নান করিতে নামিলা অক্রুর মহাবলে।।
স্নান করিতে ডুব দিল জলের ভিতরে।
জলের ভিতর দেখে রাম দামোদরে।।
অনন্ত মুর্ত্তি দেখে সহস্র মস্তকে।
[ক৪৪/২]চারিভিতে স্তুতি করে জত নাগলোকে।
হার কেযুর রত্ন সহস্র ফনা ধরে।
সংখ চক্র গদা পদ্মঁ বনমালা সিরে।।
লক্ষ্মি সরস্বতি দুই দেখি তার পাসে।
দুই ভাই দেখি অক্রুর মনে মনে হাসে।।
কুলে নন্দকুমার ছিল কে আনিল এথা।
কুলে আসি দেখে রাম কৃষ্ণ আছেন তথা।।
পুনরপি জলে ন্যামি দেখিল নারায়ণ।
অদ্ভুত নাগিল চিত্তে গুনে মনে মন।।
আজি ষুপ্রভাত নিসি হইল আমারে।

চতুর্ভুজ রূপে আজি দেখিল দামোদরে।।
খণ্ডিল বন্ধন মোর সফল জিবন।
ভালমতে সদয় মোকে হৈলা নারায়ণ।।
সমর্পিঞা স্নান-দান অক্রুর মহাসয়।
রাম কৃষ্ণ বন্দিল অক্রুর আনন্দ হৃদয়।।
অনেক করিল স্তুতি অনেক বন্দন।
বিবিধ প্রকারে কৈল অনেক স্তবন।।
প্রভু বোলে যুনহ অক্রুর মহামতী।
আমাকে প্রনতি তোমার না আস্যে যুগতি।।
হাসিঞা অক্রুর বোলে জানিল সব কথা।
তোমার প্রসাদে আর নাঞী মনস্কথা।।
এতেক বুলিঞা সে অক্রুর মহাসয়।
রাম কৃষ্ণ তুলি রথে মথুরাকে জায়।।
নন্দ আদি গোপ জত মথুরা নিকটে।
অপেক্ষ্যা করিঞা আছে রাখিঞা সকটে।।
হেনকালে তবে অক্রুর বলিল কৃষ্ণেরে।
বাসা করি রহ প্রভু আমার মন্দিরে।।
তবে নারায়ণ বোলেন তাঁর হাথে ধরী।
রাজা সম্ভাসিঞা জাব তোমার নগরি।।
সকল গোআলে আজি রহিব এক স্থানে।
প্রভাতে করিব কালি রাজ দরসনে।।
কৌতুক আছে বড় মনের ভি[ক ৪৫/১]তরে।
ঘরে ঘরে দেখিব আজি মথুরা নগরে।।
কেমত রাজার পুরি কেমত যুন্দর।
দেখিব সকল পুরি প্রতি ঘরে ঘর।।
এত বলি রাম কৃষ্ণ জাএ রাজপথে।
কংস স্থানে জায়ে অক্রুর চড়িঞা নিজ রথে।।
প্রনতি করিঞা বোলে যুন নৃপবর।
আনিলত নন্দ ঘোস রাম দামোদর।।
রাম কৃষ্ণ লঞা আজি রহিলা নগরে।
কালি দরসন আসি করিব তোমারে।।
বলিঞা অক্রুর তবে গেলা নিজ ঘর।
ছাওআল লঞা সুখে বুলে গদাধর।।

রজকের নিকট বস্ত্র প্রার্থনা

কথোদুরে রজক দেখিল নন্দের নন্দন।
মাগিল পরিতে দেহ উত্তম বসন।।
এতেক যুনিঞা ধোবা রুসিল সত্তরে।
কৃষ্ণ বলরামে দোঁহে বোলে দুরাক্ষরে।।
বনে থাক গরু রাখ না বুজহ কথা।

কোনকালে নাহি দেখ রাজার বেবস্থা।।
ডোমখোলা হেন বাঁসি বাহ কুলি কুলী।
গোআল বালক লঞা কর কুতুহলী।।
ঝাঁট পালা পথ ছাড় নন্দের কুমার।
বস্ত্র লঞা জাব আমি রাজার দুআর।।
রজকের বোল যুনি কোপ উপজিল।
চুলে ধরি পাড়ি তার মস্তক কাটিল।।
আর জত অনুচর চাপড়ে মারিঞা।
নইল সকল বস্ত্র গোবিন্দ কাড়িঞা।।
কথো কথো ভাল বস্ত্র আপনে পরিল।
ছাওআলে কথোক দিঞা নগরে ফেলিল।।
পালাইঞা দুত গেলা কংস বরাবরে।
রজক মারি বস্ত্র নিল নন্দের কুমারে।।
যুনিঞাত কংস রাজা গুনে পরমাদ।
ধরনি ধরিঞা কান্দে গুনিঞা প্রমাদ।।
হরির বিজয় নর যুন এক মনে।
পুনর্জ্জন্ম নহে গুনরাজ খাঁনে ভনে।।[illegible]।।

মালাকারের প্রতি কৃপা

[ক৪৫/২]।। শ্রীরাগ।। ০।।

বস্ত্র লঞা বেস করেন রাম দামোদর।
কন্দর্প জিনিঞা রূপ দেখিতে যুন্দর।।
কথোদুরে মালাকার দেখিল গদাধরে।
যুগন্ধ পুষ্পমালা দেহত আমারে।।
আমা হইতে অনেক ভাল হইব তোমার।
বলিঞা বসিলা পাসে নন্দের কুমার।।
দেখিঞাত মালাকার পাদ্যার্ঘ্য লঞা।
পুজিলেক নারায়ন পুষ্পমালা দিঞা।।
যুগন্ধ পুষ্পমালা দিল উত্তম বসনে।
নানা ভোগ তামুলে পুজিল নারায়ণে।।
তুষ্ট হঞা বর তাকে দিল গদাধর।
নানা সুখ ভুঞ্জ মালি পৃথবি ভিতর।।
উত্তম গতি মালি হইব তোমারে।
বর দিঞা দুই ভাই নড়িলা নগরে।।

কুবৃজির প্রতি কৃপা

নানা রঙ্গে জাএ হরি ছাওালের সঙ্গে।
দেখিঞা কুবজি নারি পাইল বড় রঙ্গে।।
তিন ঠাঞী বঙ্ক দেখি হাস্য উপজিল।
কার নারি কিবা নাম কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল।।

কৃষ্ণের বচন সুনি কুবজি এক মনে।
হাসিতে হাসিতে বোলে গোবিন্দ চরনে।।
ত্রিবঙ্কা নাম মোর কংসের অনুচরি।
গন্ধ জোগাঙ মুঞী কুঙ্কুম কস্তুরি।।
জোগান লইএগা জাব কংসের দুআরে।
কোন আজ্ঞা করিবে কর নন্দের কুমারে।।
কন্দর্প সমান দেখি তুমি দুই জন।
তোমাকে ত ভাল সোভে ষুগন্ধি চন্দন।।
লেহত সকল গন্ধ রাম দামোদর।
আনন্দে পরহ গন্ধ অঙ্গের উপর।।
জে বলু সে বলু রাজা তাকে নাঞী ডর।
তোমার প্রসাদে ভয় নাহিক অন্তর।।
এতেক বলিএগা গন্ধ গোবিন্দেরে দিল।
স্যামল ষুন্দর কৃষ্ণ কুঙ্কুম গাএ[ক৪৬/১]দিল।।
নিল মেঘে চিকুর জেন আকাসে সোভিল।
ফটিকের বর্ন্ন বলাই কস্তুরি পরিল।।
কৈলাস সিখরে জেন পার্ব্বতি সোভিল।...
গন্ধ পরিতুষ্ট হইলা ষুন্দর মুরারি।
খণ্ডাইএগা কুব্জ করাইব বিদ্যাধরী।।
এত বলি গোবিন্দাই পাএ পাএ ধরী।
বাম হস্ত পৃষ্ঠে দিএগা কুব্জ সজ্জ করী।।
বুকে হাথ দিএগা তার মুখানি তুলিল।
গোবিন্দ পরসে কুজি বিদ্যাধরি হৈল।।
খণ্ডিলেক কুব্জ হৈলা ত্রৈলোক্য ষুন্দরী।
ভুবন জিনিএগা হৈলা রূপে বিদ্যাধরী।।
প্রভুর পরসে কুব্জি দিব্যরূপ ধরি।
কামে হতচিত্ত হএগা গোসাঞীর বস্ত্রে ধরি।।
কামবানে পোড়ে মোর সকল সরিরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করহ আমারে।।
তোমাতে মজিল মন ষুন জগন্নাথ।
পোড়য়ে সরীর মোর না পাঙ সোআস্ত।।
আলিঙ্গন দিএগা প্রান রাখ গদাধর।
নহেত স্ত্রীবধ দিব তোমাতে উপর।।
কুবজির বচনে গোসাঞী হাসিতে নাগিল।
ডাহিন ভিতে ভাই বলাই দেখিল।।
লর্জ্জিত হইলা তবে প্রভু দামোদর।
করিব সন্তোস তোকে আজি জাহ ঘর।।
পথিকের স্ত্রি তুমি পথিকের নারি।
তোমার ঘরে রহিএগা জাব গোকুল নগরী।।
লেউটিএগা জাহ ঘর না ভাবিহ মনে।

এড় ঝাঁট জাব আমি রাজ দরসনে।।
কুবজি মেলানি দিএগ রাম দামোদর।
কৌতুকে ভ্রমিএগ বুলে সকল নগর।।ধ্রু।।

ধনুর্ম্ময় যজ্ঞশালায় কৃষ্ণ কর্তৃক ধনুর্ভঙ্গ

।। সিন্ধুড়া রাগ ।।

ফটিকের কাঁথ সব মুকুতার ঝারা।
নেতের পতকা উড়ে সুবর্ন্নের বারা।।
সুধাধর ঘর সব ফটিকের চাল।
[ক৪৬/২]বিচিত্র বেস দেখি রম্য বিসাল।।
নানা বর্ন্নে বৃক্ষ দেখি বান্ধিল পাথরে।
গুআ নারিকেল আছে সভার দুআরে।।
নানা রত্নে বিচিত্র কংসরাজপুরি।
স্বর্গে সোভা করে জেন ইন্দ্রের নগরি।।
দেখিতে দেখিতে গোসাঞী হর্ষ উপজিল।
নগরের স্ত্রি পুরুষ দেখিতে আইল।।
কেহো ঘরে ছিল কেহো আছিল বাহিরে।
গৃহকর্ম করে কেহো রন্ধন করে ঘরে।।
স্মাঁমির কোলে কেহো আছিল সয়ণে।
পুত্র কোলে কেহো পরয়ে বসনে।।
কেহো বেস করে কেহো করয়ে মোহন।
স্নান করিবাকে কেহো করএ গমন।।
জেই জেনমতে ছিল সম্ভ্রমে উঠিএগ।
দেখিলত রাম কৃষ্ণ গবাক্ষে মুখ দিএগ।।
দেখিএগত সব নারি কামে অচেতন।
জেখানে দেখিল কৃষ্ণের তথি রহে মন।।
আউদর চুলে কেহো বসন পরিতে।
চিত্রলেখিত হৈল কেহো দেখিতে দেখিতে।।
দুই ভাই সিমু সঙ্গে প্রভু বনমালি।
রাজপথে জাইতে কৃষ্ণ করে নানা কেলী।।
ধনুর্ম্ময় জজ্ঞসাল দেখিল কথোদুরে।
জজ্ঞ করে বিপ্রগন রাখয়ে কিঙ্করে।।
দেখি দেখি করি কৃষ্ণ কইল প্রবেস।
কাহার জজ্ঞ কর এই কহ উপদেস।।
হেন অদভুত ধনুক ধরে কোনজনে।
বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ তথি দিল গুনে।।
আকর্ন্ন পুরিএগ তবে দিল একটান।
দসদিগ সব্দ গেল হয়ে দুইখান।।
মথুরার লোক সব পরমাদ গুনি।
কর্ন্নে তালা নাগিল কেহো কিছু নাহি সুনী।।

জন্দ রাখিবাকে ছিল যত কংস জন।
ধনুক বাড়িতে সভার নইল জিবন॥
পালাএগ দুত জানাইল কংস বরাবরে।
ভাঙ্গিএগ ধনুক দোঁহে[গ১৯৯]জায় ধিরে ধিরে॥
দিন অস্ত গেল হৈল নিসা পরবেস।
বাসা করিবারে গেলা জথা নন্দ ঘোস॥
নগর নিকটে পুষ্পের উদ্যান।
বাসা করি রহিলা নন্দ সেই রম্য স্থান॥
মেলিলা তথাই রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
ভক্ষ দ্রব্য খাইএগ সুখে নিদ্রা জাই॥
এথা কংস নৃপবর দুত মুখে সুনি।
কৃষ্ণ জত কর্ম্ম কৈল মনে মনে গুনি॥
নিদ্রা আমি হএ তার মরন নিকটে।
অসুচ অসুভ স্বপ্ন দেখিল বিকটে॥
সপ্নে প্রেতের সঙ্গ পাইল নৃপতি।
রাঙ্গা মাল্য রাঙ্গা বস্ত্র পরিয়া মুরতি॥
রক্ত বরিসন দেখে পুরূস দিগম্বর।
ভএ চমকীত রাজা নিসা ঘোরতর॥
[গ২০০]ত্রাসে ভয় যুক্ত রাজা বঞ্চিল রজনি।
প্রভাতে উদয় তবে হৈল দিনমনি॥
মল্লজুধ্য করিতে কংস করিল আদেস।
ডাক দিএগ পাত্র মিত্র আন সব দেস॥

কুবলয় হস্তী বধ

॥ ভৈরবি রাগ ॥

দেখুক সকল লোক মঞ্চেতে বসিয়া।
বসুদেব দৈবকীরে আন ডাক দিয়া॥
এক মঞ্চে বসি দেখুক পুত্রের মরন।
হস্তি ঘোড়া রথ আন করিয়া সাজন॥
কুবলয় হস্তি রাখ মধ্য দুয়ারে।
আসিতে নন্দের পুত্রে দন্তে জেন চিরে॥
তথা জদি নাহি মরে নন্দের নন্দন।
মল্লজুধ্য করাইয়া বধিব জিবন॥
আদেসিয়া সর্ব্বজনে কংস নৃপবর।
অস্ত্র লৈয়া উঠে রাজা মঞ্চের উপর॥
এথা রাম কৃষ্ণ প্রভাতে উঠিয়া।
জমুনার জলে স্নান করিলত গিয়া॥
নানা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন।
নর্ত্তকের বেস ধরি করিল গমন॥
[গ২০১] ছাওাল সঙ্গতি লড়িলা দুই ভাই।

কর লৈয়া আগে নন্দ গেলা রাজার ঠাঞিও।।
কর লৈয়া আদেশিল কংস নৃপবরে।
মল্ল জুদ্ধ উঠি দেখ মঞ্চের উপরে।।
পাছু আসি দুই ভাই রাম দামুদরে।
হাসিতে হাসিতে গেলা রাজার দুয়ারে।।
দ্বারের মদ্ধে হস্তি আড় হৈয়া রহি।
জাইতে নাহিক পথ মাহুতেরে কহি।।
পথ ছাড়ি দেহ মাহুত জাব কংস ঠাঞিও।
পথ ছাড়ি নাহি দিলে তোর জিবন নাঞিও।।
রূসিল মাহুত কৃষ্ণের বচনে।
হস্তি হাঁকারিয়া দিল মারিবার মনে।।
রূসিয়া আইসে হস্তি কৃষ্ণ মারিবারে।
লাফ দিয়া তার নেজে ধরিল গদাধরে।।
লেজে ধরি কথো দুরে পেলাইল তারে।
পড়িলত গিয়া হাত সতেক অন্তরে।।
দুলাএগা আইসে হস্তি কৃষ্ণ মারিবারে।
সুণ্ড এড়ি গোবিন্দাই দন্ত চাপি ধরে।।
দন্তে ধরিলে সব্দ বিপরিত করে।
সুণ্ডে বেড়ি মারিবারে চাহে গদাধরে।।
দন্ত এড়ি গোবিন্দাই সুণ্ড চাপি ধরে।
হস্তি মারিবার মন হইল সত্বরে।।
[গ২০২]সুণ্ড লিতে নারে বোলে চাক ভাঙরি।
বড় রাউ কাড়ে হস্তি ভূমে দন্ত সারি।।
টানিএগা ছিণ্ডিল সুণ্ড দেব শ্রীহরি।
ভূমেতে পড়িল তবে মাহুত দুরাচারি।।
লাফ দিএগা চড়ে সেই হস্তির উপরে।
সেই ভরে মরিল হস্তি গেল জমঘরে।।
তার দন্ত উপাড়িয়া নিল দুই ভাই।
দন্তঘাতে মাহুত মারি পাঠাল্য জম ঠাঞিও।।
হস্তি সনে মাহুত মারি পাঠাল্য জমঘরে।
দন্ত কান্দে সান্তাইলা মহল ভিতরে।।
হস্তি রক্ত লাগিল সকল সরিরে।
একেত সুন্দর কৃষ্ণ অধিক রূপ ধরে।।

কৃষ্ণের মল্লযুদ্ধ

হাসিতে নাচিতে দুহেঁ করিল গমন।
সেই কালে নানা মুর্ত্তি[ক৪৮/১]ধরে নারায়ণ।।
মোহিল সকল সভা রাম দামোদর।
কৃষ্ণমায়া বিমোহিত হৈল নারি নর।।
মল্লগনে দেখে জেন বজ্রের সমান।

নৃপগনে দেখে জেন সুন্দর বর কাহ্নু।।
স্ত্রিগনে দেখে কৃষ্ণকে অভিন মদন।
নন্দ আদি গোপগনে দেখে তত্তজন।।
দুষ্ট কংসরাজ দেখে দুষ্ট জমকাল।
বষুদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওআল।।
প্রান লইতে মৃর্ত্যু আইসে দেখে কংসরায়।
জোগি সিদ্ধাগনে দেখে জোগ মহাকায়।।
জদুবংস ষুর্য্যবংস দেখি সেই ঠাঞী।
কুলের প্রদিপ মোর ষুন্দর কানাঞী।।
হেনমতে নারায়ণ দেখিল সর্ব্বজন।
গোকুল হৈতে মথুরাকে কইল গমন।।
বষুদেব থুইল লঞা নন্দ ঘোস ঘরে।
জসোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে।।
পুতনা রাক্ষসির এই লইল জিবন।
ত্রিনাবর্ত্ত মাইল কৈল সকট ভঞ্জন।।
জমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ ভাঙ্গিঞা।
বৎসক মাইল গোঠে এই সিষু হঞা।।
অঘাসুর মাইল এই বক বধ কৈল।
ধেনুক মাইল বনে কালিকে ঘুচাইল।।
দাবাগ্নি বেঢ়িল গোপ রাখিল সিষুকালে।
প্রলম বধিঞা গরূ রাখিল গোপালে।।
ইন্দ্র সনে বাদ কৈল পর্ব্বত ধরিঞা।
মাইল আরিষ্ট কেসি এই সিষু হঞা।।
অঘাসুর মাইল এই বক বধ কৈল।
এমন অদ্ভুত কর্ম কেহো না কইল।।
সর্প হৈতে নন্দ ঘোস কৈল বিমোচন।
স্ত্রিগনে কৃড়া কৈল এই নারায়ণ।।
রজক মারি ধনুক ভাঙ্গিল য়েই ছাওআলে।
মত্ত হস্তি মাইল এই ষুন্দর গোপালে।।
এতেক বলিঞা তবে হৈল মহারোল।
নানা বাদ্য বাজন ষুনিয়ে মহাগোল।।

চাণূর ও মুষ্টিক বধ

[ক৪৮/২]তবে ত চানুর আসি সভার ভিতরে।
বুলিতে নাগিল কিছু কৃষ্ণ বরাবরে।।
মহাকোপ করি বির মনের ভিতরে।
বোল"দুই বলি ষুন নন্দের কুমারে।।
গরূ রাখ জমুনা তিরে ছাওালের সঙ্গে।
মল্ল কৃড়া জান ষুনি রাজার হৈল রঙ্গে।।
রাজার হরিস প্রজা করে সর্ব্বক্ষন।

রাজা ষুখি হৈলে ভাল বোলে সর্ব্বজন॥
বিচক্ষন জে জন হয় জ্ঞানে তৎপর।
রাজার বচন ধরে সিরের উপর॥
সুন কৃষ্ণ বলি আমি তোমা বরাবর।
আমার বচন ধর মনের ভিতর॥
রাজার আদেস আমি কহি বরাবর।
জে জে আজ্ঞা কৈল রাজা কংস নৃপবর॥
মল্লে মল্লে যুদ্ধ কর কৌতুক দেখিব।
তোমা দুই ভাই সঙ্গে মল্ল যুঝাইব॥
সত্তর হইএগ মল্ল যুদ্ধ কর আসি।
কৌতুক দেখুক লোক জত সভা বসি॥
ষুনিএগ চানুর বোল হাসে গদাধর।
দেস কালোচিত তাকে দিলেন্ত উত্তর॥
জেই প্রজা হয়ে সে করিব রাজষুখ।
ষুঝিব মল্লের সঙ্গে নহিব বিমুখ॥
এক বোল বলি আমি ষুন মহাসয়।
জে জেনমত তাকে দিবা কে যুআয়॥
ষুনিএগ চানুর তবে বোলে উচ্চবানী।
ভাল ছাওআল তুমি নন্দের পো খানি॥
সিষু কৃড়াএ মাইলে তুমী বড় বড় বিরে।
সহস্র হস্তির বল মাইলে দুআরে॥
তুমি জবে ছাওআল নন্দের কুমার।
তোমাকে অধিক বল কেবা আছে আর॥
তুমি আমি বলাই মুষ্টিকে করি রন।
চানুর বচন ষুনি হাসেন নারায়ণ।
দৃঢ় পরিকর তবে বান্ধিল মুরারি।
দুই বির সঙ্গে দুই ভাই যুদ্ধ করী॥
[ক৪৯/১]গোবিন্দ চানুরে তবে হৈল মহারন।
হাহাকার করি তবে বোলে সর্ব্বজন॥
হোর রামকৃষ্ণ দেখ কমল সরির।
বজ্রের সমান দেখ রাজার দুই বির॥
হেন অদভুত আর নাহি ষুনি কথা।
বির দিএগ ছাওাল সঙ্গে যুদ্ধ করে এথা॥
রাজা হএগ হেন করে কে আর বুঝাই।
এথা থাকিলে পাপ হয়ে অন্য ঠাঞী জাই॥
বসুদেব দৈবকি পুত্রের মুখ চাই।
হাহাকার করে তারা সোঁঅরে গোসাঞী॥
না জানে পুত্রের বল ত্রাস মনে গুনি।
কেমনে মল্লের ঠাঞী রহিব পরানি॥

বাপ মায়ে চিন্তিত দেখি কমললোচন।
সক্র মারিবাকে মুর্ত্তি ধরেন নারায়ণ॥
হাথাহাথি ছান্দি গেলা কোলের ভিতরে।
দুই পাএ ধরি ভুম্যে আছাড়িএগ মারে॥
বাম হাথে গলা চাপি ধরেন গদাধর।
পায়ে পায়ে ছান্দি বৈসেন বুকের উপর॥
ডাহিন হাথে মুঠকি মারি ভাঙ্গিল দসন।
ঝিমাএগ ঝিমাএগ বির হৈল অচেতন॥
তবেত চানুর বির সেই ঘাও সহি।
কৃষ্ণকে পেলাএগ বোলে আজি জাবে কহি॥
ধরিএগ কৃষ্ণের বুকে মুঠকি প্রহারে।
কোপিএগত প্রভু হরি ধরিল তাহারে॥
মধ্যদেসে ধরি তাকে আছাড়িএগ মারী।
ছাড়িল পরাণ বির জাএ গড়াগড়ি॥
মুষ্টিকে বলরামে হয়ে মহারন।
চানুর সহিত জেন প্রভু নারায়ণ॥
সেই মতে মল্লযুদ্ধ দুই বিরে হৈল।
পাড়িএগ মুষ্টিকে বল উপরে উঠিল॥
চাপড়ের ঘায়ে বির মাইল অসুরে।
[ক৪৯/২]জয় জয় সব্দ হৈল সকল সংসারে॥
মুষ্টিক চানুর বির মাইল দুই ভাই।
আর জত মল্ল গন মাইল তথাই॥
জে জন পড়িল হাথে লইল জিবন।
প্রান লএগ পালাইল আর মল্লগণ॥
কৃষ্ণের মহিমা জস হইল ঘোসন।
মনে মনে কৃষ্ণ জয় বোলে সর্ব্বজন॥

কংসাসুর বধ

দেখিএগত কংস রাজা চিন্তিত অন্তরে।
মুখ দৃঢ় করি আদ্দা করে নৃপবরে॥
সুন সুন অসুর সব আমার বচন।
সভা হইতে বাহির করহ দুইজন॥
নন্দ ঘোস গোপ লেহ বান্ধ কারাগারে।
মারিএগ সকল ধন লইব উহারে॥
বসুদেব দৈবকি লেহত ধরিএগ।
মাথা কাটি প্রান লেহ সোসানেত গিএগ॥
উগ্রসেন বাপ লেহ মারিবার তরে।
বাপ হএগ হিংসা বড় কইল আমারে॥
ঘুচাহ বাজন সব নাএগী মোর কাজ।

মরণ নিকট হইল বোলে কংসরাজ॥
এতেক যুনিঞা কৃষ্ণ মনেত চিন্তিল।
সভাকে মারিতে পাপ কংসে আদেসিল॥
নাফ দিঞা উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে।
জেই মঞ্চে বসিঞাছে কংস নৃপবরে॥
দেখিঞাত নৃপবর সত্তরে উঠিল।
জমের দুত জেন প্রান নিতে আইল॥
খাণ্ডা ডাবুস লঞা উঠে নৃপবর।
তাহাত দেখিঞা হাসেন প্রভু দামোদর॥
ডাহিন ভিতে গিঞা কৃষ্ণ কোলে চাপি ধরী।
খাণ্ডা বাউ বলঞা ধরিল মুরারি॥
মঞ্চে হইতে পেলাইঞা ভুমির উপরে।
বিস্বম্ভর মুর্ত্তি ধরি বৈসেন গদাধরে॥
সংসারের ভর হৈল সকল সরিরে।
সেই ভরে মৈলা রাজা কংস নৃপবরে॥
বৈর ভাব ধরি রাজা ভাবিল নারায়ণ।
[ক৫০/১]মুক্তিপদ পাঞা গেল বৈকুণ্ঠভুবন॥
দিব্য সুবর্ন্ন্যের রথে করি আরোহন।
কৃষ্ণপুরে গেল রাজার ছুটিল বন্ধন॥
বৈরভাব ধরি তার হৈল দিব্য গতি।
প্রেমভাব ধরিলে কৃষ্ণ পদে হয় স্থিতি॥
শ্রদ্ধা ভক্তি করি জেবা করে আরাধন।
তার পুন্যের কথা না জাএ কথন॥
কংস বধ কৈল জবে প্রভু নারায়ণ।
কংস পক্ষ জত জন ভয় পাইল মন॥
হাহাকার সব্দ হৈল অযুর সমাঝ।
হরিসেত পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজ॥
বযুদেব দৈবকি নন্দ আদি গোপ জন।
খণ্ডিল ত্রাস ভয় এড়াইল মরন॥
সংকল্য আদি জত আছে কংস ভাই।
ভাইর মরন যুনি আইলা সেই ঠাঞী॥
সভাকে মাইল তবে রাম গদাধরে।
পতঙ্গ পড়িল জেন আগুন উপরে॥
সবংসে মৈল কংস দেখে সর্ব্বজনে।
জয় জয় সব্দ তবে হইল ঘোসনে॥
কংসের নারি আসি দেখিল তখনে।
মৈল স্বাঁমি কোলে করী করয়ে ক্রন্দনে॥
কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বোলে সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে গতি নারায়নে॥ [illegible]॥

বিলাপরতা কংসের মহিষী গণকে কৃষ্ণের প্রবোধদান

বিসাদ ভাবিএগ কান্দে কংসের রমনি।
রোদন করয়ে দেবি পোড়য়ে পরানি॥
আজি হইতে অনাথ হইল মধুপুরী।
আজি হইতে অনাথ তোমার সব নারি॥
তখনি জানিল তোমাকে কুবুধি নাগিল।
গো ব্রাহ্মন দেব জত হিংসন কইল॥
ধর্ম্ম হিংসা জেই করে অকালে সে মরে।
আমাকে অনাথ করি প্রভু ছাড়িলে সরিরে॥
আজি হইতে সুন্য মোর সকল সংসার।
আজি হইতে সুন্য মোর সক[ক৫০/২]ল ঘর দ্বার॥
আজি হইতে সুন্য মোর খাট সিংহাসন।
আজি হইতে ছাড় হইল আমার জৌবন॥
আজি হইতে সুন্য মোর জোড়া বাসহর।
অকারনে মৈল মোর প্রানের ইস্বর॥
ত্রৈলোক্যের নাথ হএগ লোটাই ভুমিতলে।
তোমার নারিগন হের আসিএগ দেহ কোলে॥
এতেক বিলাপ করি কান্দে নৃপনারি।
ভুমি লোটাইএগ কান্দে স্বাঁমি কোলে করী॥
দেখিএগত নারিগন দয়া উপজিল।
সদয় হ্রিদয় কৃষ্ণ আস্বাস কইল॥
দৈবে কইল জত সুন কংসনারি।
করিব সকল ভার আমি জত পারি॥
স্ত্রিগন সব আইল কৃষ্ণের উত্তরে।
শ্রাদ্ধ সান্তি জত কিছু করাইল সৎকারে॥
তবে কৃষ্ণ বাপ মাএ আনি নিজ ঘরে।
বন্ধন মুকাএগ পাঠাইল গদাধরে॥
কংস বধ জেনমতে কৈল নারায়ণ।
তার সত্রু নাস হয়ে সুনে জেই জন॥
শ্রীকৃষ্ণচরিত নর সুনে এক মনে।
কলি ভব সাগরেত করিহ তারনে॥
জয় জয় সব্দ তবে হইল ঘোসন।
প্রভুর মহিমা গায় এ চৌদ্দ ভুবন॥
হেন অদভুত সুন না করিহ হেলা।
সংসার তরিতে আর কোন নাঞী ভেলা॥
সুনিতে অমৃত বচন জেন সুধাধার।
গুণরাজ খাঁনে বোলে তরিতে সংসার॥ ❁ ॥

উগ্রসেনকে রাজ্যভার প্রদান

॥ শ্রীরাগ ॥

বালকৃড়া করি কৃষ্ণ কংস বধ কৈল।
দেখিঞা সংসার সব হরসিত হৈল॥
জয় জয় সব্দ হএ সকল ভুবনে।
কংস পক্ষ জত রাজা ত্রাস পাএ মনে॥
বাল্য রঙ্গে মাইল কৃষ্ণ কংস মহাসয়।
একেশ্বর মাইল কাহো না নিল স্বহায়॥
বড় বড় দুষ্ট মনে ত্রাস উপাজিল।
কৃষ্ণ সক্র কৃষ্ণ সক্র মনেত জানিল॥
তবে রাজা উগ্রসেনে[ক৫১/১]আনিল সত্তর।
জদু বংসে কৃষ্ণ তাকে কৈল নৃপবর॥
তুমি বৃদ্ধ মাতামহ তোমাকে দিল ভার।
সকল বিপক্ষ জিনি দিবত তোমার॥
পরম হরিষে রার্য্য কর নৃপবরে।
উগ্রসেন রাজা কৈল মথুরা নগরে॥
রাজদন্ড ছাতা তবে দিল উগ্রসেনে।
মথুরার রাজা হৈল কৃষ্ণের কারনে॥
বড়ই ভকত রাজা কৃষ্ণে ধরে চিত্ত।
তেকারনে দিল তাকে রার্য্য ধন বিত্ত॥
সুবর্ন্ন্যের সিংহাসনে বৈসাঞা তখন।
অভিসেক করি তারে করিল রাজন॥
ধরনি মণ্ডলে হৈলা উগ্রসেন রাজা।
পৃথিবীর রাজা আসি করে তাঁর পুজা॥

কৃষ্ণ ও বলরামের চূড়াকরণ ও সান্দীপনিকে গুরুদক্ষিণা প্রদান

তবে কৃষ্ণ বলরাম দোঁহেত মেলিঞা।
দুই ভাই এক ঠাঞী যুযুক্তি করিঞা॥
রাম কৃষ্ণ গেলা মা বাপ দেখিবারে।
মা বাপের চরনে হইলা নমস্কারে॥
বাপ মায়ে দেখি কৃষ্ণ বোলে ধিরে ধিরে।
দুই ভাই এক ঠাঞী হইঞা সত্তরে॥
মায়াত পাতিঞা গেলা দোঁহার চরনে।
সিষুভাব করি তবে করয়ে ক্রন্দনে॥
সিষুকালে মা বাপ হঞা না কৈলে পালন।
বের্থ হইল ভারথ ভুম্যে আমার জনম॥
মায়ের স্তনামৃত মোর নহিল সরিরে।
কোলে নাঞী যুতিলাঙ বুলিল মায়েরে॥
এত বোল মায়া পাতি বুলিল গদাধর।

বষুদেব দৈবকি দেবি কান্দিলা বিস্তর॥
কোলে করি রাম কৃষ্ণ আইলা দুইজন।
ডাকিএগ্রা আনিল জত ব্রাহ্মান সর্জ্জন॥
জাতকর্ম্ম চুড়াকর্ন্ন্য কইল বিধানে।
বিধি শৃষ্টি কইল জজ্ঞ পবিত্র ব্রাহ্মানে॥
গোসাঞীর জন্ম ক্ষেনে মুনি দান কৈল।
কুড়ি সহস্র হেম শৃঙ্গি ব্রাহ্মানে দান দিল॥
নানা অভরন দিএগ্রা ব্রাহ্মান তুসিল।
আনন্দিত হএগ্রা[ক৫১/২]তবে সব বিপ্র গেল।
কংস ভয়ে পালাইল জত বন্ধুজন।
সভাকে আনিল কৃষ্ণ কমললোচন॥
আশ্বাসিএগ্রা রার্য্যভার দিল উগ্রসেনে।
পড়িবাকে দুই ভাই কইল গমনে॥
অবন্তিপুরতে দ্বিজ নাম সান্তিপন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিসারদ জেন ব্যাস তপোধন॥
পঢ়িল সকল বিদ্যা তাঁর উপদেসে।
চৌষষ্ঠি বিদ্যা পড়িল চৌষষ্ঠি দিবসে॥
দেখিএগ্রা গুরুর মনে হর্ষ উপজিল।
মায়াপাতি কোন দেব আসিএগ্রা পঢ়িল॥
বিস্মঁঅ নাগিল তবে সভাকার মনে।
এইরূপ দ্বিজবর ভাবে মনে মনে॥
বুলিতে নারয়ে কিছু সঙ্কোচিত মনে।...
তবে কৃষ্ণ তাঁহার বুঝিএগ্রা সমচিত।
মনে মনে তাঁহার জানিল মন হিত॥
গুরু সমোধিএগ্রা তবে বলিল ব[চ]নে।
অবধান কর গুরু করি নিবেদনে॥
দক্ষিনা কি দিব গুরু বোল দ্বিজবর।
তোমার প্রসাদে পঢ়িল জাব নিজ ঘর॥
সিস্যের বচনে দ্বিজ চিন্তে মনে মনে।
সুনিএগ্রা সত্তরে দ্বিজ কইল গমনে॥
আপনার নিজ নারি ডাকিএগ্রা তখনে।
বুলিতে নাগিলা বিপ্র এক চিত্ত মনে॥
কি বুদ্ধি করিব যুন বচন আমার।
দুই ভাই দেখি জেন দেব অবতার।
দক্ষিনা দিবারে দোঁহে চাহেন্ত আমার॥
কি দক্ষিণা চাহিব বোলহ যুক্তি করী।
তাই চাএগ্রা নিব দুই ভাই বরাবরি॥
ব্রাহ্মনি যুনিএগ্রা তবে দিলেন্ত উত্তর।
সমুদ্রের জলে মৈল তোমার পুত্রবর॥
তাহা আনি দেহ তুমি দুই সহোদর।

এই দক্ষিনা চাহ গিএগ দোঁহা বরাবর॥
দম্পত্যে যুক্তি করী বুইল কৃষ্ণ ঠাঞী।
সরূপে দক্ষিনা দিবে আমি জেই চাই॥
সাগরের জলে মৈল ছাওাল আমার।
আনিএগ দক্ষিনা দেহ বলিল তোমার॥
[ক৫২/১]গুরূর বচনে গেলা সাগর ভিতরে।
গুরূপুত্র দেহ মোকে বুইল গদাধরে॥
ষুনিএগ সাগর তবে কৃষ্ণের বচন।
সম্ব্রমে উঠিএগ কৈল চরন বন্দন॥
তোমার গুরূর পুত্র আমি নাঞী হরি।
পঞ্চজন্য অষুরেত তাহাকে সংহারি॥
আমার জলে বৈসে সেই পাপ দুষ্টমতি।
নিষেধ করিতে নারি আমার সকতী॥
সমুদ্রের বোল ষুনি হাসে গদাধর।
জলতে প্রবেস করি ধরিল সত্তর॥
সংখ রূপ ধরি তার সরির বিচার।
না পাইল গুরূপুত্র তার উদরে শ্রীহরি॥
সেই পঞ্চজন্য সংখ নইল গদাধর।
সঞ্জমুনি পুরি গেলা জথা জম ঘর॥
পুরি প্রবেসিএগ তবে রাম দামোদর।
পঞ্চজন্য নাদ কৈল ষুনিতে ভয়ঙ্কর॥
চমকিত জমরাজা মনে মনে গুনি।
ধ্যানে জানিল জম আইলা চক্রপানি॥
হর্ষে পুলকিত হইলা ধর্মরাজেস্বর।
নয়ান ভরিএগ আজি দেখিব গদাধর॥
সফল হইল আজি আমার জিবন।
পরসিল করে আজি রাম নারায়ণ॥
পাদ্যার্ঘ্য দিএগ জম যুড়ি দুই হাথ।
প্রনাম করিএগ বৈসাইল জগন্নাথ॥
ভারাবতারনে গোসাঞী কৃষ্ণ অবতার।
বড় বড় দুষ্ট মারি খণ্ডে ভুমি ভার॥
আজি মোর কাম্য হইল সফল জিবন।
দেখিল তোমার পদ খণ্ডিল বন্ধন॥
আজ্ঞা কর কোন কর্ম করিব প্রভু হরী।
তোমার গমনে পবিত্র হইল মোর পুরী॥
জমের বচন ষুনি হাসেন চক্রপানি।
অকালে মৈল গুরূপুত্র দেহ মোকে আনি॥
কৃষ্ণের বচনে জম ত্রাস পাইল মনে।
কেনে হেন বোল মোকে কমললোচনে॥
তোমার শৃজিত শৃষ্টি তুমি অধিকারী।

[ক৫২/২]আমার সকতি কিবা আনিতে নিতে পারি।
কর্ম্মসূত্রে আইসে জায়ে জত কর্ম করে।
সাক্ষিরূপে আমা এড়িঞাছ গদাধরে॥
কর্ম খণ্ডাইতে নারি ষুন চক্রপানি।
কর্ম খণ্ডাঞা লঞা জাহত আপুনী॥
জমের বচনে তুষ্ট হইলা দুই ভাই।
কোলে ছাওআল করি নড়িলা কানাঞী॥
জেনমতে মৈল সিষু সমুদ্রের জলে।
তেনমতে দিল লঞা ব্রাহ্মনির কোলে॥
গুরূ দক্ষিনা দিল হউক আদেস।
তোমার প্রসাদে পড়িল জাই নিজ দেস॥
দেখিঞাত দ্বিজবর চিন্তে মনে মনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা এই দুই জনে॥
গোসাঞী আইলা কিবা মানুস রূপ ধরী।
হেন অদভুত কর্ম কার প্রানে করী॥
উঠিঞা সম্ভ্রমে গুরূ করিঞা বিনয়ে।
পাইল দক্ষিনা পুত্র জাহ নিজালএ॥
হরিসে আইলা ঘর রাম নারায়ণ।
করিঞা অদভুত কর্ম ভাই দুই জন॥
জগতে রাখিল দোঁহে জসের ঘোসন।
বাপ মাএ আনি কৈল চরন বন্দন॥
হরির চরনে গুনরাজ খান ভনে।
হরি স্মঙরন বন্ধু কর সর্ব্বক্ষনে॥

কৃষ্ণের আদেশে উদ্ধবের বৃন্দাবন গমন

॥ বসন্ত রাগ॥

এই রূপে আনন্দে আছেন নারায়ণ।
অচম্বিতে গোকুল মনে হইল স্মঁরন॥
হাথে ধরি উদ্ধবেরে বুঁইল গদাধর।
বিনয়ে বুইল জাহ গোকুল নগর॥
আমার বিৎসেদে গোকুলে জত বৈসে।
অনাথ হঞাছে সব নারিত পুরূষে॥
নন্দ ঘোস জসোদা চিন্তিত সর্ব্বক্ষন।
আমা বই মনে তার না পড়এ আন॥
বিসেসে যুবতিগন হত কামবানে।
তার প্রান রাখ গিঞা আস্বাস বচনে॥
কিবা রাত্রিদিন তার নাঞীক সরিরে।
আমা বিনে যুবতি গন প্রান মাত্র ধরে॥
বড়ই দুঃখিত গোপী আমার স্মঁরনে।
[ক৫৩/১]তোমার গমনে তার রহিব জিবনে॥

য়েতেক ষুনিএগ তবে উদ্ধব মহাসয়।
কৃষ্ণ বন্দিএগ তবে গোকুলকে জায়॥
রবি আস্ত গেলে গেলা গোকুল নগরে।
প্রবেস কইল গিএগ নন্দ ঘোস ঘরে॥
কৃষ্ণের সেবক দেখি উঠিলা নন্দ ঘোস।
পাদ্যার্ঘ্য আসন দিএগ করাইল সন্তোস॥
হ্রিদয় সন্তোস করি দিল আলিঙ্গন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি তবে যুড়িল ক্রন্দন॥
ক্রন্দন সঙ্কলি কৃষ্ণকথা পুছিল তাহারে।
কুসলে কি আছে তথা রাম দামোদরে॥
বষুদেব দৈবকী রোহিনি সর্ব্বজন।
সভা লএগ নানা ষুখে আছেন নারায়ণ॥
আমাকে এড়িল গোসাঞী কমললোচন।
আমা হেন পাপি নাহি এ তিন ভুবন॥
না কর ক্রন্দন সুন আমার উত্তর।
তোমাধিক ভাগ্যন্ত নাঞী পৃথবি ভিতর॥
সংসারের সার গোসাঞী প্রভু নারায়ণ।
তাঁহার চরনে তোমার মজি গেল মন॥
কোটি কোটি জন্ম জদি তপ করি মরী।
তমু নারায়ণ নাম বলিতে না পারী॥
মুক্ত পুরূষ তুমি নন্দ ব্রজপতি।
তোমার প্রসাদে নর পাইব মুকুতি॥
এত বলি নন্দকে উদ্ধব তুষ্ট কৈল।
ফল মুল অন্ন খাএগ রজনি বঞ্চিল॥
রজনি প্রভাতে তবে সব গোপিগনে।
শ্রীকৃষ্ণের রথ দেখি কইল গমনে॥
হোর রথখান দেখি নন্দের দুআরে।
পাপিষ্ট অক্রুর কিবা আইল আরবারে॥
দোখিল উদ্ধব গিএগ নাঞীক তথাঞী।
ক্ষেদ করি উদ্ধব দেখিল সেই ঠাঞী॥
কৃষ্ণ হেন জ্ঞান কৈল সব গোপিগনে।
সম্ভ্রমে উঠিএগ কৈল সির নিরিক্ষনে॥
[ক৫৩/২]স্যামল ষুন্দর কৃষ্ণ প্রথম জৌবন।
মকর কুণ্ডল কর্ন্নে হ্রিদয়ে ভুসন॥
হএ নহে কৃষ্ণ হেন বলিতে না পারি।
আসিএগ উদ্ধব দেখি সোঁঅরে শ্রীহরী॥
বিস্মঁঅ না কর গোপি স্থির কর মন।
পাইবে গোকুলে কৃষ্ণ কমললোচন॥
কৃষ্ণ দুত হেন জানিল সব নারি।
বুলিতে নাগিলা তবে লজ্জা পরিহরী॥

মধুর বচন করি বোলে ধিরে ধিরে।
কমললোচন কেনে পাসরে আমারে॥
স্ত্রি জিত কৃষ্ণ হেন জানিল কপটে।
সিতা লাগি ষুবর্ন্ন্যরেখার নাক কান কাটে॥
তাহা হেন কপট নাহি সংসার ভিতরে।
তাহার কপটি জত বিদিত সংসারে॥
শুনিতে শুনিতে জলে সকল সরিরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মনে জার আছএ সরিরে॥...
চিন্তিতে চিন্তিতে হএ সকল উদ্ধারে॥
কেমনে পাইব স্বাঁমি সুন মহাজন।
এথা কি না আসিব আর কমললোচন॥
বনচারি আমা সভা কুৎসিত দেখিঞা।
এড়িল আমাকে কৃষ্ণ কোন দোস পাঞা॥
কহত কৃষ্ণের কথা সরূপ উত্তর।
কুসলে আছয়ে তথা রাম দামোদর॥
বাপ মা বন্ধুজন লঞা নিজ ঘরে।
পাসরিল আমা কৃষ্ণ প্রভু দামোদরে॥
সত্রু মারি মধুপুরি কৃড়য়ে মুরারি।
অভাগিনি নারি আমি ছাড়িল শ্রীহরী॥
এতেক বিলাপ করি কান্দে ভুমিতলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে আঁখির জল পড়ে॥
দেখিঞা উদ্ধব মনে বিস্মঁঅ উপজিল।
গোবিন্দ চরনে গোপি জত ভক্তি কৈল॥
নম্রস্কার করি বোলে সভার চরনে।
তোমা সম ভাগ্যবতি নাঞী ত্রিভুবনে॥
রম্য স্ত্রি হইঞা তোমার অন্য নাঞী মতি।
খণ্ডিল বন্ধন তুমি সব পাইলে মকুতী॥
[ক৫৪/১]না কর বিসাদ গোপী ষুন সখিজন।
দেখিতে আসিব তোমা কমললোচন॥
পুরিব তোমার মন সেই নারায়ণ।
স্থির চিত্ত হঞা সভে থাকহ এখন॥
আসিঞাত গোপিগন সেই বৃন্দাবনে।
পুরিব মানস সেই প্রভু নারায়ণে॥
এতেক বলিঞা সে উদ্ধব মহাজনে।
বিদায় করিঞা তবে কইল গমনে॥
একে একে গোপী জত কৃষ্ণে ভক্তি কৈল।
সকল উদ্ধব আসি কৃষ্ণকে কহিল॥
রাজকর দিঞা তবে রাজা উগ্রসেনে।
কৃষ্ণ অবতার বোলে গুনরাজ খাঁনে॥

কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমন ও কুব্জির মনোবাঞ্ছা পূরণ

॥ ০ ॥ ০ ॥ ❀ ॥ ০ ॥ ❀ ॥

শ্রী শ্রী ॥ বরাড়ি রাগ ॥

সংসারের সার গোসাঞী কমললোচন।
অচমিতে কুবজি মনে হইল স্মঁরন ॥
উদ্ধব সংহতি করি প্রভু গদাধর।
কৌতুকে প্রবেস কৈল কুবজিব ঘর ॥
দেখিঞা সম্ভ্রম পাইল কুবজির মনে।
পাদ্যার্ঘ্য দিঞা বৈসাইল নারায়ণে ॥
স্যামল ষুন্দর কৃষ্ণ প্রথম জৌবন।
কামদেব জিনি রূপ কামিনি মোহন ॥
দেখিঞা সম্ভ্রম পাইল কুবজির মনে।
পাদ্যার্ঘ্য দিঞা বৈসাইল নারায়ণে ॥
নব ঘন স্যাম তনু রাজিব লোচন।
কামিনি মোহন রূপ দেখিয়ে মোহন ॥
দেখিঞা কুবজি মনে কামে অচেতন।
মুর্চ্ছিতা পড়িলি ভুম্যে হরিঞা চেতন ॥
লৌতন সঙ্গম ভয়ে লাজে ব্যাকুলী।
বৈসাইল গোবিন্দাই পাসে হাথে ধরী ॥
কইল শৃঙ্গার জত বিবিধ বিধানে।
জেনঞী চিন্তিল সে পুরিল তার মনে ॥
ভক্তি করি কুবজি চিন্তিল গদাধর।
তাহাকে প্রসন্ন কৃষ্ণ নাঞী ভিন্ন পর ॥
দ্বারি হঞা উদ্ধব থাকিলা সেই ঘরে।
[ক৫৪/২]কুবজির মনোরথ কৈল গদাধরে ॥
নানা রঙ্গ কৈল প্রভু কুবজিকে লঞা।
অনেক রমিল প্রভু কাম বান দিঞা ॥
জতেক বিরহ তার সব গেল দুর।
মনোরথ সিদ্ধি কুজির হইল প্রচুর ॥
তেজিল শৃঙ্গার তবে দেব নারায়ণ।
হাথে ধরি উদ্ধব লঞা কইল গমন ॥

কৃষ্ণের আজ্ঞায় অক্রূরের হস্তিনা গমন

হাসিতে হাসিতে পথে প্রভু গদাধর।
বলাই সহিতে গেলা অক্রুরের ঘর ॥
সম্ভ্রমে অক্রুর দুই ভাইকে লইঞা।
ঘরে লঞা বৈসাইল পৌরস করিঞা ॥
দোঁহার পদ পাখলিঞা সিরে নিল জল।
সভার মস্তকে দিঞা পবিত্র কৈল ঘর ॥

সফল জিবন মোর তোমা দরসনে।
পদরজে পবিত্র কইলে নারায়ণে॥
ভারাবতারনে গোসাঞী তোমার অবতার।
তোমার কটাক্ষে ভব সাগর উদ্ধার॥
এতেক প্রনতি জবে অক্রুর কইল।
যুনিঞা গোবিন্দ তবে হাসিতে নাগিল॥
প্রনাম করিঞা গোসাঞী যুড়ি দুই হাথ।
তুমি মোর মান্য কুটুম জেষ্ঠ খুড়ুতাত॥
আমি ভ্রাত্রিপুত্র হইয়ে পোস্য তোমার।
কেনে গুরুজন হঞা বোল অবেভার॥
এতেক প্রবন্ধ করি তুষিল তার মন।
পুনরপি কিছু তাকে বোলেন নারায়ণ॥
হস্তিনা নগরে আছে পাণ্ডুর তনয়।
ঝাঁট করি জাহ তথা অক্রুর মহাসয়॥
অকালে মইল রাজা পান্ডু নরপতী।
কেমনে ছাওাল তার আছে অব্যাহতী॥
একে একে বুঝ গিঞা সভাকার মন।
বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র বুজিহ তার মন॥
কেন মত তা সভার করয়ে পালন।...
কিবা সত্র ভাব তাকে করে নরপতি।
একে একে বুঝ গিঞা সভাকার মতি॥
কৃষ্ণের বচনে তবে অক্রুর হাসিঞা।
[১][ক৫৬/১]নড়িলা হস্তিনাপুরি রথেত চড়িঞা॥
সভাকে দেখিল গিঞা অক্রুর জদুবর।
সভা সম্ভাসিঞা আইলা মথুরা নগর॥
কহিল কৃষ্ণকে আসি সভার চরিত্র।
বড় দুঃখ পায়ে কুন্তি তোমা সম হিত॥
দুর্য্যোধন সব রাজা বলিল তোমারে।
বুঝিঞা গোসাঞী তার কর প্রতিকারে॥
অক্রুরের বচন যুনিঞা গদাধর।
পান্ডবের চিন্তা প্রভু করে জদুবর॥
হেনমতে মধুপুরে রাম নারায়ণে।
যুখে নিবসয়ে গুনরাজ খাঁনে ভনে॥ ❀॥

জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের যুদ্ধ

॥ ধানসি রাগ॥

আসিঞাত কংস নারি মগধ নগরি।
কৃষ্ণ কংস মাইল তাহা বাপেরে গোহারী॥

১ লিপিকর প্রমাদে পত্রসংখ্যা ৫৫ স্থলে ৫৬ বসেছে। ফলে এরপর পত্রসংখ্যায় ক. পুথিতে সর্বত্র ১ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চক্রবর্ত্তি রাজা তুমি মগধ নৃপতি।
পাতালে বাষুকি কাঁপে স্বর্গে ষুরপতি॥
জত জত রাজা বৈসে পৃথিবি মন্ডলে।
সভেত তোমার সখা জত ছত্রতলে॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই নন্দের তনয়।
গরূ রাখে ছাওাল সঙ্গে গোকুলে বৈসয়॥
মাইল পুতনা সিষুকালে স্তন পানে।
ত্রিনাবর্ত্ত সকট ভঙ্গ জমল অর্জ্জুনে॥
পর্ব্বত ধরি গোকুল রাখিল সাত বৎসরে।
প্রলম বৎসক মাইল বক মহাবিরে॥
ঝাঁফ দিএগ্রা কালিদহে সর্প ঘুচাইল।
ধেনুক মারিএগ্রা বনে তাল খাইল॥
কেসি ত আরিষ্ট বির তোমার গোচরে।
কুবলয় হস্তি মাইল রাজ দুআরে॥
মুষ্টিক চানুর লএগ্রা কংস নরপতি।
সভাকে মাইল কৃষ্ণ সুন মহামতি॥
বিধবা কইল মোকে তোমা বিদ্যমানে।
সুন জত কহি আমি তোমার চরনে॥
ছাওাল হইএগ্রা হেন করে দুইজনে।
মথুরাএ বৈসে রাজা করি উগ্রসেনে॥
[ক৫৬/২]এতেক দুহিতার বাক্য যুনি জরাসন্ধ।
রাম কৃষ্ণ মারিবাকে কইল প্রবন্ধ॥
জত সব রাজা বৈসে পৃথিবি ভিতরে।
সকল রাজা খাটে আসি মোর ছত্রতলে॥
সভাকে পাঠাইল দুত মগধ ইস্বরে।
মথুরা জাইএগ্রা মার রাম গদাধরে॥
সাজ সাজ করি সাড়া দিলত নগরে।...
আস্বাসিএগ্রা কন্যা রাজা পাঠাইল ঘরে॥
যুঝিতে চলিলা তবে মথুরা নগরে।
তেইস অক্ষোহিনি সেনা একত্র করিএগ্রা।
গেলাত মথুরাপুরি রাজচক্র লএগ্রা॥
রূন্ধিলেক হাট বাট পাইক থরে থরে।
না করিহ ভয় কিছু বুইল গদাধরে॥
নগরে বাহির হএগ্রা রাম নারায়ণ।
আপনার অস্ত্র তখন কইল স্মঁরন॥
আইল দোঁহার অস্ত্র ষুরপুরি হৈতে।
সংখ চক্র গদা পদ্মঁ নইল জগন্নাথে॥
নাঙ্গল মুসল বলাই কান্ধেত কইল।
তাঁর রথধবজ খান আসিএগ্রা মেলিল॥
গরূড় ধবজে কৃষ্ণ কৈল আরোহন।

দুই ভাই কথোক সৈন্য দিল দরসন॥
সৈন্য দেখি কৃষ্ণ বুইল যুন হলধর।
ইহা হইতে পৃথিবির খণ্ডিব গুরুতর॥
না করিহ প্রানি বধ যুন মহামতী।
রাজা এড়ি সভা মার জত জোদ্ধাপতি॥
মান্য বড় সব রার্য্যে মগধ ইস্বর।
এত অনুমানি গেলা সন্যের ভিতর॥
গর্জ্জন করিঞা তবে প্রভু হলধরে।
মার মার সব্দ করি গেলা রনস্থলে॥
দেখিঞাত রাম কৃষ্ণ হাসে নৃপবরে।
আমা ঠাঞী মরিতে আইলা গোপের কুমারে॥
পালাইঞা গরু রাখ সুনহ গোআলে।
জুদ্ধ দিলে তুমি আজি না জাইবে ভালে॥
[ক৫৭/১]জদি বা আমাকে আসি দিবে তুমি রন।
তোমারেত মুক্ত হৈল জমের কারন॥
জরাসন্ধ বোল যুনি হাসেন গদাধর।
রথ চালাঞা দিল সন্যের ভিতর॥
সৈন্য সাগর মাঝে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
কাটিল সকল সেনা হঞা এক ঠাঞী॥
সিযুপাল দন্তবক্র পাঁছ নরপতি।
পালায়ে সকল রাজা এড়িঞা সারথি॥
রথ এড়ি পালায়ে জরাসন্ধ মহামতি।
দেখিঞা হাসিলা কৃষ্ণ রামের সংহতি॥
পালাইঞা জাএ রাজা মগধ নৃপতি।
রথে লামি ধাইলা কৃষ্ণ বলাই মহামতি॥
গলায়ে কাপড় দিঞা পাড়িল ভূমিতলে।
মস্তকে মারিতে ঘাও তুলিল মুসলে॥
হেনকালে অন্তরিক্ষে আকাসবানি হয়ে।
না মারিহ জরাসন্ধ তোমার বধ নহে॥
তখনেত বলরাম দুঃখি হৈলা মনে।
এড়িলাত জরাসন্ধ আকাস বচনে॥
নড়িলাত জরাসন্ধ পাঞা বড় লাজ।
লেউটিঞা দুই ভাই রহিলা যুদ্ধমাঝ॥
আতি ঘোরতর নদি সংগ্রাম ভিতরে।
সিবা অলিকুল হৈল সৈন্য মাঝারে॥
কেসসৈ বান হস্ত পদ খান খান।
মানুস মস্তক মিন কুম্ভিরেত খান॥
বিচিত্র সান্তার হৈল হংসের পাঁতি।
রকতে সর্করা নদি করয়ে দ্বিপতি॥
রথের ধ্বজ পর্দ্ম হৈল নদির উপরে।

মৎস্য মগর সব দেখিতে ভয়ঙ্করে॥
কৃষ্ণ বলরাম কৈল নদির প্রবন্ধ।
গুনরাজ খাঁনে বোলে ভঙ্গ জরাসন্ধ॥

জরাসন্ধের মথুরা আক্রমণ

॥০॥❁॥০॥০॥❁॥০॥

॥ শ্রীশ্রী ॥ কানড় রাগ॥

জয় জয় সব্দ হয়ে সকল ভুবনে।
পুষ্প বৃষ্টি স্বর্গে থাকি কৈল দেবগনে॥
নগর বনিতা সব মঙ্গল দ্রর্ব্ব্য লএগ।
[ক৫৭/২]মস্তকে পেলাইল দোঁহার জয় জয় দিএগ।
বাপ মায়ের কইল গিএগ চরন বন্দন।
মিষ্টান্ন পান দিএগ করাইল সয়ন॥
ওথা জরাসন্ধ রাজা গিএগ নিজালএ।
পাত্র মিত্র লএগ রাজা মন্ত্রনা করয়ে॥
তেইস অক্ষোহিনি সেনা বড় বড় বিরে।
যুদ্ধ করে দুই ভাই কেহো নহে স্থিরে॥
বাছিএগ কটক নিল তেইস অক্ষোহিনী।
জেনমতে রামকৃষ্ণ জিবন সহিতে আনি॥
এত বলি জরাসন্ধ গেলা নিজ রথে।
কটক কাটি রথ ভাঙ্গি পাঠাইল সেই পথে॥
পালাইএগ জরাসন্ধ গেলা দুষ্ট মতি।
পুনরপি গেলা লএগ তত সেনাপতি॥
সেই মতে পালাইএগ গেলা পাপাসয়।
সপ্তদস যুদ্ধ হারি পাইল পরাজয়॥
অপমান পাএগ রাজা পোড়এ সরিরে।
অষ্টাদস সংগ্রাম করিতে আর বারে॥
কালজবন সঙ্গে মন্ত্রনা করিএগ।
সাল্ল রাজা পাঠাইল কথোক সন্য দিএগ॥
আইস সংহতি রাজা রাজচক্র লএগ।
বেঢ়িব মথুরাপুরি চক্রবেড় করিএগ॥
তিন কোটি ম্লেৎস আছে তোমার সংহতি।
বেড়হ দক্ষিন দিগ লএগ জোদ্ধপতি॥
উত্তরেত সাল পঞ্চ কাসির ইস্বর।
সিষুপাল লএগ সভে বেঢ়িব নগর॥
বানভৌম্য মহারাজা পশ্চিম দিগ গিএগ।
মারিবত রাম কৃষ্ণ এক চিত্ত হএগ॥
সকল পৃথিবি মোর ষুসাসিত হব।
সকল কুটুম্বে তবে বিভুঞ্জিএগ দিব॥
সাল্ল রাজা বুইল গিএগ এতেক বচন।

সুনিঞা হরিস হইলা কাল জবন॥
ভাল হইল মহারাজা আইলা মোর ঘর।
[ক৫৮/১]রাম কৃষ্ণ মারিবাকে নড়িব সত্তর॥
সাজিঞা আইস গিঞা সব নৃপবরে।
দক্ষিনে চাপহ গিঞা মথুরা নগরে॥
এতেক উত্তর তবে যুনি গদাধর।
বলরাম সহিতে যুক্তি কইল বিস্তর॥
পাপিষ্ঠ রাজা জরাসন্ধ মন্ত্রনা কইল।
অবধ্য জরাসন্ধ আকাসবানি হৈল॥

দ্বারকা নির্মাণ

মথুরা ছাড়িঞা জাই সমুদ্র ভিতরে।
যুদ্ধ করি রহিব জেন না পারে কোন বিরে॥
যুক্তি করি নড়ে তবে রাম দামোদর।
সমূদ্র ভিতরে নিল মথুরা নগর॥
দেখিঞা সমুদ্র লঞা নানা উপহার।
কোন আজ্ঞা করিব প্রভু বোলহ আমার॥
সমুদ্রের বচন যুনিঞা নারায়ণ।
জল ছাড়ি দেহ মোকে দ্বাদস জোজন॥
ঘর করি রহিব আমি তোমার ভিতরে।
দুষ্ট রাজা সব জেন লংঘিতে না পারে॥
কৃষ্ণের বচনে জল ছাড়ি দ্বাদস জোজন।
তথাই কইল গোসাঞী নগর পত্তন॥
বিস্বকর্মাকে মনে প্রভু সুঁর্স্মঁরন কইল।
আসিঞাত বিস্বকর্মা উপনিত হৈল॥
আজ্ঞা কর মোকে গোসাঞী ত্রিদস ইস্বর।
কেন মত রচিব পুরি কেন মত ঘর॥
ইন্দ্রের পুরি জেন ইন্দ্রের ভুবন।
তাহায়ে অধিক রচ আমার সদন॥
গোসাঞীর বোল তবে সিরেত বন্দিঞা।
পুরির নির্মান কৈল অমরা জিনিঞা॥
বিচিত্র চৌখণ্ডি ঘর দেখিতে যুন্দর।
আকাস মণ্ডল পাইল গোসাঞীর ঘর॥
নাটসালা পাটসালা প্রাচির অলংঘিত।
চতুঃসালা ঘর সব সুবর্ন্নে রচিত॥
হিরা মনি মানিকে প্রবালে চিত্র কৈল।
[ক৫৮/২]উগ্রসেন রাজধানি পাট সজাইল॥
উদ্ধব অক্রুর ঘর বিচিত্র গড়িল।
নানা রত্ন রজতে পুরি বিচিত্র সোভিল।
পাত্র মিত্র বন্ধুজন জতেক বসয়।

একে একে রচিল গোসাঞী সভার আলয়॥
গড় পরিক্ষা দুর্গ বড় কইল গদাধর।
নানা জাতি ঘর কৈল বিচিত্র নগর॥
চতুঃসালা চতুষ্পথ কইল ঠাঞী ঠাঞী।
রচিঞা মথুরা আইলা সুন্দর কানাঞী॥
সকল পাঠাইল গোসাঞী দ্বারকাপুরী।
দুই ভাই দুই রথে রহিলা শ্রীহরি॥

পুনর্বার জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ

॥০॥ ০॥(৩)॥০ ॥০ ॥

হেনঞী সময়ে জরাসন্ধ মহামতী।
বেড়িল মথুরাপুরি রাজার সংহতি॥
তেইস অক্ষোহিনি সেনা মগধ ইস্বর।
কাল জবন সিসুপাল[আদি]নৃপবর॥
দেখি দুই ভাই রথ দিল চালাইঞা।
পালাঞা গোমন্থে কৃষ্ণ লুকাইলাসিঞা॥
দেখিঞাত জরাসন্ধ সব নৃপবর।
সব সন্য লঞা তবে ধাইলা সত্তর॥
বেড়িল পর্ব্বত সেনা রহিল থরে থরে।
লুকাইলা দুই ভাই পর্ব্বত গহ্বরে॥
গাছ কাটে অরন্য ভাঙ্গে পর্ব্বতে উঠিঞা।
চাহিঞা না পাইল কৃষ্ণ সব সৈন্যে গিঞা॥
নামিঞাত জরাসন্ধ উপায় শৃজিল।
ত্রিন কাষ্ঠ আনিঞা পর্ব্বতে অগ্নি দিল॥
অগ্নি দিঞা পোড়ে গিরি হএ খান খান।
পর্ব্বত নিবাসি জত নাঞী পরিত্রান॥
পর্ব্বত নিবাসি জত জত মুনিবর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাদ করি উঠিলা সত্তর॥
সুনিঞাত কলরব প্রভু নারায়ণ।
কেনমতে রক্ষা পাব এত জিবগন॥
বিস্বম্ভর মুর্ত্তি হৈলা দেব বিস্বম্ভর।
চাপিল পর্ব্বত হইল ধর[ক৫৯/১]নির তল॥
উঠিল পাতাল জল পর্ব্বতের ভরে।
নিভাইল আনল সব দেখে গদাধরে॥
অল্প ভর দিল গিরি উঠিলা নিজস্থানে।
অস্ত্র লঞা দুই ভাই কইল গমনে॥
দস জোজন নাফ দিঞা কটক এড়াই।
আইলাত দুই ভাই রাম গোবিন্দাই॥
তবে জরাসন্ধ রাজা না পাঞা উদ্দেস।
চলিলা সকল রাজা জার জেই দেস॥

দ্বারকা আইলা কৃষ্ণ বন্ধুজন লএগ্রা।
সুখে নিবসয়ে কৃষ্ণ উগ্রসেনে দিএগ্রা॥

কাল যবনের দূত প্রেরণ

হেনএগ্রী সময়ে কৃষ্ণ দ্বারকা আইল।
কাল জবন রাজা দুত পাঠাইল॥
দুত আসি বলিল কৃষ্ণকে সভার ভিতর।
দাণ্ডাইএগ্রা কহে দুত জবন উত্তর॥
জত জত রাজা বৈসে পৃথিবী মণ্ডলে।
সকল রাজা খাটে আসি মোর ছত্রতলে॥
সকল আমার রার্য্য আমি অধিপতি।
দৈস্যবৃর্ত্তি করি তুমি কর উপহিতী॥
বড় বড় রাজা সঙ্গে যুদ্ধ আকাংক্ষিএগ্রা।
শৃগাল সদৃষ হএগ্রা জাহসি পালাএগ্রা॥
পালাএগ্রা দ্বারকা ছাড়ি করহ গমন।
নহেত সমুখে আসি দেহ মোকে রন॥
কি কহিব তাকে আজ্ঞা দেহত সত্তর।
দেহত উত্তর জেন নড়িএ সত্তর॥
দুতের বচন মুনি হাসেন গদাধরে।
সন্দেস লএগ্রা জাহ দুত তোমার রাজারে॥
কালসর্প এক আনি ঘটেত পুরিএগ্রা।
উত্তম বসনে তাহা সোভিত করিএগ্রা॥
দুত ঠাএগ্রী দিএগ্রা তবে বলিল বচন।
তোমার রাজাকে দিহ আমার এই ধন॥
মুকাএগ্রা দেখিলে জদি লএ তার মন।
আসিহে তোমার রাজা দিব তাকে রন॥
ঘট লএগ্রা দুত তবে কইল গমন।
কহিল রাজার ঠাএগ্রী কৃ[ক৫৯/২]ষ্ণের বচন॥
ষুনিএগ্রা জবন রাজা ঘট মুকাইএগ্রা।
দেখিলত কাল সর্প উঠে ফোঁফাইএগ্রা॥
জানিল কৃষ্ণের মায়া কৈল বিড়ম্বন।
কালসর্প হেন বাসে আপনার মন॥
দেখিএগ্রাত সর্প কোপ বাঢ়িল অন্তরে।
পিপিলিকা দিএগ্রা ঘট পাঠাইল আর বারে॥
ঘট লএগ্রা পুনরপি জাহ তার ঠাএগ্রী।
সর্প জদি জিএ তবে জিবেক কানাএগ্রী॥
সত্তরেত দুত গিএগ্রা বুইল গদাধরে।
মুকাএগ্রা দেখিল সর্প নাএগ্রীক ভিতরে॥
পিপিলিকাগন দেখিল ঘট মাঝে।
মারিএগ্রা খাইল সর্প হাড় মাত্র আছে॥

দেখিঞাত গোবিন্দাই গুনে মনে মনে।
বিস্তর সেনাপতি রাজা কাল জবনে।।
বিসেসেত লুঙ্গ মুনি জজ্ঞ বড় কৈল।
জদু বংসে ত্রাস হব কাল জবন শৃজিল।।
আমার অবধ্য দুষ্ট কাল জবন।
মনে মনে চিন্তেন কৃষ্ণ তাহার মরন।।
মান্ধাতা তনয় সে মুচকুন্দ নৃপবর।
দেবমানে জাগিলা তিহোঁ দ্বাদস বৎসর।।
অহোনিসি জাগিঞা স্বাস্থি নাঞী মনে।
হেন নিদ্রা দেহ জেন রহিয়ে সঅনে।।
জেবা আসি নিদ্রা মোর করিব ভঞ্জন।
আমা দরসনে তার হইব মরন।।
বর দিঞা দেবগন গেলা নিজ ঘর।
ষুতিঞাত নিদ্রা জাএ সেই নৃপবর।।
এই ত উপায় তার চিন্তিল নারায়ণ।
চল জাহ দুত তাকে আমি দিব রন।।
সাজিঞা আইস জাঞা যুদ্ধ করিবারে।
সিঘ্র গিঞা কহ দুত তোমার রাজারে।।
কহিলত দুত গিঞা কৃষ্ণের বচন।
যুদ্ধ করিবারে নড়িলা কাল জবন।।
বল আদি জোদ্ধ জত দ্বারকাতে থুঞা।
[ক৬০/১]বাহির হইলা কৃষ্ণ রথেত চড়িঞা।।
কাল জবন সঙ্গে যুদ্ধ বড় কৈল।
বিস্তর সন্য দেখি কৃষ্ণ রনে ভঙ্গ দিল।।
তার পাছে ধায়ে রাজা কাল জবন।
না পালা না পালা কৃষ্ণ রহিঞা দেহ রন।।
রথ এড়ি ধাঞা জায়ে প্রভু গদাধর।
দেখিঞা নামিলা রাজা জবন ইস্বর।।
রথ এড়ি হোর কৃষ্ণ পালাইঞা জায়।
রথে চড়ি জাই আমি ক্ষেত্রি ধর্ম নয়।।
নামিঞা ধাইলা রাজা জবন ইস্বর।
সান্তাইলা গদাধর গোহার ভিতর।।
কৃষ্ণ জ্ঞান করি তবে বোলএ নৃপতি।
পালাইঞা নিদ্রা জাহ আসিঞা পাপমতি।।
ধর্মে সুনিঞাছ দুষ্ট নিদ্রাতে না চিআই।
তেকারনে মায়ানিদ্রা জাহসি কানাঞী।।
পালাইঞা গোপ তুমি ধর্ম জানিল।
বুকে নাথি মারি মুচকুন্দ চিআইল।।
চক্ষু মেলিঞা দেখে কাল জবন।
দরসনে ভস্ম রাসি হয় ততক্ষন।।

ভর্স্মাঁ রাসি হয় জবে কাল জবন।
জয় জয় হরি সব্দ হইল ঘোসন॥

মুচুকুন্দকে কৃষ্ণের দর্শন ও বরদান

॥ শ্রীশ্রী॥ ॥০॥ বরাড়ি রাগ॥

বিস্মঁঅ কইল মনে সেই নৃপবর।
চারিভিত চাহিল রাজা গোহার ভিতর॥
দেখিল পুরূষ এক স্যামল সুন্দর।
সংখ চক্র গদা পদ্মঁ বনমালা ধর॥
বিচিত্র মউরূ পাখে মুকুট সোভে সিরে।
গলায়ে কৌস্তুভ মনি বলয়া দুই করে॥
ষুবর্ন্ন্য অঙ্গুরি হাথে পারিজাত মালা।
পুন্নিমার চন্দ্র জেন উদয় সোলকলা॥
সম্ভ্রমে উঠিঞা মুচকুন্দ নরপতি।
দুই হাথ জোড় করি করয়ে প্রনতি॥
মান্ধাতার পুত্র আমি বিদিত সংসারে।
দেব বরে নিদ্রা জাই গুহার ভিতরে॥
[ক৬০/২]কাম্য করি নিদ্রা গিঞাছি চিরস্কাল।
জাবত দ্রসন পাই বালগোপাল॥
ভারাবতারনে গোসাঞী আসিব মহিতলে।
চরন বন্দিঞা জন্ম করিব সফলে॥
ষুর্য্য হেন তেজ দেখি তোমার সরিরে।
কোন জাতি কোন দেব বোলহ আমারে॥
তোমার তেজপুঞ্জ আমি সহিতে না পারি।
কহত সকল কথা এক এক করী॥
রাজার বচন সুনি হাসে নারায়ণ।
কহিয়ে সকল কথা আদি করন॥
পৃথিবীর বোলে ব্রহ্মা খির দধি গিঞা।
স্তুতি কৈল দেবগন এক চিত্ত হঞা॥
তার বোলে জন্ম লভি পৃথিবি মণ্ডলে।
বষুদেব ঘরে জন্ম বালগোপালে॥
কংস মারিঞা কৈল দ্বারকা নিলয়।
জবন মারিতে হেতু করিল তোমায়॥
কাল জবন মৈল তোমা দরসনে।
কহিল সকল কথা তোমা বিদ্যমানে॥
এতেক ষুনিঞা লোমাঞ্চিত হৈল গায়।
পুলকে পুরিল তনু ধরনে না জায়॥
দন্ড প্রনাম করি ধরিল দুই পায়।
কৃষ্ণ পদ ধরে রাজা আপন হিআয়॥
হরিসে আঁখির জল ধরিতে না পারে।

করপুট করি স্তুতি কইল বিস্তরে॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তুমি নারায়ণ।
শৃষ্টি স্থিতি প্রলএর তুমি সে কারন॥
তুমি ইন্দ্র তুমি বাউ তুমি ত আকাস।
তুমি চন্দ্র তুমি ষুর্য্য তুমি ত হুতাস॥
এ ভব সাগর মাঝে প্রলয় সর্ব্বজন।
তোমা জেই চিন্তে তার নাঞীক মরন॥
সংসারে সাঁপিলে মরে নহেত পরানি।
উদ্ধার করহ মোকে প্রভু চক্রপানি॥
ষুনিঞা করুন বানি প্রভু গদাধর।
বর মাগ কোন বর দিব নৃপবর॥
[ক৬১/১]কৃষ্ণের বচনে রাজা বোলে স্তুতিবানী।
তোমা দরসন বর মাগি চক্রপানি॥
তোমার চরনপদ্ম কইল পরসে।
তমু কি পৃথবি জন্ম হব গর্ভবাসে॥
এত বলি কান্দে রাজা চরনে পড়িঞা।
তবে বোলেন নারায়ণ হাসিঞা হাসিঞা॥
আমায়ে ভক্তি করি তুমি মন কৈলে স্থির।
বরে লোভাইল তমু নহিলা বাহির॥
ষুদৃঢ় ভকতি তোমার জানিল কারন।
মোর পদে নিজোজিত কৈলে তনুমন॥
জে কহিয়ে আমি রাজা ষুন সাবধানে।
ভক্তি ভাবে ধর তুমি আমার বচণে॥
আমার বচণে কর উত্তর গমন।
বদরিকাশ্রম জথা নর নারায়ণ॥
ছাড়িঞা সরির জন্ম ব্রাহ্মন উদরে।
মুক্তিপদ দিল তোকে জাইহ মোর পুরে॥
আমার বচন ষুন রাজা মহাজন।
নিশ্চয়ে কহিল তুমি মোর নিজ জন॥
গোসাঞীর বচনে রাজা কইল গমন।
পুর্ব্বরূপী দ্বারকা আইলা নারায়ণ॥
জবনের ধন জন জতেক আছিল।
সকল আনিঞা গোসাঞী দ্বারাকা পুরিল॥
মইল জবন দুষ্ট ষুনহ সংসারে।
সুখে নিবসএ কৃষ্ণ হরিঞা ভুমিভারে॥
হেন অদভুত নর ষুন একমনে।
পুনরপি গর্ভবাস নহিব ভুবনে॥
সুন গাহ কৃষ্ণকথা না করিহ আনে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে হরির চরণে॥

বলরামের বিবাহ

॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

কৃষ্ণ অবতার নর সুন একচিত্তে।
রেবতিকে ব[ল]বিভা কৈল জেনমতে॥
ত্রিতিঅ যুগেত রাজা পৃথবি মণ্ডলে।
জিনিল সকল রাজা নিজ বাহুবলে॥
[ক৬১/২]দুষ্ট দৈত্য মারি কৈল দেবের উদ্ধার।
ত্রিভুবন কাঁপিল যুনি প্রতাপ তাহার॥
হেনমতে মহারাজা সুখে রার্য্য করী।
রেবতি নামে কন্যা তার পরম যুন্দরী॥
কথোক্কালে জৌবন তার দেখি নৃপবর।
কাখে বিভা দিব কন্যা চিন্তিল অন্তর॥
সকল লক্ষনযুতা রূপেত পার্ব্বতি।
পৃথিবি মণ্ডলে নাঞী কন্যার জোগ্য পতি॥
কন্যা লঞা গেলা রাজা ব্রহ্মার সদনে।
প্রনাম করিঞা বুইল তাঁহার চরনে॥
যুন যুন প্রজাপতি জগত ইশ্বর।
ভুমিতলে না পাইল কন্যার জোগ্য বর॥
জানিতে আইলাঙ গোসাঞী তোমার চরনে।
কাখে বিভা দিব হউক আদেস বচনে॥
রাজার বচন যুনি হাসে প্রজাপতি।
মুহুর্ত্তেক থাক রাজা বুলিব কন্যার পতি॥
ব্রহ্মার বচন রাজা সিরেত বন্দিঞা।
রহিলাত সেই দ্বারে আপন কন্যা লঞা॥
মুহুর্ত্তেকে সন্ধ্যা করি আইলা প্রজাপতি।
পুনরপি আজ্ঞা মাগে সেই নরপতি॥
রাজার বচনে ব্রহ্মা হঞা কুতুহলে।
বোলেন কন্যা লঞা জাহ পৃথবি মণ্ডলে॥
ভারাবতারনে হরি পৃথবি অবতার।
বযুদেব ঘরে জন্ম বিদিত সংসার॥
বলে মহাবলি বলভদ্র নাম তার।
তাঁরে বিভা দেহ জন্ম সফল তোমার॥
অনেক কাল আছ রাজা আমার দুআরে।
দুই যুগ হৈল তথা পৃথবি ভিতরে।
অনেক পুরুষ রাজা তুমি নৃপবর।
কলিযুগ নিকট আইল নড়হ সত্বর॥
কন্যা বিভা দিঞা রাজা করিহ বনবাস।
জোগেত সরির ছাড়ি জাইহ কৈলাস॥
[গ২৫৪]ব্রহ্মার সুনিঞা কথা প্রদক্ষিন করি।
কন্যা লৈয়া জায় রাজা দ্বারকা নগরি॥

অতি ছোট দেখি রাজা নরপশুগন।
আতি অদ্ভুত চির্ত্তে জন্মিল তখন॥
প্রেবেস করিল রাজা দ্বারকা ভিতরে।
অদ্ভুত দেখিয়া সভে আইলা দেখিবারে॥
উগ্রসেন আদি জত দ্বারিকার জন।
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে করিলা গমন॥
তবে নৃপবর জিজ্ঞাসি একে একে।
বলভদ্র দেখি রাজার বাড়িল কৌতুকে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তোমায় কন্যা দিব দান।
জাইব উত্তর দেস কর সন্নিধান॥
কন্যা দিয়া হরিসে লড়িলা নৃপবর।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারিকা নগরে॥
[গ২৫৫]নানা বাদ্য নিত্য গিত হর্স সর্ব্বক্ষনে।
বিভা কৈল বলভদ্র কন্যা শুভক্ষনে॥
আতি দির্ঘ্য কন্যা অতি রূপবতি।
তাহার দৃষ্টান্ত দিতে হেন আছে কতি॥
বলভদ্র কন্যা দেখি লাঙ্গল আনিল।
লাঙ্গল আনি রেবতির কান্দে ঠেকাইল॥
ইসত লিলাএ বলাই লাঙ্গল চাপিল।
ঘুচাইল দির্ঘ্য তনু প্রমান রাখিল॥
একেত সুন্দরি কন্য দ্বিগুন হৈল রূপ।
দেখিয়া সকল লোক পাইল অদ্ভুত॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি কন্যা কী কহিব কথা।
সংসারে উপমা নাঞিও গোসাঞির বনিতা॥
বিভা করি বলরাম গেলা বাসঘর।
গুণরাজ খাঁন বলে বিভা হলধর॥

কৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ ও রুক্মিণী বিবাহ

॥ পঠমঞ্জুরি রাগ॥

কৃষ্ণ অবতার নর মুন এক চিত্তে।
রূক্মি বিবাহ কৃষ্ণ কৈল জেনমতে॥
[গ২৫৬]বিদর্ভ নগরে রাজা ভিসুক মহাশয়।
কন্যার বিবাহ হেতু মনেতে ভাবয়ে॥
সয়ম্বর স্থান রচ বৈল সর্ব্বজনে।
রুক্মির বিবাহ দিব কর শুভক্ষণে॥
আদেসিল নরপতি হরসিত হৈয়া।
রাজা আনিবারে দুত দিল পাঠাইয়া॥
পুরির নির্মান কৈল বিচিত্র সুবেসে।

নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ন্ন কলসে।।
নানা চির্ত্তে ধাতু কৈল নগর চত্তর।
দ্বারে দ্বারে কলা রইল গোবাক সুন্দর।।
সয়ম্বর স্থান কৈল কনক রচিত।
দুই সারি মঞ্চ কৈল কনক রচিত।।
যত যত রাজা আসিব দেখিতে সয়ম্বর।
তার তরে সজ্জ কৈল সোনা রূপার ঘর।।
যত যত রাজার সৈন্য করিব গমন।
তা সভার তরে কৈল অনেক আয়োজন।।
জরাসিন্ধু মহারাজা রাজচক্র লৈয়া।
কতুক দেখিতে আইলা রুক্মিনির বিভা।।
দুর্য্যোধন সত ভাই পাণ্ডব পঞ্চজন।
দ্রোন কর্ন্ন সহিতে সভে করিলা গমন।।
[গ২৫৭]আইলা সকল রাজা দেখিতে সয়ম্বর।
পুজাইয়া রহাইল বিদর্ভ ইস্বর।।
বিবাহজোগ্য কন্যা মোর আছএ নিলএ।
নিবেদিল সভাকারে আপন বিনএ।।
বসুদেবসুত কৃষ্ণ প্রথম জৌবন।
আমার কন্যার জোগ্য বর লএ মোর মন।।
এতেক বলিল রাজা সভার ভিতরে।
সুনিয়া রুক্কি বলে উচ্যস্বরে।।
গোওয়ালা প্রসিল উগ্রসেনের অনুচর।
আমার ভগ্নির জোগ্য চিন্তিলে ভাল বর।।
অজ্ঞাত বসতি করে সমুদ্র কুলে রহে।
সংগ্রামেতে স্থির নহে জেন শ্রীগাল পলাএ।।
আছএ উত্তম বর সুন সর্ব্বজনে।
অস্ত্রে সাস্ত্রে কুলে সিলে গুণের নিধানে।।
[গ২৫৮]দমঘোস সুত বির বিদিত সংসারে।
সিসুপাল জোগ্য বর বলিল তোমারে।।
মধ্য দেসে বস্যে রাজা জগতে পুজিত।
আমার ভগ্নির জোগ্য বর সভার মনোহিত।।
সুনিএগত জরাসিন্ধু হাসিতে লাগিল।
আমার মনের কথা রূক্কি সে কহিল।।
কহিল অধম কৃষ্ণ গোওালা ত নহে।
কভূ ক্ষেত্রি কভূ গোপ নাহিক নিস্চএ।।
তুমি ত বংসজ রাজা জগতে ঘোষএ।
তাঙ্কে কন্যা দিতে কেন তোমার মন লএ।।
তোমার কন্যার জোগ্য বর সিসুপাল রাজা।
কন্যা দিয়া নানা ধনে কর তার পুজা।।
সুভক্ষণ সুভদিন কর নরপতি।

তবেত থাকীব সভে কন্যার সঙ্গতি ।।
চোর বড় দুষ্ট কৃষ্ণ বলিল তোমারে।
উপায় সৃজিয়া পাছে জদি কন্যা হরে ।।
তবে ত সকল রাজা মারিব তাহারে।
সিসুপালে দিব বিভা বলিল তোমারে ।।
তবে ত সকল রাজা অনুমতি দিল।
সিসুপালে কন্যা দিতে বিদর্ভ চলিল ।।

[গ২৫৯] ।। **করুনা ছন্দ** ।।

তবে ত রুক্মিনি দেবি মনেত চিন্তিল।
সিসুপালে করিব বিভা সুদ্রঢ় জানিল ।।
মুর্ছিতা পড়িলা ভুম্যে হরিয়া চেতন।
বিসাদ ভাবিয়া দেবি করএ ক্রন্দন ।।
কান্দএ রুক্মিনি দেবি ছাড়িয়া নিস্বাস।
হরি হরি দৈব মোরে করিলে নৈরাস ।।
সুনিঞা কৃষ্ণের কথা সিসুকাল হৈতে।
আরাধিনু হর গৌরি এক মন চির্ত্তে।।
সেই সে হইব স্বামি তৃদসইস্বর।
বাপের চিত্তে কেন আনিল আর বর ।।
একমনে চিন্তি আমি তাঁহার চরণ।
হইব আমার স্মামি দেব নারায়ন ।।
এতেক চিন্তিয়া দেবি স্থির কৈল মন।
ডাক দিঞা আনিল দেবি কুলের ব্রাহ্মন ।।
প্রনতি করিয়া বৈল দিজের চরনে।
আমার সম্মাদ লৈয়া করহ গমনে ।।
দ্বারিকা জাহ জথা তৃদসইস্বর।
আমার বিবাহ কথা করাহ গোচর ।।
লোকমুখে সুনি কৃষ্ণ জগতে পুজিত।
কামদেব জিনি রূপ কামিনি মোহিত ।।
সংসারের সার গোসাঞি কমললোচন।
হইব আমার স্মামি দেব নারায়ন ।।
[গ২৬০]তাঁহার চরণ বিনু আন নাহি মনে।
জম্মে জম্মে পাই জেন তাঁহার চরনে ।।
এক মনে চিত্তে আমি চিন্তি গদাধর।
এথা সে আনিল বাপ আমার আন বর ।।
বিস্তর বিনয় মোর বলিহ তাঁহারে।
আসিয়া আমারে ঝাঁট লেন গদাধর ।।
নহে বা ছাড়িব প্রান সোঁওরি নারায়ন।
জম্মে জম্মে পাই জেন তাঁহার চরন ।।
জদি বা আমারে কীছু বলেন গদাধর।

কেমনে হরিব গিয়া রাজার ভিতর॥
তবেত তাঁহারে তুমি বলিহ উত্তর।
আছএ উপায় সুন তৃদসইস্বর॥
কুলকর্ম্মাগত আছে বিবাহ পুর্ব্বদিনে।
অবস্য পুজিব গৌরি বাহির উদ্যানে॥
সখি সঙ্গে জাব আমি চণ্ডিকার ঘর।
তথা হৈতে হরি আমা লেলু গদাধর॥
চল ঝাঁট দ্বিজবর পড়হুঁ চরনে।
ঝাঁট করি আন গিয়া কমললোচনে॥
দেবির আদেসে দ্বিজ চলিলা সত্বরে।
মেলিলাত গিয়া দিজ দ্বারিকা নগরে॥
ব্রাহ্মনে বিরোধ নাহি দ্বারকা নগরে।
গড় পরিখানা এড়ি গেলা অভ্যন্তরে॥
[গ২৬১]পালঙ্কিতে বসি আছেন দেব নারায়নে।
পালঙ্কি নিকটে দ্বিজ করিল গমনে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মন কৃষ্ণ উঠিয়া সত্বরে।
হাথে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপরে॥
জল দিয়া করাইল পাদ প্রক্ষালন।
মিস্ট অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন॥
সয়ন করাইল নিঞা পালঙ্ক উপরে।
পায় জাতি জাতি কৃষ্ণ বলে ধিরে ধিরে॥
কোন দেশে ঘর দিজ কেন করিলে গমন।
অধর্ম্ম রায্যের রাজা না করে পালন॥
দুর্গম লঙ্ঘিয়া তুমি করিলে গমন।
কহিবার জোগ্য হয় কহত কথন॥
কৃষ্ণের বচনে তুষ্ট হইলা দিজবর।
দুত হৈয়া আইলাঙ তোমার নগর॥
বিদর্ভ নগরে রাজা ভিস্বক মহামতি।
তাহার কন্যা রূক্ষ্মি রূপেত পার্ব্বতি॥
সর্ব্বগুণে সম্পর্ন্না সেই লক্ষ্মি অবতার।
তোমা বিনে আন চিত্তে নাহিক তাহার॥
[গ২৬২]কায় মন বাক্যে দেবি তোমাকে বনিতা।
রূক্সি বাক্যে সিসুপালে দেই তার পিতা॥
কালিত তাহার বিভা সুন গদাধর।
রথে চড়ি ঝাট চল বিদর্ভ নগর॥
হেলা করি জদি তুমি না জাবে তথায়।...
তোমা স্মঙরিয়া দেবি ছাড়িব সরিরে॥
ব্রাহ্মন বচন সুনি গুনি মনে মনে।
আমার বনিতা সেই করএ স্মোঙরন॥
তার জোগ্য বর আমি আমার সে নারি।

কাহার সকতি বিভা করিবারে পারি ৷৷
জাইব বিদর্ভ রাজ্য হরিব রুক্মিনি ৷
আনিএঞা করিব বিভা সুন দিজমনি ৷৷
দারুকে ডাকিয়া বৈল দেব গদাধর ৷
রথ সাজ ঝাঁট জাব বিদর্ভ নগর ৷৷
সাজিয়া সারথি রথ আনিল সত্বরে ৷
ব্রাহ্মন সহিত রথে চড়ি গদাধরে ৷৷
এথা সে ভিস্মক রাজা পুরোহিত লৈয়া ৷
কন্যার অধিবাস করে নানা ধন দিয়া ৷৷
নানাবিধ দান করে সেই নৃপবর ৷
আনন্দিত সর্ব্বলোক বিদর্ভ নগর ৷৷
নর্ত্তকী নাচএ গীত গাএত গায়নে ৷
হরসিত সর্ব্বলোক উল্বসিত মনে ৷৷
[গ২৬৩]এথা দমঘোস রাজা ছেদির ইস্বর ৷
পুত্রের অধিবাস করে লৈয়া দিজ বর ৷৷
প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্নান দান কৈল ৷
গোপ্য মঙ্গল দ্রব্য পুত্রেরে রচিল ৷৷
অনেক উৎসব হৈল বিদর্ভ নগরে ৷
কান্দএ রুক্মিনি দেবি স্মোঙরি গদাধরে ৷৷
কি দোসে বিমুখ মোরে হইলা ভবানি ৷
তেকারনে স্মামি মোর নহিলা চক্রপানি ৷৷
প্রনমোহ নারায়ন করি জোড়হাত ৷
বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাননাথ ৷৷
হাহা বিধি কত মোর লেখিলে কপালে ৷
কড়ছের রত্ন মুঞিও হারাঙ (ই) গোপালে ৷৷
এ রূপ জৌবন মোর জাউক রসাতলে ৷
কৃষ্ণের বনিতা বিভা করে শিসুপালে ৷৷
পুজিলুঁ মুঞিও হরগৌরি এক চিত্ত মনে ৷
তবু তুষ্ট নহিলা মোরে দেব নারায়ণে ৷৷
[গ২৬৪]কিবা সে কুছিত রূপ সুনিএঞা আমার ৷
ঘৃনা করি না আইলা তৃদসের সার ৷৷
আমার ব্রাহ্মন কীবা চলিতে নারিল ৷
পথে জাইতে কিবা পড়িয়া রহিল ৷৷
আমার সম্মাদ কিবা না পাইল গদাধরে ৷
তেকারনে না আইলা বিভা করিবারে ৷৷
হরি হরি প্রান মোর সরিরে আছএ ৷
সিংহের বনিতা আমি স্রীগালে হরি লএ ৷৷
মুর্ছিতা পড়িলা ভুম্যে কান্দিয়া সুন্দরি ৷
প্রান জাউক মোর সোওরিয়া শ্রীহরি ৷৷
এথা পথে রথে চড়ি দেব গদাধর ৷

সুনিঞাত বলদেব চিন্তিল অন্তর॥
রূক্মির সয়ম্বরে সব রাজা গিয়া।
সিসুপালে দিব বিভা কৃষ্ণকে জিনিয়া॥
মহা অনুবন্ধ তথা করিল নৃপবরে।
একেলা লড়িলা কৃষ্ণ কন্যা হরিবারে॥
এতেক চিন্তিয়া গদ সার্ত্তকি আনিঞা।
পস্চাতে লড়িলা বল কথ সন্য লৈয়া॥
মিলিলাত দুই ভাই বিদর্ভ নগরে।
জানাঞিল গিয়া দুত বিদর্ভইশ্বরে॥
[গ২৬৫]সুন সুন মহারাজা বিদর্ভ ইশ্বর।
বিভা দেখিবারে আইলা রাম দামোদর॥
সুনিঞা সম্ভ্রমে রাজা পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া।
রাম কৃষ্ণ আনিবারে সড়ঙ্গে পুজিয়া॥
তবে জরাসিন্ধু রাজা গোবিন্দে দেখিয়া।
হেটমাথা করি গুনে ভয় ক্রোধ হৈয়া॥
তেইস অক্ষোহিনি সেনা একত্র করিয়া।
গেলাঙ মথুরাপুরি রাজচক্র লৈয়া॥
সিসু হৈয়া দুই ভাই জিনিল আমারে।
হারিয়া আইলুঁ জুর্দ্ধ নারিলুঁ সহিবারে॥
এখনে গরূড় সঙ্গে ভাই দুই জন।
সভা জিনি কন্যা লৈয়া করিব গমন॥
এতেক চিন্তিয়া মনে রাজা জরাসন্ধ।
ভিস্মকেরে বলে কীছু করিয়া প্রবন্ধ॥
বৃদ্ধ রাজা গর্ব্বিত তেকারনে সহি।
অবেভার জত কর কহিতে না জাই॥
আমি সব মোহারাজা মোহা যুদ্ধপতি।
গোওালা ছাওাল সঙ্গে করাহ সঙ্গতি॥
ইন্দ্রজাল বিদ্যা করি কংসেরে মারিল।
না বুঝিয়া লোক সব বড়াঞি তারে দিল॥
রাজসিংহ দেখি জেন শ্রীগাল পালাএ।
চণ্ডাল বসতি করে সমুদ্র কুলে রহে॥
[গ২৬৬]হেন গোপ আন তুমি সভার ভিতরে।
রাজপুজা লৈয়া জাহ তারে পুজিবারে॥
না রহিব কেহ এথা বলিল তোমারে।
কন্যা বিভা দেহ তুমি গোপের কুমারে॥
এতেক কৃষ্ণের নিন্দা সুনি নৃপবর।
হেটমাথা করি কীছু না দিলা উত্তর॥
তবে ক্রথ কৌসিক দুই নৃপবর।
কোলে করি লৈয়া গেলা রাম দামোদর॥
নানা তীর্থের জল ঘটেত পুরিয়া।

অভিসেক করিল রাজা নিজ রার্য্য দিয়া ॥
ক্রথ রাজা ছত্র ধরে মস্তক উপরে।
চামর ঢুলায় কৌসিক নৃপবরে ॥
ঐরাবতে সর্গ হৈতে আইলা পুরন্দর।
সচি সঙ্গে আইলা সভার ভিতর ॥
সুরভির দুগ্ধে কৃষ্ণে অভিসেখ কৈল।
রাজ রাজেশ্বর বলি সিংহাসন দিল ॥
তবে সচি দেবি গোবিন্দে দেখিয়া।
করিল মঙ্গল ধ্বনি জয় জয় দিয়া।
[গ২৬৭]পুষ্পবৃষ্টী করি ইন্দ্র গেলা নিজ ঘর।
রাজরাজেশ্বর হৈয়া আছে গদাধর ॥
কৃষ্ণের প্রতাপ দেখি সভে বিস্ময় মানি।
ত্রাসে হেঁট মাথা করি মনে মনে গুনি ॥
[খ৫৫/১]কৃষ্ণের বিজয় নর সুন এক মনে।
মহারাজা হইলা কৃষ্ণ গুনরাজ ভনে ॥

॥ কৌরাগ ॥

মহারাজা হঞা তবে আছেন শ্রীহরি।
রাজহস্থি মর্দ্ধে জেন সিংহ অবতরী ॥
হেথাত রুক্কিনী দেবী সখি জন নঞা।
পুজিতে ভবানি জায় কৃষ্ণ চিত্ত হঞা ॥
নানা বাদ্য দুন্দুভি বাজে রথেত চড়িঞা।
বিস্তর ব্রাহ্মনী ভাট সংহতি করিঞা ॥
কথোদুরে চণ্ডিকারে মণ্ডপ দেখিল।
রথ এড়ি পদব্রজে গমন করিল ॥
জতি সতি ব্রাহ্মনী জত সঙ্গতি করিঞা।
পুজিল চণ্ডিকা দেবি এক চিত্ত হঞা ॥
বর দেহ দেবি তোমার পড়হুঁ চরনে।
স্বামি করিঞা দেহ মোরে নন্দের নন্দনে ॥
শ্রিষ্টী পালন দেবি বিদিত সংসারে।
গোবিন্দ হউক পতি বর দেহ মোরে ॥
নানা বিধি প্রকারে পুজিব হরগৌরী।
চলিলা সুন্দরি রাম কৃষ্ণ হৃদে করি ॥
এতেক উত্তর বৈল সকরুন বানী।
সুভক সুচক কিছু দেখিল আপুনী ॥
বাম উরূ নেত্র ভূজ করিল স্ফন্দন।
দক্ষিন দিগে দেখি সেই কুলের ব্রাহ্মান ॥
সম্ভ্রমে উঠিঞা বলে সুন দ্বিজবর।
আইলা কি প্রাননাথ প্রভু দামোদর ॥
এ বোল সুনিঞা সেই কুলের ব্রার্হ্মণ।

প্রসন্ন বদনে তারে বলিছে বচন॥
আইলাত শ্রীহরি যুনহ রুক্কিনি।
সভা মধ্যে বসিয়াছেন হঞা নৃপমনি॥
যফল তোমার জন্ম এ রূপ জৌবন।
হইব তোমার স্বামি কমল লোচন॥
সুনিঞা[খ৫৫/২]ব্রাহ্মন বাক্য জগতমোহিনি।
কোন দানে তুষ্ট আজি করিমু দ্বিজমনী॥
না দেখিঞা জজ্ঞ দান প্রনাম সত করি।
ব্রাহ্মনে মেলানি দিঞা চলিলা সুন্দরী॥
স্যামা সুখে কন্যার উন্মনি পওভরে।
নাভি গম্ভির কণ্ঠে মুক্তার হারে॥
সরথ পুর্ন্নিমা সসি জিনিঞা বদন।
সিন্দুরে মণ্ডিত হার মুক্তা দসন॥
পদে পদে র্দ্ধনি জেন রাজহংসি করে।
বাহু মৃনাল জে বলয়া সোভে করে॥
কুর্চিত কুন্তল লাম্বে বদন উপরে।
অমৃত জিনিঞা ভাস রাহু সসোধরে॥
বাম হস্তে সখি হস্ত ধরি ধিরে ধিরে।
মত্ত গজ গতি রামা জায় সঅম্বরে॥
জগতমোহনি রামা লক্ষ্মি য়বতারে।...
হেনই সমএ কষ্ণ রথেত চড়িঞা।
চলিল রুক্কিনী দেবী হাথেত ধরিঞা॥
সব সেনা বসাইল রাম করিল গমন।
রাজ হস্তী মর্দ্ধে জেন সিংহের গর্জ্জন॥
আগু জাএ গোবিন্দাই রথেত চড়িঞা।
পাছু বলদেব জাএ কথো সন্য নঞা।
রুক্কিনী হরিল দেখিল জত নৃপবরে।
অস্ত ব্যস্তে রথে চড়ি ধাইল সর্ব্বরে॥
রুক্কী সহীত আগু সিশুপাল ধায়।
রাজচক্র নঞা পাছু জরাসিন্ধু জায়॥
না পালা না পালা বলে সব নৃপবর।
যুনিঞা রহিলা তবে দেব দামোদর॥
সব সেনা নঞা আগু বলাই যুন্দর।
রাজাগন সঙ্গে জুর্দ্ধ করিল বিস্তর॥
নাজে কোপে সিসুপাল আগু ধনুক পাতে।
তিন বানে বলদেব ধনুক কাটি পাড়ে॥
আর ধনুক[খ৫৬/১]নঞা করে বান বরিসন।
তাহা কাটি সারথি কাটে দেব সঙ্কর্সন॥
বান বিষ্টে করে রাম রাজার উপরে।
বিমুখ হঞা জরাসিন্ধু রহাইল সভারে॥

নেয়ট না করহ জুর্দ্ধ রাজার সমাঝ।
মিথ্যা জুর্দ্ধে হারিলে পাইবে বড় লাজ।।
দুই ভাই অনেক সেনা গরূড় সংহতি।
হেনকালে জিনি কৃষ্ণ নাহি জোর্দ্ধাপতি।।
কাল প্রদক্ষিন নহে কেমতে জুর্দ্ধ সহি।
সুভদিন হইলে জিনিব দুই ভাই।।
এত বলি নেউটিলা জত রাজাগন।
না নেয়টে রূক্মি রাজা করিতে জায় রন।।

।। পাহাড়ি রাগ।।

প্রতিজ্ঞা করিল রূক্মি সভার ভিতরে।
কৃষ্ণ মারি রূক্মিনি নএগা জাব নিজ ঘরে।।
এত বলি রথে চড়ি ধাইল সর্ত্তরে।
রথে চড়ি রূর্ক্মি তবে ডাকে উর্চ্চস্বরে।।
কোথা জাসি কোথা জাসি হরিএগা রূর্ক্মিনি।
দুই ভাই রনে আজি বধিমু পরানি।।
রাজরাজেশ্বর হএগা ভাল কৈল চুরি।
শৃগাল হএগা তুমি ভাঙিলে কেসরি।।
বিরদাপ করি আজি জুড়িলেক সর।
দেখিএগা রূক্মীনি দেবি কাঁপীলা অন্তর।।
হাসিএগাত গদাধর চতুর্ভূজ হএগা।
দুই হাথে রূক্মিনি দেবি কোলেত করিএগা।।
আর দুই হাথে কৃষ্ণ ধনুক জুড়িয়া।
কাটিল রূক্মির ধনুক তিন বান দিএগা।।
চারি বানে সারথি কাটিলা গদাধর।
অষ্ট বানে চারি ঘোড়া কাটিল সর্ত্তর।।
রথ এড়ি ভূমিতলে আর ধনুক জোড়ে।
একবারে মাধবেরে দসবান এড়ে।।
চারি বান বাজিল[খ৫৬/২]আসি গোবিন্দের বুকে।
চারিবান ঘোড়াএ বাজে দুইবান ধনুকে।।
রূসিলাত গদাধর বানের ঘাএ।
দুই বানে ধনুক কাটি তার পাসে জায়ে।।
আর ধনুক নএগা করে বান বরিসন।
বানের মুখে অগ্নি বাহির হয় ঘনে ঘন।।
ধাএগা গিএগা গোবিন্দাই ধরেন তাঁর হাথে।
গলাএ কাপড় দিএগা তুলিলেন রথে।। ❀ ।।

।। তুড়ি রাগ।।

দেখিএগা রূক্মিনি দেবি ভায়্যের বন্ধন।
প্রান রাখ প্রান রাখ শ্রীমধুসোদন।।

সংসারের সার গোসাঞিঃ দেব শ্রীহরি।
তোমার সহিত সংগ্রাম কে করিতে পারি॥
দোস কইল ভাই মোর পতহুঁ চরনে।
একবার প্রান রাখ দেব নারায়নে॥
রূক্মিনির বোল সুনি হাস্য উপাজিল।
সির দাড়ি মুণ্ডন করি রূর্ক্মিকে এড়িল॥
ভাইর বিরূপ দেখি কান্দএ রূর্ক্মিনি।
বলভদ্র আসি তারে বইল পৃয়বানি॥
কেনে হেন কুটুম্বের কইলে নারায়ন।
মরনে অধিক নাজ মস্তক মুণ্ডন॥
না কান্দ না কান্দ রামা স্থির কর মতি।
দৈব হেন কোইল রাখে কাহার সকতি॥
এত বলি রাম কৃষ্ণ সর্ব্ব সন্য নএগ।
দ্বারকা আইলা কৃষ্ণ রূক্মিনি নইএগ॥
তবেত রূক্মি রাজা মনে হেন মানী।
না গেলা বাপের রায্য প্রতিজ্ঞা মনে গুনি॥
ভোজ কটক রার্য্য নিজ স্থান করি।
তথাই রহিলা রূক্মি কৃষ্ণের হএগ বৈরি॥
দ্বারকা আইলা কৃষ্ণ হরিএগ রূর্ক্মিনী।
আনন্দিত সর্ব্বলোক অদ্ভুত কথা যুনি॥
নানা সোভা কৈল পুরি বিচিত্র বেসে।
নেতের পতকা উড়ে[খ৫৭/১]সুবর্ণ কলসে॥
প্রতি ঘরে বাদ্য নিত্য দ্বারকা নগরী।
রূক্মিনী করিব বিভা দেব শ্রীহরি।
তবে ত ভিস্মক রাজা পুরহিত নএগ।
দ্বারকা আইলা রাজা নানা রত্ন নএগ॥
নানা রত্নে ভুসিত কন্যা কৈল নৃপবর।
কৃষ্ণকে দান করি কন্যা গেলা নিজ ঘর॥
হেন অদ্ভুত কথা সুনহ সংসারে।
রূক্মিনী করিল বিভা দেব গদাধরে॥
হেনক অদ্ভুত কথা সুন এক মনে।
গুণরাজ খান বলে শ্রীহরিচরণে॥ (৬) ॥

সম্বর বধ

॥ মালব গৌড়িয়া॥

হেনমতে কথোক্কাল দ্বারকা নগরে।
রূক্মিনী সহিত কৃষ্ণ নানা কৃড়া করে॥
ধরিল প্রথম গর্ভ রূক্মিনী সুন্দরী।
হরসীত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরি॥
কামদেব উপনিত নারদে জানিল।

সম্ভ্রমে কহিতে মুনী হাসিঞা চলিল।।
দুরে দেখিয়া রাজা নারদ তপোধন।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিঞা বন্দিল চরন।।
বসিলা নারদ মুনী সভার ভিতরে।
কহেন কামের জন্ম সুনি নৃপবরে।।
মহাদেবের সাঁপে কাম জবে ভস্ম হৈল।
দেখিয়া সুন্দরি রতি স্তুতি বড় কৈল।।
দোসে সাঁপ হইল গোসাঞিঙ হউক অব্যাহতি।
স্বামি দান দেহ মোরে দেব পসুপতি।
সুনিঞা করুন বানি দেব সুলপানি।
ভারাবতারনে আইলা দেব চক্রপানি।।
তাহার বনিতা হব রুক্কিনী জুবতি।
তাহার ওদরে জন্ম হব তব পতি।।
বির বড় হব সেই সুনহ সুন্দরী।
সম্বর মারিঞা নাম হব সম্বরারি।।
দ্বারকায় জন্ম সেই মহাদেবের বরে।
[খ৫৭/২]কহিল তোমার সত্রু রুক্কিনি ওদরে।।
তোমা হেন মহারাজা নাহি তৃভূবনে।
হিত উপদেস তেঞিঙ বলিল বচনে।।
বলিঞা নারদ গেলা রাজা মনে গুনে।
কেমতে মারিব তাহা চিন্তে সর্ব্বক্ষনে।।
দস মাস সংপুর্ন্ন তবে রুক্কিনী হইল।
সুভক্ষনে সুভজোগে পুত্র প্রসবিল।।
মৃত্তিকা সঞ্জোগে আসি ময়সুর পর্ব্বত।
হরিল ছাওাল কেহো নহিল সর্ত্তর।।
সমুদ্রে পেলিঞা ঘব আইল নৃপবর।
গিলিলেক মোৎস গোটা কৃষ্ণের কোঙর।।
কোন মৎসজিবি তাহা বন্দিত করিঞা।
দিলেক রাজারে ভেট প্রবিন দেখিঞা।।
পাঠাইল মোৎস গোটা রন্ধন করিবারে।
কাটিঞা দেখিল সিসু তাহার ওদরে।।
স্যামল সুন্দর সিসু আতি মনোহর।
দেখিতে মহাদেবী লইল সর্ত্তর।।
সুনি অপুত্রক রাজা আইলা দেখিবারে।
পুত্র বলি রতি ঠাঞিঙ দিল পুসিবারে।।
হেনকালে নারদমুনি ত্রিতিএ আসিঞা।
কহেন সকল কথা মায়ারতি হঞা।।
নানা মায়া জান তুমি মায়ার নিলয়।
মায়ারতি দিঞা ভাল ভাণ্ডিলে রাজায়।।
এই ত তোমার স্বামি কৃষ্ণের নন্দন।

মহাদেবের বরে হৈল সেই ত বদন॥
সত্রু জ্ঞানে পেলি ঘর আইল পাপাসয়ে।
মৎস পেটে আইলা কাম তোমার নিলয়ে॥
নড়িলা নারদ মুনি হাসে মায়া রতি।
সিসুরে পালন করে জানি নিজ পতি॥
অল্পকালে বাঢ়ি হইল পুরূস রতন।
নানা সাস্ত্র পড়িল সেই প্রথম জৌবন॥
জানিল সকল[খ৫৮/১]মায়া রতি উপদেসে।
জুর্দ্ধের জতেক মায়া জানিল বিসেষে॥
তবে কথোকালে রতি স্বামি পাসে গিঞা।
করএ শৃঙ্গার ভাব বামেত বসিঞা॥
বিপরিত দেখি কাম সোঙরে শ্রীহরি।
পুত্রভাব এড়ি কেনে স্বামিভাব করি॥
কহত সকল কথা না ভাণ্ডিহ মোরে।
ভালই চরিত্র দেখোঁ বলিল তোমারে॥
সুনিঞা কামের কথা হাসীঞা সুন্দরী।
কহএ সকল কথা নর্জা পরিহরি॥
সম্বুরের স্ত্রি নহি ষুন মোর বানি।
পুর্ব্বে রতি নাম মোর তোমার ঘরনি॥
মহাদেব সাপেঁ প্রভু তোমা ভস্ম কৈল।
স্তুতি করিতে তবে মোরে তুষ্ট হইল॥
আদেসিল বর তুমি মাগ দোব রতি।
ম্যাগিলুঁ মোর জিউন নিজ পতি॥
তবে মোরে বর প্রভু দিলেন সঙ্কর।
ভারাবত্তারনে আসিব জগত ইশ্বর॥
তাঁর বির্জ্জে উপজিব রূক্কিনী ওদরে।
তপ করি থাক গিঞা সেই গঙ্গা তিরে॥
হেনকালে পাপিষ্ট সম্বুর জাএ সেই পথে।
হরিঞা আনিল আমা তুলি নিজ রথে॥
ঘরে আনি বল করিতে চায় নিজ মনে।
মায়া কপট নারি শৃজিল ততক্ষনে॥
পরতেক দেখাইল আনিঞা সেই নারি।
ইহাই রাজাকে দিঞা আছি তোমার ব্যাজ করি॥
তোমার জন্ম ষুনি কৃষ্ণের অভ্যন্তরে।
হরিঞা সমুদ্রে পেলি আইল নিজ ঘরে॥
মোৎসে গিলিল তোমা রাখিল বিধাতা।
আনিঞাত মোৎস জিবি দিল তবে এথা॥
তাহার ওদরে আমি তোমাকে পাইল।
আসিঞা নারদ মুনি সকল কহিল॥
[খ৫৮/২]তাঁর বোলে প্রতিত পাঞা তোমার সেবা করি।

ঝাঁট সম্বুর মার জাব দ্বারকা নগরি।।
রতি কাম হেন জবে কহিল কথন।
হেনকালে আইলা তোথা নারদ তপোধন।।
বিশেষে সকল কথা কহিল মুনিবরে।
রতি নঞা ঘর জাহ মারিঞা সম্বুরে।।
বলিঞা নারদ গেলা কাম মনে গুনিল।
কেমনে মারিব তারে রতিএ জিজ্ঞাসিল।।
কৃষ্ণের তনয় তুমি নানা কলা গুনে।
নানা মায়া জান তুমি মায়ার নিধানে।।
সুভক্ষনে করিল বেলা জুর্দ্ধ করিবারে।
মারিঞা সম্বুরে ঘর নড়হ সর্ত্তরে।।
রতির বচনে কাম সুভক্ষন করি।
যুর্দ্ধ করিবারে জায় নানা অস্ত্র ধরি।।
দেখিঞা বিস্মীত রাজা গুনে মনে মনে।
পুত্র হঞা আজি কেনে করিতে চাহে রনে।।
ডাক দিঞা বলে তবে কাম দুর্জ্জোধন।
কারে দুষ্ট পুত্র বল নাহিক স্মরণ।।
রুক্কিনীর পুত্র আমি কৃষ্ণের তনয়।
চুরি করি সমুদ্রে পেলি আইলে পাপাসয়।।
শ্রীকৃষ্ণের পুর্ন্নে আমা রাখিল গোসাঞিঃ।
এখন মারিঞা তোমা জাব নিজ ঠাঞিঃ।।
তত্য জানি সম্বুর উঠিলা সর্ত্তরে।
জুঝিবারে নানা অস্ত্র লইল সর্ত্তরে।।
দুই বিরে জুর্দ্ধ করি অতি ঘোরতর।
কেহো কাহা জিনিতে নারে একুই সোঁসর।।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্রের জুর্দ্ধ জত মায়া জানে।
প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল বাণ বরিসনে।।
নানা অস্ত্র জানে কাম রতি উপদেসে।
কাটিঞা সকল বাণ পেলিল আকাসে।।
বের্থ হইল জত মায়া দেখিঞা অসুরে।
উঠিঞা কামেরে বলে ক্রোধ উর্ত্তরে।।
কাটিলে সকল অস্ত্র[খ৫৯/১]করিলে বড়াঞিঃ।
মদ্গরের ঘায় আজি পাঠাব জম ঠাঞিঃ।।
তপ ফলে দেবী মোরে দিলত মুদ্গর।
উঠিঞা কামেরে বলে সক্রোধ উর্ত্তর।।
সংসার জিনিতে পারে পাপিষ্ঠ মুদ্গর।
অজয় অক্ষয় সেই দেবির পাঞা বর।।
ব্রহ্ম অস্ত্র হইতে নারে তাহার সোঁসর।
হেনক মুদ্গর অস্ত্র লইল সর্ত্তর।।
দেখিতে মুদ্গর গোটা জেন অজগর।

দসদিগ আলা করে জেন দিবাকর॥
দেখিঞা সকল লোক চমকিত মনে।
মুদ্গর দেখিতে আইলা জত দেবগনে॥
মুদ্গর দেখিঞা কাম চিন্তিত অন্তরে।
হেনকালে আইলা নারদ মুনিবরে॥
না জুঝহ অস্ত্র কাম স্থির কর মনে।
দেবীর মুদ্গর গোটা জয় তৃভূবনে॥
একমনে দেবী চিন্ত না করহ বিসাদ।
না করিহ অস্ত্র বল তাহার প্রসাদ॥
এত বলি নড়িলা নারদ তপোধন।
অস্ত্র এড়ি দেবি চিন্তে করি একমন॥
প্রকৃর্তি সরূপা দেবী শ্রিষ্টি পালনি।
তুমি হত্তা তুমি কর্ত্তা তুমি নারায়নী॥
দুর্গতনাসিনি দেবি হরের ঘরনী।...
চরনে পড়িঞা করিএ পরিহার।
মুদ্গরের ঘায় প্রাণ রাখহ আমার।
সাক্ষাত হইঞা তাকে বলিল ভগবতি।
না করিহ ভয় পুত্র স্থির কর মতি॥
অস্ত্র নঞা মার কাট অসুর সম্বুরে।
পুষ্পমালা হেন গলে রহিব মুদ্গরে॥
হরসিতে কামদেব মুদ্গর নিতে চাহে।
সংগ্রাম ভিতরে গিঞা ডাকে উর্চ্চস্বরে॥
কামের কঠোর বাক্য শুনিঞা অসুরে।
অজয় মুদ্গর তবে এড়িল সত্যরে॥
[খ৫৯/২]দেখিঞাত কামদেব হরসীত মনে।
পরম ভক্তিতে করে দণ্ড পরনামে॥
দসদীগ আলোক করি মুদ্গর গোটা জায়।
পুষ্পমালা হেন কামের রহিল গলায়॥
একেত সুন্দর কাম অধিক রূপ ধরে।
গলে মালা করি জায় সংগ্রাম ভিতরে॥
জয় জয় সব্দে কাম জায় রনস্থলে।
অহঙ্কার চুর্ন হৈল দৈত্য মহাবলে॥
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িল কাম কি কহিব কথা।
জয় জয় সব্দে কাটে সম্বুরের মাথা॥
পড়িল সম্বুর হরসীত দেবগনে।
কামের উপরে কৈল পুষ্প বরিসনে॥
সম্বুরের ধন জন রথেত তুলিঞা।
লড়িলা দ্বারকা কাম হরসীত হঞা॥
অন্তরিক্ষে রথে চড়ি নড়িলা সুন্দর।
সিঘ্রগতি পাইল গিঞা দ্বারকা নগর॥

সচি পুরন্দর জেন ভ্রমএ কৌতুকে।
প্রভাতে উঠিএগ তাহা দেখে সর্ব্বলোকে।।
তবে সর্ব্বলোক হইল কামে অচেতন।
ভুমিতে পড়িল সভে তেজিএগ বসন।।
তবে রুক্মিনী দেবী চিন্তে মনে মনে।
হেন রূপে পুত্র মোর নিল কোন জনে।।
স্যামল সুন্দর পুত্র কৃষ্ণের সদৃসে।
পুর্ন্নমাসীর চন্দ্র জেন উদয় আকাশে।।
কোন ভাগ্যবতি ইহা ওদরে ধরিল।
কোন পুর্ন্নবতি জেবা স্বামি করি নিল।।
জিথ জদি পুত্র মোর হৈথ হেন রূপ।
কান্দিতে কান্দিতে বলে হয়ে বা সরূপ।।
বসুদেব দৈবকি আইলা সেই ঠাঞি।
পুত্র জানি হাসিতে হাসিতে আইলা গোবিন্দাই।
[খ৬০/১]নারদ তপোধন তবে আইলা তোথাই।
কহিল সকল কথা গোবিন্দের ঠাই।।
হরীষে রুক্মিনী দেবী করএ ক্রন্দন।
দুই স্তনে দুগ্ধ পড়ে পুত্র দরসন।।
রথে হৈতে উঠিএগ কাম প্রনাম কত করি।
বসুদেব দৈবকী বন্দিল শ্রীহরি।।
বন্দিলত বলদেব রাজা উগ্রসেনে।
একে একে বন্দিল কাম জত গুরূজনে।।
তবেত করিল মাএর চরন বন্দন।
রতি সঙ্গে মাতৃঘর করিল গমন।।
হরীষে রুক্মিনি দেবী আপনা পাসরি।
পুত্রবধু ঘরে নএগ মহোৎসব করি।।
অদ্ভুত উপজিল সকল সংসারে।
গুণরাজ খান বলে কৃষ্ণ অবতারে।। ❀ ।।

স্যমন্তক মণিহরণ

।। রামকেলি রাগ ।।

কৃষ্ণ অবতার নর সুন একচির্ত্তে।
সত্যভামা বিভা কৃষ্ণ কৈল জেনমতে।।
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবরে।
কৃষ্ণ মৈত্র করি বৈসেন দ্বারকা নগরে।।
সমুদ্রের কুলে রাজা গিএগ একেশ্বরে।
নিরাহারে সুর্য্য সেবেন দ্বাদস বৎসরে।।
কঠোর তপে তুষ্ট তারে হইলা দিবাকর।
অধিষ্ঠান হইএগ বলে রাজা মাগ বর।।
সুর্য্যের বচনে রাজা ভূমিতে পড়িএগ।

কান্দিতে কান্দিতে বলে চরণে ধরিএঞা॥
সরূপে প্রসর্ন্ন মোরে হৈবে দিবাকর।
দেহত গলার মনি জগতইস্বর॥
সেমন্তক মনি তারে দিলা দিবাকর।
গলে মনি পরি আইসেন দ্বারকা নগর॥
সূর্য্য তেজ দেখিএঞা দ্বারকার প্রজাগনে।
সর্ব্বরে জানাইল গিএঞা গোবিন্দ চরনে॥
সুন সুন গোবিন্দাই জগত কারন।
তোমা দেখিবারে সূর্য্য করিল[খ৬০/২]গমন॥
আতি ত প্রসর্ন্ন তেজ সহিতে না পারি।
সম্বোধিএঞা পাঠাহ তারে দেব শ্রীহরি॥
রুক্মিনি সহিত কৃষ্ণ খেলেন পাষাসারি।
পাষা এড়ি মনে চিন্তে জগত অধিকারি॥
না করিহ সঙ্কা যুন আমার বচন।
মনি পাএঞা ঘর আইসে সত্রাজিতে[১] ত নৃপবর॥
ভাল হৈল মনি তারে দিল দিবাকর।
সুখেতে বসিব লোক দ্বারকা নগর॥
তবে সত্রাজিত আনি দ্বারকা নগরে।
নানাবিধি পুজি মনি নিল নিজ ঘরে॥
নিত্য অষ্ট ভার সুবর্ন্ন প্রসবেত মনি।
তাহার প্রসাদে রোগ সোগ নাহি জানি॥
খণ্ডিলত ক্ষুধা তৃষ্টা অকাল মরন।
নাহি জরা ব্যাধি তথা হরিসে সর্ব্বক্ষন॥
তবে গোবিন্দাই মনে ইসত হাসিএঞা।
মাগিল রাজারে মনি হরসিত হএঞা॥
ক্রিপন হইএঞা রাজায় কুবুদ্ধি নাগিল।
গোবিন্দ মায়াএ মতি স্থির নহিল॥
পাদ্যার্ঘ্য দিএঞা তবে উদ্ধব পুজিএঞা।
বইল প্রনতি বোল চরনে ধরিএঞা॥
সুন হে উদ্ধব বলি অকপট বানি।
রাজাএ মাগিল মনি হেন নাহি জানি॥
সিশু ভাই প্রসেনেরে সুন্দর দেখিএঞা।
দিলত তাহারে মনি গলেত গাঁথিএঞা॥
পরিহার করি বলি সুনহ বচনে।
বিনয় পূর্ব্বকে বলিহ তাঁহার চরনে॥
এতেক উর্ত্তর জবে রাজায় বলিল।
প্রতক্ষে উদ্ধব আসি সকল কহিল॥

১. কাটা পাঠ-র নন্দন।

উদ্ধব কহেন প্রভূ সুন নারায়ন।
কৃপন হইএগ রাজা বলিল বচন।।
উদ্ধবের বোল[খ৬১/১]যুনি ইসত হাঁসিএগ।
আনন্দ স্বরূপে রাজা থাকুন বসিএগ।।
তবে কথোদিনে প্রসেন ঘোড়ায় চড়িএগ।
মৃগি মারিবারে জায় গলে মনি দিএগ।।
গলে মনি মৃগী মারে দেখিল কেসরি।
রূসিএগ নিকট জায় নিজ রূপ ধরী।।
পবিত্র হএগ সুর্য্যে ধরিতে দিল মনিবর।
অপবিত্রে ধরিল মনি কানন ভিতর।।
ধরিএগ নইল প্রান প্রিথিবীর তলে।
ঘোড়া সহিত প্রসেন পাঠাইল জমঘরে।।
মনি নএগ জায় সিংহ অরণ্য ভিতরে।
আতি দুর গেলা সিংহ গহন ভিতরে।।
বিচিত্র সে বন খান অতি ঘোরতর।
লোক জাতাআত নাহি অতি তেপান্তর।।
বিচিত্র সুলঙ্গ তাহে পাতাল ভেদিএগ।
রিক্ষরাজ উঠিল তাহে কিরন দেখিএগ।।
দেখিলত সিংহ গলে মনি সুলক্ষন।
মনি হেতু দুই জনে বাজিল মহারন।।
প্রাণ ছাড়িএগ পড়িলা সিংহ হএগ অচেতন।
দ্রূদে সান্তাইএগ গেলা পাতাল ভূবন।।
দ্রূদে সান্তাইএগ গেলা পাতাল ভূবনে।
পুত্রে মনি দিএগ তবে রহাইল ক্রন্দনে।।
হেন সুখে নানা মতে বৈসে জাম্বুবানে।
মৈল প্রসেন হেথা সত্রাজীত সুনে।।
সকল দ্বারকার লোক একত্র করিএগ।
সত্রাজিত সঙ্গে বুলে প্রসেন চাহিএগ।।
জিবন উর্দ্ধে সভার কোথাঙ না পাইল।
ভাই ভাই করিএগ ঘরকে কান্দিএগ আইল।।
হাতাস হইএগ রাজা বসি নিজ ঘরে।
ভাইর মরণ চিন্তে বলে বিরে বিরে।।
জখন মাগিল মনি পা[খ৬১/২]ঠাএগ নারায়নে।
না দিল তাহারে মনি দিলত প্রষেনে।।
তখন মইল ভাই সুন সর্ব্বজন।
প্রসেন মারিএগ মনি নিল নারায়ন।।
সেই কথা কানাকানি সর্ব্বলোকে গাই।
তবে কথা সকল সুনিল গোবিন্দাই।।
কেনে হেন মিথ্যাবাদ হইল আচম্বিতে।
মনে মনে গুনি কৃষ্ণ হইলা বিস্বিতে।।

জানিল চতুর্থির চন্দ্র দেখিল ভাদ্রমাসে।
তথির কারনে মিথ্যা উপজিল দোসে॥
তবে গোবিন্দাই সর্ব্ব বন্ধুজনে আনি।
বিনয়পূর্ব্বক কিছু বৈল পৃয়বানি॥
মনি গলে প্রসেন গেল অরণ্য ভিতরে।
জানিল সকল লোক দূসিল আমারে॥
মিথ্যা বাদ হইল মোর সুন সর্ব্বজনে।
কোন দিগে গেল প্রসেন করিব গমনে॥
জেই দিগে গেল প্রসেন চড়িএগ অশ্ববরে।
বন্ধু জনে সঙ্গে জাএ নন্দের গদাধরে॥
কথোদুরে অরন্য মর্দ্ধ্যে দেখিল শ্রীহরি।
মারিএগ প্রসেন তবে জাএত কেসরি॥
তাহা এড়ি সিংহপদ ধরি গদাধর।
বন্ধুজন সঙ্গে জাএন দেব গদাধর॥
আর কথোদুরে দেখি মইল কেসরি।
প্রানে মারি ভল্লুক জাএ রসাতল পুরি॥
বিচিত্র সুলঙ্গ দেখি তার সন্নীধানে।
এই পথে ভল্লুক রাজ কইল গমনে॥
তবে গদাধর সর্ব্ব বন্ধুজনে আনি।
বিনয় পূর্ব্বক তারে বৈল কিছু বানি॥
মিথ্যা বাদ হইল জত বিদিত তোমারে।
তভুত উর্দ্দেস আমি করিব তাহারে॥
দ্বাদস দিবস এথা অপসর করি।
[খ৬২/১]জাইহ সকল লোক দ্বারকা নগরি॥
এতদিনে জদি মোর নহিব গমন।
নিশ্চয় জানিহ সভে আমার মরন॥
করাইহ শ্চাদ্ধ সান্তি সাস্ত্রের বিধানে।
পদ্মমন পুত্রের মোর করিহ পালনে॥
বসুদেব দৈবকীরে বলিহ নমস্কার।
করিব সেবন জদি আসি আর বার॥
এত বলি দৃঢ় করি বান্ধিল গদাধরে।
শুলুঙ্গে প্রবেস তবে করিল দামোদরে॥

স্যমন্তক অন্বেষণে কৃষ্ণের যাত্রা

॥ মল্লার রাগ ॥

কথোদুরে একখান পুরিত নির্ম্মান।
ঘর দ্বার আওাস দেখিতে সুঠান॥
দ্বার প্রবেসিএগ কৃষ্ণ অভ্যন্তরে জাই।
সিশু কোলে এক নারি দেখিল তোথাই॥
কান্দএ ছাওাল তারে বলে পৃয়বানি।

না কান্দ না কান্দ নেহ সেমন্তক মনি।।
মনীর নাম সুনিঞা কৃষ্ণ ধাইলা সত্তরে।
কাড়িঞা লইলা মনি পুরির ভিতরে।।
মনি লঞা হরসিতে করিলা গমনে।
ধাঞা গিঞা নারি বলে রাজা জম্বুবানে।।
ষুন ষুন রিক্ষরাজ আমার উর্ত্তরে।
এক গোটা মনস্য আসি পুরির ভিতরে।।
মারিঞা আমারে মনি নিলেক কাড়িঞা।
হরসিতে জাএ সেই পুরী নিস্তাইঞা।।
ধাতৃর বচন সুনি ধাইল রিক্ষরাজ।
ধাইলা কৃষ্ণের পাছু পাইঞা বড় লাজ।।
কথোদুর থাকি ডাক ছাড়ে উর্চ্চস্বরে।
মনি চোর হঞা দুষ্ট জাসি কথোদুরে।।
পড়িলি আমার হাথে নিয়ড় মরন।
মনুস্য সরির আজি করিমু ভক্ষন।।
দৈবেত ভক্ষন মোর আনিল নিকটে।
প্রানে মারিথাম[খ৬২/২]আজি দসন বিকটে।
ভল্বকির বোল কৃষ্ণ হাস্য উপজিল।
নেয়টিঞা গদাধর তারে জুর্দ্ধ দিল।।
দুইজনে জুর্দ্ধ হইল অতি ঘোরতর।
কেহো কাহো জিনিতে নারি য়কুই সোঁসর।
হেনমতে দুইজনে জুর্দ্ধ নাঞিও এড়ি।
কেহ কাহো জিনিতে নারি জাএ গড়াগড়ি।
এথা সুলঙ্গ দ্বারে জত বন্ধু ছিল।
দ্বাদস দিবস হইল গোবিন্দ না আইল।।
মৈল গোবিন্দ সভে দৃঢ় মন করি।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা দ্বারকা নগরি।।
বসুদেব দৈবকি কহিল উগ্রসেনে।
ষুলঙ্গ প্রবেসে কৃষ্ণ ছাড়িল জিবনে।।
দ্বাদস দিবস কহিল মোরে অপসর করি।
জাইহ সকল লোক দ্বারকা নগরি।।
পঞ্চদস দিবস আজি হইল পরমান।
ছাড়িল পরান কৃষ্ণ ভল্লুক বিদ্যমান।।
জখন গদাধর শুলঙ্গে প্রবেস করে।
সকরূণ হঞা কৃষ্ণ বইল আমারে।।
দ্বাদস দিবস থাকি জাইহ নিজ ঘরে।
শ্রাদ্ধ সান্তি করিহ পালিহ কোঙরে।।
বাপ মাএ সান্তি করিহ রূক্কিনি সুন্দরি।
ভালমতে পালিহ মোর কোঙর সম্বুরারি।।
এত বলি সুলঙ্গেত গেলা গদাধর।

জেমতে ভাল হএ তাহা করহ সর্ত্তর॥
এতেক অষুভ বোল দৈবকি সুনিল।
হাতাস হইঞা দেবি ভুমিতে পড়িল॥
কান্দএ দৈবকী দেবী রুক্কিনি কোলে করি।
আজি হৈতে সুন্য হৈল দ্বারকা নগরি॥
এতেক বিঘ্ন বিধাতায় লেখিল কপালে।
এড়াইল মরন সভ নন্দের গোকুলে॥
পাপিষ্ট[খ৬৩/১]কংশের ঠাঞি পুণ্যে এড়াইল।
জরাসিন্ধু অষ্টদস বার মারিতে আইল॥
তোমার বিভায় দেবী রাজচক্র জিনি।
এড়াইল মরন তোথা রাখিল চক্রপানি॥
পাপিষ্ঠ সত্রাজিত দুসিল গদাধরে।
রথির কারনে কৃষ্ণ ষুলঙ্গেতে মরে॥
সজাহ অগ্নিকুণ্ড দেবী তোমার বিদ্যমানে।
প্রবেসিএগ অগ্নিকুণ্ডে ছাড়িব জিবনে॥
বলিতে বলিতে দেবী অচেতন হৈল।
চির্ত্তের পুত্তলি জেন কাঁথেত নিখিল॥
দৈবকীর করুণা সুনি রুক্কিনি সুন্দরী।
হরি হরি প্রভু মোর কেনে কৈলে চুরী॥
সিসুকাল হইতে চিন্তি শ্রীমধুসুদন।
জত্ন করি বিভা কৈল কমললোচন॥
হেন প্রাণনাথ মোর ছাড়িল অকালে।
পুড়ুক জৌবন মোর পসুক রসাতলে॥
বিসাদ করিএগ দেবী করিছে ক্রন্দন।
আচম্বিতে বাম উরু করিল স্ফন্দন॥
কন্দন সঙ্কলি বলে দৈবকী চরনে।
নাহি মরে পুত্র তোমার লএ মোর মনে॥
সিঁথার সিন্দুর মোর আছএ উর্জ্জল।
কণ্ঠের হার কেউর রত্ন কুণ্ডল॥
দুই বাই সঙ্খ মোর অধিক দিপ্ত করে।
কুসলে আছএ তোথা প্রভু দামোদরে॥
উঠ উঠ পুজিব দেবী চণ্ডিকা ভগবতি।
দুর্গতনাসিনি দেবী হরের পার্ব্বতী॥
রুর্ক্কিনি বচনে দেবী সম্বিত হইএগ।
পুজন্তি সুবর্ন্ন ঘট চণ্ডিকা পাতিএগ॥
তুমি দেবী নারায়নি ব্রহ্মানি ভবানি।
দুর্গতনাসিনী দেবি হরের ঘরণী॥
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি ত কারন।
[খ৬৩/২]দুর্গতনাসিনী তুমি বিপদ রক্ষণ॥
পুত্র দান দেহ মোরে আন গোবিন্দাই।

তোমার প্রসাদে সোক সাগর এড়াই।।
হেনমতে চণ্ডিকা পুজি দৈবকী রুক্কিনী।
এথাত উগ্রসেন রাজা বশুদেব আনি।।
সাস্ত্রের বিধানে তারে সাস্ত করাইএগা।
লৌকিক ব্যবহার কৈল সমুদ্রকুলে গিএগা।।
কুস পুত্যলি দাহন কৈল সমুদ্রের কুলে।
পিণ্ডদান তর্পন কৈল সমুদ্রের জলে।।
দান ধ্যান কৈল তবে সাস্ত্রের বিধানে।
সম্পুর্ণ শ্রার্দ্ধ কৈল ত্রিয়োদস দিনে।।
এথা নিরাহারে যুর্দ্ধ করি দুই জনে।
বিংসতি দিবস কারো নহিল ভক্ষনে।।
পিণ্ডদান কৈল জত দ্বারকা নগরে।
ত্রিপ্ত হএগা গোসাঞিএর বল বাড়িল বিসালে।।
জিনিএগা ভর্ল্লুক কৃষ্ণ তাহার উপরে।
বসিএগা আপন মুর্ত্তি ধরে দামোদরে।।
রাম অবতারে ভল্লুক রামের সেবা কৈল।
সেই রাম মুর্ত্তি ভল্লুক হৃদএ জানিল।।
জানিল মনস্য নহে দেব শ্রীহরি।
করপুটে ভল্লুক কৃষ্ণকে স্তুতি করি।।
সাগর বান্ধিএগা জখন বধিলে রাবণ।
তোমার সেবক আমি বিস্তর কৈলুঁ রন।।
তবে ত আমারে বর দিলে চক্রপানি।
রিক্ষরাজ জম্বুবান জগতে বাখানি।।
চিরঞ্জিবি হএগা আছি পাতাল ভূবনে।
তোমার প্রসাদে লঙ্ঘিতে নারে কোন জনে।।
হেন বর দিএগা কেনে ছল গদাধর।
কোন অপরাধ কৈল তোমার গোচর।।
ষুনিএগা ভর্ল্লুক বাক্য দয়া উপজিল।
[খ৬৪/১]এড়িএগাত শ্রীহরি অন্তধ্যান হৈল।।

জাম্ববতী বিবাহ

উঠিলা ভল্লুকরাজ সম্বিত পাইএগা।
কর জোড়ে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিএগা।।
ক্রোধ সান্তি কর গোসাঞিও আইস মোর ঘরে।
পদব্রজে মুক্ত কর শ্রীহরি আমারে।।
এত স্তুতি সুনি প্রভূ সদয় হ্রিদএ।
জম্বুবানের আশ্রমে তবে কৈল বিজএ।।
নানা সোভা কৈল পুরি বিচিত্র বেসে।
নেতের পতকা উড়ে সুবর্ন্ন কলসে।।
প্রতি দ্বার রম্য কইল কদলি পুতিএগা।

ঘট আরোপন কইল জয়র্দ্ধনি দিএগ্রা॥
নাছে বাটে হাটে ঘাটে মঙ্গল হুলাহুলি।
চতুর্দ্দিগে পুষ্প পড়ে আঞ্জলি আঞ্জলি॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে বিদ্যাধরী।
নানাবিধি বাদ্য বাজে দোসরি মোহরি॥
হরিসে আকুল হএগ্রা রাজা জম্বুবানে।
ঘরে নএগ্রা স্থাপিল প্রভূকে রত্ন সিংহাসনে॥
পাদ্যার্ঘ ধুপ দিপ কস্তুরি চন্দনে।
উপহার দিএগ্রা পুজিল নারায়ণে॥
নানা গুনে সম্পুর্ন্ন কন্যা রূপেতে পার্ব্বতি।
গোবিন্দকে বিভা দিলা কন্যা জাম্বুবতি॥
জৌতুক আনিএগ্রা দিলা সমন্তক মনি।
কন্যারত্ন নএগ্রা তবে নড়িলা চক্রপানি॥
জম্বুবানের রথে কৃষ্ণ কইল আরোহন।
জেই পথে প্রিথিবী উঠিএগ্রা কইল গমন॥
দ্বারিকা নিকটে সঙ্খ দিল নারায়ণ।
পঞ্চজোন্য সঙ্খ সুনি ধাইল বন্ধুজন॥
কৃষ্ণ আইল কৃষ্ণ আইল বলে সর্ব্বলোক।
হইল বিসাদ জত খণ্ডিল সব সোক॥
মৃত সস্য মঞ্জরে জেন মেঘ বরিসনে।
তেন কৃষ্ণ দরসনে আনন্দ সর্ব্বজনে॥
[খ৬৪/২]সংশারের সার গোশাঞি কমললোচন।
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি সে কারন॥

॥ কৌ রাগ ॥

জম্বুবতি সহিত ঘর গেলেন শ্রীহরি।
সচি সঙ্গে পুরন্দর জেন সভা করি॥
আইলা দৈবকি দেবি হরসিত মনে।
পুত্রবধু ঘর নএগ্রা কৈল গমনে॥
হেন অদ্ভুত কথা সুনিলে নাহি মরি।
গুনরাজ খান বলে বন্দিএগ্রা শ্রীহরি॥ ৫৬ ॥

সত্যভামা বিবাহ

॥ ধনসী রাগ ॥

হেনমতে মনি নএগ্রা আইলা গদাধর।
বন্ধুজন নএগ্রা বসিলা সভার ভিতর॥
ডাক দিএগ্রা আনিল সত্রাজীত নৃপবরে।
মনি দিএগ্রা সুর্দ্ধমতি হইলা গদাধরে॥
জেমতে পাইল মনি জতেক প্রকারে।
কহিতে সর্কল লোকে সত্রাজিতে তিরস্কারে॥

লাজে হেঁট মাথে রাজা করিল গমন।
মনি নএগ্রা গেলা কিছু না বৈল বচন॥
ঘরে গিএগ্রা বন্ধুজনে অনুমান করি।
কোন মতে তুষ্ট মোরে হএন শ্রীহরি॥
সংসারের সার গোসাঞিঃর আছে সর্ব্বধন।
কোন ধনে তুষ্ট করিব কমললোচন॥
কন্যা রত্না য়াছে মোর ত্রৈলোক্য উপামা।
জগতমোহিনী কন্যা মোর সত্যভামা॥
মনি দিএগ্রা গোবিন্দকে করিব কন্যাদান।
তবে তুষ্ট হব কৃষ্ণ কৈল অনুমান॥
আর দিন সত্রাজিত বন্ধুজন নএগ্রা।
নড়িলা গোবিন্দ ঠাঁঞিঃ হরসিত হএগ্রা॥
নিকটেত গিএগ্রা রাজা করপুট করি।
আমার নিবেদন কিছু সুনহ শ্রীহরি॥
উর্দ্ধব গোচরে মনি মাগিলে নারায়নে।
প্রসেনেত[খ৬৫/১]দিএগ্রা কইল আজ্ঞা লঙ্ঘনে।
দৈব্য নীবন্ধ তার খণ্ডনে না জায়।
গলে মনী প্রসেন মৃগী মারিবারে ধায়॥
অপবিত্রে ধরিলে প্রান লএ মনিবর।
প্রানে মাইল সিংহ সেই অরন্য ভিতর॥
সব দুষ্ট নেবারনে তোমার অবতার।
তোমা বিদ্যমানে মারে দুসিব কাহায়॥
অপরাধ হইল দোষ খণ্ডহ নারায়নে।
দণ্ডবত প্রণাম করোঁ তোমার চরনে॥
সম্ভ্রমে উঠিএগ্রা কৃষ্ণ তার হাথে ধরী।
মান্য কুটুম্ব তুমি কেনে হেন করি॥
খণ্ডিল তোমার দোস সরূপ বচন।
পরম হরিসে ঘর করহ গমন॥
পুনরূপি বলে রাজা জুড়ি দুই করে।
স্বরূপে প্রসর্ন্ন্য মোরে হইলা গদাধরে॥
সর্ব্ব গুনে সম্পূর্ন্ন্য কন্যা আছে মোর ঘরে।
তাহাকেত বিভা তুমি কর গদাধরে॥
তোমা বিনে বর তারে নাহিক সংসারে।
তোমার সদৃস সেই জগত ভিতরে॥
সুনিএগ্রা রাজার বোল হাসেন গদাধর।
অন্তরে হাসিয়া তারে দিলত উর্ত্তর॥
কুলে সিলে বড় তুমি সংসার ভিতরে।
বিভাহ করিব আমি সুন নৃপবরে॥
সুনিএগ্রা হরিসে রাজা নড়িলা সত্যর।
বিভাহ করিব আমি সুন নৃপবরে॥

সুনিঞা হরিসে রাজা নড়িলা সত্যর।
বিভার সুভদীন কৈল আনিঞা দ্বিজবর॥
ঘরে ঘরে হরসীত দ্বারকা নগরে।
সত্যভামা করিব বিভা দেব দামোদরে॥
কৌতুক মঙ্গল বড় প্রতি ঘরে ঘরে।
নেতের পতকা উড়ে সুবর্ন্নের বারে॥
দোসরি মোহরি বাজে জতেক বাজন।
নর্ত্তক নাচএ গিত গায়ত গায়ন॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক কি বলিতে জানি।
সত্যভামা করিব বিভা দেব চক্রপানি॥
প্রিথিবি উপরে জত বৈসে নৃপবর।
কৌতুক দেখিতে আইলা সত্রা[খ৬৫/২]জিতের ঘর॥
অধিবাস গোপ্য আনন্দ কৈল গদাধর।
বিভা করিবারে গেলা সত্রাজিতের ঘর॥
স্বভাবে সুন্দর কৃষ্ণ অতি মনোহর।
নানা রত্নে সোভিত জেন পঞ্চস্বর॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরী কন্যা সতি সত্যভামা।
রতি জিনি রূপ তার নাহিক উপামা॥
সুভক্ষণে সুভজোগে দোহেঁ দরসন।
মনিকাঞ্চন জেন হইল মিলন॥
সত্রাজিত রাজা তবে কৈলা কন্যাদান।
হস্তি অস্ব দান দিল জৌতুক বিধান॥
জৌতুক আনিঞা দিল সেমন্তক মনী।
পালিহ আমার সুতা দেব চক্রপানি॥
বিভা করি নারায়ন চড়ি নিজ রথে।
সত্যভামা সংহতি আইলা মনোরথে॥
ঘর গিঞা শ্রীহরি হাথে মনি করি।
বাপ মায় ভাই বন্দিঞা বলে পরিহরি॥
তোমা সভার জোগ্য নহে এই রত্ন মনি।
অপবিত্রে ধরিঞা প্রসেন হারাইল পরানি॥
এত বলি সভাকার নএ জদি চিত্তে।
পুনরূপি মনি দীএ রাজা সত্রাজীতে॥
কৃষ্ণের বচন সুনী সভে হরসিত।
দেহ সত্রাজিতে মনি সভার মনোহিত॥
তবে সত্রাজিতে ডাকি আনিল নারায়নেঁ।
মনি দিঞা কৈল তাঁর চরন বন্দনে॥
মনি নেহ বিসাদ মনে না করিহ কিছু।
সভার জুগতি মনি তোমার ঠাঞিঁ থাকুক॥
রাখিহ পুজিহ মনি সুন নৃপবর।
জেন সুখে বৈসে লোক দ্বারকা নগর॥

কৃষ্ণের বচনে হাসি নিল মনিবর।
নড়িলাত সত্রাজিত আপনার ঘর॥
রূপে গুণে বড় প্রেমা হইল সত্যভামা।
রুক্কিনী জাম্বুবতি নহে তাহার সমা॥
কৃষ্ণের বিজয় নর সুন[খ৬৬/১]সাবধানে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে॥ ॥

কৃষ্ণের হস্তিনা গমন

হেনমতে তোথাই সে দেব চক্রপানি।
আচাম্বিতে পাণ্ডবের মৃর্ত্ত বার্ত্তা ষুনি॥
ষুন ষুন অহে কৃষ্ণ জগতকারন।
মাএ সহিত পুড়িএগ মরে পাণ্ডব পঞ্চজন।
পাপিষ্ট দুর্জ্জোধন দেখিতে না পারে।
জুক্তি করি দুর্জ্জোধন জতুগৃহ করে॥
প্রকার করিএগ তোথা পাঠাইল কুন্তি।
পঞ্চপুত্র নএগ তোথা সুখে নৈবৈসন্তি॥
ঘোরতর নিসিকালে নিদ্রায় অচেতন।
অগ্নি দিয়া মাইল তাহে পাপিষ্ট দুর্জ্জোধন॥
ষুনিএগত গদাধর হৃদয়ে চিন্তিল।
নাহি মরে পাণ্ডব সরূপে জানিল॥
মাত্রি সহীত সুখে অরন্যে বৈসএ।
লোকাচার উদ্দেস তবে করিতে জুআএ॥
এতেক চিন্তিএগ কৃষ্ণ জাত্রাত করিএগ।
নড়িলা হস্তিনাপুরি রথেত চড়িএগ॥
দেখিল তোথাই গিএগ ভিস্ম মহাজন।
দ্রোণ কর্ন্ন ধৃতরাষ্ট রাজা দুর্জ্জোধন॥
কর্ন্ন্যসেন ভিস্মদেব দেবী সত্যবতি।
হেনকালে গেল তোথা আপনে শ্রীপতি॥
পাণ্ডবের সোক সভে করি সর্ব্বক্ষণ।
সান্ত করাইতে তোথা রহিলা নারায়ন॥

শতধন্বা কর্ত্তৃক সত্রাজিতের হত্যা

হেনকালে দ্বারকাতে কইল অনুমান।
কৃতব্রর্ম্মা অক্রুর সতধর্ম্মা এক স্থান॥
বসিএগ কহন্তী কথা রাজা সত্রাজিতে।
কন্যারত্না আসিছিল তার রূপে বিপরিতে॥
সত্যভামাকে বিভা দিব অনুমান করিএগ।
দিলেক কৃষ্ণকে বিভা সভারে ভাণ্ডিএগ॥
তখন সেমন্তক মনি আছে তার ঘরে।
সত্রাজিত মারি মনি লইব সর্ত্তরে॥

[খ৬৬/২]জাবত না আইসে কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
চুরি করি মনি নিব নিসি ঘোরতরে॥
তবে সতধুনা জাএ চোর রূপ ধরি।
ঘোরতর নিসিকালে প্রবেস তার পুরী॥
গলে মনিতে নিদ্রা জাএ রাজা পালঙ্গ উপরে।
মনী নএগ্রা মাথা কাটি আইল সর্ত্তরে॥
তবে ত রাজার ঘরে ক্রন্দন উঠিল।
রাজা কাটি কোন চোরে মনি নএগ্রা গেল॥
তবে সত্যভামা দেবি বাপের মরনে।
ভুমি লোটাইএগ্রা কান্দে করূন নয়ানে॥
সকল লোক কান্দে জত বইসে দ্বারকায়।
কোন পাপি হেন কর্ম্ম কইল এথায়॥
ক্রন্দন সঙ্কলি তবে সত্যভামা দেবি।
তিন দণ্ডে বাপ এড়ি গেলা হস্থিনা নগরি॥
জথা বৈসেন কৃষ্ণ হস্তীনা নগরে।
সিঘ্রগতি গিএগ্রা তোথা বইল বিস্তরে॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে কৃষ্ণের চরনে।
পড়িএগ্রা কহন্তি সতি বাপের মরনে॥
ত্রিজগতের নাথ গোসাঞিও দেব গদাধরে।
তোমা বিদ্যমানে হএ হেন অবিচারে॥
ষুনিএগ্রাত ত্রাসে কৃষ্ণ ব্যাজ না কইল।
সত্যভামা সনে কৃষ্ণ রথেত চঢ়িল॥
সিগ্রগতি য়াইলা কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
জিজ্ঞাসা করিতে বইল প্রতি ঘরে ঘরে॥
সটকর্ন্ন গত পাপ লুকাইল নহে।
জানিএগ্রা দোসাধু তবে বৈল কৃষ্ণের পাএ॥
সত্রাজিতে সতধুনা মারিএগ্রা সর্ত্তরে।
বুঝিএগ্রা উচিত তারে কর গদাধরে॥

কৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক শতধন্বা বধ

তত্য জানি বলভদ্র সহিত গদাধর।
সতধর্ন্না মারিবারে নড়িলা সত্যর॥
ষুনিএগ্রাত সতধর্ন্না মনে মনে গুনি।
ডাক দিএগ্রা অক্রুর ক্রিতব্রহ্মা[খ৬৭/১]আনি॥
তোমা সভার বচনে জবে সত্রাজিতে মারি।
এখন স্যাজিল কৃষ্ণ কোন মতে তরি॥
তুমি দোঁহে জদি মোরে হয়ত স্বহায়।
তবে ত জিনিতে পারি মোর মনে ভায়॥
এতেক সুনিএগ্রা অক্রুর বলেন উর্ত্তরে।
এ সব ব[চ]ন তুমি না বলিহ মোরে॥

মহারাজা কংশ ছিল পৃথিবী মণ্ডলে।
সবংসে মাইল কৃষ্ণ তাহে সিশুকালে।।
জরাসিন্ধু মহারাজা বিদিত সংসারে।
যুদ্ধে হারিঞা গেল অষ্টাদস বারে।।
মহারাজা রূক্মির কৈল বিপরীত।
কাল জবন মাইল কৃষ্ণ জগতে পুজীত।।
তাহা সনে রন করিঞা জিএ কোনজন।
প্রান নএঞা পালাহ তুমি না করিহ রন।।
য়ক্রুর বচন সুনী সতধুনা বইল।
এই রতন য়ামি তোমার ঠাঞিঁ থুইল।।
ধাম্মিক বড় তুমি করিল বিশ্বাস।
মনি নেহ জাই আমি করিতে বনবাস।।
এত বলি ঘোড়ায় চড়িঞা নৃপবর।
হেথা আসি ঘর তার বেঢ়িল গদাধর।।
ঘোড়া এড়ি পদব্রজে পালাএ তখন।
তবে বলদেব দেখাইল নারায়ণ।।
হোর দেখ পদব্রজে পালাইঞা জাএ।
রথে চঢ়ি জাই আমি ক্ষেত্রিধর্ম্ম নএ।।
ধর ধর বলিঞা ধাইল চক্রপানি।
কাতর হইঞা রাজা তেজিল পরানি।।
তবে গোবিন্দাই যুদ্ধে খানি খানি করি।
মনি হেতু তবে সব সরির বিচারি।।
চাহিঞা না পাইল তবে দেব গদাধর।
তবে জে কি কারনে মাইল নৃপবর।।
[খ৬৭/২]বিসাদিত হঞা গেলা জোথা হলধর।
না পাইল মনি মিথ্যা মাইল নৃপবর।।
যুনিঞা হাঁসিঞা বল বৈল কটুবানি।
স্ত্রি নাগিঞা আমা কেনে ভাণ্ড চক্রপানি।।
নাহি নিব মনি আমি চল তুমি ঘর।
দেখিতে জনক জাব মথুরা নগর।।
মথুরাকে বল গেলা সুনি দুর্জ্জোধন।
গদা জুর্দ্ধ সঙ্গে গিঞা কইল পঠন।।
এথা নাজে শ্রীহরি গেলা নিজপুরি।
সত্যভামা দেবী তারে পরিহার করি।।
যুন দেবী সত্যভামা অরন্য ভিতরে।
মারিঞাত সতধূর্ন্না করিল বিচারে।।
না পাইল মনি প্রিয়া বইল তোমারে।
বুঝিঞা হৃদএ কষ্ট না করিহ মোরে।।
যুনিঞা কান্দএ দেবী এড়িঞা নিস্বাস।
রূক্মিনিরে দিবে আমা করিঞা নৈরাস।।

ভাল হৈল সুখে থাক নএঞা আর নারি।
ক্রোধ করি একেস্বরি গেলা নিজ পুরী।।
মিথ্যাবাদ হইল কৃষ্ণ হইল বিস্মিত।
কেন হেন অপরাধ হৈল আচম্বিত।।
দুঃখ মনে গুনি তবে গেলা নিজ ঘর।
মনি হেতু চিন্তা মনে করি নিরন্তর।।

স্যমন্তক সহ অক্রূরের ভোজপুরে গমন ও দ্বারকায় অনাবৃষ্টি

হেনকালে অক্রুর মনে চিন্তা করি।
ছাড়িএঞা দ্বারকা জায় ভোজ রাজার পুরি।।
তবে ত দ্বারকা মর্ধ্যে য়রিষ্ট উপজিল।
দ্বাদশ বৎসর ইন্দ্র বিষ্ট না হইল।।
দুর্ভিক্য রোগ সোগ হইল তোথাএঞী।
চিন্তীত সর্ব্বলোক কি কইল গোসাএঞী।।
উপুতি দেখিএঞা সব দ্বারকা নগরি।
আপুনি আরতি আছে দেব শ্রীহরি।।
[খ৬৮/১]দ্বারকা নগরে জত জদুবৃর্দ্ধ আসি।
অনুমান করিবারে এক স্থানে বসি।।
সফলের পুত্র অক্রুর গান্ধির তনয়।
সেই না থাকিলে এথা পরমাদ হয়।।
তাহার মাতামহি জখন গর্ভ্ভ ধরিল।
দ্বাদশ বৎসর গর্ভ্ভ ভুমিষ্ট না হইল।।
নানা জজ্ঞ কইল রাজা কইল নানা দান।
আচম্বিতে গর্ত্ত তার হইল সন্নিধান।।
তির্থে এক শৃঙ্গ দান কইল বিসীষ্ট ব্রাহ্মনে।
তবে ত প্রসব হইল গর্ত্ত যুভক্ষনে।।
সুনিএঞা গর্ভ্ভের কথা রাজাতে বইল।
দ্বাদস বৎসরে তবে পুত্র প্রসবিল।।
কন্যা রত্ন হৈল কাসিরাজার ভূবনে।
তাহার রূপের সম নাহি তৃভুবনে।।
আচম্বিতে কাসিপুরে অনাবৃষ্ট হৈল।
চিন্তিত সর্ব্বলোক দুর্ভিক্য হইল।।
সভে অনুমানি তবে সকলে বইল।
তবে সেই পুরে ইন্দ্র বর্সন হইল।।
সর্ব্বলোক হরসিত হইল কাসিরাজা।
কন্যা দিএঞা তার তবে কইল বড় পুজা।।
তার গর্ভ্ভে উপজিল অক্রুর মহাসয়।
সেই না থাকিলে এথা পরমাদ হয়।।
তবে অনুমান করি বইল গদাধরে।

সব জদুবৃদ্ধ গেলা অক্রুর আনিবারে।।
সত্য সঞ্জাত করি অক্রুর আনিল।
আগত মাত্র ইন্দ্র বর্ষন হইল।।
খণ্ডিত সকল দুঃখ জতেক প্রকার।
হরসিত সর্ব্বলোক জয় জয়কার।।
বিস্মিত হইয়া হরি চিন্তে মনে মনে।
অক্রুরের গুন নহে মণির হরণে।।
দিন কথো থাকি কৃষ্ণ আনিল অক্রুরে।
মিষ্টান্ন পান দিএগা রহাইল ঘরে।।
হাথে ধরি সত্য করি বৈল গদা[খ৬৮/২]ধর।
মিথ্যা না বলিহ কহ সরূপ উত্যর।।
সত্রাজিতের মনি আছে তোমার ভূবনে।
সতধুর্ন্না দিল মনি লএ মোর মনে।।
হরিসে হাসিএগা তবে অক্রুর বইল।
মরিবার বেলে মনি সতধর্ন্না দিল।।
আছএ সেমন্তক মনি আমার মন্দিরে।
আজ্ঞা কর শ্রীহরি দিএত তোমারে।।
মনি তর্ত্ত জানি তবে ত্রিদষ ইশ্বর।
বলদেব আনীতে গেলা মথুরা নগর।।
প্রণতি করিএগা তবে আনি নীজ ঘরে।
আর দিন মিথ্যা জজ্ঞ কৈল গদাধরে।।

স্যমন্তক মণি সম্পর্কিত কৃষ্ণের কলঙ্কভঞ্জন

বিসীষ্ট জতেক লোক বৈসে দ্বারকায়।
নিমন্ত্রন দিল কৃষ্ণ ভুঞ্জিবে এথায়।।
মিষ্ট অর্ন্ন পান দিএগা সন্তর্পন করি।
সভা করি বসিলা তবে দেব শ্রীহরি।।
রূক্কিনী সত্যভামা দেবি জাম্বুবতি।
তাহা সভা বৈসাইল দেব শ্রীপতি।।
তবে দাণ্ডাইলা কৃষ্ণ জোড় দুই হাথে।
অক্রুরে বিনয় করি বৈল জর্গন্নাথে।।
সত্রাজিত মনি আছে তোমার ভূবনে।
সভা মধ্যে য়ান জে দেখুক সর্ব্বজনে।।
জেমতে পাইলে মনি জতেক প্রকার।
সভা মদ্ধে কহ সব হউক প্রচার।।
কৃষ্ণের বচন সুনি অক্রুর মহাসয়।
ঘরে হৈতে আনি মনি এড়িল সভায়।।
জেমতে আছিল মনি তেমতে আনিল।
জত ব্যবরন কথা সকল কহিল।।

লজ্জিত বলদেব হেঁট কৈল মাথা।
সত্যভামা দেবি পরিহার করি তথা॥
গোবিন্দ কহেন লজ্জা না করিহ মনে।
মিথ্যা বাদ হৈল মোরে তথির কারনে॥
ভাদ্রমাসে চতুর্থি চন্দ্র দেখিল কৌতুকে।
তথির কা[খ৬৯/১]রনে মিথ্যা বৈল সর্ব্বলোকে॥
হরিতালিকা তিথি বইল শ্রীহরি।
সর্ত্তরে থাকিহ লোক চন্দ্র পরিহরি॥
তিন তালি দিল কৃষ্ণ সভাএ বলিল।
ভাদ্রের চতুর্থির চন্দ্র কেহো না দেখিহ॥
জদি বা দৈবেত তার হএ দরসন।
এই ত পুস্তক নর করিহ স্মঙরন॥
খণ্ডিব সকল মিথ্যা অবজস কারন।
সত্য সত্য বলি আমি সুনহ বচন॥
তবে ত শ্রীহরি মনি হাথে করি নিল।
বলভদ্র কাছে গিএগা প্রনতি বলিল॥
মদে মত্য বলদেব তোমার জোগ্য নহে।
সত্যভামার জোগ্য জদি আমাকে ছাড়এ॥
তেকারনে বলি জোগ্য য়ক্রুর ভুবনে।
পবিত্র থাকিলে সুখি হব সর্ব্বজনে॥
এত বলি দিল মনি অক্রুরের হাথে।
ঘরে নএগা পুজি রাখ নইল জগন্নাথে॥
সেমন্তক হরন কথা অদ্ভুত ভুবনে।
হিত উপদেস লোক ষুন সাবধানে।
ষুনিলেত ষুখ হএ কারণে মুকতি।
হেন কথা সুন নর হএগা একমতি॥
সত্যভামা জাম্বুবতি বিভা একুবারে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিএগা গদাধরে॥ ৩৬ ॥

কালিন্দী বিবাহ

॥ কেদার রাগ ॥

গোবিন্দবিজয় নর সুন একচির্ত্তে।
কালিন্দিকে বিভা কৃষ্ণ কৈল জেনমতে॥
রুক্মিনি সত্যভামা দেবী জাম্বুবতি।
তিন নারি নএগা কৃষ্ণ ষুখে নের্ব্বেসন্তি॥
সত্রু জিনি নিদ্রা জায় পালঙ্গ উপরে।
আচম্বিতে পাণ্ডব চিন্তা কৈল গদাধরে॥
অনেক বিঘ্ন এড়াইয়া অরন্য ভিতরে।
হিড়ীম্ব মারিএগা রাক্ষসি জিনিল সত্তরে॥
দ্রোপদি বিভাহ কৈল দ্রোপদ নগরে।

ষুনিএগ্রাত দুৰ্জ্জোধন নিল [নিজ] ঘরে।।
জুধিষ্টীরে বিনয় করি দিল রাজ্যভারে।
[খ৬৯/২]কেমত আচার তার কেমত বিচারে।।
দেখিবত গিএগ্রা আমি হস্তিনা নগরে।
ষুভক্ষন করিএগ্রা নড়িলা গদাধরে।।
সুভ জাত্রা কৈল রথে দারুক সংহতি।
নড়িলা হস্তিনাপুরি দেব শ্রীপতি।।
দেখিল বান্ধব সব হরসীত মনে।
ভিস্ম ধৃতরাষ্টে কৈল চরন বন্দনে।।
দ্রোণাচার্য্যি কৃপাচার্য্যি দেবি সত্যবতি।
কুন্তি জুধিষ্টীরে কৈল অনেক বিনতি।।
অর্জুন সহিত কৃষ্ণ কৈল কলাকলি।
নকুল সহদেবে দিল আশীর্ব্বাদ তুলি।।
আর জত বন্দ ছিল জতেক বিধানে।
সভারে বিনয় করি বসিলা আসনে।।
রায্য সমেত হরিসে রাজা করি দরসনে।
ভোজন করাইল ভাল মিষ্টার্ন্ন পানে।।
হেনমতে নানা রসে আছেন নারাঅন।
রথে চড়ি অর্জুন সহ ভ্রময়ে কানন।।
কৌতুকে কৌতুকে গেলা জার্ন্নবির কুলে।
এক নারি তপ তোথা করেত বিসালে।।
নোতন জৌবন পিন পয়োভরে।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখি অতি মনোহরে।।
ব্রত উপবাসে তপ করে উর্দ্ধ জানে।
দেখিএগ্রা সুন্দরি রামা বইল অহ্নলে।।
দেখ দেখ সখা হোর অদ্ভুত রমনি।
উর্দ্ধপদে তপ করে তেজি অন্নপানি।।
নাহিক সরিরে দোস প্রথম জৌবন।
আমা লাগি তপ করে লয়ে মোর মন।।
রথ এড়ি চল সখা উহার সমিপে।
সকল জিজ্ঞাস গিয়া কাহার কর তপে।।
কৃষ্ণের বচনে অর্জুন গেলা সেই ঠাই।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল কে তুমি য়াই।।
হেন উগ্র তপ তুমি কর কি কারনে।
নাহিক সরিরে দোস য়সুভ লক্ষণে।।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি কন্যা জেন বিদ্যাধরি।
মিথ্যা না বলিহ তুমি বলে পরিহরি।।
[খ৭০/১]ষুনিএগ্রা অর্জ্জুন বাক্য সম্ভ্রমে তপ এড়ি।
কহন্তি সকল কথা বিনয় করী জুড়ি।।
সুর্য্যের নন্দনে আমি কালিন্দি নাম ধরি।

সিতার বচনে আমি কঠোর তপ করি ॥
দেখিঞা জৌবন মোর ত্রিদস ইস্বর।
মোরে বইল জাহ তুমি হস্তিনা নগর ॥
জার্ন্নবির তিরে কাম্য কানন ভিতরে।
উর্দ্ধ জানু তপ কর বইল আমারে ॥
ভারাবতারনে তথা দেব নারাঅন।
দুষ্ট দৈত্য মারিব সেই দেব নারাঅন ॥
সেই ত তোমার জজ্ঞ বর ত্রিভূবনে।
তপ কৈলে পাবে তুমি সেই নারাঅনে ॥
সেই ত কারনে আমি আছি এই স্থানে।
কহিল আপন কথা সুন মহাজনে ॥
সুনিঞা অর্জ্জুন গেল জোথা গোবিন্দাই।
হাসি হাসি সব কথা কহিল তোথাই ॥
সুর্য্য হেন সম কন্যা নাহিক ত্রিভূবনে।
তুমি পতি হবে তপ করে এ কারনে ॥
চল ঝাট জাহ জোথা তৈলক্ষসুন্দরি।
বিলম্ব না কর গোস্মাই নড়হ শ্রীহরি ॥
রথে চড়ি দুই জন হাসিতে হাসিতে।
রথে তুলি কন্যা নঞা নড়িল তুরিতে ॥
যুধীষ্ঠীরে কথা সব কহিল বিনয়।
যুনিঞা কৌতুক রাজার বাসিল হৃদয় ॥
পুরি নির্ম্মান কৈল বিচিত্র বিশেষে।
ঘরে ঘরে পতকা উড়ে সুবর্ন্ন কলসে ॥
গোবিন্দ করিব বিভা সুর্য্যের নন্দনী।
হরসীত সর্ব্বলোক দিবস রজনী ॥
পরম হরিসে কৃষ্ণ কালিন্দি বিভা কৈল।
দেখিঞা সকল লোক হরসীত হৈল ॥
হেনমতে কথোদীন বঞ্চে গদাধর।
কালিন্দী সহীত আইলা আপন নগর ॥
কহিল কালিন্দির বিভা সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে ॥ ❁ ॥

মিত্রবিন্দা ও ভদ্রা বিবাহ

॥ বসন্তরাগ ॥

[খ৭০/২] হেনমতে দ্বারকাএ বৈসেন চক্রপানি।
আচম্বিতে মিত্রবিন্দার সয়ম্বর সুনি ॥
আছএ রাজার কন্যা পরম শুন্দরী।
জগতমোহিনি রামা জিনিঞা বিদ্যাধরী ॥
বাপেত বইল ভাল আছে জোগ্যবর।
বশুদেব সুত আছে দেব গদাধর ॥

বিন্দারবিন্দ সে সোদর দুই ভাই।
ষুনিএগা তুরিতে গেলা দোহেঁ বাপ ঠাঞিও।।
কেনে হেন বল হে বাপায় জোগ্য বচন।
আমার ভগিনীর জোগ্য কি গোওালা নন্দন।
সয়ম্বর করিএগা আনিব সব রাজা।
জার জেন জোগ্য করিব তার পুজা।।
পুত্রের বচনে রাজা কৈল সয়ম্বর।
ষুনিএগা সকল কথা দেব গদাধর।।
রথে চড়ি গেলা তোথা দেব দামোদর।
হরীএগা আনিল কন্যা দ্বারকা নগর।।
পাছু সব রাজা আইসে জুর্দ্ধ করিবারে।
একলা জিনিল সভা দেব দামোদরে।।
ষুভক্ষন করি তবে বইল সেই রাজা।
কন্যা দিএগা নানা ধনে কইল তার পুজা।।
মিত্রবিন্দা বিভা কৈল দেব গদাধর।
আনন্দীত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগর।।
তবে কথোদিনে রাজা কৈল অধিপতি।
ভদ্রাজিত নামে রাজা বড় জোর্দ্ধাপতি।।
বসুদেব ভগিনি দেবি রূপেত মোহীনি।
ভদ্রা নামে রাজার কন্যা রূপের সালিনী।।
দেখিএগা কন্যার রূপ রাজা মনে গুনী।
ইহার জগ্য বর আছে দেব চক্রপানী।।
পুত্র পাঠাএগা তবে দ্বারকা নগরে।
নানা পুজা করি তবে আনিল গদাধরে।।
ঘরে নএগা বিভা দিল জে ভদ্রা সুন্দরি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরি।।
[খ৭১/১]ছয় জন বিভা কৈল দেব বনমালি।
গুনরাজ খান বলে নারায়ণ কেলি।।৩১।।

নগ্নজিৎ রাজকন্যা বিবাহ

।। গান্ধারি রাগ।।

প্রিথিবির মদ্ধে স্থান কৌসল্যা নগরি।
নগ্নাজিত নামে তার রায্য অধিপতি।।
ধার্ম্মিক বড় রাজা বেষ্টমের সমা।
কন্যা রত্না আছে তার তৈলক্ষ উপামা।।
লক্ষ্মির সমান রূপ গুনের সালিনি।
তবে জজ্ঞ বর রাজা মনে মনে গুনি।।
কারে বিভা দিলে হব সফল জিবন।
কেমতে আসিব হেথা কমললোচন।।
মনেত চিন্তিয়া রাজা উপায় শৃজিল।

অতি ঘোরতর সপ্ত বৃস আনিল॥
প্রতিজ্ঞা করিঞা বলে সভার ভিতরে।
এই সপ্ত বৃস জেই বান্ধিব একুবারে॥
সেই সে আমার কন্যা বিভাহ করিব।
আর কোন পরকারে কাকেহো না দিব॥
সুনিঞা কন্যার রূপ জত নৃপবরে।
কামে অচেতন গেলা কোসল্যা নগরে॥
প্রতিজ্ঞা সুনিঞা গেলা বৃস বান্ধিবারে।
বৃস দেখিঞা সভে সঙ্কিত অন্তরে॥
বৃস দেখি পালাঅ সভে লঞা যে পরানে।
কেহ কেহ যুর্দ্ধ কৈল কামে অচেতনে॥
এক গোটা বান্ধিবারে নারে কোন জনে।
বান্ধিবার কার্য্য অছুক ত্রাস পায়ে মনে॥
বৃস বান্ধিতে নারে কোন মহাজন।
সেই পথে পালাঅ হয়্যা নাজে অচেতন॥
জত জত মহারাজা প্রিথিবিরে বৈসে।
এহত বান্ধিতে নারে এক গোটা বৃসে॥
তবে দেবি নগ্নাজিতা মনে মনে শুনি।
এক চিত্য বর মাগে পুজিয়া ভবানি॥
ত্রিভূবনেশ্বরি দেবি দুর্গতিনাসিনি।
পতি করি দেহ মোরে দেব চক্রপানি॥
[খ৭১/২]নহেত স্ত্রিবধ দিব তোমার উপরে।
জন্মে জন্মে পাই জেন দেব গদাধরে॥
হেনমতে আছে দেবি হৃদে কৃষ্ণ করি।
দ্বারকায নানা সুখে বৈসেন শ্রীহরি॥
তৃদসের নাথ গোসাঞি জানিল তখন।
বিসেষেত বৃস কথা কহিল সর্ব্বজন॥
অন্তরে হাসিয়া তবে দেব গদাধর।
রথে চড়ি গেলা কৃষ্ণ কৌশল্যা নগর॥
দেখিঞাত রাজাগন সম্ভ্রমে উঠিঞা।
বৈসাইল নিজ ঘরে পাদ্যাঘ্য দিঞা॥
মিষ্ট অর্ন্ন পান দিঞা করাইল ভোজন।
কি কারনে এত দুর হইলা গমন॥
ইসত হাঁসিঞা তবে দেব চক্রপানি।
তোমার কন্যা আছে লোকমুখে ষুনি॥
দেহ ত আমারে বিভা যুন নৃপবর।
বিভা করিবারে আইলাঙ কৌসল্যা নগর॥
সুনিঞা কৃষ্ণের বাক্য জুড়ি দুই হাথ।
ভাল বোল বৈলে মোরে ষুন জর্গন্নাথ॥
তোমারে ত বিভা দিব মনে দৃঢ় করি।

বিসয় প্রতিজ্ঞা করি রাজা পরিহরি।।
আমার ভাগ্যে আইলে গোসাঞি কৌসল্যা নগরি।
বৃস বান্ধিয়া বিভা কর দেব শ্রীহরি।।
জানিএগা প্রতিজ্ঞা কৈল রক্ষ নারায়ন।
তোমা বিনে উদ্ধারিতে আছে কোন জন।।
যুনিএগা রাজার বোল হাসেন নারায়ন।
বড় হএগা প্রতিজ্ঞা কইলে অকারন।।
জবেত অধম এক বলে বলি হএগা।
করিমু জে কন্যা বিভা বলদ বান্ধিএগা।।
অবজস বড় তোমার হইমু সংসারে।
না বুঝি প্রতিজ্ঞা কৈলে সুন নৃপবরে।।
যুনিএগা কৃষ্ণের এত প্রবন্ধ বচন।
কর জোড় করি রাজা বলিছে তখন।।
[খ৭২/১]সংসার তারিলে হয় জাহার ভাবনে।
পুর্ন্ন ব্রহ্ম অবতার সাক্ষাত সেই জনে।।
হেন জনে বৃস কথা কোন কার্য্যে গনি।
এই সে উপায় মোর সুন চক্রপানি।।
রাজার বচনে তুষ্ট হইলা নারায়ন।
বৃস বান্ধিতে কৃষ্ণ তবে করিলা গমন।।
মহাকায় সপ্ত বৃস দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সাত মুর্ত্তি ধরিএগা বাঁন্ধিল গদাধর।।
দেখিএগাত মহারাজা নড়িলা সর্ত্তরে।
আনিএগাত কন্যা দান কৈল গদাধরে।।
স্বভাবে সুন্দরি রামা জগত মোহিনী।
নানা দানে ভুষীত কন্যা কৈল নৃপমনী।।
হস্তী অস্ম রথ রাজা কৈল নানা দান।
দাস দাশী গণ দিল জৌতুক বিধান।।
বিভা করি নারায়ন রথেত চড়িএগা।
নড়িলাত গদাধর কন্যা রত্ন নএগা।।
নানা রত্ন ধনে তবে দ্বারকা পুরিএগা।
যুখে রায্য করি কৃষ্ণ বন্ধুজন লএগা।।
স্যামল সুন্দর কৃষ্ণ চিন্ত এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে।।৬১।।

লক্ষ্মণার স্বয়ংবর ও কৃষ্ণের লক্ষ্মণা বিবাহ

হেনকালে মহারাজা আপন ভুবনে।
লক্ষ্মনার বিভার কার্য্য চিন্তে মনে মনে।।
ডাক দিএগা পাত্র মিত্র আনে নৃপবর।

বিভার জোগ্য কন্যা হইল করহ সয়ম্বর॥
পুরি নির্ম্মান কৈল বিচিত্র বেসে।
রাজা আনিবারে দুত পাঠাইল দেসে দেসে॥
রাধাচক্র রচিল সেই জন্ত্রের বিধানে।
এক জোজন উচ্চ কৈল লোক অদর্শনে॥
ধনুকবান পুরিএগ জেই জন্ত্র বিধানে।
জেই জন বিন্ধে তারে দিব কন্যা দানে॥
আদেসিল নৃপবর হরসীত মনে।
রাধাচক্র বিন্ধিবারে গেলা আর দিনে॥
[খ৭২/২]তবে মদ্র অধিপতি অতির্থ ব্যবহারে।
নানা রত্নে পুজি সভা গেল সয়ম্বরে॥
করজোড়ে বলে রাজা সভার বিদ্যমানে।
জেই জন বিন্দে তারে দিব কন্যাদানে॥
কর জোড় করি মদ্র রাজাএ বইল।
উর্দ্ধমুখ করি সভে চক্র নিরক্ষিল॥
দেখিএগ মন্ত্রনা করে সব রাজাগন।
ধনুক বান জুড়িতে কেহো করিল গমন॥
তবে সাম্ব নরপতি উঠিএগ সর্ত্তরে।
তুলিএগ ধনুক নারে সজ করিবারে॥
সিশুপাল দন্তবক্র কাসি নরপতি।
নারিল তুলিতে ধনুক অনেক সকতি॥
মৎস রাজা রুক্মি রাজা বিধর্ব্ব ইস্বর।
নারিল তুলিতে ধনুক সভার ভিতর॥
দুর্জ্জোধন সত ভাই তুলিএগ চাহিল।
গুন দিএগ ধনুক কেহো পুরিতে নারিল॥
সইন্য সদন বিদিত কাসিরাজা।
গুন দিতে নারি সভে পাইল বড় লর্জ্জা॥
নকুল সহদেব আর জত সব রাজা।
না নিল ধনুক সভে কৈল তবে পুজা॥
তবে ভীমসেন আর ধনুক নইল।
জুড়িএগ ধনুকে বান পুরিতে নারিল॥
তবে ত অর্জ্জুন বির ধনুক হাথে নএগ।
এড়িলত বান গোটা সন্ধান পুরিএগ॥
পরসিএগ চক্র ভূমেতে পড়িল।
লাজ পাএগ অর্জ্জুন বির ধনুক থুইল॥
তবে ত হাসিএগ হরি দৃঢ় পরিকর।
নইল ধনুক বান আপনে গদাধর॥
বাম হাথে ধনুক ধরি আকর্ন্ন পুরিএগ।
এড়িল ত বান গোটা সন্ধান পুরিএগ॥
সংসারের সার গোসাঞিও সব মায়া জানি।

বানে কাটি মৎস গোটা[খ৭৩/১]পেলে চক্রপানি।
জয় জয় দুন্দুভি বাদ্য বাজএ আকাসে।
মঙ্গল হুলাহুলি কৈল জত শ্রী পুরূসে॥
তবে সেই মহারাজা হরসিত মনে।
প্রভুকে স্থাপিল লএগ্রা রত্ন সিংহাসনে॥
প্রতি দ্বার রম্য কইল কদলি পুতিএগ্রা।
সুবর্ন্ন ঘট আরোপিলা জয়র্দ্ধনি দিএগ্রা॥
দোসরি মোহরি বাজে জতেক বাজন।
নর্ত্তকি নাচএ গীত গাএত গায়ন॥
নাছে বাটে হাটে ঘাটে মঙ্গল হুলাহুলি।
চতুর্দ্দিগে জয়র্দ্ধনি সুনি কুল কুলি॥
দুন্দুভি সব্দে ইন্দ্র পুষ্প বৃষ্টি কৈল।
স্ত্রীলোক আসিএগ্রা জত মঙ্গল্য কইল॥
তবেত হরিসে রাজা পাদ্যার্ঘ নএগ্রা।
গন্ধ পুষ্প মাল্য দিল প্রভুকে ভুসিএগ্রা॥
এথাত রাজার রানি সখিজন নএগ্রা।
শ্রীর আচার কৈল মঙ্গল্য করিএগ্রা॥
লক্ষ দব্য অঙ্গে দিল নানা অভরন।
পাএতে নপুর দিল বাহেতে কঙ্কন॥
বিচিত্র পাটের সাড়ি পরে গঙ্গাজল।
সিতাএ সিন্দুর দিল নয়ানে কাজল॥
তবেত লক্ষ্মনা দেবি ত্রৈলোক্য সুন্দরি।
সঅম্বর স্থানে আইল হাথে মালা করি॥
সুক্ল বিচিত্র বস্ত্র আতঞ্চেলি দিএগ্রা।
অভরণে নানা রত্ন ভুসিত হইএগ্রা॥
মর্ত্ত গজগতি রামা নপুর বাজে পাএ।
চলিতে চলিতে জেন রাজহংসি জাএ॥
পুরস বিদ্যাধর রামা জানে সর্ব্বকলা।
সভা দিপ্ত কইল জেন চন্দ্র সোলকলা॥
হাথে মালা করি গেলা গোবিন্দের পাসে।
রোহিনি সহিত চন্দ্র জেন উদয় আকাসে॥
সুভক্ষনে সুভজোগে হইল দরসন।
মনি কাঞ্চন জেন হইল মিলন॥
দেখিএগ্রা সকল রাজা কামে হত চির্ত্তে।
[খ৭৩/২]খসিএগ্রা মটুক সভে পড়িলা ভুমিতে॥
ইসত হাঁসিএগ্রা দেবি মনরথ কামে।
কৃষ্ণের গলে মালা দিএগ্রা কইল প্রনামে॥
তবেত লক্ষ্মনা দেবী হরিস হইএগ্রা।
সাত প্রদক্ষিন কৈল কৃষ্ণকে বেঢ়িএগ্রা॥
দুন্দুভি সব্দে ইন্দ্র পুষ্প বৃষ্টি কৈল।

জত সব স্ত্রিগনে মঙ্গল হুলাহুলি দিল॥
জয় জয় সব্দ হৈল সকল সংসারে।
সঅম্বর হইলা দেবি দেব গদাধরে॥
তবে সেই মদ্র রাজা কৃষ্ণ ঘরে নএগ।
সাস্ত্র বিধানে কন্যা বিভা দিল গিএগ॥
সত সত রথ দিল জৌতুক বিধানে।
সট সহস্র হস্তি দিল লক্ষ ঘোড়া দানে॥
ছয় কোটি পাইক দিল নানা অস্ত্র দিএগ।
তিন সর্ত্ত কন্যা দিল রত্ন ভুসিএগ॥
নানা রত্ন দান দিল গোবিন্দ দেখিএগ।
নড়িলাত গদাধর কন্যা রত্ন নএগ॥
কামে হত চির্ত্ত হএগ জত নৃপবরে।
জুর্দ্ধ করিবারে পথে নড়িলা সর্ত্তরে॥
জিনিএগ সকল রাজা দেব শ্রীহরি।
লক্ষ্মনা সহিত গেলা দ্বারকা নগরি॥
অষ্ট নাইকা বিভা কইল গদাধর।
জেই জন যুনে তার পুরিহ মনহর॥
এহ লোকে সুখে থাকে যুন সর্ব্বজনে।
অন্তকাঁলে মুক্ত হয় গুনরাজ ভনে॥❁॥

নরক ও মুর দৈত্যবধ

॥ ধানসি রাগ ॥

প্রিথিবি উপামা রাজা নরক মহামতি।
মদ্ধা দেসে বৈসে রাজা জিনিএগ জুর্দ্ধপতি॥
চক্রবর্ত্তি রাজা সেই প্রিথিবি ভিতরে।
জিনিল সকল রাজা নিজ বাহু জোরে॥
কুবের জিনিএগ রথ আনিল নৃপবর।
মনি পর্ব্বত জিনিএগ তবে আনিল সর্ত্তর॥
কুড়ি সহশ্চ কন্যা বিভা করিব একুবারে।
তথির কারনে [খ৭৪/১] দেব দানবের কন্যা হরে।
জেই জেই রাজা সব বৈসে তৃভূবনে।
সভাকে জিনিএগ কন্যা আনিল ভূবনে॥
যুরপতি জিনিএগ আনিল অপ্সরী।
আদিতীর কুণ্ডল দুই আনিলেক হরী॥
মাএর কুণ্ডল হরিলেক দেখিলেক সুরপতি।
করিল অনেক জুর্দ্ধ নরক সংহতি॥
নারিল সহিতে ভঙ্গ দিল সুরপতি।
না পাইল কুণ্ডল মনে হইল বিস্মিতি॥
কেমতে ঘুচএ লাজ চিন্তিল তোথাই।
দ্বারকা আইল ইন্দ্র মাধবের ঠাই॥

দেখিঞাত গদাধর সম্ভ্রমে উঠিঞা।
বৈসাইল সুরপতি পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা।।
অনেক বিনয় করি জুড়ি দুই হাথ।
কি কারনে আইলা হেথা দেব সুরনাথ।।
যুনিঞা কৃষ্ণের বোল এক চির্ত্ত মনে।
কহিল নরক জত কৈল অপমানে।।
ভারাবতারনে প্রভু তোমার অবতার।
তোমা বিদ্যমানে হেন হএ অবেভার।।
অনেক সুন্দরি কন্যা আছে তৃভুবনে।
সকল হরিঞা পাপ কৈল এক স্থানে।।
বিংসতি সহস্র কন্যা বিভা করিব একুবারে।
সোল সহস্র এক সত আনিল নিজ ঘরে।।
নাহিঁ করে বিভা কন্যা আছে এক স্থানে।
করিবেক বিভা কন্যা বিংসতি প্রমানে।।
কুবের জিনিঞা মনি পর্ব্বত আনিল।
আমারে জিনিঞা মাএর কুণ্ডল নইল।।
আমার মায় পাঠাইল তোমার স্থানে।
ঝাঁট করি জাহ জোথা আছে নারায়নে।।
কৃষ্ণকে বলিঞা মার নরক মহামতি।
আনিঞা কুণ্ডল মোর দেহ সুরপতি।।
বলিঞা সকল কথা নড়িলা সর্ত্তরে।
নরক মারিঞা বিভা কর দামোদরে।।
বিনয় করিঞা ইন্দ্র পাঠাইল ঘর।
নরক[খ৭৪/২]সৈর্ন্য সাজে গদাধর।।
ঘরে বসি গোবিন্দাই আনিল হলধর।
পদ্মমন সাম্বু জত আপন কোঙর।।
বযুদেব দৈবকী উগ্রসেন রাজা।
পাত্র মিত্র আনি সভে কৈল তার পুজা।।
মন্ত্রণা করিল কৃষ্ণ সভা বিদ্যমানে।
নরক রাজা মারিব গিঞা ইন্দ্রের বচনে।।
অনেক সক্র মারিব য়ামী প্রিথিবী ভিতরে।
ভালমতে রাখিহ পুরি থাকিহ সত্তরে।।
গরুড়ে চড়িঞা গিঞা জিনিব নরপতি।
রথে চঢ়ি দারূক মাত্র আসুক সংহতি।।
সর্ত্তরে থাকিহ সভে পুরিত রাখিঞা।
নড়িলাত গদাধর সত্যভামা নঞা।।
প্রিয়া পাসে গরূড়ে চঢ়িঞা অন্তরিক্ষে।
জলে থাকি মুর দৈত্যে গদাধর দেখে।।
দুর্গম সে পুরিখান আতি ঘোরতর।
জলে বেষ্টিত পুরি লোহিত ভিতর।।

নরকের সখা মুর জলের ভিতরে।
দূর্দ্ধ করি বইসে তার পুরি রাখিবারে॥
পঞ্চমুখ দৈত্য আতি ঘোর দরসন।
জলে মর্ধ্যে জিনি সেই সকল ভূবন॥
সাত গোটা পুত্র তার জমের দোসর।
কৃষ্ণ দেখি জুঝিবারে নড়িলা সর্ত্তর॥
ডাক দিএগ বলে বির জাহ কোথাকারে।
পুরি রাখি বসি য়ামি জলের ভিতরে॥
পড়িলে সে মোর হাথে নিয়ত মরন।
আজি ত পাঠাব তোরে জমের সদন॥
এত বলি গোবিন্দকে এড়ে দসবান।
চক্রে কাটে গদাধর কইল খান খান॥
পুনরূপি যুল লএগ ধাইল সর্ত্তরে।
এড়িলেক সুল আছে দেখি গদাধরে॥
দস দিগ দিপ্ত করি জাএ কৃষ্ণ ঠাঞি।
বানে কাটি সুল গাছ পেলে গোবিন্দাই॥
[খ৭৫/১]পুনরূপি চক্র নএগ দেব চক্রপানি।
কাটিএগ সরির তার কৈল খানি খানি॥
মৈল মুর দৈত্য সব দেখি দেবগনে।
মুরারি বলিএগ কৈল পুষ্প বরিসনে॥
তার পুত্র ছিল তবে বাপের মরনে।
কৃষ্ণ সঙ্গে রন করি ছাড়িল জিবনে॥
সবংসে মাইল মুর দেব গদাধর।
গরূড়ে চড়িএগ গেলা পুরির ভিতর॥
দেখিএগ আইল নরক জুর্দ্ধ করিবারে।
অস্ত্র নএগ দম্ভ করি আইল সর্ত্তরে॥
মাইলে মোহোর সখা কইলে বড়াঞী।
মোর হাথে পড়িলে আজি জাবে জম ঠাঞি॥
হেনমতে কঠোর ঝেল বইলং দুই জনে।
বান বৃষ্টি করে দোহেঁ অদ্ভুত রনে॥
এথা বন্দি ঘরে জত রাজার কুমারি।
ঘট পাতী পুজে দেবি এক মন করি॥
ষুন দেবি পার্ব্বতি হরের ঘরনী।
দুঃখ সাগরে পার কর মা দুর্গতিনাসিনী॥
পাপিষ্ট নরক জেন বিভা নাহী করে।
নরক মারিএগ বিভা করান গদাধরে॥
ত্রিজগতের নাথ গোসাঞি করাহ স্মঙরন।
দুষ্ট মারি আমা সভে লেউন নারায়ন॥
নহে বা ত্রিবধ দিব তোমার উপরে।
তাহার স্মঙরনে প্রান তেজিব স্বরিরে॥

তবে জদি নাঞি পাই তাঁহার স্মঙরন।
কৃষ্ণ হাইবাসে মৈল হেন থাকিব ঘোষন॥
কেবল অনাথ বন্ধু সেই নারায়ন।
অনাথিনী আমরা কী পাব তাঁহার চরন॥
এতেক বিলাপ জদি কাঁন্দএ নারায়ন।
কৃষ্ণ নরকে জুর্দ্ধ তবে দেখিল সপন॥
হরিস বিসাদ হএঞা সব নারি গন।
সভে সভাকে পুছিএঞা হরসিত মন॥
সভে বলে দেখিল প্রভূ দেব নারায়ন।
একমতি হএঞা চিন্তি দেবির চরন॥
[খ৭৫/২]কৃষ্ণ নরকে জুর্দ্ধ এথা সুনি ততক্ষন।
দুইজনে কর্কস বাজিল দুর্জ্জয় রন॥
ধাএঞা ধনুকে রাজা জোড়ে দসবান।
বানে কাটিএঞা কৃষ্ণ কৈল দসখান॥
কোপে নরক রাজা আর বান জুড়িল।
আর বান জুড়িয়া গরুড়ে মারিল॥
পাখসাট মারি বানে এড়াইল গরুড়ে।
অগ্নিজুথ বান কৃষ্ণকে মারিতে জোড়ে॥
হাসিএঞাত গদাধরে এড়িল তিন বান।
বান সহিত ধনুক কাটি করে খান খান॥
ব্রহ্ম অস্ত্রে গুন তবে জানে নরপতি।
হাথে নইল দসদিগ করএ দিপতি॥
এড়িলেক সেলপাট কৃষ্ণের উর্দ্দেসে।
বিদ্যুৎ জেন হেনমত পড়িল আকাসে॥
চিন্তিত হইলা কৃষ্ণ দেখি সেলের মহিমা।
এড়িলেক সেলপাট জেন অগ্নির কোণা॥
বান বের্থ করি সেল আইসে কৃষ্ণ ঠাঞি।
চক্র এড়ি সেল কাটে দেব গোবিন্দাই॥
সেল বের্থ হইল মনে চিন্তি নৃপবর।
নাফ দিএঞা তার পাসে গেলা গদাধর॥
ঝাঁপিল ব্রার্থ্যের প্রায় ধরিল তাহারে।
গদা মুণ্ডে মাইল হাড় হৈল চুরমারে॥
পড়িল নরক রাজা দেখি দেবগনে।
জয় জয় সব্দ হৈল পুষ্প বরিসনে॥
গরুড়ে চড়িএঞা কৃষ্ণ সত্যভামা নএঞা।
দেখিল রাজার মাএ পুরি প্রবেসিএঞা॥
আইলা প্রিথিবি দেবি করপুট করি।
একভাবে স্তুতি করে দেখিএঞা শ্রীহরি॥
সুন দেব নারায়ন জগতঈশ্বর।

শৃষ্টী স্থিতি প্রলয় তুমি সর্ব্বেশ্বর॥
তুমিত শৃজিলে গোসাঞিঃ দেব দৈত্যগন।
গন্ধর্ব্ব দানব আর জত সুরগন॥
ব্রহ্মা রূপে তুমি নএগা জসের ভিতরে।
উর্দ্ধারিলে ধরনি আমা দসন সিখরে॥
[খ৭৬/১]আমার উপরে বির্য্যা এড়িলে শ্রীপতি।
তথি উপজিল রাজা নরক মহামতি॥
আমার পুত্র নরকের নইলে পরানি।
কোন আজ্ঞা হএ মোরে দেব চক্রপানি॥
সদয় হইয়া গোসাঞিঃ দয়া উপজিল।
অমৃত বচনে তবে ধরনি তুসিল॥
আতি শুরূভরে দেবী ক্রন্দন করিএগা।
ক্ষিরোদ গোহারি রহিল প্রজাপতি নএগা॥
হরিতে তোমার ভার আপুনি অবতরি।
মইল তোমার পুত্র বিসাদ কেনে করি॥
গোবিন্দ চরনে ধরণী পাইল বড় লাজ।
ভাল হৈল মাইলে গোসাঞিঃ দুষ্ট দৈত্যরাজ॥
সেই কুণ্ডল আনি দিল তবে কৃষ্ণ ঠাঞিঃ।
চরনে পড়িএগা বলে ধরনি মহাদেই॥
দেখিএগা সকল ভোথা দেবী সত্যভামা।
কতেক তোমার নারি নাহি তার সিমা॥
আলিঙ্গনে পৃয়ারে তুসিল গদাধরে।
তুমি ত প্রধান মোর জানেত সংসারে॥
অভ্যন্তর গেলা জোথা সকল ক্যাগন।
স্বামি করি বৈল সভে দেব নারায়ন॥
সোল সহশ্র এক সত অষ্ট রমনি।
একশ্বর বিভা কৈল দেব চক্রপানি॥
জতেক যুন্দরি কৃষ্ণ তত রূপ হএগা।
একে একে করিল বিভা সভারে আনিএগা॥
নরকের ধন জন সকট পুরিএগা।
নড়িলা দ্বারকা পুরি রথেত চড়িএগা॥
হরসীত সর্ব্বলোক দ্বারকা নগরী।
আদিতীর কুণ্ডল দিতে গেলেন শ্রীহরি॥
কুণ্ডল দিএগা আদিতীরে প্রনাম করি।
পুনরূপি দ্বারকা আইলা শ্রীহরি॥
সোল সহস্র এক স্বত অষ্ট রমনি।
সুখ মোক্ষ হএ আর নরকতারনি॥
ইহাতে বিস্ময় কিছু না করিহ মনে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিএগা নারায়নে॥ ❀॥

সত্যভামার কোপ ও পারিজাত হরণ

[খ৭৬/২]হেনমতে কৌতুকে দেব শ্রীহরি।
রূক্কিনি সহীত গেলা পর্ব্বত গিরি॥
নানা চিত্র ধাতু পর্ব্বত দেখিতে সুন্দর।
রূক্কিনি সহীত গেলা তোথা গদাধর॥
হেনকালে নারদ ঋসী আইলা সেই ঠাঞিও।
গৌরব করিঞা বসাইলা গোবিন্দাই॥
রূক্কিনি সহীত পুজা কৈল মাধাই।
পাদ্যার্ঘ দিঞা প্রভু কইল তোথাই॥
গোবিন্দ ইঙ্গিত তবে বুঝিঞা মুনিবর।
সর্গের সকল কথা কহিল সর্ত্তর॥
হাথে মালা করি বলে পাইল ইন্দ্র ঠাঞিও।
তোমার জোগ্য মালা হএ নেহ গোবিন্দাই॥
সম্ভ্রমে উঠিঞা মালা নিল গদাধর।
তুলিঞা দিল রূক্কিনির মস্তক উপর॥
লক্ষ্মির সমান দেবী সভাবে সুন্দরি।
ত্রৈলোক্য মোহিনি হৈলা পারিজাত পরি॥
নাহি রোগ নাহি সোক পুষ্পের পরসে।
কৃষ্ণ সঙ্গে কড়া করে রজনি দিবসে॥
হেনমতে সেইখানে আছেন শ্রীহরি।
নারদ ঋসী গেলা তবে দ্বারকা নগরি॥
সত্যভামার ঘর তবে গেলা মুনিবর।
রূক্কিনিরে পারিজাত দিল গদাধর॥
পারিজাত মালা পাইল ভিস্মক নন্দনি।
সৌভাগ্যে য়াগল হইলাম তোমার সতিনী॥
আমি জানি তুমি বড় সভার ভিতরে।
তবে কেনে পুষ্প তারে দিল গদাধরে॥
তোমার সরিরে দেবি নাহি কোন দোস।
তবে কেনে তারে দিল হইঞা সন্তোষ॥
প্রিথিবির দুল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত।
তোমারে না দিঞা তারে দীল জর্গন্নাথ॥
কুলে সিলে বড় সত্রাজিত নরপতি।
তাহার তনয়া তুমি রূপেত পার্ব্বতি॥
তোমা বিনে তারে কেনে দিলে গদাধর।
[খ৭৭/১]কহত স্বরূপে দেবী ইহার উত্তর॥
শুনিঞা নারদ বোল কুপিলা অন্তরে।
প্রনাম করিঞা কিছু পুছিলা ধিরে ধিরে॥
চরনে পড়হ ঋষি স্বরূপে কহ বাত।
রূক্কিনিরে গদাধর দিল পারিজাত॥
স্বরূপে পাইল পুষ্প দেবীত রূক্কিনী।

আমারে নির্দ্ধয় হৈলা দেব চক্রপানি॥
সুনিএগ মুর্চ্ছিত দেবী পড়িলা ধরনী।
সখিগন আসি তার মুখে দিল পানি॥

॥ বারাড়ি রাগ॥

চেতন পাইএগ দেবী পেলে অভরন।
রক্তবাস পরে দেবী রক্তচন্দন॥
খাট সিংহাসন এড়িলা পড়িলা ধরণী।
আছএ সুতিএগ দেবী তেজি অর্ন্নপানি॥
সত্যরে কৃষ্ণের ঠাঞি গেলা মুনিবর।
সত্যভামার দুস্খ জত কৈল গোচর॥
তোমার বিরহে দেবী তেজে অর্ন্নপানি।
দেখিবারে জাহ তোথা দেব চক্রপানি॥
নারদ বচন সুনি দেব গদাধর।
রুক্কিনি সহীত গেলা দ্বারকা নগর॥
সান্ত করি নিজ ঘরে পাঠাইল রুক্কিনী।
সত্যভামার ঘর তবে গেলা চক্রপানী॥
দেখিল সত্যভামা ভূমিতে পড়িএগ।
সঘনে নিস্বাস এড়ে কান্দিএগ কান্দিএগ॥
চারিদিগে সখীগন বিরস বদনে।
ডাণ্ডাইএগ সতির মুখ চাহে মনে মনে॥
ধিরে ধিরে গোবিন্দাই তার পাসে গিএগ।
নিসদিল সখিগনে হাথসান দিএগ॥
আমার গমন জেন সতি নাঞি জানে।
বিরহ সন্তাপে পৃয়া আছে অভিমানে॥
সখির হাথের বিয়নি নইল কাড়িএগ।
সত্যভামায় বাতাস করে সখি আড় হএগ॥
গোবিন্দের গাএর গন্ধে ঘর আমোদীত।
পাইএগ আ[খ৭৭/২]মোদ গন্ধ সতি চমকিত।
উঠিআ বসিল সতি চারিদিগে চাহে।
আজি কেনে সখি সুগন্ধি বায় বহে॥

॥ মল্লার রাগ॥

অধিক পোড়এ প্রান সুন প্রিয়া সখি।
রুক্কিনির স্বামি হেথা আইল হেন লখি॥
এত বলি রহে দেবি ক্রোধ করি মনে।
গোবিন্দকে চাহে দেবি আড় নএগনে॥
লাজ ভয়ে বিরস মতি দেখে গদাধর।
সখি লক্ষ করি বলে ক্রোধ উর্ত্তর॥
রুক্কিনির স্বামি কৃষ্ণ জানে সর্ব্বজন।

কপটে হেথাকে কেন আইল নারাঅন॥
রূপে গুনে সোভাগ্ন মোক্ষত রুক্কিনি।
তাহা নএগা বসতি কর দেব চক্রপানি॥
পোড়এ স্বরির মোর কৃষ্ণের দরসনে।
জালহ আনল সখি তেজিব জিবনে॥
বলিতে বলিতে সতি হইল অচেতন।
পুনরূপি ভূমেতে পড়ি কবয়ে ক্রন্দন॥
হার ছিণ্ডে বস্ত্র ফেলে লোটাঅ ভূমিতলে।
সর্ত্তরেত জাএগা কৃষ্ণ সতি কৈল কোলে॥

॥ মহাভাটি ॥

তুলিএগা পুছেন মুখ দেব চক্রপানি।
সান্ত করি ধিরে ধিরে বলে পৃয়বানি॥
কি কারনে পৃয়া কোপ করহ আমারে।
প্রানের দুল্বভ তুমি জানএ সংসারে॥
সত্যভামার দাস কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে জানি।
অকারনে কোপ কেন করহ রমনি॥
এতেক বচন জদি বৈল গদাধর।
মনেতে চিন্তিআ তারে দিলত উত্তর॥
আরাধিএগা গোরি পাইলাম তুমার চরন।
বড় ভাগ্যে পাইলাম আমি কমললোচন॥
বিভা কাল হইতে দয়া কৈলে আমারে।
তুমার বড় পৃয়া আমি জানেত সংসারে॥
দয়া করি নির্দ্দয় মোরে হইলে কি কারনে।
[খ৭৮/১]পুড়িএগা মরিব প্রভু তুমা বিদ্যমানে॥
প্রিথিবির দুল্লব পুষ্প পারিজাতে।
আমারে না দিএগা পরে দিলে জর্গন্নাথে॥
ছাড়িলে আমারে দয়া নারদ মুখে সুনি।
ছাড়িব জিবন গোসাঞী তেজিব পরানি॥
বলিতে বলিতে সতি করএ ক্রন্দন।
কোলে করি সান্ত করি কমললোচন॥
সত্য সত্য বলি আমি সুন সত্যভামা।
প্রানের দুল্লব তুমি সুন সত্যভামা॥
তুমার ক্রন্দনে দেবি পোড়েত পরানী।
বিসাদ তেজিএগা প্রিয়া বল প্রিয় বানি॥
এক গোটা পুষ্প মাত্র পাইল রুক্কিনি।
বৃক্ষ সম পারিজাত দিব তোরে আমি॥
হইব মহিমা বড় সুন সত্যভামা।
ত্রিভূবনে দিতে নাহি তুমার মহিমা॥
কৃষ্ণের বচন সুনি হরসিত মনে।

সত্যভঙ্গ না করিহ সুনহ বচনে।।
পুনরূপি সত্য বৈল কমললোচন।
পারিজাত দিব বলি দিল আলিঙ্গন।।
গাএর ধুলা জত হাথেত ঝাড়িঞা।
বাস্যাইলা বাম উরে কোলেত করিঞা।।
প্রনতি করিঞা সতি গোবিন্দ চরনে।
হাথে ধরি গদাধর বসাই আসনে।।

পারিজাত সংগ্রহে নারদকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ

॥ রামকিরি ॥

সখিরে আদেস করি জল আনিবারে।
গোবিন্দের দুই পদ পাখালিল ঘরে।।
গন্ধ নারাঅন তৈল উদ্বর্ত্তন কৈল।
জল তুলি সত্যভামা স্নান করাইল।।
পরিতে উত্তম বস্ত্র দিল গদাধরে।
সুগন্ধি চন্দন আনি লেপেন স্ববিরে।।
উত্তম আসন আনি কৃষ্ণ বস্যাইল।
মিষ্ট অর্ন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন কইল।।
ভোজন করিল প্রভু কমললোচন।
বিচিত্র পালঙ্গ লঞা করাইল সয়ন।।
[খ৭৮/২]পদতলে গিঞা সতি বসিলা আপনি।
দুই পায় জাঁতি তুষ্ট কৈল চক্রপাণি।।
হেনমতে নানা সুখে রজনি বঞ্চিল।
প্রভাতে নারদ মুনি ডাকিঞা আনিল।।
প্রনাম ভকতি করি বইসাল্য আসনে।
দুত হঞা চলহ তুমি ইন্দ্র ভুবনে।।
ইন্দ্রকে বলিহ মোর বচন বিস্তর।
তোমার কনিষ্ট কৃষ্ণ সুন সুরেস্বর।।
বিস্তর বিনয় করি পাঠাইল আমারে।
দেহত তাহারে পারিজাত তরুবরে।।
তোমার বচনে জদি না দেই পারিজাত।
দৃঢ় করি জানাইহ আমার সংবাদ।।
জদি বা তাহারে নাহি দিবে পারিজাত।
জুঝিছে তাঁহারে কবে গোবিন্দের সাঁথ।।
সচি আলিঙ্গন স্থান হৃদয় উপরে।
গদা মারি অবস্য নিবেন গদাধরে।।
এতেক কৃষ্ণের কথা সুনি সাবধানে।
তুরিত গমনে গেলা ইন্দ্রের ভুবনে।।

দেখিঞা সম্ভ্রমে ইন্দ্র পাদ্যার্ঘ্য দিঞা।
বৈসাইল আসনে তাঁরে বিনয় করিঞা॥
কোন কার্য্যে মহামুনী করিলে গমন।
নারদ বলে দুত হঞা আইলু তোমার ভুবন॥
পারিজাত নাগিঞা আমা পাঠাইল নারায়ন।
তাহার আদেস জত সুনহ বচন॥
জতেক বৃত্যান্ত কথা কহিল সর্ত্তর।
ষুনিঞা কুপিলা তবে দেব পুরন্দর॥
আপনা না জানে কৃষ্ণ মনস্য স্বরিরে।
পারিজাত নাগি চাহে জুর্দ্ধ করিবারে॥
কোথাহ না সুনি দেব মানুসে বিবাদ।
বোল বলি খণ্ডাএ কৃষ্ণ আপনার সাধ॥
চল চল মুনিবর করোঁ নমস্কার।
আইসে জুঝিতে সেই গোবিন্দ তোমার॥
এতেক উর্ত্তর বলি[খ৭৯/১]দেব পুরন্দর।
তোমার কারনে আজি সহি মুনিবর॥
বিরস হঞা নড়িলা তবে নারদ মুনিবর।
কহিল সকল কথা গোবিন্দ গোচর॥
তোমার বচনে কৃষ্ণ গেলাঙ সুরপুরে।
কহিলুঁ বিনয় করি ইন্দ্র বরাবরে॥
না সুনিল বোল মোর সুন জগর্ন্নাথ।
বিনি জুর্দ্ধে তোমারে না দিব পারিজাত॥
বিস্তর বড়াই তোমারে বৈল পুরন্দর।
মানুস হঞা পারিজাত চাহে গদাধর॥
তুমি ত নারদ মুনি তেকারনে সহি।
অন্যজন হইলে পাঠামুঁ জম ঠাঞিও॥
ভাল বলি নারায়ন গেলাঙ তোমার বোলে।
ভাগ্যে প্রান এড়াইলুঁ বাপের পুণ্যফলে॥
তোমার মহিমা কৃষ্ণ ঘোষে জগজনে।
ইন্দ্র অল্প জ্ঞান করি মোর নঞাছিল পরানে॥
নারদ বচনে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল।
ইসত হাসিঞা কিছু কহিতে নাগিল॥
আশু চল ঋষি তুমি জুর্দ্ধ দেখিবারে।
ইন্দ্র জিনি পারিজাত আনিব তরূবরে॥
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ সত্যভামা নঞা।
নড়িলা ইন্দ্রের পুরি রথেত চড়িঞা॥
আছএ অমৃত তোথা ইন্দ্র নন্দন বনে।
অনেক জোর্দ্ধা রাখে তোথা গন্ধর্ব্ব দেবগনে॥
তাহার নিকট পুরি নির্ম্মান কাঞ্চনে।
সচি নঞা ইন্দ্র তোথা থাকে সর্ব্বক্ষনে॥

দ্বারে প্রবেশ করি দেখিল পারিজাত।
গরূড়ে চড়িঞা তোথা গেলা জর্গন্নাথ॥
সুরপুরে ডাক দিঞা বৈল গদাধরে।
ইন্দ্রেরে বলিহ কৃষ্ণ লএ তরূবরে॥
এতেক বলিঞা তবে পুষ্প পাড়িল হাথে।
গরূড় উপর দিঞা নিল জর্গন্নাথে॥

পারিজাত লাভের জন্য
ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ

রক্ষকের মুখে হেথা যুনি পুরন্দর।
[খ৭৯/২]সহস্র নয়ানে ক্রোধ নড়িলা সত্যর॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বর্জ্র লইল হাথে।
জুর্দ্ধ দেখিবারে সচি আইলা তাঁর সাঁথে॥
হাথে বর্জ্রে ধাএ ইন্দ্র কৃষ্ণ নাগ নঞা।
ডাক দিঞা বলে ইন্দ্র না জাই পালাঞা॥
হাসিঞা উলটি জুর্দ্ধে রহিলা গদাধর।
নানা অস্ত্র বর্সন তবে করে পুরন্দর॥
অস্ত্র দেখি চক্র নঞা দেব নারায়ন।
চক্র কাটে খান খান করে ততক্ষন॥
মুনি অস্ত্র বর্জ্র পুন কৈল স্মঙরন।
বর্জ্র বের্থ হইলে হএ মুনির লঙ্ঘন॥
এতেক ভাবিঞা তবে দেব নারায়ন।
এক পাখ এড়িল তবে বিনতানন্দন॥
সেই পাখে ঠেকে ইন্দ্রের বর্জ্র বের্থ হইল।
চক্র নঞা শ্রীকৃষ্ণ পাছু খেদা দিল॥
দেখিঞাত সত্যভামা হাসিতে নাগিল।
সচির স্বামী কেনে রনে ভঙ্গ দিল॥
এত বলি সত্যভামা উপহাস করি।
পারিজাত নঞা তবে আইলা শ্রীহরী॥
হাসিতে হাসিতে সতি গোবিন্দের সঙ্গে।
পারিজাত পাঞা মনে আতি বড় রঙ্গে॥
আনিয়া রূপিল পুষ্প দ্বারের সমিপে।
একেতে সুন্দরী সতি অধীক হইল রূপে॥
নাহি মিত্যু র্জ্জরা ব্যাধি পুষ্পের পরসে।
সকল প্রসন্ন লোক দ্বারকাতে বৈসে॥
পারিজাত হরন কথা অদ্ভুত সংসারে।
এক চির্ত্তে সুনিলে তবে জাই বৈকুণ্ঠপুরে॥
সংসার তরিবে জবে চিন্ত নারায়ন।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরন॥

কৃষ্ণকে রুক্মিণীর বিজনসেবা ও রুক্মিণীর পতিভক্তি পরীক্ষা

।। ধানসি রাগ ।।

নানা রঙ্গে কৌতুকে লোক দ্বারকাতে বৈসে।
আনন্দিত সর্ব্বলোক রজনি দিবসে।।
সোল সহশ্চ এক সত অষ্ট রমনি।
একস্বর কৃড়া করে দেব চক্রপানি।।
[খ৮০/১]একদিন রূক্মিনির ঘরে দেব শ্রীহরি।
বসিঞা পালঙ্কে দোহেঁ করে কানাকানি।।
সুবর্ন্ন দণ্ডক বিয়নি বাও করে সখিজন।
দেখিঞা রূক্কিনি দেবি হরসিত মন।।
সিংহাসন হৈতে দেবি নাম্বিল ভূমিতলে।
সখির বিঅনি কাড়ি নইল নিজ করে।।
এক চিত্তে সুন্দরি রাম কৃষ্ণ সেবা করি।
হাসিতে হাসিতে বলেন দেব শ্রীহরি।।
তুমার বিভায়ে দেবি সকল নৃপবর।
অতি বড় জোদ্ধাপতি সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর।।
নানা অস্ত্র সাস্ত্র জেন গুনমনি মনি।
ভূবনে দুল্লভ রূপ কামদেব জিনি।।
নানা রত্ন অঙ্গুরি হস্তি রথ মনোহর।
মদ্ধ্য দেসে বৈসে রাজা ধর্ম্মে ততপর।।
হেন সব নৃপবর ইছিলে নাহি মনে।
নির্দ্ধন পুরূস আমা কৈলে বরনে।।
রায্যম্পদ নাহিক মোর নাহি নৃপাসন।
সমুদ্রের কুলে বৈসে হয়্যা য়ন্তজন।।
মিথ্যা বলিঞা কিবা ভাণ্ডিল তুমারে।
এড়িঞাত সিসুপালে করিলে আমারে।।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তুমি লক্ষ্মির সমানে।
সংসারে অধম আমি জানে সর্ব্বজনে।।
জাহার পোষর নহে সব ধনজন।
উত্তমে অধমে নহে বিভার মিলন।।
আমি ত অধম তুমি রাজার কুমারি।
আমাকে বলিঞা কৈলে রাজা পরিহরি।।
বিসেসেত সিসুপাল তোমার কারনে।
অধিবাস করি সেই হরিল চেতনে।।
পাইল জে ধন ম বড় সুনহ রূক্কিনি।
কি কারনে এত সবহ নৃপমনি।।
এতেক কৃষ্ণের বোল সুনিঞা সুন্দরি।
পায়ের অঙ্গুলি লিখে হেষ্ট মাথা করি।।
[খ৮০/২]এড়িব আমারে কৃষ্ণ মনে মনে করি।

হাসি খেলি তভু কিছু বলে পরিহরি ॥
হাথের বলআ ভূমে খসিএগ পড়িল।
এ চিত্র পুতলি জেন কাথেত লেখিল ॥
খানিক রহিএগ দেবি পৃথিবিতে পড়ে।
কদলির বৃক্ষ জেন অল্প ঝড়ে পড়ে ॥
মুৰ্ছিত পড়িল ভূমে হরিএগ চেতন।
খাটে হইতে পড়িল ভূমে তুলিল নারাঅন ॥
দুই হাথ দিএগ মুখ পুছিল চক্রপানি।
আর দুই হাথে ধরি কোলে করি আনি ॥
আলিঙ্গন দিএগ বৈল মধুর বচন।
কি কারনে ক্রোধ কর সুনহ বচন ॥
রহস্য করিএগ বৈল কৌতুক বচন।
তেকারনে প্রমাধ কেন কর অকারন ॥
ত্রাস পাএগ নিজ কান্তা বলে উচ্চস্বরে।
তাহাকে অধিক সুক নাহিক সংসারে ॥
তেকারনে হেন বাক্য বইল তোমারে।
ছাড়িএগ মনের সংঙ্কা দেহত উত্তরে ॥
এতেক কৃষ্ণের বোল সুনিএগ সুন্দরি।
না এড়িব কৃষ্ণ আমা মনে দৃঢ় করি ॥
হৃদয়ে সন্তোস হএগ জুড়ি দুই হাথ।
কান্দিতে কান্দিতে বলে সুন জগন্নাথ ॥
নিগুন পুরূস আমি বৈলে কি কারনে।
সেহ বোল বলি আমি সুন নারাঅনে ॥
ব্রহ্মা আদি জত জত ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
সগুন সরির গোস্মাঞী তুমি গদাধরে ॥
গুণ বিনা গুন প্রভূ কিছু কাজ নাই।
অবিনাসে বট প্রভূ আপনে গোস্মাঞী ॥
জে আর বইলে মোনে নাহি বাদ্যভার।
সেহ বোল বল প্রভু সংসারের সার ॥
ত্রিজগতের রাজা বট ইন্দ্র সুরপতি।
সেই ত তুমার দাস মনস্য অল্পমতি ॥
জখন চিন্তিল আমি তোমার চরন।
[খ৮১/১]পসুগন হেন দেখি সব রাজাগন ॥
না মারিয়া জুৰ্দ্ধ কর দেব স্ত্রীহরি।
নানা সুখ ভূঞ্জ তুমি বালককৃড়া করি ॥
আর বোল বইলে জে না জানে কোন জন।
ভিকারি ভিক্ষুক করে তোমার স্মরন ॥
তোমার পাদপদ্ম স্মরন করিব।
তত ভাগ্য করি কিবা জন্ম নভিব ॥
সেই সন্যাসি গোস্মাঞী তপে দগ্দ হএগ।

কতেক মরিএগ আছে তোমাকে ভাবিএগ।।
জেই ত তোমারে চিন্তে মনস্থীর করি।
আর জন্মে তেনমতে তোমাকে স্মঙরি।।
নির্গুন নিল্লেপ গোস্মাএগী সংসারের সার।
লোকহিত কারনে তোমার অবতার।।
তোমিত হইবে স্মামি মন স্থির করি।
তপ করি জেন আমি পুজি হর গৌরি।।
হইব স্বামী মোর দেব চক্রপানি।
বড় বড় রাজা জত তাখে নাহি জানি।।
তবে কেনে বল গোস্মাএগী ত্রিদস অধিকারি।
সজাই আনল জালি কাম্য করি মরি।।
এতেক বলিএগ দেবি পড়ে ভূমিতলে।
গায়ের বসন ভিজে নঅনের জলে।।
তবে দেব চক্রপানি দিএগ আলিঙ্গন।
তুষ্ট করি নিভাইল দেবীর ক্রন্দন।।
নানা হাস্য রঙ্গে কৃষ্ণ পালঙ্গ উপরে।
অদ্ভুত চরিত্র সুন কৃষ্ণ অবতারে।।
গুনরাজ খান বলে তরিতে সংসারে।।৬।।

বাণরাজার কাহিনী

।। রামকেলি রাগ ।।

দ্বারকায় নানা রঙ্গে বৈসে বনমালী।
[পুত্র]পৌত্র নএগ সুখে করে নানা কেলি।।
সোনীতপুরের রাজা বান নরপতি।
ত্যর জুর্দ্ধ সুন নর হএগ একমতি।।
সনক সাঁপে জয় বিজয় গোবিন্দ[খ৮১/২]অনুচর।
দৈত্যজোনি পাইল সংসার ভিতর।।
হিরন্যাক্ষ হিরণ্যকস্যপু প্রতাপ ভুবনে।
মায়াএ মাইল তারে দেব নারায়নে।।
তার পুত্র মহাজোগি প্রসাদ মহাসয়।
মুক্তিপদ পাইল তিহঁ গোবিন্দ সদয়।।
তার পুত্র বিরোচন ত্রিভুবনে রাজা।
তার পুত্র বলি কৈল বামনের পুজা।।
সপ্তদ্বিপা প্রিথিবি দান কৈইল নারায়নে।
সতেক পুত্র কন্যা নএগ গেলা পাতাল ভুবনে।।
সর্ব্ব জেষ্ট বান রাজা প্রিথিবিঁ ভিতরে।
নিরাহারে তপ করে পুজিএগ সঙ্করে।।
সাক্ষাত হএগ বর তারে দিল তৃলোচন।
সহস্রেক বাহু হৈল অজয় তৃভুবন।।
জিনিল সংসার রাজা নিজ বাহুবলে।

তৃভূবন বস করিআছে কুতুহলে॥
তপফলে হর গৌরি আছে তার ঘরে।
সুল হস্তে কার্ত্তিক তার আছএ দুয়ারে॥
একদিন মহাদেব সংহতি বসিঞা।
বলে বান নরপতি দর্প করিঞা॥
তোমার বলে বাহুবলে জিনিল ত্রিভূবন।
তোমা বিনু সম মোর আছে কোন জন॥
সহস্রেক বাহু মোর স্বরির ভিতরে।
বিনি জুর্দ্ধে মহাভার হইল আমারে॥
এতেক সুনিঞা হাসি বৈল সঙ্কর।
পাইবেত মহাজুর্দ্ধ সুন নৃপবর॥
আচম্বিতে ধর্বজা তোমার ভাঙ্গিব জখন।
আমি মর্দ্ধ্যা বিস্তে তবে দেব মহারন॥
এত বলি মহাদেব গেলা নিজ স্থানে।
অবোধ বান রাজার হরিস কৈল মনে॥
হেনকালে তার কন্যা উসা নাম ধরি।
জগত [খ৮২/১] মোহিনি রামা জিনিঞা বিদ্যাধরী॥
পুজি হর গৌউরি তপ করে একমতি।
প্রত্যক্ষ হইলা তারে দেবীত পার্ব্বতি॥
মাগ বর বইল তারে সদয় হইঞা।
বলে উসাবতি তারে চরনে ধরিঞা॥
তোমার প্রসাদে দেবি ধন জন সুখে।
কৌতুকে আছএ দেবি নাহি কোন দুঃখে॥
জৌবনের দসা হৈল সকল স্বরিরে।
হেনকালে কোন পতি হইব আমারে॥

উষা অনিরুদ্ধের স্বপ্নে মিলন

সুনিঞা উসার বোল হাসিলা ভবানি।
হইব উর্ত্তম পতি সুনহ রমনী॥
সুক্ল দ্বাদসি তিথী বৈসাখ মাসে।
স্বপ্ন পরিসিব তোমা উত্তম পুরুসে॥
সেইত তোমার পতি সুন উসাবতি।
বলিঞা চলিলা দেবী অন্তরিক্ষ গতি॥
তবেত সুন্দরি উসা স্থির করি মন।
বাসরে থাকিঞা করে দ্বিবস গমন॥
দৈবের ঘটনা তার খণ্ডনে না জায়।
সেই দিনে নানা রঙ্গে পালঙ্কে নিদ্রা জায়॥
নিসিকালে আইসে সেই পুরুস রতন।
নানা বিধি শৃঙ্গার তাথে কৈল রচন॥
শৃঙ্গারের সুখ উসা সপ্নেত পাইল।

চিয়াইঞা উঠিল তবে কাহো না দেখিল।।
মুৰ্চ্ছিতা পড়িলা ভূমে হরিঞা চেতন।
সঘনে নিস্বাস এড়ে করএ ক্রন্দন।।
চিত্রলেখা সখি তার প্রভাতে উঠিঞা।
চেত়ন করাইল তারে মুখে জল দিঞা।।
না কর বিসাদ মোরে সরূপে কহ কথা।
কি কারনে পাইলে তুমি এতেক আবস্থা।।
তবেত সুন্দরি উসা স্থীর করি মন।
রজনির কথা কহে করএ ক্রন্দন।।
দুই প্রহর রাত্রি সখি পালঙ্গ উপরে।
নানা সুখে নিদ্রা জাই আপন মন্দিরে।।
হেনকালে পুরুস এক স্যামল সুন্দর।
সর্ব্বাঙ্গে[খ৮২/২]সুন্দর সেই জিনিঞা অৎসর।।
আমা সনে শৃঙ্গার রচিল নানা সুখে।
সকল নক্ষন তার দেখিল পরতেকে।।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠি চাহোঁ সেই প্রাননাথ।
না দেখিঞা সখি তারে না পাঙ সোয়াথ।।
সর্ব্বাঙ্গে পোড়এ মোর দহে কামবানে।
ভূমিতে লোটাঙ তভূ নহে এ চেতনে।।
কোন বুদ্ধি করোঁ সখি পড়হু চরনে।
কোথা গেলে পাব সখি পতি দরসনে।।
উসার বচন সুনি কুম্ভাণ্ডনন্দনি।
হাথে ধরি বৈসাইঞা বইল পৃয়বানি।।
না কান্দ না কান্দ সখি স্থির কর মতি।
কেনে পাসরিলে জত বৈল ভগবতি।।
সপ্নে পুরুস জেই ভূঞ্জিব শৃঙ্গার।
সেই ত হইব দেখ স্বামি তোমার।।
তাহার বচন দেবী হইল পরতেক।
সফল হইল ইবে কেন কর সোক।।
চিত্রলেখার বচন সুনিঞা উসাবতী।
পুর্ব্ব সঙরন কৈল স্থীর হইল মতি।।
পুনরূপি বলে উসা সুন চিত্রলেখা।
কেমতে তাহার সঙ্গে হব মোর দেখা।।
স্যামল সুন্দর বর প্রথম জৌবন।
তাহা বিনে অন্য বর না লএ মোর মনে।।
কেনমতে পাব তবে পড়হুঁ চরনে।
ঝাঁট করি তার সনে করাহ মিলনে।।
এতেক করুনা করি বলিল বিনয়।
বিনয় করিঞা তবে প্রবন্ধ কথা কয়।।
না কান্দ না কান্দ সখি পড়হু চরনে।

ঝাট করি তার সনে করাহ মিলনে॥
তুমি কিনা জান মোর তৃভুবনে গতি।
সংসার লিখিতে পারি আমার সকতি॥
পট্টে লিখিঞা দিব সংসার সকল।
মনস্য দেবতা আর গন্ধর্ব কির্ন্নর॥
তিন দিনের ভিতরে দেখাব তৃভূবন।
[খ৮৩/১]তবেত থাকিহ তুমি স্থির করি মন॥
এত বলি চিত্রলেখা করিল গমন।
স্বর্গে জাঞা দেখিল জতেক দেবগন॥
পাতালের নাগলোক নেখিল কৌতুকে।
প্রিথিবিতে জত বৈসে নেখিল একে একে॥
তিন দীনে নেখিল পট্ট নর্জ্জা পরিহরি।...
এক পট্টে নেখে দেব গন্ধর্ব্ব কির্ন্নর।
না দেখিল চোর উসা তথির ভিতর॥
পাতাল চাহিল জত সুন্দর নাগলোক।
না দেখিঞা চোর উসা পাইল বড় সোক॥
তবে আর পট্ট চাহিল উসা সুন্দরী।
না দেখিঞা চোর তবে আপনা পাসরী॥
উত্যর পশ্চীম দিগ চাহিল সকল।
না দেখিঞা চোর উসা কান্দিঞা বিকল॥
স্থির হঞা দক্ষিন দীগ চাহিল সুন্দরী।
দেখিল পুরূস বর জেই কৈল চুরি॥
অঙ্গুলি দিঞা বলে সুন চিত্রলেখা।
এইত রাত্রির চোর করাহ মোরে দেখা॥
কাহার তনয় চোর বৈসে কোন দেসে।
কোন জাতি উতপতি ইহা কহত বিসেষে॥
সুনিঞা উসার বোল কহেন হাসিতে।
তোমা হেন ভাগ্যবতি নাহিক জগতে॥
ভারাবতারনে আইলা সংসারের সার।
তার পুত্র পদ্মমন কাম অবতার॥
তার পুত্র অনিরূদ্ধ স্বামি তোমার।
দ্বারকায় বৈসে ক্ষেত্রিকুলে অবতার॥
বড় ভাগ্যে স্বামি পাইলে বইল তোমারে।
আনিঞাত দিব তারে কহিল তোমারে॥
চিত্রলেখার বচন সুনিঞা উসাবতি।
ঝাঁট করি আনি দেহ মোর নিজ পতি॥
সর্ব্বকলা জান তুমি সর্ব্বত্র গতি।
না কর বিনয় জাব পুরি দ্বারাবতি॥
ক্ষেনে ক্ষেনে প্রান মোর দহে কামানলে।
মইলে তোমার শ্রম হইব বিফলে॥

নড় ঝাঁট জাহ সখি দ্বারকা নগরে।
নহেত শ্রীবধ দিব তোমার উপরে।।
[খ৮৩/২]উসার কাকুতি সুনি চিত্রলেখা বলে।
মইলে তোমার শ্রম হইব বিফলে।।

চিত্রলেখার দৌত্য

উসার কাকুতি সুনি চিত্রলেখা জায়।
অন্তরিক্ষে গিয়া তোথা দ্বারকা সান্তায়।।
এথা অনিরুদ্র দেব কামের কুমার।
সপ্নে জুবতি সঙ্গে ভূঞ্জিল শৃঙ্গার।।
কামে হত চির্ত্ত তার স্থীর নহে মতি।
কেমতে পাইব সেই সুন্দরি জুবতি।।
তেজিএগ খাট পাট আর নারিগন।
বিরস বদনে চির্ত্ত চিন্তে সর্ব্বক্ষন।।
হেনই সমএ তোথা গেলা চিত্রলেখা।
পুরি মদ্ধ্যে নিভৃতে দিল তারে দেখা।।
চিত্রলেখা দেখি অনিরূদ্র চমকীত।
দেখি তার রূপ গুন হইলা মুর্চ্ছিত।।
কার কন্যা কার নারি স্বরূপে কহ মোরে।
কেমতে দুর্গম লঙ্ঘি আইলে ভিতরে।।
অনিরুদ্র বচন ষুনি বলে বিদ্যাধরি।
দুত হএগ আইলাম তোমার নগরি।।
প্রিথিবি মণ্ডলে রাজা বান নরপতি।
তার কন্যা উসা নাম রূপেত পার্ব্বতি।।
তার সখি চিত্রলেখা নাম জে আমার।
মুনির বরে আমার সর্ব্বত্র গতি প্রচার।।
তেকারনে দুর্গম লঙ্ঘি আইলাঙ ভিতরে।
উসার বচন কিছু করিব গোচরে।।
সপ্নে চোর হএগ গেলা উসার নগরি।
ভূঞ্জিলে শৃঙ্গার সুখ নানা রঙ্গ করি।।
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠি চাহে কেহো নাহি পাসে।
তুমি রত্ন চুরি কৈলে কহিল বিশেষে।।
একে সে সুন্দরি উসা প্রথম জৌবনে।
তোমা বিনু অন্য তার না পড়এ মনে।।
তবেত তাহার বর অনেক চাহিল।
সুনিএগ সুন্দরি উসা ক্রোধ বড় হৈল।।
কেন সখি বল হেন পাপ বচন।
সতি ক্ষাতি জত মোর কইলে লঙ্ঘন।।
সপ্নে আমারে জেবা ভূঞ্জিল শৃঙ্গার।
তাহা বিনে অন্য স্বামি নহিব উসার।।

আনিঞাত দেহ মোরে সেই মহাসয়।
[খ৮৪/১]নহেত স্ত্রিবধ আজি দিবত তোমায়।
তার বোলে ত্রিভূবন পট্টেত লেখিঞা।
দিল তারে পট্ট খান নেহত চিনিঞা॥
একে একে তৃভূবন দেখিল সকল।
তোমাকে দেখিয়া পট্টে মুর্চ্ছিত কলেবর॥
কান্দি কান্দি বলে স্বরূপ বচন।
আনিঞাত দেহ মোরে রাখহ জিবন॥
তার বোলে আইলাঙ তোমার নগরে।
পাইবে সুন্দরি জবে নড়হ সত্যরে॥
চিত্রলেখার বচন সুনি পুরুস রতন।
সুনিতে সুনিতে তবে হরিল চেতন॥
মন স্থীর করি তবে বসিলা সত্যর।
হাথে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপর॥
যুন চিত্রলেখা বলোঁ লর্জ্জা পরিহরি।
সপ্নে ছুইল আমা সেইত সুন্দরি॥
তবেত আমার মনে না পড়এ আন।
তেজিঞা অর্ন্নপানি করিএ ধেয়ান॥
তেজিল খাট পাট আর নারিগন।
রাত্রি দীন মনে মোর সেই সর্ব্বক্ষন॥
প্রান রাখ সখি তোমার পড়িএ চরনে।
ঝাঁট করি তার সনে করাহ মিলনে॥
অনিরূদ্র বোল সুনি বলে চীত্রলেখা।
রথে চঢ়ি তার সঙ্গে করাহ মোণ দেখা॥
কামে অচেতন হঞা কিছু না গুনিল।
সেই রূপে তেন মতে রথেত চঢ়িল॥
কামাচার রথখান সেই কামরূপি।
সত্যরে পাইল গিঞা উসার নগরি॥
নিসাভাগ রাত্রে গেলা উসার মন্দিরে।
সঘন নিস্বাষ এড়ে আছএ সত্যরে॥
তার পাসে গিঞা সখি সিঘ্রগতি হঞা।
চেতন করাইল তার মুখে জল দিঞা॥

উষা অনিরুদ্ধের মিলন

বড় ভাগ্যবতি পাইলে অভিন মদন।
সেব্বা করি থাক তোমার সফল জিবন॥
উঠিঞাত উসা দেবি পাদ্য অর্ঘ নঞা।
বসাইল সিংহাসনে গন্ধ চন্দন দিঞা॥
সিংহাসনে বসাইঞা করাইল মিলন।
নাজে চিত্রলেখা কইল বাহিরে গমন॥

বিদ্যান পুরূস[খ৮৪/২]বর বিদ্যানুকুমারি।
ভূঞ্জিল শৃঙ্গার সুখ নানা রঙ্গ করি।।
উদয় আস্ত্র নাহি জ্ঞান রজনি দিবসে।
নৌতন জৌবন কন্যা সুন্দর পুরূসে।।
হেনমতে কন্যার কথোক দিন গেল।
পুরূস সঙ্গমে তার গর্ব্ভ উপজিল।।
জত অনুচরি সব প্রমাদ দেখিঞা।
বান মহারাজার ঠাঞি জানাইল গিঞা।।
ষুন মহারাজা তবে প্রমাদ বচন।
উসার ঘরে অন্তরিক্ষে আইলা কোন জন।।
স্যামল সুন্দর বর প্রথম জৌবন।
ভূঞ্জএ শৃঙ্গার নানা করএ রচন।।
এখন আছএ তোথা সঙ্কা নাহিঁ মানে।
আনিঞা জিজ্ঞাসা তুমি করহ বিধানে।।

বাণরাজার সঙ্গে অনিরুদ্ধের যুদ্ধ

সুনিঞা কুপিলা রাজা বান মহাসয়।
বন্দি করিবারে তারে সৈন্য পাঠাএ।।
সব সেনা জাঞা তবে উসার মন্দিরে।
বেঢ়িঞা রহিল তবে কহি দুষ্ট চোরে।।
হেনই সমএ তোথা পুরূস রতন।
উসা সঙ্গে পাসা কৃড়া করএ রচন।।
বেঢ়িল পাইকগন মনে নাহি ডর।
মরিতে আইল সভে জাবে জম ঘর।।
এত বলি পাসা এড়ি সম্ভ্রমে উঠিঞা।
নইল তাহার অস্ত্র সংগ্রাম কবিঞা।।
সেই অস্ত্র নঞা তবে করে মহারন।
অস্ত্রের প্রহারে সভার হরিল জিবন।।
যুর্দ্ধ জিনি অনিরুদ্র উসার সংহতি।
বসিঞাত নানা রঙ্গে কৌতুক করতি।।
সেনাপতি পড়িল সুনিল বান নৃপবর।
সিংহাসন হৈতে রাজা উঠিলা সর্ত্তর।।
আর চারি সেনাপতি সমুখে দেখিঞা।
অনিরুদ্র বান্ধিবারে দিল পাঠাইঞা।।
উচ্চস্বর করি বলে সুন যুর্দ্ধপতি।
জদি তারে বান্ধিতে নার অনেক সকতি।।
খড়্গে কাটিঞা তার হরিহ জিবন।
যুভক্ষন করি জুর্দ্ধে করহ গমন।।
রাজার আদেসে সেই চারি মহাসয়।
সিঘ্রগতি পাইল গিঞা উসার[খ৮৫/১]আলয়।

দেখিএগত অনিরুদ্র পালঙ্ক ছাড়িএগা।
যুর্দ্ধেরে চলিলা তবে সেই অস্ত্র নএগা॥
চারি সেনাপতি জুর্দ্ধ করিল বিস্তর।
কাটিল সকল অস্ত্র কামের কোঙর॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর সংগ্রাম ভিতরে।
চারি বীর কাটিএগা পাঠাইল জমঘরে॥
ষুনিএগত ক্রোধে রাজা বান নৃপবর।
নানা অস্ত্র লএগা তবে নড়িলা সত্যর॥
সৈন্য নএগা বেঢ়িল তবে উসার মন্দিরে।
বেঢ়িএগত বলে তবে কহি দুষ্ট চোরে॥
দেখিএগত উসা দেবী কাপিএগা অন্তরে।
বাপ হএগা দেখ মোর স্বামি বধ করে॥
অনিরূদ্রের বস্ত্র ধরিএগা কান্দে লোটাইএগা।
না করহ জুদ্ধ প্রভূ জাহত পালাএগা॥
উসার ক্রন্দন সুনি বলে মহাসয়।
না কান্দ না কান্দ পৃিয়া না করিহ ভয়॥
গোবিন্দের পৌত্র আমি কন্দর্পনন্দন।
আমারে জিনিব হেন নাহি তৃভূবন॥
ত্রাস ছাড়ি পৃয়া বসি দেখ সিংহাসনে।
সভারে মারিএগা রাজার নইব পরানে॥
বীরদাপ করি আমি সংগ্রাম ভিতরে।
দেখিএগত বান রাজা বলে উচ্চস্বরে॥
দেখ দেখ আইস হোর প্রথম জৌবন।
মরিবারে আইসে হেথা করিবারে রন॥
মার মার বলিএগা তবে বৈল নরপতি।
এড়িলেক নানা অস্ত্র বড় বড় সেনাপতি॥
একলা অনিরূদ্র ধনুক বান নএগা।
কাটিল সভার অস্ত্র আকর্ন্ন পুরিএগা॥
আর বান নএগা করে অস্ত্র বরিসন।
সেনাপতি কাটিএগা অদ্ভুত করে রন॥
দেখিএগা কুপিলা তবে বান নৃপবরে।
হাথে সুল করি জায় সংগ্রাম ভিতরে॥
অলপ ছাওাল হএগা করে মহারন।
এড়িলেক সুল পাটা করিএগা তর্জ্জন॥
দস দিগ সব্দ করে কি তার বাখান।
বানে কাটি অনিরূদ্র করে খান খান॥
ব্যর্থ হইল সুল[খ৮৫/২]দেখি বলির নন্দন।
সহস্রেক হাথে করে বান বরিসন॥
কাটিএগা সকল অস্ত্র পেলিল আকাসে।
দেখিএগত বান রাজা পড়িলা তরাসে॥

মোর অস্ত্র ব্যর্থ করে হেন নাহি তৃভূবনে।
ব্রর্ম্মা অস্ত্র নএগ্রা করে বান বরিসনে॥
মন্ত্রে ব্রর্ম্মা অস্ত্র এড়ে বড়ই প্রতাপ।
জত বান এড়ে সে সকল হএ সাপ॥
সর্প হএগ্রা আইসে আকাসে ধরিএগ্রা ফনা।
সাপের মুখে অগ্নি বাহির হএ কোনাকোনা।
বিসম সে নাগপাস সাপের সিয়লী।
জেই জোথা পাএ বান্ধে আথালি পাথালি॥
নাগপাসে অনিরূদ্র করিল বন্ধন।
কোন অস্ত্রে নাগপাস না জায় খণ্ডন॥
নাগপাস খণ্ডন তবে না জানি উপায়।
বন্দি হইল বীর বান রাজার ঠায়॥
সেই ঠাঞি বন্দি করি থুইল কারাগারে।
হাসিতে হাসিতে গেলা আপনার ঘরে॥
নাগপাসের জালে মুর্চ্ছিত ঘনে ঘন।
তার পাস গিএগ্রা উসা করএ ক্রন্দন॥
হার ছিণ্ডে বস্ত্র পেলে চাহে ভূমিতলে।
ভয় ছাড়ি কান্দে জাএগ্রা প্রভূ করি কোলে॥
পুজিলুঁ মো হর গোরি এক মন চির্ত্তে।
বর দিলা পার্ব্বতি মোরে হাসিতে হাসিতে॥
পাইব উর্ত্তম পতি পুরূস রতন।
হইল সফল পাইল কন্দর্পনন্দন॥
ছাড়এ প্রান প্রভূর সংগ্রাম ভিতরে।
তবে কেনে তুষ্ট দেবী হইলা আমারে॥
এত বলি কান্দে উসা ভুমিতে নোটাএগ্রা।
হেনকালে নারদ মুনি দেখিল আসিএগ্রা॥
না কান্দ না কান্দ উসা স্থির কর মতি।
এখন চেতন পাব তোমার নিজ পতি॥
অনিরূদ্র পাসে তবে গেলা মুনিবর।
আপনা পাসর কেনে কামের কোঙর॥
স্থীর মতি হএগ্রা চিন্ত দেবির বচন।
তবেত খসিব নাগপাষের বন্ধন॥
মুনির বচনে তিহঁ স্থির মতি করি।
একভাবে[খ৮৬/১]অনিরূদ্র দেবিকে সোঙরি।
তুমি দেবি নারায়নি ব্রর্ম্মানি ভবানি।
শৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি জগতজননি॥
তুমি জল তুমি স্থল পবন হুতাস।
তুমি মেরূ মন্দার তুমী কৈলাস॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমী সে জননি।
দুর্গতনাসিনী দেবি হরের ঘরনি॥

দুষ্ট দৈত্য মারিঞা রাখিলে তৃভূবন।
সংসার কারনে তুমি বিপদ বন্ধুজন॥
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র য়ামি কন্দর্পনন্দন।
মায়াজুর্দ্ধে বান আমা কইল বন্ধন॥
দোসহ বিসের জালে দগধে পরানি।
প্রান রাখ প্রান রাখ দেবি নারায়নি॥
অনেক বিধানে দেবিকে স্তুতি কৈল।
হাসিঞা পার্ব্বতি দেবি তারে তুষ্ট হৈল॥
মাগ বর পুত্র ভয় না করিহ আর।
ত্রিদসের নাথ আসি করিব উর্দ্ধার॥
দেবির বরে অনিরূদ্র কইল মন স্থির।
অমৃতে সিঞ্চিল জেন হইল সরির॥
পুনরূপি বলে তবে জোড় দুই করে।
বিস জালে রক্ষা কর অভয়া আমারে॥
অনিরূদ্র বোল সুনি বলে ভগবতি।
না করিব বিসরন স্থির কর মতি॥
বলিঞাত ভগবতি গেলা নিজ স্থানে।
সুখেত রহিল বির বিসের বন্ধনে॥
হেথা পুরি মর্দ্ধে নাহি কামের কোঙর।
না দেখিঞা পুরি মর্দ্ধে কান্দিঞা বিকল॥
পালঙ্কে আছিল এথা সুইঞা বসিঞা।
কোথা গেল কেবা নিল পুরি প্রবেসিঞা॥
পুত্র না দেখিঞা কাম চিন্তে মনে মনে।
সত্যরে জানাইল গিঞা গোবিন্দচরনে॥
ষুন ষুন গোবিন্দাই জগতইশ্বর।
কে হরিঞা নিল পুত্র পুরির ভিতর॥
কামের বচনে কৃষ্ণ ধ্যান কৈল মনে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল চিন্তিল ততক্ষনে॥
জানিল হরিল আসি উসার অনুচরি।
রথে চঢ়াইঞা গেল বানের নগরি॥
গুপ্ত বিভা[খ৮৬/২]করিয়াছে উসার ভূবনে।
জানিঞা বান্ধিল রাজা অনেক জতনে॥
তাহার উর্দ্ধার মনে চিন্তিল গদাধর।
জানিবারে লোক পাঠাইল সর্ত্তর॥
সর্ব্বত্রে পাঠাইল দুত উর্দ্দেস করিতে।
হেনকালে আইলা নারদ আচম্বিতে॥
দেখিঞা নারদ কৃষ্ণ সম্ভ্রমে উঠিঞা।
বইসাইল পাদ্যার্ঘ আসন তারে দিঞা॥
সান্ত হঞা বলে তারে সুন গোবিন্দাই।
ডাক দিঞা মুক্ষ্য মুক্ষ্য আন এই ঠাঞি॥

কৃষ্ণের সঙ্গে বাণরাজার যুদ্ধ

নারদ বচনে কৃষ্ণ ইসত হাসিঞা।
বল আদি করি আনিল ডাক দিঞা॥
কহন্তি সকল কথা নারদ মুনিবর।
জেনমতে অনিরূদ্রে বান্ধিল নৃপবর॥
যুন যুন সর্ব্বলোক অদ্ভুত কথা।
নাগপাসে অনিরূদ্র দুস্খ পাএ তোথা॥
একেস্বর অনিরূদ্র সংগ্রাম ভিতরে।
জুর্দ্ধ করি মাইলেক বড় বড় বিরে॥
মায়া জুর্দ্ধে করি তবে বান নৃপবরে।
নাগপাস বন্ধনে তবে বান্ধিল তাহারে॥
নারদ বচন সুনি দেব গদাধর।
সাজ সাজ বলিঞা দিল ঘোষনা নগর॥
এতেক আদেস জবে বইল গদাধর।
কটক সাজন বাদ্য বাজিছে বিস্তর॥
হস্তির পিষ্টে দামা বাজে কাংস্য করতাল।
ঢাক ঢোল পড়া বাজে ষুনিতে রসাল॥
বির মাদল বাজে সপ্তস্বরা বিন্দু আন।
দোসরি মোহরি বাজে বাদ্য প্রধান॥
রন সাজে সারথি রথ আনিল সর্ত্তরে।
হস্তি ঘোড়া পাইক ভাগ সাজিল থরে থরে॥
উগ্রসেন মহারাজা পুরিতে রাখিঞা।
নড়িলাত কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্ব সন্য নঞা॥
সত্তরে পাইল গিঞা গরূড় সংহতি।
বেঢ়িল সোনিতপুরি নঞা সেনাপতী।
সেই পুরিখান দেখিতে ভয়ঙ্কর।
গড়খাআই ভাবু চতুর্দ্দিগে জল॥
তাহেত বেঢ়িঞা আছে অগ্নির পাঁচিরে।
আকাস পাতাল ভেদ নাঞি বাউর প্রচারে॥
মনস্য দেবতা সক্তি প্রবে[খ৮৭/১]সিতে নারি।
সন্য সহিত বলভদ্র নড়িলা শ্রীহরি॥
অগ্নি বাঢ় দেখিঞা কৃষ্ণ গরূড়ে বইল।
নির্ব্বান করহ অগ্নি তোমারে ভার দিল॥
কৃষ্ণের বচনে গরূড় সত মুখ হঞা।
পিল জে বিস্তর জল সমুদ্র কুল গিঞা॥
উগারিঞা পেলিল জল অগ্নির উপরে।
নিভাইল অগ্নি তবে দেখিল গদাধরে॥
হরসিত গদাধর সব সেনা নঞা।
প্রবেসিল পুরি মর্দ্ধে জয় জয় দিঞা॥
বান রাজার ঠাই দুত সকল কহিল।

রাম কৃষ্ণ আসি তোমার পুরি প্রবেসিল॥
দুত মুখে যুনি কথা বান নৃপবর।
মরিতে আইল গোপ আমার নগর॥
পুরি প্রবেসিতে তারে দ্বার ছাড়ি দিব।
সহস্রেক হাথে তার কাটিঞা পেলাব॥
সফল হইল বর মোরে দিল তৃলোচন।
অনেক দিবসে আজি কিছু পাব রন॥
এত বলি নাচে বান হরিস মন করি।
সহশ্চেক হাথে নাচে চাক ভাঁঙরি॥
দ্বাদস অক্ষোহিনি সেনা নঞা গদাধর।
তত সৈর্ন্য সাজিলেক বান নৃপবর॥
হাথে সুল মহাদেব বানের আগু গিঞা।
কৃষ্ণ সঙ্গে জুর্দ্ধ করে কার্ত্তিক নইঞা॥
সুল দেখি চক্র নইল গদাধর।
দুইজনে জুর্দ্ধ হইল অতি ঘোরতর॥
কল্পান্ত ক্ষয় জেন ঘোর দরসন।
দুই জনে জুর্দ্ধ দেখি কাঁপে তৃভুবন॥
সার্ত্তকি সহিত জুর্দ্ধ বান নরপতি।
প্রদুম্ন সনে জুর্দ্ধ করে কার্ত্তিক সেনাপতি॥
কুম্ভাণ্ড কৃপ কর্ন্ন দুই মহাবিরে।
প্রখর গন সঙ্গে জুর্দ্ধ কইল বিস্তরে॥
গদ সাম্বু সার্ত্তকি জত মহারথি।
অন্যর্ন্যে করে জুর্দ্ধ নইঞা সারথি॥
কৃষ্ণ মহাদেবে জুর্দ্ধ অনেক নাগিল।
প্রলয়কালের জেন সংসার মানিল॥
সকল সংসার পোড়ে আনল উঠিল।
প্রলয় কালের জেন সংসার মজিল॥
হেনমতে জুর্দ্ধ হইল বড় ঘোরতর।
[খ৮৭/২]সহিতে নারিল জুর্দ্ধ ভঙ্গ দিল হর।
মহাদেব এড়ি কৃষ্ণ ধাইলা সর্ত্তরে।
হাথে চক্রে ধায় কৃষ্ণ বান মারিবারে॥
পুত্রের মরন হয় দেখিল মাহেস্বরী।
বিবস্ত্রে ডাণ্ডাইলা মর্দ্ধ্যে হঞা দিগম্বরি॥
দেখিঞাত গদাধর বিমুখ হইঞা।
হাথে চক্রে জুর্দ্ধে এড়ি ইসত হাসিঞা॥
অবসাদ পাঞা রাজা গেলা নিজ ঘরে।
মহেস্বর জর পাঁচে জুর্দ্ধ করিবারে॥
আসিঞাত জুর্দ্ধে জর গোবিন্দ বেড়িঞা।
জর ঘায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বিত পাইঞা॥
খানিক সম্বিত পাঞা স্থির হৈল মন।

বৈষ্টব জর তবে প্রভূ কৈল শ্রীজন।।
উঠিঞা সম্ভ্রমে জর কৈল জোড়হাথ।
কোন আজ্ঞা হয় মোরে দেব জগর্ন্নাথ।।
সফল মানিলুঁ জন্ম আপন জিবন।
দেখিলুঁ নয়ন ভরি তোমার চরন।।
কত কত জন্ম ব্রর্হ্মা কত তপ করি।
তবে কি তোমার পদ্ম পরসিতে পারি।।
আমার ভাগ্যের সিমা বলিতে না পারি।
কোন আজ্ঞা হএ মোরে দেব শ্রীহরি।।
জরের বচনে তুষ্ট হাসিঞা নারায়ন।
পাপ জর নিক্ষেপ কর বইল বচন।।
এতেক আদেস পাঞা প্রদক্ষিন হঞা।
মার মার সব্দে জায় তর্জ্জন করিঞা।।
দুই জরে জুর্দ্ধ হৈল অতি ঘোরতর।
কেহো কাহো জিনিতে নারি একুই সোসর।।
তবেত বৈষ্ণব জর সক্রোধ হইঞা।
বুকেত বসিল তার নিস্তেজ করিঞা।।
মোহিত হইঞা জর করএ প্রনতি।
প্রান রাখ প্রান রাখ দেব শ্রীপতি।।
তুমি দেব নারায়ন তুমি মহেস্বর।
অষ্টলোকপাল তুমি দেব পুরন্দর।।
শ্রিজিলে সকল শ্রীষ্টি তুমি অধিকারি।
শ্রীজিঞা আমারে কেনে প্রানে হিংসা করি।।
তোমার মায়াঅ স্থির নহে ব্রর্হ্মা মহেস্বরে।
মুঞি অধম কি জানিমু তুমি কৃপামএ।।
তোমার প্রতাপ গোসাঞি কার প্রানে সই।
[খ৮৮/১]শ্রীজিঞা আমারে কেনে হরহ গোসাঞি।।
জার নাম নইলে তরি ঘোর মহামার।
আপন সাক্ষাতে দেখ তাঁর আগুসার।।
কৃপা কর কৃপানিধি লইলাঙ সরন।
না জানিঞা দোস কৈল রক্ষ নারায়ন।।
কেবল দয়ার নিধি দেব নারায়ন।
রনস্থলে হইলা প্রভূ চন্দ্রবদন।।
জরের প্রনতি সুনি দয়া উপজিল।
ইসত হাসিয়া কৃষ্ণ তারে তুষ্ট হৈল।।
না করিহ চিন্তা জর না করিহ ভয়।
হরিল আপন জর হইঞা সদয়।।
এইত প্রস্তাব জেই স্বণ্ডরএ সংসারে।
জরের সর্কতি কিছু নইব তাহারে।।
সুন সুন জর অহে কহিএ তোমারে।

না করিহ বল তারে মুনহ উর্ত্তরে।।
এতেক উর্ত্তর জর জবেত সুনিল।
ভাল ভাল বলিএগ প্রনাম করিল।।
এতেক প্রনাম করি গেল নিজ ঘর।
জর বের্থ হইল সুনে বান নৃপবর।।
জর বের্থ হইল বান রূসিল অন্তরে।
হাথে সুল করি জায় সংগ্রাম ভিতরে।।
অনেক অস্ত্র অবতার করে নৃপবর।
চক্রে কাটি খান খান করে গদাধর।।
পুনরূপি বান রাজা সুল নইল হাথে।
সুল দেখি চক্র নইল দেব জর্গন্নাথে।।
দস দিগ দিপ্ত চক্র কইল আকাসে।
দেখিএগত বান রাজা পড়িলা তরাসে।।
হেনকালে বানের আগে মহাদেব গিএগ।
জোর হাথে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিএগ।।
তুমি দেব নারায়ন তুমি উমাপতি।
সর্ব্ব দেবগন তুমি দেব পসুপতি।।
তুমি জম বরূন অগ্নি হুতাস।
তুমি সর্ব্ব জগত তুমি কবিলাস।।
তুমি জপ তুমি তপ তুমি দ্রিসিগন।
তুমি দিবারাত্রি দণ্ড প্রহর লক্ষন।।
তোমার প্রসাদে গোসাঞি সংসার ভিতরে।
মহাদেব বলি লোক বলএ আমারে।।
পুত্রবর দেহ গোসাঞি বান নৃপবরে।
তুমি হরিলে নির্বোদিব আর কারে।।
একবার দোস জদি খণ্ড নারায়ন।
অনেক মহিমা তোর হব তৃভূবন।।
মহাদেবের বোলে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল।
নাহি নিব প্রান তার স্বরূপে বলিল।।
পুর্ব্বে প্রসাদ প্রতি[খ৮৮/২]আমি দিল বর।
না মারিব কেহো তোমার বংসের ভিতর।।
বিসেসেত তুষ্ট তুমি তাহে দিলে বর।
না নিব প্রান তার সরূপ উর্ত্তর।।
সহস্রেক বাহু হএগ আছ প্রিথীবি ভিতরে।
বাহু মদে মর্ত্ত হএগ প্রান হিংসা করে।।
তথীর কারনে আজি কাটিব বাহু গনে।
চারি খণ্ড রাখিব বাহু তোমর কারনে।।
এতেক সুনিএগ হর অনুমতি দিল।
চক্র জাএগ বানের হস্ত সকল কাটিল।।
দেখিএগত মহাদেব কোলেত করিএগ।

আনিল কৃষ্ণের ঠাঞিঃ সদয় হইঞা ।।
পদ্ম হস্ত দেহ গোসাঞিঃ বান নৃপবরে।
চক্র ঘায় কাতর রাজা বড়ই অন্তরে ।।
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ পরস কইল।
চারি খণ্ড হস্ত দুগুন যুন্দর হইল ।।
তবে বান নরপতি কৃষ্ণ ঘরে নঞা।
আনিলত মহাদেব হাতেত ধরিঞা ।।
পাদ্যার্ঘ দিল তবে উর্ত্তম সিংহাসন।
নানা অভরন দিল সুগন্ধি চন্দন ।।
ধুপদিপ উপহার নৈবিদ্য নানা ধনে।
পরম আনন্দে পুজা কৈল নারাঅনে ।।
সম্ভ্রমেত গিঞা বান উসার মন্দিরে।
মুক্ত করি অনিরূদ্র আনিল সর্ত্তরে ।।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে নঞা কৈল সন্নিধান।
নানা রত্ন দিঞা কৈল উসা কন্যা দান ।।
রথ রথী অশ্ব দিল জৌতুক বিধানে।
দাস দাসী গন দিল ভূসিঞা রতনে ।।
নড়িলাত গদাধর সব সেনা নঞা।
অনিরূদ্র উসা সঙ্গে রথেত চড়িঞা ।।
দ্বারকা আসিঞা কৃষ্ণ মহোৎসব করি।
আনন্দিত হঞা লোক আপনা পাসরী ।।
হেনক অদ্ভুত কথা সুন এক মনে।
কৃষ্ণের বিজয় হৈল উসার হরনে ।।
যুনিলেত যুখ হয় না করিহ বিস্ময়।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ সদয় ।। ধুং ।।

নৃগরাজার উপাখ্যান

।। ধানসী রাগ ।।

কথোদিনে দ্বারকায় কৃষ্ণের কুমার।
প্রদ্যুম্ন আদি গেলা করিতে বিহার ।।
প্রভাস নিকটে রম্য কানন ভিতরে।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে কৃড়া করএ বিস্তরে ।।
কৃড়া ঢঙ্গে রৌদ্রে তৃসায়[খ৮৯/১]বিকল।
সকল অরন্য চাহি না পাইল জল ।।
এক গটা কুপ মাত্র দেখিল কথোদুরে।
সকল জদু গেল তাহার নিকটে।।
দেখিলত কেঙ্কলাস কুপে মহাকায়।
অধোমুখে নিরোদকে পড়িঞা আছয় ।।
কুপের চারিভিতে পুরিঞা সরিরে।
জল পিতে নাহি পাএ নড়িতে না পারে ।।

তবে জদুগন তারে হইলা সহায়।
জেমতে নিস্তার হেতু চিন্তিল তোথায়॥
অরন্যের ত্রিন কাষ্ঠে দড়ি পাকাইঞা।
হাথে গলে দিঞা টানে একচির্ত্ত হঞা॥
তভুত তুলিতে নারি কোন মহাজনে।
সত্যরে জানাইল গিঞা গোবিন্দচরনে॥
সুন সুন নারায়ন অদ্ভুত কাহিনী।
এক গোটা কেঙ্কলাস পিতে গেল পানি॥
নিরদক কুপে পড়ি ছাড়এ পরানি।
আমি সব জত্ন করি কইল টানাটানি॥
তভূত তুলিতে তাহা নারি মহাকায়।
প্রান ছাড়ে মহাকায় হওত স্বহায়॥
ষুনিঞা পুত্রের বোল হাসেন গদাধর।
তত্য জানি জায় কৃষ্ণ অরন্যে ভিতরে॥
দেখিল পুরূস কেঙ্কলাস মহাকায়।
বাম হাথে ধরি কৃষ্ণ উপরে পেলায়॥
কৃষ্ণের পরসে উঠে সেই মহাসয়।
কেঙ্কলাস রূপ ছাড়ি বিদ্যাধর হয॥
জোড়হাথে স্তুতি করে গোবিন্দচরনে।
তোমার পরসে হইল সাঁপ বিমোচনে॥
তুমি দেব নারায়ন সংসারের সার।
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার অবতার॥
তোমার স্মঙরনে নর পায়েত মুকতি।
পরসিলে আমারে দেব শ্রীপতি॥
আমার ভাগ্যের সিমা বলিতে না পারি।
আজ্ঞা কর কোন ধর্ম্ম ভূঞ্জিব শ্রীহরি॥
ষুনিঞা নৃপের বোল হাসিতে হাসিতে।
জানিঞা সকল তর্ত্ত বৈল ক[খ৮৯/২]হিতে।
কোন জাতি কোন নাম্ম কহ সব কথা।
কি কারনে পাইলে তুমি এতেক আবস্থা॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর দেখি দেব অবতার।
কেঙ্কলাস জোনি কেনে হইল তোমার॥
ষুনিঞা কৃষ্ণের বোল জুড়ি দুই হাথ।
সকল বৃত্তান্ত তুমি জান জর্গন্নাথ॥
আপনার ধর্ম্মাধর্ম্ম কহিতে না জুয়ায়।
তুমিত কহিলে কহি ষুন মহাসয়॥
ইক্ষ্বাকুঁ নন্দন আমি মৃগ নাম ধরি।
চক্রবর্ত্তি মহারাজা জগতে অধিকারি॥
নিজ বাহুবলে আমি ত্রিভুবন জিনী।
উচিতে পালিল প্রজা সুন চক্রপানি॥

নানা দান ধর্ম্ম আমি কৈল সত্য চির্ত্তে।
বিশেষে গোদান আমি কৈল ভাল মতে॥
শৃষ্টির আপার জত জত তারাগন।
প্রিথিবীর রেনু জত যুন নারায়ন॥
তত ধেনু দিল আমি সুরভি সহিতে।
হেম শৃঙ্গ রূপ খুর দুগুন সহিতে॥
দুগ্ধবতি আরোগীনি উচিতে কিনিঞা।
প্রতিদিনে বিশিষ্ট দ্বিজে দিএত পুজিঞা॥
হেনমতে প্রতিদিনে শৃঙ্গদান কৈল।
অজ্জুত অসঙ্খ্য সেই গনিতে নারিল॥
একদিনে এক শৃঙ্গ হারাইল দ্বিজবর।
দৈবে সাম্ভাইল মোরে গোষ্ঠের ভিতরে॥
আর দীন শৃঙ্গ দান কৈল আর দ্বিজে।
আঙ্গাতে কইল দান শৃঙ্গগন মাঝে॥
দান নঞা দ্বিজবর পথেত জাইতে।
চিনিঞাত পুর্ব্ব দ্বিজ শৃঙ্গ নৈল হাথে॥
কালিত রাজার ঠাঞি দান পাইঞা।
চুরি করি নঞা জাই ধেনু মিসাইঞা॥
এত বলি লএ সেই ক্রোধ করিঞা।
রহাইল সেই দ্বিজ আপন বলিঞা॥
আজিত রাজার ঠাঞি দান আমি পাইল।
বলাবলি দুই দ্বিজে কন্দলি নাগীল॥
কেহো নাহিঁ এড়ে ধেনু দুহেঁত ধরিল।
সেই|খ৯০/১|ধেনু নঞা তবে আমার ঠাঞি আইল॥
আসিঞা আমারে বহুত বৈল ধিক বানী।
এক শৃঙ্গ দোঁহাকারে দিল নৃপমনি॥
এত বলি সেই ধেনু দোঁহে নাহি এড়ি।
সহস্রেক দিব বলি তভু নাহি ছাড়ি॥
অনেক বিনয় করি দ্বিজের চরনে।
দুই সহশ্চ দেঙ আমি এক ধেনু দানে॥
তভু না যুনিল কেহো আমার বচন।
কলহ করিঞা দোঁহে করিল গমন॥
দুহেঁত বিরোধ করি গেলা নিজ ঘরে।
প্রবোধিতে নারিল তারে সুন গদাধরে॥
কথোদিনে মৃত্তকাল হইল আমার।
নঞা গেল জমদুতে জমের দুয়ার॥
তবে জিজ্ঞাসিল মোরে ধর্ম্ম অধিকারি।
তোমার জত্তেক ধর্ম্ম গনিতে না পারি॥
নানা দান নানা ধর্ম্ম কইলে নরপতি।
উচিতে পালিলে প্রজা হইব যুমতি॥

ধর্ম্ম ছাড়িঞা তুমি না দিলে আন মনে।
আজ্ঞাতে ইসত কৈলে ব্রর্ম্মস্ব গ্রহনে।।
দুই দ্বিজে শৃঙ্গ হেতু কলহ করিঞা।
আইল তোমার ঠাঞিও সেই ধেনু নঞা।।
প্রবোধিতে তাহারে নারিলে নৃপবর।
সেই পাপ হৈল তোমার স্বরিরে ভিতর।।
অল্প অধর্ম্ম ইহা গনিতে না পারি।
ভূঞ্জিবেত কোন ভোগ বল দৃঢ় করি।।
জমের বচন যুনি মনেত গুনিঞা।
অল্প অধর্ম্ম আগু ভূঞ্জিবেত গিঞা।।
এত বলি জম বলে জে তোমার মনে।
কেঙ্কলাস রূপ আমি হইলাঙ তখনে।।
অধোমুখে উর্দ্ধ পদে নিরোদক কুপে।
পড়িঞাত নারায়ন ভূঞ্জি এই পাপে।।
বড় ভাগ্যে পরসিল তোমার চরন।
খণ্ডিলে সকল পাপ শ্রীমধুসোদন।।
জেই পদ আসে ব্রর্ম্ম' ..াবিছে নিরন্তর।
পঞ্চমুখে গাইছেন নারদ মুনিবর।।
জেই গুন গাইঞা মহেস হৈল ভোলা।
জিব উর্দ্ধারিতে প্রভু করহ হাস্য খেলা।।
আমার ভাগ্যের সিমা বলিতে[খ৯০/২]না পারি।
পরস কইলে আমা দেব শ্রীহরী।।
বলিতে বলিতে রথ আইল সর্ত্তরে।
রথে চড়ি স্বর্গ গেলা সেই নৃপবরে।।
দেখিঞা সুনিঞা জত কৃষ্ণের কুমার।
অদ্ভুত নাগিল তারে হৈল চমতকার।।
তবে গোবিন্দাই সর্ব্ব পুত্রে ডাকি আনি।
বইল যুনিলে পুত্র মৃগ মুখ বানি।।
বিসেষে ব্রর্ম্মস্ব বড় সুন পুত্রগন।
ব্রহ্মস্বেত বংস নাস বিসেষে গোধন।।
অজ্ঞাতে ব্রর্ম্মস্ব হিন জেবাজে সংহরে।
যনে এক বিংসতি পুরুস নাস করে।।
অর্থ দান প্রদান দ্বিজের জেই জন হরে।
কোটি জন্ম মরে সেই কুম্ভিকা ভিতরে।।
সাবধান হইহ পুত্র বইল তোমারে।
ব্রর্ম্মস্ব নিকটে পাছে কেহো কভূ জাএ।।
এত বলি সভা নঞা দেব দামোদর।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরির কিঙ্কর।। ৬ ।।

শাম্ব কর্তৃক লক্ষ্মণা হরণ
ও শাম্বকে বলদেবের সহায়তা

বলের বিজয় নর ষুন এক চির্ত্তে।
দুর্জ্জোধনের কন্যা সাম্বু হরিল জেনমতে।।
একদীন দুর্জ্জোধন নিজ কন্যা নএগ।
মনেত চিন্তিল কন্যা কারে দিব বিভা।।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীর সমানে।
হইল জৌবন তার স্বরীর প্রমানে।।
পাত্র মিত্র রাজা সভে মন্ত্রনা করিএগ।
সয়ম্বর করিএগ কন্যার দিব বিভা।।
নানা দেসে দুত গেল রাজা আনিবারে।
নানা সোভা কৈল পুরি আনন্দ ঘরে ঘরে।।
লক্ষ্মনার রূপ গুণ সকল সুনিএগ।
আইলা সকল রাজা কামে মর্ত্ত হএগ।।
জাম্বুবতির পুত্র সাম্বু কৃষ্ণের কুমার।
বিবাহ দেখিতে তিহঁ কইল আগুসার।।
বসিলা সকল রাজা বিচিত্র সিংহাসনে।
মালা নএগ আইলা কন্যা করিতে বরনে।।
স্যামা মুখ কন্যার উন্মর্ত্ত পয়োভরে।
চন্দ্র জিনীএগ মুখ লক্ষ্মী অবতারে।।
কর্ন্নে কুণ্ডল সোভে নিতম্ব বিমলা।
সভা মর্দ্ধ্যে সোভে জেন চন্দ্র সোলকলা।।
[খ৯১/১]হরিল চেতন সভে দেখিএগ তাহারে।
হেনকালে উঠি সাম্বূ হইলা সত্যরে।।
সভার ভিতর গিএগ তার হাথে ধরি।
রথে তুলি নএগ জায় আপন নগরি।।
দেখিএগ সকল রাজা অতি ব্যেস্ত্র হএগ।
করেন উঠিএগ জুর্দ্ধ নানা অস্ত্র নএগ।।
কোথা জাসি পালাইএগ হরিএগ সুন্দরী।
চোরের বংশ তুঞি ভাল কৈলে চুরি।।
কন্যার হরন দেখি দুর্জ্জোধন নৃপবর।
হাথে অস্ত্রে সত ভাই ধাইল সর্ত্তর।।
জুধিষ্টির ভিমার্জ্জুন পঞ্চ সহোদর।
একলাত জুঝে সাম্বু সংগ্রাম ভিতর।।
সব রাজা সঙ্গে জুর্দ্ধ ক্ষেনেক নাহি শ্রম।
হস্থিগন মর্ধ্যে জেন সিংহের গর্জ্জন।।
ষুনিএগত দুর্জ্জোধন সারথি নইএগ।
বান্ধিলেক সাম্বু মায়াযুর্দ্ধ করিএগ।।
সবে নএগ নাগপাসে বান্ধিল তাহারে।
পাএত নিগঢ় দিএগ থুইল কারাগারে।।

এথা দ্বারকায় কৃষ্ণ সকল সুনিঞা।
চতুরঙ্গ দলে নড়ে সাজন করিঞা॥
বড় কোপে নড়ে কৃষ্ণ দেখি হলধর।
হাথে ধরি বিনয় করি বলিল উত্তর॥
মান্য কুটুম্ব হএ রাজা দুর্জ্জোধন।
এত বড় কোপ তারে কোন প্রয়োজন॥
ছাওাল হইঞা সাম্ভ কইল সিসুমতি।
বলেত হরিল তার কন্যা রূপবতি॥
দোস অনুরূপে কার্য্য কইল নৃপবর।
রোস জজ্ঞ স্থান নহে যুন দামোদর॥
আজ্ঞা কর আমি য়ানি দিব এই ঠাঞি।
কন্যা সহিত সাম্ভ য়ানি যুন গোবিন্দাই॥
ইহা বলি প্রবোধিঞা রাখিল সর্ব্ব বীরে।
এক রথে হস্তিনাপুরি নড়িলা সত্যরে॥
পুরি প্রবেসিঞা তবে রহিলা এক স্থানে।
জানাইলা দুত গিঞা রাজা দুর্জ্জোধনে॥
সুনিঞা সম্ভ্রমে রাজা পাদ্যার্ঘ নঞা।
আসনে বসাইল তাঁহা বিনয় করিঞা॥
কি কারনে আগমন কহ মোরে বাত।
বিনয় করিঞা বলি জুড়ি দুই হাথ॥
এত সুনি বলভদ্র হাসিতে নাগিল।
দুত হঞা আইলাম সুনহ সকল॥
উগ্রসেন মহারাজা[খ৯১/২]প্রিথিবী ভিতরে।
তাহার জতেক আজ্ঞা বলিব তোমারে॥
আমি দ্বারাবতির রাজা তৃভুবনে জানি।
সকল নৃপতি জিনিঞা হইলাঙ নৃপমনি॥
কন্যা বিভা দিতে তুমি কইলে সয়ম্বর।
যুনিঞাত সাম্ভ আইলা তোমার নগর॥
আমার বরে সাম্ভ অজয় তৃভুবনে।
সভা মর্দ্ধ্যে কন্যা নঞা কইল গমনে॥
ক্ষেত্রি হঞা ক্ষেত্রি ধর্ম্ম কইলে মহাসয়।
অন্যায় জুর্দ্ধে তুমি বান্ধিলে তাহায়॥
দোস কৈলে কুটুম্ব তুমি ক্ষেমিল তোমারে।
কন্যা সহীত সাম্ভ দেহ বলোঁ বারে বারে॥
নহে বা সসর্ন্য নঞা থাকিহ সত্ত্বরে।
সাজিঞাত জাব আমি যুর্দ্ধ করিবারে॥
সুনিঁঞা বলের বোল রাজা দুর্জ্জোধন।
ক্রোধে কাঁপে স্বরীর স্বাষ ঘনে ঘন॥
বলের স্বরীর পানে ঘন দৃষ্টি পাড়ে।
দন্ত উর্দ্ধ সর্প্পা জেন ঘন স্বাস ছাড়ে॥

আজি তুমি বলদেব তেকারনে সহি।
অন্য জন হইলে পাঠাইমুঁ জোমপুরি ॥
বিরচিত অকাজ তবে বইল সংসারে।
উগ্রসেন অধম আদেসে আমারে ॥
চল তুমি আসিহে সেই জুর্দ্ধ করিবারে।
নাহি দিব কন্যা বর বইল তোমারে ॥
এত সুনি বলদেব বলে ক্রোধ করি।
আমি একা আজি তোমা জিনিবারে পারি ॥
পৃথিবিতে জত বৈসে বড় বড় রাজা।
তুমি তারে অল্প কর সভে করে পুজা ॥
সুনিএগা বলের বোল অতি ক্রোধে জলে।
মন্দ বলে কোপে রাজা সভার ভিতরে ॥
উত্তর না পাএগা রাজার নাঙ্গল হাথে করি।
গঙ্গায় পেলামু আজি তোর সব পুরি ॥
জুগান্ত সমএ জেন প্রতাপ করিএগা।
পুরীর দক্ষিনে হাল দিলত জাঁতিএগা ॥
বলের বিক্রমে প্রিথিবী কাঁপিলা অন্তরে।
উলটিএগা পুরি জায় গঙ্গায় পড়িবারে ॥
ভূমিকম্প হইল জেন অচল বস্তু চলে।
তেনমত পুরীখান করে টলবলে ॥
শ্রী যুবক বালক বৃদ্ধ করএ ক্রন্দনে।
দেখিএগা পুরীর লোক ত্রাস পাইল মনে ॥
[খ৯২/১]ষুন কর্ন্ন ষুন দ্রোন ভিম মহাসয়।
পুরী নাস করে বল চিন্তহ উপায় ॥
মহা কলরব হইল সকল নগরে।
একত্র হইএগা চিন্তে বড় বড বিরে ॥
ভিস্ম ধৃতরাষ্ট কৃপাচার্য্য নএগা।
এক মনে স্তুতি করে বলদেব দেখিএগা ॥
তুমি দেব নারায়ন জগত ইস্বরে।
জত দেব দেখ তুমি সকল সংসারে ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি অধিকারি।
একখান পুরি নাসে কতেক কিঙ্করি ॥
না জানিএগা দুর্জ্জোধন কৈল অবেভার।
সাঁপে নষ্ট হএ গোসাঞিঃ সকল সংসার ॥
তোমার ইসত কোপে সংসার নিধন।
কোন অল্প বস্তু হএ রাজা দুর্জ্জোধন ॥
এতেক বিনতি জবে সভার সুনিল।
হাসিএগাত বলদেব নাঙ্গল তুলিল ॥
রহিলত পুরিখান হস্থিনা নাগরে।
এখন প্রাক্ষুস প্রায়ে দেখিএ তাহারে ॥

তবে দুর্জ্জোধন রাজা সম্ভ্রমে আসিঞা।
ঘরে আনি বলদেব চরনে ধরিঞা॥
নানা গন্ধে স্নান করি বসাইল আসনে।
মিষ্ট অর্ন্ন পান দিঞা করাইল ভোজনে॥
বন্দি মুক্ত করি সাম্ভূ আনিল সেই মনে।
লক্ষ্মনাকে বিভা দিল বলের বিদ্যমানে॥
অস্ব হস্থি দান দিল জৌতুক বিধানে।
দুই সত পাইক দিল অস্ত্র আওজনে॥
দুই সত কন্যা দিল ভূসিঞা রতনে।
দান ধ্যান কৈল রাজা সাস্ত্র বিধানে॥
নড়িলাত বলদেব হরসীত হঞা।
রথে চড়ি কন্যা বর সঙ্গতি নইঞা॥
অনুব্রজে জায় রাজা বন্ধুজন নঞা।
দোহিতাকে মহাদেবি রহিল কান্দিঞা॥
হরসিতে বল গেলা দ্বারকা নগরে।
জয় জয় সব্দ হৈল সকল সংসারে॥
পুত্রবধু দিল নঞা মাধবের ঠাঞি।
জাম্বুবতি সহিত হরস[হৈলা]গোবিন্দাই॥
হেন অদ্ভুত নর সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরি চরনে॥৩॥

বলদেবের বৃন্দাবন গমন ও যমুনা সঙ্কর্ষণ

[খ৯২/২]॥ ধানসি রাগ॥

হেনমতে দ্বারকায় দেব বনমালি।
বান্ধব সহীত সুখে করে নানা কেলি॥
আচম্বিতে বলদেব দ্বারকা নগরে।
গকুল স্মরন করি নড়িলা সর্ত্তরে॥
এক রথে চড়ি বলদেব গেলা বৃন্দাবনে।
নন্দ জসোদার কৈল চরন বন্ধনে॥
দেখিল সকল বন্ধু মনে কুতুহলে।
গোপি নঞা কৃড়া করি জমুনার কুলে॥
মদে মর্ত্ত হঞা বল ত্রিসায় আকুল।
ডাক দিঞা বলে জমুনা আসি দেহ জল॥
না সুনিল বোল তবে কুপিলা হলধর।
কান্ধে করি নাঙ্গল তবে আনিল সর্ত্তর॥
জলের উপর দিঞা দিল একটান।
দুকুল ভাসিঞা নদি গেল তার স্থান॥
বৃন্দাবন মুখ করি জমুনা রহিল।
গোপি নঞা বলদেব জলকৃড়া কৈল॥

বলদেব কর্তৃক দ্বিবিদ বানর বধ

একদিন বলদেব কানন ভিতরে।
স্ত্রিগন নঞা তবে নানা কৃড়া করে।।
সেই বনে বৈসে বির দ্বিবিধ বানর।
ঋষিতপ ভঙ্গ করে সেই নিসাচর।।
বলদেবের শ্রীগন সমুখে দেখিঞা।
উপহাস করে সেই বলেন হাসিঞা।।
মদে মর্ত্ত হঞা বল রূসিলা অন্তরে।
হাথে অস্ত্রে ধায় বির অরন্য ভিতরে।।
দেখিঞা বলদেবে তবে দ্বিবিধ বানর।
গাছ ভাঙ্গি হাথে করি ধাইল সর্ত্তর।।
দুই জনে জুর্দ্ধ হৈল অতি ঘোরতর।
বলদেবের ঘাএ বির হইলা ফাঁফর।।
ধরিঞা নইল প্রান বল মহাসয়।
দেবগন ঋষিগন করে জয় জয়।।
হেনক অদ্ভুত কথা সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে।। ❀ ।।

শৃগাল বাসুদেব উপাখ্যান

একদীন দ্বারকায় উগ্রসেন নঞা।
সধর্ম্ম সভায় কৃষ্ণ আছএ সুইঞা।।
হেনই সমএ দুত কহিল অনুসেব।
দুত পাঠাইঞা দিল সৃগাল বাষুদেব।।
ইসত হাসিঞা তবে দেব গদাধর।
তার দুত আন তুমি সভার ভিতর।।
[খ৯৩/১]আসিঞা ডাগুাইল দুত করপুট কবি।
কহিএ রাজার আজ্ঞা সুনহ শ্রীহরি।।
আমি বাসুদেব হই জানে সর্ব্বজন।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আমার ভূসন।।
আমি চক্রবর্ত্তি রাজা সভার ভিতরে।
আমার মুর্ত্তি ধরি জন্ম গোকুল নগরে।।
জবনের সঙ্কা নাঞিও আমার চির্ন্ন নঞা।
ঝাঁট এড় চিহ্ন নহে রাজ্য নিব জাঞা।।
সুনিঞা দুতের বোল হাসে গদাধর।
বলিহ আসিতে তোমার রাজায় সর্ত্তর।।
তাহার চিহ্ন আমি ধরিএ কৌতুকে।
তার বিদ্যমানে জে এড়িব একে একে।।
এতেক সুনিঞা দুত নড়িলা সর্ত্তরে।
সকল কহিল জত বৈল গদাধরে।।
যুনিঞা দুতের বোল কুপিলা অন্তরে।

কাসি রাজা সনে জায় জুর্দ্ধ করিবারে॥
যুনিঞাত এক রথে আইলা গদাধর।
দুই জনে জুর্দ্ধ হইল অতি ঘোরতর॥
কর্ক্কস বাজিল দোঁহে বিপরীত রন।
তবে ডাক দিঞা কিছু কহে নারায়ন॥
তোমার চিহ্ন ধরি বৈলে দুত পাঠাইঞা।
সেই চিহ্ন হয় এড়ি নেহত আসিঞা॥
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ চক্রত এড়িল।
চক্রে গিঞা শৃগালের মস্তক কাটিল॥
প্রাণ ছাড়ি পড়ে রাজা পৃথিবি উপরে।
তা দেখিঞা গদাধর কৌতুক অন্তরে॥
বিপরিত মারি ইহা মনে গুনি।
চক্র নঞা আইলা তবে দেব চক্রপানি॥
কন্ধখান গেল তার প্রিথিবি ভিতরে।
মস্তক গোটা গেল তার সেই অভ্যন্তরে॥
স্ত্রি পুত্রে জেইখানে আছিল কৌতুকে।
সেইখানে পড়িল গিঞা রাজার মস্তকে॥
দেখিঞা সকল লোক তুলিঞা চাহিল।
রাজার মস্তক দেখি ক্রন্দন উঠিল॥
এড়িঞা সকল সোক[খ৯৩/২]রাজার কুমারে।
সাজিঞাত জায় সভে দ্বারকা নগরে॥
দেখিঞাত গদাধর চক্র[হাথে]নইঞা।
মারিতে আইসে তারে জায় পালাইঞা॥
কাসিপুরে আসি তবে প্রনাম করিঞা।
মহাদেবের জজ্ঞ করে এক চির্ত্ত হঞা॥
অধিষ্টান হঞা তারে দেব মহেস্বর।
অন্তরিক্ষে থাকে বলে রাজা মাগ বর॥
সুনিঞা দেবের বোল যুড়ি দুই কর।
বাপে জে মাইল তাকে জিনিব সর্ত্তর॥
কৃষ্ণ জিনি জেনমতে বর দেহ মোরে।
তোমার প্রসাদে জিনি দ্বারকা নগরে॥
সেই বর মহাদেব দিলত তাঁহারে।
উঠিল পুরূস এক অগ্নির ভিতরে॥
সর্ব্ব গায় আনল জলে বুলেত ধাইঞা।
দুই মুখ করি জায় দ্বারকা দেখিঞা॥
জলন্ত আনল হেন দেখি সর্ব্বজন।
ত্রাসে ধাঞা গেলা সভে কৃষ্ণের ভূবন॥
হরি নারায়ণ সংসারের সারে।
তোমা বিদ্যমানে অগ্নি প্রাণ হিংসা করে॥
যুনিঞাত গদাধর চিন্তিত অন্তরে।

সুদর্শন চক্র তবে এড়িল গদাধরে।।
চক্রতেজ পুরূস তবে সহিতে নারিল।
ত্রাসে গিএগ হুতাসে আপন ঘর গেল।।
বিনি পুড়ি কৃতা অগ্নি কভু সান্ত নহে।
রাজা সনে উলটিএগ কাসিপুরি দহে।।
পুড়িল কাসিপুরি মৈল কাসি রাজা।
এথা দ্বারকায় কৃষ্ণ পাইল বড় পুজা।।
অদ্ভুত উপজিল সভাকার মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে।। ❁ ।।

প্রত্যেক পত্নীর গৃহে কৃষ্ণকে বিদ্যমান দেখে নারদের বিস্ময়

পুত্র পৌত্র নএগ কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে।
কৃড়া করে নারায়ন প্রতি ঘরে ঘরে।।
সুনিএগ নারদ মুনি[খ৯৪/১]র কৌতুক উপজিল।
গোবিন্দ দেখিতে মুনি দ্বারকা আইল।।
এক ঘরে দেখি কৃষ্ণ রূক্কিনি সহিতে।
দেব কৃড়া পিত্রি কৃড়া য়ঙ্গ করিতে।।
তাহা এড়ি গেলা মুনী সত্যভামার ঘর।
ওথাই বসিএগ আছেন দেব গদাধর।।
কোন কোন সিসুপুত্র কোলেত করিএগ।
কাহা সনে কৃড়া করে পালঙ্কে বসিএগ।।
তবে গেলা মুনীবর ঘর জাম্বুবতি।
দেখিল সয়ন ঘরে দেব শ্রীপতি।।
উর্দ্ধব সঙ্গেত করি দেব গদাধরে।
তবেত দেখিলা হরি নগ্নাজিতার ঘরে।।
দেখিএগ হরিস যড় নারদের চির্ত্তে।
ঘরে ঘরে বুলে মুনি গোবিন্দ দেখিতে।।
লক্ষ্মনার ঘর গেলা হরীষ মন করি।
দেখিলত পাসা খেলে দেব শ্রীহরি।।
তথাইত নারায়ণ পুত্র পৌত্র সঙ্গে।
নর্ত্তকের নৃর্ত্ত দেখি পাইল বড় রঙ্গে।।
তবেত নারদ মুনী মন হরসিতে।
সর্ব্বত্র দেখিল হরি সভার সহিতে।।
দেখিলত নারায়ন নারদ মুনীবর।
সংসারের সার গোসাঞি দেব দামোদর।।
অনন্ত কোটি ব্রর্হ্মাণ্ডে জার ওদর ভিতরে।
তার হাস্য দেখি ছলেন নারদ মুনিবরে।।
হরিসে পুলকিত হৈল সকল সরিরে।
বিলায় গাএন গিত আপনি নৃর্ত্ত করে।।

হেনক আনন্দ কথা সুন এক মনে।
গুনরাজ খান বলে শ্রীহরিচরনে।।❀।।

দ্বারকার রাজসভায় কৃষ্ণ

।। রামকিরি রাগ ।।

আছএ দ্বারকায় কৃষ্ণ বন্ধু জন সঙ্গে।
পুত্র পৌত্র নএগ সুখে করে নানা রঙ্গে।।
নিত্য কৃড়া করি তবে সাস্ত্র বিধানে।
ব্রর্হ্ম মুর্ত্তি ধরি তবে বসিলা ধেয়ানে।।
বস্ত্র এড়ি মৈত্রি কর্ম্ম কইল সুচি হএগ।
আপনা আ[খ৯৪/২]পানি চিন্তে জোগেত বসিএগ।।
দন্ত ধাবন কৈল জল সন্নিধানে।
শ্রান তর্পণ কৈল দেবের বিধানে।।
ঘরে আসি কৈল গুরুর চরন বন্দন।
রথ আন দারুক সভায় করিব গমন।।
সাজিএগ দারুক রথ আনিল সর্ত্তরে।
চড়িলাত গদাধর রথের উপরে।।
ভট্টগন স্তুতি করে নত্তক নাচএ।
পুরি নিবাসি জত দুই পাসে জাএ।।
সভার নিকটে কৃষ্ণ রথেত উঠিএগ।
সভা মর্দ্ধ্যে চলে কৃষ্ণ বন্ধুজন নএগ।।
হেনমতে শ্রীহরি সভাএ বঞ্চিল।
ধর্ম্মচর্চ্চা বাহ্যচর্চ্চা একে একে কৈল।।❀।।

নারদের দৌত্য

।। বারাড়ি রাগঞ্চ ।।

হেনই সমএ দুত আইলা সেই ঠাঞি।
প্রণতি করিএগ বৈল সুন গোবিন্দাই।।
তুমি জরাসিন্ধে জ্রুবে হইল মহারন।
তার ভএ পালাইল জত রাজাগন।।
সেই রাজাগন সঙ্গে জুর্দ্ধ করিএগ।
বান্ধিএগ আনিল তাঁহা পুরিত জিনিএগ।।
কুড়ি সহশ্র এক সর্ত্ত একত্র করিএগ।
বান্ধিএগ থুইল কারাগারে প্রহারিএগ।।
লোহপাস প্রহারে সভে তোমাকে স্মঙরএ।
উর্দ্ধার করহ প্রভু তুমি কৃপামএ।।
তোমা বিনে উর্দ্ধার কে করিব তারে।
তোমা বিনে প্রান জায় আছএ স্বরিরে।।
কহিল রাজার বোল হউক আদেস।
কহিব রাজারে গিএগ জিবন সন্দেস।।

হেনকালে নারদ মুনী আইলা সেই ঠাঞিও।
দেখি সর্ব্বলোক সঙ্গে আইলা গোবিন্দাই।।
পাদ্যার্ঘ্য আসন[খ৯৫/১]দিএগা বন্দিল চরন।
করপুট করি বলে জিজ্ঞাসি বচন।।
কি কারনে এত দুর কইলে গমন।
কহিবার জজ্ঞ হয় কহত কথন।।
কৃষ্ণের বচন সুনী নারদ তপোধন।
দুত হঞা আইলাঙ তোমার ভুবন।।
ইন্দ্রপুরি গিএগা দেখি পাণ্ডব মহাসয়।
বাহীর দ্বারেতে রাজা বসিএগা আছয়।।
জিজ্ঞাসিল বাহিরে কেনে তুমি মহারাজ।
ইন্দ্র সনে নাহি কেনে দেবের সমাঝ।।
সম্ভ্রমে উঠিএগা রাজা বসাইল আমারে।
য়পজশ নাহি করি সংসার ভিতরে।।
ভাল হৈল ঋষি তোমার দেখিল চরন।
কহিয় আমার জোথা আছে পুত্রগন।।
তোমা হেন পুত্রে সংসার জিনিতে পারি।
তভূ ইন্দ্রপুরি মদ্ধ্যে প্রবেসিতে নারি।।
জার এক রাজসুই জজ্ঞ করে তোথা।
তাহার প্রসাদে ইন্দ্রপুরে বসি এথা।।
ষুনিএগা আমার বোল যুধিষ্ঠীরে বৈল।
সুনিএগা বাপের কথা মুর্চ্ছিত হইল।।
কোন মতে জজ্ঞ হয়ে কহ মুনীবর।
তবে কেনে আর কথা না দেহ উর্ত্তর।।
এতেক সুনিএগা তারে বইল বচন।
ভারাবতারনে প্রিথিবি আইলা নাবায়ন।।
সেইত গোসাঞিও হএ তোমার স্বহায়।
স্নেহে করি দয়া তিহঁ কুটুম্ব বলায়।।
তাঁহার ইসত দয়া আছএ তোমারে।
সংসার জিনিতে পারে যজ্ঞ কিবা তারে।।
এত সুনি নৃপবর চেতন পাইএগা।
পাঠাইল তোমার ঠাঞিও বিনয় করিএগা।।
জেনমতে জজ্ঞ[খ৯৫/২]হয়ে জান ভালমতে।
বিলম্ব না কর গোসাঞিও নড়হ তুরিতে।।

কৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও জরাসন্ধ বধের উদ্যোগ

সুনিএগা নারদ বোল উর্দ্ধব ডাকি য়ানি।
কোন জুক্ত হয় মোরে কহত কাহিনি।।

গোসাঞির বচনে উর্দ্ধব জুড়ি দুই হাথ।
ভাল বোল বৈলে মোরে সুন জর্গন্নাথ।।
জুধিষ্টীর জজ্ঞে হব রাজার মোক্ষন।
জরাসিন্ধু বধ হব সভার সোভন।।
[ক১১৭/২]জাত্রা করি জাহ আদৌ হস্তিনা নগরি।
জরাসন্ধ বধ উপায় করহ শ্রীহরি।।
অনেক ধন জন হএ সেই মহামতি।
মায়াযুদ্ধ করি তুমি মার নরপতি।।
তুমি ভিম অর্জ্জুন তিন বিরে গিএগ।
সন্যাসির রূপে তার পুরি প্রবেসিএগ।।
ভিক্ষা মাগি যুদ্ধে মার সেই নৃপবর।
এই ত উপায় বলি যুন গদাধর।।
যেতেক বচন জদি উদ্ধব কহিল।
সুনি আনন্দিত প্রভু আপনে হইল।।
হাথে ধরি কোল দিল প্রভু গদাধরে।
[ক১১৮/১]ঘোসনাত দিল কৃষ্ণ সকল নগরে।।
কৃষ্ণের চরনে মুনি করিএগ প্রনাম।
নারদ চলিএগ গেল হএগ অন্তর্ধ্যান।।
রাজদুত প্রবোধিএগ বোলে প্রভু হরি।
পরিহর ভয় দুত জরাসন্ধ করী।।
জরাসন্ধ মারিএগ আনিব নৃপগন।
কহ গিএগ দুত তুমি য়েই বিবরন।।
প্রনাম করিএগ দুত চলিল সত্তর।
নৃপগন বিদ্যমানে কহিল সকল।।
কৃষ্ণ দরসনে হব বন্ধন মোচন।
আনন্দিত হএগ সব রহে নৃপগন।।
জাত্রা করি হস্তিনাপুরে জাএ গদাধরে।
সৈন্য সামন্ত লএগ চলিলা সত্তরে।।
বলভদ্র আদি সভারে বুইল নারায়ণ।
সভে মেলি দ্বারকা করহ রক্ষন।।
এক রথে চড়ি তবে চলিলা আপুনী।
সংহতি করি নিল কৃষ্ণ অষ্ট রমনি।।
নড়িলাত নারায়ণ হরসিত হএগ।
হস্তি ঘোড়া সেনা সৈন্য সাজন করিএগ।।
নানা রার্য্য নানা নদি এড়াএগ গদাধর।
দিনা কথোক বই পাইল হস্তিনা নগর।।
কৃষ্ণ আগমন কথা সুনি যুধিষ্ঠির।
রায্য পাসরিল রাজা পুলক সরির।।
ভিম অর্জ্জুন হৈলা মহা হরসিত।
সহদেব নকুল যুনিএগ আনন্দিত।।

পুরিত নির্ম্মান কৈল বিচিত্র বেসে।
প্রতি ঘরে সোভা করে সুবর্ন্ন কলসে॥
প্রতি ঘরে কলা রূপিল রম্য করিঞা।
বাহির হইলা নারি দুর্ব্বা ষুত্র লঞা॥
কৃষ্ণ আগুসারে রাজা চলিলা তুরিত।
পাত্র মিত্র পুরোহিত সামন্ত্র সন্ত সহিত॥
বহুবিধ নৃত্যগীত বাজন মঙ্গল।
জয় জয় বেদধ্বনি বাদ্য কোলাহল॥
সাক্ষাতে দেখিঞা কৃষ্ণ[ক১১৮/২]ধর্ম্মের নন্দন।
ভুজ পাসে ধরি রাজা দিল আলিঙ্গন॥
মজিল ধর্ম্মের ষুত আনন্দ সাগরে।
বাহ্য পাসরিল রাজা সরির না ধরে॥
আলিঙ্গন দিঞা ভীম আনন্দে পুজিল।
কোল দিঞা অর্জ্জুন সকল বিষরিল॥
সহদেব নকুলের হরল গেআন।
পঞ্চ পাণ্ডবের নাহি বাহ্য অবধান॥
অর্জ্জুনের সহে হরি করি অঙ্গ সঙ্গ।
সহদেব নকুলে বন্দিল পদদ্বন্দ॥
বৃদ্ধ মান্য দ্বিজগনে করি নমস্কার।
কুসল বচনে করি লোক পুরস্কার॥
... ... গায় কৃষ্ণের মহিমা।
উচ্চস্বরে ভাটগনে পড়এ ভট্টিমা॥
অভ্যন্তরে গেলা তবে প্রভু শ্রীহরী।
পীসমা চরন বন্দি দ্রোপদি নমস্করী॥
ভ্রাত্রিপুত্র দেখি কুন্তি হর্ষ কৈল মন।
হরিসেত অশ্রুপাত হইল নয়ণ॥
কুন্তি আদ্দা দিল তবে দোপদিব তরে।
কৃষ্ণপত্নিগন দোবি পুজিল আদরে॥
সত্যভামা রুক্মীনি কালিন্দি জামুবতি।
মিত্রবৃন্দা সত্যা দেবি আর লগ্নজিতী॥
সোলয় সহস্র আর মহাদেবিগন।
একে য়েকে পুজিল সকল জনে জন॥
অঙ্গ বিভুসন কৈল দিব্য অভরনে।
স্নান দান করাইল করাইল ভোজনে॥
নানা রস কৌতুকে বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে বসিলা সভে বন্ধুজন আনী॥

হস্তিনায় রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন

আপন বৃর্ত্তান্ত কথা সকল কহিঞা।
কহিল কৃষ্ণের ঠাঞী দুঃখিত হইঞা॥

তোমার প্রসাদে গোসাঞী সকল আমার।
রাজষুই কইলে হয় পিতার উদ্ধার॥
সংসারের সার কৃষ্ণ জগত ইস্বর॥...
[ক১১৯/১]তুমি সহায় হবে মোর কর্ম্মফল॥
ছাড়িব সরির আমি তোমা দরসনে।
হইব উত্তম গতি প্রভু নারায়ণে॥
এতেক প্রনতি যুধিষ্ঠির বুইল।
হাথে ধরি গদাধর উত্তর তারে দিল॥
কেনে হেন বোল রাজা তুমি মহাসএ।
একেক ভাই সংসার জিনিতে পারএ॥
হইব সম্পুর্ন্ন রাজষুই নরেস্বর।
চারিদিগে চারি ভাই পাঠাহ সত্তর॥
ধন জন আন গিএগ সর্ব্ব রাজা জিনী।
জজ্ঞ অনুবন্ধ এথা কর নৃপমনী॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা ভিমকে আনিএগ।
পাঠাইল পশ্চিমদিগ কথোক সন্য দিএগ॥
উত্তরে অর্জুন পুর্ব্বে সহদেব জায়।
দক্ষিনে নকুল গিএগ জিনিল সভায়॥
চারিদিগ জিনিএগ আনিল রত্নধন।
দসদিগ জিনিএগ আনিল নৃপগন॥
সকল সমর্পিল লএগ রাজার চরনে।
জরাসন্ধ না জিনিল ষুনিএগ শ্রবনে॥
চিন্তিতে নাগিলা রাজা মনে পাএগ ভয়।
জরাসন্ধ জিনিবাকে কোন যুক্তি হয়॥
বুঝিএগ রাজার মন কহে জগন্নাথ।
উপায় করিব আমি না কর বিসাদ॥
এতেক বচন তবে বুঝিএগ শ্রীহরী।...
ভিম অর্জ্জুন সঙ্গে নড়িব সত্তরে।
তিনজন গিএগ তবে মারিব তাহারে॥
আনিব সকল রাজা করিএগ উদ্ধারে।...
কৃষ্ণের বচনে রাজা বড় কৈল পুজা।
তুমি সব জোগ্য ভাই তেঞী আমি রাজা॥
তিনজনা নড়িবে তবে দুষ্ট রাজার পুরী।
না পারি মারিতে তবে সাহ[ক১১৯/২]স না করি।
তুমি দুই ভাই বিনে নাহি রহে প্রান।
তোমার বিওগে এথা ছাড়িব পরান॥
ষুনিএগ রাজার বোল প্রভু গদাধর।
না করিহ মনে সঙ্কা ষুন নৃপবর॥
তোমার প্রসাদে গিএগ মগধ ভিতরে।
মারিবত জরাসন্ধ আনিব রাজারে॥

এতেক কহিল কৃষ্ণ যুনি নৃপবর।
তুমি নিলে[১] কি করিতে পারি গদাধর॥
ষুভক্ষনে যাত্রা করি নড় জদুবর।
মারিএগ আইস জরাসন্ধ নৃপবর॥
রাজার আদেস পাএগ প্রদক্ষিন হএগ।
তিনজনে রাজার চরন বন্দিএগ॥
রাজচিহ্ন বস্ত্র য়েড়ি কপিন ধরিল।
সন্যাসি হইএগ দণ্ড কমণ্ডুল নিল॥
পাএত পাদুকা দিএগ কান্ধে ছাতি নিল।
সন্যাসির রূপে তিনে মগধ চলিল॥
কৌতুকে তিন জনে জান ধিরে ধিরে।
ভিম বোলে জরাসন্ধ নাম কেনে তারে॥

জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত

ভিমের বচনে প্রভু হাসে নারায়ণ।
জরাসন্ধ উতপতি সুনহ বচন॥
তার বাপ বৃহদ্রথ মগধ নৃপতি।
অনেক কাল হইল তার নহিল সন্ততী॥
নানা জজ্ঞ নানা দান কৈল নৃপবর।
নহিল সন্ততি তার পৃথিবি ভিতর॥
অচমিতে দুর্ব্বাসা মুনি আসি তার ঘর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিএগ রাজা পুজিল বিস্তর॥
তুষ্ট হএগ মুনি বোলে রাজা মাগ বর।
এ বোল যুনিএগ বড় দ্রিষ্ট নৃপবর॥
কোন বর মাগিব রাজা যুড়ি দুই হাথ।
তোমার প্রসাদে প্রসন্ন জগন্নাথ॥
অপুত্রক নাম বলি থাকিল সংসারে।
পুত্রের বর মোরে দেহ মুনিবরে॥
কেমতে পুত্র হয় আমার আ[ক১২০/১]সিএগ।
উপায় করহ বোলো চরনে ধরিএগ॥
রাজার কাকুতি দেখি সদয় মুনিবর।
পুত্র হইব উপায় করহ সত্তর॥
এক জজ্ঞ কর রাজা সঞ্জম করিএগ।
হইব বিসিষ্ট পুত্র তোমার নাগিএগ॥
মুনির বচনে তবে যুভক্ষন কৈল।
নারি সহ জাএগ রাজা জজ্ঞ আরম্ভিল॥
জজ্ঞ হৈলে পুর্ন্না দিল সম্পুর্ন করিএগ।
জজ্ঞ সেসে ফল এক দিলত আনিএগ॥
ধর্ম্মপত্নিকে দিহ ফল খাইবারে।

১ অতিরিক্ত তোমা বিনে

হইব উত্তম পুত্র যুন নৃপবরে॥
কহিঞা নড়িলা মুনি আপনার স্থান।
ফল হাথে করি রাজা করে অনুমান॥
মনে ভাবে দুই নারি কাখে ফল দিব।
একজনে দিলে আরে আমাকে ছাড়িব॥
অনুমান করি রাজা দুই ভাগ করী।
দোঁহাকে খাইতে দিল মগধ অধিকারী॥
হরসিত দুই নারী দুই ভাগ পাঞা।
স্বামির অগ্রেতে তারা খাইল বসিঞা॥
দৈব ঘটনা তার না জায়ে খণ্ডন।
একবারে দুই নারি গর্ব্ভ ধারণ॥
হইল বিসিষ্ট গর্ব্ভ পুর্ন্য দসমাসে।
যুভক্ষণে প্রসব হইল একুই দিবসে॥
ভুমিষ্ঠ হইল গর্ভ দেখি বিপরিত।
অর্দ্ধ অনুর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বড়ই কুৎসিত॥
এক আঁখি এক নাক এক ভুরূ পদে।
এক রূপ দুই দেখি গুনি পরমাদে॥
বিপরিত দেখি তবে মগধ ইস্বর।
পেল নিঞা পাপ সিষু দুর দিগান্তর॥
পুর্ব্বাপর আছে জত গর্ভপাত হয়।
চুপড়ি করিঞা বাঁসবনেত পেলায়॥
আজ্ঞা পাঞা দাসি লঞা পেলায়ে তথাই।
না খাইল কেহো তাহা রাখিল গোসাঞী॥
জরা নিসাচরি আছে সেই[ক১২০/২]ত নগরে।
গর্ভপাত মৃত সিষু উদরেত ভখে॥
রাজঘরে গর্ভপাত যুনিঞা ধাইল।...
বাঁসবনে আসি দেখি গর্ভ দুইখান।
বিপরিত দেখি জরা করে অনুমান॥
হেন অদভুত আমি কভু না দেখিল:
অর্দ্ধ অর্দ্ধ সরির দেখি কৌতুক হইল॥
দুই হাথে ধরি তারে একত্র করয়ে।
উলটি পালটি চাহে কাটা গর্ভ নহে॥
একত্র করিঞা জরা চাহিতে নাগিল।
দুই অঙ্গ এক হঞা জীব সঞ্চরিল॥
পরসিলে দুইখান একত্র মিলন।
উঙা চুঙা করি সিষু করয়ে ক্রন্দন॥
অদ্ভুত দেখি জরা মনে মনে গুনি।
হেন অদভুত কথা কভু নাহি যুনি॥
না খাইল কোলে করি আনিল কুমারে।
হরসিতে গেলা লঞা রাজার দুআরে॥

কহে সর্ব্বকথা জরা রাজার গোচরে।
গর্ভপাত ভক্ষি বসি তোমার নগরে।।
গর্ভপাত হৈল আজি তোমারা সুনিঞা।
খাইতে আইলাঙ আমি তাহাত জানিঞা।।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ সরির দেখি কৌতুক নাগিল।
একত্র করিলে দেখি জিব সঞ্চরিল।।
না খাইল হরিসে পুত্র আনিল সত্তরে।
তোমার পুত্র তুমি লেহ সুন নৃপবরে।।
লেহ পুত্র ষুন রাজা কর অবধানে।
পুত্র লেহ জাই আমি আপনার স্থানে।।
রাক্ষসি বচন ষুনি বৃহদ্রথ রাজা।
পুত্র লঞা রাক্ষসির বড় কৈল পুজা।।
নানা সর্জ্জ নানা দ্রব্ব্য রাক্ষসিরে দিল।
অনেক প্রকারে জরার সম্মান করিল।।
বড় তুষ্ট হঞা জরা নিজ স্থানে গেল।
সর্ব্বজনে উৎসব করি কুমার আনিল।।
দুই মহাদেবিকে পুত্র দিল পুসিবারে।
[ক১২১/১]জরাসন্ধ নাম বুলি থুইল তাহারে।।
নালন পালন কৈল অনেক প্রকারে।
দিনে দিনে বাড়িতে নাগিল মহাবিরে।।
মহারাজা হঞা সেই সংসার জিনএ।
কহিল সকল কথা ষুন মহাসএ।।
হেনমতে কথা রসে গেলা তার পুরী।
রাজগিরি পর্ব্বতে উঠিলা বরাবরি।।
তুরিত গমনে গেলা রাজার নগরি।
ভিক্ষা করি রহিলা সন্যাসি রূপ ধরি।।
দিন য়েক রহি তারে পরিচয় দিল।
বৈষ্ণব দাতা রাজা সকল জানিল।।
একাদসি করিঞা প্রভাতে আর দিনে।
তৈল মর্দ্দন করে বসিঞা রাজনে।।

ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধের গদাযুদ্ধ ও জরাসন্ধ বধ

হেনকালে চলিলা সন্যাসি তিন জনে।
আজি ত বুঝিব রাজার সাহস কারনে।।
খড়কি দুআরে তার পুরি প্রবেসিঞা।
দাণ্ডাইলা রাজার আগে অভ্যন্তরে গিঞা।।
উদ্বর্ত্তন করে রাজা হেনঞী সমএ।
ব্রাহ্মন দেখিঞা উঠি করিল বিনএ।।

বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ আনি।
আজ্ঞা কর কি করিব সুন দ্বীজ মুনী॥
ষুনিঞা রাজার বোল মধুরস বানি।
করপুট করি বোলে ষুন নৃপমনী॥
দাতা বড় রাজা তুমি প্রসিদ্ধ সুনিঞা।
মাগিতে আইলাঙ এথা তাহাত জানিঞা॥
আমিত বৈদেসি দ্বিজ দুঃখ পাই মনে।
ষুনিঞা তোমার নাম করিল গমনে॥
জরাসন্ধ নৃপ বড় দানে অকাতর।
জেই জাহা মাগে তারে দেই নৃপবর॥
এতেক ষুনিঞা তিনে করিল গমনে।
সত্য করি কহ তবে মাগি এক দানে॥
ব্রাহ্মনের বচন ষুনি বিষ্মঁঅ করিঞা।
সভার সরির চা[ক১২১/২]হে একচিত্ত হঞা॥
ব্রাহ্মন লক্ষন নহে ক্ষেত্রির সরিরে।
অস্ত্রাঘাত চিহ্ন আছে গায়ের উপরে॥
পুব্ববে দেখিঞাছোঁ হেন লয়ে মনে।
যুদ্ধ করিঞাছো কিবা সংগ্রাম স্থানে॥
সন্যাসিত নহে কেহো সকল জানিল।
মায়া পাতি কোন জন ছলিবারে আইল॥
দ্বিজ হউ ক্ষেত্রি হউ নহিব বিমুখ।
দ্বিজ হউ ক্ষেত্রি হউ করিব আজি সুখ॥
রায্য চাহে প্রান চাহে নহিব বিমুখ।...
উষ্ণবির্ত্তি নামে দ্বিজ হোম করিল।
অদ্যাপি তাহার জস জগতে রহিল॥
মাগিল বলির আগে কপট বামন।
জানি তেহোঁ বলি তার না কৈল খণ্ডন॥
জগতে রহিল তার জসের ঘোসনা।
মহা সত্তবন্ত রাজা জানে জগজনা॥
গুরূর চরন বলি করিঞা লঙ্ঘন।
দান দিঞা জসে পুরাইল ত্রিভুবন॥
জিঙতে না কৈল জেবা ব্রাহ্মন উপকার।
জিঙতেঞী মরা বের্থ সকল তাহার॥
তবে জরাসন্ধ বোলে সুন হে ব্রাহ্মন।
কি মাগিবে মাগ তুমি দিব এই ক্ষন॥
তুমি সব জে মাগিবে না করিব আন।
সির জঁদি মাগ তবে কোন বস্তু জ্ঞান॥
তবে কৃষ্ণ বোলে রাজা ষুন বিবরন।
যুদ্ধ মাগি আমি সব কহিল কারন॥
এবোল ষুনিঞা জরাসন্ধ মতি ক্ষয়।

উচ্চনাদ করিঞা হাসিল দুরাসয়॥
যুদ্ধ দিব বুলি হাসি উঠিলা সত্তরে।
কে তিনজন তুমি পরিচয় দেহ মোরে॥
পুনরপি বোলে কৃষ্ণ সুন নরপতি।
ইহাকে বলিয়ে ভিম অর্জ্জুন মহামতি॥
ইহার মাতুল ভাই হইয়েত আমে।
[ক১২২/১]কৃষ্ণ নাম আমার যুনহ নৃপ তোমে॥
যুনিঞা কৃষ্ণের নাম উতকট হাসি।
মরিতে আমার ঠাঞী আইলা সন্যাসি॥
কুর্দ্ধ হঞা বোলে বির করিব সংগ্রাম।
তুমি কৃষ্ণ অল্প বল নহসি সমান॥
যুদ্ধ ভয়ে তুমি কৃষ্ণ মথুরা ছাড়িঞা।
সমুদ্রে সরন পসি আছ লুকাইঞা॥
পালাইঞা গোপ তোমার লাজ নাহি মুখে।
ক্ষেত্রি হঞা যুদ্ধ চাহে তবে হয়ে যুখে॥
কোন কোন সার ক্ষেত্রি আছে পৃথিবি ভিতরে।
তোমা সনে চাহে জেবা যুদ্ধ করিবারে॥
জেবা অর্জ্জুন তার ছাওআল মতি।
তাহা সনে যুদ্ধ করি না আস্যে যুগতি॥
জদি বা যুঝিতে মন আছয়ে উহার।
কথো ভিম সনে যুদ্ধ হয়েত আমার॥
লেউটিঞা ঘরে নড় না কর সাহস।
তোমা সিষু মারিলে আমার অপজস॥
এত সুনি গদাধর হাস্য যুক্ত হঞা।
বলিল ভিম যুঝিবেক একাএকি হঞা॥
এত সুনি গৃহে আসি রাজা নৃপবর।
দুই গোটা গদা নিঞা ধাইলা সত্তর॥
এক গোটা গদা ভিমের হাথে দিল।
বাহির হইঞা রাজা সিংহনাদ কৈল॥
তবে ভিমসেন গদা হাথেত করিঞা।
বাহির হইলা দোঁহে সত্তর হইঞা॥
অন্তরিক্ষে দেবগন হরিসে রহিল।
দুই বিরে গদাযুদ্ধ অদ্ভুত হইল॥
ডাহিন পাকে বাম পাকে বুলে দুই বিরে।
সত সংখ্য গদা পড়ে দোঁহার সরিরে॥
পায়ে পাএ যুদ্ধ করে মুঠুকা[ক১২২/২]মুঠুকি।
বুকে বুকে যুদ্ধ করে হইঞা কৌতুকি॥
চড় চাপড়ে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
দোঁহে মহাযুদ্ধ করে জমের দোসর॥
কেহো কাহে জিনিতে নারে দোঁহে মহাবল।

দোঁহে মহা ধনুর্দ্ধর বড়ই প্রবল॥
পুনরপি দুই গদা নৈল দুইজন।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে হঞা এক মন॥
গদাযুদ্ধ ন্যায় আছে লাভির উপরে।
লাভি হেঠে গদা নাহি এড়ে দুই বিরে॥
ধর্ম্ম যুদ্ধ করে দোঁহে না করে অধর্ম্ম।
দুইজনে সন্ধি জানে দোহাকার মর্ম্ম॥
অর্জ্জুন বোলয়ে ষুন প্রভু ভগবান।
দুই বির মধ্যে কার বলের বাখান॥
কৃষ্ণ বোলেন ষুনহ অর্জ্জুন মহামতি।
দুইজনে মহাবল বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
সমান দোঁহার সিক্ষা সম পরাক্রম।
দুইজনে মহাবির বলের বিক্রম॥
কিন্তু এক কথা কহি সুন ধনঞ্জয়।
গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন বিসারদ হয়॥
গদাযুদ্ধে দুর্জ্জয় বড় দুর্য্যোধন বির।
গদাযুদ্ধে তার আগে কেহো নহে স্থির॥
গদাযুদ্ধে বিসারদ ভিম মহাসয়।
ন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধন পরাভব নয়॥
অর্জ্জুন বোলএ তবে কি বুদ্ধি করি।...
দুই জনে সম বল নহিল নিশ্চয়॥
অর্জ্জুন বোলএ তবে কি বুদ্ধি করিব।
জরাসন্ধ কোন পাকে পরাজয় হব॥
শ্রীকৃষ্ণ বোলেন তুমি ষুনহ অর্জ্জুন।
করিব প্রকার আমি জএর কারন॥
এথা দুই বিরে যুদ্ধ করে নিরন্তর।
দোঁহে মহাবলবন্ত বলের সোসর॥
জনম মরন তার জানেন শ্রীহরী।
বাড়য়ে ভীমের তেজ নিজ তেজ ধরী॥
[ক১২৩/১]মরন প্রকার তার চিন্তিঞা আপনে।
বুলিতে নাগিলা প্রভু ইঙ্গিত বচনে॥
দুই বিরে মহাযুদ্ধ অদ্ভুত হইল।
জরাসন্ধ নাম কেনে ভীম পাসরিল॥
এক গাছ বেনা প্রভু হাথে করি লঞা।
চিরিঞা দুইখান কৈল ভিমকে দেখাঞা॥
জরা নামে রাক্ষসি যুড়িল ইহারে।
কেনে পাসরহ ভিম যুঝহ সত্তরে॥
কৃষ্ণের বচন ষুনি ভিম মহাসএ।
এড়িঞাত গদা তার ধরিল দুই পাএ॥
মহাবল ভিম তবে সন্ধান ধরিঞা।

দৃঢ় করি ধরিলেক পাএত চাপিঞা॥
অসত্তরে ছিল রাজা গদা যুদ্ধ জিনী।
চিত্র হঞা পড়িল জরাসন্ধ নৃপমনী॥
তবে ভিমসেন তার দুই পাএ ধরী।
দুই হাথে দুই পাএ দৃঢ় করি ধরী॥
মারিলেক এক টান দেখি গদাধর।
দুই খান হইল তবে মগধ ইস্বর॥
এক ভুজ এক আঁখি এক ভুরু সিব।
এক অঙ্গ দুই ভাগে হৈল দুই চির॥
রাজপুরে হাহাকার সবদ উঠিল।
সাধু সাধু বুলি লোক ভিম প্রসংসিল॥
তবে কৃষ্ণ অর্জ্জুন ভিমকে দিল কোল।
ভুবন ভরিঞা ভেল জয় জয় বোল॥
জরাসন্ধ পক্ষ জত ছিল দুরাসয়।
পালাইলা সর্ব্বজন মনে পাঞা ভয়॥
তার পুত্র সহদেব আনিঞা শ্রীহরি।
আস্বাসিঞা রার্য্য দিঞা কৈল অধিকারী॥
সহদেব মগধের রার্য্যে রাজা কৈল।
কারাগারে গিঞা জত রাজা ছোড়াইল॥
দুই যত অষ্ট সত মহানরপতি।
বান্ধিঞা রাখিঞাছিল বলের সকতি॥
পর্ব্বত গহ্বর হনে হইলা বাহিরে।
সাক্ষ্যাতে আসিঞা কৃষ্ণ[ক১২৩/২]দেখিল গোচরে॥
নব ঘন স্যাম তনু শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
পিতবাস পরিধান রাজিবলোচন॥
সংখ চক্র গদা পদ্মঁ সোভে পরিকরে।
হার বিরাজিত উরে বনমালা দোলে॥
কিরিট কটি যুত্র হার বিলোলিত।
মনিময় মকর কুণ্ডল বিরাজিত॥
হেন অপরূপ হরি দেখি নৃপগনে।
দণ্ড পরনাম করি পড়িল চরনে॥
কৃষ্ণ দরসনে ভেল আনন্দ উদয়।
বন্ধন জনিত দুঃখ সব গেল ক্ষয়॥
স্তুতি করে নৃপগন সিরে ধরি কর।
নমো নমো দেব দেব ভকত বৎসল॥
প্রপন্ন পালন প্রভু কর প্রতিকার।
এ ঘোর সংসারে আমা সভা কর পার॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেস্বর।
তুমি চন্দ্র তুমি যুর্য্য তুমি যুরেস্বর॥
তুমি বাউ তুমি পবন তুমি ত হুতাস।

তুমি জল স্থল তুমি জগত প্রকাস॥
দিবা রাত্রি নদ নদী মুহূর্ত্ত প্রহর।
সকলের প্রান তুমি মহা মহেস্বর॥
ভাল হৈল জরাসন্ধ বান্ধিল আমারে।
তাহার প্রসাদে আজি দেখিল তোমারে॥
রাজমদে মত্ত হঞা তোমা না গুনিল।
সেই পাপ হৈতে প্রভু এত কষ্ট পাইল॥
অনুগ্রহ লেস আছে জাহাতে তোমার।
সে রাজার নষ্ট হয়ে রার্য্য অধিকার॥
তোমার মায়ায়ে বিমোহিত জে রাজনে।
অনিত্য সরির সেই সত্য করি মানে॥
তোমার চরনে য়েই কৈল নিবেদন।
মুক্তিপদ দেহ প্রভু চরনে সরন॥
এহি রূপ স্তুতি জদি কৈল নারায়ণে।
কহিতে নাগিলা তবে মধুর বচনে॥
আজি হৈতে আমাকে করিবে দৃঢ়মতি।
[ক১২৪/১]রহিল পাদারবিন্দে অতুল 'ভকতি॥
কহিল বচন সত্য জানিহ কারন।
আমা দরসনে মুক্ত হৈব রাজাগন॥
রাজ ভোগ কর য়েই লঞা উপদেস।
তনু তেজি আমাতে করিবে পরবেস॥
এতেক বচন বুলি করুনা সাগর।
অখিল ভুবনপতি মহাজোগেস্বর॥
করাইঞা নালিত কর্ম্ম অঙ্গ মার্জ্জন।
স্ত্রিগন আনিঞা তবে করান মার্জ্জন॥
সহদেব আনিঞা আপন বিদ্যমানে।
পুজান নৃপতিগন বিবিধ বিধানে॥
রাজজোগ্য রসক ভুসন বিলেপন।
বহুবিধ অনুপান তামুল অর্চ্চন॥
প্রভুর আদ্দায়ে সহদেব মতিমান।
পুজিল নৃপতিগন হঞা সাবধান॥
দিপ্ত করে নৃপগন ভুসনে ভুসিত।
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড চন্দনে চর্চ্চিত॥
দিপ্ত করে নৃপগন দেখিতে সুন্দর।
বরিসা খণ্ডিলে জেন লক্ষত্র মণ্ডল॥
দিব্য দিব্য রথ ঘোড়া আনিল সাজিঞা।
মহামত্ত গজগন কাঞ্চনে ভুসিঞা॥
চতুরঙ্গ বলে সাজি সেনার সাজন।
বিনয় বচনে সম্ভাসিল নৃপগন॥
নিজগন সব তবে পুজিঞা পাঠায়।

কৃষ্ণগুন চিন্তিতে নৃপতিগন জায়॥
বুলিতে নাগিলা তবে প্রভু গোবিন্দাই।
যুধিষ্ঠির মহারাজা করিব রাজযুই॥
ধন জন লঞা রাজা আসিহ তথাই।
এত বলি মেলানি দিল প্রভু গোবিন্দাই॥
নিজ নিজ রার্য্যে গেলা সব নৃপগন।
পুরজনে কহিল সকল বিবরন॥
জরাসন্ধ বধ কৈল জেমতে শ্রীহরী।
জেমতে পুজিল বন্ধ বিমোচন করী॥
কহিল সকল কথা সভা বিদ্যমানে।
[ক১২৪/২]আজ্ঞা সিরে ধরিঞা বসিলা রাজাসনে।
জরাসন্ধ বধ করি দেব জনার্দ্দন।
সহদেবে রাজা করি করিল স্থাপন॥
জরাসন্ধের রথে চড়ি প্রভু নারায়ণ।
সহদেবে মেলানি দিঞা চলিলা তখন॥
ভিম অর্জ্জুন সঙ্গে চলে হ্রিষিকেস।
সত্তরে চলিলা প্রভু তরি নানা দেস॥
নানা রঙ্গে রথে চড়ি করিল গমন।
হরিসে নড়িলা প্রভু দেব নারায়ণ॥
তিনজন মেলি কথা কহিঞা বিসেস।
ইন্দ্রপ্রস্থে গিঞা তবে করিল প্রবেস॥
তিন বিরে একত্রে করিঞা সংখধ্বনী।
সর্ব্বলোক হরসিত ঋপুজয় ষুনি॥
মারিলত জরাসন্ধ কহিল শ্রীহরী।
এত ষুনী মহারাজা হর্ষ বড় করী॥
জরাসন্ধ বধ ষুনি রাজা যুধিষ্টির।
আনন্দ পুরিল মনে পুলক সারর॥
ভিম অর্জ্জুন আর শ্রীহরি আপনে।
যুধিষ্টির চরন বন্দিল তিনজনে॥
সভা মধ্যে রহিল সকল বিরগন।
ষুনিঞা বিস্ময়ঁঅ ভেল সভাকার মন॥
নয়নে আনন্দ জল পুলকিত অঙ্গ।
কিছু না বুঝিল রাজা হঞা স্বরভঙ্গ॥
জেনমতে মারিল তাকে কহিল বিধান।
পাঠাইল রাজাগন করিঞা ছোড়ান॥
ষুনিঞা সকল রাজা হর্ষ হইল।
মনস্কাম সিদ্ধি হৈল সকল কহিল॥
এই অদভুত কথা সুন সর্ব্বলোক।
খণ্ডিল বিসাদ সব খণ্ডিল জত্ত সোক॥
গুনরাজ খাঁনে বোলে হরির চরনে।

ভক্তি কৈলে সকল হয় চিন্ত নারায়ণে॥
[১][ক১২৬/১] তবে ধর্মপুত্র বোলে হঞা প্রেমযুত।
হরি হরি এত বড় হয়ে অদভুত॥
ত্রিভুবন গুরু রাজা সর্ব্ব অধিকারী।
তারা সব জার আজ্ঞা রহে সিরে ধরী॥
সঙ্কর বিধাতা জার না বুঝয়ে মর্ম।
মোর আজ্ঞা লঞা হেন প্রভু করে কর্ম॥
তথাপি প্রভুর কিছু না টুটে মহিমা।
কিন্তু মুঞী অধর্মের বড় বিড়মনা॥
অদ্বৈত পরমানন্দ এক ভগবান।
সকলের আত্মাঁ প্রভু সভাতে সমান॥
কর্ম হনে তার তেজ না টুটে না বাঢ়ে।
সম ভাব হঞা জেন এক যুর্য্য চলে॥
আছক আনের কাজ ত্রিভুবন মাঝে।
ভকত জনের কেহো মহিমা না বুঝে॥
তোমার ভকত জনে নাহি অভিমান।
পষুবত তোর মোর নহে অগেআন॥
এতেক বচন বুলি ধর্মের নন্দন।
কৃষ্ণ স্থানে নিবেদিঞা কহিল বচন॥

রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান

কৃষ্ণ ভিম অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির রাজা।
ময়দানব আনি কৈল বড় পুজা॥
পূর্ব্বে সত্য করিঞাছ স্মঁরন তোমার।
বিচিত্র রচিঞা সভা দেহত আমার॥
যুনিঞা রাজার আজ্ঞা ময় মহামতী।
নানা চিত্র বিচিত্র সভা রচিল বহু ভাঁতি॥
দিব্য সভা রচিল জিনিঞা যুরপুরী।
হেন সভা নাহি দেখি ইন্দ্রের নগরী॥
যুভক্ষন করি রাজা কৃষ্ণ আগু লঞা।
বসিলা সভার মধ্যে বান্ধব বেঢ়িঞা॥
হেনকালে দুর্য্যোধন আইলা সেই ঠাঞী।
জলে স্থলে দ্দান করি পড়িলা তথাই॥
স্থলে জল জ্ঞান করি তুলিল বসন।...
জলে স্থল দ্দান করিলা মাঞা দিল বাস।
দেখিঞা দ্রোপদি দেবী[ক১২৬/২]করে উপহাস॥
হাসিঞাত ভিম হাথে ধরিঞা তুলিল।

১ লিপিকর প্রমাদে পত্রসংখ্যা ১২৫ স্থলে ১২৬ বসেছে। ফলে এরপর পত্রসংখ্যায় ক পুথিতে এক পৃষ্ঠা সর্বত্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

সভা দেখি দুর্য্যোধন মরন মানিল॥
সান্ত করাইল রাজা কোলেত করিঞা।
তুসিলেন্ত দুর্য্যোধন রত্নবাস দিঞ॥
আলিঙ্গন দিল যুধিষ্ঠির সভাতে বৈসাঞা।
বড় পৃতি কৈল রাজা আনন্দিত হঞা॥
তবে যুধিষ্টির রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
যুভকালে বরিল জাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ॥
বেদব্যাস ভরদ্বাজ নারদ গৌতম।
বসিষ্ট মৈত্রেয় কনু অসিত চ্যবন॥
বিশ্বামিত্র বামদেব জৈমুনি যুমতি।
পৌলস্ত্য পরাসর গর্গ কুমার ভৃগুপতি॥
অর্থক কস্যপ ক্রতু আর কৃতব্রহ্মা।...
মধুছন্দ ব্যতিহোত্র আদি মুনিগন॥
বরিল নৃপতি সিংহ ভার্গব আযুরী।
তবে জত ব্রাহ্মণ আনিল আজ্ঞা করী॥
ভিস্ম দ্রোন কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
সপুত্র বান্ধবে পাত্র মিত্র জত প্রজা॥
ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রিয় বৈস্য যুদ্র আদি করী।
জজ্ঞ দেখিবারে গেলা জত নরনারি॥
তবে জত দ্বিজগন করি যুভক্ষন।
যুত্র ধরি কৈল জজ্ঞ স্থান নিরোপন॥
সোনার নাঙ্গলে তাথে দিল এক চাস।
তবে জজ্ঞবেদি ঘর করে পরকাস॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির করি যুভক্ষন।
জজ্ঞ দিক্ষা করাইল জত দ্বিজগন॥
কনক রচিত পাত্রে জজ্ঞের সম্ভার।
বরূনের জজ্ঞে জেন দেখি চমৎকার॥
ইন্দ্র আদি দেবগন সগনে সঙ্কর।
গন্ধর্ব কিন্নর জক্ষ সিদ্ধি বিদ্যাধর॥
আপনে বিরিঞ্চি[ক১২৭/১]দেব চলিলা সগনে।
পন্নগ চারনগন সবল বাহনে॥
দেখিতে রাজার জজ্ঞ চলিলা কৌতুকে।
দিনে দিনে আনন্দ বাঢ়িল সর্ব্বলোকে॥
পৃথিবির জত রাজা সবল বাহনে।
পুজিল সকল লোক বিবিধ জতনে॥
রাজপত্নিগন জত পুরনারিগন।
পাণ্ডুপুত্র মহাজজ্ঞে সভে উপসন্ন॥
কৃষ্ণ ভিস্ম ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুর্য্যোধন।
সত ভাই সহিতে জতেক কুরুগন॥
সিযুপাল দন্তবক্র বরূন নৃপতি।

জমরাজা কাসিরাজা কর্ন্ন্য অধিপতী॥
উত্তম মধ্যম জত অধম বৈসএ।
জার জেই জোগ্য রাজা বসিল সভায়ে॥
বসিলা সকল রাজা জজ্ঞ দেখিবারে।
সব রাজাগন সেবা করে নৃপবরে॥
পরিচর্য্যা করিতে আনিএগ্রা বন্ধুগন।
জার জেন কার্য্যে করিল নিজোজন॥
ভিমে অধিকার পাইল করিতে রন্ধন।
ধন অধিপতি করি দিল দুর্য্যোধন॥
সহদেব লোক পুজা কার্য্যে নিজোজিল।
দ্রর্ব্য আনি জোগাইতে নকুল স্থাপিল॥
সাধু সেবা করিতে স্থাপিল ধনঞ্জয়।
পদ প্রক্ষ্যালনে দিল কৃষ্ণ মহাসয়॥
অন্ন পরসনে দিল দ্রোপদকুমারি।
কর্ন্ন্য মহাদাতা দিল দানে অধিকারী॥
যুযুধান বিরাট বিদুর সন্তর্দ্ধন।
নানা কার্য্যে নিজোজিল জত মহাজন॥
য়েকে একে রাজাগন সব নিজোজিএগ্রা।
জজ্ঞ করয়ে রাজা পুরোহিত লএগ্রা॥
জজ্ঞ করিল রাজা বেদের বিধানে।
জথোচিত দক্ষিনা দিল সকল ব্রাহ্মনে॥
জজ্ঞ সমাধিএগ্রা দিল বিবিধ দক্ষিনা।
জার জেন পিরিতি না কৈল বিলংঘনা॥
[ক১২৭/২]সোম অভিসর দিল পাএগ্রা যুভকাল।
পুজিতে নৃপতিগন চিন্তে মহিপাল॥
সভাতে প্রধান আছে বিরিঞ্চি সঙ্কর।
মহামুনিগন চন্দ্র সুর্য্য পুরন্দর॥
আপনে সাক্ষ্যাত জাথে ত্রিভুবন রায়।
কাহাকে পুজিব আগে কি হয়ে উপায়॥
চিন্তে রাজা যুধিষ্ঠির মনে পাএগ্রা ভয়।
সহদেব আসিএগ্রা বোলয়ে মহাসয়॥
সাক্ষ্যাতে অচ্যুত জাথে সভার প্রধান।
সর্ব্ব দেবময় হরি এক ভগবান॥
সর্ব্ব জজ্ঞময় এহি দেস কালময়।
সর্ব্বলোক গতি পতি এহি মহাসয়॥
মন্ত্র তন্ত্র সাংক্ষ রূপ য়েই সর্ব্ব রূপ।
য়েই সর্ব্বময় আর না হয়ে স্বরূপ॥
আপনে আপনা পুজে পালয়ে সংহারে।
য়েই প্রভু নানা রূপে নানা কর্ম করে॥
এই প্রভু জগতে করয়ে নানা কর্ম।
ইহার কৃপায়ে লোক সাধে নানা ধর্ম॥

হেন প্রভু থাকিতে আপনে মহেস্বর।
কাহাকে পুজিব আগে সভার ভিতর॥
সর্ব্বলোক পুজা হয়ে ইহাকে পুজিলে।
সর্ব্ব দেব তুষ্ট হয় হরি তুষ্ট হৈলে॥
এ বোল বুঝিঞা তুমি আগে কৃষ্ণ পুজ।
সর্ব্বময় প্রভু তুমি সর্ব্ব ভাবে ভজ॥
পুর্ণব্রহ্ম সান্ত যুদ্ধ নিত্য যুদ্ধময়।
য়ে দেব পুজিলে সর্ব্ব দেব পুজা হয়॥
এতেক বুলিঞা সহদেব মহামতি।
নিসবদে রহিলা বুঝিঞা ধর্ম্ম গতি॥
সহদেব বচন যুনিঞা সর্ব্বলোকে।
সাধু সাধু বুলিঞা বাখানে সভাসদে॥
বুঝিঞা সভার মন রাজা যুধিষ্ঠির।
নয়নে আনন্দ জল পুল[ক১২৮/১]ক সরির॥
যুরিতে পুজিল রাজা প্রনতি বিহ্বোল।
পুন্য জলে পাখালিল চরন যুগল॥
সকুটুম বন্ধু বান্ধবগন মেলি।
প্রভুর চরন তুলি নিজ সিরে ধরী॥
বিবিধ বরনে পিত বসন পরায়।
দিব্য অলঙ্কার দিঞা শ্রীঅঙ্গ সাজায়॥
মনিময় বসন বিবিধ মহাধন।
দিব্য বেস করে রাজা অঙ্গের সাজন॥
নয়নে আনন্দ জল পড়ে সতধারে।
ভুসন পরায় রাজা আপনা পাসরে॥
ব্রহ্মা ভব পুরন্দর যুড়ি দুই কর।
মুনিগন যুর গন আনন্দে বিহ্বোল॥
নমো নমো জয় জয় সব্দ সর্ব্বজনে।
দুন্দুভি বাজন বাজে পুষ্প বরিসনে॥
যুরগন মুনিগন নমো নমো বানি।
ভুবন ভরিঞা হৈল জয় জয় ধ্বনী॥
তবে দমঘোস যুত রাজা সিযুপাল।
কৃষ্ণ গুন বচন যুনিঞা দুরাচার॥
উঠিল আসন হৈতে মনে ক্রোধ করি।
উচ্চস্বরে ডাকিঞা বোলয়ে বাহু তুলি॥
ভর্ছিঞা কৃষ্ণকে গালি দেই অতিসয়।
সভার ভিতরে রহি বোলে মতিক্ষয়॥

কৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের কটূক্তি

আসন তেজিঞা রাজা বোলে কটুবানি।
জত কিছু মন্দ বোলে কর্ম্মে নাহি যুনী॥

মিথ্যা কাজে য়ে সভায়ে করিল গমন।
নপুংসক বোলে করে সেবক পূজন॥
বড় বড় মহারাজা বড় জোদ্ধাপতি।
ত্রিভুবন জিনি সব জাহার খেআতি॥
সভা মধ্যে থাকিতে য়ে সব নৃপতি।
অধম কৃষ্ণেরে পুজে বড় আখেআতি॥
কিবা গোপ কিবা ক্ষেত্রি বুলিতে না পারি।
জাতি নির্নয় নাহি আগু তাকে বরি॥
সত্য সত্য কালগতি কে বুঝিতে পারে।
বালকের বচনে বুদ্ধের মতি হরে॥
[ক১২৮/২]তুমি সব পাত্রস্রেষ্ঠ বৃদ্ধ মান্য জন।
হে তুমি হএগ্রা ধর সিষুর বচন॥
সভা পতে তুমি সব আছ বিদ্যমান।
হেন সভা মাঝে কর গোআলা প্রধান॥
ব্রতবিদ্যা তপময় মহামুনিগন।
দিব্য জ্ঞান ব্রত নিষ্ঠা ভুবন পারন॥
এসব ঠাকুর মুনি মহা জোগেস্বর।
ব্রহ্মা ভব চন্দ্র ষুর্য্য জাথে পুরন্দর॥
তাহাতে উত্তম পাত্র কে হয়ে গোআল।
কুল সিল বিবর্জ্জিত আশ্রম আচার॥
কুল বিনাসন সর্ব্ব ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত।
সৎসন্দ আচার গুন হিন বিনিন্দিত॥
হেন গোপ জাতি কৃষ্ণ পুজিতে যুআয়।
কাকে জেন জদ্দ ভাগ আগে বলি খায়॥
জজাতি রাজার সাঁপ আছে জদুকুলে।
জদুবংসে কেহো নাহি রার্য্য অধিকারে॥
হেন জদু কুলে জন্ম লোক বহিস্‌জত।
ব্রেথা বানবত সাধু জন বিবর্জ্জিত॥
ধন্য ধন্য তেজিএগ্রা সেবিত পুন্য দেস।
গঢ় বান্ধি করে গিএগ্রা সাগর প্রবেস॥
হেন কৃষ্ণ হয়ে কি পুজার অধিকারী।
য়েই রূপ সিষুপাল দিল নানা গালী॥
জত গালি দিল সিষুপাল দুষ্টমতি।
সেহি স্তুতি করিএগ্রা বর্ন্নিল সরস্বতি॥
কিছু না বুলিল তাথে প্রভু শৃনিবাসে।
শৃগাল সবদে জেন কেসরি না রোসে॥
কৃষ্ণ নিন্দা যুনিএগ্রা উঠিল সভাসদে।
দুই কান বুজিএগ্রা উঠিল সভাসদে॥
কৃষ্ণ নিন্দা যুনে কিবা সাধু নিন্দা যুনে।
কর্ন্ন ধরি সভাতে না উঠে জেবা জনে॥

অধোগতি চলে তার পু[ক১২৯/১]র্ব্ব পুন্য ক্ষয়।
সাধু নিন্দা সম পাপ কহিল না হয়।।
তবে পাণ্ডুষুত আদি মহাবিরগন।
সক্রোধ হইএগ উঠে ভিম অর্জ্জুন।।
নকুল সহদেব জত যুধিষ্ঠির গন।
উঠিলা লইতে সিষুপালের জিবন।।
ক্রোধে অস্ত্র ধরি সভে উঠে সেই ক্ষন।
মহা মহা বির সব রনে বিচক্ষন।।

শিশুপাল বধ

খড়গ চর্ম ধরিএগ উঠিল সিষুপাল।
কৃষ্ণ পক্ষ বিরগন ভর্ছিএগ আপার।।
য়েত বুলি সিষুপাল ষুপক্ষ লইএগ।
উঠিলা সম্ভ্রমে সভে নিজ অস্ত্র লএগ।।
দুইজনে যুদ্ধ হয় দেখি চক্রপানি।
উঠিএগ নিসেদ কিছু বুলিলেন্ত বানি।।
ষুন ভিম অর্জ্জুন ভাই স্থির হএগ রহ।
মোর ঠাএগী মরিবেক যুদ্ধ না করিহ।।
উহার মায়ের ঠাএগী সত্যে হব পার।
তেকারনে সহি জত বোলে অবেভার।।
খন জন্মিল এই বাপের ভুবনে।
চতুর্ভুজ দেখি সবে ত্রাস পাইল মনে।।
হেনকালে নারদ মুনি করিল গমন।
না করিহ ত্রাস সভে ষুনহ বচন।।
বড় জোদ্ধা মহারাজা হইল মহিতলে।
বিসাদ ছাড়িএগ সভে কর কুতুহলে।।
দ্বিভুজ হইব য়েই জাহা দরসনে।
সেই স[ষ] হইব সক্র লইব পরানে।।
আনিএগ দেখাহ রাজা সব জনে জনে।
তবে ত জানিবে সক্র কহিল কারনে।।
বুলিএগ নারদ গেলা আপনার স্থান।
তবে মা বাপ ষুনি করে অনুমান।।
কেমনে জানিব সক্র হৈব কোন জন।
ইহা বুলি নিরবধি ভাবে মনে মন।।
উৎসব করিএগ তবে বান্ধব আ[ক১২৯/২]নিল।
সভাকে দেখাইল পুত্র সক্র না জানিল।।
দ্বারকা পাঠাইল দুত আমার জে স্থানে।
বিনয় করিএগ বড় কহিএগ বচনে।।
আমার বাপের সেই ভানুপুত্র হয়।
কৌতুকে দেখিতে গেলাঙ তাহার নিলয়।।

আমা দরসনে হৈল দ্বিভুজ কুমার।
দেখিএগত পিতৃস্বসা কৈল পরিহার॥
তবেত তাহার পিতা মাতা দুই জনে।
অনেক বিনয় করি বুলিল বচনে॥
নিশ্চয়ে জানিল সিষু বধ তোমার।
সত অফরাদ তুমি না লবে ইহার॥
এতেক বচন জদি কহিল আমারে।
বুলিল না লব দোস এক সত বারে॥
সত্য করিল আমি তার বিদ্যমানে।
তেকারনে সহি জত বোলে অপমানে॥
শুনিএগ জানিল তবে প্রভু চক্রপানি।
এক সত উৰ্দ্ধ হৈল লইব পরানি॥
এত বলি চক্র লএগ প্রভু গদাধর।
এড়িলত চক্র গোটা সংগ্রাম ভিতর॥
ষূর্য্য কোটি জিনি চক্র তুরিত গমনে।
কাটিল মস্তক তার সভা বিদ্যমানে॥
হাহাকার হৈল তবে সকল সমাঝে।
হরিসেত পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে॥
সিষুপাল অঙ্গয্যোতি উঠিল গগনে।
তড়িত সঞ্চরে জেন দেখে সৰ্ব্বজনে॥
প্রবেস করিল য্যোতি কৃষ্ণের চরনে।
নয়ন বুজিএগ লোক রহিল ধেআনে॥
সৰ্ব্বজন সঙ্গে রাজা বিস্মিত মনে।
নারদে পুছন্তি কহ ইহার কারনে॥

শিশুপাল ও দন্তবক্রের পূর্ব বৃত্তান্ত

নারদ কহেন্ত কথা সুন নৃপবরে।
জয় বিজয় দ্বারি বৈকুণ্ঠ নগরে॥
সনকাদি পারিসদ বৈকুণ্ঠ জাইতে।
দ্বারে রহাইএগ কৈ[ক১৩০/১]ল বিপরিতে।
দেখিএগত কোপ করি বুইল তাহারে।
অষুর হইএগ দোঁহে জম্মগা সংসারে॥
সাঁপ হইলে পাপ হয়ে ষুন সৰ্ব্বজনে।
দন্তে ত্রিন লএগ করে কাকুতি বচনে॥
সাঁপ হইল সাঁপান্ত হউক মহাসএ।
জেন মতে হয় ঝাঁট গমন হেথাএ॥
বিনয় সুনিএগ দয়া হইল আর বার।
তবেত বুলিল মুনি ষুন রে গোঁআর॥
বৈরি ভাব ধরিবে দৈত্য তিন জন্ম ধরি।
সহস্তে মারিব তোকে প্রভু শ্রীহরী॥

সক্রভাবে চিন্তিহ মুক্তি হইব তোমার।
কহিল সকল কথা তোর প্রতিকার॥
অষুর হইএগ দোঁহে জন্মগা সংসারে।
সাঁপেত জন্মিলা আসি দুই সহোদরে॥
হিরন্যাক্ষ্য হিরন্যকসিপু মহাবিরে।
বরাহ রূপ ধরি গোসাঞী পৃথিবি উদ্ধারে॥
মারিল হিরন্যাক্ষ প্রথম অবতারে।...
হিরন্যকসিপু মাইল নরসিংহ হএগ।
পুনরপি দোঁহে জন্ম লইল আসিএগ॥
বিস্বশ্রবা জন্ম দিল নিকসা উদরে।
রাবন কুম্ভকর্ন্ন্য হৈল দুই সহোদরে॥
শ্রীরাম রূপে তার লইল জিবন।
য়েখনে আসি জনমিল সেই দুইজন॥
সিষুপাল দন্তবক্র নাম দোঁহার।
এখন কৃষ্ণের চক্রে মরন উহার॥
তিন অবতারে গোসাঞী আপনে মারিএগ।
পাঠাইল বৈকুণ্ঠপুরি মুক্তিপদ দিএগ॥
কহিল সকল কথা যুন নৃপবরে।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে॥
হেন জগন্নাথ প্রভু তোমারে সদয়।
সর্ব্বভাবে দয়া করি কুটুম বোলয়॥
হরসিতে যুধিষ্ঠির আপনা পাসরি।
ভ্রাত্রিগন সহে রাজা[ক১৩০/২]কৃষ্ণে পুজা করি।
তবে জজ্ঞ সমাপ্তিল ধর্ম্মের নন্দন।
বিবিধ দক্ষিনা দিল পুজিল ব্রাহ্মন॥
বিধি অনুসারে করি সর্ব্বলোক পুজা।
তবে জজ্ঞ সমাপ্তিল যুধিষ্ঠির রাজা॥
মহা জোগেস্বর প্রভু তুহি ভগবান।
যুধিষ্ঠির জজ্ঞ করাইএগ সমাধান॥
বন্ধুগনে ধরিএগ রাখিল পদযুগে।
কথোদিন রহিলা বান্ধব অনুরাগে॥
হেন অপরূপ কর্ম্ম করয়ে শ্রীহরী।
অনন্ত কৃষ্ণের কর্ম্ম কে কহিতে পারী॥
জজ্ঞ সমাপ্তিএগ রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
জজ্ঞসেস পুন্যজলে করিএগ মার্জ্জন॥
আসনে বসিলা রাজা জেন পুরন্দর।
ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিঅ বৈস্য করিএগ মণ্ডল॥
যুর নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর নারি।
বসিল সকল লোক কৃষ্ণে মন্ন ধরী॥
আনন্দে চলিল লোক কৃষ্ণ প্রসংসিএগ।

সবে দুর্য্যোধন গেল মনে দুঃখ পাএগ।।
সিষুপাল বধ নৃপগন বিমোচন।
মহাজজ্ঞ পুন্যকথা শ্রবন কির্ত্তন।।
কৃষ্ণকথা পুন্য জস শ্রবন প্রকাস।
সর্ব্ব পাপ হরে তার কৃষ্ণ পুরে বাস।।
শ্রীকৃষ্ণের কথা যুন সকল সংসারে।
গুনরাজ খাঁনে বোলে হরি অবতারে।।৫।।

শাল্ব কর্তৃক দ্বারকা আক্রমণ

।। কানড় রাগ ।।

অদভুত আর কথা গোবিন্দ চরিত্র।
কহিব সাল্বের বধ পরম বিচিত্র।।
কৃড়ানর কলেবর নরনিলা করী।
সাল্ব নামে অষুর বধিল শ্রীহরি।।
সিষুপাল পক্ষ সাল্ব আছিল অষুর।
সমর যুঝার বির পরম নিষ্ঠুর।।
রূক্ষীনি হরনে গেলা জখনে[ক১৩১/১]শ্রীহরি।
তখন আসিএগছিল সাল্ব মহাবলি।।
সংগ্রাম হারিএগ বির পালাইল তখনে।
প্রতিজ্ঞা করিল গিএগ সভা বিদ্যমানে।।
অরাজক পৃথিবি করিমু বাহুবলে।
মোর সব্দ রহে জেন ধরনি মণ্ডলে।।
প্রতিজ্ঞা করিএগ য়েই চলিল দুরন্ত।
সিব আরাধিল গিএগ বৎসর পর্য্যন্ত।।
উর্দ্ধপদে নিরাহারে হইএগ সত্তর।
এক মনে চিন্তে তবে দেব মহেস্বর।।
এক মুঠি পাঁশুস খায় দিন অবসানে।
তুষ্ট হএগ সিব দেব আইলা আপনে।।
বর মাগ বুইল প্রভু করুনা সাগর।
যুনিএগ সন্তোস বড় রাজা নৃপবর।।
আনন্দিত হএগ তবে মাগে এহি বর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর সিদ্ধি বিদ্যাধর।।
ত্রিভুবনে কেহো জেন লংঘিতে না পারে।
সংসার জিনিব আমি নিজ বাহুবলে।।
ত্রিভুবন জিনিএগ আনিমু এক রথে।
হেন রথ মাগোঁ নাথ তোমার সাক্ষ্যাতে।।
অলক্ষিত গতি রথ লোক ভয়ঙ্কর।
তুষ্ট হএগ পষুপতি দিল সেই বর।।
ময় নামে দানব আনিএগ বিদ্যমানে।
আজ্ঞা কৈল দেহ রথ করি নিরমানে।।

রথ নিরমিএগা ময় দিল সচকিত।
সৌভ নামে রথখান লোহার নির্ম্মিত।।
অন্তরিক্ষে ভ্রমে রথ গমন ষুসার।
দেখিতে না দেখি রথ মহা চমৎকার।।
বেঢ়িল দ্বারকাপুরি লএগা মহাসেনা।
গড়ের বাহিরে গিএগা বেঢ়ি দিল হানা।।
বন উপবন ভাঙ্গে প্রাচির দুআর।
গোপুর মন্দির পুর বিমান বেহার।।
অস্ত্র বরিসন করে গাছ পাথর।
বজ্রপাত নিষ্ঠুর গর্জ্জন ফনধর।।
পরচণ্ড চক্রবাত ধুলা[ক১৩১/২]বরিসনে।
দসদিগ গরজিল ধুম গরজনে।।
দেখিএগা প্রদ্যুম্ন বির কৃষ্ণের নন্দন।
মহা ধনুর্দ্ধর বির রনে বিচক্ষন।।
সান্তিএগা রাখিল বির না করিহ ভয়।
মোর যুদ্ধে সাম্ব আজি পাব পরাজয়।।
এ বোল বুলিএগা বির মহারথে চড়ি।
মহা সেনাপতি গন নিজ সঙ্গে করী।।
সাত্যকি অক্রুর গদ সুক সারন।
সাম্বু ভানু বিন্দ আদি মহাসেনাগন।।
আর জত সেনাপতি মহা ধনুর্দ্ধর।
মহাভাট মহারথ তুরগ কুঞ্জর।।
চলিল প্রদ্যুম্ন বির সাজি জদুসেনা।
নানা বর্ন্নে হাথি ঘোড়া দ্ধজ ছত্রবানা।।
বাজিল সাম্বের সহে তুমুল সংগ্রাম।
নহিল নহিব যুদ্ধ তাহার সমান।।

শাম্বের মায়াযুদ্ধ

ধনুতে টঙ্কার দিএগা জোড়ে চোখ সর।
কাটিল সাম্বের মায়া কৃষ্ণের কোঁঅর।।
তিলেকে সাম্বের মায়া সব হৈল নাস।
ষুর্য্য দরসনে জেন তিমির বিনাস।।
বিন্ধিল পচিস বানে সাম্ব সেনাপতি।
দস দস বানে আর বিন্ধিল সারথি।।
বিন্ধিল সতেক বানে সাম্ব কলেবর।
তিন তিন বানে ঘোড়া করিল জর্জ্জর।।
এক রূপ সাম্ব রাজা নানা রূপ ধরে।
অলক্ষিতে রথ কেহো লখিতে না পারে।।
মায়াময় রথখান দেখিতে না দেখি।
কি রূপ কথাতে থাকে লখিতে না লখি।।

ক্ষনে জলে ক্ষনে স্থলে আকাস উপরে।
ক্ষনে রশ পরবেস পর্ব্বত সিখরে।।
জথা জথা চিন্তে রথ আছে সেই ঠাঞী।
[ক১৩২/১]কথা সাম্ব কথা রথ দেখিতে না পাই।।
জত সেনাপতি জদুকুলের প্রধান।
ধনুক টঙ্কার দিঞা জোড়ে চোখবান।।
বিন্ধিঞা সাম্বের সৈন্য কৈল জর্জ্জর।
তবে কোন কর্ম করে সাম্ব মহাবল।।
একবারে করে তিন্ন সর বরিসন।
তহুঁ জদি বিরগনে না তেজিল রন।।
আছিল সাম্বের মন্ত্রি মন্ত্রির প্রধান।
ঘুমান তাহার নাম মহা বলবান।।
প্রদ্যুম্নের বানে বেটা সংগ্রাম তেজিঞা।
ভুমিতে পড়িঞাছিল অচেতন হঞা।।
আর বার উঠিল ডাকিঞা ভয়ঙ্কর।
তুলিঞা লোহার গদা ধাইল সত্তর।।
প্রদ্যুম্নের বুকে গিঞা মারে এক বাড়ি।
পড়িল প্রদ্যুম্ন বির বনে প্রান ছাড়ি।।
দারূক নন্দন তার রথের সারথি।
রথ খান বাহিরেত ... মহামতি।।
রন হৈতে রথখান আনিল বাহিরে।
ধর্ম্মধ্বজ জানে সেই পরম যুধিরে।।
উঠিল চেতন পাঞা কৃষ্ণের নন্দন।
সারথি দেখিঞা তবে কি বোলে বচন।।
কেনে হেন কর্ম তুমি করিলে বিপরিত।
সংগ্রাম তেজিতে বির না হয়ে উচিত।।
যুদ্ধ তেজি পালান বিরের নহে ধর্ম্ম।
জদুবংসে কেহো নাহি করে হেন কর্ম্ম।।
কি বুলিঞা দাণ্ডাইব কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
কী বোল বুলিব মোকে ভাই বন্ধুগনে।।
বধু জনে হাসিঞা করিব উপালম্ভ।
পুরজনে দেখিঞা বুলিব মোরে মন্দ।।
এতেক বচন যুনি দারূক তনয়।
কহিতে নাগিলা ধর্ম্ম করিঞা নির্ম্ময়।।
যুন যুন মহাবির ধর্ম বিবরন।
[ক১৩২/২]আমি নাহি করি ধর্ম বিলংঘন।।
সঙ্কট খণ্ডিত বীর রাখিব সারথি।
স্থির চিত্ত করিঞা রাখিব মহামতি।।
য়েতেক বচন যুনি ক্রোধ সঙ্কলিল।
মহাবির প্রদ্যুম্ন তবে যুস্থির হইল।।

উঠিঞা বসিলা বির রুক্মিনীনন্দন।
হাথ পাও পাখালিঞা কৈল আঁচমন॥
ধনুক টঙ্কার দিঞা জোড়ে চোঁখ বান।
ডাকিঞা বোলয়ে তবে বিরের প্রধান॥
আরে রে সারথি রথ ডাকাহ সত্তর।
জথাতে ঘুমান বির আছয়ে প্রখর॥
এতেক বচন বুলি বেঢ়ি চারিপাসে।
বিন্ধিল ঘুমান বির অষ্ট না বাচে॥
চারি বানে চারি ঘোড়া বিন্ধিল সন্ধানে।
ধনুখান কাটি এথা ফেলিল এক বানে॥
দুই বানে কাটিঞা ধবজ সারথির মাথা।
তা দেখিঞা মহাবির ভাবে মনে বেথা॥
চারি বানে কাটিল রথের চারি ঘোড়া।
পড়িল সকল অস্ব ছিঁড়িঞাত দড়া॥
এক বানে কাটে তবে ঘুমান সরির।
সাধু সাধু বুলিঞা ডাকিল মহাবির॥
তবে গদ সামু বিন্দ সাত্যকিনন্দন।
চৌদিগ বেঢ়িঞা যুঝে মহাবিরগন॥
কাটিঞা সাম্বের সৈন্য ফেলিল সাগরে।
ছিন্ন ভিন্ন হঞা কেহো রহিল সমরে॥
এইরূপ দুই সৈন্য যুঝে নিরন্তর।
সাতাসি দিবস যুদ্ধ পৃথিবি ভিতর॥
ইন্দ্রপ্রস্থে তখনে আছিলা প্রভু হরী।
ধর্মপুত্রে লঞাছিল নিমন্ত্রণ করী॥
রাজযুই জজ্ঞ জদি কৈল সমাপন।
সিষুপাল সংহার করিঞা নারায়ণ॥
দুর্নক্ষন দেখিঞা বিস্মঁঅ[ক১৩৩/১]হৈল চিত্তে।
বন্ধুগন সম্ভাসিঞা চলিলা তুরিতে॥
বন্ধুগন সহে আমি য়েথা উপস্থিত।
না জানি কি হয়ে তথা কার্য্য বিপরিত॥
সিষুপাল পক্ষ জত বিপক্ষ নৃপতি।
না জানি কি কৈল তারা পুরের দুর্গতি॥
এতেক বচন বুলি প্রভু হ্রিষিকেস।
দ্বারকা নগরে গিঞা করিল প্রবেস॥
নিজ গন ক্রন্দন দেখিঞা প্রভু হরি।
সারথির তরে আজ্ঞা দিল তরাতরী॥
চালাহ সারথি রথ না কর বিলম।
সাম্বের মায়ায়ে জানি রনে হয়ে ভঙ্গ॥
জথা সাম্ব তথা রথ চালাহ সত্তর।
সগনে মারিব তাকে রনের ভিতর॥

তথা রথ পিটিঞা সারথি দিল ঝাঁটে।
আঁখির নিমিখে গেলা সাম্বের নিকটে॥
হেনকালে তথাই গরূড় দেখা দিল।
দেখিঞা সকল সৈন্য চমকিত হৈল॥
তবে কোন কর্ম্ম করে সাম্ব দুরাচার।
সক্তিপাট তুলিঞা ভ্রমায় সাতবার॥
পেলাঞা মারিল সক্তি সারথির তরে।
উল্কাপাত হৈল জেন গগন উপরে॥

শাল্ববধ

সক্তিপাট পড়িব দেখিঞা ভগবান।
তিক্ষ্ণবানে কাটিঞা করিল সতখান॥
বিন্ধিলেন সোল বান সাম্বের সরিরে।
রথখান জর্জ্জর করিল সরজালে॥
তবে কোন কর্ম্ম করে সাম্ব দুরাচার।
সক্তিপাট তুলিঞা ভ্রমায় সাতবার॥
আকর্ন্ন্য পুরিঞা দিল ধনুতে টঙ্কার।...
কৃষ্ণ রথ বাঁম হাথ বিন্ধিল তিক্ষ্ণবানে।
খসিঞা পড়িল ধনু নিজ হাথ হনে॥
পড়িল সারঙ্গ ধনু দেখি চমৎকার।
ত্রিভুবনে সবদ উঠিল[ক১৩৩/২]হাহাকার॥
ডাকিঞা বোলয়ে সাম্ব আরে রে গোআল।
আজি মোর হাথে তোর দৈবে সে নিস্তার॥
মোর সখা তোর ভাই হয়ে সিষুপাল।
তার ভার্য্যা সাক্ষ্যাতে হরিলি দুরাচার॥
তো হেন দুর্জ্জন আর নাহি ত্রিভুবনে।
সভা মধ্যে ভাই বধ করিলি বিদ্যমানে॥
সাম্বের বচন ষুনি প্রভু শ্রীহরি।
কেনে বেটা এতেক বুলিস দর্প করী॥
সুর হঞা বিক্রম দেখাসি আপনার।
বির হঞা বুলিলে না করে অহঙ্কার॥
এ বোল বুলিঞা বির গদাপাট এড়ি।
মারিল সাম্বের মুণ্ডে তিন্ন গদাবাড়ি॥
কাঁপিঞা পড়িল সাম্ব রক্ত পড়ে ধারে।
অন্তরিক্ষ হঞা গেল আকাস উপরে॥
ক্ষনেক অন্তর এক পুরূষ আসিঞা।
রহিল প্রভুর আগে প্রনাম করিঞা॥
দৈবকী তোমার মাতা পাঠাইল মোরে।
নিবেদন করোঁ নাথ তোমার গোচরে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহু প্রমাদ ঘটিল।

বান্ধিএগ তোমার পিতা সাম্বে লএগ গেল॥
কোন বুদ্ধি করিবে কি হয়ে পরকার।
কোন মতে করিবে বাপের প্রতিকার॥
এ বোল যুনিএগ কৃষ্ণ ভাবিল বিস্মঁঅ।
দুঃখ সোক পাএগ হরি চিন্তে অতিসয়॥
মানুস প্রকৃতি নিলা প্রকট করিএগ।
কহিতে নাগিলা কিছু বিস্মঁঅ ভাবিএগ॥
জেষ্ঠ ভাই তথাতে থাকিতে বলরাম।
ত্রিভুবনে নাহি বির জাহার সমান॥
অল্প বল সাম্বে পিতা নৈ জাএ হরিএগ।...
অল্প বল সাম্বে পিতা হরি লএগ জায়।
বিধি বাম হয়ে জদি করি[ক১৩৪/১]কি উপায়।
হেনকালে সাম্ব আসি দিল দরসন।
বযুদেব করে করি কি বোলে বচন॥
হের দেখ কৃষ্ণ তোর বযুদেব পিতা।
য়েই ক্ষনে তোর বিদ্যমানে কাটোঁ মাথা॥
জদি কৃষ্ণ পারিস পিতার রক্ষ্যা কর।
নহে হের মাথা কাটোঁ তোমার গোচর॥
এতেক বচন বুলি খড়্গে কাটে সির।
আকাসে উঠিএগ গেল সাম্ব মহাবির॥
ক্ষনেক রহিএগ হরি হএগ মুরছিত।
মানুস স্বভাবে চিত্ত করি নিজোজিত॥
জদ্যপি পরমানন্দ যুদ্ধ জ্ঞানময়।
সঙ্গদোসে তথাপি অবস্য দোস হয়॥
এহি বুঝাইতে প্রভু নর নিলা করে।
বুঝাএ সকল লোক এহি পরকারে॥
তবে হরি উঠিএগ মেলিল দুই আঁখি।
জানিল সাম্বের মায়া সর্ব্বলোক সাক্ষি॥
নাহি দুত তথাতে বাপের কলেবর।
তিলেকে সাম্বের মায়া খণ্ডিল সকল॥
আকাসে দেখিল সাম্ব সৌভের উপরে।
ক্রোধ করি জগন্নাথ উঠিল সত্তরে॥
এইরূপ বোলে কোন কোন মুনিগনে।
আপনে না বুঝে তারা আপন বচনে॥
কথা সোক কথা মোহ কথা প্রেমময়।
কথা বা পরমানন্দ যুদ্ধ জ্ঞানময়॥
জার চরনারবিন্দ সেবা অনুভাব।
অবিদ্যা বিনাসে আর খণ্ডে ভব তাপ॥
সান্তজন গতি পতি পুরূষ পুরান।
তার সোক তার মোহ কি হয়ে প্রমান॥

এইরূপ কেহো কেহো বোলে অগেআনে।
তারা সব কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে॥
তবে অস্ত্রে করে সাম্ব বান বরিসন।
তাহা দেখি কোপ করে দেব না[ক১৩৪/২]রায়ণ॥
অঙ্গের কবচ কাটি কৈল জরজর।
আর বানে তাহার কাটিল ধনুসর॥
কাটিল মাথার মনি খরতর সরে।
রথখান চূর্ন্ন্য কৈল গদার প্রহারে॥
তবে লাফ দিঞা সাম্ব পড়ে ভুমিতলে।
খণ্ড খণ্ড হঞা রথ পড়িল সাগরে॥
গদাপাট তুলি সাম্ব হয়ে আগুআন।
গদা সহে বাহু কাটি করিল খান খান॥
ভেলকে কাটিল ভুরূ প্রভু গদাধর।
তবে চক্র তোলে জেন প্রচন্ড আনল॥
চক্র করে করি প্রভু জলে অতিসয়।
উদয় পর্ব্বতে জেন যুর্য্যের উদয়॥
চক্রে মাথা সাম্বের কাটিল চক্রধর।
ভূমিতে পড়িল সির কিরিট কুন্ডল॥
বজ্রে জেন পর্ব্বত কাটিল পুরন্দর।
হাহাকার সবদ উঠিল বহুতর॥
সৌভ সহে সাম্ব জদি পড়িল সংগ্রামে।
পড়িল পৌণ্ড্রক জদি তিক্ষ্ণ সর বানে॥
জঅ জয় পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগনে।
যুদ্ধ জিনি ঘর আইলা প্রভু নারায়নে॥
অদভুত যুন নর কৃষ্ণের কথন।
গুনরাজ খাঁনে বোলে হরির চরণ॥[৩]॥

অনিরুদ্ধের বিবাহ

দ্বারকায়ে নানা রঙ্গে বৈসয়ে শ্রীহরি।
পৌত্র অনিরূদ্ধ আনি হর্ষ বড় করি॥
হেনকালে রূক্মিনি দেবি জোড়হাথ করি।
মোর বোলে অবগতি করহ মুরারি॥
মোর ভাই দোস কৈল তোমার চরনে।
তাহার নিমিত্তে কহি অনেক জতনে॥
প্রদ্যুম্নেরে কন্যা দিঞা কথোক সান্তি কৈল।
অনিরূদ্ধে পৌত্রি দিব বলিঞা পাঠাইল॥
জদি আজ্ঞা[ক১৩৫/১]কর গোসাঞী শ্রীমধুযুদন।
বর লঞা আপনে তথা করহ গমন॥
এতেক রূক্মিনি দেবি পরিহার করি।
করাইব পৌত্রের বিভা কহিল শ্রীহরি॥

এতেক বলিএগ কৃষ্ণ নড়িলা সত্তরে।
ভোজকুট নাম দেস রূক্ষীর নগরে॥
প্রদ্যুম্ন নড়িল তবে বল মহাসএ।
রূক্ষীনি সহিতে গেলা রাজার নিলয়ে॥
কৃষ্ণের গমন যুনি হর্ষ রূক্ষী রাজা।
ঘরে আনি সভাকার কৈল বড় পুজা॥
মিষ্টান্ন পান দিএগ ভোজন করাইল।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে যুখে রজনি বঞ্চিল॥
জোড়হাথে কৃষ্ণের ঠাএী লএগ অনুমতি।
পৌত্রি বিভা দিব সজ্জ কৈল নরপতি॥
নানা বাদ্য নৃত্য গীত মঙ্গল করিএগ।
অনিরূদ্ধে চারূমতি কন্যা দিল বিভা॥

বলরামের সঙ্গে দন্তবক্র ও রুক্মীর পাশ-ক্রীড়া ও রুক্মী বধ

দন্তবক্র নরপতি অনেক রাজা লএগ।
নানা কৃড়া করে তারা কৃষ্ণ রহাইএগ॥
রূক্ষি পক্ষ রাজা জত হএগ এক স্থানে।
কহিল রূক্ষিরে তবে মন্ত্রনা বচনে॥
পাসা কৃড়া করি তুমি জিন বলরাম।
না জানে পাসার মুল নাহি অবধান॥
এ বোল বুঝিএগ রূক্ষী বসিলা সভাতে।
ডাক দিএগ বলরাম আনিল সাক্ষ্যাতে॥
পাতিল পাসার খেলা কপট সন্ধানে।
বলরাম খেলে খেলা অকপট মনে॥
সতেক সহশ্র পন অর্জ্জুত ধরিএগ।
খেলয়ে রোহিনি যুত হরসিত হএগ॥
রুক্ষি বোলে জিনিল জিনিল সব খেড়ি।
দন্ত তুলি দন্তবক্র হাসে উচ্চ করী॥
তবে রাম আর বার লক্ষ ধরি পন।
ক্রোধ করি খেলে খেলা রোহিনিনন্দন॥
রূক্ষী[ক১৩৫/২]বোলে য়েহো বার কৈল আমি জয়।
তবে বলভদ্র ক্রোধ করে অতিসয়॥
অর্ব্বুধ করিএগ পন খেলে আরবার।
সকল জিনিল রাম বিপক্ষ বিদার॥
জিনিল সকল রূক্ষী বোলে ছল ধরি।
সভাসদে পুছ জদি আমি মিথ্যা বুলি॥
অন্তরিক্ষ বানি হৈল হেনএী সময়।
সকল জিনিল বলভদ্র মহাসয়॥
ছল ধরি রূক্ষি বোলে অসত্য বচন।

জিনিল সকল খেলা রোহিনিনন্দন।।
সেহো বানি না মানিল রুক্মী মহাসয়।
ছল ধরি হাসে মন্দ বোলে অতিসয়।।
বনে বৈস তুমি কি পাসার ধর দায়।।
সহজে গোআল জাতি গোধন চরায়।।
পাসাকৃড়া করে বিধগদ নৃপগনে।
গোপজাতি তুমি পাসা খেলিবে কেমনে।।
এত মন্দ বুলি তবে রুক্মী উপহাসে।
ক্রোধে রাম জলে জেন জলন্ত হুতাসে।।
মারিল রুক্মীর মুণ্ডে মুসল প্রহার।
সভার ভিতরে রুক্মীর করিল সংহার।।
তরাসে কলিঙ্গ রাজা পালায়ে সত্তরে।
তবে দস পাত্র গিএল ধরিল হলধরে।।
জে দন্ত দেখাএল দুষ্ট উপহাস কৈল।
গোটে গোটে সেই দন্ত উপাড়ি ফেলিল।।
কারো সরির ভাঙ্গিল কাহারো নাক কান।
কারো ভুজ কারো বুক হৈল খান খান।।
রকতে তিতিল অঙ্গ মুসল প্রহারে।
প্রান লএল নিজ পুরে গেল সব বিরে।।
ভাল মন্দ কিছু না বুলিল প্রভু হরি।
বলরাম রুক্মিনির প্রেম রক্ষ্যা করী।।
তবে কন্যা বর দিব্য রথে আরোপিএল।
বিবিধ সাজন সেনা চৌদিগ[ক১৩৬/১]সাজিএল।।
রাম কৃষ্ণ চলি গেলা দ্বারকা নগরে।
জয় জয় সব্দ হৈল পুরের ভিতরে।।
ষুনিএল কৃষ্ণের কথা সব পুরিজন।
হরিসে ঘোসয়ে জস ই তিন ভুবন।।

দন্তবক্র বধ

সাল্ব বধ করি হরি দ্বারকা নগরে।
ষুখে নিবৈসয়ে লোক ঘোসএ সংসারে।।
সিষুপালে সাল্ব জদি পড়িল সংগ্রামে।
পড়িল পৌণ্ড্রক জদি তিক্ষ্ণ সর বানে।।
যুঝিবারে আইল বির বন্ধুগন ধার।
দন্তবক্র নামে এক রাজা দুরাচার।।
পদভরে পৃথিবি করয়ে টলমল।
গদা লএল আইল বির করিতে সমর।।
হাথে গদা নিএল পদে ধাইলা সত্তরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি জায়ে দ্বারকা ভিতরে।।
ত্রাসে দুত বৈল জাএল ষুন গদাধর।

সৈন্য লঞা দন্তবক্র বেঢ়িল নগর॥
ষুনিঞা শ্রীহরি তবে গদা চক্র নিঞা।
আইলা কথোক সৈন্য পদব্রজে ধাঞা॥
দেখিঞাত দন্তবক্র বোলে উচ্চবানি।
মোর ঠাঞী মরিতে তুমি আইলা আপুনি॥
সিষুপাল সাল্ব আদি কুটুম মারিঞা।
দর্প করি দ্বারকাতে আছহ বসিঞা॥
ভাল হইল আজি মোরে দিলে দরসন।
তোমা মারি তা সভার করিব তর্পন॥
এত বলি লাফ দিঞা কৈল সিংহনাদ।
ষুনিঞা দ্বারকা লোক গুনিল প্রমাদ॥
হাসিঞাত বোলে তবে শ্রীমধুষুদন।
মরিতে আইলা এথা করিবারে রন॥
কোন অস্ত্র এড়িবে এড় দেখি তোর রন।
তোর অস্ত্র লঞা তোর বধিব জিবন॥
এত বোল ষুনি তবে সেই নৃপবর।
মহাক্রোধে জলি গেল সকল অন্তর॥
মারিল গদার বাড়ি কৃষ্ণের উপরে।
[ক১৩৬/২]বস্তু জ্ঞান না করিল গদার প্রহারে॥
তবে কোমদকি গদা তুলিঞা শ্রীহরি।
বুকের উপরে প্রভু মারে এক বাড়ি॥
বুক ভাঙ্গি দন্তবক্র হৈল খান খান।
ছটফটি করি মরে ছাড়য়ে পরান॥
ঝলকে ঝলকে পড়ে মুখের রূধির।
হাথ পাও আছাড়িঞা তেজিল সরির॥···
ভুমিতে পড়িল দারূন মহাবির॥
সুক্ষ্ম তেজ উঠিল দৈত্যের দেহ হনে।
কৃষ্ণে পরবেস করে দেখে সর্ব্বজনে॥
বিদুর তাহার ভাই সোকেত অস্থির।
হাথে খড়্গ করি বির ডাকিল গভির॥
কৃষ্ণ মারিবারে বীর হয়ে আগুসার।
চক্রে মাথা কাটি তার করিল সংহার॥
কিরিট কুণ্ডল সহে বিদুরের সির।
ভুমিতে পড়িঞা তবে গলয়ে রূধির॥
য়েই রূপ সৌভ সাল্ব দন্তবক্র কাটি।
বিদুর আদি করি আর বির কোটি কোটি॥
দ্বারকা প্রবেস কৈল দৈবকিনন্দন।
সুরগনে স্তুতি করে পুষ্প বরিসন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
সিদ্ধ বিদ্যাধরে স্তুতি পঢ়ে মন্ত্র পড়ি॥

হেন অদভুত যুন কৃষ্ণের বিজয়।
তিন জন্মে মুক্তি পাইল জয় বিজয়।।
হিরন্যাক্ষ্য হিরন্যকসিপু প্রথম অবত্তারে।
দ্বিতিএ রাবন কুম্ভকর্ন্ন মহাবিরে।।
সিষুপাল দন্তবক্র ত্রিতিঅ অবতারে।
সহস্তে মারিঞা মুক্তি দিল গদাধরে।।
দুই ভাই মুক্ত হঞা পাইল প্রতিকারে।
বিমানে চড়িঞা গেল বৈকুণ্ঠ নগরে।।
পিতৃগন জক্ষগন বিদ্যাধরগন।
কৃষ্ণের মহিমা জস করয়ে কির্ত্তন।।
চৌদিগে বেষ্টিত প্রভু জদুবিরগনে।
দ্বারকা প্রবেস কৈ[ক১৩৭/১]ল সবল বাহনে।।
মহা জোগেশ্বর প্রভু পুর্ন্য ভগবান।
জগত ইস্বর সর্ব্ব গুনের নিধান।।
বিচারে না দেখি তার জয় পরাজয়।
পষুবুদ্ধি গনে তায় করয়ে নির্ন্নয়।।
হেন অদভুত কথা হরি অবতার।
গুনরাজ খাঁনে বোলে তরিতে সংসার।। ✿।।

বজ্রনাভ দৈত্যের কাহিনী

।। কানড় রাগ।।

পুরূবে শৃজিল ব্রহ্মা বজ্রলাভপুরী।
সংসারে দুল্লভ কেহো লংঘিতে না পারি।।
যুবর্ন্নে রচিত ঘর প্রাচির যুন্দর।
ঝলমল করে পুরি আতি মনোহর।।
নানা জাতি বৈসে তথা নর্মদার তির।
দেখিতে সোভন পুরি পরম রুচির।।
তথা বইসে বজ্রলাভ যুলাভ।
রত্নপুরি অধিপত্তি বড়ই প্রতাপ।।
ত্রৈলোক্য জিনিতে চিত্ত করিঞা দুর্মতি।
যুমেরু পর্ব্বতে গিঞা তপস্যা করন্তি।।
নানা তপস্যাতে তবে সরির যুখিল।
দেবমানে সহশ্র বৎসর তপ কৈল।।
অনেক কঠোর করি ব্রহ্মা আরাধিল।
বজ্রলাভ তপে ব্রহ্মা বড় তুষ্ট হৈল।।...
তুষ্ট হঞা প্রজাপতি দরসন দিল।।
ব্রহ্মা বোলে যুন দৈত্য আমার বচন।
জে বর চাহিবে তাহা দিব এই ক্ষন।।
করজোড় করি তবে করিল বড় স্তুতি।
বিবিধ প্রকারে রাজা করিঞা ভকতি।।

জদি বর দিবে মোরে প্রভু প্রজাপতি।
নিবেদন করি কিছু কর অবগতি॥
চন্দ্র মুর্য্য রাহু আর জত তারাগনে।
মোর পুরে না জাইব মোর আজ্ঞা বিনে॥
নরলোক গন্ধর্ব্ব আর জত ত্রিভুবনে।
না জাইব কেহো পুরে মোর আদ্দা বিনে॥
দেবের অবধ্য দুই বরে বর মাগিল।
তুষ্ট হঞা প্রজাপতি সেই বর দিল॥
বর পাঞা পুরিতে আই[ক১৩৭/২]লা দৈত্যরাজ।
ত্রৈলোক্য জিনিঞা থাকে বজ্রপুরি মাঝ॥
সঙ্কর পুজিঞা পাইল কন্যা মনোরমা।
নানা গুনে সিলেসি ভুবনে অনুপামা॥
তাহার বর্ন্নিনা কেবা বলিবারে পারে।
ত্রৈলোক্যে দিবারে নাহি উপামা তাহারে॥

ইন্দ্র কর্তৃক বজ্রনাভ বধের পরামর্শ

হেনমতে সেই পুরে অমুর রাজা থাকি।
মুরপুর জিনিবারে হইলা কৌতুকী॥
এক দুত পাঠাইল পুরন্দর স্থানে।
মুরপুরে রার্য্য তুমি ভুঞ্জ চিরদিনে॥
এক কুলে দোঁহাকার জনম কারন।
একলা রার্য্য ভুঞ্জ তুমি ছাড়হ এখন॥
মুরপুরি গিঞা দুত সত্তর গমনে।
কহিল অমুরের কথা পুরন্দর স্থানে॥
মুনিঞা পুরন্দর তবে দুতের বচনে।
দেবের অবধ্য দৈত্য চিন্তে মনে মনে॥
বৃহস্পতি আনিঞা তথা করিল যুগতি।
এ সব সমএ হরি বিনা নাহি গতী॥
বৃহস্পতি বোলে ইন্দ্র মুনহ বচন।
দুত প্রবোধিঞা জাহ দ্বারকা ভুবন॥
কৃষ্ণ স্থানে নিবেদহ দুঃখের কারন।...
উপায় করিঞা হরি মারিব তাহারে।
কহিল বচন সার মুন মুরেস্বরে॥
বৃহস্পতি কহিল জদি এতেক বচন।
মুনিঞাত তুষ্ট হৈলা সহস্রলোচন॥
এত অনুমানি ইন্দ্র দুতেরে বইল।
কস্যপ দোঁহার বাপ তপেরে চলিল॥
জজ্ঞ সেসে তার স্থানে দোঁহে নিবেদিব।
জারে আদ্দা করে মুনি সেই রাজা হব॥
এত বুলি দুতেরে পাঠাইল পুরন্দর।

আপনে চলিঞা গেলা দ্বারকা নগর।।
কৃষ্ণ স্থানে সব কথা নিবেদন কৈল।
বজ্রলাভ দৈত্যে কথা বলিঞা[ক১৩৮/১]পাঠাইল।
ইন্দ্রের বচন যুনি দেব গদাধর।
ক্ষেনেক চিন্তিঞা প্রভু দিলত উত্তর।।
ভালই সময় কৈলে দেব যুরপতি।
দৈত্য বধ করিবারে ... সকতি।।
দেবের অবধ্য দৈত্য প্রজাপতির বরে।
কেহো জাইতে নারে বজ্রপুরির ভিতরে।।
প্রদ্যুম্ন কুমার মোর তথা পাঠাইব।
উপায় বিসেসে সেই পুরি প্রবেসিব।।
গদ সামু দুই বির সংহতি করিঞা।
মারিব বজ্রলাভ বির উপায় করিঞা।।
পুরি প্রবেসিতে তার করিব উপায়।
রাজহংসি গন তার করিব সহায়।।
প্রদ্যুম্ন প্রভাবতি সঙ্গে মিলন করাইতে।
রাজহংসি গন আনি পাঠাহ তথাতে।।
প্রভাবতি নামে আছে দৈত্যের দুহিতা।
পরম যুন্দরি কন্যা রূপে অবহিতা।।
মহাদেবের বরে সেই প্রভাবতি কন্যা।
রূপে গুনে অনুপামা ত্রৈলোক্যেত ধন্যা।।
প্রভাবতি স্থানে গিঞা রাজহংসি গন।
প্রদ্যুম্নের কথা কহি মোহিব কন্যার মন।।
কন্যার আদ্দাতে পুরি প্রবেস কুমার।
মারিব অযুরগন যুগতি আমার।।
না করিহ চিন্তা যুন মারিব অযুরে।
সত্তরে রাজহংসি গন পাঠাহ তথারে।।
য়েতেক আস্বাস যুনি হর্ষ পুরন্দর।
তুরিত গমনে গেলা আপন নগর।।
তবে রাজহংসি গন ডাকিঞা আনিল।
বজ্রপুরি জাইবারে সমিধান কৈল।।
ব্রহ্মার বাহন হংসি কামচারি গতি।
যুবর্ন্নের পাখা সব সুন্দর মুরতি।।
ইন্দ্রের আদেস পাঞা গেল বজ্রপুরে।
তাহার নিকটে রহি এক সরোবরে।।
বিকসে কুমুদ গন্ধ পদ্ম নিলোৎপলে।
জলচর কোলাহল বি[ক১৩৮/২]মল সলিলে।।
তার মধ্যে পড়িঞাত রাজহংসি গেলা।
ভুঞ্জিঞা মৃনালদণ্ড করে জলখেলা।।
দেখিঞা বিচিত্র তার নিলা মনোহর।

সকল লোকের মধ্যে কৌতুক বিস্তর॥
তা দেখিঞা দাসিগন কুতুহল মনে।
সত্বরে জানাইল গিঞা প্রভাবতি স্থানে॥

প্রভাবতী ও প্রদ্যুম্নের মিলনার্থ শুচিমুখী রাজহংসীর দৌত্য

যুনিঞা হংসির কথা প্রভাবতি বালা।
তাহা দেখিবারে হৈলি অতিসয় নোলা॥
দাসিগন সঙ্গে করি চলিলা সত্তরে।
সেই হংসিগন আছে জেই সরোবরে॥
তথা হংসিগন করে সলিল বেহারে।
তিরের নিকটে আসি বুলে ধিরে ধিরে॥
তাহাত দেখিঞা তবে প্রভাবতি কন্যা।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি হেন রূপ ধন্যা॥
কন্যা দেখি হংসিগন করে নানা নিলা।
দেখিতে দেখিতে কন্যা চপল হইলা॥
ধিরে ধিরে হংসিগন কন্যার সমুখে।
তপোবন মাঝে বুলে দেখিঞা কৌতুকে॥
তা দেখিঞা প্রভাবতি অধিক চপলা।
তা সভা ধরিতে চাহে মনোহর নিলা॥
তাহার মন বুঝিতে রাজহংসিগন।
হাথে হাথে পায়ে পাএ করয়ে ভ্রমন॥
একলা দেখিঞা তাকে নিভৃত স্থানে।
তাহাকে বুঝায়ে হংসি মানুস বচনে॥
অন্তরিক্ষে বুলি আমি কামচারি গতি।
আমাকে ধরিতে তোর কোমন সকতি॥
... সেস হৈল তোর জৌবন প্রবেস।
তভু তোমায় না ঘটিল বুদ্ধি লব লেস॥
তোমাকে বুঝাইতে এথা আইলাঙ আপনে।
ধরা দিব আমি জবে রাখহ জতনে॥
কথোদুরে কন্যা জাঞা পাইল এক হংসি।
গায়ে হাথ বুলাইঞা তাহাকে প্রসংসি॥
[ক১৩৯/১]হেন অপরূপ হংসি কথাঙ না দেখিল।
বিধাতায়ে কোন রত্ন আনিঞা মিলাইল॥
ক্ষেনে হাথে ক্ষেনে কোলে ক্ষনেত আঁচলে।
অন্য স্থানে থুইতে তারে মন নাহি সরে॥
যুচিমুখি নামে হংসি তথাই রহিল।
আর রাজহংসিগন স্বর্গকে চলিল॥
ইন্দ্র বরাবরে গিঞা সকল কহিল।
নিসচয়ে জানিল ইন্দ্র কার্যসিদ্ধি হৈল॥

তবে প্রভাবতি স্থানে থাকি ষুচিমুখি।
কহিতে নাগিলা কথা ষুন হের সখি।।
ইন্দ্র বাউ বরূন কুবের ষুরপতি।
নৈরিত হুতাস জম জত দিগপতি।।
ব্রহ্মা আদি অনন্ত আর জত দেবগন।
একে একে ভ্রমিলাঙ সকল ভুবন।।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আর জত জত পুরি।
সকল দেখিল আমি হইঞা কামচারি।।
সমুদ্রের মধ্যে পুরি এক মনোহর।
ত্রৈলোক্যে না দেখিল আর তা হেন ষুন্দর।।
জত জত দেখিলু মুঞী সে পুরি রতন।
স্বর্গে নাহি দেখি তেন দেবের সদন।।
দ্বারকা তাহার নাম পরম ষুন্দর।
ত্রিভুবন জিনি পুরি আতি মনোহর।।
দ্বারকার পতি কৃষ্ণ বিদিত ভুবনে।
নব ঘন স্যাম তনু রাজিব লোচনে।।
ত্রিভুবন জিনি তিহোঁ বলে মহাবল।
পরম ষুন্দর তার জতেক কোঁঅর।।
একেক পুত্র জিনিতে পারেয়ে চৌদ্দভুবন।
পরম ষুন্দর সব ভুবনমোহন।।
প্রদ্যুম্ন নামে পুত্র গদ সামু তিন জন।
এই তিন পুত্র তার রনে বিচক্ষন।।
মহা বলবান সে প্রদ্যুম্ন মহাবির।
ত্রিভুবন জিনি তাঁর ষুন্দর সরির।।
[ক১৩৯/২]নব ঘন স্যাম তনু রাজিবলোচন।
পিত বস্ত্র পরিধান ভুবনমোহন।।
ষুচিমুখি হংসি জদি এতেক কহিল।
ষুনি মাত্র প্রভাবতির মন মজি গেল।।
বুলিতে নাগিলা তবে সুচিমুখি স্থানে।
অবধান কর হংসি কহিয়ে বচনে।।
প্রদ্যুম্নের গুন তুমি কহিলে বিস্তর।
কেমনে মিলন হয়ে কহত সত্তর।।
আমা সনে মিলন তার হয় কেন মতে।
উপায় করহ তুমি কহিল তোমাতে।।
ষুচিমুখি বোলে ষুন বচন আমার।
করিব সকতি আমি অদৃষ্ট তোমার।।
জদি তোমায় তায় থাকে পতি পত্নি সমন্ধ।
উপায় করিঞা আনিব করি অনুবন্ধ।।
প্রভাবতি বোলে তুমি চলহ সত্তর।
আমার জতেক কথা করহ গোচর।।

তবে ষুচিমুখি হংসি করিল গমনে।
সত্তরে চলিএগ্রা গেল দ্বারকা ভুবনে।।
কহিল সকল কথা কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
ষুনিএগ্রা সন্তোস হৈলা কমললোচনে।।
স্বর্গে হাসে সকল দেবগন।
রাজহংসির সনে মিলন।।

ভদ্রনটের সঙ্গে প্রদ্যুম্নের বজ্রনাভ পুরীতে গমন

কস্যপমুনি জজ্ঞ করে প্রভাসের তিরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সব আইল দেখিবারে।।
নরলোক দৈত্য ষুর জত জত বৈসে।
জত জত মুনিগন আইল তার পাসে।।
হেনকালে ভদ্রনট নামে একজন।
কস্যপের জজ্ঞ সেই হইল উতপন্ন।।
নানাবিধি লাটগীত বাদ্য উপজোগে।
নৃত্য অনুবন্ধ করি তাহা সভার আগে।।
বিবিধ সঙ্গিত তার সব অনুবন্ধ।
দেখিএগ্রা হরিল চিত্ত সভার আ[ক১৪০/১]নন্দ।।
তুষ্ট হএগ্রা কস্যপ মুনি জগতের তাত।
জত মনে কৈল বর দিলত তাহাত।।
জত আছে নৃত্যকলা সকল জানিবে।
জার ঠাএগ্রী জাবে তারে সত্বরে মোহিবে।।
তোর নৃত্য দেখিএগ্রা ভুলিব ত্রিভুবন।
নৃত্যকলা সকল জানিবে বিচক্ষন।।
এত বর দিল তারে কস্যপ তপোধন।
বর পাএগ্রা তথা আছে নর্ট মহাজন।।
বুলিতে নাগিলা প্রভু কমললোচন।
আমার বচন হংসি ষুন একমন।।
তথাকারে চল তুমি তুরিত গমনে।
মোর নাম করি তাহা আনহ এখানে।।
তার সঙ্গে নটরূপে প্রদ্যুম্ন পাঠাইব।
বজ্রপুরে গিএগ্রা বজ্রলাভকে মারিব।।
ষুচিমুখি হংসি জাএগ্রা কৃষ্ণের বচনে।
ভদ্র নামে নটরাজ আনিল তখনে।।
আসিএগ্রাত ভদ্রনট প্রভু বিদ্যমানে।
দণ্ডবত প্রনাম করিল একমনে।।
নটরাজ বোলে প্রভু কর অবধান।
কি কারনে ডাকিলে প্রভু কহ বিদ্যমান।।
কৃষ্ণ বোলেন ভদ্রনট ষুনহ বচন।

বজ্রলাভের পুরি জাইতে নারে কোন জন॥
ব্রহ্মার বরে তার পুরি কেহো জাইতে নারে।
প্রদ্যুম্ন কুমার মোর মারিব তাহারে॥
তোমার সঙ্গে নটবেস ধরিঞা কুমার।
প্রবেস করিব জাঞা নগরে তাহার॥
গদ সামু প্রদ্যুম্ন সংহতি লইঞা।
মারিব অসুর তিনে পুরি প্রবেসিঞা॥
তবেত হইব ইন্দ্রের দুঃখ খণ্ডন।
তোমার প্রতিষ্ঠা হৈব জসের ঘোসন॥
এত বলি আনিল প্রভু সে তিন কুমারে।
গদ সাম্ব প্রদ্যুম্নে বুঝাইল বিস্তরে॥
ক্ষেত্রির গুন ধর্ম যুদ্ধের লক্ষন।
সুজনের পরিত্রান প্রজার পালন॥
[ক১৪০/২]আর্ত্ত হঞা ইন্দ্র আসি মাগিল সরন।
তাহার রক্ষন হেতু করহ গমন॥
একেত ধর্মের রক্ষ্যা তথি দেব কাজ।
মঙ্গল করিব সব দেবের সমাঝ॥
দুষ্টের বিনাস হইব সুজনের হিত।
ইহা হইতে আর কর্ম নহে সমচিত॥
ভদ্রনট সঙ্গে থাকি নৃর্ত্তকলা সিখি।
বজ্রপুরি প্রবেসিবে সঙ্গে ষুচিমুখি॥
তবে নটরূপে তথা কথোদিন থাকি।
উপায় করিবে জেন দৈত্য নাহি লখি॥
ষুচিমুখি বুদ্ধিজোগে কন্যা প্রভাবতি।
প্রদ্যুম্নে করিঞাছে অনেক সর্কাত॥
পরম ষুন্দরি কন্যা ত্রিভুবনের সার।
প্রবন্ধে তাহার পুরি জাইহ কুমার॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করি থাকিহ কৌতুকে।
ষুচিমুখি হংসি দিঞা জানাইহ আমাকে॥
বজ্রলাভ কনেষ্ট সুলাভ দৈত্যপতি।
তাহার দুই কন্যা আছে পরম রূপবতি॥
গদ সামু সনে তার হইব মিলনে।
হইব সকল কার্য্য পরম সোভনে॥
চল চল তিন ভাই ভদ্রনট সনে।
বিলম না করিহ বিস্মঅ নাহি মনে॥
কৃষ্ণের আদেসে তবে প্রদ্যুম্ন কুমার।
গদ সামু দুই বির করি আগুসার॥
কৃষ্ণে প্রনমিঞা বোলে জে আদ্দা তোমার।
তোমার বচনে তথা কৈল আগুসার॥
দিনকথো নট সঙ্গে আলাপ করিঞা।

জত নৃত্যকলা রস সিখিল আসিঞা॥
কৃষ্ণের চরন বন্দে তিন মহাবিরে।
ষুভদিন করিঞা চলিলা বজ্রপুরে॥
নটেরে কহিল হরি প্রসাদ করিঞা।
মন্ত্রনা করিহ্ সভে একমতি হঞা॥
এত বলি হাথে হাথে তিনে সমর্পিল।
[ক১৪১/১]বিবিধ মঙ্গল করি আসির্ব্বাদ দিল॥
নট সঙ্গে সাজাইঞা হরি তিনজনে।
হংসিরে পাঠাইল ঝাঁট প্রভাবতির স্থানে॥
ভদ্রনট সঙ্গে তিন কুমার চলিলা।
বজ্রপুরি নিকটে গিঞা সত্তরে রহিলা॥
বজ্রলাভ আজ্ঞা বিনে প্রবেসিতে নারি।
রহিলাত তিনে ষুচিমুখি অনুসারি॥
বাহির উদ্যানে এক সরোবর তিরে।
থাকিঞা দেখিল প্রভাবতির সখিরে॥
সখির গোচরে জানাইল প্রভাবতি।
ষুনি আনন্দিত কন্যা হরসিত মতি॥
সত্তরেত গিঞা তথা ষুচিমুখি দেখি।
কোলে করি পুছিল কুসলে আছ সখি॥
ষুচিমুখির বদন প্রসন্ন দেখিল।
নিজ মনোরথ সিদ্ধি তখনে জানিল॥
ষুগন্ধি মৃনালদণ্ড ষুবাসিত জলে।
দিঞা ঘুচাইল তার শ্রম সকলে॥
স্বৎসন্দ মনে প্রভাবতি সুচিমুখি দেখী।
অতিসয় কৃসাঙ্গি সরির সব লখি॥
বিরহ্ পাণ্ডুর ক্ষেদ বিসাদ বহুলে।
সিংহাসন ছাড়িঞা থাকিল ক্ষেতিতলে॥
চান্দ চন্দন ষুসিতল না মানে।
সর্ব্বদা বিসাদ সখির বচন না ষুনে॥
মরন দসায়ে থাকে কন্যা প্রভাবতি।
হংসি দরসনে পুন জিবন রঙ্গ হন্তি॥
তা দেখিঞা ষুচিমুখি মনে পাঞা বেথা।
কহিল কুমার আইল আর জত কথা॥
কুমার আইল সে ষুনিঞা প্রভাবতি।
কথোক দুরে রহি উর্দ্ধ মুখেত চাহন্তি॥
আনন্দ পাইল তার পুলক সরিরে।
না পাইল পুন তার উত্তর দিবারে॥
আইসে কুমার সখি ষুন এক বানি।
কেমতে প্রবেসিব সেই গুনমনি॥
[ক১৪১/২]তোর বাপের আজ্ঞা বিনে কারো সক্তি নাঞী।

তার আজ্ঞা করাবারে কহোঁ মো উপায়॥
তোর বাপের স্থানে মোরে করাহ দরসন।
প্রবন্ধে তাহার ঠাঞী কহিব বচন॥
তবে তার মন রঞ্জি কুমার আনিতে।
করিব উপায় আমি চলহ তুরিতে॥
এতেক বচন ষুনি কন্যা আনন্দিত।
ষুনিঞা বচন তার হইল প্রতিত॥
সখিগন সঙ্গে ষুচিমুখি হংসি লঞা।
বাপের সমুখে তবে প্রভাবতি জাঞা॥
প্রনাম করিঞা কন্যা রহি একপাসে।
অপুর্ব্ব হংসি দেখি দৈত্যরাজ হাসে॥
এ হেন অপুর্ব্ব রূপ কথাঙ না দেখিল।
ষুবর্ন্ন্যের বিহঙ্গমকে তোরে মিলাইল॥
প্রভাবতি বোলে বাপু ষুন দৈত্যেস্বর।
তোমা হেন পুন্যবন্ত নাহি সংসারে ভিতর॥
ব্রহ্মার বাহন হংস গুনে বিসারদ।
ত্রৈলোক্যে নাহি দেখি কেহো মনুস্য সবদ॥
হংস হঞা মনুস্য সব্দ কভু নাহি ষুনী।
আশ্চর্য্য নাগিল মনে ষুন নৃপমুনী॥
তোমাকে সেবিব হংসি য়েই কৈল মনে।
চিরঙ্কাল নিবেদিল আনিল এখনে॥
তবে দৈত্য হংসি দেখি বলিল উত্তরে।
চিরঙ্কাল এথা বৈস না সম্ভাস মোরে॥
হেনরূপ বিধাতায় নিরমিল তোরে।
তোর সদৃস রূপ না দেখি সংসারে॥
দিব্য মৃনাল দণ্ড ষুবাসিত জলে।
হংসিকে সন্তোস কৈল দৈত্য নৃপবরে॥
দৈত্যরাজ বোলে হংসি ষুনহ বচন।
কোন দেসে স্থিতি তোমার কহত কারন॥
হংসি বোলে ষুন রাজা করি নিবেদন।
ব্রহ্মপুরে স্থিতি আমার ব্রহ্মার সদন॥
ব্রহ্মার বাহন কুলে আমার[ক১৪২/১]উৎপতি।
ব্রহ্মার বরে মোর ত্রিভুবনে গতি॥
ত্রিভুবন ভ্রমি আমি জত দেসে দেস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলাঙ তোর দেস॥
তোমার প্রতাপ আমি ষুনিঞা সকল।
একদিন অচম্বিতে হৈল কুতুহল॥
ব্রহ্মপুরে সব দেবের সমাঝে।
ভদ্রনট নামে এক আছে নটরাজে॥
সেইখানে আমি তোমার প্রসঙ্গ কইল।
তা ষুনিঞা নটরাজ আনন্দিত হৈল॥

ভদ্রনট কর্ত্তৃক রামায়ণ নাটক অভিনয়

ভদ্রনট বোলে হংসি ষুনহ বচন।
দৈত্য রাজা দেখাহ লএগ কহিল কারন॥
আমি কহিএগছিলাঙ জাইহ বজ্রপুরে।
তোমারে দেখাব নট সেই দৈত্যেস্বরে॥
নিবেদন করি রাজা ষুনহ বচন।
তোর পুরে আইল সেই নট মহাজন॥
তার সঙ্গে আছে নট আর দুই জন।
নানা রস নৃত্যকলা জানে বিচক্ষন॥
তার সম নৃত্যকলা কেহো নাহি জানে।
জতেক দেখিল আমি এ চৌদ্দ ভুবনে॥
জদি দেখিবারে ইৎসা থাকয়ে রাজন।
তাহারে আনিএগ নৃত্যকলা দেখহ এখন॥
নহে আদ্দা কর সেই জাউ নিজ দেস।
তোমার আজ্ঞা নহিলে নহে পুরিতে প্রবেস।
এতেক বচন জদি ষুনিল রাজন।
সত্তরে আনহ তাকে কহিল বচন॥
এতেক বচন জদি কহিল রাজনে।
সত্তরে আনিল সেই নট মহাজনে॥
সত্তরে আসিএগ নটরাজ বিদ্যমানে।
সম্ভাসা করিল তবে দৈত্য রাজনে॥
অনেক সম্মান তবে কৈল নটরাজে।
নৃত্যকলা দেখিব কহিল মহারাজে॥
রাজ আজ্ঞা পাইল জদি নট মহাজন।
জত নৃত্যকলা সব দেখায়ে তখন॥
দসরথ রূপে এক নট পরবেস।
[ক১৪২/২] ··· করাই ষুমিত্রার বেস॥
অপুত্রক রাজা কথা জন্দ করিল।
বিষ্ণু অংস দুই চরূ তথিতে পাইল॥
চারিভাগ করিএগ খাইল তিন নারি।
চারিরূপে অবতার কইল শ্রীহরী॥
কৌসল্যা তনয় গোসাঞী শ্রীরাম।
সর্ব্বগুন সম্পুর্ন্ন্য ত্রৈলোক্য অনুপাম॥
কেকইর ষুতা হএ ভরথ ষুমতি।
লক্ষন সত্রুঘ্ন ষুমিত্রার সুমতি॥
চারি ভাই এক ভাব পৃত সভার।
রাম লক্ষন ভরথ সত্রুঘ্ন চারি কুমার॥
বিস্বামিত্র রূপে কেহো আসি সেই স্থানে।
নানা বিদ্যা পড়াইল ভাই চারিজনে॥

কাগাষুরা মারি জজ্ঞ সাঙ্গ কৈল।
জনকের ঘরে সিবের ধনুক ভাঙ্গিল॥
কেহো ত পরষুরাম পথে দেখা দিল।
একবিংসতি রূপে ক্ষেত্রি নষ্ট কৈল॥
তাহাকে জিনিঞা জাএ অজোধ্যা নগরে।
রামকে রার্য্যি দিতে দসরথ জুক্তি করে॥
অধিবাস কৈল রামের রাজা দসরথ।
তাহা ষুনি কেকই অন্তরে বেথিত॥
কেকই সত্যে রাজা রার্য্য না দিল রামেরে।
লক্ষন সিতা সনে রাম নড়িলা বনেরে॥
দণ্ডক অরন্যে তিনে রহিলাত জাঞা।...
ওথা দসরথ পুত্র পাঠাইঞা বনে।...
সরির তেজিল রাজা সোকাকুল হঞা।
অন্তঃপুর মেলি কান্দে ক্রন্দন করিঞা॥
রামের বনবাস ষুনি বাপের মরন।
ভরথ রূপে বাপেরে করয়ে গঞ্জন॥
বনে জাঞা রামকেহোঁ দেখিল করূণে।
বিস্তর ক্রন্দনা কৈল শ্রীরামের স্থানে॥
বাপের মরন কথা রামেরে[ক১৪৩/১]কহিল।
ষুনিঞা বিসাদ ভুম্যে ধরনি পড়িল॥
ষুস্ত হঞা রামচন্দ্র সাস্ত্রের বিধানে।
উজ্জোগ করিঞা করিল বাপের শ্রাদ্ধদানে॥
ভরথেরে জাইতে বুইল নিজপুরে।
রাজা হঞা লোকের পালন করিবারে॥
রামের বচন ষুনি ভরথ ষুমতি।
দেসে জাইতে রামেরে কইল কাকুতি॥
না গেলাত রার্য্যে রাম ভরথ চলিলা।
রামের পাদুকা সিরে করিঞা নড়িলা॥
এথা রাম লক্ষ্মন জানকি রূপসি।
দণ্ডক অরন্যে ভ্রমে হইঞা রূপসি॥
ষুর্পলখার লক্ষ্মন অপমান কৈল।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস খর দুসন মারিল॥
কেহো ত মারিচ রূপে বুলে মৃগি বেসে।
ষুবর্ন্নের মৃগি দেখি পরম হরিসে॥
বুলিতে নাগিলা সিতা শ্রীরামের স্থানে।
ষুবর্ন্নের মৃগি আনি দেহত এঁখনে॥
সিতার উপদ্রবে রাম গেলা মৃগির উদ্দেসে।
রাবন রূপে কেহো তপসি হইঞা।
চলিলত রথে চড়ি সিতাকে হরিঞা॥
মারিচ মারিল রাম লক্ষ্মন সংহতি।

আশ্রমে না দেখিল আসি সিতা রূপবতি॥
বিরহে ব্যাকুল বড় হইঞা করূণে।
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে পড়ে হরিঞা চেতনে॥
সিতা না দেখিঞা সুন্য দেখি তিনলোক।
বনে বনে ভ্রমিঞা বাড়িল বড় সোক॥
প্রতি তরূ প্রতি লতা প্রতি গিরি চাহি।
কোথাহোঁ যুন্দরি সিতা দেখিতে না পাই॥
চাহিতে চাহিতে রাম হইলা অচেতন।
জাইতে না দেখে পথ সতত ক্রন্দন॥
কোথা পাব কোথা জাব কোথাত দেখিব।
কোন ঠাঞী গেলে সিতার দরসন পাব॥
সিতা হারাইঞা রাম বিকল হইল।...
[ক১৪৩/২]জথা জথা সিতা ছিলা না দেখি বিলাপ।
লক্ষ্মন সহিত বুলে পাইঞা সন্তাপ॥
হেনকালে দুই ভাই কানন ভ্রমিতে।
দেখিল জটাউ পক্ষরাজ অচমিতে॥
সিতা হরি রাবন জাএ পথ মাঝে।
সিতা রহাইতে রাবন সনে যুঝে॥
অনেক যুঝিল পক্ষ রাবন সংহতি।
বড় ধনুর্দ্ধর বির রাবন দুর্মতি॥
সংগ্রামে মারিল রাবন মহা পক্ষরাজ।
সিতা লঞা থুইল অসোক বনের মাঝ॥
ঘন স্বাস বহে পক্ষ প্রান আছে তথা॥
ঘাএ জর্জ্জর হঞা বড় পায়ে ব্যথা॥
এইরূপ কুহকে মোহিল দৈত্য রাজজে।
দেখিঞা কৌতুকি বড় দৈত্যের সমাঝে॥
বহু রত্ন দিল রাজা সেই নটবরে।
আনন্দ হইঞা আছে তারা বজ্রপুরে॥
হেনমতে তিন বির নটবর সঙ্গে।
আপনা ঢাকিঞা তথা করে নানা রঙ্গে॥
যুচিমুখি হংসি গেলি প্রভাবতি স্থানে।
প্রদ্যুম্নের কথা জাঞা কহিল জতনে॥
কুমার নিকটে আইলা বেস ধরি।
যুনি হরসিত হৈল দৈত্যের কুমারী॥
হংসিরে কাকুতি করি বোলয়ে বিস্তর।
এথাকারে ঝাঁট আন কৃষ্ণের কোঁঅর॥
দুরে জখন ছিলা যুনিঞা তার নাম।
বিরহে বিহ্বল চিত্ত না করে সম্ভ্রম॥
এখনে নিকটে আইল যুন পৃয়ে সখি।
কোনমতে রহে প্রান তাহা আমি দেখি॥

চল সখি প্রাননাথ আনি দেহ এথা।
তোমার প্রসাদে প্রান রহুক সর্ব্বথা॥
এতেক আরতি তার ষুনি রাজহংসি।
প্রদ্যুম্নেরে বুইল নট সমাঝে আসি॥
প্রভাবতির আরতি ষুনি দেব কৃষ্ণষুত।
মনে মনে বিরহ মানিল অদভুত॥
[ক১৪৪/১]ক্ষেনেক চিন্তিয়া তবে হংসিরে বোলয়ে।
কেমতে জাইব তথা বোলহ উপায়ে॥
দেবের বরে দুর্গম পুরি কন্যা রাখে বাপে।
আপুনি জাইতে নারি দৈত্যের প্রতাপে॥
ষুনিঞা তাহারে তবে ষুচিমুখি বুইল।
মায়ার পুতলি তুমি মায়া পাতি চল॥
ভ্রমরের রূপ ধরি কুষুমে পড়িঞা।
তাহার স্থানে জায়ে সখি জোগান লইঞা॥
হৈল সন্ধ্যাকালে অস্ত গেল দিনকর।
নিজ তেজ তেজিল লোহিত দিনকর॥
ক্রমে ক্রমে তিমির রূন্ধিল দিগান্তব।
আকাসে ফুটিল ফুল তারকা পটল॥
বিকসিল নানা ফুল চন্দ্রমণ্ডল।
না দেখি কহ্লার গন বিকসে কমল॥
হেনমতে প্রভাবত্তি সখিগন নিঞা।
অভ্যন্তরে জাএ জোগান ফুল লঞা॥
পুষ্প গন্ধে মধুকর পাছু পাছু ধাএ।
ভৃঙ্গরূপে প্রদ্যুম্ন পুরিতে সান্ভাএ॥

বজ্রনাভ-কন্যাগণের গান্ধর্ব বিবাহ

তবে প্রভাবতির স্থানে ষুচিমুখি বুইল।
মায়ারূপে আইলা কুমার তোমারে কহিল॥
থাকিহ ষুসজ্জে তুম্রি জে হয়ে উচিত।
সভায়ে নিসদ জেন না হয়ে বেদিত॥
তবে প্রভাবতি বোলে দাসিগন আনি।
সপত করাঞা বুইল সকরূন বানি॥
আজি এথা আসিবেক দেবের কুমার।
সভে মেলি রাখিহ জেন না হয়ে প্রচার॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হেতু জে হয়ে উচিত।
দেবপুজা ছলে তাহা কর উপনিত॥
দের্ধপুজা ছলে সজ্জ কৈল নানামতে।
গন্ধ ধুপ নানা দ্রর্ব্ব্য কৈল বিধিমতে॥
সন্ধ্যাতে চলিলা সভে জে জার নিলএ।
কেহো কুষুমেরে গেল কেহো পুষ্পদলে॥...

তপোবনে গিএগা কেহো[ক১৪৪/২]থাকিল কোটরে।।
সভে নানা স্থান গেলা য়েকলা কুমারি।
চতুর্দ্দিগ চাহে কন্যা দেখে আঁখি ভরি।।
চঞ্চল নয়ানি কন্যা হএগা কাম রসে।
উতকণ্ঠিতা প্রভাবতি রজনি দিবসে।।
নিরন্তর দৃষ্টি দিএগা আছয়ে পুরুষে।
তেজিএগা আলিস্য কন্যা চাএগা মন আসে।।
কখন আঁসিব এথা কখন দেখিব।
কোন মতে কুমারের চরন সেবিব।।
সরূপে সে বিধি মোরে অনুকুল হৈল।
মনোরথ সিদ্ধি মোর কেনে ব্যাজ কৈল।।
যুচিমুখির কন্যা পড়য়ে চরনে।
প্রপঞ্চ না কর সখি বোলহ বচনে।।
সরূপে কি এথাকারে আসিব কুমার।
সফল হইব আজি জৌবন আমার।।
এত যুনি কুমারির হ্রিদএর কথা।
নিজ রূপে কৃষ্ণযুত উপনিত তথা।।
কন্যার মনের দুঃখ ঘোর অন্ধকার।
সকল ঘুচিল দেখি কৃষ্ণের কুমার।।
হংসিরে স্নেহ লাজ ঘুচাইল কুমার।
অপুর্ব্ব নাগিল মনে দেখিএগা তাহার।।
কুমার দেখিএগা কন্যা কৈল হেটমাথা।
কি করিব কি বলিব করি মনস্কথা।।
যুচিমুখি বোলে তারে য়েই সে কুমার।
রুক্মীনি মাতা হরি জনক ইহার।।
জদুকুলে প্রদিপ ভুবনে এক বির।
জার দরসনে কন্যা কেহো নহে স্থির।।
পুরুষ রতন য়েই আইল পুন্যভাগ্যে।
সাবধানে রাখিহ আপন গুনজোগে।।
আর জত সখিগন আসিল সমিপে।
গন্ধর্ব্ব বিভা সজ্জ করিল প্রদিপে।।
দুই জনে বৈসাইল কাঞ্চন আসনে।
সুগন্ধি সিতল জলে করাইলস্থ স্নানে।।
[গ৫০৮]বিচিত্র বসন দিল জে হএ উচিৎ।
বিচিত্র ভূসন গন্ধ অতি সুচরিত।।
[গ৫০৯]তবে চারু সিংহাসনে দুহাঁ বসাইল।
প্রদ্যুম্ন গলাএ মালা প্রভাবতি দিল।।
প্রদিপ আনল সাক্ষি জত দেবগন।
আজি হৈতে তুমি মোর ভূঞ্জিবে জৌবন।।
আজি হৈতে তুমি মোর প্রানের ইশ্বর।

তোমার পাএ সমর্পিল নিজ কলেবর॥
এত বলি দুহেঁ তারা হইলা একজোগ।
নানা রসে পরবন্দে ভূঞ্জি উপভোগ॥
দিবসে নটের সঙ্গে থাকে নটবেসে।
রজনিতে পরবেস কুমারির পাসে॥
নানাবিধি রতিকলা দুহে বিদগদ।
হেন বুঝি মদনে বাড়িল সম্পদ॥
হেনমতে কথোদিন তথাই বঞ্চিল।
সম্ভোগ লক্ষন প্রভাবতির ব্যক্ত হৈল॥
গুনবতি চন্দ্রপ্রভা সুনাভের সুতা।
একদিন দুই ভগ্নি আইলেন তথা॥
সুন সুন প্রভাবতি কী তোর ব্যবস্থা।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখি তোর সম্ভোগ আবস্থা॥
প্রতি অঙ্গে অনসনে ইসত মুদিত।
নখরেখ কুচ আগে নয়ান লোহিত॥
জথা তথা সয়ন অলস সুবেস কত।
বিভা নাহি হএ তোর দেখি বিপরিত॥
সুনিএগ প্রমাদ হেতু প্রভাবতি নারি।
দুই ভগ্নিকে কহে তবে বচন চাতুরি॥
এক হৃসি আচম্বিতে আইল এথাতে।
তার সেবা কৈল আমি কায় মন চিত্তে॥
[গ৫১০]তুষ্ট হৈয়া মন্ত্র হৃসি কইল আমারে।
তাহাঁকে স্মরিলে আস্যে দেবতা কুমারে॥
সুর্দ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে গেলা মুনি জন।
পরিক্ষা করিতে মন্ত্র করিল স্মরন॥
মন্ত্র স্মরিতে এক দেবতা কুমার।
বলে আসি করে মোরে মদন বিকার॥
তার রূপ জৌবন অতি অনুপাম।
মোর সনে আসি করে মদন সংগ্রাম॥
দেবের সম্ভোগ বহিনি পাই পুন্য ভাগ্যে।
তাঁ সভার নারি হৈলে দোস নাহি লাগে॥
অনেক দিবস আমি করিয়াছি চিত্তে।
সেই মন্ত্র তোমরা দু জনারে দিতে॥
ভাল হৈল তোমরা দুজনে আইলে এথা।
মোর মনে ছিল তো সভারে কহিব এ কথা॥
তোমরা করহ মনে তাঁহাকে পাইতে।
ভাল না চাহিএ বলি অসুর চরিতে॥
নিতি নিতি দেব জজ্ঞ সুজন হিংসএ।
হেন বুঝি নিকটে অসুর কুল ক্ষএ॥
এতেক কহিয়া দুই ভগ্নি ভাণ্ডাইল।

দেবপুত্র বরিবারে দুহারে বলিল॥
সুনি হরসিত দুই ভগিনি বলিল।
জত বোল বইলে দিদি সব মনে রইল॥
আমরা দুহাঁরে বল সেই মন্ত্রনিধি।
তাহা জপি করি জেন মনোরথ সিদ্ধি॥
কালি কহিব তোরে মন্ত্র চুড়ামনি।
ইহা বলি পাঠাইল সেই দুই ভগিনি॥
[গ৫১১]রাত্রজোগে কামদেব আইলা তথারে।
ভগ্নির জতেক কথা কহিল তাহাঁরে॥
সুনিঞা প্রদ্যুম্ন বলে ভালই বলিলে।
মন্ত্রছলে ভগ্নিরে তুমি বস কইলে॥
কালিত আনিব দুই কুমার রতন।
সরূপ হইএ জেন তোমার বচন॥
প্রভাতে প্রদ্যুম্ন উঠি গেলা নট স্থানে।
দুই ভগ্নি আইল প্রভাবতি বিদ্যমানে॥
মিথ্যা মন্ত্র এক তারে রচিয়া কহিল।
মহাভক্তি করি তারা দুজনে জপিল॥
মন্ত্রবল দেখাবারে দুহাঁকে রাখিল।
নিসাকালে তিন জন একত্রে সুতিল॥
উহাতে প্রদ্যুম্ন সাম্মু গদকে কহিল।
প্রভাবতি জেমত ভগ্নিকে বলিল॥
বজ্রসুতা আমাকে কহিল জেমতে।
সুনাভের কন্যা চাহে তোমা দুজনা বরিতে॥
সুনাভের দুই কন্যা তোমরা দুই জন।
প্রভাবতি হৈতে হৈল দৈব ঘটন॥
হংসির বচনে আমি ভ্রঙ্গরূপ ধরি।
প্রভাবতি সঙ্গে কৃড়া নিতি নিতি করি॥
আইসহ তিন ভৃঙ্গে তথাকারে জাব।
বিরঁহ সন্তাপ দুঃখ সভার ঘুচাব॥
এত অনুমানি তিনে রজনির সুখে।
কন্যাপুরে ভৃঙ্গরূপে লড়িলা কৌতুকে॥
তথা প্রভাবতি কন্যা করিয়া চাতুরি।
পুজাবিধি সজ্জ করি মন্ত্রকে সোঙরি॥
[গ৫১২]হেনঞি সমএ গিয়া সে তিন কুমার।
দিব্যমুর্ত্তি ধরি রহে সমুখে তাহার॥
প্রদ্যুম্ন কুমার গিয়া প্রভাবতি পাসে।
আর দুই কন্যা দুই বিয়ের উপদেসে॥
দুইজনে দুই কন্যা গন্ধর্ব্ব বিভা কৈল।
দুহাঁর গলাএ দুহেঁ বরমালা দিল॥
রতন প্রদিপ জালি কন্যা প্রভাবতি।

দুই ভগ্নির বিভা দিল হরসিত মতি॥
তিন বির সনে হৈল তিন কন্যার জোগ।
তিন বিদগদ সঙ্গে তিন কন্যার সম্ভোগ॥
উথা সুচিমুখি গিয়া কেসবের স্থানে।
কহিল সকল কথা মিলিল ছয়জনে॥

বজ্রনাভের সঙ্গে যুদ্ধ

হেনকালে কস্যপের জজ্ঞ সেস হৈল।
ইন্দ্র আদি দেবগন তথাকে আইল॥
বজ্রনাভ দৈত্যরাজ আইলা তথাকারে।
মুনিকে প্রদক্ষিন করি বলিল ইন্দ্ররে॥
দুত পাঠাইয়া রার্য্য তোমাকে চাহিলে।
জজ্ঞের অবধি করি সময় করিলে॥
কস্যপের জজ্ঞ এই সম্পূর্ন্ন হইল।
রার্য্য ছাড়ি দেহ মোরে পিরিতে কহিল॥
মুনি স্থানে নিবেদিল রাজ্য দেহ মোরে।
অন্যথা কর বাক্য বলি বারে বারে॥
এত তার বাক্য সুনি বলে মুনিবর।
সর্গপুরি তোমার জজ্ঞ নহে দত্যেস্বর॥
[গ৫১৩]জার জেই অধিকার সেই তাতে থাকে।
দৈব নিবন্ধ কেহো কাকে না পারে দিবাকে॥
ধর্ম্মবান পুরন্দর সর্গের পাবক।
জজ্ঞ রক্ষা হ্যসি রক্ষা কৃষ্ণের ভাবক॥
আপন চরিত্র তুমি জান ভালমতে।
সুখে বার্য্য কর তুমি নিজ মনোরথে॥
এত বুঝাইয়া মুনি দৈত্য পাঠাইল।
মুনি প্রনমিঞা ইন্দ্র জজ্ঞকে চলিল॥
উথা তিন বির আছে দৈত্যের সদনে।
আইলা নর্ত্তক বেসে সব দৈত্যগনে॥
বরিসা সরত দুই সময় গোঙাইল।
কন্যাপুরে সুখে বসি কেহো না জানিল॥
তিন কন্যা গর্ভ ধরিয়াছে তিন ঘরে।
সেই কথা হংসি গিয়া কহিল কৃষ্ণরে॥
মুনি স্থানে অপমান পাইয়া দৈত্যপতি।
ঘরে আসি ইন্দ্র স্থানে জুর্দ্ধে দিল মতি॥
তাহার চরিত্র দেখি দেব পুরন্দর।
গোবিন্দের ঠাঞি গেলা দ্বারিকা নগর॥
জতেক দৈত্যের কথা কহিল কৃষ্ণরে।
উপায় মাগিল নিজ রার্য্য রাখিবারে॥
তবে দুহেঁ অনুমানি হংসিরে বলিল।

বজ্রপুরি জাইবারে তারে আদেসিল।।
সিঘ্রগতি কহ গিয়া সে তিন কুমারে।
জুদ্ধ করি ঝাঁট তাঁরা মারুন অসুরে।।
জে তোমার তিন নারি তিন গর্ভ ধরে।
এক মাসে প্রসবিব দেবতার বরে।।
[গ৫১৪]জন্ম মাত্র জৌবন পাব অস্ত্র সাস্ত্র জুতে।
মহাবির হব সেই তিন জনার তিন সুতে।।
আমিত জাইব তথা জুদ্ধ দেখিবারে।
জয়ন্ত পাঠায়্যা দিব সুহায় তাহারে।।
চিন্তা ভয় না করিহ অসুর জিনিতে।
সে তিন কুমারে হংসি কহিও তুরিতে।।
ইন্দ্র কৃষ্ণের বোল তথা গিয়া সুচিমুখি।
তিন কন্যা সনে তিন কুমারকে দেখি।।
কহিল দুহাঁর কথা জুর্দ্ধ করিবারে।
তিন বিরে দৈত্য বধ কৈল অঙ্গিকারে।।
ইন্দ্র কৃষ্ণের বরে সে তিন কুমারি।
তিন পুত্র প্রসবিল মাসেক গর্ভ ধরি।।
জন্মিতে জৌবন সেই তিন বির হইল।
দেবের বরে অস্ত্র সাস্ত্র সকলি জানিল।।
দুর্জ্জয় বলবান সেই তিন মহাবির।
অসম সাহস তিন অতুল গভির।।
চন্দ্রপ্রভা গুনমন্ত হংসকেতু নাম।
কন্দর্প সমান রূপ অতি অনুপাম।।
উথা ইন্দ্র জিনিবারে দৈত্যের ইস্বর।
চতুরঙ্গ দলে সাজে সৈন্য সাগর।।
হস্তি ঘোড়া পদাতিক রথ রথিগন।
বৎসর সতেকে তাহা না জাএ গনন।।
হেনকালে কন্যাপুরে রক্ষক সকল।
কন্যাপুরে কুমার দেখি হইলা বিকল।।
[গ৫১৫]তিন পুত্রে সঙ্গে বসি আছে তিন নারি।
দেখিয়া সঙ্কট বড় হইলা দুয়ারি।।
ধাইয়া গিয়া বজ্রনাভে গোচর করিল।
কন্যাপুরে কুমার সে কোথা হৈতে আইল।।
প্রভাবতির সুনি রাজা দুষ্ট ব্যবহার।
ক্রোধে ব্যাকুল রাজা বলে মার মার।।

তালজঙ্গের যুদ্ধ

তালজঙ্গ সেনাপতি সমুখে দেখিয়া।
তারে আদেসিল কুমার আনহ ধরিয়া।।
না পার ধরিতে জদি মারিহ তাহারে।

কুলের কলঙ্ক মোর ঘুচাহ সত্বরে॥
এত বলি মহারাজা প্রসাদ দিল তারে।
সর্ব্ব সন্য পাঠাইল কন্যাপুর ভিতরে॥
তালজঙ্গ সেনাপতি কটক সঙ্গে করি।
সত্বরে আসিয়া তবে বেড়ে কন্যাপুরি॥
বিসম কটক দেখি সেই তিন নারি।
মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে আপনা পাসরি॥
ক্ষেনেক থাকী প্রভাবতি পাইল সম্বিতে।
হংসিরে পাঠাল্য তিন কুমার আনিতে॥
নটের সমাঝ হংসি পাইল সত্বরে।
আনিল প্রদ্যুম্ন গদ সাম্ভু তিন বিরে॥
আসিয়াত তিন পুত্র সঙ্গে তিন বির।
আস্বাসিয়া তিন কন্যা করিল সুস্থির॥
ঘরে হৈতে বাহির হৈল ছয় জনা।
অস্ত্র লৈয়া বেড়িলেক তালজঙ্গের সেনা॥
খড়্গ লৈয়া খণ্ড খণ্ড কৈল সর্ব্ব সৈন্য।
কেহো মরে কেহ পালাএ কেহ করে দন্য॥
[গ৫১৬]ছয় জনার বিক্রমে সন্য দিল ভঙ্গ।
জুঝিতে আপনে তবে উঠে তালজঙ্গ॥
রথে চড়ি ছয় বিরে বানে আৎসাদিল।
খড়্গ লৈয়া কামদেব সকল কাটিল॥
জত জত বান এড়ে দৈত্য সেনাপতি।
ছয় বিরে খণ্ড খণ্ড সকল করন্তি॥
অনেক সংগ্রাম হৈল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
রথ রথি ঘোড়া হাথি রাউত বিস্তর॥
খড়্গে কাটি প্রদ্যুম্ন বির খণ্ড খণ্ড করি।
খড়্গ পেলায়া দুহেঁ দুহাঁকেত ধরি॥
মল্লজুদ্ধ করে দুহেঁ অতি ঘোরতর।
কেহ কারে জিনিতে নারে দুহেঁত স্মোসর॥
হাথাহাথি মাথামাথি চরনে চরনে।
মুঠকা মুঠকী বুকে করে মোহা রনে॥
তবে কোপে তালজঙ্গ মুঠকী মারিল।
মুঠকীর ঘাএ কাম অচেতন হৈল॥
ক্ষেনেকে চেতন পায়্যা কোপে রন বাড়ে।
চরনে ধরিয়া দৈত্যে ভূমেতে আছাড়ে॥
তার বুকে বসি মারে মুঠকীর ঘাএ।
কণ্ঠে আঁটু দিয়া বির তার প্রান লএ॥
[গ৫১৭]তালজঙ্গ বির মরে বজ্রনাভ সুনে।
হাহাকার সব্দে মনে পরমাদ গনে॥
সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া চলিলা দৈত্যরাজ।

কেমতে বাহির হব লোক মুখে লাজ।।
এত বলি সব দৈত্যগনে আদেসিল।
ছয় গোটা ছাওালে মারিতে আজ্ঞা কৈল।।
কন্যাপূরে সাজিয়া চলিলা দৈত্যরাজ।
হরির চরনে ভনে খাঁন গুনরাজ।।

।। মাউর রাগ ।।

ইন্দ্র জিনিতে জত সন্য করিল সাজ।
তাহা লৈয়া আপনি চলিলা দৈত্যরাজ।।
অসংক্ষ দৈত্যের সেনা চলিলা তখন।
বৎসর সতেকে তাহা না জাএ গনন।।
নানা উৎপাত তখন হইল বজ্রপুরে।
অদ্ভুত অমঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে।।
রক্তবৃষ্টি ধুমকেতু অরিষ্ট লক্ষন।
নির্ঘাত সব্দ তথা হইল ঘনে ঘন।।
[গ৫১৮]ক্ষেনে ক্ষেনে ভূঞিকম্ফ কুক্কুর ক্রন্দন।
সিবাদন্ত খটখটি সুনি মহারন।।
দৈত্যরাজের মাথে পড়ে সুকিনি গিধিনি।
নক্ষত্র বৃষ্টি দিনে পুরিল ধরনি।।
দেবতা প্রতিমা ফাটে বলে কাট কাট।
তুরগ গন আনে রাজা নাহি দেখে বাট।।
এত অলক্ষন বির কিছু না জানিল।
কোপে দৈত্যরাজ কন্যাপুরকে চলিল।।
তিন গোটা ছাওাল আসি কন্যাপুরে।
কুলের খাঁকার মোর দুর্নাম প্রচুরে।।
কন্যাপুরি গিয়া রাজা সত্বরে বেড়িল।
মার মার ধর ধর মহাসব্দ হৈল।।
তবে সুচিমুখি গেলা ইন্দ্র কৃষ্ণের স্থানে।
দুহাঁকে কহিল তালজঙ্গের মরনে।।
ভজ্রনাভ সনে আপনি জুদ্ধে মন কৈল।
সত্বরে তোথাকে চল তোমারে বলিল।।
তার বোলে গরূড়ে চড়িয়া দেব হরি।
দেবগন লইয়া চলে ইন্দ্র অধিকারি।।
বজ্রনাভ নিকটে আকাসে ভর করি।
তের্ত্তিস কোটি দেবতা রহিলা সারি সারি।।
[গ৫১৯]অষ্টলোকপাল আইলা জুর্দ্ধ দেখিবারে।
আকাস ভরিয়া দেবতা রহিলা সত্বরে।।
জয়ন্ত ইন্দের পুত্র আর প্রবর ব্রাহ্মন।
ইহা সবাকার সঙ্গে মার দৈত্যগন।।
হেনকালে দৈত্যসেনা বেড়ি চারিভিতে।

মার মার সব্দে দৈত্য আইল আচম্বিতে।।
সেল জাঠা মুসল বরিসে সর্ব্বজনে।
পুরি আৎসাদিল তবে বান বরিসনে।।
ধর ধর মার মার সব্দ উপজিল।
ধুলায় আৎসাদন সুর্য্য অন্ধকার হৈল।।
তাহা দেখি ত্রাসে কাঁপে সেই নারিগন।
তা সভা রাখিতে দিল সিসু তিনজন।।
[গ৫২০]মাতুল সারথি রথে প্রদ্যুম্ন মহাবিরে।
গদ সাম্মু বির জাএ জুদ্ধ করিবারে।।
মায়া রথে গদ সাম্মু করি আরোহন।
জয়ন্ত সহিত জাএ করিবারে রন।।
ঠাঞি ঠাঞি মহারন করিল ছয়জন।
রথি সারথি জত না জাএ গনন।।
কোপে বান বরিসএ কৃষ্ণের নন্দন।
দেখিয়া কম্পিত হৈল জত দৈত্যগন।।
অস্ত্র বরিসনে সব অস্ত্র হৈল ক্ষয়।
অন্ধকার ঘুচিল হৈল সুর্ঁ উদয়।।
কোপে কাম কাটি পেলে সব সেনাপতি।
রথি রথ এড়িয়া পালাএ সারথি।।
ঘোড়া এড়ি রাউত পালাএ পাএ পাএ।
মাতঙ্গ পড়ল ভূম্যে মাহুত লোটাএ।।
[গ৫২১]খড়্গেতে কাটিল কাএ কারেত ধনুকে।
অর্দ্ধচন্দ্রে কাটে কারে কারে বিন্ধে বুকে।।
পাছু নাহি চাহে কেহো জাএ রড়ারড়ি।
গন্দে লুকাইয়া কেহো জাএ গড়াগড়ি।।
অসুব রকতে নদি কন্দর বহিল।
রক্তের গন্ধেতে কেহো পড়িয়া মরিল।।
বাপ বলি ডাকে কেহ বলে আই ভাই।
তিন বির বই আর দেখিতে না পাই।।
রনে ভঙ্গ দিল সব সেনাপতিগন।
বজ্রনাভ সুনাভ করিতে আইল রন।।
সুনাভের সঙ্গে জুঝে সাম্মু মহাবির।
গদ সঙ্গে বজ্রনাভ কঠিন সরির।।
প্রবর ব্রাহ্মন সঙ্গে দুর্ম্মুখ দুরন্ত।
দির্ঘ্যদন্ত সঙ্গে জুদ্ধ করএ দুরন্ত।।
বজ্রনাভ সঙ্গে জুঝে প্রদ্যুম্ন কুমার।
হেনক অদ্ভুত জুদ্ধ নাহি দেখি আর।।
[গ৫২২]দুর্জ্জয় দইত্যগন রনে প্রেবেসিল।
কৃষ্ণের কুমার সঙ্গে মহারন কৈল।।

জত জত বান এড়ে সুনাভ মহাবির।
তত বান কাটে সাম্মু রনে মহা স্থির॥
সুনাভের ধনুক সাম্মু কাটে তিন বানে।
রুসিয়া সুনাভ বির প্রবেসিলা রনে॥
জুঝএ সুনাভ বির আর ধনুক লৈয়া।
বিন্ধিলেক সাম্মু বিরে আকর্ন্ন পুরিয়া॥
মুর্চ্ছা গিয়া সাম্মু বির আপনা পাসরে।
ক্ষেনেক রহিয়া বির উঠএ সত্বরে॥
এক বানে ধনুক কাটি চারি ঘোড়া পাড়ে।
অর্দ্ধচন্দ্র বান বির ধনুকেত জুড়ে॥
এড়িলেক বান সাম্মু কী কহিব কথা।
কুণ্ডল সহিত কাটে সুনাভের মাথা॥
পড়িল সুনাভ বির দেবের আনন্দিত।
বজ্রদন্ত মারিতে গদ করিল প্রবন্ধিত॥
বজ্রদন্ত সনে গদ মহারন কৈল।
দেখিয়া সে দেবগন চমৎকার পাইল॥
পসুপত বান এড়ে গদ মহাবির।
সংগ্রামের মাঝে কাটে বজ্রদন্তের সির॥
[গ৫২৩]বজ্রদন্ত পড়িল হরিস দেবগন।
বিস্তর বলিল গদে প্রসংসা বচন॥
দির্ঘ্যদন্তে জয়ন্তে হইল মহারন।
অতি উৎকট জুর্দ্ধ ঘোর দরসন॥
এড়িলেক বান জয়ন্ত কি কহিব কথা।
বরুন বানে কাটে বির দির্ঘ্যদন্তের মাথা॥
মহাবির প্রবর দুর্ম্মুখ সনে রন।
দুর্ম্মুখ কাটিল রনে প্রবর ব্রাহ্মন॥
প্রবরের বান সব অতি খরসান।
দুর্ম্মুখের বান কাটি করে খান খান॥
কোপে প্রবর অগ্নিবান এড়ে।
কাটিল দুর্ম্মুখ সির ভূমিতলে পড়ে॥
পড়িল সে চারি বির দেবের দুর্জ্জয়।
নানা অস্ত্রে কৈল সভে দৈত্যকুল ক্ষয়॥
ভাই সহিত পড়িল সব সেনাপতি।
সব সহিন্য পড়িল একেলা জুঝে দৈত্যপতি।
অন্তরে বাজিল সোক দুঃখ নিরন্তর।
কোপে তাপে জুদ্ধ করে দৈত্যের ইস্বর॥
সত সত বান এড়ে প্রদ্যুম্ন উপরে।
কথ বৃর্থ করে কাম কথ কাটে সরে॥
দস বান এড়ে দৈত্য আকর্ন্ন পুরিয়া।
দস গোটা সর্প জেন আইসে ধাইয়া॥

[গ৫২৪]কুড়ি বানে কাম তাহা কৈল খান খান।
তা দেখিয়া দৈত্যরাজ এড়ে কুড়ি বান॥
আস্তে ব্যস্তে প্রদ্যুম্ন কাটিল দৈত্যের ধনুক।
ধনুক কাটা গেল দৈত্যের না হএ বিমুখ॥
সে ধনুক কাটা গেল আর ধনুক জোড়ে পুন।
রুসিয়া আইসে তবে কৃষ্ণের নন্দন॥
জত ধনুক জোড়ে দৈত্য সকলি কাটিল।
কোপে দৈত্য সেলপাট কামেরে এড়িল॥
জেই সেলে দৈত্যরাজ জিনিল তৃভুবন।
জাকে মারে সেল তার অবস্য মরন॥
হেন সেল লাফ দিয়া ধরিল মদন।
তা দেখিয়া সাধু সাধু বলে দেবগন॥
তবে দির্ব্য অস্ত্র সন্ধান পুরিল।
দির্ব্য অস্ত্র দেখি কাম চিন্তা বড় পাইল॥
অগ্নি বায়ব অস্ত্র বরূন পর্ব্বত।
ব্রহ্ম অস্ত্র জোড়ে কাম ইন্দ্র পসুপত॥
দির্ব্য অস্ত্র ক্ষয় গেল চিন্তিত অসুর।
চিন্তিতে চিন্তিতে ভয় বাড়িল প্রচুর॥
[গ৫২৫]মায়ার নিধান দৈত্য মায়ারন করে।
রথ সনে উঠিল দৈত্য গগন উপরে॥
মায়াতে লুকাইয়া দেহ করে সর বৃষ্টী।
চন্দ্র সুর্য্য আস্ত গেল না পরসে দৃষ্টি॥
প্রদ্যুম্নের রথ কাটি করে খান খান।
ভূমিতলে রহিলা কাম বিরের প্রধান॥
দৈত্যের মায়া দেখি কাম নিজ মায়া ধরে।
লক্ষ লক্ষ বান কাটে কৃষ্টের কোঙরে॥
ভূমেতে নাবিলা দৈত্য মুদ্গার লইয়া।
প্রদ্যুম্নের বুকে সেল হানিল ধাইয়া॥
সেই ঘাএ মোহ হৈয়া পড়িল কুমার।
জয়ন্ত আসিয়া রক্ষা করিল তাহার॥
মুর্চ্ছিতা হইলা কাম দেখি ইন্দ্র নারায়ন।
প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল অমৃত বরিসন॥
চেতন পাইয়া দেখি উর্দ্ধ মাথা করি।
আশ্বাস করিতে আছেন পুরন্দর হরি॥
দুহার আশ্বাসে বল বাড়িল বিস্তর।
কৃষ্ণ নমস্কার করে পৃদ্যুম্ন কোঙর॥
ডাকিয়া বলিল কৃষ্ণ মার দৈত্যরাজ।
তৃভুবন জিনিতে পার এই কোন কাজ॥
ইহা সুনি বলে কাম সুন দৈত্যেস্বর।
সব মায়া চুর করি পাঠাব জমঘর॥

পড়িলে আমার হাথে আজি জাবে কোথা।
আঁখির নিমিসে তোর কাটি পাড়োঁ মাথা॥
[গ৫২৬]দির্ব্যমন্ত্র পড়ি জোড়ে অর্দ্ধচন্দ্র বান।
বানের মুখে অগ্নি জলিছে খান খান॥
আকাসে আইসে বান তৃভুবন আল।
বানের মুখে বস্যে আপনে দণ্ড হস্তে কাল॥

বজ্রনাভ বধ

হুহঙ্কার ছাড়িয়া কাম বান গোটা এড়ে।
কাটিল দৈত্যর মাথা ভূমিতলে পড়ে॥
বজ্রনাভ পড়িল দেখিল দৈত্যগন।
পাতালে প্রেবেসে সভে না রহে একজন॥
সর্গে দুন্ধবি বাজে পুষ্পবৃষ্টি হৈল।
বজ্রনাভের নারিগন সংগ্রামকে আইল॥
দেবলোকে আনন্দ বাড়িল বিস্তর।
গুনরাজ খাঁন বলে হরির কিঙ্কর॥

বজ্রনাভ দৈত্যের নারীগণের বিলাপ

॥ করুনা রাগ ॥

দৈত্যের নারিগন বহুত কৈল ক্রন্দন
ভূমি তলে পড়ি ঘনে ঘন।
মুকত মাথার চুল রানি সব ব্যাকুল
মাথে করি বলয়া স্ত্রীজন॥
[গ৫২৭]কর্ন্নে মুনি কুণ্ডল সিরে সিন্দুর মণ্ডল
মলিন বদন সরোরূহে।
করঘাতে জজ্জর তা সভার কলেবর
নয়ানে কর্জ্জল বহে লোহে॥
অধরে ঘুচিল রাগ মলিন সে রানি ভাগ
অতিসয় বাজে মন ব্যথা।
উন্মর্ত্ত পাগলি মনে নিজ পতি দরসনে
ধাইয়া জাএ রনভূমি জথা॥
করি বহু বিলাপ হৃদএ বাড়ল তাপ
লাখে লাখে ধায় পুরনারি।
উদ্যাম বুকের বাস মুকত সে কেসপাস
ধাএ রনভূমি অনুসারি॥
না সম্মরে কেসবাস অতি দির্ঘ নিস্বাস
ধায় নারি হৈয়া অচেতনে।
দুই হাত হৃদে হানি কান্দিতে কান্দিতে রানি
সিগ্রগতি পাইল রনস্থানে॥

না পাইয়া প্রাননাথ চির্ত্তে নাহি সোআস্ত
নৃপতি লক্ষন অনুমানি।
উকটিল কত ঠাঞি খুজি লাগ নাহি পাই
রাজাকে খুজিয়া বুলে রানি।।
লাখে লাখে উঠে কন্দ নাচিবারে পরবন্দ
করতালি দেই জোগিনি।
ছাড়িয়া জিবন আস দেখি লাগে তরাস
চমকিত রাজার রমনি।।
[গ৫২৮]কি কহিতে পারি কথা গড়াগড়ি বুলে মাথা
জতেক পড়িল খেতিতলে।
কান্দে কন্দ জোড়াইয়া রাজাকে বুলে চাহিয়া
না পাইয়া হইলা আকুলে।।
মাংস রুধির পায়া স্রীগালি বোলে ধাইয়া
হাড় মাংস কড়মড়ি খাএ।
কোথাহ সে কাক পাখি মড়ার সে খায় আখি
দেখিয়া সে নারি ত্রাস পাএ।।
কিলি কিলি ধ্বনি শুনি রুধির পিএ সুকিনি
গিধিনি সঙ্গে সত্বরে উঠিয়া পাটরানি।
ছাড়িল সভার তর প্রেবেসিল রন ভিতর
স্মামি চাহিয়া বুলে আপুনি।।
সাহস করিয়া রানি মনে ভয় নাহি মানি
করিয়া অনেক পরবন্দ।
চিত্বের ঘুচায়া ধন্দ উকটএ কাটা কন্দ
রাজা পায়া বিসাদে আনন্দ।।
[গ৫২৯]মনেতে আনন্দ করি পুন পুন বিচারি
হাথে পএ নৃপতি লক্ষনে।
অনেক ভ্রমন করি রাজার প্রধান নারি
স্মামি পাইল অনেক জতনে।।
লোটাইয়া স্মামির পাএ কান্দে রানি উভরাএ
ঘন ঘন লেহালে বদন।
সোকেতে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে আলিঙ্গন দিয়া
মুখে মুখ করএ মিলন।।
[গ৫৩০]রানি হৈল অচেতন রাজাকে দেই আলিঙ্গন
অবিরত করএ চুম্মন।
হাহা হের দৈবগতি ভূমিতলে দৈত্যপতি
পুষ্প সর্জ্জা ছাড়িলে সয়ন।।
সুগন্ধি কুসম জত তার সর্য্যা তোমা মত
হেন প্রভু ভূম্যেতে লোটাএ।
সুগন্ধি কুসম গন্ধ অভিনব পুর্ন্নচন্দ্র
সুরনারি ইছএ তোমাএ।।

এই মুখ সসোধর খণ্ড খণ্ড কলেবর
শ্রীগালি দন্তের ঘাতে।
দেখিয়া তোমার মুখ ধরনে না জায় বুক
এনা দুঃখ কহিব কাহাতে।।
হের তোর রক্ত তট জুবতি সন্তোস পাট
তাহে ছিল সরস চন্দন।
তাহে ছিল দিব্য হার এবে বহে রক্তধার
দেহি দুঃখ না জাএ খণ্ডন।।
জে তোমার প্রসাদে না দেখিল সুর্য্য চাঁদে
সে হেন আইলু এতদুর।
আপন বিক্রম বলে নাহি কর পৃতিফলে
কেন হৈয়া থাকীলে নিষ্ঠুর।।
[গ৫৩১]থাকে জবে মোর দোস তবে কর অভিরোস
সাস্তি দেহ করিয়া বিচার।
না দেহ উত্বর কেনি না দেখহ পাটরানি
এ কোন রাজার ব্যবহার।।
সত সত রানি তোর বেড়িয়া কান্দিছে হোর
কার সনে নাহি কহ বাত।
আমরা ক্রন্দন করি তুমি রহ মান ধরি
চিত্বে মোর নাহিক সুয়াস্ত।।
হেনকালে শ্রীগাল আইল এক বিকটাল
রাজার মহামাংস খাইবারে।
তা দেখি বাড়িল ধান্দা রানি সে জোজনগন্ধা
বলয়ার ঘাএ হানে তারে।।
শ্রীগালে ভখিল মুখ দেখিয়া বাড়এ দুখ
মুখ হৈল অর্দ্ধচন্দ্র সম।
সুনাভ তোমার ভাই পড়ি গেল এই ঠাঁই
দেখ হের বিসম সংগ্রাম।।
ধন্য জুবতির কোল পায়্যা প্রভূ হৈলে ভোল
তেঞিও তুমি না সম্ভাস আমা।
প্রধান নারি কেমন না টুটাএ মহাজন
হেন কেবা বুঝাইল তোমা।।
[গ৫৩২]হের তোমার ভ্রাত্রি নারি বহুত বিলাপ করি
কান্দএ সুনাভ করি কোলে।
তোমা বিনু না জানি আন কেমনে ধরিব প্রান
বারেক ডাকহ পৃয় বোলে।।
এত ভাবি বিলাপ তরনি করে সন্তাপ
লোহেতে তিঁতিল সব দেহে।
সুনি ক্রন্দন উত্তর বাড়িল জে গুরুতর
অন্তরিক্ষে ইন্দ্র কৃষ্ণ চাহে।।

মরিলত বজ্রনাব দেবগনে হর্সভাব
ইন্দ্র কৃষ্ণ করি অনুমান।
দেখিতে সে বজ্রপুরি এক রথে ইন্দ্র হরি
পাছু আইলা সব দেবগন॥
নারিগন সন্নিধানে আইলা সকরুন মনে
মধুর বচনে প্রবোধি।
না কান্দিহ রানিগন দৈবের করম
এতেক বলিলা গুননিধি॥
তোমার পতি অতি ভোল না সুনে সুজন বোল
তিন লোকে করিল লঞ্জনা।
তাহার ধরিল ফলে সর্গ গেল মহাবলে
মিথ্যা তুমি করহ কল্পনা॥
[গ৫৩৩]জেনমতে আছে ধর্ম্ম রাজার করহ কর্ম্ম
বুঝি দেখ জগত সংসার।
চিতাএ তুলি রাজাএ কান্দে রানি উভরাএ
রাজার করিল সতকার॥
তবে সেই পাটরানি মনে মনে অনুমানি
শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া চরন।
প্রনাম করিয়া রানি বৈল কিছু পৃয়বানি
সুন প্রভু দেব নারায়ন॥
আমা সভার ভাগ্যফলে তোমার চরনজুগলে
পবিত্র হইল মোর পুরি।
তুমি দেব নারায়ন শ্রীষ্টী স্থিতি কারন
আমাকে সদয় হৈলে হরি॥
তোমার তিন কুমারে তিন কন্যা দিব তারে
প্রদ্যুম্ন গদ সাম্মু বিরে।
তিন কন্যা বিভা দিয়া কৃষ্ণকে প্রনাম হৈয়া
তবে রানি গেলা নিজপুরে॥
তবে কৃষ্ণ বজ্রপুরে রাজার ধন প্রচুরে
দ্বারিকাএ পাঠাইলা সকটে।
হরসিত হয়্যা হরি রাজ্য তার ভাগ করি
কুমারকে দিল অকপটে॥
হংসকেতু গুনমন্ত বিজয় সুত জয়ন্ত
চন্দ্রপ্রভা এ তিন কুমার।
আপনার গুন জোগে ভুঞ্জি বিবিধ ভোগে
পালিবারে দিল রার্য্যভার॥
[গ৫৩৪]দ্বারিকাএ নারায়ন সত্বরে করিল গমন
তিন পুত্রবধু সব লৈয়া।
গুনরাজ খান ভনে সুজনের রঞ্জনে
কৃষ্ণ পাদপদ্মে মন দিয়া॥

সুদামা বিপ্রের কাহিনী

।। বেলোওার রাগ ।।

কৃষ্ণ কথা সুন নর এক মন চিত্তে।
ভক্তি মুক্তি দুই দিজ পাইল জেমতে।।
সুদাম নামে দুঃক্ষি দিজ সভে তাহা জানি।
অবন্তি নগরে বসি সঙ্গেতে গ্রীহিনি।।
হরি মন দিজবর একান্ত সে মতি।
ভিক্ষা মাগি চিণ্তে হরি অন্য নাহি গতি।।
নানা দুঃখে বৈসে দ্বিজ দুহেঁ ঘর করি।
অধর্ম্ম নাহিক চিত্তে স্বঙরি শ্রীহরি।।
অতি দুঃক্ষে একদিন তাহার ব্রাহ্মনি।
ধিরে ধিরে করপুটে বলে পৃয়বানি।।
পুরুবে কহিলে মোরে সুন দিজবর।
তোমার সখা বঠেন তৃদস ইস্বর।।
দ্বারিকাতে থাকেন তিহোঁ জিনি সব রাজা।
নানা ধনে ধনিন তিনি ইন্দ্র করে পুজা।।
অবস্য তাঁহার ঠাঞি জাইতে জুয়ায়।
তাঁহার ইসত দানে দারিদ্র পালায়।।
[গ৫৩৫]মোর বোল সুন দিজ করহ গমন।
মাগিয়া তাঁহার ঠাঞি আন কীছু ধন।।
স্ত্রীজাতি মোর প্রানে কত দুখঃ সহে।
দুঃক্ষে মরিলে লোক ধর্ম্ম নাহি রহে।।
এত দুঃখ জবে তার ব্রাহ্মনি বলিল।
সুনিঞা করুন দিজ মনেতে ভাবিল।।
দ্বারিকা জাইতে মোরে প্রিয়া জুক্তি দিল।
সংসারের সার নাথ মোর সোঙরন হৈল।।
ভারাবতারনে হরি সংসারের সার।
দ্বারিকা আসিয়া প্রভু কৈল অবতার।।
দেখিবত গিয়া আজি তাহারি চরন।
পরসিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম করিব খণ্ডন।।
এত মনে করি গেল ব্রাহ্মনির ঠাঞি।
ভাল বৈলে জাব তথা আছেন গোবিন্দাই।।
অনেক দিবসে তাঁরে করিব দরসন।
সন্দেস হইলে কিছু করিএ গমন।।
স্মামির বচনে গিয়া সে সব ঘর চাই।
অনেক জতনে খুদ মুষ্টি দুই পাই।।
কৃষ্ণ বর্ণ্নে কানি খানি আনিল চাহিয়া।
লইল সকল খুদ তাহাতে বাঁধিয়া।।
লড়িলা হরিসে দ্বিজ কৃষ্ণ অনুসারে।
নানা দুর্গ তরি গেলা দ্বারিকা নগরে।।

ব্রাহ্মনে বিরোধ নাহি গোসাঞিঁর নগরি।
অভ্যন্তরে গেলা জথা আছেন শ্রীহরি॥
[গ৫৩৬]হরসিত পৃয়া সঙ্গে পালঙ্ক উপরে।
বসিয়াত শ্রীহরি নানা কৃড়া করে॥
দেখিয়া তাহারে কৃষ্ণ পালঙ্ক এড়িয়া।
উঠিয়া প্রনাম করেন চরনে ধরিয়া॥
হাথে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপরে।
রুক্মিকে বৈল কৃষ্ণ জল আনিবারে॥
দুই পাএ ধরিয়া আপুনি গদাধরে।
বিপ্র পাও প্রক্ষালন কৈল সেই ঘরে॥
গন্ধ নারাঅন তৈলে উভ্যর্থন কৈল।
জল দিয়া শ্রীহরি স্নান করাইল॥
মিস্ট অর্ন্ন পানে তারে করাল্য ভোজন।
পালঙ্ক উপরে তারে করাল্য সয়ন॥
পায় তলে বসি গিয়া হরি আপনি বসিয়া।
পায়জাতি জিজ্ঞাসিলা পুর্ব্ব সোঙরিয়া॥
মনে পড়ে দিজবর সেই গুরূ ঘরে।
তোমা সনে পড়িলাঙ অবন্তি নগরে॥
কত দুঃখে সর্ব্ব সাস্ত্র পড়িলাঙ সিসুকালে।
একত্রে পড়িল সব ছাওালের মেলে॥
একদিন গুরুপত্নি বইল সভাকারে।
সর্ব্ব সিস্যে জাহ আজ কাষ্ট আনিবারে॥
সর্ব্ব সিস্য মেলি গেলাঙ অরণ্য ভিতরে।
ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কাষ্ট গেলাঙ বহুদুরে॥
বোঝা বান্দি সর্ব্ব সিস্যে মস্তকে করিয়া।
হেনবেলায় মহাবৃষ্টী হৈল আসিয়া॥
[গ৫৩৭]মোহা সব্দ ঘোর বৃষ্টী হইল অন্ধকার।
মুসল ধারাতে বৃষ্টী নাহিক প্রচার॥
কিহ কারে নাহি দেখি গেলাঙ নানা ঠাঞিঁ।
বাপ মা বলিয়া কান্দি সঙরি গোসাঞিঁ॥
হেনই সমএ হৈল নিসা ঘোরতর।
আসিতে নারিয়া রহিলাঙ অরন্য ভিতর॥
আর দিন গুরূ তবে মহাচিন্তা পায়্যা।
সভার উদ্দেসে আইলা ব্রাহ্মনি ভর্ছিয়া॥
নানা দুঃখে আছি তথা দেখি দিজবর।
পুত্র পুত্র বলি দিজ ডাকীল বিস্তর॥
কুসলে আছেহ বলি পুছেন করুন বানি।
কেমন প্রকারে বাছা বঞ্চিলে রজনি॥
এ বোল বলিয়া গুরূ সভারে কোল দিয়া।
সভারে পাঠাইল ঘরে ভাত খাওয়াইয়া॥

পুর্ব্ব কহিতে লোহ্ ঝরএ নয়ানে।
হরসিতে কোলাকুলি কৈল দুই জনে॥
একথা উকথা কহি দেব গদাধর।
ব্রাহ্মনকে পুছিল কীছু ঘরের উত্বর॥
বিভা করিয়াছ জারে সে নারি কেমন।
ভক্তি করি বলে কিবা মধুর বচন॥
লর্জ্জার কারনে বিপ্র না দিল উত্বর।
সুনিঞা হাসিয়া অল্প রহে দিজবর॥
কৃষ্ণের রভস দেখি চিন্তিত অন্তরে।
কেমতে জে দিব খুদ এমত ঠাকুরে॥
[গ৫৩৮]কৃষ্ণেব নিমিত্য দিজ জে খুদ আনিল।
কাকতলি জাঁতি খুদ লুকায়্যা রাখিল॥
সংসারের সার প্রভূ অন্তরে জানিঞা।
হাসি হাসি বলেন প্রভূ রভস করিঞা॥
ঘরের সন্দেস কিছু না দিলে আমারে।
রিক্তহস্তে আসিয়াছ আমা দেখিবারে॥
অবস্য সন্দেস আছেত এ মোর মনে।
আনিঞা সন্দেস মোরে না দেহ কী কারনে॥
ভক্তি করি অল্প দিলে অমৃত সমান।
অভক্তিতে বিস্তর দিলে সেই অপমান॥
এত বলি কৃষ্ণ কাকতলি উকটিয়া।
কাকতলি হৈতে কানি আনিল টানিঞা॥
কানির পুটলি আস্বাইয়া দেখিল শ্রীহরি।
এক মুষ্টি খুদ কৃষ্ণ মুখে লৈয়া ভরি॥
আর এক মুষ্টি খুদ লইল গদাধরে।
হাত চাপি রুক্মি দেবি ধরিল সত্বরে॥
কৃষ্ণ হাতে ধরি খুদ পেলিল ঝাড়িয়া।
জোড় হাথে বলে দেবি সমুখে দাণ্ডাইয়া॥
খাইলে বিপ্রের খুদ তৃদস ইস্বর।
কতকাল বন্দি আমা করিলে গদাধর॥
জত খুদ ভক্ষন করিলে শ্রীহরি।
ততকাল বিপ্রগৃহে আমি স্থিতি করি॥
ইহা বলি পেলি খুদ হাথে জত ছিল।
বিপ্রের সহিত কৃষ্ণ একত্র সুতিল॥
নানা রঙ্গে নানা কথায় রজনি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে বিদায় দিল কিছু নাহি দিয়া॥
পথেতে চলিতে মনে করে দিজবর।
ভেটিল তৃদসনাথ দেব গদাধর॥
[গ৫৩৯]করিলেন বিস্তর পূজা জেষ্ট ভাই জ্ঞানে।
অল্প মাত্র ধন না দিলা কি কারনে॥

কি করিয়া পৃয়াকে করিব সম্ভাসন।
কেমতে তাহার চিত্ব করিব রঞ্জন॥
পুনরপি বিপ্র তবে চিন্তি মনে মনে।
ভাল হৈল ধন মোরে না দিলা নারায়নে॥
ধনমদে পাসরিতাঙ তাঁহার চরণ।
এত চিন্তি হরিস মনে করিল গমন॥
দ্বারিকা হইতে বিপ্র আসি ধিরে ধিরে।
গ্রাম নিকট আইলা বসতি জেই পুরে॥
ঘর না দেখিয়া দিজ বিস্মিত হৃদয়।
এই পুরি দেখি জেন ইন্দ্রের আলয়॥
নানা রত্নময় ঘর সুবর্ন্ন কলসে।
রত্নের পাঁচির সব আকাস পরসে॥
ফটিকের স্তম্ভ সব বিচিত্র আগিনা।
প্রবাল বিচিত্র চাল মুকুতা থোপনা॥
দিঘি সরোবর সব সোভে চারিপাসে।
উদ্যানেতে নানা পুষ্প বসন্ত প্রকাসে॥
নানা কোলাহল তথি ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসমিত দস দিগ বসন্ত অবতার॥
পুরি মর্দ্ধে সোভা করে বিচিত্র সিংহাসন।
সুকমল সর্য্যা তাহে রত্নের গঠন॥
হিরামন মানিক প্রতি ঘরে রাসি রাসি।
সুবর্ন্নে ভূসিত দেখি সত লক্ষ দাসি॥
[গ৫৪০]অশ্ব হস্তি দেখিয়া ব্রাহ্মন বিস্মিত।
কার পুরি মদ্ধে আমি আইল আচম্বিত॥
কোন দিকপাল এথা কৈল পুরির নির্ম্মান।
কিবা ইন্দ্র কইল এথা বাহির উদ্যান॥
এত বলি দিজবর চিন্তি মনে মনে।
পুরি হৈতে বাহির হৈল দির্ব্য নারিগনে॥
নানা রত্নে ভূসিত দেখি সত সত নারি।
তার মধ্যে ব্রাহ্মনিকে দেখি পরম সুন্দরি॥
স্মামি দেখি বিপ্রনারি পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া।
স্মামিরে আনিল ঘরে সড়ঙ্গে পুজিয়া॥
নানা গন্ধদকে তাঁরে স্নান করাইল।
বিচিত্র বসন আনি তারে পরাইল॥
মিষ্ট অর্ন্ন পানে তারে ভোজন করাইল।
বিচিত্র পালঙ্ক মাঝে সয়ন করাইল॥
অনেক সুবেসা নারি পরিচারক করি।
তার মধ্যে স্মামির সেবা করে বিপ্রনারি॥
দেখিয়া বৈভব দিজ ভাবে মনে মনে।
এতেক বৈভব মোরে দিলা নারায়নে॥

ছলিলেন গোসাঁঞি মোরে মায়াত পাতিয়া।
ভূঞ্জিল সকল সুখ হরিচিত্ত হৈয়া॥
সকল হরির ভোগ হরি কার্য্য করে।
না ভূঞ্জিলু ভোগ মুঞি সকলি তাহাঁরে॥
[গ৫৪১]কোন ভোগি নহে দ্বিজ হরিগত মন।
তুষ্ট হৈয়া মুক্তি তারে দিলা নারায়ন॥
অদ্ভুত অমৃত কথা সুন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দ চরনে॥

সূর্যগ্রহণে স্নানার্থ কৃষ্ণের প্রভাস গমন

একদিন গোবিন্দাই দ্বারিকা নগরে।
হরিয়া ভূমির ভার নানা কৃড়া করে॥
সুর্য্য উপরাগ সুনিঞা সর্ব্বজন।
রার্য্য সমেত প্রভাসকে করিল গমন॥
মহাস্তান সেই উপরাগ কালে।
পরূসরাম তপ তথা করিল চিরকালে॥
জানিঞা শ্রীহরি সব পরিবার লৈয়া।
স্ত্রি পুত্র সহিত সভে উত্তরিলা গিয়া॥
সেমন্ত পঞ্চকে জত জত লোক ছিল।
স্ত্রী পুরূসে লোক সব তোথাকে আইল॥
জুধিষ্ঠীর আদি জত কুরুগন।
নিজ স্ত্রী পুত্রে সভে করিল গমন॥
নন্দ ঘোস আদি জত বৈসে বৃন্দাবনে।
আইলাত সেই ঠাঞি গোপ গোপি গনে॥
অঙ্গ বঙ্গেতে জত বৈসে রাজা।
রার্য্য সমেতে সভে তির্থের করে পুজা॥
নানা দান তর্পন করিল সেই জলে।
অন্য অন্যে কৌতুক বড় হইল কোলাহলে॥
তবে কুন্তি বসুদেবে হইল দরসন।
ভাই ভাই বলি দেবি করএ ক্রন্দন॥
[গ৫৪২]রাম কৃষ্ণ দেখি ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস।
না করিলে উদ্দেস জবে কৈল বনবাস॥
পঞ্চপুত্র লৈয়া বনে বড় দুঃখ পাইল।
তোমার আসিসে ভাই গোসাঞি রাখিল॥
তবে বসুদেব বলে সুনহ ভগিনি।
তোমার জতেক দুঃখ লোকমুখে সুনি॥
পাপিষ্ঠ জে কংস রাজা আমাএ বান্ধিল।
তেকারনে উর্দ্দেস আমি তোমার না কৈল॥
জদ্দিবা সবংসে কংসে মারিল গোপালে।
তবে জরাসিন্ধু দুঃখ দিলেক আমারে॥

তাহার তরে পালাইয়া গেলাঙ নানা ঠাঞিও।
জুদ্ধ করি দ্বারিকাতে রাখিলা গোবিন্দাই॥
ভাই ভগ্নি কান্দে দুহেঁ গলাগলি করি।
বেড়িয়া বসিলা সভে লইয়া শ্রীহরি॥
তবে নন্দ জসোদা সকল গোপিগন।
রাম কৃষ্ণ বলি সভে করিলা ক্রন্দন॥
তবে আসি জসোদা কৃষ্ণ কোলে করি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে সুনহ শ্রীহরি॥
কেমতে পাসরিলে বাপু সেই বৃন্দাবন।
কেমতে পাসরিলে তুমি গোপ গুপি গন॥
কেমতে পাসরিলে তুমি গোকুল নগরি।
কেমতে পাসরিলে সেই গোবর্দ্ধন গিরি॥
কেমতে পাসরিলে তুমি নদি সে জমুনা।
কেমতে পাসরিলে বাপু আমা দুই জনা॥
এত বলি জসোদা কান্দে কৃষ্ণ করি কোলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর নয়ানের জলে॥
[গ৫৪৩]তবে গোপিগন গোবিন্দ পাসে আসি।
দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণ না মিলএ আসি॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে গোবিন্দচরনে।
আমা সভা পাসরিলে কমললোচনে॥
সহজে অবলা মোরা গোপজাতি।
কি করিব কি বলিব বলহ শ্রীপতি॥
তবেত শ্রীহরি ভাণ্ডিল মায়াত পাতিয়া।
মিষ্ট বাক্যে এড়ি সভায় অমৃতে সেচিয়া॥
সকল গোসাঞের মায়া সুন বন্ধুজন।
সঞোগ বিজোগ করে সেই নারায়ন॥
এত বলি শ্রীহরি মোহি সর্ব্ব জনে।
অন্য অন্যে কহন্তি কথা হরসিত মনে॥
উখা সে রুক্মিনি দেবি দ্রোপদি পাইয়া।
বেড়িয়া বসিলা সব সতিন লইয়া॥
তবেত রুক্মিনি দেবী ইসত হাসিয়া।
দ্রোপদিকে জিজ্ঞাসিল রভস করিয়া॥
একেস্বরি নারি তুমি স্বামি পঞ্চজন।
কেমতে তুসিলে তুমি সভাকার মন॥
কেমতে করিল বিভা কহ একে একে।
সুনিতে তোমার কথা বাড়িল কৌতুকে॥
সুনিয়া রুক্মিনির কথা দ্রোপদি সুন্দরি।
কহন্তি সকল কথা লজ্জা পরিহরি॥
আমার সয়ম্বরে আইল সব নরপতি।
রাধাচক্র বিন্ধেতে নারিল কাহার সকতি॥

তপস্মির বেসে গিয়া অর্জ্জুন মহাসএ।
কাটিলেন মৎসখানি ইসত লিলাএ॥
[গ৫৪৪]তবেত রাজাগন জুর্দ্ধ সে করিল।
সভা জিনি আমা লইয়া ঘরকে চলিল॥
পঞ্চ ভাই মেলি তবে কুন্তিরে কহিল।
অদ্ভুত এক বস্তু জিনিএগা আনিল॥
পাঁচ ভাই মেলি ভোগ কর এক চিত্তে।
কন্যার সুনিএগা নাম শুনিলা বিপরিতে॥
মাএর বচন কেহো লংঘিতে না পারি।
সেই কথা ব্রহ্ম করি নিল তত্ব করি॥
হেনকালে ব্যাসমুনি তথাকে আইল।
পঞ্চ ইন্দ্র তত্ব তিহোঁ ভাঙ্গিয়া কহিল॥
পঞ্চালি আমার নাম সাস্ত্রেতে লেখিল।
এই সব কথা আমি তোমারে কহিল॥
বিভা করি পঞ্চ ভাই নিএগা নিজ ঘরে।
নিবন্ধ করিএগা দিল নারদ মুনিবরে॥
সুনি পরমিত আমি সেবাত করিয়া।
রঞ্জিল সভার মন একচিত্ত হৈয়া॥

প্রভাসক্ষেত্রে কৃষ্ণ মহিষীগণের কৃষ্ণপ্রীতি

কহিল সকল কথা সুনহ রুক্মিনি।
কেমতে তোমারে বিভা করিল চক্রপানি॥
সুনিএগা দ্রৌপদির কথা রুক্মি সুন্দরি।
সয়ম্বরে হরিয়া আমা আনিল শ্রীহরি॥
কৃষ্ণে বিভা দিব বলি পিতার মনে ছিল।
রুক্মি আমার ভাই কুচক্র করিল॥
সিসুপাল বিভা দিতে বাপকে কহিল।
এ জুক্তি সুনিএগা আমি চেতন হরিল॥
বিপ্র পাঠাইয়া দিল দ্বারিকা নগরে।
গোবিন্দ আসিয়া আমা হরিল সয়ম্বরে॥
সব রাজাগন তবে মহা জুদ্ধি করি।
সবারে জিনিএগা আমা আনিল শ্রীহরি॥
[গ৫৪৫]দ্বারিকাএ আনিএগা বিভা কইল নারায়ন।
বাপ আসি কৈল মোরে কৃষ্ণে সমর্পন॥
সমর্পিয়া বাপ মোর করিল গমন।
দাসি হৈয়া সেবি আমি গোবিন্দচরন॥
তাহা সুনি দ্রোপদি সত্যভামারে কহিল।
কেমতে গোবিন্দাই তোমা বিভা কৈল॥
তবে সত্যভামা কহে হাসিয়া বচনে।
জেমতে কইল বিভা শ্রীমধুসোদনে॥

আমার বাপের ভাই অরন্যে মরিল।
না জানিঞা বাপ মোরে গোবিন্দে দুসিল॥
পাতালেত গিয়া কৃষ্ণ জম্মুবানে জিনি।
আনিঞা বাপেরে দিল সমন্তক মনি॥
মনি পায়া বাপ মোর চিন্তিত হইয়া।
আমা বিভা দিল তাঁরে সেমন্তক দিয়া॥
সেই নারাঅন আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষন।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাঁহার চরন॥
তবেত দ্রোপদি বলে সুন জাম্বুবতি।
কেমতে তোমার বিভা করিল শ্রীপতি॥
তবে জাম্বুবতি বলে সুন জসখিনি।
জেমতে পাইল আমি দেব চক্রপানি॥
মনি হেতু প্রেবেসিলা পাতাল ভিতরে।
কাড়িয়া লইলা মনি বাপের মন্দিরে॥
ধাইয়া আমার বাপ ধরিল তাঁহারে।
তিন নব দিবস জুদ্ধ কৃষ্ণ সঙ্গে করে॥
তবে মোর বাপে জিনিল গদাধরে।
শ্রীরাম মুর্ত্তি দেখাইলা বাপের গোচরে॥
তবেত আমার বাপ জুদ্ধি সঙ্কলিল।
ঘরে আনি গোবিন্দেরে পুজা বড় কৈল॥
[গ৫৪৬]দাসি করি দিল মোরে রতনে ভূসিয়া।
সেমন্তক মনি দিল জৌতুক করিয়া॥
সেই নারায়ন আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষনে।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাহার চরনে।
তবে দ্রোপদি কালিন্দিরে জিজ্ঞাসিল।
কেমত প্রকারে কৃষ্ণ তোমা বিভা কৈল॥
আমার জৌবন দেখি পিতা মোরে বৈল।
ভারাবতারণে হরি পৃথুবিতে আইল॥
সেই ত তোমার জজ্ঞ বর তৃভুবনে।
তপস্যা করিলে পাবে শ্রীমধুসোদনে॥
বাপের বচনে আমি হস্তিনা নগরে।
এক মনে তপ করি সেই গঙ্গাতিরে॥
সর্ব্বভূত আত্মা গোসাঞি জানিঞা সরিরে।
অর্জ্জুন সহিত গেলা আমা আনিবারে॥
সুনিঞা জুধিষ্ঠির রাজা উৎসব করিল।
ঘরে আনি গোবিন্দেরে আমা বিভা দিল॥
হেন নারায়ন প্রভু চিন্তি সর্ব্বক্ষন।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাহাঁর চরন॥
মিত্রবৃন্দা প্রতি বলিল বচন।
কেমতে পাইলে তুমি শ্রীমধুসোদন॥

কোটি কোটি জন্ম কত তপ করি মরি।
তার ফলে পাইল আমি দেব শ্রীহরি॥
বৈষ্ণব পিতা মোর কৃষ্ণচিত্ত হৈয়া।
কৃষ্ণে বিভা দিব আমা একান্ত হইয়া॥
[গ৫৪৭]বিন্দু অরবিন্দু ভাই কৃষ্ণ সত্রু হৈয়া।
সয়ম্বর করিল তারা বাপে নিসেধিয়া॥
আনে বিভা করিবেক সুদ্রঢ় জানিল।
ব্রত উপবাসে আমি গৌরি আরাধিল॥
জানিঞা শ্রীহরি তবে রথেত চড়িয়া।
আনিঞা করিল বিভা সভারে জিনিঞা॥
সেই নারাঅন আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষন।
জন্মে জন্মে পাই জেন তাহাঁর চরন॥
ভদ্রাকে জিজ্ঞাসিল তবে দেবি জসখিনি।
কেমতে তোমারে বিভা কৈল চক্রপানি॥
তবে ভদ্রা দেবি বলে জুড়ি দুই হাত।
সম্মন্ধে মাতুল ভাই মোর জগন্নাথ॥
বৈষ্ণব বাপ মোর চিন্তে মনে মনে।
ভারাবতারনে আইলা দেব নারায়নে॥
দ্বারিকা পাইয়া সুত্র অনেক জতনে।
জুক্তি করি ঘরে আনি কমললোচনে॥
বিনয় করি আমা দিল ধন জনে।
দাসি হৈয়া সেবা করি গোবিন্দ চরনে॥
কহিল সকল কথা সুন দ্রোপদনন্দিনি।
বড় ভাগ্যে পাইল স্মামি দেব চক্রপানি॥
লগ্নজিতা দেখি তবে দ্রোপদি বলিলা।
কেমত প্রকারে কৃষ্ণ তোমা বিভা কৈলা॥
লগ্নজিতা বলে সুন রাজার কুমারি।
বড় পুণ্যে পাইলুঁ স্মামি দেব শ্রীহরি॥
[গ৫৪৮]ভাগ্যবান বাপ মোর মনেতে চিন্তিল।
বিসম প্রতিজ্ঞা করি মন্ত্রনা করিল॥
তিঘ্ন শ্রীঙ্গ সপ্তবৃস বান্ধে একুবারে।
তারে কন্যা দিব বিভা বলিল সভারে॥
এক গোটা বৃস বান্ধিতে নারে কোন বিরে।
নারিল বান্ধিতে কেহো সুনি গদাধরে॥
আমার বাপের রার্য্য গিয়া নারায়ন।
সাত মুর্ত্তি ধরি বৃস বান্ধিল তখন॥
বৃস বান্ধি সভা জিনি শ্রীমধুসোদন।
আমা বিভা করি কৈল দ্বারিকা গমন॥
জন্মে জন্মে আরাধিলাঙ কমললোচন।
তার ফলে সেবিঁ মুঞি গোবিন্দচরন॥

তবেত দ্রোপদি দেবি লক্ষ্ণনারে বৈল।
সুনিঞা লক্ষ্ণনা তবে কহিতে লাগিল॥
তোমার বিভাএ জেন রাধাচক্র হৈল।
তাহাকে অধিক উচ্য মোর বাপ কৈল॥
নারিল বিন্ধিতে চক্র কোন মহাবিরে।
অর্জ্জুন পারিলা মাত্র পরস করিবারে॥
লজ্জা পায়া অর্জ্জুন বির ধনুক ছাড়িল।
ইসত লিলাএ কৃষ্ণ চক্র সে কাটিল॥
তবে পিতা মোর কৃষ্ণ আনি ঘরে।
নানা রত্ন দিয়া বিভা দিলত আমারে॥
সেই নারায়ন প্রভু হৃদএ ধরিয়া।
পরম আনন্দে আছি তাহাঁরে সেবিয়া॥
[গ৫৪৯]তবে দ্রোপদি বলে জোড়হাত করি।
কেমতে তোমা সভাকে বিভা করিল শ্রীহরি॥
একুবারে কহ সব রাজার কুমারি।
কেমতে পাইলে সবে দেব শ্রীহরি॥
সোল সহস্র একসত কন্যা একবারে।
কেমতে করিলা বিভা হইয়া একেশ্বরে॥
বলিতে লাগিলা সব রাজার কুমারি।
জেমতে করিলা বিভা দেব শ্রীহরি॥
পাপিষ্ঠ নরক রাজা জিনি তৃভুবন।
হরিয়া আনিল ঘরে সকল কন্যাগন॥
সভাকার চিত্তে তবে ত্রাস উপজিল।
এক মন চিত্তে সবে গোবিন্দ চিন্তিল॥
অন্তর্জ্জামিনি গোসাঞিঃ সকলি জানিল।
গরূড়ে চাপিয়া আসি রাজাকে মারিল॥
সবংসে নরক রাজায় গোবিন্দ মারিল।
অভ্যন্তরে গিয়া আমা সভারে দেখিল॥
কৃষ্ণ স্মামি করি সব কন্যাএ মানিল।
না করিহ বিভা কৃষ্ণ কেহো না বলিল॥
আমা সভা পাইয়া কৃষ্ণ হইলা সদয়।
কাকেয় নাহি টুটা বাড়া সমান হৃদয়॥
আপনাকে ধন্য করি আমরা মানিল।
সভাকে সমান ভাব গোবিন্দ করিল॥
হেন অদ্ভুত লিলা কৃষ্ণের চরিত।
কহিতে লাগিলা সভে বিস্মিত চরিত॥
[গ৫৫০]তা সভার কথা সুনি দ্রোপদি সুন্দরি।
কৃষ্ণকথা সুনিতে দেবি আপনা পাসরি॥
সভাকে প্রনাম করি স্মোঙরি হরি হরি।
তোমাদের ভাগ্যের সিমা বলিতে না পারি॥

কোটি কোটি জন্ম জদি তপ করি মরি।
তথাপি সদয় পদ না করেন শ্রীহরি।।
হেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ তোমা সভার পতি।
তোমার মহিমা কহি কাহার সকতি।।
হেনমতে নানা কথাএ দিবস বঞ্চিয়া।
সভে জাই নিজ দেস পরিবার লৈয়া।।
হেনক অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
সুনিতে অমৃত রসে সরির সিচয়।।
গুনরাজ খাঁন কহে গোবিন্দ চরনে।
মরনে সোঙরন মোর হইএ নারায়নে।।

বসুদেবের প্রভাস যজ্ঞ

।। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

বসুদেব জজ্ঞ কথা সুন এক মনে।
জেই জজ্ঞে অধিষ্ঠান দেব নারায়নে।।
প্রভাসে আইলা তবে জত মুনিগন।
বসুদেবের ঘর গেলা দেখিতে নারায়ন।।
মুনিগন দেখি বসুদেব গুননিধি।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনে কৈল পুজাবিধি।।
সভেত বসিলা পুজা লইয়া তাহাঁর।
রাম নারায়ন দেখি চিন্তিত আপার।।
[গ৫৫১]গোসাঞিও দেখিয়া সভাকারে অভ্যান্তরে।
ভক্তি শ্রদ্ধা আনন্দ বাড়িল বিস্তরে।।
হেনকালে বসুদেব সব মুনি স্তানে।
নানা বিধি ধর্ম্ম কথা কহিল তখনে।।
কোন ধর্ম্ম গৃহস্তের সংসার তরিব।
কোন ধর্ম্মে থাকী কেমন আচরন করিব।।
এতেক বচন জবে সুনিল মুনিবর।
এক মুনি পানে চান আর মুনিবর।।
জাহার ঘরে আপনে ব্রহ্ম অবতার।
সে জন করএ প্রসঙ্গ ধর্ম্ম বিচার।।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পাএ লোক জাহা সোঙরনে।
ভক্তি পদ পাএ লোক জাহার ভাবনে।।
হেন জন পুত্র তাহা দেখে সর্ব্বক্ষনে।
তথাপি পুছএ ধর্ম্ম না বুঝি কারনে।।
নিকটে থাকিলে ভক্তি না থাকে বিস্তর।
গঙ্গা থাকীতে লোক জেন জাএ তির্থান্তর।
এত অনুমানি সভে নারদেরে বৈল।
তিহোঁ বসুদেবে কিছু প্রতি উত্তর দিল।।
ভাল জিজ্ঞাসিলে কথা সুন মহাসয়।

না দেখিলে পরম ব্রহ্ম আপন হৃদয়॥
জব তপ আচার করিয়া নানা বিধি।
আঁচমন আসন আদি ধেয়ান সমাধি॥
[গ৫৫২]তথাপি হৃদএ কৃষ্ণ নাহি পরকাসি।
তাহা ছাড়ি হএ কেহো জোগের অত্যাসি॥
নানা বিধি পরকার সভেত করিয়া।
তবুত বুজিতে নারে গোসাঞিঁর মায়া॥
হেন জন তোমার তনয় রূপ ধরি।
ভারাবতারনে জন্ম লভিলা শ্রীহরি॥
হেন জনে না হইল তোমার বিশ্বাস।
কোন ধর্ম্মে তরিব বলি করহ প্রকাস॥
তোমা হেন ভাগ্যবান নাহিক সংসারে।
পরব্রহ্ম দরসন নৃত্য কর ঘরে॥
ইহা দেখি ইথে ভজ ইথে কর মতি।
ইহা বই আর কিছু না দেখি জুগতি॥
অমৃত বলিএ হেন সুন বসুদেব।
গৃহস্ত আচরে কর জজ্ঞের সুসেব॥

প্রভাস যজ্ঞের অনুষ্ঠান

[গ৫৫৩]জজ্ঞ হেতু মনুস্য ভজিল প্রজাপতি।
জজ্ঞ না করিলে নহে ব্রহ্মার পিরিতি॥
গোসাএর আদেসে জজ্ঞ বিধিমত হএ।
জজ্ঞ না করিলে দোস সাস্ত্রেতে বলএ॥
এত বলি আইল জতেক মুনিগন।
সভা রাখি বসুদেব দিলা আমন্ত্রন॥
করিবত জজ্ঞ আমি তোমার বচনে।
সভাকে রহিতে তথা দিল রম্যস্থানে॥
জত জত রাজাগন আইল প্রভাসে।
সভাকে রহিতে দিল অপূর্ব্ব নিবাসে॥
ভোর্ক্ষ ভোর্য্য পান জার জত অভিলাস।
সভাকে সকল দিন দেন শ্রীনিবাস॥
ঘৃত মধু পঞ্চসস্য সমিন্ধ সভারে।
নানা পুষ্প নানা ফল দিল সভাকারে॥
[গ৫৫৪]অষ্ট হালে জজ্ঞভূমি তথাই চসিল।
মুনিগন আসি কুণ্ড বেড়িয়া বসিল॥
ব্যাস রসিষ্ট সুক্র নারদ পুর্ব্বত।
ধৌম আত্রয় বিস্মামিত্র ভৃগু দিতি সুত॥
পৌলস্ত অপুরূ সুক্র অঙ্গিরা তপোধন।
আইলা দেবলসুত মুনিত মার্জ্জন॥
মার্কণ্ডেয় গৌতম আর বৈইসম্পায়ন।

জমদগ্নি মেধস মুনি আর বোধাবন॥
ভরথদ্বাজ ভার্গব করন গার্গ ঋসি।
বিপ্র নারদ অগস্ত জত শ্রীথুবিতে বসি॥
আর জত মহাহ্নসি সিস্যগন সঙ্গে।
জজ্ঞদেসে বসি সভে নানা বিধি রঙ্গে॥
অন্য অন্যে বিবাদ কোলাহোল হইল।
বেদান্ত মিমাংস সংক্ষা বেদে বিচারিল॥
কেহো ব্রহ্মা কেহো হুতা কেহো সস্যদাতা।
আচার্য্য হইলা কেহ উপগত গতা॥
সাস্ত্র জপ করে কেহো মণ্ডপ পুজন।
বেদ[পবক]পরক কেহ হরির ভাবন॥
সভে সুদ্ধাসয় সভে সকল কর্ম্মঠি।
পবিত্র করিল সভে সেই কর্ম্মমঠ॥
[গ৫৫৫]সভে সুদ্ধমতি সভে সুক্ল বসন।
অদ্ভুত অঙ্গের জোতি মধুর বচন॥
গোসাঞের আদেসে সব নৃপ আইলা তথাই।
পঞ্চপাণ্ডব আইল দুর্য্যোধন সত ভাই॥
ভিস্ম দ্রোন ক্রপ কর্ন্ন রাজা জয়দ্রত।
বিরাট কৈকয় দমঘোস মহাসত॥
বাহ্লিক দ্রুপদ ধৃতদ্যুর্ম্ন মহাবর।
ধৃতকেতু বিন্দমাদ্র সৃষ্টিধর॥
সহদেব বসুদেব সুবর্ন্ন চন্দ্রকেতু।
ক্রথ কৌসিক ভিস্ম আইলা জজ্ঞ হেতু॥
গোসাঞের আদেসে সকল রাজা আইল।
রাজজোগ্য সিংহাসন সভাকারে দিল॥
নানা উপহার দিল বিচিত্র বসন।
রত্ন অলঙ্কার দিল বিচিত্র ভূসন॥
সব রাজাগন সুখে বসিলা তথাই।
ক্ষেনে ক্ষেনে নৌতন ভোগ সুখ পাই॥
[গ৫৫৬]জে জে রাজার জত দির্ব্য রত্ন ছিল।
তাহা দিয়া রাজা সব জজ্ঞে প্রবেসিল॥
মধ্য দেশেতে জত রাজাগন ছিল।
দ্বিজ হৃসি আসি তবে সভেত বসিল॥
অক্রুর উদ্ধব ক্রতব্রহ্মা আদি জত।
জদুকুলে নৃপগন আইলা বহুত॥
হেনমতে সুভদিনে জজ্ঞ আরম্ভিল।
সব মুনিগনে স্বস্তিবাচন করিল॥
সুবর্ন্নের জজ্ঞভূমি সুবর্ন্ন ভাজন।
সকলে সুবর্ন্ন দর্ব্য জতেক গঠন॥
নানা রত্ন প্রকাস হইল সেই ঠাঞি।

সুবর্ন্নের শ্রীঙ্গি ভাঙ্গি আনিল তথাই॥
গন্ধমাল্য নানা রত্ন বিবিধ ভূসন।
অধিবাস করি কৈল ব্রাহ্মন বরন॥
তা সভার অধিষ্ঠানে পালাএ অরিষ্ট।
দেবগুরি অন্তরিক্ষে হইল দেব দৃষ্ট॥
মণ্ডল পূজিয়া সব ব্রাহ্মন পূজন।
জার জেই মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্তাপন॥
নিরন্তর ঘ্রতধারা অগ্নি প্রজলিল।
জার জেই চিত্র তথা অদ্ভুত রচিল॥
[গ৫৫৭]লেহ্য পেয় চস্য চর্ব্য জত অন্ন ব্যঞ্জন।
ছোট বড় সভাকারে দেন নারায়ন॥
দিনে দিনে সভাকার পুরি অভিলাস।
অনেক দিবস জজ্ঞ করিলা শ্রীনিবাস॥
খায় পেয় নেয় দেয় এইমাত্র সুনি।
সব ঠাঞি ইহা বই অন্য নাহি ধ্বনি॥
অন্নের পর্ব্বত তথা হইল সত সত।
কোথাহ করিল কৃষ্ণ সুবর্ন্ন পর্ব্বত॥
ঘৃত মধু কইল সর্করা রাসি রাসি।
অসংক্ষ তুরগ গজ রথ দাস দাসি॥
ব্রাহ্মনে বিদায় দিতে স্তাপিল বহু দেবে।
গ্রাম পুর প্রতুন করাইল মাধবে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগন আসি জোজ্ঞস্তানে।
সাক্ষাতে রহিলা সভে জজ্ঞের সদনে॥
জজ্ঞের আহুতি ব্রহ্মা সাক্ষাতে ভখিল।
দেখিয়াত সর্ব্বলোক চমৎকার হৈল॥
[গ৫৫৮]জজ্ঞসিদ্ধি করি সভে গোবিন্দ বন্দিয়া।
দেবগন ঘর জাএ জজ্ঞ প্রসংসিয়া॥
আহুতি তুসিল দেবতা সর্ব্বজন।
নানা রত্ন দান দিয়া তুসিল ব্রাহ্মন॥
জজ্ঞের সুগন্ধি দর্ব্যে আমোদ করিল।
বসুদেব জজ্ঞ জস ভূবনে ঘুসিল॥
পুর্ন্না দিয়া বসুদেব জজ্ঞ সমাপিল।
সমোচিত দক্ষিনা দিয়া ব্রাহ্মন তুসিল॥
পরম সন্তোস পায়া লড়িলা মুনিগন।
আসির্ব্বাদ দিল সভে মধুর বচন॥
অভিম্লুত সিদ্ধ হউক বর তারে দিল।
পরম সন্তোসে জজ্ঞ প্রসংসা করিল॥
কোলাহল করিয়া লড়িলা মুনিগন।
নানা রত্নে পুরি আসা সকল ব্রাহ্মন॥
তবে বসুদেব নৃপগনে পুজা করি।

পাঠাইয়া দিল সভা জার জেই পুরি॥
হেন অদ্ভুত জজ্ঞ কেহ না করিল।
সকল রার্য্যের লোক বলিতে লাগিল॥
হেন রিতে সভাকার মনোরিত সাধি।
গোবিন্দ করিল বসুদেবের জজ্ঞ সিদ্ধি॥
[গ৫৫৯]হেনমতে নারায়ন দ্বারিকাএ বসিয়া।
জদুকুল সঙ্গে থাকি আনন্দ বাড়াইয়া॥
হেনক অদ্ভুত নর সুন একমনে।
গুনরাজ খাঁন বলে গোবিন্দচরনে॥

ভৃগুমুনি কর্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মাহাত্ম্য পরীক্ষা

॥ গৌরি রাগ ॥

একদিন নৈমিস কাননে মুনিগন।
বসিষ্ঠ ভৃগু আদি জত তপোধন॥
সত্ব রজ তম গোসাঞি তিন গুন ধারি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনে হৈলা হরি॥
তিন গুনে তিন জন বড় কোন জন।
অন্যে অন্যে বিবাদ করে সব মুনিগন॥
সভে মেলি ভৃগুকে কহিল বচন।
সভাকার ঠাঞি তুমি করহ গমন॥
দম্ভ করি তিন ঠাঞি বলিহ বচন।
কোন গুনে তার তত্ব জানিবে তখন॥
মুনি বোলে ভৃগু গেলা কৈলাসসিখরে।
পার্ব্বতির সঙ্গে বসি আছেন সঙ্করে॥
ভৃগু দেখি মহাদেব সম্ভ্রমে উঠিয়া।
ভাই বলি কোল দিতে আইল ধাইয়া॥
মুনি বলেন তাঁরে সব আন্তর হইয়া।
পরস না করহ বলে ক্রোধাবৃষ্ট হৈয়া॥
প্রেত পিসাচ ভূত তোমার সঙ্গে বৈসে।
ব্রাহ্মন ছুঞিতে আস্য কেমত সাহসে॥
[গ৫৬০]সুনিঞা ক্রোধে সিব হাথে সুল লৈল।
দেখএ সঙ্কর আস্যে ভৃগু পালাইল॥
পালাইয়া গেলা ভৃগু ব্রহ্মার সদনে।
সভা করি আছেন ব্রহ্মা বেষ্টিত দেবগনে॥
ক্রোধে ভৃগু মন্দ বলে বিস্তর ব্রহ্মারে।
প্রনাম না করিলি মোরে সভার গোচরে॥
অতিত হইয়া আইলাঙ তোমার সদনে।
না করিলে পুজা মোর ব্রহ্ম অভিমানে॥
সহজে তোমার পুজা নিতে না জুআএ।

দুহিতার পিতৃবাহি আছেএ তোমাএ॥
এত সুনি জাএ ব্রহ্মা ভৃগু মারিবারে।
তথা হৈতে পলাইয়া চলিলা সত্বরে॥
তবে গেলা মুনিবর কৃষ্ণের সদনে।
পালঙ্কেতে নিদ্রা জান কমললোচনে॥
তবে মুনিবর জুক্তি মনেতে চিন্তিল।
বুকে লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে চিয়াইল॥
উঠিয়াত গদাধর পরিহার করে।
অপরাধ কৈল দোস ক্ষমহ আমারে॥
অতিত হইয়া তুমি করিলে গমন।
ইহা না জানিএগা আমি কর্যাছি সয়ন॥
বড় অপরাধ হৈল তোমার চরনে।
পাএ পাছে পায় বেথা ত্রাস পাই মনে॥
তোমার চরনের ঘাত হৃদএ বাজিল।
এতদিনে স্বরির মোর পবিত্র হইল॥
[গ৫৬১]জোড়হাথে স্তুতি করে কুরূপর হৈয়া।
বিস্তর মিনতি কৈল চরনে ধরিয়া॥
নিমিসেকে আসি ভৃগু সভাকে কহিল।
সকল মুনির চিত্তে সন্দেহ ঘুচিল॥
সত্বগুনে ভগবান চিন্তে মুনিগনে।
গোবিন্দবিজয় গুনরাজ খান ভনে॥

বৃকাসুর বধ

॥ ধানসি রাগ ॥

হরির চরিত্র সুন সকল সংসারে।
জেমত প্রকারে আসি মৈল বৃত্যাসুরে॥
সকুনির পুত্র বৃকা বিদিত ভুবনে।
জিনিলেক মহিতল সব দেবগনে॥
একদিন গেলা সেই মুনির তপবনে।
ভৃগু আদি তপ করে তথা মুনিগনে॥
প্রনতি করিয়া বৈল সভার চরনে।
এক বোল অকপটে কহ মুনিগনে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বর সেষ্ঠ তৃজগতে।
আরাধিলে ঝাঁট বর পাই কাহা হৈতে॥
চিন্তিয়া বইল তবে সব মুনিগনে।
ঝাঁট পাই যেই চিন্তে দেব তৃলোচনে॥
হ্যসির বচনে বৃতা সন্তোস পাইয়া।
একভাবে পুজে হর কঠোর করিয়া॥
কুণ্ড করি জজ্ঞ করে নানা বস্তুদানে।
কাটিয়া গায়ের মাংস ঘৃত দিয়া হুনে॥

[গ৫৬২]এত পরকারে হর অধিষ্ঠান নহে।
মস্তক কাটিতে তবে হাথে খড়্গ লএ॥
ইহা দেখি অগ্নি হৈতে উঠিলা মহেস্বর।
হাথে ধরি বৈল বৃকাসুর মাগ বর॥
ব্রকাসুর মহেসের সাক্ষাত পাইয়া।
একচিত্বে করে স্তুতি হরসিত হৈয়া॥
এক বর মাগি হর তোমার চরনে।
সত্য করি বল মোরে না করিবে আনে॥
তবে মহাদেব বলিল হাসিতে হাসিতে।
সেই বর দিব তোমার জেবা আস্যে চিত্তে॥
সুনিঞা হরের বোল জোড় করি হাত।
এক বর দেহ মোরে সুন বিস্মনাথ॥
জার মাথে হাত আমি দিবত জখন।
ভস্মরাসি হব সেই মোর বিদ্যমান॥
সেই বর দিলা হর করিয়া নিশ্চএ।
বর পায়্যা বর সেই পরিক্ষিতে চায়॥
অকপটে বর জদি দিলে মহেস্বর।
তোমার সিরে হাত দিয়া পরিক্ষিব বর॥
সত্বরে পলাএ তবে দেব মহেস্বর।
সিবের পশ্চাতে ব্রকা ধাএত সত্বর॥
পালাইয়া সদাসিব গেলা নিজপুর।
পশ্চাতে খেদিয়া তবে গেলা ব্রকাসুর॥
ব্রকা দেখি সিব পালাইয়া জায় দুর।
তুরিত গমনে সিব গেলা ইন্দ্রপুর॥
ইন্দ্রপুরে গেলা ব্রকা সিবেরে দেখিয়া।
ইন্দ্রপুরি হইতে সিব গেলা পালাইয়া॥
[গ৫৬৩]পালাইয়া গেলা সিব ব্রহ্মার সদনে।
পাছু পাছু ব্রকা তার করিল গমনে॥
পাছু পাছু আইসে ব্রকা দেখি মহেস্বর।
পালাইয়া গেলা সিব দ্বারিকা নগর॥
ব্যস্ত দেখি সদাসিবে গোবিন্দ পুজিল।
সকল বৃর্ত্তান্ত সিব কৃষ্ণকে কহিল॥
সুনিঞাত গোবিন্দাই ইসত হাসিয়া।
নগর বাহির হৈলা বড়ু রূপ হৈয়া॥
কথোদুরে আইসে ব্রকা ধাইতে ধাইতে।
বড়ু রূপে রহিলা কৃষ্ণ তাহাকে ছলিতে॥
সকুনির পুত্র ব্রকা আইস কোথা হইতে।
কি কারনে কোথা জাহ হইয়া শ্রমজুতে॥
সুনিঞা মধুর বোল সন্তোস হৈলা চিত্বে।
বড়ু হৈয়া মোর বাপে জানিলে কেমতে॥

বসিলাত সেই ঠাঞি শ্রমজুত হৈয়া।
পুনরপি বলে হরি মধুর করিয়া॥
কহ কহ মহাবির কোথাকে গমন।
কাহার উদ্বেসে জাহ কহত কারন॥
তবেত সকল কথা কহে ব্রকাসুরে।
মিথ্যা বর দিয়া মোরে ভাণ্ডিল সঙ্করে॥
সরূপ জানিব তার মাথে হাথ দিয়া।
মিথ্যা বর দিয়া মোরে গেল পলাইয়া॥
তার বোল সুনি কহে মধুর উত্বরে।
হাসি হাসি বৈল কৃষ্ণ সুন ব্রকাসুরে॥
[গ৫৬৪]সুবিদ্য হইয়া তুমি না ভাবিলে মনে।
পাগলের বোলে দুঃখ পায় কী কারনে॥
প্রেত ভূত সনে বোলে সমানে রহিয়া।
হাড় মালা গলে দিয়া খাএত মাগিয়া॥
হেন জনের বোলে তুমি বুলহ ধাইয়া।
আপনি পালায়্যা বোলে তোমাকে ভাণ্ডিয়া॥
অবোধ করিয়া তুমি জানিহ সে জনে।
পাগল সিবের বোলে সত্য করি মনে॥
তার বোল সত্য জদি বাস মনে মন।
নিজ সিরে হাথ দিয়া বুঝহ এখন॥
কৃষ্ণের বচন সুনি গুনিল অন্তরে।
বালকের বুদ্ধি মোর নহিল সরিরে॥
বর সাঁপ দিতে জদি পারে তৃলোচন।
পালাইয়া তবে কেন বুলে তৃভুবন॥
দুষ্ট মুনিগনে মোরে কপটে বলিল।
মিথ্যা কার্য্যে আপন সরিরে দুঃখ দিল॥
[গ৫৬৫]এতেক সুনিঞা হরি বলে বারে বার।
তাহার কপট কেন না কর বিচার॥
আপন মাথায় হাত দেহ একবার।
কপট কী অকপট বুঝিবে তাহার॥
ভাল ভাল বোল তুমি বোলিলে আমারে।
হাত দিয়া না বুঝি কেন আপনার সিরে॥
জদি সত্য বর মোরে দিল মহেস্বরে।
তার বর সত্য হউক মোর কলেবরে॥
এত বলি দিল হাত আপন মস্তকে।
ভস্ম হইল ব্রকা জয়ধ্বনি তিনলোকে॥
নিজ মুর্ত্তি ধরি হরি গেলা নিজ পুরি।
সুনিঞা সঙ্কর করপুটে স্তুতি করি॥
স্রীষ্ঠি স্থিতি প্রলয় তোমার স্রীজন।
তুমি দেব নারায়ন সংসার কারন॥

আপনার দোসে আমি পাইল সঙ্কট।
নিমিসে মারিলে তুমি করিয়া কপট।।
তোমার মায়া কেহো জানিতে না পারি।
আমার মায়া খন্ড তুমি দেব স্রীহরি।।
এতেক সুনিঞা সিবের বিনয় বচন।
কপট তেজিয়া কোল দিলা নারায়ন।।
তোমাএ আমাএ ভিন্ন নাহি এক কলেবর।
জেই হরি সেই হর বলএ সংসার।।
[গ৫৬৬]এত বলি স্রীকৃষ্ণ আসি নিজ ঘরে।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া স্রীধরে।।

কৃষ্ণ কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রের জীবন দান

।। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

দ্বারিকাএ সুখে আছেন দেব বনমালি।
পুত্র পৌত্র সনে কৃষ্ণ নিতি করে কেলি।।
নগর ভিতরে বিপ্র দেব নাম ধরি।
জুবতির সঙ্গে দিজ বৈসে সেই পুরি।।
হইল প্রথম গর্ব্ভ হরসিত মনে।
পুত্র প্রসবিল নারি স্বামি বিদ্যমানে।।
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র দেখিল ব্রাহ্মন।
দেখিতে দেখিতে সেই তেজিল জিবন।।
মনেতে ভাবিয়া সেই করে অনুমান।
কোলে করি দম্পত্যে সে করএ ক্রন্দন।।
মনেতে চিন্তিয়া দিজ নারির চুলে ধরে।
তোর পাপে পুত্র মোর অকালেত মরে।।
কান্দিয়া বলএ নারি স্বামির চরনে।
পরপুরুসের সঙ্গ না জানি সপনে।।
[গ৫৬৭]তবেত ব্রাহ্মন মনে আপনি চিন্তিল।
মোর জ্ঞানে পাপ মোর সরিরে নহিল।।
তবে কেন অকালে মরে আমার কুমার।
মৃত পুত্র লইয়া গেল কৃষ্ণের দুয়ার।।
সুন সুন গোবিন্দাই জগতইশ্বর।
তোর পাপে অকালে মরে আমার কোঙর।।
দ্বারে মরা পুত্র পেলি জাএ দিজবর।
অস্তেব্যস্তে বাহির হৈল্যা গদাধর।।
সুন দিজবর কেন বল অবেভার।
মোর পাপে নাহি মরে তোমার কুমার।।
আর গর্ব্ভ ধরে জবে তোমার ব্রাহ্মনি।
রাখিব তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন আপুনি।।

সান্ত করি দিজে কৃষ্ণ পাঠাইলা ঘরে।
কথোদিন থাকী নারি আর গর্ভ ধরে॥
রাখিবারে চলিল তবে প্রদ্যুম্ন বিরে।
দেখিতে দেখিতে পাইল ব্রাহ্মনের ঘরে॥
প্রসবিতে মৈল পুত্র দেখি বিদ্যমানে।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র বলে ক্রোধ মনে॥
ধিক ধিক কামদেব কী বলিব তোরে।
তোর বিদ্যমানে আমার কুমার কেনে মরে॥
না জানিএগ কোন মুখে করিলি বড়াঞিও।
পুত্র কোলে করি দিজ গেল কৃষ্ণ ঠাঞিও॥
[গ৫৬৮]মরিল দিতিয় পুত্র সুন গদাধর।
দুই বিপ্র বধ হৈল তোমার উপর॥
দুই হাথে ধরি হরি বলিল তাহারে।
এইবার সাম্ভু বির রাখিব কুমারে॥
তৃতিয় গর্ভ জখন ধরিল ব্রাহ্মনি।
প্রসবিতে পুত্র তবে মরিল তখনি॥
ছার ছার বলি সাম্ভু বিরে বলে দিজবর।
বৃথা জন্ম তোর সংসার ভিতর॥
ইহা বলি পুত্র লৈয়া জায় দিজবর।
মৃতপুত্র লৈয়া গেল কৃষ্ণের গোচর॥
দেখিয়াত গদাধর বিস্ময় বড় মনে।
সার্ত্যকীরে ডাকী তবে আনিলা ততক্ষনে॥
স্তুতি করি পুন তারে বলে দিজবরে।
রাখিব ইবার ইহোঁ পুত্র তোমারে॥
তবেত চতুর্থ গর্ভ ধরিল ব্রাহ্মনি।
প্রসবিতে পুত্র তবে মরিল তখনি॥
সাত্যকীরে তিরস্করি ব্রাহ্মন চলিল।
গোবিন্দেরে গিয়া মন্দ বিস্তর বলিল॥
চারি ব্রহ্মা বধ হৈল তোমার উপরে।
উঠিয়াত গদাধর বিপ্রের পাএ ধরে॥
পাঠাইল বিপ্রে ঘরে করি পরিহার।
অনিরূদ্ধ বির গিয়া রাখিব কুমার॥
ধরিল পঞ্চম গর্ভ সেই বিপ্র নারি।
ভূমিষ্টে মইল পুত্র কেবা নিল হরি॥
বিস্তর বিলাপ করিল ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনি।
অনিরূদ্রে বিস্তর বলিল মন্দ বানি॥
[গ৫৬৯]মৃতপুত্র লইয়া গেল কৃষ্ণের দুয়ার।
গোবিন্দেরে মন্দ গিয়া বলিল আপার॥
বিনয় করিয়া হরি করি পরিহার।
গদাধর রাখিবেন এবার কুমার॥

গদে নিএগ্রা গেল বিপ্র আপনার বাস।
ধরিল ব্রাহ্মনি গর্ভ পুর্ন্ন দসমাস।।
জন্ম মাত্র মইল পুত্র দেখি দিজবরে।
কান্দিয়া ব্রাহ্মান গদে তিরস্কার করে।।
গদেরে ভর্ছিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে।
মৃতপুত্র পেলে নিএগ্রা কৃষ্ণের দুয়ারে।।
ছয় পুত্র মরিল মোর তোর বরাবরে।
তোরে ধিক পাপি নাহি জগত ভিতরে।।
অপরাধ ক্ষম দিজ করি পরিহার। '
আপনি উদ্ধব গিয়া রাখিব কুমার।।
কথোদিনে আর গর্ভ ধরে দিজনারি।
প্রসবিতে মৈল পুত্র অনুমান করি।।
উর্দ্ধবেরে গালি দিল ব্রাহ্মান কান্দিয়া।
গোবিন্দ সমুখে পুত্র এড়িলেক নিএগ্রা।।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে বিপ্র করএ ক্রন্দন।
বিস্তর বিনয় কৈল কমললোচন।।
জে হইল সে হইল বিপ্র না কান্দিহ আর।
আপনিত উগ্রসেন রাখিব কুমার।।
রাজা হৈয়া উগ্রসেন গেলা তার ঘরে।
জন্ম মাত্রে মরে সেই অষ্টম কুমারে।।
ধিক ধিক উগ্রসেন তোর অধিকারে।
পুত্র সব মরে মোর তোর অনাচারে।।
[গ৫৭০]না থাকীব তোর দেশে সুন পাপমতি।
তোর পাপে নষ্ট হৈল পুরি দ্বারাবতি।।
এত বলি জাএ বিপ্র গোবিন্দেরি ঠাঞিও।
হেনকালে অর্জ্জুন বির আইলা তথাই।।
মৃতপুত্র এড়ি বিপ্র গোবিন্দ গোচরে।
বৈরাগে চলিলা বিপ্র তির্থ তির্থান্তরে।।
সন্তোস করিল কৃষ্ণ চরনে ধরিয়া।
আপনি তোমার পুত্র রাখিবত গিয়া।।
তবেত অর্জ্জুন বলে সুন দিজবর।
রাখিতে নারিল কেহো তোমার কোঙর।।
অকালেত মরে বিপ্র তোমার কুমারে।
রাখে হেন বির নাহি দ্বারিকা নগরে।।
ভাল ভাল দিজবর জাহ তুমি ঘরে।
না জাবেন কৃষ্ণ আমি রাখিব কুমারে।।
এবার তোমার পুত্র জখন হইব।
সরজালে গৃহ করি আমিত রাখিব।।
সুনিএগ্রা প্রতিজ্ঞা দিজ হাসিতে লাগিল।
অনেক বড়াঞিও তার দিজত করিল।।

কুমার রাখিতে মোর নারে কোন জনা।
অহংকার করি সবে চিনাহ আপনা॥
পার্থ বলে সুন দিজ না চিন আমারে।
আমারে বলিএ অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে॥
[গ৫৭১]কাম সাম অনিরূদ্ধ নহি সিসুমতি।
হেনমত নহি আমি অর্জ্জুন জুদ্ধপতি॥
গদ উদ্ধব নহি উগ্রসেন সাত্যকী।
বৃদ্ধ বালকের তুমি বুঝিলে সকতি॥
গাণ্ডিব ধনুক মোর বিদিত সংসারে।
জম জিনি আনি দিব তোমার কুমারে॥
সুনিএগ বচন দিজ উপহাস করে।
ধর্জ্জ্য হয় পার্থ তুমি ছাড় অহংকারে॥
তোর সক্তি হইতে নহে জিবের উদ্ধার।
কৃষ্ণ বিনে রাখিতে কেহো নারিব কুমার॥
গোবিন্দ চাহিল মোর কুমার রাখিতে।
অহংকার করি তুমি না দিলে জাইতে॥
ইহা সুনি বলে পার্থ সুন দিজবর।
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সভার ভিতর॥
রাখিতে তোমার পুত্র আমি জবে নারি।
অস্ত্র ছাড়ি মরিব আমি অগ্নিকুণ্ড করি॥
কথদিনে বিপ্রনারি গর্ভ সে ধরিল।
নানা অস্ত্র লইয়া তথা অর্জ্জুন চলিল॥
দস মাস পুর্ন্ন গর্ভ হইল সমএ।
দুত আসি বৈল রাখ অর্জ্জুন মহাসএ॥
অস্ত্র লৈয়া অর্জ্জুন বির চলিল সত্বরে।
সরজালে গৃহ করি রাখিল ভিতরে॥
হেনকালে পুত্র প্রসবে দিজনারি।
অর্জ্জুনের বিদ্যমানে পুত্র লৈয়া জাএ হরি॥
[গ৫৭২]আর জত পুত্র তার হইল বারে বারে।
প্রান লইয়া গেল তার আছিল সরিরে॥
তনু সনে লৈয়া জাএ দেখিল অর্জ্জুনে।
ধনুক লইয়া করে বান বরিসনে॥
না দেখিল কেবা আসি লইল হরিয়া।
চারিদিগে চাহে বির হাথে ধনুক লৈয়া॥
কেবা নিল কোথা গেল কিছু না দেখিল।
হাথে অস্ত্রে জমপুরি অর্জ্জুন চলিল॥
দেখিল নাহিক তথা বিপ্রকুমারে।
বরূনের পুরি গিয়া করিল বিচারে॥
কুবেরের পুরি ব্রহ্মার সদনে।
ইন্দ্রপুরে না দেখিল ব্রাহ্মনন্দনে॥

চন্দ্র সুর্য্যের গতি জতদুর ছিল।
এতদূর উকটিয়া কোথাহ না পাইল।।
পুনরপি দ্বারিকাএ আসি ব্রাহ্মন দুয়ারে।
অগ্নিকুণ্ড সাজাইল মরিবার তরে।।
সুনিঞা গোবিন্দ তবে সত্বরে আসিয়া।
অর্জ্জুনেরে বৈল তবে ইসত হাসিয়া।।
আমি আনি দিব সিসু আইস চলিয়া।
হাথে ধরি অর্জ্জুনেরে চলিল লইয়া।।
রথে চড়িয়া উত্বরে জাএ গদাধর।
সপ্তদ্বিপ লঙ্ঘন সপ্ত সাগর।।
লোকালোক লঙ্ঘিল কাঞ্চনা নগরি।
তবে প্রেবেসিলা মহাকানন ভিতরি।।
নাহিক রথের গতি নিগড় অন্ধকার।
হাতে চক্রে রথ ছাড়ি জাএ গদাধর।।
[গ৫৭৩]মহাঘোর অন্ধকার দেখি চক্রপানি।
চক্রে কাটি অন্ধকার করে খানি খানি।।
অন্ধকার কাটি কাটি জাএ দুইজনে।
ব্রহ্মাণ্ডে উত্তম স্থান উত্বম ভূবনে।।
তার অভ্যন্তরে জাএ কৃষ্ণ অর্জ্জুনে।
দেখিল পুরূস বর কমললোচনে।।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাধর।
চতুর্ভূজ রূপ তার স্যাম কলেবর।।
উজ্জল দেহের কান্তি বিষ্ণু অবতার।
জত্ত্ব দেখি সম্ভ্রম তিঁহো করিল আপার।।
সম্ভ্রম করিলা তিঁহো দুঁহারে দেখিয়া।
কোলে করি বসাইল নিজাসন দিয়া।।
বসিয়াত দুইজনে চারিদিগে চাহি।
ব্রাহ্মনের নবপুত্র দেখিল তথাই।।
বলিল শ্রীহরি তারে করিয়া বিনয়।
কি লাগিয়া বিপ্রপুত্র আনিলে এথায়।।
তবে সে পুরূস বলে জোড়হাত করি।
জে কারনে আনিল এথা সুনহ শ্রীহরি।।
সপ্তদিপের অন্তে আমার বসতি।
কেমতে আমার দেস পাইব মুকতি।।
ইহা মনে করি আনিল ব্রাহ্মনকুমার।
জেমতে দেখিব পাদপদ্ম সে তোমার।।
ভারাবতারনে আইলা দেব নারায়নে।
দেখিতে কৌতুক বড় রাতুল চরনে।।
আর কেমতে এথা আসিব শ্রীহরি।
এত মনে করি বিপ্রপুত্র কৈল চুরি।।

সবান্ধবে দেখিব তোমার চরন।
বিপ্রপুত্র চুরি কৈল ইথের কারন॥
[গ৫৭৪]সফল হইল আজি আমার জীবন।
দেখিল তোমার পাদপদ্ম সুন নারায়ন॥
বিপ্রপুত্র লইয়া গোসাঞি করহ গমন।
বিপ্রপুত্র পাইয়া গোসাঞি হরসিত মন॥
বিপ্রপুত্র কোলে করি করিল গমন।
রথে চড়ি চলি জাএ দেব নারায়ন॥
দ্বারকা নিকটে আসি সঙ্খধ্বনি কৈল।
গোবিন্দ আইল বলি কোলাহোল হৈল॥
ব্রাহ্মনকে আসি তবে বৈল গদাধর।
আপনার নবপুত্র লৈয়া জাহ ঘর॥
পুত্র আনিএঞা বিপ্র আপনা পাসরি।
হরিসে নয়ানে জল সম্বরিতে নারি॥
কৃষ্ণের মহত্ব জত দেখিল অর্জ্জুনে।
উগ্রসেন আদিরে কহে দ্বারিকা ভূবনে॥
রাতৃ দিনে এই কথা পৃতি ঘরে ঘরে।
মরিল ব্রাহ্মনপুত্র আনি দিল গদাধরে॥
হরির চরিত্র নর সুন এক চিত্বে।
গুনরাজ খান বলে কৃষ্ণের মহত্বে॥

কৃষ্ণ কর্তৃক দৈবকীর ছয় মৃতপুত্রের উদ্ধার

॥ কেদার রাগ ॥

একদিন দ্বারিকাএ দেব শ্রীহরি।
দৈবকী নিকটে গিয়া নানা কৃড়া করি॥
মাএ পোএ নানা কৃড়া কৌতুকে বসিয়া।
মিষ্ট কথা কহেন কৃষ্ণ হাসিয়া হাসিয়া॥
দৈবকীর চিত্বে কৃষ্ণ জেমত ছাওাল।
সিসু হৈয়া বড় কর্ম্ম করএ গোপাল॥
[গ৫৭৫]বসিয়া কৃষ্ণের কাছে দৈবকী সুন্দরি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে সুনহ শ্রীহরি॥
দেখিল সুনিল বড় মহিমা তোমার।
ছাওাল বুদ্ধি এতদিনে ঘুচিল আমার॥
মরিল ব্রাহ্মন পুত্র আনি দিলে তুমি।
সাধ্যারন লোক নহ জানিলাঙ আমি॥
মা হৈয়া আমি তোমারে হাতে ধরি।
আমার ছয় পুত্র আনি দেহ হরি॥
দুষ্ট কংসাসুর আমার ছয় পুত্র মাইল।
হিয়ার উপরে সোক বড়ই রহিল॥

তোমা দরসনে সব সোক পাসরিল।
আনি দেহ ছয় পুত্র তোমাকে কহিল॥
মাএর বচনে কৃষ্ণ ইসত হাসিয়া।
চলিলা বাহিরে মাএ প্রনাম করিয়া॥
রথে চড়ি গেলা হরি পাতাল ভুবনে।
জথা আছে ছয় ভাই বলির সদনে॥
চলি জাএ গদাধর রসাতল পুরি।
জথা আছে বলিরাজা তথা গেলা হরি॥
দেখিয়াত বলিরাজা দেব নারায়ন।
সম্ভ্রমে আসিয়া কৈল চরন বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে বসাল্য আসনে।
দণ্ডবত করি বলে বিনয় বচনে॥
তুমি দেব নারায়ন তুমি নিরঞ্জন।
সর্ব্বভুতে আত্মা তুমি জগত কারন॥
স্রীষ্টি স্থিতি প্রলএর তুমিত ইশ্বর।
দেব দানব দৈত্য তুমি সর্ব্বেশ্বর॥
[গ৫৭৬]ভারাবতারনে কৈলে পৃথুবি গমন।
বড় ভাগ্যে পরসিব তোমার চরন॥
সবংসে পবিত্র আজি হৈল মোর পুরি।
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব শ্রীহরি॥
হাসি হাসি বলে তবে দেব গদাধর।
মাএর সট পুত্র মোর দেহ নৃপবর॥
আনি দেহ ছয় ভাই লড়িব সত্বর।
তথির কারনে আইলাঙ সুন নৃপবর॥
মহামায়া নিএগ মাতৃগর্ভে জন্মাইল।
কংসে মাইল পুন এথাকে আইল॥
তাহাকে দেখিতে মাএর কৌতুক বাড়িল।
দেখাইতে পুত্র মোরে মাতা আজ্ঞা দিল॥
সুনিএগ কৃষ্ণের কথা বলি মহাসএ।
কত মায়া জান গোসাঞিঁ মায়ার নিলএ॥
নেহ ছয় ভাই বলি আনিএগত দিল।
ছয় ভাই লইএগ কৃষ্ণ দ্বারিকা চলিল॥
জেমতে কংস তারে মারিল সিসুকালে।
তেনমতে আনি দিল দৈবকীর কোলে॥
দেখিয়া দৈবকী দেবি হরসিত মনে।
দুইস্তনে দুগ্ধ স্রবে দেখি সিসুগনে॥
সেই স্তন পান তারা ছয় জনে করি।
পিতৃবংস উদ্ধারিল দেব শ্রীহরি॥
বসুদেব আদি করি মোক্ষ মোক্ষ জন।
অদ্ভুত সুনিএগ সভে করিলা গমন॥

গোবিন্দ মহত্ব জত সভেত দেখিল।
অদ্ভুত কথা সকল সংসার সুনিল॥
হেনকালে আকাসেতে দুন্ধভি বাজিল।
ছয়খানা রথ আসি উপনিত হৈল॥
[গ৫৭৭]তবে সেই ছয়জন গোবিন্দ পাসে গিয়া।
গোবিন্দে প্রনতি করে দিব্য দেহ হৈয়া॥
তুমি দেব নিরঞ্জন ব্রহ্মা মহেস্বর।
তুমি ইন্দ্র বাউ জম তুমি সর্ব্বেস্বর॥
সকল সংসার তুমি বলিতে না জানি।
তোমার পরসে মুক্ত পাইলু চক্রপানি॥
তোমার প্রসাদে হৈল সাঁপ বিমোচন।
আজ্ঞা কর নিজ স্থানে করিএ গমন॥
মায়াত পাতিয়া বলে দেব নারায়ন।
কে তোমরা কোথাকারে করিবে গমন॥
তবে ছয়জন বলে জোড়হাত করি।
তোমার চরনে কহি সুনহ শ্রীহরি॥
মারিচির পুত্র আমরা উস্মার তনয়।
মুনিপুত্র আমরা কারে না করিএ ভয়॥
একদিন অঙ্গিরা মুনি দেখিল আমারে।
না করিলু প্রনাম ক্রোধ করিল মুনিবরে॥
মুনিপুত্র হইয়া মোরে করিলি অনাদর।
দৈত্যজোনি জন্ম গিয়া ছয় সহোদর॥
ত্রাস পাইয়া মোরা স্তুতি বড় কৈল।
তবেত তাঁহার মনে দয়া উপজিল॥
ভারাবতারনে হরি করিব অবতার।
তাহাঁর পরসে হব তোমাদের উদ্ধার॥
হিরণ্যকসিপু বির্জ্জে জনম লভিয়া।
বলি সঙ্গে আছিলাঙ রসাতলে গিয়া॥
[গ৫৭৮]তবে মোহামায়া দেবি তোমার আদেসে।
দৈবকী উদরে নিএগ্রা করিল প্রবেসে॥
কংস মারিল গেলাঙ পাতাল ভূবনে।
বলি সঙ্গে পুনরপি ছিলাঙ ছয়জনে॥
আপনে আনিলে গিয়া দেব শ্রীহরি।
তোমার পরসে মোরা জাই সর্গপুরি॥
এত বলি প্রনাম করিল ছয়জনে।
কৃষ্ণ প্রনমিএগ্রা কৈল রথে আরোহনে॥
দেখিয়া অদ্ভুত হৈল সভাকার মনে।
এই কথা ঘরে ঘরে ঘোসে সর্ব্বজনে॥
হেনক অদ্ভুত কথা কৃষ্ণ অবতারে।
সুনিলে নিস্তার হএ বলি বারেবারে॥

একমনে সুন নর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
গুনরাজ খাঁন বলে জমের নাহি ভয়॥

সুভদ্রাহরণ

॥ মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ॥

সুভদ্রা হরন কথা সুন একমনে।
দ্বারিকা আসিয়া তারে হরিলা অর্জ্জুনে॥
পুর্ব্বেত নারদমুনি হস্তিনা নগরে।
পাঁচ ভাই একত্র করি বলিল জুধিষ্ঠিরে॥
এক নারি দ্রোপদি স্মামি পঞ্চজন।
আমার নিয়ম বাক্য করিহ পালন॥
একদিন একজন কর পরমিত।
কেহত দেয়র কেহো হইব গর্ব্বিত॥
দিবসেক পরমিত হইব জার নারি।
তার মদ্ধে আর জন নহিব অধিকারি॥
[গ৫৭৯]কদাচিত জদি কেহ সে ঘরে জাইব।
বৎসরেক বনবাস সে জন করিব॥
নিবন্ধ করিয়া গেলা নারদ মুনিবর।
এইত নিবন্ধ রহিলা পঞ্চ সহোদর॥
একদিন জুধিষ্ঠির দ্রোপদি লইয়া।
হাস পরিহাস করে পালঙ্কে বসিয়া॥
নিসাকালে আচম্মিতে ব্রাহ্মন মন্দিরে।
সর্ব্বস্ব হরিয়া আসি নৈল দুষ্ট চোরে॥
বাহির হইয়া দিজ ডাকে উচ্চরাএ।
রাখ রাখ অর্জ্জুন বির হউত সহাএ॥
আপনার নাম সুনি অর্জ্জন মহাবিরে।
অস্ত্র লইতে আইল জুধিষ্ঠির জেই ঘরে॥
দেখিল রাজারে তথা দ্রোপদি সহিতে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বির হইল বিস্মিতে॥
জুধিষ্ঠির বলে কেন আইলে অর্জ্জুন।
কি কাজে গাণ্ডিব লেহ বান সনে গুন॥
উত্তর না দিল সিগ্র হাথে লইয়া।
ব্রাহ্মন মন্দিরে চোর ধরিল আসিয়া॥
চোর মারি ব্রাহ্মনের সর্ব্বস্ব রাখিল।
প্রভাতে রাজার ঠাঞি গমন করিল॥
প্রনাম করিয়া বলে রাজার চরনে।
বৎসরেক বনবাস করিব গমনে॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় ক্ষেতৃর বিনাস।
মেলানি করিয়া জাই করিতে বনবাস॥
তবে জুধিষ্ঠির রাজা তার হাথে ধরি।

কেন হে অর্জ্জুন তুমি হেন কর্ম্ম করি॥
[গ৫৮০]দৈবের কারনে আজি করিলে গমন।
না জাইহ অরন্যে ভাই সুনহ বচন॥
পুনরপি চরনে পড়ি করে পরিহার।
ক্ষেত্র হৈয়্যা লঙ্ঘিব ধর্ম্ম নহেত বিচার॥
এত বলি অর্জ্জুন গেলা অরন্য ভিতরে।
বৎসরেক ছিলা বনে গহন গভিরে॥
ভূমিতে ভূমিতে গেলা দ্বারিকা নগরে।
দেখিলত গিয়া তথা রাম দামোদরে॥
অর্জ্জুন দেখিয়া কৃষ্ণ হরসিত হৈল।
নানা রঙ্গে কথো দিবস বঞ্চিল॥
এক দিন অভ্যন্তরে ভূমি দুইজন।
পরম সুন্দরি কন্যা দেখিল অর্জ্জুন॥
দেখিয়া পুছিল পার্থ এই কার নারি।
তৃভূবনে না দেখিল এমত সুন্দরি॥
তৈলক্যসুন্দরি কন্যা উন্মত্ত জৌবনি।
বিভা নাহি হএ কন্যা অর্জ্জুন পুছে বানি॥
না পাইয়া জোগ্য বরে রাখিয়াছি ঘরে।
ভাল বর পাইলে বিভা দিবত উহারে॥
এতেক সুনিঞা অর্জ্জুন কৃষ্ণের বচন।
পুনরপি রূপ তার করে নিরক্ষন॥
[গ৫৮১]পুন পুন দেখি তারে করএ বাখান।
হেন কন্যা লইবেক কোন ভাগ্যবান॥
অর্জ্জুন বচন সুনি হাসে গদাধরে।
সুভদ্রাকে ইৎসা আছে বিভা করিবারে॥
সুভদ্রার রূপে তুমি হইয়া মোহিত।
সরূপে বলহ মোরে করো মনোহিত॥
কৃষ্ণের বচন সুনি বলএ অর্জ্জুন।
কত পুন্যে মেলিবেক কন্যা সুলক্ষন॥
এক বোল বলি সুন অর্জ্জুন মহাবিরে।
বলভদ্র মত বিভা না দিব তোমারে॥
তাঁর অগোচরে কার নাহিক সাহস।
উপাএ করিএ জেন নহে অপজস॥
দারুকে কহিল কৃষ্ণ সুনহ বচন।
সাজিয়াত দ্বারে রথ রাখিবে সর্ব্বক্ষন॥
জে দিনে সুভদ্রা তুমি পাবে একেশ্বর।
হাথে ধরি রথে তুলি লড়িহ সত্বর॥
এইত উপায় আমি বলিল তোমারে।
সত্বরে থাকীহ তুমি কন্যা হরিবারে॥
এতেক আশ্বাস তারে দিলা জগন্নাথ।

কামে হত হৈয়া বির না পায় সুয়াস্ত ॥
[গ৫৮২]দিবা রাতৃ জ্ঞান নাহি আন নাহি মনে।
সুভদ্রা হরন চিন্তা করে রাতৃদিনে ॥
দৈবজোগে একদিন সুভদ্রা সুন্দরি।
স্নান করিবারে জাএ হইয়া একেস্বরি ॥
তখনে অর্জ্জুন বির পাইল তাহারে।
কোলে করি রথে তুলি লড়িলা সত্বরে ॥
ধাইয়া বলদেবে গিয়া কহে সর্ব্বজন।
সুভদ্রা হরিয়া লৈয়া জাএত অর্জ্জুন ॥
সুনিঞা বলদেব বড় ক্রোধ হৈল মনে।
হেন কর্ম্ম করে বির নাহি তৃভুবনে ॥
ইন্দ্র আদি জত দেব বৈসে সুরপুরে।
কাহার সকতি নাহি কন্যা হরিবারে ॥
ছাওাল অর্জ্জুন আসি হেন কর্ম্ম করে।
আজি পাঠাইব তারে জমরাজার ঘরে ॥
ইহা বলি মুসল লৈয়া ধাইল সত্বরে।
পশ্চাত চলিলা তবে জত জদুবরে ॥
তার পাছে অস্ত্র লৈয়া ধায় বনমালি।
পালাইয়া অর্জ্জুন এড়াইল কুসস্থলি ॥
ধর ধর বলি তারে ধাইল বলাই।
গোবিন্দের রথ খান দেখিল তথাই ॥
দারুক সারথি রথ চালায় ধিরে ধিরে।
উলটিয়া চাহে পাছে আইসে গদাধরে ॥
ফিরিয়া রহিলা তবে দেব সঙ্কর্সন।
গোবিন্দের মত করে সুভদ্রাহরন ॥
নিকটে গোবিন্দ দেখি বলে কোপ মনে।
রথ দিয়া করাহ তুমি ভগ্নির হরনে ॥
[গ৫৮৩]কপটে বলেন হরি বলাএর চরনে।
আমি নাহি জানি কোপ না করিহ মনে ॥
মহাবির জগ্য বর সুভদ্রা পাইল।
তেকারনে আসি আমি রথ না রহাইল ॥
সম্পুর্ন্ন জৌবন তার সর্ব্বাঙ্গে হইল।
তবু এতদিনে বর জোগ্য না পাইল ॥
অর্জ্জুন সমান বির নাহি তৃভুবনে।
রূপে গুনে কুলে সিলে জানে সর্ব্বজনে ॥
পিতামোহ আমার উহার পিতাকে অর্চ্চিয়া।
দিলেক কুন্তিকে বিভা মহিমা করিয়া ॥
চন্দ্রবংসে প্রদিপ অর্জ্জুন মহাবির।
সর্ব্ব সাস্ত্রে বিসারদ ধর্ম্মসরির ॥
সুভদ্রা হরিয়া অর্জ্জুন জাএ পালাইয়া।

না রহাইল রথ আমি এতেক চিন্তিয়া॥
জোগ্য বর কারনে চিত্তে দুঃখ না জন্মিল।
আপন মনের কথা তোমাকে কহিল॥
এতেক বিনয় বাক্য গোবিন্দ বলিল।
সুনিঞাত বলদেব হাসিতে লাগিল॥
রথ দিয়া করাইলে ভগ্নি হরন।
কপট করিয়া আমা ভান্ড নারায়ন॥
ইহা বলি নেউটে বলাই সর্ব্ব সহিন্য লইয়া।
দ্বারকাএ জদুগন আইল বাহুড়িয়া॥
[গ৫৮৪]উথাত অর্জ্জুন গেলা হস্তিনা নগরে।
কহিল সকল কথা রাজা জুধিষ্ঠিরে॥
সুনিঞা সকল কথা হরিস হৈলা মনে।
সুভদ্রাকে বিভা দিতে কৈল সুভক্ষনে॥
হস্তিনা নগরে মহা আনন্দ হইল।
বন্ধু বান্ধব জত কুটুম্ব আইল॥
নানা বাদ্য নিত্যগিত মোহৎসব করি।
হেনকালে তথাকারে আইলা শ্রীহরি॥
রজত কাঞ্চন জত নানা রত্ন দিয়া।
মুনিময় অভরন সর্ব্বাঙ্গে ভূসিয়া॥
পুর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি সুভদ্রা মোহিনি।
অর্জ্জুনেরে বিভা দিলা দেব চক্রপানি॥
হেনক অদ্ভুত কথা সুভদ্রা হরন।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া নারায়ন॥

অজামিল উপাখ্যান

জোড়হাথে বলোঁ লোক সুন মহাসুখে।
নারায়ন নামে মুক্তি পাইল জেমতে॥
কন্যকুব্জ দেসে বিপ্র নামে অজামিল।
ব্রহ্মচার্য্য ব্রতে পিতামাতাকে সেবিল॥
[গ৫৮৫]পিতামাতা অন্ধ তার দেখিতে না পাএ।
ভিক্ষা করি অজামিল আহার জোগাএ॥
প্রতিদিন গ্রামান্তরে বাহির উদ্যানে।
পুষ্প আনিবারে দিজ করিল গমনে॥
পুষ্প আনি পিতারে দেই করিয়া ভকতি।
পিতৃ মাতৃ সেবা বিনু আন নাহি মতি॥
ভূঞ্জএ সংসার ভোগ হইয়া তপস্বি।
কথোদিনে করিল বিভা পরম রূপসি॥
দৈবজোগে একদিন বাহির উদ্যানে।
পুষ্প আনিবারে দিজ করিল গমনে॥
পুষ্প তুলি পুষ্পদ্যানে ভ্রমি ধিরে ধিরে।

দেখিল কুলটা এক তাহার ভিতরে॥
সঙ্গম করিয়া এক পুরুস চলিল।
সেইত কুলটা নারি তথাই রহিল॥
দেখিয়া কুলটা নারি কামে অচেতন।
তাহার মজিল চিত্ব না জাএ ধরন॥
এড়িয়া বাপের সেবা তাহার হাথে ধরি।
আমাতে ভজিয়া প্রান রাখহ সুন্দরি॥
তবে সেই নারি বলে করি পরিহার।
আমি কুলটা তুমি ব্রাহ্মনকুমার॥
কেন হেন বল দিজ পড়হুঁ চরনে।
সব তেজি সঙ্গ কেন কর মোর সনে॥
আছএ তোমার নারি পরম সুন্দরি।
তাহা লৈয়া কৃড়া কর আমি পরনারি॥
[গ৫৮৬]নহে নহে হেন কথা সুন হে ব্রাহ্মনে।
না সুনিল বোল দিজ হত কামবানে॥
ভূঞ্জিল স্রীঙ্গার দিজ লইয়া সেই নারি।
পিতা মাতা বনিতা দিজ সকল পাসরি॥
অনাহারে পিতা মাতা তাহার মরিল।
সিসুমতি নারি তার দুখিনি হইল॥
দেসান্তরে গেলা দিজ কুলটার সনে।
সেই দেসে বলাইল ব্রাহ্মনি ব্রাহ্মনে॥
তাহাতে মজিল চিত্ব হইল চিরকাল।
অন্য অন্যে দুহেঁ প্রেম বাড়িল বিসাল॥
দস পুত্র জন্মাইল তার উদরে একে একে।
ছোট পুত্র না দেখিয়া নাম ধরি ডাকে॥
কোথা গেল পুত্র মোর নামে নারায়ন।
ঝাঁট আস্য তোমার দেখি হউক মরন॥
[গ৫৮৭]ঘন ঘন ডাকে বিপ্র নারায়ন আয়।
হেনই সময়ে তার প্রান বাহিরায়॥
বিপ্র নিতে জমদুত আইল সত্বরে।
লোহপাস নিগড় দিয়া বাঁধিল দিজেরে॥
পুত্র ডাকীতে দিজ নারায়ন বৈল।
বিপ্র নিতে বিষ্ণুদুত চারিজন আইল॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভূজধর।
চারি বিষ্ণুদুত ধায়্যা আইল সত্বর॥
বিপ্র নিতে জমদুতে জতেক আইল।
চারি বিষ্ণুদুত জমদুতেরে মারিল॥
জমদুতে মারি বিপ্রে কাড়িয়া লইল।
বিপ্রের বন্ধন জত ঘুচাইয়া দিল॥
তবে জমদুতে বৈল বহুত তিরস্কারে।

হেন কর্ম্ম তোমরা না করিহ আরে॥
[গ৫৮৮]মরন সমএ বিপ্র পুত্রকে স্বঙরিল।
কোটি কোটি জন্মের পাপ সব ভস্ম হৈল॥
জম অধিকার আর ইহাতে নহিল।
চর্তুর্ভূজ হৈয়া দিজ বৈকুণ্ঠ চলিল॥
মিছা কাজে জমদুত করহ ক্রন্দনে।
নামের মহিমা তোর জম ভালে জানে॥
সুন সুন জমদুত না কর ক্রন্দন।
জমে গিয়া কহ তুমি এসব বচন॥
এত বলি বিষ্ণুদুত বিপ্রে লৈয়া জাএ।
কান্দিয়া জে জমদুত গেল জম ঠাএ॥
সুন সুন জমরাজ অদ্ভুত কথা।
কভূ নাহি পাই আমি এমন অবস্থা॥
জন্ম গুঙাইল বিপ্র কুলটা লইয়া।
অর্ন্ন বিনু পিতামাতা মরিল লাটাইয়া॥
বিভা কৈল দিজকন্যা তারে না পুসিল।
কুলটার উদরে দস পুত্র জন্মাইল॥
নরক ভূঞ্জাইতে তারে কৈল চারিকাল।
চিত্রগুপ্ত লিখিল তার অধর্ম্ম বিসাল॥
লোহপাস দিয়া আমি বাঁধিল তাহারে।
কাড়ি নিল বিষ্ণুদুত মারিয়া আমারে॥
মারনে জর্জ্জর দেখ সরির আমার।
আজি সে জানিল আমি তোমার অধিকার॥
এত বলি দুত সব করএ ক্রন্দন।
ক্রোধে উঠি জম তারে বলিল বচন॥
কহ কহ আরে দুত সরূপ উত্তর।
কেন বিষ্ণুদুত নিল হেন পাপি নর॥
সুন সুন জমরাজ বলি তোমার চরনে।
বিষ্ণুদুতে জমের আজি কৈল অপমানে॥
[গ৫৮৯]অনেক অধর্ম্ম দিজ করিল মহিতলে।
পুত্রকে ডাকীল বিপ্র মরনের কালে॥
তাহার কনেষ্ট পুত্রের নাম নারায়ন।
মির্ত্তুকালে পুত্রকে ডাকিল ব্রাহ্মন॥
চারি দুত চতুর্ভূজ আসি ততোক্ষনে।
আমারে মারিয়া তবে লইল ব্রাহ্মনে॥
বুঝিল নাহিক কীছু তোমার অধিকার।
পাব জমি কর রাজা ইহার বিচার॥
সুনিঞা দুতের বোল বলিল তাহারে।
সেই নরে নাহি দুত তোমার অধিকারে॥
না কর অক্ষমা দুত স্থির কর মন।

না জাইহ হেন জনে আনিবারে দুতগন।।
সুনিঞা জমের বোল সম্ভ্রমে উঠিয়া।
পুনরপি বলে দুত প্রনাম করিয়া।।
কেনমত মুর্ত্তি তার কেমত অধিকার।
জার নাম লইলে হয় নরকে উদ্ধার।।
কহ কহ জমরাজ সুনি সাবধানে।
আর বার না জাই জেন সেই স্থানে।।
তবে জমরাজ বলে সুন দুতগনে।
তাহাঁকে জানিতে জন নাহি তৃভুবনে।।
নাহি রূপ নাহি মুর্ত্তি ব্রহ্ম কলেবর।
সভাএ আছএ নহে কাহে অগোচর।।
আমি মনে জানি কিছু তাঁহার প্রসাদে।
তাঁহার নাম সুনি খন্ডে দুঃখ অবসাদে।।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আর নারদ মুনিবর।
সভাএ আছএ আর বলি নৃপবর।।
সনক আদি জানে আর ভৃগু মুনিবর।
সুক জানেন আমি জানি সুন দুতবর।।
[গ৫৯০]বসিষ্ঠ জনক জানে সংসার ভিতরে।
কেমতে জানিবে দুত তুমিত তাহাঁরে।।
ক্রন্দন না কর দুত হরিস কর মনে।
হেনজন আনিতে দুত না জায়্য কখনে।।
জমের বচনে দুত ক্রন্দন ছড়িয়া।
লড়িল সত্বরে দুত হরিস হইয়া।।
উথা বিষ্ণুদুত গেল বাহ্মন লইয়া।
গেলত বৈকুণ্ঠপুরি রথেত চড়িয়া।।
চতুর্ভূজ হইয়া দিজ বৈকুণ্ঠে রহিল।
নামের কারনে সব অধর্ম্ম ঘুচিল।।
বুঝিয়া চিন্তিয়া নর ভজ নারায়ন।
এক চিত্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল সর্ব্বক্ষন।।
হরি গাও হরি ভজ ভ্রম নাহি মনে।
গুনরাজ খান বলে গোবিন্দচরনে।।

যদুবংশ ধ্বংসের কারণ

॥ তুড়ি রাগ॥

হেনমতে নানা রঙ্গে শ্রীমধুসোদন।
পৃথুবির ভার হরি মারি দুষ্ট জন।।
অধর্ম্ম নাসিয়া ধর্ম্ম স্থাপি মহিতলে।
পুত্র পৌত্র লৈয়া কৃষ্ণ আছে কুতুহলে।।
হেনমতে নানা রঙ্গে আছেন শ্রীহরি।
দিতিয় বৈকুণ্ঠ হৈল দ্বারিকা নগরি।।

সবান্ধবে নানা রঙ্গে আছেন শ্রীহরি।
হেনকালে সব দেব আইলা উপায় করি॥
ব্রহ্মা আদি দেবগন সর্গেতে চিন্তিল।
ভারাবতারনে কৃষ্ণ পৃথবিকে গেল॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া দেবকার্য্য করি।
আপনা পাসরি মর্ত্তে রহিল শ্রীহরি॥
[গ৫৯১]করজোড় করি ব্রহ্মা বলিলা বচনে।
মোর বোল অবগতি কর নারায়নে॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি রূদ্র তুমি নারায়ন।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য জত দেবগন॥
পৃথুবি আকাস তুমি জত তেজময়।
শ্রীষ্ঠী স্থিতি কারন তুমি তুমিত প্রলয়॥
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা নির্লেপ নিরঞ্জন।
তোমার মায়াএ স্থির হএ কোন জন॥
সুদ্ধ মোক্ষদাতা তুমিত শ্রীহরি।
তোমার মহিমা কেবা বলিবারে পারি॥
প্রথুবির ক্রন্দনে আমি খিরোদেতে গিয়া।
দুঃখ নিবেদিলে আমি দেবগন লৈয়া॥
তেকারনে আইলে মহি মায়াত পাতিয়া।
হরিলে প্রথুবির ভার অসুর মারিয়া॥
অধর্ম্ম খণ্ডায়া কৈলে ধর্ম্মের উৎপতি।
তুমি পৃথুবিতে আছ না বুঝি এমতি॥
বৈকুণ্ঠপুরির লোক অনাথ করিয়া।
মায়া পাতি আছ গোসাঞি মানুস হইয়া॥
না বুঝি চরিত্র গোসাঞি সঙ্কা করি মনে।
না ভাণ্ডিহ পরবোধ দেহ নারায়নে॥
হাসিয়া সম্ভাসা কৈল দেব নারায়নে।
আদর করিয়া বৈল বস্য দেবগনে॥
জত বৈলে সব করিয়াছি মনে।
সত্বরে বৈকুণ্ঠপুরি করিব গমনে॥
দর্পমন্ত দৈত্য মারি জে কীছু করিল।
তাহাকে অধিক ভার প্রথুবিতে হৈল॥
আমার বংসেতে জত উপজিল বির।
তার ভরে পৃথুবি কেমনে হব স্থির॥
[গ৫৯২]ব্রহ্মসাঁপে বংস করিব নিধন।
অচিরে বৈকুণ্ঠপুরি করিব গমন॥
নিরাকুল সুখে তুমি চল প্রজাপতি।
নিজপুরে জাহ তুমি হরসিত মতি॥
এত সুনি প্রজাপতি হরিস হইয়া।
দেবগন সঙ্গে লড়ে প্রদক্ষিন হৈয়া॥

গোবিন্দ চরনে দেব করিয়া বিদায়।
হরির চরন বন্দি গুনরাজ গায়॥

মুষল উৎপত্তি

॥ কানড় রাগ ॥

পাঠাইয়া দেবগন দেব নারায়ন।
ব্রহ্মসাঁপে লক্ষ করি বংস করিব নিধন॥
হেনকালে মুনিগন কৈল অনুমানে।
দ্বারিকা আইলা সব কৃষ্ণ দরসনে॥
মুনি দেখি কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গিয়া।
সব মুনিগন মেলি দ্বারে বসিয়া॥
হেনকালে প্রদ্যুম্ন আদি জত জদুগন।
কৃড়া করি ঘর সভে করিল গমন॥
বসিতে আসন দিয়া বিনয় করিল।
জদুবংস দেখি সব মুনি তুষ্ট হৈল॥
মুনিগন বলে চাহি কৃষ্ণ দরসন।
জানাহ সত্বরে গিয়া জথা নারায়ন॥
মুনির বাক্যে জদুগন অভ্যন্তরে জাই।
মায়া পাতি দেখা নাহি দিলা গোবিন্দাই॥
[গ৫৯৩]তবে জদুগন জুক্তি করিল তথাই।
মায়া নারি মেলাইয়া আসি সেই ঠাঞিও॥
সাম্ভু নামে কুমার তারে নারি বেস ধরি।
মুসল উদরে দিয়া গর্ভরূপ করি॥
তবে জদুগন আসি মুনিগন কাছে।
কপট করিয়া সেই মুনিগনে পুছে॥
বৎসরেক গর্ভ হৈল ইহার উদরে।
বড় কষ্ট ভূঞ্জে নারি গোচরি তোমারে॥
অতি দুঃখে বলে নারি লর্জ্জা পরিহরি।
কত দিনে প্রসবিব বল নিষ্ঠা করি॥
কুমার কুমারি কীবা অপত্য হইব।
আর কতদিন আমি জাতনা পাইব॥
কুমার বচন সুনি মুনিগন চিন্তিল।
জদুবংস মেলি আমা সভা বিড়ম্বিল॥
অন্য অন্যে সকল মুনি অন্তরে জানিল।
ক্রোধচিত্ব করি কিছু দুর্ব্বাসা বলিল॥
জানিল সকল তত্ব সুন জদুগন।
এইখানে প্রসবিব দেখিব সর্ব্বজন॥
হইব অদ্ভুত বংস সভেত দেখিব।
সেই বংস হৈতে তোর নির্ব্বংস হইব॥
বলিতে পড়িল ভূম্যে লোহার মুসল।

দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল॥
[গ৫৯৪]ক্রোধ করি মুনিগন উঠিয়া চলি জাই।
মুসল লইয়া গেলা জথা গোবিন্দাই॥

॥ বসন্ত রাগ ॥

জানিয়া সকল তত্ব শ্রীমধুসোদন।
মুনি সম্ভাসিতে কৃষ্ণ করিলা গমন॥
দেখিল তথা নাহি সব মুনিগন।
ব্রহ্মসাঁপে হতবুদ্ধি সব জদুগন॥
কান্দিতে কান্দিতে বলে সব জদুগনে।
অল্প দোসে দিল মুনি সাঁপ বচনে॥
কি করিব কি করিব শ্রীমধুসোদন।
ব্রহ্মসাঁপে ব্যাকুল সকল জদুগন॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ বলিল সভারে।
ব্রাহ্মনের সাঁপ আমি নারি খণ্ডাবারে॥
কেন হেন কুকর্ম্ম করিলে পুত্রগন।
ইহা বলি কপট চিন্তা করেন নারায়ন॥
ক্ষনেক চিন্তিয়া তবে বৈল নারায়নে।
মুসল লইয়া সভে কর প্রভাস গমনে॥
ঘসিয়াত ক্ষয় কর পাসান উপরে।
ক্ষয় পাইলে ভয় কীছু নাহিক উহারে॥
কৃষ্ণের বচন সুনি সব জদুগন।
মুসল লৈয়া প্রভাসকে করিল গমন॥
ঘসিয়াত ক্ষয় কৈল কৃষ্ণের বচনে।
ইসত রহিল লোহ দেখি জদুগনে॥
অনেক জতনে সেই ক্ষয় না হইল।
সব জদুগন জুক্তি সমুদ্রে পেলিল॥
[গ৫৯৫]গোসাঞের নিবন্ধ জত খণ্ডন না জাএ।
লোহো ক্রোধে উপনিত হইল তথাএ॥
বিসেসে জলের লোহ মৎসেত গিলিল।
মৎসজিবি মৎস ধরি বেচিতে আনিল॥
কাটিতে মৎসের পেটে সেই লোহ পাইল।
দেখিয়া অক্ষটি সেই লৌহত কিনিল॥
ফাল সাজাইয়া দিল কাণ্ডের উপরে।
ঘরে লৈয়া থুইল কাণ্ডে মৃগি মারিবারে॥
হেনমতে মায়া পাতি আছে গোবিন্দাই।
দেখিয়া উদ্ধব মনে চিন্তিল তথাই॥
তৃদসের নাথ গোসাঞি সংসারের সার।
ভারাবতারনে গোসাঞি কৈল অবতার॥
ব্রহ্মসাঁপ লক্ষ করি মায়াত পাতিয়া।

চলিব বৈকুণ্ঠপুরি লএ মোর হিয়া॥
নিজ দাস বলি মোরে বলে সর্ব্বজন।
তত্ত্বঃজ্ঞান কীছু মোরে না দিলা নারায়ন॥
এত বলি উদ্ধব কৃষ্ণপাসে গিয়া।
কান্দিতে কান্দিতে বলে চরনে ধরিয়া॥
উদ্ধব ক্রন্দন সুনি শ্রীমধুসোদন।
হাসিতে হাসিতে বলেন মধুর বচন॥
আমার ভকত তুমি জানএ সংসারে।
তোমার অগোচর কর্ম্ম নাহিক সংসারে॥
ভারাবতারনে আমি করিল গমন।
করিল দেবের কার্য্য মারি দুষ্টগন॥
[গ৫৯৬]কথোদিন থাকিতে মর্ত্তে ছিল মোর মন।
বৈকুণ্ঠ জাইতে বৈল ব্রহ্মা আদি দেবগন॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া আমি চিন্তি মনে মন।
আইলাঙ পৃথুবির ভার করিতে খণ্ডন॥
জতেক মারিল ক্ষেত্‍ পৃথুবি ভিতরে।
তাহাকে অধিক হৈল পৃথুবির ভারে॥
আমার বংসেতে জত উপজিল বির।
তাহাতে কম্পমান পৃথুবি কেমনে হব স্থির॥
ব্রহ্মসাঁপে লক্ষে আমি হরিব সকল।
ইহা জানি চিন্ত তুমি আপন কুসল॥
সুনিঞা উদ্ধব তবে করএ ক্রন্দন।
কেমতে উদ্ধার মোর হব নারায়ন॥
তবেত সদয় হরি নিভৃতে বসিয়া।
কহন্তি পরমতত্ব উদ্ধব পাইয়া॥

উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণের পরমতত্ত্ব বর্ণন

॥ ললিত রাগ॥

সুন সুন প্রীয় বন্ধু আমার বচন।
ধন জন পুত্রবধু সব অকারন॥
সংসারে থাকীয়া কেহো নাহি চিন্তে মনে।
সভার কারন হএ কল্যের রঞ্জনে॥
সভাএ আছএ তিন কেহো না পরসে।
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই জন জগতে প্রকাসে॥
তাঁহাকে চিন্তিলে হয় সেই নাবায়ন।
প্রতিমা সন্দেহ বুদ্ধি স্থির কর মন॥
এত সুনি পুনরপি জুড়ি দুই হাত।
কেমতে পরমতত্ব পাই জগন্নাথ॥
[গ৫৯৭]কোনকালে কেমত গুরু কেমত সে হরি।

কেমনে চিন্তিব তাঁরে মন স্থির করি॥
তোমার মায়াএ মোর স্থির নহে মন।
কেমতে গোচর মোরে হব নিরঞ্জন॥
তোমার চরন ছাড়ি নাহি জানি আন।
কহিয়া পরমতত্ত্ব দেহ জ্ঞান দান॥
এত বলি উদ্ধব কান্দিতে কান্দিতে।
দয়া করি দেহ জ্ঞান পাইএ জেমতে॥
উদ্ধবের বোল সুনি তৃদসইস্বর।
পুর্ব্বের বির্ত্তান্ত সুন কহিএ উত্বর॥
পুর্ব্বকালে ছিল রাজা নিমিস মহাসএ।
নিরঞ্জন ভাবি রাজা জ্ঞান সে করএ॥
আচম্বিতে নর সিদ্ধাগন আসি করি।
কৌতুকে ভূমিতে আইলা মিথিলা নগরি॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা মুনিগন সঙ্গে।
উঠিয়া করিল পুজা পরম আনন্দে॥
প্রনতি করিয়া রাজা জুড়ি দুই হাত।
কি কারনে আগমন কহ মোরে বাত॥
মহাভাগবত দেখি কৈল নিবেদন।
কেমতে সেবিব বল দেখ নিরঞ্জন॥
সুনিঞা রাজার বোল ইসত হাসিল।
আনন্দে ভাসিয়া গাত্র রোমাঞ্চিত হৈল॥
তোমার বচনে রাজা হর্স পাইল মনে।
প্রভুর রহস্য তুমি করিবে স্মোরনে॥
বড় ভাগ্যবান তুমি সুন নরপতি।
প্রভু পাই জেনমতে তাহা কর অবগতি॥
উত্বম অধম মধ্যম তৃবিধ প্রকারে।
জেই জেনমতে সেবে সেইত স্রীধরে॥
[গ৫৯৮]সর্ব্বভুতে সমভাব আত্মপর দয়া।
পুরিস চন্দন এক করিতে জে মায়া॥
অপমানে সম্মানে সে দুঃখ না ভাবএ।
উত্বম ভাগবত বলি জানিহ তাহাএ॥
সদাই চিন্তএ হরি বিষ্ণু সঙ্গে মেলা।
ভালমতে নাহি ছাড়ে সংসারের খেলা॥
সংসার অসার সার হরি করি রয়।
মধ্যম ভাগবত বলি এইরূপ হয়॥
সুখ দুঃখ অপমান সম্মান ভোজন।
ভুঞ্জএ বিসম সুখ সেই নারাঅন॥
এক মনে চিন্তে হরি করিয়া ভকতি।
মধ্যম ভাগবত এই সুন মহামতি॥
হরি চিত্ত গত প্রানি সংসয় না রূচে।

সংসার অসার বলে মোহ নাহি ঘুচে।।
আপন সরিরে হরি তাহা নাহি জানে।
প্রতিমা স্থাপিয়া তার করএ সেবনে।।
[গ৫৯৯]স্থূল সুন্য ব্যক্ত কার বিচার না করে।
বৈষ্ণবেরে দয়া চিত্ত্বে ততো নাহি ধরে।।
হরি গায় হরি চিত্তে নির্লপেতে রয়।
অধম ভাগবত তবে এই মত হয়।।
রাজর্ন্ন হউক কিবা হউক ক্লেস।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ না করে প্রেবেস।।
হরি বন্দি হএ জেবা মনের ভিতরে।
সর্ব্ব তির্থে ভ্রমে সেই বসি নিজ ঘরে।।
ঘরে বসি সেই হরি ভাবএ অন্তরে।
হরিময় জিব দেখে সকল সংসারে।।
উত্বমে উত্বম বলি জানিহ এই জনে।
এত বলি নবসিধ্যা করিল গমনে।।
একথা নারদ মুনি দ্বারকা আসিয়া।
মোর বাপে বসুদেবে গেলাত কহিয়া।।
কে গুরূ হইব উদ্ধব বলিল বচন।
তাহার উত্বর দিলা প্রভূ নারায়ন।।
পুর্ব্বেত ভরথ রাজা জোগে মহাসএ।
অবধুত এক আইল তাহার নিলএ।।
[গ৬০০]মহাযোগি দেখিয়া রাজা সম্ভ্রমে উঠিয়া।
আসনে বসাইল তারে সতঙ্গে পুজিয়া।।
মিষ্ট অর্ন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কেন করিলে গমন।।
রাজার বচন সুনি অবধুত হাসে।
আপন ইৎসাএ আমি ভ্রমি দেসে দেসে।।
জতেক দেখএ এই আমার ভূবন।
দেখিয়া বেড়াই আমি হরি পৃয়জন।।
অবধুত বচনে রাজা হরিস অন্তরে।
গুরূ হৈয়া উদ্ধার মোরে এ ভব সংসারে।।
সুনিএগ রাজার বোল লাগিলা হাসিতে।
কেহ কার গুরূ নয় সুন এক চিত্বে।।
ব্রহ্মচারি রূপে বুলি সকল নগরে।
কোন গুরূ চিন্তিব আমি চিন্তিল অন্তরে।।

চতুর্বিংশতি গুরুতত্ত্ব

হেনমতে নারায়ন চরন সেবিতে।
চতুর্ব্বিংসতি গুরূ কৈল নিজ বুদ্ধি হৈতে।।
প্রথমে পৃথুবি গুরূ মোর হৈল।

সর্ব্বভার সহি তিহোঁ দুঃখ না ভাবিল॥
তার গুন ধরি আমি ক্রোধকে তেজিল।
মান অপমান আমি সমভাব কৈল॥
দিতিএ পবন মোর আর গুরূ হইল।
সর্ব্বত্র সঞ্চরিল কোথাও গুপ্ত না হইল॥
তেঞি সে ভ্রমিঞা বুলি সকল সংসারে।
সর্ব্বগুনে দেহ আছে নাহিক বিকারে॥
তৃতিএ করিল গুরূ দেখিয়া আকাস।
সর্ব্বত্রে আছএ পুন না করে প্রকাস॥
হরি চিত্ব আছি আমি সেই গুরূ করি।
ভ্রমিএ সংসারে আমি কারে পরস না করি॥
[গ৬০১]চতুর্থেতে আর গুরূ জল দেখি কৈল।
নির্ম্মল হৃদএ সর্ব্বজন পৃয়া হৈল॥
তার গুন দেখি আমি হৃদএ নির্ম্মল।
হরি চিত্ব করি আমি জন্ম সফল॥
পঞ্চমেত আর গুরূ কৈল হুতাসন।
ভাল মন্দ পোড়ে করে আপন সমান॥
তাহার চরিত্র গুনে ভেদ নাহি করি।
পুরিস চন্দন দুই সম করি ধরি॥
সষ্টমেত আর গুরূ চন্দ্র মহাসয়।
আপনি না মরে পুন মলা করে ক্ষয়॥
তাহা হৈতে হৈল মোর উত্বম গেয়ান।
তনুপাত হইলে আত্মা তত্ব পাএ আন॥
সপ্তমেত সূর্য্য গুরূ একেলা সংসারে।
জলে স্থলে সর্ব্বত্রে দেখিএ তাহারে॥
তেঞি সে জানিল একমাত্র নিরঞ্জন।
নানা ভোগ সংসারে হইল তাহার কারন॥
অষ্টমে কপোথ গুরূ মোর জেনমতে।
তাহার কথা কহি সুন একমন চিত্বে॥
দম্পত্যে সুখে তিহোঁ বসএ কাননে।
ধরিল কপোথি গর্ভ আমা বিদ্যমানে॥
চারি গোটা ডিম্ব এড়ি চারি পুত্র কৈল।
দম্পত্যে পোসএ মনে হর্স বড় হৈল॥
আহার আনিতে দুহেঁ করিল গমনে।
হেনকালে অক্ষটি আইল সেই বনে॥
তণ্ডুল কনা দিয়া জাল সে পেলিল।
তার লোভে চারি শিসু বন্দিত হইল॥
[গ৬০২]দম্পত্যে আহার লৈয়া আইল ধাইয়া।
পুত্র না দেখিয়া বোলে কাননে ভ্রমিয়া॥
দেখিল ছাওাল বন্দি আক্ষটির স্থানে।

মুর্চ্ছিতা কপোতি হৈল হরিয়া চেতনে।।
সোকাকুলি হইয়া না জানে আত্মপর।
পুত্র পুত্র বলি ডাকে ডালের উপর।।
ধরিয়া অক্ষটি তার বধিল জিবন।
সন্তাপে কপোত কাছে করএ ক্রন্দন।।
হা হা পৃয়া প্রান সমা বান্ধই আমার।
তোমার বিজোগে জিএ জিবন আমার।।
প্রিয় বাক্যে পৃয়া মোব প্রবধিলে মোরে।
সে বচন জাগে মোর পাঞ্জর ভিতরে।।
তোমা লাগি পৃয়া মুঞি ছাড়িব সরিরে।
স্ত্রি পুত্রের সোকে মোর পোড়এ অন্তরে।।
ভাবিতে ভাবিতে হৈল সোকে অচেতন।
অক্ষটির পাসে পাসে করএ ভ্রমন।।
নিকটে হইল মৃত্যু তাহা নাহি লখে।
সোকেতে ব্যাকুল হৈয়া ব্যাধ নাহি দেখে।।
[গ৬০৩]সোকেতে মরএ জিব সংসার ভিতরে।
বন্দি হৈয়া পড়ে পক্ষ জালের উপরে।।
ছয় পক্ষ পাইল ব্যাধ হরিস বড় মনে।
পরম আনন্দে ব্যাধ করিল গমনে।।
সোকেতে মরএ লোক সকল সংসারে।
সেই গুরূ হৈতে জানি কহিল তোমারে।।
নবমে অজগর গুরূ করিল কাননে।
সুখে সুতি মুখ মেলি থাকে সর্ব্বক্ষনে।।
দৈবেত অরন্যে তারে আহার মেলায়।
মুখ অভ্যান্তরে গেলে সে ধরিয়াত খাএ।।
তার গুন দেখি আমি হরিস মনে কৈল।
আহারের চেষ্টা আমি সকলি ছাড়িল।।
জেই শ্রীজিলেক সেই দিবেক আহার।
তা দেখি অন্নের চেষ্টা ছাড়িল আমার।।
দসমেত সমুদ্র গুরূ আমি ত করিল।
তিরে বসি দেখি আমি জল না টুটিল।।
বরিসাতে সব জল সান্তাএ তাহাতে।
তথাপি বিছর্ন্ন(?)তার নাহিক বর্সাতে।।
[গ৬০৪]গ্রিস্মতাপে নিতি নিতি জল হয় ক্ষয়।
তথাপি সমুদ্র জল সমান সে রয়।।
তাহার গুন হইতে আমি সেই গুন সিখিল।
সম্পত্যে স্মম্পদি দুঃখে দুখি না হইল।।
একাদসে গুরূ মোর পতঙ্গ হইল।
আহার কারনে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল।।
তেঞিও সে জানিল আমি সংসার বিসয়।

জেই সাঁভালএ সেই অবস্য থাকয়॥
দ্বাদসে গুরু মোর মধুকর হইল।
সার মধু লইয়া পুষ্পে সত্বরে এড়িল॥
তা দেখি জানিল আমি সংসার অসার।
সার মাত্র নারায়ন প্রভূ করতার॥
ত্রোয়োদসে মধুমাছি আর গুরু হইল।
নানা পুষ্পের মধু সঞ্চয় করিল॥
না খাইয়া না দিয়া মধু সঞ্চয় করিল।
প্রানে মারি মধু আসে সব মধু লইল॥
তা দেখি জানিল আমি সঞ্চয় বড় কাল।
সবে তুষ্ট হইল তারে জুবক বৃর্দ্ধ বাল॥
চতুর্দ্দসে করিবর আর গুরু হইল।
মায়াস্ত্রি লোভে সেই অরন্যে বন্দি হৈল॥
[গ৬০৫]কাষ্ঠের হস্তি করি সেই দুর্গটি করিয়া।
কামে মর্ত্ত হইয়া মরে তাথতে পড়িয়া॥
তেঞিও সে জানিল আমি বড় মায়াময়।
নিকটে থাকীয়া জোগির মন হরি লয়॥
মাংস পিণ্ড লোভে মূত্র পুরিস ভোজন।
জানিয়া ছাড়িল আমি মায়ার কারন॥
পঞ্চদসে হরিনি মোর আর গুরু হইল।
গিতে মোহিত হৈয়া পরান হারাইল॥
তা দেখিয়া লোভ মুঞিও ছাড়িলুঁ সংসারে।
ফল মুল জলপাত্র ভরিল উদরে॥
সষ্টদসে মৎস মোর আর গুরু হইল।
বড়সি আহার লোভে পরান হারাইল॥
তা দেখিয়া লোভ মুঞিও ছাড়িলুঁ সংসারে।
এই ত জোগের কথা কহিল তোমারে॥
সপ্তদসে গুরু মোর পিঙ্গলা নামে নারি।
তার কথা সুন রাজা মন স্থির করি॥
দারি হৈয়া নগরে সেই বস্যে চিরকাল।
সেই বির্ত্তে ধন তার বাড়িল বিসাল॥
[গ৬০৬]চিরকাল দারি হৈয়া সম্পত্য বাড়াএ।
হেনকালে সদাগর আসি বৈল তারে॥
না থাকীল কার সঙ্গে না থাকীল রঙ্গে।
বিস্তর ধন দিব আনি থাক মোর সঙ্গে॥
সেই লোভে পরীহরি দারি সর্ব্বজনে।
বেস করি বৈসে দারি সাধুর কারনে॥
দৈবজোগে সদাগর তথা নহিল গমনে।
আসিছে আসিছেঁ করি চাহে ঘনে ঘনে॥
দ্বার বাহির ঘর গতাআত করে।

প্রহরেক রাত্ৃ গেল দিতিয় প্রহরে।।
তথাপি না আইলা সাধু চিন্তিআ হাতাস।
বসিয়া থাকিল নারি হইয়া নৈরাস।।
দিতিয় প্রহরে নহে সাধুর গমন।
হেটমাথা করি নারি চিন্তে সর্ব্বক্ষন।।
কেন পাপ আসা মুঞি বাড়াইলু চিত্তে।
আপুনি মরিলে মুঞি মোর কি করিব বির্ত্তে।।
জতেক করিল পাপ এ জম্ম ভিতরে।
আপনা বলিয়া কেহো না বলিল মোরে।।
মিথ্যা ধন জন মোর এ সুখ স্রীঙ্গার।
মরিলে নরকে মোর নহিব উদ্ধার।।
[গ৬০৭]ছাড়িলুঁ সকল আসা সব অকারন।
প্রভাতে উঠিঞা তির্থ করিব গমন।।
একমন করি বেউস্যা সুতিল মহাসুখে।
সব তেজি হরি চিন্তি খণ্ডাইল দুঃখে।।
তাহার কারনে মায়া ছাড়িল সংসারে।
নৈরাস পরম ধর্ম্ম কহিল তোমারে।।
অষ্টাদসে কুরল পক্ষ আর গুরু হইল।
মাংস লোভে পক্ষ সব তাহা খেদাড়িল।।
চতুর হইয়া পক্ষ মাংসকে পেলিল।
কিহসে না নাগিল তাহে বড় সুখ পাইল।।
নিদ্ধন পুরুসের ভয় নাহিক সংসারে।
তাহা দেখি ধন লোভ ছাড়িল আমারে।।
উনবিংসে সিসু মোর আর গুরু হইল।
সরিরের ভয় চিন্তা কীছু না লাগিল।।
বাল্যভাবে থাকি সুখে দুঃখ নাহি জানি।
বালক হইয়া আমি চিন্তি চক্রপানি।।
বিংসতিতে গুরু মোর কুমারি হইল।
তাহার প্রসাদে মোর সঙ্গ দুর হৈল।।
সকল প্রত্যে করএ চোর আছে কন্যাখানি।
কন্যা বিভা দিলে পিতা নিজ ঘরে আনি।।
[গ৬০৮]অতির্থ আনিঞা ঘরে গেলা ভিক্ষাটনে।
জল আনিবারে মাতা করিল গমনে।।
ছিয়া লৈয়া কন্যা সেই ধান্য কোটে ঘরে।
দুই হাথে সঙ্খ বাজে লর্জ্জা বড় করে।।
দুগাছি সঙ্খ এড়ি কাড়িয়া পেলিল।
তথাপি তাহার সঙ্খ বাজিতে লাগিল।।
একগাছি রাখি আর গাছি বাহির করিল।
আর নাহি বাজে কন্যা পৃত বড় পাইল।।
তা দেখিয়া মোর সঙ্গে ছিল জেইজন।

তারে দুর করি আমি করিল গমন॥
দৈধমন দুর্ম্মন দিতিয় সঙ্গতি।
সব সঙ্গ ছাড়ি কৈনু নিরঞ্জনে মতি॥
একবিংসে বক মোর আর গুরু হইল।
একদিষ্টে মৎস দিয়া ধেআন ধরিল॥
একদিষ্ট মনে তার ধরিল ধেয়ান।
অবস্য ঘটএ সেই নাহি হএ আন॥
সেই উপদেস আমি এক ধেআনে করি।
কায় মনে বাক্যে আমি ভজিএ স্রীহরি॥
দ্বাবিংসে সর্প মোর আর গুরু হইল।
পরগৃহে সুখে থাকি ঘর না তুলিল॥
ঘর দ্বার করি দুঃখ পাব কী কারন।
বৃক্ষের ছায়াএ বনে আমার সয়ন॥
ত্রোয়োবিংসে মর্কট মোর আর গুরু হইল।
ক্ষুদ্র দেহ বহু সুতা কোথা হতে আইল॥
[গ৬০৯]মারিয়া দেখিল তার পেটে কিছু নাঞি।
তেমত মায়াতে স্রীষ্টি করেন গোসাঞি॥
দেখিল সকল সৃষ্ঠী কিহু কার নএ।
ভাবিএগ সে নিরঞ্জন থাকী নিরালএ॥
চতুর্ব্বিংসে কুমারিকা আর গুরু হইল।
জাহা হৈতে তত্বগুান দেহে উপজিল॥
জখন সে পতঙ্গাতি কৃমি সেই ধরে।
তাতে চিত্ব মজাইয়া সেই জিব মরে॥
তার রূপ দেখি সেই ছাড়এ জিবন।
মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া তারে করে অপেক্ষন॥
মির্ত্তুকালে জারে দেখি সেই রূপ হইল।
কুমারিকা হইয়া তার সঙ্গতি চলিল॥
তাহা দেখি চিন্ত মুঞি স্রীমধুসোদন।
নিরঞ্জন ভাবি জেন হুঙ নিরঞ্জন॥
এত বলি বলি অবধুত করিল গমন।
সুনিএগ সভার মোহ তেজিল রাজন॥
[গ৬১০]সুন সুন উদ্ধব গুরু কার কেহ নহে।
আপনে আপন গুরু কহিল নিশ্চয়॥
জানিএগ সুনিএগ নর কৃষ্ণে দেহ মতি।
গুনরাজ খান বলে হরিপদে গতি॥

জীবের গর্ভবাস দুঃখ

॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

পুনরপি উদ্ধব জুড়ি দুই কর।
বিসম তোমার মায়া সুন গদাধর॥

জেমতে খণ্ডএ মোর মোহপাস বন্ধ।
কৃপা করি মহাপ্রভূ ঘুচাহ মোর ধন্দ॥
পুনরূপি গর্ভকুপে না করোঁ গমন।
সুনিঞা উদ্ধব বোল হাসেন নারায়ন॥
পুনরপি কহেন তাঁর গর্ভের কারন।
তার কথা কহি সুন হৈয়া একমন॥
উৎপত্তি সময় হৈলে জনক সরিরে।
প্রেবেসিয়া পিতৃবির্জ্জে থাকে অভ্যন্তরে॥
পুষ্পিকা জননি হৈলে দৈবের ঘটনে।
রজো বির্জ্জে জোগ হএ চুমুদ লক্ষনে॥
কি য়ার কহিব উর্দ্ধব সুনহ বচনে।
মোহপাস মায়া ছাড়ি চিন্ত নারাঅনে॥
জননির জঠরে দুঃখ না জাএ সহন।
জমপুর নরক নহে তাহার ভূবন॥
[গ৬১১]এক মাস বুম্মুদ সেই কম্বোল হইয়া।
দুই মাসে মাংস হএ বিম্বুদ ছাড়িয়া॥
তৃতিয় চতুর্থ মাসে অবঅ[ব] সে ধরে।
পঞ্চ মাস হইলে তাহে জিব সঞ্চরে॥
ছয় সাত মাসে হয় পুর্ন্ন কলেবর।
জননি আহার জত করএ তাহার॥
পুর্ব্বার্জ্জিত পাপ পুন্য জেয় জত কৈল।
সকল আসিঞা মনে স্বোঙরন হৈল॥
ভূঞ্জিল নরক জত গিয়া জমলোকে।
গুনিতে গুনিতে তাহা অধিক প্রান কাঁপে॥
জন্ম জাতনা দুঃখ অল্প করি মানি।
সে দুঃখ চিন্তিতে মনে উড়এ পরানি॥
গর্ভবাস জাতনা ভূঞ্জিয়া অনুক্ষনে।
জন্মস্থান জোনি মুত্রে করি নিরক্ষনে॥
গর্ভবাস দুঃখ জিবে বিস্তর সে হয়।
মনে চিন্তি পুন জিব জেন গর্ভবাস নয়॥
হেনক নরক সুন জঠর জননি।
দস জুগ অধিক সেই দস মাস মানি॥
জেন নাহি জাহ আর জননি জঠরে।
চিন্ত নারায়ন বলে বসু মালাধরে॥
[গ৬১২]গর্ভ জাতনা দুঃখ পাইয়া সে মনে।
এবার জন্মিলে হরি চিন্তিব সর্ব্বক্ষনে॥
জন্মিতে পাসরে সব হরির মায়ায়।
কৃন্দন করিয়া সুন পিতে মাগে মায়॥
জৌবন প্রেবেস'তবে আন নাহি মনে।
কেমনে শ্রীঙ্গার করি রমনির সনে॥

জেই জোনি জন্মিয়া পাইল মহাদুখ।
সেই জোনি রমনেতে বাড়ে মহাসুখ॥
পাসরিল নারায়ন সেই করতার।
মলমুত্র মাংস রক্তে ভূঞ্জএ স্রীঙ্গার॥
এইমতে জৌবন গেল জরা পরবেস।
তথাপি না হইল মনে হরির উদ্দেস॥
পুত্র পৌউত্র বলএ মধুর বোল সুনি।
হরিসে গোঙাএ কাল মৃর্ত্তু নাহি জানি॥
এতেক জানিঞা নর না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিতে হরি মাত্র ভেলা॥
নারায়ন পাদপদ্ম চিন্ত সর্ব্বক্ষন।
মালাধর বসু বলে নিস্তার কারন॥

উদ্ধবের প্রতি কর্ম্মযোগ উপদেশ

॥ ভাটিয়ালি রাগ॥

পুনরপি উদ্ধব করিয়া বিনএ।
জানিল উপদেস আমি তোমার ক্রপাএ॥
[গ৬১৩]মোক্ষজোগ সুনি মোর স্থির নহে মতি।
কর্ম্মজোগ জত আছে কহ স্রীয়পতি॥
তবে কর্ম্মজোগ তাহে কহেন নারায়ন।
মিথ্যা বিসয় ছাড়ি সত্যে দেহ মন॥
মন হেন সারথি আছে অতি বিচক্ষণ।
তাহার অনুগত হৈয়া চিন্ত নারায়ন॥
জাহা হৈতে খণ্ডিব ভব সংসার বন্ধন।
মন বুদ্ধি এক করি ভজ নারায়ন॥
মনে বুদ্ধি জুক্তিয়া ভজহ স্রীহরি।
এই ত প্রকারে সব সংসারে তরি॥
সুসর্ম্মা নামেতে বর চিত্রা নামে পৃয়া।
অভিমানে অধোমুখেঁ আছেন সুতিয়া॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা নামে সখি একত্র করিয়া।
তার মদ্ধে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া॥
প্রথমে অধোমুখে পদ্ম চারি দলে।
সতদল পদ্ম তুলি তৃবলির স্থলে॥
নাভি সরোজ মুখে আর সোল দলে।
তবে ত উদ্ধব পাবে হৃদয় কমলে॥
[গ৬১৪]দ্বাদস দল সেই ব্রহ্মার নিয়ম বলিএ।
মধ্যে কিঞ্জক জ্যোতি তপ্ত হেমমএ॥
চিত্রা নারি বস করি বিষয় তেজিয়া।
তাহার মধ্যে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া॥
মোহ নিগড় বড় বিসম বন্ধন।

বোলে চালে কৈলে নহে তাহার খণ্ডন॥
তারধিক তিক্ষুধার লোহের কারন।
হরি স্মঙরি কর নিগড় খণ্ডন॥
হেলা না করিহ উদ্ধব আছে বড় সন্ধি।
ভক্তিতে নারায়ন মন আপুনি হয় বন্ধি॥
সুন্যে চিন্তিলে নহে অনেক জতনে।
স্থুল রূপ চিন্ত হরি কমললোচনে॥
পুনরূপি উদ্ধবেরে বৈল নারায়ন।
কহিএ পরমতত্ব সুন দিয়া মন॥
আপনে আপন গুরু আপনে সে সিস্য।
সভার পাইলে নিষ্টা ভাব হএ দ্রস্য॥
আপনে আপন বন্ধু আপনে সে বৈরি।
আপনার ভাল মন্দ আপনে সে করি॥
[গ৬১৫]কর্ম্মপাসে বন্দি হৈয়া করএ ভ্রমন।
পরবস হইয়া হএ দুঃখের ভাজন॥
আত্মা রহিলে জিব হএ অধিকারি।
কর্ম্মপাসে মোহ তার কি করিতে পারি॥
গৃহপুত্র পরিবার জগত বিলাস।
মায়াবন্ধ অজ্ঞানে আত্মা না হএ প্রকাশ॥
আমাকে জানিবে জবে সংসারের সার।
আত্ম পরিচয় হইলে পাইবে উদ্ধার॥

ভগবদ্ বিভূতি বর্ণন

উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি।
কেমতে জানিব তোমা কহ শ্রীয়পতি॥
গোসাঞিও কহিল সুন উদ্ধব সুমতি।
সভাকার জিবন আমি সভার বিভূতি॥
সভাকার অন্তরে থাকী নহি পুনলিন।
সর্ব্বত্র সঞ্চরে বাউ সভা হৈতে ভিন॥
সংক্ষেপে কহিল আমি বিভূতি বিস্তার।
সংসারে প্রধান অংস হএত আমার॥
[গ৬১৬]প্রধান পুরূস আমি সংসার কারনে।
ভূতগন অহঙ্কার ইন্দ্রিএত মনে॥
স্বর্ব্বেস্বরে বিষ্ণু আমি দেব পুরন্দর।
পসু মদ্ধে সিংহ আমি রূদ্রেতে সঙ্কর॥
দেবহৃসি নারদ আমি প্রহ্লাদ দৈত্য মাঝে।
হৃসি মদ্ধে ভৃগু আমি মেরূ গিরিরাজে॥
বেদ মাঝে সামবেদ সব্দেতে হুঙ্কার।
তেজেস্মোত জন্মি আমি আদি দত্বে কার॥
জ্যোতিএ জ্যোতির্ম্ময় আমি ব্রহ্ম নিরঞ্জন।

পিতৃগনে অর্ঘ্য আমি মরূতে পবন।।
বিদ্যা মধ্যে বিদ্যা আমি তরূতে অস্বত।
অশ্বে উচ্যশ্রবা আমি গজে ঐরাবত।।
[গ৬১৭]পক্ষেতে গরূড় আমি বাসুকীতে নাগ।
আদি অন্ত মধ্য আমি মধ্য ভাগ।।
নদি মধ্যে গঙ্গা আমি মৎসতে মগর।
নরে নরেশ্বর আমি রাম ধনুদ্ধর।।
তারাগনে চন্দ্র আমি সর্পেতে অনন্ত।
উতপত্তি প্রলয় আমি রিতুতে বসন্ত।।
আমা বিনু কিছু নাহি আমা হৈতে সব।
অন্তরে বিভূতি মোর সুনহ উদ্ধব।।
সর্ব্ব বর্ন্নে মধ্য বর্ন্ন আমি প্রজাপতি।
বুদ্ধে বৃহস্পতি আমি ক্ষেতিতে অধ্রতি।।
জসকীর্ত্তি বানি আমি লক্ষ্মি নারি মাঝে।
সেই সে সকল জানে জেই আমা বুঝে।।
কতেক কহিব উদ্ধব আমার বিভূতি।
সেই মোর অংস জার আমাতে আছে মতি।।
আমা হৈতে সংসার উৎপত্তি প্রলয়।
সমুদ্রের ঢেউ জেন সমুদ্রে নিলয়।।
আমা বিনু কিছু নাহি বল্য তত্ববানি।
আমাকে জানিলে সব সংসারকে জানি।।
একুই আকাস জেন নানা স্থানে ভির্ন্ন।
তেমতি আমার সুন সংসারের চির্ন্নঃ।।
এক সুর্য্য জল ভির্ন্নে অসংক্ষত ছায়া।
প্রকির্ত্তি আশ্রিয়া তেন মত মোর মায়া।।
[গ৬১৮]এত সুনি উদ্ধবের বিস্ময় ঘুচিল।
ভক্তি করি পুনরপি ইস্বরে পুছিল।।
দয়া করি জত কীছু বৈলে গদাধর।
তেঞিঃ সে তরিনু ভুব দুস্তর সাগর।।

উদ্ধবকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন

সেবকেরে দয়া জবে আছে নারায়ন।
দেখায় আপন মুর্ত্তি সংসার কারন।।
ভক্ত বৎসল গোসাঞিঃ দেব নারায়ন।
উদ্ধবেরে বিস্বরূপ দেখায় তখন।।
কোটি কোটি সূর্য্যের প্রকাস তেজোর্ম্মএ।
স্বর্গলোক মস্তকে পৃথুবি মধ্যকাএ।।
সত্যলোক ভেদি উঠে মস্তক গোটা।
সত্রোক তপলোক ব্যাপিলেক ঝুঁটা।।
চন্দ্র সুর্য্য দুই চক্ষু স্রবন আকাস।

স্বর্গগঙ্গা হইল জিভ্বা পবন নিস্বাস॥
সমুদ্র উদর যত নদ নদি নাড়ি।
সুমেরূ সুসর্ম্মা দণ্ড আদি সব গিরি॥
লোম দ্রূপময় সব নানা রূপ জাতি।
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি করে নানা স্তুতি॥
চারি বেদ সহিত বদনে সরেস্বতি।
হৃদএতে লক্ষ্মি কোপি মোহিত উমাপতি॥
[গ৬১৯]কটি উরূ জানু জঙ্ঘ গুল্‌ফ পাদতলে।
জাহার আভোগ সপ্ত পাতালে॥
আধাদেসে ব্যাপিত কৈল রসাতলে।
নাগলোক আদি তাএ কত দিগপালে॥
অসংক্ষাত পানি পাদ সসক্ষাত সির।
ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত দেখে গোসাঞের সির॥
উর্দ্ধভাগে থাকীল জতেক হৃসিগন।
মধ্যভাগে নরপসু স্থাবর জঙ্গম॥
অসুর রাক্ষস ভাগ নাভি অধোভাগে।
কেহ্ মরে কেহ জিএ কেহ উঠে জাগে॥
কর্ম্মসুত্রে বন্ধ সভে গতাগতি করে।
এক আইসে আর জাএ দেখে বারে বারে॥
দেখিয়া সে বিস্বরূপ উদ্ধব সম্ভ্রমে।
অচেতনে পরনাম করি পড়ে ভূমে॥
দেখিল তোমার রূপ সংসার কারন।
তোমা হৈতে ভিন্ন না দেখিল কোন জন॥
সভার অন্তরে থাকী পাত মায়াজাল।
বাদিয়া পুতলি হেন কর্ম্মসুত্রে চাল॥
প্রসাদ করহ প্রভু এরূপ সংহারি।
সাম্য রূপ দেখায় গোসাঁঞি কিরিট কুণ্ডলধারি॥
[গ৬২০]তবে বিস্বরূপ ছাড়ি দেব নারায়ন।
উদ্ধবেরে সাম্যমুর্ত্তি দেখাইল তখন॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গলে বনমালা।
পুর্ন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা॥
ইসত হাসিয়া কৃষ্ণ উদ্ধবেরে বৈল।
হেন বিস্মরূপ মোর কেহ্ না দেখিল॥
ব্রহ্মা আদি দেবগন কত অভিলাস কৈল।
তবুত এ রূপ মোর দেখিতে না পাইল॥
দান জজ্ঞ তপে আরাধিয়া কত কালে।
বিস্বরূপ দরসন কারে নাহি মেলে॥
দ্রঢ় ভক্ত তুমি আমার জানি সর্ব্বকাল।
তেঞিও দেখাইল রূপ সরির বিসাল॥
আমাএত ভক্ত হৈয়া জোগে দেহ মন।

গৃহ পুত্র কলত্রাদি দেহ বিসর্জ্জন॥
জলের বিম্মক হেন কিহ্ স্থির নহে।
পথিকে পথিকে জেন পথে পরিচয়॥
বিসয় পথ ছাড়িয়া আচর নিজ ধর্ম্ম।
ফল আকাংখিয়া কীছু না করিহ্ কর্ম্ম॥
সর্ব্বভূতে সম ভাব ছাড় সর্ব্ব সঙ্গ।
সঙ্গ হৈতে দ্রঢ়বন্ধ সংসার অতঙ্গ॥
সঙ্গ ছাড়িবারে উদ্ধব জবে নাহি পার।
সাধুসঙ্গ মেলা করি মন স্থির কর॥
[গ৬২১]মন হৈতে ভববন্ধ মন দুর্নিবার।
মন বস হৈলে বস সকল সংসার॥
আত্মা সধর্ম্ম মন তাহা নাহি শুনে।
বিসএর লোভে মন বুলে স্থানে স্থানে॥
বিসয় বিলাস মন তাহা না শুনিল।
ইন্দ্রিয়ের বস হৈয়া ব্রহ্ম পাসরিল॥
ক্ষনে ক্ষনে লএ মন সংসারের সুখ।
আনন্দ সাগরে ব্রহ্ম তাহাতে বৈমুখ॥
কহিএ পরমতত্ত্ব সুন একমনে।
মনের বিরোধ কর বিবিধ জতনে॥
মোর কর্ম্মে রত হৈয়া জিনি মোর মায়া।
অহোর্নিসি মন রাখ মোরে মজাইয়া॥
সর্ব্বভূতে হের আমি দেখাল্য তোমারে।
ভূতে দয়া জেই করে সেই ত আমারে॥
ভূত হিংসা জেই করে সেই আমার বৈরি।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম থাকহ্ আচরি॥
মোর চিত্ত মজাইয়া সভাতে আমা দেখ।
আমাতে চিন্তিতে ধর্ম্ম হবেক পরতেক॥
গোসাঞের বচনে উদ্ধব পাইল হরিস।
গুনরাজ খান বলে জোগময়রিস॥

চাতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের ব্যাখ্যা

[গ৬২২]॥ কানড় রাগ॥

পুনরপি উদ্ধব বিনয় করিল।
তোমার বচনে মোর অজ্ঞান ঘুচিল॥
জত জত বল গোসাঞি তত বাড়ে সুখ।
অমৃত্ত করিতে পান কে হএ বৈমুখ॥
মোর কর্ম্মে রত হৈলে মোরে তবে পাবে।
হেনক বচন মোরে বুঝাইলে ইবে॥
কোন রূপে কর্ম্ম তোমার কেমনে তোমা পাই।
সব উপদেস গোসাঞি তোমাকে সুধাই॥

তুষ্ট হৈয়া হাসিয়া বলিল গদাধর।
এক মন করি উদ্ধব সুনহ উত্থর॥
আমায় সঁপিয়া মন আমাএ ভকতি।
করিহ সকল কর্ম্ম কামেতে বিরক্তি॥
আর জেই কর্ম্ম হএ বিধাতা স্রীজিত।
তাহা হইতে আর পথ না করিহ চিত॥
জাহাতে আচরে তাহে চিত্ব মজাইয়া।
পাইবে আমার পদ সংসার তেজিয়া॥
ব্রহ্ম ক্ষেত্তৃ বৈস্য সুদ্র চারি জাতি।
মুখ বাহু উরূ পদ হইতে উৎপতি॥
জজন জাজন বেদ পঠে অধ্যয়ন।
দান পৃতি গৃহ সটকর্ম্মের লক্ষন॥
[গ৬২৩]সাধু জনে পড়াব কুদান নাহি নিব।
অল্পে তুষ্ট হইয়া দিজ জিবিকা করিব॥
বেবসা পঠন দান তিন কর্ম্ম বৈস্য।
কৃসি বানিজ্জের হেতু রাখিল মনুস্য॥
ক্ষেত্তৃর সাহস হএ প্রধান সে কর্ম্ম।
প্রজার পালন তার সমোচিত ধর্ম্ম॥
সুজন রাখিব চিত্ত্বে দুষ্টের বিনাস।
দান জজ্ঞে তপে সতত অভিলাস॥
সরনাগতরে পালিব দুর্গতিরে দয়া।
সম্ভ্রম করিব ক্ষেত্রি ব্রাহ্মন দেখিয়া॥
সুদ্রের সধর্ম্ম তিন জাতির সেবন।
তা সভা তুসিয়া ধনে বঞ্চিব জিবন॥
সংক্ষেপে কহিল চারি বর্ন্নের বিচার।
ইহাতে থাকএ জেই ভকত আমার॥
ব্রহ্মচারি গৃহি বানপ্রস্থ সন্যাস আস্রম।
ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মন করিব নিজ ধর্ম্ম॥
উপবিত দিনে দিজ জাবে গুরূ স্থানে।
সঞ্জম করিয়া বেদ পড়িব ব্রাহ্মনে॥
গুরূপত্নি সেবিব সিস্য গুরূর সমানে।
গুরূ জে বলিব তাহা পালিব জতনে॥
তৃসন্ধা স্নান করি পবিত্র হইব।
গুরূ আজ্ঞা লইয়া ভিক্ষা মাগিয়া খাইব॥
হেনমতে বেদ পাঠ করিব ব্রহ্মচারি।
গুরূদক্ষিনা দিয়া বেদ সমাপ্ত করি॥
[গ৬২৪]তথা হৈতে আসি সুদ্ধ কুলের কুমারি।
সুসিলা নির্দ্দোসি গুনবতি বিভা করি॥
গৃহস্ত আস্রমে লহে বিনয় আচার।
পঞ্চ জজ্ঞ করিব পঞ্চ হ্যনে হব পার॥

জথাকাল তর্পন স্রাদ্ধ জথাবিধি।
করিয়া হইল লোক পিতৃরিনে সুদ্ধি॥
নানা জোজ্ঞ হোম দেবতা আরাধন।
দেবরিনে পার নর হব ততক্ষন॥
অতিত পাইলে দিব ভোক্ষ ভোর্য্যপানে।
সন্তোসে ভোজন করাইহ ব্রাহ্মনে॥
জাহার ঘরেতে অতিত করে উপবাস।
লক্ষ সংখ কাল তার নরকেতে বাস॥
অতিত আসিয়া জাএ বৈমুখ হইয়া।
তার পুন্য লৈয়া জায় আপন পাপ দিয়া॥
ইহা জানি অতির্থ পুজিহ সুদ্ধমতি।
অতিত পাইলে পুজিহ আমার পিরিতি॥
বেদ অভ্যাস করি আচরিবে তার মতে।
সুখে পার হএ জোজ্ঞ ব্রহ্মরিন হৈতে॥
ঋতুকালে নিজ পত্নি উপগত হৈয়া।
প্রজাপতি রিনে পার পুত্র জন্মাইয়া॥
[গ৬২৫]আর তিন আশ্রম জার জেই লএ মনে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম পাএ সেই গৃহস্ত আশ্রমে॥
সভা হৈতে ভাল গৃহস্ত আশ্রম।
ইহাতে থাকীলে পাই সভার সেবন॥
সুদ্ধসিল সত্যবাদি সর্ব্বজনে হিত।
হেন মুর্ত্তি পাএ রাখিলে গৃহস্ত চরিত॥
তবে বানপ্রস্থ করি বিবিধ বিধানে।
অরন্য জাইব পসি এড়ি পুত্র স্থানে॥
পত্নি সঙ্গে নিঞা তবে তপস্যা করিব।
ফল মুল আহারে দিবস গুঙাইব॥
গাছের বাকল পরিধান নদির জল পান।
হেনমতে বানপ্রস্থ আশ্রম বিধান॥
সন্যাসি হইয়া জেবা লোহ মোহ তেজি।
দণ্ড কমণ্ডল লৈয়া ভিক্ষা করি ভূঞ্জি॥
এক ঠাঞিও না থাকীব ভ্রমিব দেশে দেশে।
সদত সন্তুষ্ট চিত্ব ব্রহ্ম উপদেসে॥
মনে না করিহ পুত্র কলত্র বাসনা।
একাকি ভ্রমিব সদা ব্রহ্মের ভাবনা॥
সংক্ষিপে কহিল উদ্ধব এই চারি ধর্ম্ম।
আচার করিলে পাই পরম তর্ত্ত ব্রহ্ম॥

যোগের উপদেশ

আচার করিলে আউ হয় চিরকাল।
আচার রাখিলে সুখ সম্পদ বিসাল॥

[গ৬২৬]লোভ মোহ কাম ক্রোধ জে চারি জিনিব।
জথা তথা হরিকথা তাতে মন দিব॥
সম্পদ ক্ষেনেক সবে বিপদ বিস্তর।
ধন উপার্জ্জন হেতু দুঃখ নিরন্তর॥
ধনবান জন চিত্ত কভু স্থির নহে।
অগ্নি পানি চোর দৈস্য শুনে রাজভএ॥
জথা তথা থাকে সেই ধনকে চিন্তএ।
ধন সোকে দুঃখ পায়্যা পরান হারাএ॥
ধন তেজি জেই থাকে সেই বড় বির।
নাহি চিন্তা নাহি ভয় নির্ভয় সরির॥
বরাটিকা হেতু আকাংক্ষা ক্ষেনে ক্ষেনে বাড়ে।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তার আসা ছাড়ে॥
কেবা কি ভূঞ্জাএ কার কিছু নএ।
জার জেই কর্ম্মে থাকে সেই তার হএ॥
এত বুঝি লোভ তেজি ব্রহ্মে দেহ মন।
অবস্য করএ গোসাঞি উদর ভরন॥
মোহ জিনিবারে সুন বলিএ উপাএ।
সংসার অসার কেহো দেখিতে না পাএ॥
পুত্র পাইয়া বাপ মাএ জত স্নেহ করিল।
মাতা পিতা মৈলে কেহো সঙ্গে নাহি গেল॥
জত জত মোহ করি তত সোক বাড়ে।
পুত্র সোকে ধন সোকে লোক প্রান ছাড়ে॥
মোহ হৈতে আপনার বুদ্ধি বল ক্ষয়।
আপনাকে ধিক কেহো কার মিত্র নয়॥
গৃহ পুত্র কলত্র বিসয় মোহজাল।
ইহাতে মজিলে সোক বাড়এ বিসাল॥
মনে গুনি জাগহ তেজহ মায়াবন্ধ।
পাইবে পরম ব্রহ্ম অতুল আনন্দ॥
[গ৬২৭]কাম জিনিবারে সুন আমার উপাএ।
বিবেক করিয়া বস্থ (?) আছেএ সভাএ॥
মহাদেব কৈল ভস্ম কাম আছে কাএ।
চিত্তের বিকার করি আপনা বাড়াএ॥
মাংস রক্ত পুজ মেধ একত্র করিয়া।
চামে ঢাকীল গোসাঞি স্ত্রীমায়া পুজিয়া॥
অমেধ্য সদ্রস বস্তু তাহা নাহি গুনি।
স্ত্রির সে কামতত্বে ভূলে মহামুনি॥
দরসনে সুখ দেই মায়াময় নারি।
সঙ্গমে সরির লেই দুঃখ মাত্র ধরি॥
পরিনামে দুঃখ ভার নারি হৈতে জান।
কামরস অখণ্ডরস কর অনুমান॥

কোপ হৈতে হয় জপ তপের বিনাস।
ক্ষেমা করি আছে বস্তু তাহা করহ প্রকাস॥
কোপ হৈতে অনেক পাপ ভূঞ্জে সর্ব্বজনে।
ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ গোবধ ঘটনে॥
গুরু গর্ব্বিতে মন্দ বলি আবেভার।
কোপ হৈতে লোক সব বলে ছারখার॥
সভাকার এক আত্মা ভির্ব্ব না মানিহ।
পর আত্মাএ নিজ আত্মাএ বেথা নাহি দিহ॥
আত্মা পরি জাএ হএ নরকে গমন।
ইহা জানি করিহ ক্রোধ সম্বরণ॥
ক্ষেমা ধরিহ চিত্বে ক্রোধ ঘুচাইয়া।
সুখে থাকীবে উদ্ধব সংসার জিনিএগ্র॥
সত্ব রজ ত্বম তিন গুনের সংসার।
তিন গুনে মায়া উদ্ধব প্রকৃতি সভার॥
[গ৬২৮]সভাকে ভূঞ্জাই আমি জেন কাষ্ঠ জন্ত্র।
নির্ব্বেপ নির্গুন আমি কহিল মূল মন্ত্র॥
এক আত্মা সভাকার ভিন্ন কেহো নহে।
নিজ নিজ মায়াবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেহে॥
উদ্ধবেরে গোসাঞিও বুঝাইল জোগবানি।
সিদ্ধিজোগ কহি ইবে সুনহ কাহিনি॥
অষ্টাঙ্গে জোগের জোগি জত সিদ্ধিগনে।
তাহা জে কহিএ উদ্ধব সুন এক মনে॥
জপিলে অময়াসন আর প্রনামে।
সত্যাহার ধ্যান ধারনা সমাধি অষ্ট নামে॥
প্রথমে বলিএ জপ নিয়ম বেবস্থা।
তাহা মন দিয়া ছাড়ি ভয় ভব বেথা॥
সন্তোস তিতিক্ষা ক্ষেমা দয়া দান।
স্বহ্নিদয় করিহ না করিহ বুদ্ধিমান॥
সর্ব্বভূতে সম ভাব বলিহ সত্যবানি।
আমাকে সুদ্রঢ় ভক্তি রাখিয় চিত্তে বানি॥
মদন অহঙ্কার ছাড়িহ মাস্চ[র্য]।
পরদার পরহিংসা পরধন চোর্য্য॥
অনিতে সুন্য মন্দ কঠোর বচন।
মিথ্যা বাক্য পরনিন্দা বিপৃয় কথন॥
অনাচার না করিহ তেজিহ দুর্ব্বিনয়।
কার মন্দ না করিহ সভাএ বিনয়॥
সাধুজনে সঙ্গ করি মন স্থির কর।
নানা তির্থ ভ্রমি কর সুদ্ধ কলেবর॥
সটকাল তৃকাল চান্দ্রায়ন ব্রতবিধি।
উপবাসে ফলাহারে জলাহারে সুদ্ধি॥

কায়সাধন যোগ ব্যাখ্যা

[গ৬২৯]বিবধ প্রকারে মন করহ সঞ্জাত।
পদ্মাসন সস্তিক আসন বিধিমত॥
আসন করিতে পার জার জেন মত।
সুদ্রঢ় করিয়া মন কর উপগত॥
ইন্দ্রিএ নিবার মন তাহে হবে স্থির।
সমকটি দেস করি সমান সরির॥
প্রনামে প্রকাস করি দেহ কর সুদ্ধি।
আকাশ গমন হএ অষ্ট মহাসিদ্ধি॥
চির পরমাউ হএ সর্ব্ব পাপ হরে।
জ্বরা মির্ত্তু জিনিলেই ইস্বরে প্রনাম করে॥
স্বরিরের মধ্যে আছে সত সংক্ষ নাড়ি।
জেন ঘর রাখিবারে বাতায় বান্ধে দড়ি॥
তাহার প্রধান আছে সুসর্ম্মা নামে নাড়ি।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা আছে দুই তাহা বেড়ি॥
পিঙ্গলা দক্ষিনে বামে ইঙ্গলা আছএ।
সেই দুই পথে বাউ গতাগতি হএ॥
সুসর্ম্মা ভিতরে আছে চিত্রা নামে নাড়ি।
অতি সুদ্ধ রূপ সেই মূল তন্ত্র বেড়ি॥
[গ৬৩০]তৃবলি হইতে সেই ব্রহ্মরন্ধ্র পাএ।
সুদ্রঢ় হইয়া চক্র তাহাতে রহাএ॥
দ্বাদস অঙ্গুল পথ পবনের চার।
দেহেতে মেলাএ তাএ অভ্যাস আপার॥
পুরক কুম্ভে পুরে রেচে বেচে প্রকারে।
তেনমতে অভ্যাস করএ বারে বারে॥
পুরকে পুরএ বাউ নাসিকার পথে।
গুহ্যকে বান্ধিল তার সরিয়া তাহাতে॥
অল্পে অল্পে বাউ তবে অধে চালাইব।
তেনমতে অভ্যাস প্রনাম হইব॥
অভ্যাসের জোগবস করিয়া পবন।
ছয় চক্র ভেদি তবে করাবে গমন॥
সুসর্ম্মার মধ্যে আছে সুতিঅ তৃবলি।
পবন আহার আছে নিদ্রাএ কুণ্ডলি॥
দ্বার বন্দিয়া আছে কুণ্ডলি আকার।
মুখখান বাহির করে পবন আহার॥
[গ৬৩১]দুই কান দুই চক্ষু করন জুগল।
বদন উপস্থ গুহ্য নবদ্বারে ঘর॥
বন্দিল প্রসস্ত গুহ্য আসন প্রবন্ধে।
দুই হাথে জোগ উর্দ্ধে সাত দ্বার রূন্ধে॥
সব দ্বার নিরূন্ধি অভ্যাসে বা জাগ।
আকুঞ্চের হএ বাউ তৃবলির ভোগ॥

পবনে প্রবল সিদ্ধি হুঙ্কারে জানিব।
তবে সে সাপিনি মুখ বিমুখ করিব॥
ক্রমে ক্রমে সাপিনি ব্রহ্মদেসে নিব।
তথা হৈতে অমৃতে সরির সিঞ্চিব॥
হেনমতে অভ্যাসে পবন করি বসে।
সটচক্র ভেদি কর ব্রহ্ম পরকাসে॥
প্রথমে আসার নামে আছে চারিদল।
তার তেজ জেন তপ্ত কাঞ্চন নির্ম্মল॥
তাহাকে সেবিলে সব দুর্গতি বিনাসে।
দসদল চক্র আর তার উর্দ্ধে বস্যে॥
তরূন আদিত্য বর্ন্ন নাম সলিপুরে।
তাহাকে ভেদিলে জানি সকল সংসারে॥
তার উর্দ্ধ হৃদএ দল দ্বাদস চক্র বৈসে।
প্রচণ্ড প্রতাপ জেন সরির প্রকাসে॥
তাহার প্রকাসি ব্রহ্ম জ্ঞান উপজিব।
তার উর্দ্ধে ভানুদেসে চক্র প্রকাসিব॥
সোলদল বিসুদ্ধ নাম বিদ্যুত দাপতি।
তার ভেদে পাএ নর ব্রহ্মোতে মুকতি॥
[গ৬৩২]তার উর্দ্ধে ভূহি মধ্যে চক্র দুই দল।
আজ্ঞ নামে বর্ন্ন তার মৌক্তিক নিকল॥
তাহাকে ভেদিলে হএ ব্রহ্ম নির্ম্মল।
ব্রহ্মদেসে পাএ তবে সহস্রেক দল॥
অধোমুখে থাকে তারে উর্দ্ধমুখ করি।
তাহার প্রসাদে সুধাময় বৃষ্টি করি॥
তবে সে আনন্দময় সাগরে মজিব।
জন্ম মির্ত্তু জ্বরা রোগ দোসকে তেজিব॥
হেনমতে নিশ্বাস বাউ স্বরির বাহিয়া।
চিরকাল জিএ জোগি মরন জিনিএগ॥
দির্ব্যজ্ঞান দির্ব্যদিষ্টী ধরে দিব্যগতি।
নিশ্চয় করিব মন ইন্দ্রিয় বিভক্তি॥
স্রবনেতে না সুনে নয়ানে না দেখে।
নাসিকা না লএ গন্ধ জিভ্বা নাহি ভখে॥
পরস না লএ চর্ম্ম সর্ব্ব সমান।
সরূপে লভিল স্বরূপ পাইল ব্রহ্মজ্ঞান॥
[গ৬৩৩]ব্রহ্ম পরকাসে আত্মা আপনি খেআব।
ব্রহ্ম পরকাসে বিষ্ণু সাক্ষাত হইব॥

উদ্ধবকে চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন

চারিদিগে রত্ন মধ্যে রত্ন সিংহাসন।
তথাই চিন্তিব রূপ কমললোচন॥

অতুল পরম ব্রহ্ম ধেআইতে নারি।
চতুর্ব্ভুজ রূপ আমা চিন্তহ শ্রীহরি॥
নির্ম্লেপ নির্গুন আমি আনন্দসরূপ।
ভক্ত লাগি দেহ ধরি পরম কৌতুক॥
সুর্য্য কোটি প্রকাশ বিমল স্যাম কান্তি।
সজল জলদ ছটা নিলোতপল পাঁতি॥
বদন কমল চন্দ্রমণ্ডল বিচিত্র।
পদ্মদল আভাবৎ সত রঙ্গ নেত্র॥
নানা রত্নে বিচিত্র কিরিট সোভে সিরে।
মানিক অঙ্গদ বলয়া সোভে করে॥
দুই কর্ন্নে অভরন মকর কুণ্ডল।
গলাএ কৌস্তুভ মুনি করে ঝলমল॥
[গ৬৩৪]পিতবাস পরিধান দুপাএ নপুর।
মাথাএ মউরপুৎস সোভেত প্রচুর॥
বিমল মুকুতা সোভে নাসাএ নাকচোনা।
সাক্ষাতে উদ্ধব দেখ রাখহ ভাবনা॥
চন্দ্রের কীরন সব দসন প্রকাস।
বিম্মু জিনি অধর তাহে মন্দ মন্দ হাস॥
কম্বুকণ্ঠে সোভে হার করএ দিপতি।
হৃদত্র শ্রীবৎস চির্ন্ন লর্ম্বাটে উদ্ধগতি॥
আজানুলম্বিত বাহু সাজে বনমালা।
বিচিত্র ভ্রমর পাঁতি তাহে করে খেলা॥
চারিভূজ মৃণাল কমল করতর।
অঙ্গদ বলয়া দেখ অঙ্গুরি নিকর॥
নানা অভরন পিত বসন ভূসিত।
মেঘেতে অলকা পাঁতি উজ্জল তড়িত॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি ভূজ সোভে।
ব্রহ্মান্ড তপতি মোর নাভিদেসে রহে॥
কটিসূত্রে মেখলা ললিত কটিদেসে।
পিতবাস আৎসাদন মোহন বিসেসে॥
চরনকমলে চারু নখ মনিগন।
ব্রহ্মা আদি দেবতার মস্তকভূষন॥
[গ৬৩৫]কনক চম্পক দাম বামে লক্ষ্মি দেবি।
দুর্ব্বাদল স্যাম কান্তি দক্ষিনে পৃথুবি॥
হেনমতে আমারে করিয়া ধ্যানএ।
সর্ব্বদা দেখিবে আপন হৃদএ॥
আর কোথা না জাইব মন দ্রঢ় করি।
ভাবনাতে নিশ্চয় পাইবেত মোরি॥
ভাবনাতে অঙ্গ মোর দেখিবে একে একে।
ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবে পরতেকে॥

পদতল হইতে মন সর্ব্বাঙ্গ খুজি।
গোসাঞের হাস্যেতে মন গিয়া মজি॥
সুধাকর বিমল সমান তাঁর হাস।
ভাবিতে ভাবিতে হএ আনন্দ প্রকাস॥
খিরদমথনে জেন অমৃত উঠিল।
হাস্যামৃত হৈতে তেন জ্ঞান উপজিল॥
আনন্দ সাগরে জোগি করে জোগ খেলা।
ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে ডুবে বৃক্ষ সঙ্গে মেলা॥
[গ৬৩৬]ভাবিতে ভাবিতে হৈল লোমাঞ্চ সরির।
ক্ষেনে হাসে ক্ষেনে কান্দে নয়ানে পড়ে নির॥
ঢাক ঢোল মহাসব্দ করে তার কানে।
ব্রহ্মাতে মজায়া মন কিছুই না জানে॥
রম্ভা সন্ধ্যা আলিঙ্গন জবে দেই তারে।
ভুলাইতে নারে তারে দেই অধিকারে॥
নানা নৃত্যগিত তার করএ সম্মুখে।
এক দৃষ্ট ব্রহ্মে তার কিছু নাহি দেখে॥
নানা রস ভক্ষ বস্তু সম্মুখে লৈয়া পুরে।
নাহি বুঝে ভেদ কীবা তিক্ত মধুরে॥
পারিজাত সুগন্ধি কীবা দুর্গন্ধি ঘসে নাকে।
ভালমন্দ জ্ঞান নাহি ব্রহ্মরসে থাকে॥
হেনমতে ইন্দ্রিয় সকল করি বস।
পরম সমাধি থাকে লৈয়া ব্রহ্মরস॥
উম্মত্ব বধির কীবা বৃক্ষবত হইয়া।
নানা স্থানে থাকে জোগে ব্রহ্মে মন দিয়া॥
উদ্ধবে কহিল তবে সব জোগ কথা।
জোগ পথে মন দিয়া ছাড় সব বেথা॥
এ সব পরম তত্ত্ব ধর দৃঢ় মতে।
কহিয় অর্জ্জুনকে আর ভক্ত অনুগতে॥
না কহিয় পাসণ্ডিকে জে বেদ নিন্দা করে।
অভক্ত দুর্জ্জন জেই আচার না ধরে॥
কহিয় সদত জেই থাকএ আমাতে।
সুনাইহ কহিয় লোকে আমার চরিতে॥
[গ৬৩৭]তবে আমার পদ পাবে নাহিক বিস্ময়।
বলিহ উদ্ধব তুমি আমার নিলয়॥
এত বলি বিদায় দিয়াত উদ্ধবেরে।
চলিল্লা গোসাঞি তবে নিজ অভ্যন্তরে॥
এতেক গোসাঞের বোল সুনিয়া উদ্ধব।
গৃহ পুত্র পরিবার ছাড়িল বৈভব॥
জত দিন গোসাঞি থাকিব দ্বারিকাতে।
এই চিত্তে করি উদ্ধব থাকিল্লা তথাতে॥

এক মনে সুন নর শ্রীমুখের বানি।
গুনরাজ খান বলে বন্দিয়া চক্রপানি॥

যদুবংশ ধ্বংসের চিন্তা

॥ কেদার রাগ ॥

নানা সুখে বাড়ে গোসাঞের বংস তোথা।
সর্গে হৈতে পারিজাত আরোপিল জোথা॥
দেব দানবের রাজ্যে জত রত্ন ছিল।
সকল আনিঞা গোসাঞি দ্বারকা পুরিল॥
অকালে মরন নাহি চিন্তা ভয় সোক।
গোবিন্দ চরন সেবি আছে সব লোক॥
দ্বারিকার মহিমা কহিব কোন জন।
অবতার কৈল তথা দেব নারায়ন॥
গোসাঞের পুত্র পৌত্র জতেক কুমারে।
কোন জন আছে তারে গনিবারে পারে॥
কুমার পড়াইতে আইলা জতেক ব্রাহ্মন।
তিন কোটি আসি লক্ষ তাহার গনন॥
নিতি নিতি সুখে তথা বাড়এ কুমারে।
বিক্রমে বিসাল বড় পরাক্রম ধরে॥
[গ৬৩৮] অক্ষয় অব্যয় হৈল দ্বারিকার লোক।
না জানিল জ্জরা মির্ত্তু না জানিল সোক॥
হেনমতে বঞ্চে লোক দ্বারিকা নগরে।
পঞ্চবিংসতিধিক সতেক বৎসরে॥
সুন সুন অহে নর কৃষ্ণ অবতার।
হেলাএ তরিবে জদি এ ভব সংসার॥
ভক্ত অনুকম্পাস্তে গোসাঞি দেব নারায়ন।
ধরিলা মানুস তনু ব্রহ্মা সনাতন॥
সর্ব্ব ব্যাপিত নির্গুন পুরুস নিরাকার।
লোক নিস্তারিতে গোসাঞি করিলা অবতার॥
হেনমতে গোসাঞি দ্বারিকাতে বৈসে।
অক্ষয় অব্যয় জদুবংস তথা দেখে॥
পৃথুবির হরিতে ভার আসি কৈল জর্ম্ম।
মারিয়া সকল দুষ্ট কৈল কোন কর্ম্ম॥
তবু না টুটিল কীছু সংসারের ভার।
জদুবংস হইতে ভর হইল অপার॥
দেবগন আসি মোরে কৈল নিবেদন।
তাহা মনে সোঙরিল দেব নারায়ন॥
আমার প্রতাপে লোক না প্যারে মারিতে।
অনিবারে জদুবংস বাড়ে নিতে নিতে॥
এত বলি ব্রহ্মসাঁপ তবে লক্ষ কৈল।

জদুবংস মারিবারে গোসাঞি চিন্তিল॥
ব্রহ্মসাঁপ ঘুচাবারে প্রভু জবে পারে।
তবু না ঘুচাল্য প্রভূ লোক বুঝাবারে॥
সরির সুস্থির নহে অবস্য বিনাস।
ব্রহ্মসাঁপ না ঘুচাইল করিল বিকাস॥
[গ৬৩৯]হেনকালে উৎপাত দেখিয়া সর্ব্বলোক।
চিন্তাএ বাড়িল হিংসা দুঃখ ভএ সোক॥
অকালে গরাসে রাহু চন্দ্র দিবাকর।
ভূঞিকম্প হএ তবে দ্বারিকা নগর॥
উল্কাপাত সত সত আকাসে হইল।
নির্ঘাত সবদে কর্ন্নে তালি সে লাগিল॥
আকাসেতে ধুমকেতু গ্রহ গ্রহ ম্লান।
সর্ব্বক্ষন ঘোমাইল দ্বারিকার জন॥
কাষ্ঠসিলা নির্ম্মিত দেবত প্রতিমা বিদরে।
কপোত পেচক পড়ে পৃতি ঘরে ঘরে॥
কুকুর কান্দএ সিবা উল্কামুখে ধাএ।
চতুষ্পথে দেবতা বসি কান্দে উভরাএ॥
হস্তি ঘোড়া না দেখে পথ নয়ানে অস্রু পড়ে।
বিপরিত বর্ন্নে নারি ভূম্যে গড়ি পড়ে॥
হেনমতে উৎপাত তথাই হইল।
দ্বারিকা নগর জলে টলবল হইল॥
তা দেখি উদ্ধব চিন্তে গোবিন্দচরন।
গৃহ পুত্র ছাড়িয়া চলিলা তপোবন॥
জত জত ছিল আর বৈষ্ণব ভকতে।
গোসাঞি চিন্তিয়া সভে চলে সেই পথে॥
একদিন গোসাঞি ক্রপা করি বৈল।
কোন অরিষ্ট হেতু উতপাত হইল॥
সভে চল জাই প্রভাস তির্থবরে।
স্নানদান করিয়া করিব প্রতিকারে॥
[গ৬৪০]বৃদ্ধ বাপ মাতা আর উগ্রসেন রাজা।
দ্বারিকাতে রাখি গেলা সকল পরজা॥
এত আজ্ঞা সভারে করিলা নারায়ন।
তবে গেলা বসুদেব দৈবকীভূবন॥
সভাকারে নিভৃতে বুঝাইল বানি।
নারদ কহিল পুর্ব্বে জে সব কাহিনি॥
সে সব বচন জত মনেতে করিয়া।
ছাড়হ সংসার সুখ ব্রহ্মে মন দিয়া॥
আমি নহি তনয় তুমি নহ পিতা।
জেই জে কর্ম্ম করে সেই ভূঞ্জে তথা॥
কেহ কার বস নএ সংসার অস্থির।

ব্রহ্মমাত্র হঞ সেই একোই সরির॥
কহিতে এড়াইতে নারে কোন জনা।
আত্মার প্রকাস পাএ করিতে ভাবনা॥
জাবত কুমতি হৈয়া ব্রহ্ম নাহি ভজে।
তাহা পাইলে আর স্থানে মন নাহি মজে॥
জন্ম হৈলে মৃর্ত্তু কভূ খণ্ডন ন জাএ।
মিথ্যা সোক করে লোক গোসাঞিঁর মায়াএ॥
[গ৬৪১]জ্ঞান হেন বস্তু আছে জাহার সরিরে।
কার সোক নাহি করে সেই ত সুস্থিরে॥

কৃষ্ণ ও বলদেব সহ যাদবগণের প্রভাস গমন

আমরা প্রভাস জাই কর সন্নিধান।
ব্রহ্মচিত্তে রাখিয় সভে হৈয়া সাবধান॥
ব্রহ্ম বিনে কীছু নহে ব্রহ্ম কর সার।
ব্রহ্ম চিত্তে দ্রঢ় হৈলে পাইবে নিস্তার॥
বাপ মাএ প্রনাম করিয়া গদাধর।
দারুকেরে বৈল রথ সাজাহ সত্বর॥
উগ্রসেন রাজাকে রার্য্য সমর্পিয়া।
প্রভাস জাইতে প্রভূ জাত্রা সে করিয়া॥
বলভদ্র স্থানে গিয়া কৈল অনুমানে।
ভারাবতারনে জথ কৈল দুইজনে॥
পৃথুবির ভার হরি অসুর মারিল।
তাহাকে অধিক জদুবংস ভার হৈল॥
আমা দুহাঁর প্রভাবে অক্ষয় জদুকুল।
দিনে দিনে বাড়িআ সে হইল বিপুল॥
পৃথুবিতে জনমিঞা আর কোন কাজ।
উপাএ করিয়া মারি জদুবংস আজ॥
দুই ভাই নিভৃতে করিল অনুমানে।
রথে চড়ি প্রভাসেতে করিলা গমনে॥
তার পাছে চলিলা সকল জদুগনে।
দ্বারিকাএ রহিলা মাত্র সব নারিগনে॥

যদুবংশ ধ্বংস

সত্বরে পাইল গিয়া প্রভাস তির্থবরে।
জার জে বিধান স্নান কৃয়া করে॥
[গ৬৪২]মধুপানে রত হৈয়া সকল কুমারে।
মায়াএ আৎসন্ন মন হইল সভারে॥
অন্য অন্যে সভাকার ভেদ উপজিল।
মধুপানে মত্ত হৈয়া বচসা কইল॥

কার কেহ নাহি সহে সভে বলে মন্দ।
ঠেলাঠেলি মারামারি হৈল বড় দন্দ॥
কুমারে কুমারে জুদ্ধ হৈল অতিসয়।
মারামারি করিতে সব অস্ত্র হৈল ক্ষয়॥
ব্রহ্মসাঁপে মুসল হানিল জেই ঠাঞিও।
মোহা জুর্দ্ধ ঘোরতর হইল তথাই॥
অস্ত্র ক্ষয় গেল তবে সব জদুগনে।
অন্য অন্যে বিবাদ করি ছাড়িল জিবনে॥
প্রদ্যুম্নকুমার আর সাম্বু আদি বির।
কৃতব্রহ্মা গদ সবে হইলা অস্থির॥
মোক্ষ মোক্ষ গন তবে কুবুদ্ধি করিয়া।
গোসাঞেরে মারিতে জাএ নানা অস্ত্র লৈয়া॥
গোসাঞের মায়াতে কোন জন হব স্থির।
অস্ত্র বৃষ্টি কৈল তবে গোবিন্দ সরির॥
জর্জ্জর হইয়া গোসাঞিও নানা অস্ত্র খাএ।
তা সভা মারিতে গোসাঞিও শ্রীজিলা উপাএ॥
তা সভার সনে গোসাঞিও একা কৈল রন।
এলকার বাড়িতে সভার বধিল জিবন॥
জবে সভে মইল তথা আর কেহো নাঞিও।
দারূক সঙ্গতি করি ভৃমিলা গোসাঞিও॥
[গ৬৪৩]এক বৃক্ষমূল দেখি সমুদ্রের তিরে।
জোগে বসি বলভদ্র ছাড়িল সরিরে॥
তাঁর মুখ হৈতে এক নাগ বাহির হএ।
মহাকায় সুক্ল বর্ন্ন দেখিল তথাএ॥
সহস্র মস্তক নাগ অনন্তের কাএ।
নানা সিধ্যাগন স্তুতি করএ তথাএ॥
অনন্ত আকৃতি সর্প গগনে চলিল।
দিব্য অভরন সব সরিরে ভূসিল॥
সুর্য্য কোটি প্রকাস করিয়া মহিতলে।
দেখিতে দেখিতে প্রেবেসিল সমুদ্রের জলে॥

দারুককে দ্বারকায় প্রেরণ

তাহা দেখি দারূকেরে বলিলা উত্তর।
সত্বরে চলহ তুমি দ্বারিকা নগর॥
হের জত দেখিলে জদুকুলের বিনাস।
বলভদ্র দেহ ছাড়ি গেলা নিজ বাস॥
আমিত ছাড়িব দেহ জাব নিজ পুরে।
কহিয় সকল কথা বসুদেব দৈবকীরে॥
আর দ্বারিকাএ আছে জত বন্ধুজন।
প্রবোধিয়া সভাকারে করাইহ চেতন॥

বসুদেব দৈবকীরে বিসেস বলিহ।
সংসারের এই দসা দুঃখ না ভাবিহ॥
[গ৬৪৪]উৎপতি হইলে লোক অবস্য মরএ।
কিছু না ভাবিহ সব আমার মায়াএ॥
নারদ বচন দুহেঁ মনেতে ভাবিয়া।
তেজিহ বিসাদ দুঃখ জোগে মন দিয়া॥
তাঁর ঘরে আমি করিল অবতার।
দুষ্ট মারি ঘুচাইল পৃথুবির ভার॥
দেবগন আসি মোরে কৈল নিবেদন।
বৈকুণ্ঠ জাইতে তাঁরা করিল জতন॥
দেবতার বোলেতে জাই বৈকুণ্ঠপুরি।
তেকারনে জদুবংস সকল সংহারি॥
জদুবংস হইতে হৈল পৃথুবির ভার।
সাঁপ লক্ষে জদুবংস করিল সংহার॥
এতেক বুঝিয়া দুহেঁ সোক না করিহ।
এই কথা কহিয়া বাপ মাকে বুঝাইহ॥
তবেত অর্জ্জুন স্থানে সত্বরে জাইহ।
তারে আনি অগ্নিকার্য্য সভার করিহ॥
পৃথুবি ছাড়িব আমি সপ্তম বাসরে।
সমুদ্রের জলে পুরিব দ্বারিকা নগরে॥
পারিজাত তরুবর জাব সর্গপুরে।
কলিকালে প্রেবেস করিব মহিতলে॥
এসব সকল কথা কহিয় অর্জ্জুনে।
জার জেই বিধি হএ করাইহ তখনে॥
মথুরাতে রাজা করাইহ বজ্র মহাবিরে।
স্ত্রিগন লইয়া জাইহ সেই পুরে॥
[গ৬৪৫]এ কাজ করিয়া মনে আমাকে ভাবিয়া।
ছাড়িহ সরির তুমি জোগে মন দিয়া॥

ব্যাধের শরাঘাতে কৃষ্ণের মৃত্যু

এত বলি দ্বারিকাএ দারুক পাঠাইল।
তনু তিয়াগিতে তরুসাখা আরোহিল॥
এক ডালে মাথা আরোপিআ আর ডালে বৈসে।
এক পা বাহিরে আর পাও তরুদেসে॥
আত্মাতে আপনা ভাবি থাকিলা তখন।
ইসত দোলাএ তথা বাহির চরন॥
হেনকালে আইলা তথা ব্যাধ জরা নামে।
মুসলের সেস লোহ কাঁড় জার স্থানে॥
ভূমিতে ভূমিতে তথা গেল আচম্বিতে।
হরিনের কর্ণ হেন চরন লোহিতে॥

হরিন গেআনে ব্যাধ কাঁড় জুড়িল।
ব্রহ্মসাঁপে বান গিয়া চরনে বাজিল॥
হরিনের লোভে ব্যাধ সত্বরে ধাইল।
মৃগ নহে চতুর্ভূজ রূপ সে দেখিল॥
চতুর্ভূজ রূপ দেখি নিল কলেবর।
সুর্য্য কোটি সম তেজ পিতবস্ত্র ধর॥
কিরিট কৌস্তুভ হার কেজুর ভুসন।
শ্রীবৎস দিপতি করে কমললোচন॥
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চারি হাথে।
বনমালা বিভোসিত দেব জগন্নাথে॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে ব্যাধ প্রনাম করিল।
জোড় হাথে নিজ অপরাধ মাগি নিল॥
পাপিষ্ট অধম আমি হরিনের আসে।
তোমা না জানিএগ গোসাঞি কৈনু বড় দোসে।
[গ৬৪৬]সংসারের সার গোসাঞি সকল বিদিত।
বুঝিয়া করহ ফল জে হএ উচিত॥
এত তার করুনা সুনিএগ কৃপাময়।
সুস্থ হও ব্যাধ তোর নাহি কিছু ভয়॥
জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তি তুমি দেখিলে এখনে।
এই হেতু পাবে তুমি উত্তম স্থানে॥
হেনকালে পুষ্পবৃষ্টি ব্যাধ উপরে।
রথ আনি লইয়া তারে জায় পুরন্দরে॥
আপনার তনু গোসাঞি তেজিলা তখনে।
জোতির্ম্ময় ব্রহ্মে প্রেবেসিলা নারায়নে॥
বুঝাইল সংসারে গোসাঞি জগত অস্থির।
না করহ মোহবন্ধ জেই হএ থির॥
সুনহ সকল লোক বুঝহ ভাবিয়া।
হরি বিনু কীছু নহে সব তাঁর মায়া॥
সদয় হৃদয় গোসাঞি বুঝাইল সভারে।
জন্ম মির্ত্তু দেখাইল ধরিয়া সরিরে॥
এত বুঝি লোক সব ধর্ম্মে দেহ মন।
গুনরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া নারায়ন॥

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে অর্জুনের দ্বারকায় আগমন

॥ মল্লার রাগ ॥

দারুক দেখিল তথা জদুকুল ক্ষয়।
বিসাদিত হৈয়া তবে মনেতে চিন্তয়॥
জাহার কটাক্ষে সংসার উদয়।
ব্রহ্মসাঁপে কৈল গোসাঞি নিজ কুল ক্ষয়॥
জার নামে হরে ব্রহ্মহত্যা মোহাপাপ।

তার কুল বিনাসিতে হইল ব্রহ্মসাঁপ॥
[গ৬৪৭]এতেক বুঝিল সব গোসাঞের মায়া।
সংসার অসার জেন জলবিম্বু ছায়া॥
জত জত সংসার তত মায়াজাল।
সকল অসার হেতু বিসাদ বিসাল॥
এতেক চিন্তিয়া গোসাএর আজ্ঞা মনে করি।
সত্বরে দারুক গেলা দ্বারকা নগরি॥
গোসাঞের পস্চাতে আমি ছাড়িব জে দেহে।
তাঁর আজ্ঞা প্রকাসিতে তনু মাত্র রহে॥
দেখিল দ্বারকা পুরি অতি বিপরিত।
পুর্ব্বরূপ সোভা নাঞি অলক্ষ চরিত॥
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া উগ্রসেন স্থানে।
কহিল সকল কথা জদুকুলের বিধানে॥
বুঝাইল বসুদেবে দৈবকী রোহিনি।
কহিল গোসাঞের জত উপদেস বানি॥
বলদেব তনুত্যাগ করিল জেমনে।
আমারে বিদায় দিলা দেব নারায়নে॥
বজ্রাঘাত হেন সুনি দারুক বচন।
চিত্রের পুত্বলি হেন হৈল সর্ব্বজন॥
সভার জিবন কৃষ্ণ হরিয়াত গেল।
মুর্ছিতা হইয়া সভে ভূমেতে পড়িল॥
আখি মুদি পড়ে কেহো হাত আছাড়ি।
দারুকের মুখে কেহো দ্রষ্টী দিয়া পড়ি॥
কেহো গা আছাড়ে কেহো মাথা কোড়ে।
দুই হাত কেহো কেঁহো বুকে ঘাউ মারে॥
হরিয়া চেতন কেহো গড়াগড়ি জাএ।
স্মামি নাহি কার হৈলো অনুমৃতা প্রাএ॥
[গ৬৪৮]সত্বরে দারুক তবে চিন্তি নারায়ন।
ইন্দ্রপুরে গিয়া তবে আনিল অর্জ্জুন॥
একে একে সভাকারে করিল বিধান।
জেমন আদেস জারে বইল নারায়ন॥
একে একে সভাকারে তুলিয়া বসাইল।
সাস্ত্রের বিধান মত সভারে বুঝাইল॥
সভা লৈয়া গেলা তবে সেই মৃর্ত্তুস্থানে।
সভারে দাহন কৈল সাস্ত্রের বিধানে॥
বল সঙ্গে অগ্নি খাএ রেবতিসুন্দরি।
অগ্নি প্রেবেসিয়া গেলা পাতালপুরি॥
রুক্মি আদি করিয়া অষ্ট মহিসি।
গোসাঞের তনু সঙ্গে অগ্নিতে প্রেবেসি॥
হেনমতে সভাকার জার জেই নারি।

সভে অগ্নি প্রেবেসিল স্মামি অনুসারি॥
বসুদেব দৈবকী রোহিনি তিন জনে।
অগ্নি প্রেবেসিয়া তারা তেজিল জিবনে॥
সভাকার সৎকার করিল অর্জ্জুনে।
নিত্য কৃয়া স্রার্দ্ধ দান করিল ততক্ষনে॥
এত সব সভাকার কর্ম্ম সমাধিয়া।
বজ্রে করাইল রাজা মথুরাকে গিয়া॥
গোসাঞের আদেস সব দারুক পালিয়া।
তপস্থানে গেলা উরমুখ হইয়া॥
সমুদ্রের জল উঠি দ্বারকা পুরিল।
গোবিন্দের মন্দির সব জলে আৎসাদিল॥
[গ৬৪৯]সংসারের সার গোসাঞি নিজ স্থানে গেলা।
সকল নগর ব্যাপি সমুদ্রে রহিলা॥

দৈত্যগণ কর্তৃক কৃষ্ণের নারীগণ হরণ

গোসাঞের আর জতেক নারিগন।
দ্বারিকা হইতে লৈয়া চলিলা অর্জ্জুন॥
গোসাঞের পরিবার সকল লড়িল।
সমুদ্রের জলে সব দ্বারিকা পুরিল॥
কির্ত্তিকা নক্ষত্র কার্ত্তিক পৌর্ন্নমাসি।
ইহাতে গোসাঞের ঘর সমূদ্র প্রকাশি॥
তা দেখিলে পাএ নর গোসাঞের স্থান।
লক্ষ্মি বসএ গোসাঞের তাহে অধিষ্ঠান॥
আগে রথে চড়িলা নারিগন।
গাণ্ডিব করিয়া হাথে চলিলা অর্জ্জুন॥
তবে পথে কথোদুরে রথ অনুসারি।
রাখিল দৈত্যগন দেখিয়া সুন্দরি॥
কাহার জুবতিগন জাএ কোন দেসে।
এক পুরুস লৈয়া জায় কেমন সাহসে॥
এত অনুমানি সব দৈত্য জুক্তি করি।
একেলা অর্জ্জুন আমা কী করিতে পারি॥
এতেক চিন্তিয়া তবে সব দত্যগনে।
উভলড়ি করি তারা বেড়িল অর্জ্জুনে॥
নারিগন মধ্যে গিয়া দৈত্যগন বেড়ে।
কার হাথে ধরি কাহার কাপড়ে॥
পাঁচ সাত নারি লৈয়া এক এক জনে।
নারি লৈয়া যায় অর্জ্জুন বিদ্যমানে॥
[গ৬৫০]তা দেখি অর্জ্জুন বির ক্রোধ বড় কৈল।
দৈত্যগন মারিবারে ধনুক ধরিল॥
গাণ্ডিব ধনুক নিল করিবারে রন।

সর জুড়িল অর্জ্জুন জুদ্ধের কারন॥
হেলাএ বিন্ধিল জাতে কোটি কোটি বান।
অনেক সকতি তাহে করিল সন্ধান॥
বজ্র সার হেন বান অর্জ্জুন এড়িল।
দৈত্যে ঠেকীয়া বান ভূমেতে পড়িল॥
জত এড়ে বান অর্জ্জুন মহাবির।
লড়ির তাড়নে দৈস্য করিল অস্থির॥
জেবা কোন বান বাজে গাএ নাহি ফুটে।
সিরে হানি লোআন দৈস্যমাঝে টুটে॥
বান বৃষ্টী করে অর্জ্জুন কিছু করিতে নারে।
মারিতে না পারে দৈস্য আক্ষমা সে করে॥
ভিস্ম দ্রোন কর্ন্ন আদি জত কুরূ সেনা।
জে বানে জিনিএগ আমি রাখিলুঁ ঘোসনা॥
[গ৬৫১]দেবাসুর দানব জক্ষ গন্ধর্ব্বের সনে।
জে বানে জিনিল আমি এ তিন ভুবনে॥
টোন সুন্য হইল বান দৈত্যের সমাজে।
ব্যর্থ হইল সব বান পাইল বড় লাজে॥
দিব্য অস্ত্র ব্যর্থ হৈল পড়ে নানা স্থানে।
জাহার প্রসাদে জস কৈল তৃভূবনে॥
বান ক্ষয় সেল সব দির্ব্য অস্ত্র ছিণ্ডিল।
কোন অস্ত্র অর্জ্জুনের মনে না পড়িল॥
তা দেখি অর্জ্জুন মনে হইল বিস্ময়।
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে হইল লাজ ভয়॥
ধনুকের বাড়ি তবে মারি দৈস্যগনে।
না গনে প্রহার জাএ জোথা নারিগনে॥
দৈস্যের পরসে গোসাঞের জত নারি।
পাসান প্রতিমা হৈল তনু ত্যাগ করি॥
আর কথো নারিগন দৈস্যেত ধরিয়া।
লইয়া চলিলা তারা অর্জ্জুনে জিনিএগ॥
হিনজন পরাভব করিল অর্জ্জুনে।
কোপে বিকল অর্জ্জুন গুনে মনে মনে॥
[গ৬৫২]রাজচক্র জিনি সব দ্রোপদি আনিল।
ইন্দ্র জিনি ঐরাবতের দন্ত উপাড়িল॥
ইন্দ্রের বাজন সঙ্খ আনিল হরিয়া।
সন্তোস করিলুঁ সিবে দুন্দ্ধবি বাজাইয়া॥
মহাজুদ্ধ করি মহাদেবে তুষ্ট কৈল।
অজয় প্রতাপ মোর জগতে ঘুসিল॥
একাকি জিনিল আমি গন্ধর্ব্ব সমাজে।
বিবস্ত্র করিল দুর্জ্জোধন কুরূরাজে॥
ভিস্ম আদি কুরূসন্য সকল জিনিএগ।
বিরাটের গরু মুঞি রাখিলুঁ কাড়িয়া॥

কুরূক্ষেত্রে জুদ্ধ মহা সহিন্য সাগরে।
মহাপরাক্রম মোর সভার গোচরে॥
কোথা না পাইল আমি হেন পরাভব।
এখনে জানিল গোসাঞের মায়া সব॥
সকল কহিয়া গোসাঞি গেলা নিজ স্থানে।
মোর বুদ্ধি পরাক্রম হরি নারায়নে॥
সেই রথ সেই আমি সেই ধনুসর।
সেই তুরগ বান বর্থ বিনে গদাধর॥
[গ৬৫৩]কৃষ্ণ বিনু সকল হইল বিফল।
ভোগ পরাক্রম মোর নাহি তেজবল॥
আর কত দুঃখ পাব নাহিক অন্যথা।
কৃষ্ণ বিনে দেহো ধরো সেই মোর বৃথা॥

ব্যাসের নিকট অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ

এতেক চিন্তিয়া মনে লড়িল অর্জ্জুন।
ব্যাসের আস্রমে তবে গেলা ততক্ষন॥
আস্রমে প্রেবেস করি ব্যাসকে দেখিয়া।
অষ্টাঙ্গে পৃনিপাত কৈল বিসাদিত হৈয়া॥
আসির্ব্বাদ দিয়া ব্যাস অর্জ্জুনে তুলিল।
বিসাদে বিরূপ বেস তাহার দেখিল॥
বিস্মিত দেখিয়া ব্যাস তারে জিজ্ঞাসিল।
কুসল জিজ্ঞাসি তারে পাসে বসাইল॥
কেন আজি তোমাকে দৈখি বিপরিত।
বিরসে বিমল চিন্তা সোকেত বিস্মিত॥
আজি কোন জন বৈল বিরূপ বচন।
হিনজন ভর্ছিল কীবা সুজন নিন্দন॥
সরনাগত জনে কীবা না করিলে রক্ষা।
অতিত জনেরে কীবা নাহি দিলে ভিক্ষা॥
নিভৃতে করিলে কীবা পরদার সেবা।
পৃতিষ্ঠিত করি দিজে না পুজিলে কিবা॥
পৃতিজ্ঞা করিয়া কীবা সুধিতে নারিলে।
পরনিন্দা করিলে কীবা মিথ্যা সাক্ষি দিলে॥
[গ৬৫৪]পাসণ্ড আলাপে কিবা কৃষ্ণ পাসরিলে।
আর কীবা মহাপাপ অর্জ্জুন করিলে॥
গুরুর সেবা না করিলে কিবা করিলে অধর্ম্ম।
পরনিন্দা করিলে কীবা কহিলে নিজ ধর্ম্ম॥
হিনজন হৈতে কীবা হইলে পরাভব।
বিমনে বিস্মিত তোমা দেখিএ পাণ্ডব॥
এতেক বচন ব্যাস অর্জ্জুনে পুছিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে অর্জ্জুন বলিল॥

জত কীছু বল মুনি সকল সুনিল।
তৈলক্ষের নাথ হরি আমা তেজি গেল॥
তাহাঁর অনুগৃহে মোর তৈলক্যের লোক।
আমারে জুদ্ধে করাইতে নারিল বিমুখ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব জত বির।
জার অনুগৃহে মোর সমুখে নহে স্থির॥
পাত্র মিত্র বান্ধব সমান করি দেখে।
সেই কৃষ্ণ দুর্গে আমা সব ঠাঞি রাখে॥
হেন কৃষ্ণ আমা এড়ি গেলা নিজ স্থানে।
হরি হরি কোন কাজে রাখিব জিবনে॥
লিলাএ গাণ্ডিব ধনু ডানি বামে টানি।
জার সন্ধানে আমি তৃভুবন জিনি॥
তাহাতে টালিতে মোর বল হৈল বৃথা।
হিন জনে কৈল মোর সংগ্রামে আবস্থা॥
মোর বল পরাক্রম তোমাতে গোচর।
এক রথে সংগ্রামে জিনিল পুরন্দর॥
হেন জন আম্নি তাঁর অনুগ্রহ বিনে।
সেই রথ সেই ধনু ভাঙ্গে হিন জনে॥
আমাকে জিনিএগা আতি দৈত্যের সমাজ।
লইল কৃষ্ণের নারি বড় পাইল লাজ॥

কৃষ্ণের নারীগণ অপহৃতা হওয়ার কারণ বর্ণন

[গ৬৫৫]এ সকল বোল আমি নারিল বুঝিতে।
গোসাঞের নারি কেন দৈত্য পারে নিতে॥
সকল সন্দেহ মোর ঘুচাহ মুনিবর।
না কর বিসাদ অর্জ্জুন মনে স্থির কর॥
সর্ব্বভূত সম হরি সর্ব্বধর্ম্মময়।
সভার আকৃতি হরি উতপতি প্রলয়॥
তিহোঁ তেজ তিহোঁ বল তিহোঁ পরাক্রম।
সভাকার আত্মা তিহোঁ তিহোঁ নারায়ন॥
নির্গুন নির্লেপ তিহোঁ অক্ষয় আনন্দ।
স্থুল মোক্ষ সব তিহোঁ প্রকাসে সচ্ছন্দ॥
সংসার কারন তিহোঁ তাহাঁর সংসার।
তাঁহা হৈতে হয় শ্রীষ্টি তাঁহা হৈতে সংসার॥
কাল চক্র মায়া দিয়া সংসার ভ্রময়ে।
কাহে মারে কাহে রাখে কাহা এড়ি যাএ॥
কারে কেহো নাহি জিনে কারে কেহো নাহি মারে।
কালরূপ হরি সভার ভাল মন্দ করে॥
তাহার মায়াএ বন্ধ সকল সংসার।
তাহাঁরে ভাবএ জেই ভক্ত সেই তাঁর॥

পৃথুবির ভার হরি ব্রহ্মার বচনে।
কৃষ্ণ অবতার করি দেব নারায়নে॥
তুমি তাঁরে কীবা জান তিহোঁ নানা রূপ।
তোমারে সাচিব্য করি মারি দুষ্ট ভূপ॥
পৃথুবির ভার হরি মারি দুষ্ট রাজে।
নিজ পুরে গেলা প্রভু বৈকুণ্ঠের মাঝে॥
তৈলক্ষইস্বর তিহেঁ সভা হইতে পর।
সকল তেজিয়া গেলা দেব গদাধর॥
[গ৬৫৬]কাহারে জিনিলে তুমি কাহারে হারিলে।
জেমত নাচাইলেন তেমত নাচিলে॥
না কর বিসাদ তুমি দুঃখ পরিহর।
তাহাঁকে সঁপিয়া মন আপনা উদ্ধার॥
গোসাঞের স্ত্রীগন দৈত্যের জে হাথে।
পড়িল জেমতে তাহা সুন এক চিত্তে॥
সুরপুরে জত ছিল সর্গবিদ্যাধরি।
পৃথুবি আসিতে ব্রহ্মা তারে আজ্ঞা করি॥
দেবকার্য্য কারনে গোসাঞের অবতার।
সভে লভিলা জন্ম পৃথুবি ভিতর॥
ব্রহ্মার বচনে তবে সেই নারিগন।
পৃথুবি আসিতে তবে করিলা গমন॥
হেনকালে অষ্টবক্র নামে মহাঋসি।
স্নান করিবারে সর্গগঙ্গাএত বসি॥
তাহা দেখি নারিগন করিল ভকতি।
নানা স্তুতি করি কৈল মুনির পিরিতি॥
তুস্ট হৈয়া মুনিবর বলিল সভারে।
পৃথুবিএ জন্মিয়া স্মামি পাইহ গদাধরে॥
বর পায়্যা তুষ্ট হৈল সেই নারিগন।
হেনকালে জলে হৈতে উঠে তপোধন॥
তথাই দেখিল তরে বিপরিত বেস।
অষ্ট ঠাঞি বক্কা মুনির জানু জঙ্ঘা দেস॥
কন্দ বাঁকা উষ্ট বাঁকা বাঁকা কাঁকালি খানি।
হাত বাঁকা পাউ বাঁকা পিষ্ট বাঁকা মুনি॥
[গ৬৫৭]কণ্ঠ কপোল বাঁকা বাঁকা কর্ন্নমুলে।
সব ঠাঞি বাঁকা দেখি নারি কুতুহলে॥
সভাবে চপল নারি সব সখিগনে।
উপহাস করিল সভে মুনি বিদ্যমানে॥
সব ঠাঞি বাঁকা দেখি পুছিলা উত্তর।
অষ্টঠাঞি বাঁকা কেন তুমি মুনিবর॥
ইহা সুনি মুনিবরে পাইল বড় কোপে।
ক্রোধে মুনিবর তারে দিল দারুন সাঁপে॥

পৃথুবিএ জন্মিঞা হইল গোসাঞের নারি।
এই পাপে নিঞে তোমায় দৈত্যগন হরি॥
এমত প্রমাদ সাঁপ সভেত সুনিঞা।
নারিগন বৈল তারে প্রনতি করিয়া॥
সহজে চপলা আমরা স্ত্রীজাতি।
ভালমন্দ নাহি বুঝি মোরা অল্পমতি॥
দারূন সম্পাত মুনি নাহি বুঝি দিতে।
মোহামুনি হইয়া ক্ষেমা না করিলে চিত্তে॥
এতেক কাকুতি মুনি সভাকার সুনি।
সদয় হইয়া মুনি কহে তারে বানি॥
[গ৬৫৮]মোর বোল বৃর্থ নহে সুন নারিজনে।
অবস্য হরিব তোমা দুষ্ট দৈত্যগনে॥
পরসে পাসান তুমি হবে ততক্ষন।
পুনরপি নিজ স্থানে করিহ গমন॥
তারা সব আসি হৈল গোসাঞের নারি।
দৈত্যের পরসে সব পাসান তনু ধরি॥
এই সব বৃর্ত্তান্ত কহিল অর্জ্জুনে।
না ভাবিহ বেথা কথা কর্ন্নপাতি সুনে॥

কলিযুগের ফল বর্ণন

॥ শ্রীরাগ ॥

কলিকাল পূর্ত্যাসর্ন্ন প্রেবেস করএ।
বল বুদ্ধি তেজ সত্ব সভাকার ক্ষএ॥
অল্প সত্ব হব লোক অল্প বুদ্ধি বল।
একপুয়া হব ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রবল॥
সত্য জজ্ঞ তপোদান চারিপোয়া ধর্ম্ম।
সকল ছাড়িয়া লোক করিব কুকর্ম্ম॥
ব্রাহ্মন ছাড়িব বেদ অধর্ম্ম আচার।
অমর্য্যাদা হব লোক করিব অবেভার॥
[গ৬৫৯]বাপে না মানিব পুত্র নিন্দিব জেষ্ঠ ভাই।
ব্রহ্ম না জপিব বিপ্র করিব বড়াঞি॥
ভায্যা না মানিব স্মামি করিব দুরাচার।
পরপুরূস লইয়া করিব ঘরদ্বার॥
পৃথুবি সঙ্কোচ হব অধর্ম্ম আপার।
নিচ জনের ঘরে হব লক্ষ্মির অবতার॥
সাধু জনের দুঃখ হব নিচ পাবে সুখ।
দুঃখ ভাবি হব লোক ধর্ম্মেতে বৈমুখ॥
তপ না করিব দ্বিজ সত্য না বলিব।
জজ্ঞ না করিব সদা মাগিয়া বুলিব॥
পঞ্চবিংসতি হব লোকের পরমউ।

বার সোল বৎসরে লোক জৌবন গুঙাই॥
সাত আট বৎসরে গর্ভ ধরিবেক নারি।
এক গর্ভে জনমিব অপত্য তিন চারি॥
সসুর সাসুড়ি গুরু বধু না মানিব।
জেই বলবন্ত হব সেই প্রধান হইব॥
এক ঘাট কবর্দ্ধকে বলাইব ধনি।
এক বট দান কৈলে সভাতে বাখানি॥
কর বিক্রয় লোক করিব নানা ছলে।
কপট বেবসায় লোক নহিব নির্ম্মলে॥
[গ৬৬০]ম্লেছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব॥
প্রজারে হিংসিব রাজা ধন লোভ করি।
দৈস্য রূপ হইয়া কেহ দিব ডাকা চুরি॥
রাজধর্ম্ম না করিব রাজা করিব অনিত।
রাজা হৈতে প্রজা সব হত হব ভিত॥
পাত্র মিত্র আমাত্য বলবন্ত হব জেই।
রাজাকে মারিয়া রাজা হবেক সেই॥
এমতে অনিত হব সভে দুরাচার।
সব জাতি একাকার হব ঘর দ্বার॥
সত্য জুগে সহস্র বৎসরে জেই তপস্যাতে হয়।
কলিকালে একদিনে তত পুন্য হয়॥
কলিকালে অল্প ধর্ম্মে সভে প্রসংসয়।
অল্প স্রমে অল্প তপে সিদ্ধিপদ পায়॥
সত্যে ধ্যান তৃতাএ জজ্ঞ দ্বাপরে আছএ।
তত পুন্য কলিকালে হরিনামে হএ॥
কলিকালে অনেক দোস সাস্ত্রেতে লেখিল।
একদিন ধর্ম্ম করি কলিকাল নিস্তারিল॥
হরিনাম গঙ্গাস্নান কলির মহাধর্ম্ম।
কলিকালে ভাবিলে হরি পাই পরম ব্রহ্ম॥
[গ৬৬১]বলবুদ্ধি হিন লোক নহিব মন সুদ্ধি।
আচার ছাড়িব লোক হইব কুবুদ্ধি॥
কলিকালে অল্প সভে অল্প আয়োজন।
তপ জজ্ঞে নহে মতি কলির কারনে॥
ধর্ম্মের সঙ্কোচ হব লোকের অপকার।
আউ মতি বলবুদ্ধি বিনাস সভার॥
পৃথুবি সঙ্কোচ দেখি সব একাকার।
ব্রহ্মা করি করিব গোসাঞিএ কল্কি অবতার॥
কলিকালে সেসে হরি প্রচরি ভূবনে।
কল্কি অবতার করিব ম্লেছের নিধনে॥
দিব্য অঙ্গে দিব্য বস্ত্র অস্ত্র সে ধরিয়া।
ম্লেছগন বধিবেন নিধন করিয়া॥

প্রচরিব বেদ ধর্ম্ম পথ সদাচার।
লোক সব মারিবেক কল্কি অবতার॥
চন্দ্র সূর্য্য দুই বংসে নৃপতি দুই জনে।
কলাপ নগরে জোগ করিব সাধনে॥
দুই বংসে দুই জনে করাইয়া রাজা।
ধর্ম্ম স্থাপিয়া সভে পালিবেন প্রজা॥
হেন মতে গোসাঞিও সভারে রক্ষা করি।
কোথাহ থাকীহ ধর্ম্মজ্জ্ঞ অবতরি॥
সত্য সত্য বলি আমি সুন সর্ব্বজনে।
খণ্ডাহ সকল পাপ হরি সোঙরনে॥
তপ দান জজ্ঞ ধর্ম্ম তেজি সব আস।
হরিনামে কর নর ব্রহ্মে প্রকাশ॥
হরি হরি এই নাম অক্ষয় ব্রহ্ম জ্ঞান।
তাহাকে জপিলে হএ পরম নির্ব্বান॥

যুধিষ্ঠিরাদির সংসার ত্যাগ

[গ৬৬২]কল্যের সুনিএগ উত্বর পাণ্ডুর নন্দন।
চলহ সত্বরে তুমি আপন ভূবন॥
গোসাএগর আরোহন জত জত কথা।
জুধিষ্টির নৃপবরে কহ গিয়া তথা॥
পরিক্ষিতে রায্য দিয়া ছাড়হ সমস্তে।
জোগে মন দিয়া সভে জায় উত্বর পথে॥
এতেক বিধান ব্যাস কহিল অর্জ্জুনে।
প্রনাম করিয়া গেলা বিসাদিত মনে॥
হস্তিনা নগরে গেলা জুধিষ্টির স্থানে।
প্রনাম করিয়া কহে ধর্ম্মের চরনে॥
দ্বারিকার জত কথা কহিল রাজারে।
পৃথুবি ছাড়িয়া কৃষ্ণ গেলা নিজ পুরে॥
সুনিএগ এসব কথা সভে বিসাদিত।
সরিরের মোহ ছাড়ি নিবারিল চিত॥
হেনকালে উদ্ধব সব তির্থ করি।
ধৃতরাষ্ট সম্ভাসিতে আইল সেই পুরি॥
পুত্র বধু আদি দুঃখ সকলি কহিয়া।
উদ্ধবের আগে রাজা কান্দে লোটাইয়া॥
ধৃতরাষ্টে দেখি উদ্ধবের দয়া হৈল।
জ্ঞানতত্ব কথা কহি বিরে লোঙাইল॥
বুঝাইয়া রাজারে জুধিষ্ঠির অগোচর।
ধৃতরাষ্ট্রে লৈয়া গেলা অরন্য ভিতর॥
[গ৬৬৩]তার পাছু চলি গেলা গান্ধারি কুন্তিদেবি।
গোসাঞিও চরন সভে এক মনে সেবি॥

অরন্যে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে।
জোগে অগ্নি জালিয়া দহিলা কলেবরে॥
গান্ধারি কুন্তি সেই অগ্নি প্রেবেসিল।
এথা জুধিষ্টির রাজা সোকাকুল হইল॥
বৃর্দ্ধ রাজা গান্ধারি কুন্তি না দেখিয়া।
মোহ পাই জুধিষ্ঠির সোকাকুল হৈয়া॥
বিসাদে কান্দএ রাজা বন্ধু জন লৈয়া।
অর্ন্নপানি না খাইলা রহিলা সুতিয়া॥
হেনকালে ব্যাস মুনি আইলা তথাই।
ধৃতরাষ্ট গান্ধারির সব কথা কই॥
জোগ অগ্নিএ দেহ ছাড়ি মরিলা তিন জন।
হেনই সংসার ধর্ম্ম অখিল জিবন॥
বিসম সমএ হৈল পাপ ব্যবহার।
সভে চল স্বর্গপুরি ছাড়িয়া সংসার॥
এতেক বলিয়া ব্যাস গেলা নিজ স্থানে।
পরিক্ষিতে অভিসেক করিলা ততক্ষনে॥
জুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রোপদি সহিত।
উত্তরাভিমুখে হৈল সভার জুগিত॥
হেনমতে জোগের ধর্ম্ম রাখিবারে।
অবতার কৈল হরি প্রথুবি ভিতরে॥
জাহার আজ্ঞাএ চন্দ্র সূর্য্য প্রকাস প্রচারি।
জাহার আজ্ঞাএ ইন্দ্র খ্রীষ্টি পালন করি॥
[গ৬৬৪]রাতৃদিন মাসপক্ষ সম্মৎসর কাল।
সংসার পালিতে আজ্ঞা সকল তাঁহার॥
ব্যাপিত সভার দেহে অলখিত থাকী।
হেন নারায়ন রূপ কেহো নাই দেখি॥
সর্ব্বঘটে থাকী সেই সকল করাএ।
কেহ তাঁরে নাঞি দেখে তাঁহার মায়াএ॥
সুক্ষপদ ব্রহ্মরূপ ভাবিতে না পারি।
সকরূনে হৃদয় আপুনি দেহ ধরি॥
সেই তত্ত্বে চিন্তিলে পাই ব্রহ্মজ্ঞান।
হেনমতে হরির মায়া ভাব একমনে॥
সভাতে আছেন হরি মনেতে ভাবিহ।
আপনা হইতে কাহ ভিনু না ভাবিহ॥
নিজ আত্মাএ পর আত্মাএ জেই তাঁরে জানে।
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়নে॥
কর্ন্নধার বিনি নৌকা জেন নাহি জাএ।
তেন মত গোসাঞের মায়া সংসার ভ্রমাএ॥
ইহা বুঝি লোক সব স্থির কর মন।
এক ভাবে চিন্ত হরি কমললোচন॥

জত বুদ্ধি জত সক্তি জত মোর চিত।
তাহার মত বুলিলু মুঞি শ্রীকৃষ্ণ চরিত।।
জত কর্ম্ম কইল গোসাঞি মায়াতনু ধরি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা তাহা বলিবারে নারি।।
ভক্ত অনুকল্পান্ত করি ধরিলেন কাএ।
সেই রূপ চিন্তি ভক্ত ব্রহ্মাপদ পাএ।।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠের ফলশ্রুতি

[গ৬৬৫]অল্পবুদ্ধি অল্পমতি অল্প মোর জ্ঞান।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র এ কিছু করিনু বাখান।।
অনেক আছএ সাস্ত্র ভারথ পুরানে।
বিস্তর করিল তাহে কৃষ্ণের বাখানে।।
সাধারন লোক তাহা না পারে বুঝিতে।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলুঁ কৃষ্ণের চরিতে।।
বিসম বিসয় রসে সভাকার বন্ধন।
ইহার আলাপে ভব নিগড় ভঞ্জন।।
একথা সুনিঞা জার সুদ্ধ নহে মতি।
তাহাকে জানিহ তবে সেই ত পাতকী।।
অহোর্নিসি লোক সব আছে মিছা কাজে।
অবস্য সুনিহ লোক দিবসের মাঝে।।
সুনিতে সুনিতে মন হইব নির্ম্মল।
ঘরে বসি পাবে নর সব তির্থের ফল।।
তাহার আগে পড়িহ জার অতি সুদ্ধ মতি।
সুনিতে সুনিতে তার বাড়িব ভকতি।।
পাসণ্ড নিন্দক জনে কভু না সুনাইহ।
জোড় হাতে বলো মুঞি বচন রাখিহ।।
সুক্ষ মোক্ষ দুই হএ তাহার সুনিলে।
ইহা বই ধন নাহি এই কলিকালে।।

শব্দার্থ

মূলশব্দ প্রস্তাবিত শুদ্ধপাঠ শব্দার্থ

অংস অংশ
অক্রুর কৃষ্ণের পিতৃব্য
অক্ষটি অক্ষটী, শিকারী
অক্ষোহিনি অক্ষৌণী ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ গজ, ২১৮৭০ রথ, ১০৯ ৩৫০ পদাতি সমন্বিত সেনা
অগেআন অজ্ঞান
অগেআনে জ্ঞানের অগোচরে
অগুয়ান আগুয়ান
অগৌর অগুরু
অঘাষুর অঘাসুর
অঘাষুরা অঘাসুর
অর্ঘ অর্ঘ্য
অঙ্গদ অলঙ্কার বিশেষ
অচম্বিতে আচম্বিতে
অজ অনাদিকাল হতে বর্তমান
অজয় অজেয়
অছুক থাকুক
অর্জ্জুত অযুত
অতিত অতিথি
অতির্থ আতিথ্য
অতিসয় অতিশয়
অত্যাসি প্রত্যাশী
অৎসর অপ্সর
অদভূত অদ্ভুত
অদিপতি অধিপতি
অদ্ভুত অদ্ভুত
অধিকারি অধিকারী
অধিপতী অধিপতি
অধিষ্টান অধিষ্ঠান
অধীক অধিক
অধ্রতি অধৃতি, দৃঢ়তার অভাব, অধৈর্য
অনাবৃষ্ট অনাবৃষ্টি
অনিত অনিত্য
অনিরুদ্র অনিরুদ্ধ
অনিরুন্দ্ধ অনিরুদ্ধ
অনুবন্ধ অবতারণা, উপক্রম
অনুব্রজে অভ্যাগত ব্যক্তি বিদায় গ্রহণ করলে তার পিছু পিছু কিছুদূর পর্যন্ত গমন
অন্তকালে অন্তকালে
অন্তর্জ্জামিনি অন্তর্যামী
অন্তধ্যান অন্তর্ধান
অন্তরিক্ষে অন্তরীক্ষে
অন্ধকুপ অন্ধকূপ
অর্ন্ন অন্ন
অন্যান্তরে অনন্তর
অপজস অপযশ
অপনা আপনার
অপরাহ্নে অপরাহ্নে
অপসর অবসর
অপুর্ব্ব অপূর্ব
অপ্ছরী অপ্সরা
অফরাধ অপরাধ
অবঅ অবয়ব
অবজস অপযশ
অবতবী অবতরি
অবধুত অবধূত
অবস্য অবশ্য
অবাল আবাল্য
অবিনাস অবিনাশ
অর্ব্বুধ অর্বুদ
অবেভার অব্যবহার, দুর্ব্যবহার
অব্যাহতী অব্যাহতি
অভরনে আভরণে
অভাগিনি অভাগিনী
অভিন অভিন্ন
অভিসেক অভিষেক
অভিসেখ অভিষেক
অভ্যান্তরে অভ্যন্তরে
অময়াসন যোগাসন বিশেষ
অরবিন্দু অরবিন্দ
অরিষ্ট অমঙ্গল, দুর্লক্ষণ
অরূন অরুণ
অরূন্য অরণ্য
অলক তিলক পত্রলেখা, ললাট, কপোল ইত্যাদি অঙ্গে তিলক রচনা
অষুভ অশুভ
অষুর অসুর
অষুরা অসুর
অষ্টদস অষ্টাদশ
অষ্টবঙ্ক অষ্টাবক্র, মুনি বিশেষ
অষ্টাদস অষ্টাদশ
অসংক্ষ অসংখ্য
অসংক্ষত অসংখ্য
অসংক্ষাত অসংখ্য
অসতরে অসতর্ক
অসুভ অশুভ
অসেস অশেষ
অসোক অশোক
অস্ব অশ্ব
অস্বথ অশ্বথ
অস্ম অশ্ব
অহে ওহে
অহোনিসি অহর্নিশ
অহোর্নিস অহর্নিশ

আই মাতামহী
আইলাঙ এলাম
আউ আয়ু
আউঠ সাড়ে তিন
আউদর উদর পর্যন্ত বিলম্বিত
আওলকি আমলকি
আঁওলি বৃক্ষ বিশেষ
আওাস আবাসস্থল
আকাসবানি আকাশবাণী
আকাখিএা আকাঙ্ক্ষা করে
আঁখ ঘাই কটাক্ষ
আগল অনাবৃত
আগিনা আঙ্গিনা
আগু অগ্নি
আচম্মিতে আচম্বিতে

আঁচমন আচমন
আচ্ছুক আছুক, থাকুক
আছাড়ে নিক্ষেপ করে
আছেএ আছএ
আঞ্জলি অঞ্জলি
আঁটু হাঁটু
আড় আড়াল
আড় নএানে বক্রদৃষ্টিতে
আতি অতি
আথালি পাথালি উথাল পাথাল
আদিতী অদিতি
আদেস আদেশ
আদেসিয়া আদেশ করে
আদেষে আদেশে
আদেসিল আদেশ করল
আদ্দা আজ্ঞা
আঁত্মপর আত্মপব
আৎসন্ন আচ্ছন্ন
আৎসাদন আচ্ছাদন
আন অন্য
আনড় অনড়
আনলে অনলে
আনী আনি
আন্তর অন্তর
অন্তসার অন্তঃসার
আপুনী আপনি
আবর্ত্ত মেঘ বিশেষ
আবস্থা অবস্থা
আবেভার অব্যবহার, দুর্ব্যবহার
আমাত্য অমাত্য
আমোদীত আমোদিত
আরিষ্ট অরিষ্টাসুর
আল আলো
আলপ অল্প
আল্লিস্য আলস্য
আস্বাইয়া গ্রন্থি মোচন করে
আষুক আসুক
আস আশা
আসা আশা
আসার চতুর্দল পদ্ম
আসির্ব্বাদ আশীর্বাদ
আসিসে আশিসে
আস্ত্র অস্ত্র
আস্রম আশ্রম
আস্রিয়া আশ্রিয়া, আশ্রয় করে

ই এই
ইঙ্গলা ইড়া নাড়ী
ইছিলে ইচ্ছা করলে
ইৎসা ইচ্ছা
ইথের ইহার
ইবার এইবার
ইসৎ ঈষৎ
ইস্বরে ঈশ্বরে

ঈক্ষুগা ইক্ষ্বাকু, সূর্যবংশীয় রাজাদের আদি পুরুষ

উকটিল অনুসন্ধান করল
উখলি উদূখল
উগারিঞা উদ্‌গীর্ণ করে
উগিল উদিত হল
উঙাচুঙা নবজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি
উচ্চরাএ উচ্চৈস্বরে
উচ্চরায় উচ্চৈস্বরে
উচ্য উচ্চ
উচ্যস্রবা উচ্চৈঃশ্রবা
উচ্যস্বরে উচ্চৈস্বরে
উঞ্চবিত্তি উঞ্ছবৃত্তি
উতকট উৎকট
উতপন্ন উৎপন্ন
উত্যর উত্তর
উত্বরে উত্তরদিকে
উত্ত্বম উত্তম
উৎপতি উৎপত্তি
উথা ওখানে
উদ্ধর্ত্তন উদ্বর্তন, স্নানের পূর্বে দেহে তৈল হরিদ্রা মর্দন
উদ্বপ উদ্ধব
উদ্দেস উদ্দেশ
উর্দ্ধ উর্ধ্ব
উর্দ্ধেস উদ্দেশ
উদ্যাম উদ্দাম

উপকথা উপাখ্যান
উপগত উপস্থিত
উপজোগে সহযোগে
উপড়ি উৎপাটিত
উপদিলে উপজিলে
উপবিত উপবীত
উপরাগ চন্দ্র অথবা সূর্যগ্রহণ রূপ প্রাকৃতিক উপদ্রব
উপস্থ পুং জননেন্দ্রিয়
উপাএ উপায়
উপামা উপমা
উপুতি উৎপাত
উভ উবু
উভরায় উচ্চৈস্বরে
উভলড়ি উভরড়ে, দ্রুতবেগে
উভে উর্ধ্বে
উন্মত্ত উন্মত্ত
উভ্যর্থন উদ্বর্তন
উরমুখ উর্ধ্বমুখ
উষ্ট ওষ্ঠ
উসা ঊষা
উগ্রসেনে উগ্রসেনকে

ঋপুজয় রিপুজয়
ঋসি ঋষি

একপাসে একপাশে
একবিংসতি একবিংশতি
একসত একশত
একাকি একাকী
একাদসি একাদশী
একাদসে একাদশে
একিবারে একবারে
একুই একই
একুবারে একবারে
একেস্বর একেশ্বর, একা
একোই একই
এড়ি এড়াইয়া
এথা এখানে
এথাই এখানে
এথাসিঞা এখানে এসে
এনা এইরূপ

এমতি এমন
এরী এড়াইয়া
এলকা অস্ত্র বিশেষ
এহি এই

ওড় জবাফুল
ওথা ওদিকে
ওদর উদর

কটক সৈন্য
কটি কোটি
কটোর কঠোর
কড়ছ ট্যাক
কতি কোথায়
কতুক কৌতুক
কথ কত
কথা কোথায়
কথাঙ কোথাও
কথাহোঁ কোথাও
কথোক কতক
কথোককাল কতকাল
কথোক্কালে কতকালে
কদলি কদলী
কনক চম্পক স্বর্ণ-চাঁপা
কনেষ্ট কনিষ্ঠ
কন্দ স্কন্ধ, কাটামুণ্ড
কন্দর কাঁদর, ছোট নদী
কন্দন ক্রন্দন
কন্দলি কোন্দল
কর্কস কর্কশ
কর্ন্নে কর্ণে
কন্যাকুব্জ কান্যকুব্জ
কর্ন্য কর্ণ
কর্ন্নমুলে কর্ণমূলে
কপিন কৌপীন
কপোথ কপোত
কবচ বর্ম, সাঁজোয়া
কবর্দ্ধকে কপর্দকে
কবিলাস কৈলাস
কভু কভু
কমন কেমন

কর্ম্মসুত্রে কর্মসূত্রে
করতার কর্তার, সৃষ্টিকর্তার
করপুট করজোড়
করাইলন্ত করল
করী করি
কলাকলি কোলাকুলি
কল্পান্ত কল্পের শেষ
কল্লোল কল্লোল
কহ্লার শ্বেতপদ্ম, শালুক, সুঁদি
কাএ কাকে
কাকতালি কাঁকতলী, বাস্তুসন্ধি
কাকেয় কাউকে
কাঞ্চন বৃক্ষ বিশেষ
কাঁড় অস্ত্র বিশেষ
কাড়িঞা কাড়িয়া
কাঁথ দেওয়াল
কাথে কাকে
কানাঞী কানাই, কৃষ্ণ
কানি ছিন্নবস্ত্র
কাঁপীলা কাঁপিলা
কান্দে স্কন্ধে
কালি আগামী কাল
কালিত আগামী কাল
কালিতে কালিদহে
কাষ্টসিলা কাষ্ঠশিলা
কাহায় কাকে
কাহিনি কাহিনী
কাহ্নু কৃষ্ণ
কাংস্য বাদ্য বিশেষ
কির্ত্তন কীর্তন
কির্ত্তিকা কৃত্তিকা, নক্ষত্র বিশেষ
কিন্নর কিন্নর
কিপা কৃপা
ক্রিড়ন্তি খেলা করে
ক্রিতব্রহ্মা কৃতবর্মা, ভোজবংশীয় কৌরব পক্ষের যোদ্ধা
কিসলয় কিশলয়
কিহ কেহ
কিংষুক কিংশুক, পলাশ
কীছু কিছু
কুছিত কুৎসিৎ

কুটুম কুটুম্ব
কুন্তল কর্ণাভরণ বিশেষ
কুর্দ্ধ ক্রুদ্ধ
কুন্দমতি বৃক্ষ বিশেষ
কুপ কূপ
কুবলয় কংসের হস্তী
কুমারি কুমারী
কুমুদ শালুক
কুম্ভিকা কুম্ভীপাক, নরক বিশেষ
কুম্ভক, যোগ বিশেষ
ধ্বন্যাত্মক শব্দ
কুলি অপ্রশস্ত পথ
কুসলে কুশলে
কৃর্দ্ধ ক্রুদ্ধ
কৃনিপাত প্রণিপাত, ভূতলে পতিত হয়ে প্রণাম
কৃন্দন ক্রন্দন
কৃয়া ক্রিয়া
কৃসাঙ্গি কৃশাঙ্গি
কেকলাস কৃকলাস, গিরগিটি
কেজুর কেয়ূর
কেতকি পুষ্প বিশেষ
কেলী কেলি, বিহাব, খেলা
কেযুর কেয়ূর
কেসর বৃক্ষ বিশেষ
কেসরি কেশরী
কেসসৈ বাণ বিশেষ
ক্লেস ক্লেশ
কোমন কেমন
কোরালে বিদীর্ণ করে
ক্রোধাবৃষ্ট ক্রোধাবিষ্ট
কৌঅর কুমার
কৌমদকি কৌমোদকী, বিষ্ণুর গদা

ক্ষএ ক্ষয়
ক্ষাতি খ্যাতি
ক্ষিরোদ ক্ষীরোদ, ক্ষীর সমুদ্র
ক্ষেতিতলে ক্ষিতিতলে
ক্ষেদ খেদ
ক্ষেম ক্ষমা কর
ক্ষোত্রি ক্ষত্রিয়
ক্ষোমিলে ক্ষমিলে

খড়কি খিড়কি
খল পাশাখেলার কৌশল বিশেষ
খাঁকার কলঙ্ক
খাণ্ডা খাঁড়া, অস্ত্র বিশেষ
খানিখানি খান খান
খাযুর খির খেজুর ক্ষীর, বৃক্ষ বিশেষ
খেআতি খ্যাতি
খেতিতলে ক্ষিতিতলে
খেদা বিতাড়ন
খোরাখুরি তৈজসপত্র বিশেষ
খুড়ুতাত খুল্লতাত

গআসত বৃক্ষ বিশেষ
গটা গোটা
গড়খাআই গড়খাই, পরিখা
গড় গড়, দুর্গ
গতাআত গতায়াত
গতী গতি
গন্ধঝিটি বৃক্ষ বিশেষ
গর্ত্ত গর্ভ
গম্ভির গভীর
গরুড়ধ্বজ কৃষ্ণের রথ
গরূ গরু
গাই গাভী
গাণ্ডিব গাণ্ডীব, অর্জ্জুনের ধনু
গালী গালি
গিএগ গিয়া
গিত গীত
গিধিনি গৃধিনী, রাজশকুনি
গ্রিস্ম গ্রীষ্ম
গীরিবর গিরিবর
গ্রীহিনি গৃহিণী
গুঙাই গমন করি
গুঙাইব যাপন করব
গুটি গোটা
গুন গুণ, ধনুকের জ্যা
গুনবতি গুণবতী
গুনী গুনি
গুপি গোপী
গুপিকা গোপিকা
গুরুপত্নি গুরুপত্নী
গুরূপত্নি গুরুপত্নী
গুলফ গোড়ালি
গৃহস্ত গৃহস্থ
গৃহস্তোর গৃহস্থের
গৃহি গৃহী
গেআন জ্ঞান
গোকুলএ গোকুলে
গোকুলয় গোকুলে
গোঙাইল অতিক্রান্ত হল
গোঙার গোঁয়ার
গোচরি জানাই
গোত্র Totem, কুল, বংশ
গোবাক গুবাক, সুপারি
গোবিন্দাই গোবিন্দ, কৃষ্ণ
গোমন্থে গোশালায়
গোরি গৌরী
গোল গোলমাল
গোস্মাই গোঁসাই
গোহা গুহা
গোহারী কাতর অনুনয়

ঘরনি ঘরণী, গৃহিণী
ঘাউ আঘাত, ঘা
ঘাও আঘাত, ঘা
ঘোসন ঘোষণা
ঘ্রত ঘৃত

চক্রবেড় চক্রাকারে বেষ্টিত
চরিলা চড়িলা
চতুরঙ্গ হস্তী অশ্ব রথ পদাতিযুক্ত সেনা
চতুর্থি চতুর্থী, তিথি বিশেষ
চতুর্ভূজ চতুর্ভুজ
চতুস্শালা গৃহ বিশেষ
চমকীত চমকিত
চরূ চরু, যজ্ঞীয় পায়সান্ন
চস্য চোষ্য
চাক ভাঙরি নৃত্যের তাল বিশেষ
চাএগ চেয়ে
চান্দ্রায়ন চান্দ্রায়ণ, ব্রত বিশেষ
চাস চাষ
চিআই চেতন করাই
চিআইএগ চেতন করিয়ে
চির্ত্তে চিত্তে
চিত্ব চিত্ত
চিত্রলেখিত চিত্রের ন্যায়
চিত্রা নাড়ী বিশেষ
চিহ্ন চিহ্ন
চির্হ্নঃ চিহ্ন
চিন্তীত চিন্তিত
চিয়াইএগ সচেতন করিয়ে
চিরস্কাল চিরকাল
চুর্ন চূর্ণ
চুপড়ি ছোট ঝুড়ি
চুমক চুমুক
চুমন চুম্বন
চুমুদ তু. চুমড়ি, যে কোষের ভিতর নারিকেল ফলে
চুরামনি চূড়ামণি
চুরী চুরি
চৈষট্টি চৌষট্টি
চোখবান চোখা বাণ
চৌখণ্ডি গৃহ বিশেষ
চৌসট্টি চৌষট্টি

ছাওালে ছেলে
ছোড়ান চাবিকাঠি, অব্যাহতি

জ জে, যে
জক্ষ যক্ষ
জখন যখন
জগ্য যোগ্য
জজাতি যযাতি
জজ্ঞপত্নী যজ্ঞপত্নী, যোগ্যপত্নী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নী
জজ্ঞ সেসে যজ্ঞ শেষে
জটাউ জটায়ু
জথ যত
জথা যথা, যেখানে
জদুবির যদুবীর
জদ্দ যজ্ঞ
জদুমনী যদুমনি
জননি জননী

জন্ত্র যন্ত্র
জবন যবন
জবে যবে
জম যম
জমুনা যমুনা
জর্ম্ম জন্ম
জম্মাইয়া জন্মাইয়া
জরাসিন্ধু জরাসন্ধ
জ্জরা জরা
জুরা জরা
জলতে জলেত
জস যশ
জসো যশোদা
জাএ যায়
জাজন যাজন, পৌরোহিত্য, যজ্ঞ করান
জাতনা যাতনা, যন্ত্রণা
জাতাআত যাতায়াত
জাঁতিএা হলচালনা
জাত্রা যাত্রা
জাথে যাহাতে
জান্নবি জাহ্নবি
জাবত যাবৎ
জায়্য যাইও
জালি জ্বালি
জাসি যাস
জাহার যাহার
জিঅঅ জীবিত
জিওতে জীয়ন্তে
জিজ্ঞাস জিজ্ঞাসা কর
জিথ জীবিত থাকত
জিজ্ঞাসিল জিজ্ঞাসিল
জিনে জয় করে
জির্ম্ম জীর্ণ
জিব জীব
জিবন জীবন
জিবিকা জীবিকা
জিবের জীবের
জিহ্বা জিহ্বা
জিলে জীবিত থাকলে
জিহি জিহ্বা
জুক্তি যুক্তি, পরামর্শ
জুক্তিয়া যুক্তি করে
জুগ যুগ
জুগান্ত যুগান্ত
জুর্দ্ধে যুদ্ধে
জুয়ায় যুক্তি করে
জেই যেই
জেষ্ট জ্যেষ্ঠ
জেন যেন
জেবা যেবা
জোগবানি যোগবাণী
জোগান যোগান
জোগময় রিস যোগময় ঋষি
জোগমায়া যোগমায়া
জোগি যোগী
জোগেশ্বর যোগেশ্বর
জোজন যোজন
জোজনগন্ধা পুষ্প বিশেষ
জোঠা জাঠা, ছোট লাঠি
জ্যোতির্মঅ জ্যোতির্ময়
জোথা যথা
জোদ্ধাপতি যোদ্ধাপতি
জোনি যোনি
জৌতুক যৌতুক
জৌবন যৌবন

ঝাট দ্রুত
ঝাটত শীঘ্র
ঝিমিএা ঝিমিয়ে
টলবলে টলমলে, টলমল করে
টোন তূণ
ঠাঞি ঠাঁই, স্থান
ঠাএী ঠাঁই
ঠান ঠাম, গঠন, ভঙ্গী
ঠেকীয়া ঠেকিয়া

ডাগর বিশাল
ডাকীল ডাকিল
ডাণ্ডাইএা দাঁড়িয়ে
ডাবুস অস্ত্র বিশেষ
ডোমখোলা ডোমের খোলা বা স্থান, অসভ্যের স্থান
ঢাকীল ঢাকা পড়ল, আবৃত হল
তত্য তত্ত্ব
তথীর তথির, তাহার
তনুপাত মৃত্যু
তপসি তপস্বী
তভুত তবুত
তভু তবু
তমু তবু
তরাস ত্রাস
তরুবর তরুবর
তরুতে তরুতে
তারকা পটল তারকা সমূহ
তারধিক তার অধিক
তালা শ্রবণ শক্তি রহিত হওয়া
তিক্ষুধার তীক্ষ্ণধার
তিক্ষ তীক্ষ্ণ
তিখ্ন তীক্ষ্ণ
তিম্ন তীক্ষ্ণ
তির্থবরে তির্থবরে
তির্থান্তর তীর্থান্তর
তিথী তিথি
তিরে তীরে
তিহঁ তিনি
তুমার তোমার
তুমী তুমি
তুরিতে ত্বরিতে, দ্রুত
তুসিয়া তোষণ করে
তুসিলেও তুষ্ট করলেন
তৃতায় ত্রেতাযুগে
তৃতিঅ তৃতীয়
তৃদস ত্রিদশ, দেবতা, অমর
তৃবলি ত্রিবলী, যোগীচিহ্ন বিশেষ
তৃবিধ ত্রিবিধ
তৃলোচন ত্রিলোচন
তৃষ্টা তৃষ্ণা
তৃসন্ধা ত্রিসন্ধ্যা
তৃসায় তৃষ্ণায়
তেঞী তেঞি, সেইজন্য
তৈলক্ষ ত্রৈলোক্য, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল
তোথা তথা
তোথাএ তথায়
তোথাএী তথায়

তোমএ তোমায়
তোমিত তুমিত
তোলবোল টলমল, তোলপাড়
তোসন তোষণ
তো হেন তোমার মত
ত্রাশ ত্রাস
ত্রিতিঅ তৃতীয়
ত্রিদষ ত্রিদশ
ত্রিন তৃণ
ত্রিপ্ত তৃপ্ত
ত্রিভুবনেশ্বরি ত্রিভুবনেশ্বরী
ত্রিয়োদশ ত্রয়োদশ
ত্রিলোত্তমা তিলোত্তমা
ত্রিসাএ তৃষায়, তৃষ্ণায়
থাকীতে থাকিতে
থাকীয়া থাকিয়া
থোপনা খোপা

দআ দয়া
দইত্য দৈত্য
দড়া মোটা দড়ি
দত্য দৈত্য
দত্যেস্বর দৈত্যেশ্বর
দন্য দৈন্য
দন্দ দ্বন্দ্ব
দম্পত্যে দাম্পত্যে
দরসন দর্শন
দরিদ্র দারিদ্র্য
দস দশ
দসদিগ দশদিক
দসরথ দশরথ
দসা দশা
দামা দামামা, বাদ্য বিশেষ
দারি দ্বারী
দাসি দাসী
দিগান্তর দিগন্তর
দির্ঘ দীর্ঘ
দির্ঘ সন্দ দীর্ঘছন্দ
দির্ঘ্যে দীর্ঘে
দিজ দ্বিজ
দিতিয় দ্বিতীয়
দিনা দিন
দিনা কথোক দিন কতক
দিপ দীপ
দিপতি দীপ্তি
দিপ্ত দীপ্ত
দিবাএ দিনের বেলা
দির্ব্যজ্ঞান দিব্যজ্ঞান
দির্ব্যদৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি
দুআরে দুয়ারে
দুগ্ধবতি দুগ্ধবতী
দুর্গটি দুর্ঘট
দুর্গতিনাসিনী দুর্গতিনাশিনী
দুজ্জোধন দুর্যোধন
দুর্জ্জোধন দুর্যোধন
দুর্জ্জোন দুর্যোধন, দুর্জন
দুত দূত
দুর্দ্ধ যুদ্ধ
দুন্ধভি দুন্দুভি
দুন্নিবার দুর্নিবার
দুর্ব্বাষুত্র দুর্বাসূত্র
দুর্ভিক্য দুর্ভিক্ষ
দুরিত দুর্বৃত্ত
দুরূবার দুর্বার
দুয়ারি দ্বারী
দুর্যধর দুর্যোধন
দুরে দূরে
দুল্বভ দুর্লভ
দুর্ব্বাভ দুর্লভ
দুল্লভ দুর্লভ
দুক্ষ দুঃখ
দুসিব দোষ দিব
দুঃক্ষি দুঃখী
দৃড় দৃঢ়
দৃড়বোল কটু বাক্য
দেওর দেবর, স্বামীর ভ্রাতা
দেবরিনে দেবঋণে
দেবেস্বর দেবেশ্বর
দেস দেশ
দেহ হনে দেহ হতে
দৈব্য দৈব
দৈব্যজোগে দৈবযোগে
দৈব্য নীবন্ধ দৈব নির্বন্ধ
দৈল্য দস্যু
দোঅজ দ্বিতীয়
দোনা বৃক্ষ বিশেষ
দোস দোষ
দোসরি বাদ্য বিশেষ
দোসরে দোসরি
দোসাধু চৌর্যাপবাদগ্রস্ত জাতি বিশেষ
দ্দান দান
দ্ধজ ধ্বজ, ধ্বজা
র্দ্ধনি ধ্বনি
দ্বহিত দুহিত, দুই
দ্বাদষ দ্বাদশ
দ্বাদস দ্বাদশ
দ্বাদসি দ্বাদশী
দ্বাবিংসে দ্বাবিংশে
দ্বারি দ্বারী
দ্বিপ দ্বীপ
দ্বিবিধ দ্বিবিদ, বানর বিশেষ
দ্বীজ দ্বিজ
দ্রপময় দ্রবময়
দ্রড় দৃঢ়
দ্রড়বন্ধ দৃঢ়বন্ধ
দ্রষ্টী দৃষ্টি
দ্রসন দর্শন
দ্রস্য দৃশ্য
দ্রিনা দিন
দ্রিষ্ট হৃষ্ট
দ্রিদে হৃদে
দ্রিদে হৃদয়ে
দ্রুদ হ্রদ
দ্রোণ মেঘ বিশেষ

ধর্জ্জ ধৈর্য
ধর্জ্জ্য ধৈর্য
ধনিন ধনী
ধড়ফর অস্বস্তি
ধনুস্বরে ধনুঃশরে
ধনুস্বর ধনুঃশর
ধরনি ধরণী
ধরী ধরি
ধাএ্যা ধেয়ে
ধাতৃ ধাত্রী

ধিরে ধীরে
ধুম ধূম
ধুমকেতু ধূমকেতু
ধৃতরাষ্ট ধৃতরাষ্ট্র

নএ্যানে নয়নে
নগরি নগরী
নড় লড়
নড়ানড়ি দ্রুতবেগে
নড়িলা গমন করল
নদি নদী
নন্দনী নন্দিনী
নপুর নূপুর
নবঘন নতুন মেঘ
নরহরী নরহরি
নরেস্বর নরেশ্বর
নহিলা না হইল
নহুসি নহ সেই
নাইকা নায়িকা
নাকড়ি বৃক্ষ বিশেষ
নাকচোনা অলঙ্কার বিশেষ
নাগরে নগরে
নাএী নাই
নাএীক নাহিক
নাবি নাভী
নাম্বে নামে
নারাঅন নারায়ণ
নারি নারী
নাস নাশ
নিঙে নিয়ে
নিক্ষেত্রী নিঃক্ষত্রিয়
নিগঢ় নিগড়, শৃঙ্খল
নিচ নীচ
নিছনি বালাই
নিজোজন নিয়োগ
নিজোজিত নিয়োজিত
নিত্য নৃত্য
নিদাগ নিদাঘ
নিদ্দোষী নির্দোষী
নিদ্ধন নির্ধন
নিধান আধার
নিধান নির্ধন

নির্ন্নয় নির্ণয়
নিবন্ধ নিয়ম, ব্যবস্থা
নিবড়িল শেষ হল
নিবার নিবারণ কর
নিবাসি নিবাসী
নির্দ্দয় নির্দয়
নির্ব্বংস নির্বংশ
নিমিত্য নিমিত্ত
নিমিস নিমেষ
নিমিসেকে এক নিমেষে
নিভাইএ্যা নির্বাপিত করে
নিয়ড় নিকট
নির নীর
নিরদকে জলবিহীন
নিরূন্ধি নিরুদ্ধ করে
নিরোপন নিরূপণ
নিল নীল
নিলএ নিলয়
নিলধর নির্ধন
নিলু নিলাম
নির্লপেতে নির্লিপ্ত
নির্ল্লেপ নির্লিপ্ত
নির্ব্বেপ নির্লিপ্ত
নিসচএ নিশ্চয়
নিসদ নিঃশব্দ
নিসাচর নিশাচর
নিসাপতি নিশাপতি
নিসিকালে নিশিকালে
নিসেদ নিষেধ
নিসেদিল নিষেধিল
নিশ্চিন্তে নিশ্চিন্তে
নৃত্ত নৃত্য
নৃপমনী নৃপমণি
নৃপমুনী নৃপমণি
নৃভৃতে নিভৃতে
নেত সূক্ষ্মবস্ত্র
নেবারন নিবারণ
নের্ব্বেসন্তি নিবসন্তি
নেয়ট ফিরে আসে
নৈবিদ্য নৈবেদ্য
নৈরাস নিরাশ
নৈরিত নৈঋত

নোতন নূতন
নোল লালায়িত
নৌতন নূতন
পওভর পয়োধর
পঞ্চজোন্য পাঞ্চজন্য
পঞ্চদসে পঞ্চদশে
পঞ্চনি অবস্থা পাঁচ অবস্থা
পঞ্চসস্য পঞ্চশস্য। ধান, মাষকলাই তিল মুগ যব
পঞ্চসর পঞ্চশর। অরবিন্দ অশোক অম্র শিরীষ (নবমল্লিকা) নীলোৎপল
পট্ট পট
পটো পটে
পতকা পতাকা
পত্যান পত্তন
পদঘাত পদাঘাত
পদ্মঁ পদ্ম
পন্নগ সর্প
পদ্মমন প্রদ্যুম্ন
পরবেশ প্রবেশ
পরমাউ পরমায়ু
পরমান প্রমাণ
পরানি প্রাণ
পড়া পটহ, বাদ্য বিশেষ
পরচণ্ড প্রচণ্ড
পরবন্দে প্রবন্ধে
পরসুরাম পরশুরাম
পরসে পরশে
পরস্ত্রি পরস্ত্রী
পরিক্ষা পরিখা
পরিক্ষা পরীক্ষা
পরিক্ষিতে পরীক্ষিতে
পরিখানা পরিখা
পরিসদ পরিষদ
পরিসিব পরশিব
পরুসরাম পরশুরাম
পশ্চাদে পশ্চাতে
পশ্চীম পশ্চিম
পসুবত পশুবৎ
পসু পশু
পসুপত পাশুপত, অস্ত্র বিশেষ

পাইক পদাতিক, পেয়াদা
পাউ পা
পাও পা
পাখসাট পাখার আঘাত
পাঙ পায়
পাঁঙু পায়
পাচিরে প্রাচীরে
পাঞ্চজোন্য পাঞ্চজন্য
পাঞ্চালি প্রবন্ধে পাঁচালি ছন্দে
পাছু পশ্চাৎ, পিছনে
পাটশালা পাঠশালা
পাপি পাপী
পার্ব্বতি পার্বতী
পারন পালন
পারণা উপবাস ভঙ্গ
পারলি পারুল, বৃক্ষ বিশেষ
পারী পারি
পালঙ্কি পালঙ্ক
পালঙ্গ পালঙ্ক
পাষাসারি পাশা সারি, ক্রীড়া বিশেষ
পাস পাশ
পাসরী পাসারি
পাসান পাষাণ
পাসাজ্ঞা পাশা খেলা
পাসে পাশে
পিঅলি পিয়াল, বৃক্ষ বিশেষ
পিঙ্গলা নাড়ী বিশেষ
পিত পীত
পিতৃরিনে পিতৃঋণে
পিত্রে কৃড়া পিতৃক্রিয়া, পিতৃকৃত্য
পিল পান করল
পিসাচ পিশাচ
পীসমা পিসিমা
পুজা পূজা
পুজিল পুছিল
পুজীত পূজিত
পুত্তুলি পুত্তলি
পুনর্জ্জন্ম পুনর্জন্ম
পুন্নবতী পুণ্যবতী
পুর্ন্ন পূর্ণ
পুন্না পূর্ণাহুতি

পুর্ব্বার্জ্জিত পূর্বার্জিত
পুরক যোগ প্রক্রিয়া বিশেষ
পুরুস পুরুষ
পুরিস পুরীষ, বিষ্ঠা
পুষ্পকড়ি পুষ্প নির্মিত কর্ণের অলঙ্কার বিশেষ
পুষ্পকা ঋতুমতী
পুষ্পদ্যানে পুষ্পোদ্যানে
পুস্কর মেঘ বিশেষ
পৃঅ প্রিয়
পৃঅবানি প্রিয়বাণী
পৃত প্রীত
পৃতি প্রতি, প্রীতি
পৃর্ত্তাসন্ন প্রত্যাসন্ন
পৃথবি পৃথিবী
পৃথুবি পৃথিবী
পৃনিপাত প্রণিপাত
পেএ পান করে
পেলাএা ফেলে
পেলাব ফেলব
পেলামু ফেলব
পেলাহ ফেলাও
পোউত্র পৌত্র
পো খানি পুত্রটি
পৌঙলা প্রবাল
পোত্রী পৌত্রী
পোস্য পোষ্য
প্রকাস প্রকাশ
প্রকিত্তি প্রকৃতি
প্রকির্ত্তি প্রকৃতি
প্রত্তিত প্রতীত
প্রত্যেক্ষ প্রত্যক্ষ
প্রথুবি পৃথিবী
প্রদিপ প্রদীপ
প্রণামে প্রাণায়ামে, যোগ প্রক্রিয়া বিশেষ
প্রবিন প্রবীণ
প্রভাবতি প্রভাবতী
প্রমাধ প্রমাদ
প্রলম প্রলম্ব, অসুর বিশেষ
প্রসর্ন্ন প্রসন্ন
প্রাচির প্রাচীর

প্রিথিবি পৃথিবী
প্রেবেস প্রবেশ
প্রেমযুত প্রেমযুক্ত
প্রেমা প্রেম
ফটিক স্ফটিক
ফাঁফর বিপদ
ফাল ফলা

বংসের বংশের
বই ব্যতীত
বইল বলল
বইসাল্য বসাল
বএস বয়স
বকা বকাসুর
বজ্রলাভ বজ্রনাভ, অসুর বিশেষ
বঞ্চে দাম্পত্য জীবন যাপন করে
বড়সি অঙ্কুশ তুল্য মাছ ধরবার কাঁটা বিশেষ
বড়াই অহঙ্কার, গর্ব
বড়াঞি অহঙ্কার, গর্ব
বড়ু ব্রাহ্মণ
বর্থ ব্যর্থ
বদরিশ্রমে বদরিকাশ্রমে
বন্দব বান্ধব
বন্দি বন্দী
বন্ধনে বন্দনে
বধিমু বধ করব
বধিবাকে বধ করবার জন্য
বরাটিকা তুচ্ছ, কড়ি
বরিসনে বরিষণে
বরিসা বর্ষা
বরুন বরুণ
বলাএর বলাইয়ের
বলিউল বলল
বস বশ
বস্য বশ
বর্ম্নিনা বর্ণনা
বর্সন বর্ষণ
বর্সাতে বর্ষাতে
বসুদেব বসুদেব
বসুমত্তি বসুমতি
বস্থ বশ

বাই বাহু
বাউলি ব্যাকুল
বাউবেগে বায়ুবেগে
বাএ বাতাসে
বাঙ্গালচুঙা বৃক্ষ বিশেষ
বাটাবাটি তৈজসপত্র বিশেষ
বাঁটি বন্টন
বাঢ় বৃদ্ধি
বাঢ়িল বাড়িল
বাতা বাখারি, বাঁশের পাতলা ফালি
বাদ বিবাদ
বাদিয়া বেদে, পুতুল নাচের সূত্রধার
বান্দি বান্ধি
বান্দিএগ বেঁধে
বান্ধিলেন্ত বাঁধলেন
বান্তবাহক ক্রীড়া বিশেষ
বায়ব অস্ত্র বিশেষ
বারইস বেরোস
বারা কলস
বালকৃড়া বাল্যক্রীড়া
বাশুদেব বাসুদেব
বাসক বৃক্ষ বিশেষ
বাসহর বাসর, মিলনগৃহ
বাস্যাইলা বসাল
বাহিরাইল বের হল
বাহীর বাহির
বাহুড়িয়া প্রত্যাবর্তন করে
বিকটাল ভয়ঙ্কর, বিকট আকার
বিকশে বিকশিত হয়
বিক্রঅনি বিক্রয়কারিণী
বিঘ্নী বিঘ্ন
বিচারএ কেস কেশ পরিচর্যা করে
বিছন্ন বিচ্ছিন্ন
বিজাএ বিজয়, গমন
বিজ্জে বীর্যে
বিজোগ বিয়োগ, মৃত্যু
বিড়মিএগ বিড়ম্বিত করে
বিত্তান্ত বৃত্তান্ত
বির্ত্তান্ত বৃত্তান্ত
বিৎসেদে বিচ্ছেদে
বিদ্যান বিদ্বান
বিধর্ব্ব বিদর্ভ
বিধগাদ বিদগ্ধ
বিনতি মিনতি
বিনি বিনা
বিনু বিনা
বিনাএগ বিনিয়ে
বিন্দু বিন্দ, মুচকুন্দের মাতা
বিন্দে বিন্ধে
বিপরিতে বিপরীতে
বিপ্রিয় অপ্রিয়
বিভা বিবাহ
বিভাহ বিবাহ
বিভুঞ্জিয়া উপভোগ করে
বিভূতি যোগ ঐশ্বর্য বিশেষ
বিম্মক বিম্বুক
বিম্মু বিম্বফল
বিযুরি বিজুরী
বিয়নি বিজনী, পাখা
বির বীর
বিরোচিত বিরচিত
বিলমে বিলম্বে
বিলংঘনা লংঘন
বিশেষেত বিশেষত
বিষরিল বিস্মৃত হল
বিষ্টি বৃষ্টি
বিস বিষ
বিসয় বিষয়
বিসএর বিষয়ের
বিসম ভীষণ, বিষম
বিসরন বিস্মরণ
বিসাদ বিষাদ
বিসাল বিশাল
বিসাদিত বিষাদিত, বিষণ্ন
বিসয়ে বিষয়ে
বিসিষ্ট বিশিষ্ট
বিসীষ্ট বিশিষ্ট
বিসুদ্ধ বিশুদ্ধ
বিসেস বিশেষ
বিসেসত বিশেষত
বিস্বকর্মা বিশ্বকর্মা
বিস্বম্ভর বিশ্বম্ভর
বিস্বময় বিশ্বময়
বিস্বনাথ বিশ্বনাথ
বিস্বাস বিশ্বাস
বিস্বামিত্র বিশ্বামিত্র
বিস্বেস্বরে বিশ্বেশ্বরে
বিস্মঅ বিস্ময়
বিস্মিতি বিস্মৃতি
বিহানে উষাকালে
বিহ্বোল বিহ্বল
বীরদাপ বীরোচিত দর্প
বীরধড়ি বীরধড়ী, বীরের পরিধেয় বস্ত্র
বেকত ব্যক্ত
বের্থ ব্যর্থ
বের্থ ব্যর্থ
বেথা ব্যথা
বেদিত বিদিত
বেবসা ব্যবসা
বেবস্থা ব্যবস্থা
বেলে বেলা
বেষ্টমের বৈষ্ণবের
বেসে বেশে
বেহার বিহার, ভ্রমণ
ব্যেস্ত্র ব্যস্ত
ব্রেথা বৃথা
বৈইসম্পায়ন বৈশম্পায়ন
বৈকুণ্ট বৈকুণ্ঠ
বৈদেসি বিদেশী
বৈদ্ধ বৌদ্ধ
বৈমুখ বিমুখ
বৈরভাব বৈরীভাব
বৈরি বৈরী
বৈল বলল
বৈষ্টব জর বৈষ্ণব জর
বৈসাখ বৈশাখ
বৈস্য বৈশ্য
বোলেন্ত বলেন
বৌহারি বৃক্ষ বিশেষ
বৃক্ষবত বৃক্ষবৎ
বৃত্যান্ত বৃত্তান্ত
বৃষ্টে বৃষ্টিতে
বৃস বৃষ

বৃহদ্দত বৃহদ্রথ, জরাসন্ধের পিতা
বুইল বলল
বুইল্যাঙ বললাম
বুজহ বুঝহ
বুজিতে বুঝিতে
বুজিহ বুঝিহ
বুদ্ধিবান বুদ্ধিমান
বুর্দ্ধে বৃদ্ধিতে
বুম্বুদ বুদবুদ
বুলি বেড়াই
বুলিএগ্রা বলে
বুলিতে বলতে
বুলে বেড়ায়
ব্যবরন বিবরণ
ব্যাজ বিলম্ব
ব্রকা বৃকাসুর
ব্রহ্মাচারি ব্রহ্মচারী
ব্রহ্মাচার্য্য ব্রহ্মচর্য
ব্রহ্মানি ব্রাহ্মণী

ভএ ভয়ে
ভকত ভক্ত
ভগবতি ভগবতী
ভগ্নি ভগ্নী
ভঞ্জিব ভজনা করব
ভজ্রনাভ বজ্রনাভ, অসুর বিশেষ
ভটিয়্যমা ভাটগণের পাঠ্য কাব্য বিশেষ
ভর্ছিয়া ভর্ৎসনা করে
ভর্ছিল ভর্ৎসিল
ভমে ভ্রমে
ভল্লাতকি বৃক্ষ বিশেষ
ভাগ্যন্ত ভাগ্যবন্ত
ভাট দূত, বার্তাবহ
ভাণ্ডিয়া বঞ্চনা করে
ভাণ্ডিহ ছলনা কর
ভায় প্রতিভাত হয়
ভারাবতারনে ভারাবতরণে
ভিকারি ভিখারী
ভিক্ষাটন ভিক্ষার জন্য পরিভ্রমণ
ভির্ন্ন ভিন্ন
ভিম ভীম
ভিস্ম ভীষ্ম
ভুত ভূত
ভুমিকম্প ভূমিকম্প
ভুমিষ্ট ভূমিষ্ঠ
ভুম্যে ভূমিতে
ভুসন ভূষণ
ভুক্রিকম্ফ ভূমিকম্প
ভুজ ভূজ
ভুবনে ভুবনে
ভুমিতে ভ্রমিতে
ভূমিলা ভ্রমিলা
ভুলে ভুলে
ভুসিল ভূষিল
ভৃঞ্জিল ভুঞ্জিল
ভূমিতে ভ্রমিতে
ভেট উপহার
ভোক্ষ ভক্ষ
ভোর্ক্ষ ভক্ষ
ভোগি ভোগী
ভোর্য্য ভোজ্য
ভ্রাত্রিপুত্র ভ্রাতৃপুত্র
ভ্রাত্রিনারি ভ্রাতৃনারী, ভ্রাতার স্ত্রী

মউর ময়ূর
মউরপুৎস ময়ূরপুচ্ছ
মউরূ ময়ূর
মগর মকর, জলজন্তু বিশেষ
মঞ্চ সর্জ্জ মঞ্চসজ্জা
মজিল নষ্ট হল
মটুক মুকুট
মত্য মত্ত
মত্ব মত্ত
মর্ত্তে মর্ত্যে
মৎসর্জিবি মৎসজীবী
মদাদ মদ্রদেশ
মদ্দাদেসে মদ্রদেশে
মর্দ্ধাবির্ত্তে মধ্যবৃত্তে, বৃত্ত মধ্যে
মর্দ্ধে মধ্যে
মদ্দ্যাদেসে মদ্রদেশে
মধ্যান্ন মধ্যাহ্ন
মনস্য মনুষ্য
মনস্থীর মনোস্থির
মনহর মনোহর
মনী মণি
মরূ মরু
মহাদেই মহাদেবী
মহামাংস নরমাংস
মহাষুখে মহাসুখে
মহিতলে মহীতলে
মহিপাল মহীপাল
মহিসি মহিষী
মহেস্বর মহেশ্বর
মাআ মায়া
মাইল মারিল
মাও মা
মাতামহি মাতামহী
মানুস মানুষ
মানুসি মানুষী
মায়াষুর মায়াসুর
মায়াস্ত্রি মায়াস্ত্রী
মারিথাম মারিতাম
মালসাট মল্লের ন্যায় যুদ্ধোদাম
মাস্চর্য মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা
মিত্যু মৃত্যু
মির্ত্তুকালে মৃত্যুকালে
মিথা মিথ্যা
মিন মীন
মিসাইয়া মিশাইয়া
মুকত মুক্ত
মুকাব মুক্তি দিব
মুকুতী মুক্তি
মুক্ষ্য মুখ্য
মুখান মুখখান
মুচ্চিতা মূর্ছিতা
মুর্ছিত মূর্ছিত
মুটুকি মুষ্টাঘাত
মুঠকামুঠকি ঘুষাঘুষি
মুর্ত্তি মূর্তি
মুত্র মূত্র
মুনিন্দ্র মুনীন্দ্র
মুরতী মূর্তি
মুরাবী মুরারি, মুর দৈত্যকে বধ করে কৃষ্ণ এই নামে খ্যাত হন
মুসল মুষল, অস্ত্র বিশেষ

মৃগরাজা নৃগরাজ
মেখলা বস্ত্র বিশেষ
মেলানি বিদায়
ম্লেছ ম্লেচ্ছ
ম্লেৎস ম্লেচ্ছ
মৈত্রি মৈত্রী
মৈল মরিল, মৃত
মোকে আমাকে
মোক্ষ মুখ্য, প্রধান
মোৎস মৎস্য
মোন মন
মোহরি বাদ্য বিশেষ
মোহা মহা
মোহোর মোর
যুগতি যুক্তি, পরামর্শ
যুতি যূথি, বৃক্ষ বিশেষ
যুধীষ্টীরে যুধিষ্ঠিরে
যুড়ি জোড় করে, করজোড়ে
য্যোতি জ্যোতি
য়কুই একই
য়ক্রুর অক্রুর
য়ন্তজন অন্তজন
য়বতারে অবতারে
য়রিস্ট অরিষ্ট
যসুভ অশুভ
য়সুর অসুর
য়াছে আছে
য়ানি আনি
য়ামি আমি
য়েই এই
য়েইত এইত
য়েকে একে
য়েত এত
য়েতেক এতেক
য়েথা হেথায়
য়েড়য়ে এড়য়ে
য়েড়ি এড়িয়া
য়েহোবার এইবার
রকতে রক্তে
রক্ষন্তি রক্ষা করেন
রক্ষা মন্ত্রপূত সূত্র
রজনি রজনী

রড় দ্রুতবেগে, দৌড়িয়ে
রড়ারড়ি দৌড়াদৌড়ি
রমনি রমণী
রম্ভাসন্ধ্যা ব্রহ্মসন্ধ্যা, যোগক্ষণ বিশেষ
রাউ কাঢ়ে কথা বলে, শব্দ করে
রাউত অশ্বারোহী সেনা
রাজন্ন রাজন্য
রাজসুই রাজসূয়, যজ্ঞ বিশেষ
রাত্তৃ রাত্রি
রাধাচক্র দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে ব্যবহৃত চক্র বিশেষ
রামকেহোঁ রামকেও
রায্য রাজ্য
রার্য্য রাজ্য
রাসি রাশি
রিতু ঋতু
রিন ঋণ
রুক্কিনি রুক্মিণী
রুচির রুচির, সুন্দর
রুদ্ধিল রুদ্ধ হল
রুন্ধে রুদ্ধ করে
রুম্বী রুক্মি
রূপসি রূপসী
রুষিলা রোষযুক্ত হল
রুষ্ট রুষ্ট
রুসিঞা রোষযুক্ত হয়ে
রুসিলাত রুষিলাত
রেচে রেচক, যোগ প্রক্রিয়া বিশেষ
রোস জজ্ঞ রোঁষ যোগ্য

লখে লক্ষ্য করে
লঞাছিল নিয়েছিল
লক্ষ্মি লক্ষ্মী
লগ্নজিতা নগ্নজিতা
লড় দ্রুতবেগে, দৌড়ে
লড়ি নড়ি
লর্ল্লাটে ললাটে
লাগ নাগাল
লাটাইয়া উলটিয়ে
নিলা লীলা

লিলাএ অবলীলাক্রমে, হেলায়
লুনি ননী
লেঅ নাও
লেউক লউক
লেউটিঞা প্রত্যাবর্তন করা
লেউন লউন
লেখিঞা লিখে
লেঞ্জে লেজে
লেলু নিল
লেহ লহ, লও
লেহুত লহ
লেহালে নেহালে, দেখে
লোকপাল রাজা, দিকপাল, ব্রহ্মা
লোঞাইল নোয়াইল
লোমাঞ্চিত রোমাঞ্চিত
লোলা লোলুপ
লোহপাস লৌহপাশ
লোহে শোনিতে, অশ্রুতে

শুন্দরি সুন্দরী
শুলুঙ্গে সুড়ঙ্গে
শৃকালি শৃগালী
শৃজিল সৃজিল
শৃষ্টী সৃষ্টি
শ্চান্ধ শ্রাদ্ধ
শ্রান স্নান
শ্রিষ্টি সৃষ্টি
শ্রী স্ত্রী
শ্রীজন সৃজন
শ্রীজিঞা সৃজিয়া
শ্রীজিল সৃজিল
শ্রীপতী. শ্রীপতি, নারায়ণ
শ্রীপুরুসে স্ত্রী পুরুষে
শ্রীফল ফল বিশেষ
শ্রীমধুসোদন শ্রীমধুসূদন
শ্রীর আচার স্ত্রী আচার
শ্রীহরী শ্রীহরি

ষফল সফল
ষটকর্ম ষ্টকর্ম, ব্রাহ্মণের ছয় কর্ম: যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ

ষুক্র শুক্র
ষুখাএ শুখায়
ষুখি সুখী
ষুখে সুখে
ষুগন্ধ সুগন্ধ
ষুতিএ্যা শয়ন করে
ষুধা সুধা
ষুধাধার সুধাধারা
ষুধিল শুদ্ধ হল
ষুন শুন
ষুনয়ে শুনয়ে
ষুনহ শুনহ
ষুনি শুনি
ষুনিএ্যা শুনিয়া
ষুনী শুনি
ষুন্দর সুন্দর
ষুন্দরী সুন্দরী
ষুপ্রভাত সুপ্রভাত
ষুবর্ন্ন সুবর্ণ, স্বর্ণ
ষুবণ্যরেখা শূর্পনখা
ষুভ শুভ
ষুভক্ষন শুভক্ষণ
ষুমতি সুমতি
ষুর্য সূর্য
ষুযুক্তি সুযুক্তি
ষুর সুর, দেবতা
ষুরেশ্বর সুরেশ্বর, ইন্দ্র
ষুল শূল, অস্ত্র বিশেষ
ষুসিতল সুশীতল
ষুস্থ সুস্থ
ষুন্য শূন্য
ষ্পন্দন স্পন্দন

সংকল্য কংসের ভ্রাতা
সংক্ষ সংখ্যা
সংক্ষা সংখ্যা
সংক্ষিপে সংক্ষেপে
সংখ শঙ্খ
সংখচুড় শঙ্খচূড়
সংঙ্কা শঙ্কা
সংসয় সংশয়
সকট শকট
সকতি শক্তি
সকতী শক্তি
সকালে সকলে
সক্তী শক্তি
সঙ্কর শঙ্কর
সঙ্কা শঙ্কা
সঙ্খধ্বনী শঙ্খধ্বনি
সঙ্গিত সঙ্গীত
সচ্ছন্দ স্বচ্ছন্দ
সঞ্জম সংযম
সট ষট্, ছয়
সটকর্ম্ম ষট্কর্ম
সটকাল ষট্কাল, ব্রতবিশেষ
সটচক্র ষট্চক্র, যোগ শাস্ত্রোক্ত দেহ মধ্যস্থ ছয়চক্র : মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মনিপূরক অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা

সত শত
সতদল শতদল
সতকার সৎকার
সড়ঙ্গে ষড়ঙ্গে
সত সংক্ষ্য শত সংখ্য
সতধার শতধার
সতি সতী
সতেক শতেক
সত্ত সত্ত্বগুণ
সত্ত শত
সত্তবন্ত সত্যবন্ত
সত্তর সতর্ক
সত্তর সত্বর, শীঘ্র
সত্যবতি সত্যবতী
সত্যবাদি সত্যবাদী
সত্যেরে সতর্ক
সত্রু শত্রু
সত্রুঘ্ন শত্রুঘ্ন
সদত সতত
সদৃষ সদৃশ
সধর্ম্মসভা দেবসভা
সধে সাধ্য সাধনা করে, অনুনয় করে
সন্তোস সন্তোষ
সন্দ ছন্দ
সন্দেস সন্দেশ, সংবাদ
সন্ধ্যা জপ
সন্মান সম্মান
সন্য সৈন্য
সন্যাসি সন্ন্যাসী
সন্ন্যাসি সন্ন্যাসী
সপত সপথ
সপ্তদ্বিপা সপ্তদ্বীপা—জম্বু প্লক্ষ শাম্মলী কুশ ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর
সপ্তস্বরা বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
সপ্নে স্বপ্নে
সপ্প সর্প
সপ্পা সর্প
সবংসে সংবশে
সবদ শব্দ
সব্দ শব্দ
সবেএী সবাই
সর্ব্বজেষ্ট সর্বজ্যেষ্ঠ
সর্ব্বভুতে সর্বভূতে
সভ সব
সভাব স্বভাব
সমচিত সমুচিত
সমর্ত্ত সম্বর্ত্ত, মেঘ বিশেষ
সমাঝ সমাজ
সমিন্ধ সম্বন্ধ
সমিপে সমীপে
সম্পত্য সম্পত্তি
সম্পত্যে সম্পদে
সম্পাস সকাশ
সম্বরে সম্বরে, সম্বরাসুরকে
সম্বৎসর সংবৎসর
সম্বাদ সংবাদ
সম্বিধান সন্নিধান
সম্বুর সম্বর, অসুর বিশেষ
সম্মিত সম্বিৎ
সম্ভাসন সম্ভাষণ
সম্ভাসা সম্ভাষণ
সয়ন শয়ন
সয়ম্বর স্বয়ংবর
সর শর
সরত শরৎ

সরন স্মরণ
সরনাগত শরণাগত
সরস্বতি সরস্বতী
সরির শরীর
সরূপা স্বরূপা
সরূপে স্বরূপে
সরেস্বতী সরস্বতী
সরোরূহে সরোরুহে, পদ্মে
সর্ক্করা শর্করা
সর্গ স্বর্গ
সর্গগঙ্গা স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী
সর্ত শত
সর্যা শয্যা
সশুর শ্বশুর
সষ্টম ষষ্ঠ
সষ্টদস ষোড়শ
সসক্ষাত সংখ্যাযুক্ত
সসন্য সসৈন্য
সসর্ন্য সসৈন্য
সসী শশী
সস্তিক স্বস্তিক
সস্য শস্য
সহশ্চ সহস্র
সহেশ্চক সহস্রেক
সহাএ সহায়
সহিন্যে সৈন্যে
সহীত সহিত
স্বরন স্মরণ
স্বরির শরীর
স্বৎসন্দ স্বচ্ছন্দ
স্বহায় সহায়
স্বহিদয় সহৃদয়
স্মম্পদি সম্পদশালী
সাচিব্য মন্ত্রীত্ব, সচিবের কর্ম
সাক্ষি সাক্ষী
সাক্ষ্যাত সাক্ষাৎ
সান শব্দ
সান্ত শান্ত
সান্তি শান্তি
সান্তিপনি সান্দীপনি
সাপিনি সাপিনী
সাঁপের শাপের
সাম্বু শাম্ব
সাঁভালএ প্রবেশ করে
সান্তায়ে প্রবেশ করে
সারদ্ধার সারোদ্ধার, আসল তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন
সার্দ্দুল শার্দুল
সালি শাল বৃক্ষ
সাষুড়ি শাশুড়ি
সান্তি শান্তি
সাস্ত্র শাস্ত্র
সাস্ত্রজুতে শাস্ত্রযুক্ত
সাস্রেতে শাস্ত্রেতে
সাহে সাথে
স্তানে স্থানে
স্তাপিল স্থাপিল
স্ত্রান স্নান
স্বামি স্বামী
স্বাঁমী স্বামী
স্বাস শ্বাস
স্বাস্ত্রি স্বস্তি
স্যাম শ্যাম
সিংগা শিঙ্গা
সিংহ শৃঙ্গ
সিঅলি শিউলি
সিকা খাদ্যাদি রাখবার জন্য ঝুলানো দড়ির আধার
সিখর শিখর
সিথিল শিথিল
সিগ্র শীঘ্র
সিঘ্রগতি শীঘ্রগতি
সিতা সীতা
সিতাএ সিঁথিতে
সিতে শীতে
সিধ্যা সিদ্ধা
সিব শিব
সিবা শিবা, শৃগালী
সিমলি শিমূল
সিমা সীমা
সিয়লী শিউলি
সির শির
সিলা শীলা
সিলে শীলে
সিষু শিশু
সিষ্ট শিষ্ট
সিস্টের শিষ্টের
সুইএ্যা শুইয়া
সুক সুখ
সুকল শুক্ল
সুক্ল শুক্ল
সুক্লা শুক্লা
সুকিনি শকুনি
সুক্র শুক্র
সুখি সুখী
সুঠান সুঠাম
সুশু শুশু
সুর্দ্ধমতি শুদ্ধমতি
সুদ্র শূদ্র
সুদ্ধসিল শুদ্ধশীল
সুদ্রঢ় সুদৃঢ়
সুপ্রনখা শূর্পনখা
সুভক্ষন শুভক্ষণ
সুভদীন শুভদিন
সুম্মরূপ সৌম্যরূপ
সুযুতি সুযুক্তি
সুর্য সূর্য
সুয্যের সূর্যের
সুয়াস্ত স্বস্তি
সুরুগুরু সুরগুরু, বৃহস্পতি
সুল শূল
সুলঙ্গ সুড়ঙ্গ
সুশিলা সুশীলা
সুসর্ম্মা সুষুম্না, নাড়ী বিশেষ
সুসাসিত সুশাসিত
সুহায় স্বহায়
সৃষ্টী সৃষ্টি
সেমন্তক স্যমন্তক, মণি বিশেষ
সেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ
সেসে শেষে
স্নেহ স্নেহ
সোঁঅরে শরণ করে
সোঁভ রথ বিশেষ
সোঅরে শরণ করে
সোক শোক
সোগ শোক

সোধ শোধ
সোভন শোভন
সোভয়ে শোভয়ে
সোভা শোভা
সোভাগ্ন সৌভাগ্য
সোভিত শোভিত
সোভে শোভে, শোভা পায়
সোয়াথ স্বস্তি
সোল ষোল
সোলয় ষোলতে
সোসর সমান
সোসানেত শ্মশানে
স্যামল শ্যামল
স্রবন শ্রবণ
স্রবে স্রাবিত হয়
স্রম শ্রম
স্রুতিএাত শয়ন করে
স্ত্রি বধিআ স্ত্রীবধকারী
স্থীর স্থির
স্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ
স্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীকৃষ্ণবিজয়
স্রীঙ্গ শৃঙ্গ
স্রীঙ্গার শৃঙ্গার
স্রীঙ্গি শৃঙ্গী
স্রীজন সৃজন
স্রীনিবাস শ্রীনিবাস, বিষ্ণু
স্রীবৎস শ্রীবৎস
স্রীয়পতি শ্রীপতি
স্রীষ্টি সৃষ্টি

হইম হেম, স্বর্ণ
হনে হতে
হরসীত হরসিত
হরিসে হরিষে, হর্ষে
হরীএা হরিয়া
হর্ত্তা হন্তা, নাশক
হর্স হর্ষ
হস্থি হস্তী
হস্তীনা হস্তিনা নগর
হাইবাসে উৎকট ইচ্ছায়, লালসায়
হাকন্দ কান্দনে উচ্চৈস্বরে আকুল ক্রন্দন
হাঁকারিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার, হাঁক
হাতাস হতাশ
হরিতালিকা ভাদ্রমাসের চতুর্থী তিথি
হিআয় হিয়ায়, হৃদয়ে
হিনজন হীনব্যক্তি
হিরন্যকস্যপু হিরণ্যকসিপু
হিরা হীরা
হ্রিসিকেস হৃষিকেশ
হুঙ্কার বীজমন্ত্র বিশেষ
হুতাস হুতাস
হুতাস হুতাসন
হৃতাসে হতাশে
হৃনে ঋণে
হৃসিগন ঋষিগণ
হেঠে নিচে
হেতাল বৃক্ষ বিশেষ
হেষ্ট হেঁট
হৈলাঙ হলাম
হোর হের, দেখ
হোরায়ে রাশি পরিমাণের অর্ধাংশ